বিশ্বনবী মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

যায়নুল আবেদীন রাহনুমা

আবু জাফর অনূদিত

প্রত্যেকেই মুহাম্মদ (স:)-এর নাম শুনেছে এবং সামান্য কিছু হলেও তাঁর প্রচারিত ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে সে কিছু জানে। মানবজাতির মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর জীবনী পাঠ করেছেন এবং তাঁর কথা থেকে কম-বেশি ধারণা সবাই লাভ করেছেন। কেউ তাঁকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করে, কেউ তাঁর সামাজিক নেতৃত্ব অনুসরণ করে, কেউ তাঁকে প্রশাসক হিসেবে দেখে, আবার কেউ তাঁকে সমালোচনা করে। এ পুস্তকে, যতদূর সম্ভব, তৎকালীন আরব সমাজের নির্ভরযোগ্য চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, বর্ণনা করা হয়েছে মহানবীর জীবনের বিস্তারিত বিবরণ। যে-সব ঘটনার প্রেক্ষাপটে তাঁর জন্ম হয় সে-সব ঘটনা থেকে তাঁর মিশনের দিন পর্যন্ত, তাঁর মিশনকে দূরের ও কাছের যে-সব উপাদান প্রভাবিত করে, এবং তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে যে পরিচালনা-শক্তি অনুভব করেন এবং অতিপ্রাকৃত সূত্র থেকে তিনি যে অনুপ্রেরণা লাভ করেন, তা অবিকল ও যথার্থভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এ পুস্তকে। জনাব রাহনুমা মনে করেন, এটাই তাঁর সামাজিক জীবনের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি।

অনুবাদক পরিচিতি : আবু জাফর (জন্ম ১.২.১৯৪৮ যশোর)। যশোর এম এম কলেজ থেকে স্নাতক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) পাস করার পর ১৯৭০ সালে সরকারী চাকরিতে যোগদান। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : মওলানা আকরম খাঁ-এ ভারসেটাইল জিনিয়াস, মুসলিম ফেস্টিভ্যালস্ ইন বাংলাদেশ, মুসলিম উৎসব, মোগল যুগের বিচার, রাসূল মুহাম্মদ (স:); অনুবাদ : মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন, মহানবীর জীবন আলো, মহানবীর শাশ্বত পয়গাম, ট্রেন টু পাকিস্তান, বীর এবং বীর বন্দনা।

বিশ্বনবী মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

যায়নুল আবেদীন রাহনুমা

আবু জাফর অনূদিত

আল-আমীন প্রকাশন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিশ্বনবী মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

যায়নুল আবেদীন রাহ্নুমা

আবু জাফর অনূদিত

প্রকাশক

মুহাম্মদ মীযানুর রহমান

আল-আমীন প্রকাশন

৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স

বাংলাবাজার, ঢাকা

ফোন ঃ ৭১২০৫৬৪

প্রকাশকাল

রমযান ১৪০৭

নভেম্বর ২০০০

প্রচ্ছদ

ফরিদী নুমান

কম্পিউটার কম্পোজ

আল-আমীন ফাউন্ডেশন

৩২, শহীদ সৈয়দ নজরুল সড়ক

হাটখোলা, ঢাকা

মুদ্রণ

দি এ্যাঞ্জেল প্রেস লিঃ

২৮, আরামবাগ, ঢাকা

ফোন ঃ ৭১০০৬৩৯

গ্রন্থস্বত্ব

অনুবাদক

মূল্য

অফসেট ঃ ৪০০ টাকা/৩০ ডলার

সাদা ঃ ৩৫০ টাকা/২৫ ডলার

Biswa Nabi Muhammad (s.m). Bengali Translation of the book 'Payambar' by Zeinol Abedin Rehnoma in Parsian language; English Translation by L. P Elwell-Sutton. Bengali Translation by Abu Jafar. Published by Muhammad Mizanur Rahman. Al-Ameen Prokashon. 38/3 Computer Complex, Banglabazar. Dhaka. Bangladesh. Phone : 7120564

First Edition : Ramadan, 1407; November, 2000.

Price : Taka 400. US $ 30 Offset

Taka 350 US $ 25 White

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসী আব্বা ও আম্মার
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

- আবু জাফর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পাঠকদের প্রতি

এ গ্রন্থে মহানবী হযরত মুহাম্মদ-এর নাম পাঠকালে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম' পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য। এছাড়া পুরুষ ও মহিলা সাহাবীগণের ক্ষেত্রে যথাক্রমে 'রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু' ও 'রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা' পড়া বিধেয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচি

প্রকাশকের কথা	
উপক্রমণিকা	
বাংলা অনুবাদকের কথা	
ইংরেজি অনুবাদকের কথা	১৭
লেখকের নিবেদন (প্রথম খন্ড)	২০
লেখকের নিবেদন (দ্বিতীয় খন্ড)	২৯
লেখকের নিবেদন (তৃতীয় খন্ড)	৩১
প্রথম খন্ড	
দৃশ্যপট এক ঃ অনুশির্ভান-এর দরবার	৩৫
দৃশ্যপট দুই ঃ জাস্টিনিয়ানের দরবার	৫০
একজন বিনীত ব্যক্তির কাজ	৬৫
জমজম কূপ	৭১
চোখের পানিতে মাটি ভিজে গেল	৮০
দুঃখের মাঝে মৃদু হাসি	৮৮
ফাতিমার ভালবাসা	৯৫
ভাবাবেগের বেগবান সোনার অগ্নিশিখা	৯৯
ভাগ্য পরিবর্তন করা যায় না	১০৪
একটি অপরূপ অপচ্ছায়া	১১০
মনের চেয়ে হৃদয় দেখে গভীরভাবে	১১৩
কোথায় ছিলেন তিনি?	১১৫
ফাতিমার দুঃখজনক ভাগ্য	১১৯
খোদা তাঁর নিজের ঘরকে রক্ষা করবেন	১২৭
অনুশির্ভান-এর স্বপ্ন	১৩৫
যে আলো এখনও জ্বলজ্বল করে	১৩৯
মরুভূমির মধ্যে	১৪৩
অন্ধকার দিগন্ত থেকে	১৫২
অশ্রুবিন্দুর স্মৃতি	১৬০
অপর এক বিষাদময় মানসিক ক্লেশ	১৬৫
বুহাইরার অত্যাশ্চর্য কথা	১৭০
সবার ওপর খোদার দৃষ্টি	১৮৬
অন্তহীন রাত	১৯১
অন্ধকার থেকে উৎসারিত আলো	২১২
খাদীজা	২১৮
মুহাম্মদের আকাশে একটি নতুন তারা	২২৪
অনুরাগ থেকে সৃষ্ট বিশ্ব	২২৯
সত্যের অনুসন্ধানে মুহাম্মদ	২৩১

www.pathagar.com

মুহাম্মদ ও কুরাইশ জনগণ ২৩৭
পাঠ করুন...! ২৪৩

দ্বিতীয় খন্ড

বেহেশত ও সীমাহীন মরুভূমির নেতা ২৫৮
মৃদুমন্দ বায়ুর মত যে ছায়া অপসারিত হল ২৬৩
আল্লাহ মহান ২৬৫
আল্লাহ আপনাকে ত্যাগ করেননি ২৭০
পুরনো বিশ্বাস ও নতুন ভাবাবেগ ২৭২
যুবকটির ধর্মবিশ্বাস ২৮০
স্বপ্নের শক্তি ২৮৩
পৌত্তলিকতা থেকে আল্লাহর ইবাদত ২৯০
দোযখের আগুন থেকে মুক্ত হও ২৯৬
মুহাম্মদ ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ৩০০
আমার হাতের শক্তি লুপ্ত হয়েছে ৩০৮
স্ত্রীলোকটি কখনই আমাকে দেখতে পাবে না ৩১০
প্রথম স্বদেশ ত্যাগ ৩১২
আসমানের দিকে একবার ক্ষণিক দৃষ্টি পাত ৩১৫
আমিই এ কাজ করব ৩১৭
একজন কবির প্রয়োজন মদ ও ভালবাসা ৩২০
অনুরাগের মধ্যে রাগের সমাপ্তি ৩২৩
আল্লাহ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন ৩২৭
কুরাইশ নেতৃবৃন্দের চুক্তি ৩২৯
একজন পাগল লোক বা একজন অলৌকিক কর্মী ৩৩৫
আবিসিনিয়ার রাজার রাজসভা ৩৪১
ইবাদতে সবাই মাথা অবনত করল ৩৪৯
পর্বতমালার একটি কন্ঠস্বর ৩৫২
মুহাম্মদ আল্লাহর নবী ৩৫৯
তুমি যদি আমাদের মধ্য থেকে চলে যাও ৩৬২
মহানবীর মিশনে খাদীজার অংশগ্রহণ ৩৬৭
খাদীজার শেষ চাহনিতে কী ছিল ৩৭০
মুহাম্মদ-এর জীবনের দুঃখের দিনগুলো ৩৭৩
এ লোকটি সত্য পথের পথিক ৩৮৫
নৈশ ভ্রমণ ও মি'রাজ ৩৯০
মক্কায় ইসলামের আলো ৪০০
রাতের মাঝে ৪০৫
ভয়ে অন্তর কেঁপে গেল ৪১৬
নতুন ও পুরনো পৃথিবীর মাঝে ৪২৩
নবযুগের সূচনা ৪২৮

www.pathagar.com

তৃতীয় খণ্ড

একটি ক্ষুদ্র মরুযাত্রী দল	৪৪০
দু'ধরনের সাহস	৪৪৪
প্রথম পবিত্রকরণ	৪৪৮
আমার গৃহ, ইবাদত ও স্থায়ী বিশ্রামের স্থান	৪৫১
'বল, হে সালমান'!	৪৫৮
সালমান বললেন	৪৬২
আয়েশা	৪৭১
ভ্রাতৃত্বের সন্ধি	৪৭৫
আংটি এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের সীলমোহর	৪৮০
একটি একক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা	৪৮৪
ইহুদী সম্প্রদায়ের মাঝে	৪৮৯
আল্লাহর কসম, তাঁর চেয়ে উত্তম কাউকে আমি কখনও জানিনি	৪৯৫
মুহাম্মদ-এর অস্তিত্বের দলিল গুটিয়ে ফেলি	৫০০
এ হাড়টি আমাদের গলায় বিঁধে আছে	৫০৫
তরবারি নয়, অশ্রুর ঝলকানি	৫১০
নবীর শহরে কি ঘটেছিল	৫১৪
পয়গম্বরী নূর সারা বিশ্বকে আলোকিত করল	৫২০
প্রতিশোধের স্পৃহা তাদেরকে উৎসাহিত করল	৫২৯
মক্কার ক্ষমতার উৎস	৫৩৩
চিরকালের জন্য পৌত্তলিকতাকে কবর দেওয়া হয়েছে	৫৩৮
চল আমরা যাই এবং তাদেরকে দেখাই	৫৪৪
আস্থা ও সন্দেহের তুলনা	৫৪৮
প্রথমে যুদ্ধবন্দীদের উদ্ধার, পরে প্রতিশোধ	৫৫৪
আল্লাহ কোন্ জিনিস সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন?	৫৫৭
জয় এবং পরাজয়	৫৬২
মুহাম্মদ-এর আনুগত্য	৫৭৪
আয়েশার ঘটনা	৫৭৯
বিদ্যুতের ঝলকানিতে দৃষ্ট ছবি	৫৮৪
অদৃশ্য সৈন্যদল	৫৮৯
মুহাম্মদ-এর কাছ থেকে পারস্যের সম্রাটের কাছে	৫৯২
তোমার ওপর কে প্রভুত্ব করবে?	৫৯৭
বিদায়ের বছর	৬০৪
যে আলো কোনদিন নির্বাপিত হবে না	৬০৯
পরকাল	৬১৪
গ্রন্থপঞ্জি	৬২২

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আরবের বেদুইন, নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মাঝে মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রেরণ করেন ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন আদম সন্তানকে সঠিক দিক-নির্দেশ দেয়ার জন্যে। তিনি মক্কা এবং মদীনার জীবনে মাত্র দু'যুগ সময়ের মধ্যে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র পৃথিবীকে উপহার দিতে সক্ষম হন।

আমৃত্যু তিনি ছিলেন অনুপম চরিত্রের অধিকারী। এ মহামানবের জীবন ও কর্মের ওপর বিশ্বব্যাপী আস্তিক-নাস্তিক জ্ঞানী ব্যক্তিরা ক্রমাগত প্রণয়ন করে চলেছেন গ্রন্থের পর গ্রন্থ। সেই ধারাবাহিকতায় অনন্যসাধারণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ইরানের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী যায়নুল আবেদীন রাহনুমা। তিন খন্ডে রচিত এ গ্রন্থের বাংলা তরজমা উপহার দিয়েছেন খ্যাতিমান লেখক ও অনুবাদক আবু জাফর। ঝরঝরে বাংলায় তিনি আমাদেরকে গ্রন্থটি উপহার দেয়ার চেষ্টায় সফল হয়েছেন। একনাগাড়ে গ্রন্থটি শেষ করার মত। পাঠক টেরই পাবেন না, নবী-জীবনী পড়ছেন, না বিশ্বের সর্বোত্তম ব্যক্তির জীবনভিত্তিক এক ঐতিহাসিক উপন্যাস আত্মস্থ করছেন। এটি বাংলা সাহিত্যে নতুন সংযোজন। নিঃসন্দেহে পাঠক গ্রন্থটি পড়ে উপকৃত হবেন, নতুন ধ্যান ও ধারণায় আলোকিত হবেন।

মানুষের দেয়া মহানবীর এক উপাধির নামে প্রতিষ্ঠিত 'আল-আমীন প্রকাশন' গ্রন্থখানা প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

www.pathagar.com

উপক্রমণিকা

বহুদিন আগেকার কথা, ১৯৫৭ সাল। আমি তখন বৈরুতে ছিলাম। বৈরুতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক নিকোলা জিয়াদে আমার দেখাশুনা করছিলেন। নিকোলা খ্রিস্টান, কিন্তু ইসলামী ইতিহাসের একজন গভীর পাঠক। আমি তেহরানে বেড়াতে যাব শুনে তিনি আমাকে তিনটি ঠিকানা দিলেন। জানালেন, এঁরা তিনজন অত্যন্ত সজ্জন এবং আমাকে প্রয়োজনে সব সাহায্য তাঁরা করবেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আমেরিকান ফ্রেন্ডস অব দি মিডল ইস্ট-এর প্রতিনিধি। ভদ্রলোক মার্কিনী, তাঁর নাম এখন আর আমার মনে নেই। আরেকজনের নাম হচ্ছে ডক্টর শাফাক। তিনি তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রফেসর ছিলেন। তৃতীয়জনের নাম ডক্টর যায়নুল আবেদীন রাহনুমা। ইনি ছিলেন ইসলামী চিন্তাবিদ এবং একজন বিখ্যাত পন্ডিত। নিকোলা এঁদের পরিচয় জানিয়ে আমাকে বলেছিলেন, "যায়নুল আবেদীন একজন অসাধারণ ব্যক্তি। পৃথিবীর বহু ভাষায় তাঁর গ্রন্থাদি অনূদিত হয়েছে। তিনি একজন সুন্নী এবং হানাফী। ইরানের শিয়া পরিবেশের মধ্যে তিনি প্রবল প্রতাপের সঙ্গে বসবাস করছেন।"

আমি তেহরানে পৌঁছে তখ্ত জামশিদের ধারে একটি হোটেলে উঠেছিলাম। হোটেলটির নাম মনে নেই, পরিচ্ছন্ন একটি ছোট হোটেল। এখন এ হোটেলটি আছে কিনা জানি না। কখন পৌঁছেছিলাম মনে নেই, সম্ভবত দুপুরে। গোসল করে দুপুরের খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম নিলাম। বিকেলে ঘুম থেকে ওঠে টেলিফোনে সবার সাথে যোগাযোগ করলাম। মার্কিনী ভদ্রলোক কিছুক্ষণের মধ্যে হোটেলে আসবেন বললেন। ডক্টর শাফাক পরদিন তাঁর বাসায় আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন সকাল ১১টায়। ডক্টর রাহনুমা পরদিন বিকেলে আমার হোটেলে আসবেন বললেন।

মার্কিনী ভদ্রলোক একজন গ্রন্থাগারিক। 'মধ্যপ্রাচ্যের বন্ধুদের জন্য' নামক যে প্রতিষ্ঠানটি আছে, তিনি তার পরিচালক। তিনি একটি গ্রন্থাগার এবং পাঠকেন্দ্র গড়ে তুলেছেন, যেখানে তেহরানের ছাত্ররা, সংবাদপত্রের লোকেরা নিয়মিত আসে এবং আমেরিকার ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য, অর্থনীতি এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটি উঠে গেছে। মার্কিনী ভদ্রলোক পরদিন সন্ধ্যায় তাঁর বাসায় আমাকে দাওয়াত দিলেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর কেন্দ্রের বিশিষ্টতা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি জানালেন, তাঁর প্রতিষ্ঠানটি একটি গুরুদায়িত্ব পালন করছে। দায়িত্বটা হচ্ছে, আমেরিকার জনগণের সঙ্গে ইরানের জনগণের একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।

www.pathagar.com

ভদ্রলোক চলে যাবার পর আমি তখ্‌তে জামশিদের প্রশস্ত পথ দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটলাম। এ পথটি পশ্চিমের দিকে এগিয়ে আলবুর্জ পাহাড়ের গোড়ায় এসে থেমেছে। ফেরদৌসীর 'শাহনামা'র মধ্যে আলবুর্জ পাহাড়ের একটি রোমান্টিক বিবরণ আছে। আলবুর্জ পাহাড়ে ওঠে একটি বিরাট টানেলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলে কাস্পিয়ান সাগরের কাছে এসে পৌঁছানো যায়। কাস্পিয়ান সাগরের কাছে বিদেশী পর্যটকদের জন্য দু'টি মনোরম জায়গা আছে - একটির নাম রামসর, অন্যটির নাম বাবুলসর্। যে বছরের কথা বলছি, সে বছরে এসব জায়গায় আমি যেতে পারিনি, আরও অনেক পরে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ হেঁটে হোটেলে ফিরে রাতের খাবার খেলাম। রাত দশটার দিকে রাহনুমার টেলিফোন পেলাম। তিনি আগামীকাল যে আসবেন, সে কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন।

পরদিন একটি ট্যাক্সি নিয়ে ডক্টর শাফাকের বাড়িতে গেলাম। নানা কথার পর তিনি তাঁর একটি পাণ্ডুলিপি দেখালেন -'ইসলামী দর্শন' নিয়ে লেখা। তিনি আল্লামা ইকবালের দার্শনিক চিন্তা সম্পর্কে বেশ সম্মানের সাথে মন্তব্য করলেন। আমি যায়নুল আবেদীন রাহনুমার নাম বলতেই তিনি তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। বললেন, "রাহনুমা একজন বিনয়ী এবং পরিচ্ছন্ন মেজাজের লোক। তিনি ইসলাম ধর্মের মূল আদর্শ নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং রসূলের জীবনী নিয়ে তাঁর যে গ্রন্থ, সেটা তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি দিয়েছে।"

শাফাকের ওখানে বেশ কিছু চকলেট খেলাম।

বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ডক্টর রাহনুমা এলেন। আমি আমার ঘরেই ছিলাম। টেলিফোন পেয়ে লাউঞ্জে নেমে এলাম। রাহনুমার সাথে দেখা হল। গোলগাল বেঁটে মানুষ। সমস্ত মুখে রক্তিম আভা। সুন্দর করে ছাঁটা কাঁচা-পাকা দাড়ি। পরিচয় হতেই তিনি আমার হাত ধরে পেছনে বাগানে নেমে এলেন। বাগানে গাছ-গাছড়া এবং ফুলের কেওয়াড়ির কাছে টেবিল-চেয়ার সাজানো আছে। এরকম একটি টেবিলের দু'পাশের দু'টি চেয়ারে আমরা বসলাম। যায়নুল আবেদীনের হাতে তাঁর লেখা একটি বই ছিল। বইটির নাম 'পয়াম্বর'। বইটি তিনি আমাকে উপহার দিলেন। আমার নাম লিখতে গিয়ে ভুল করে 'আহসান আলী' লিখে ফেললেন। আমি ভুল দেখিয়ে দিলে তিনি হেসে বললেন, "ভুলই থাক, তাহলে আমার কথা স্মরণ হবে।" রাহনুমা বললেন, "যে কোন মুসলমান সাহিত্যিকের কর্তব্য হচ্ছে রসূলের জীবনী নিয়ে আলোচনা করা এবং অন্তত পয়গম্বরের জীবনীভিত্তিক একটি গ্রন্থ রচনা করা। তাহলেই দেখবেন, আপনি স্বস্তি পাচ্ছেন এবং সাহিত্য কর্মে এগিয়ে যেতে সফলকাম হচ্ছেন। আমি 'পয়াম্বর' বইটি লেখার পর খুব শান্তি এবং স্বস্তি অনুভব করেছি। আমি আধুনিক যুক্তিবাদী মানুষ, কিন্তু রসূলের জীবন কথা লিখতে গিয়ে আমি আবেগে চঞ্চল হয়েছি, মনে হয়েছে আমি যেন অলৌকিকের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছি। পৃথিবীতে কত মহাপুরুষ এসেছেন এবং চলে গেছেন, কিন্তু

www.pathagar.com

রসূলে খোদা এমন একজন পুরুষ যাঁর নাম উচ্চারণের সাথে সাথে গাছের পাতা সবুজ হয়ে কেঁপে ওঠে, বাতাস প্রবাহিত হয় পৃথিবীর এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে এবং একটি স্নিগ্ধ বরাভয়ে মানুষ আশ্বস্ত হয়।'' রাহনুমা কথা বলছিলেন। তাঁর মুখ যেন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠছিল। কথাবার্তা শেষে রাহনুমা আমাকে নিয়ে বেরুলেন। বললেন, ''চলুন আমার গাড়িতে করে শহরের কিছুটা দেখে আসি।'' আমি তাঁর সাথে তাঁর গাড়িতে করে আলবুর্জ পাহাড়ের সানুদেশে একটি ঝর্ণার কাছে গিয়ে বসলাম। আজও মনে হয়, এই তো সেদিন মাত্র। কিন্তু ইতোমধ্যে চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে। রাহনুমার সাথে আর দেখা হয়নি। ১৯৬৭ সালে আবার আমি ইরানে গিয়েছিলাম। তখন রাহনুমার এক কন্যার সাথে দেখা হয়েছিল। তিনিও তখন বেশ প্রৌঢ়া। ইরানী কবি তাহেরেহ্ সফরজাদেহ্ বছর দশেক আগে ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁর কাছে আমি রাহনুমার খবর পাই। তিনি তখন অসুস্থ এবং শয্যাশায়ী। তাঁকে আর পাওয়া যাবে না, কিন্তু তাঁর 'পয়াম্বর' গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ চিরদিন তাঁর বিশ্বাস এবং আগ্রহের কাছে আমাদেরকে নিয়ে আসবে।

৬০/১ উত্তর ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৫ — **সৈয়দ আলী আহসান**

১.৬.৯৮

www.pathagar.com

বাংলা অনুবাদকের কথা

ফার্সী ভাষায় যায়নুল আবেদীন রাহনুমা রচিত 'পয়াম্বর' গ্রন্থখানি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন L. P Elwell-Sutton "Payamber : The Messenger" নাম দিয়ে। এ ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে, তিন খন্ডে। ফার্সী ভাষায় রচিত ঐ গ্রন্থের প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড দু'টি প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৫৩ এবং ১৯৫৬ সালে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ-এর জন্ম-পূর্ববর্তী সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা, রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের অবস্থা এবং এরই প্রেক্ষাপটে তাঁর জন্ম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অতঃপর নবুয়ত লাভের ঘটনা থেকে শুরু করে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত সময়কালের ঘটনাবলী এ পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। মহানবীর জীবনের যেসব ছোটখাট ঘটনা ইতিহাসে উপেক্ষিত হয়ে আছে, লেখকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি থেকে সেসব ঘটনা বাদ পড়ে নি। অতি যত্নের সাথে তিনি সেসব ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন সাবলীলভাবে। এতে অনেক অনুদঘাটিত তথ্য উদঘাটিত, অনেক অজানা কথা জানা সম্ভব হয়েছে।

ইংরেজিতে অনূদিত গ্রন্থখানি তিন খন্ডে সমাপ্ত। ১৯৮৪ ও ১৯৮৮ সালে এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড পৃথকভাবে বাংলায় প্রকাশিত হয়। ঐ দুই খন্ড একত্রে 'বিশ্বনবী মুহাম্মদ' শিরোনামে প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে। বর্তমান বইখানি ইংরেজিতে প্রকাশিত তিন খন্ডের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ।

বইখানি প্রকাশের ক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ সমাজকর্মী ও গবেষক জনাব আবদুল ওয়াহিদ এবং 'আল-আমীন প্রকাশন'-এর স্বত্বাধিকারী কবি মুহাম্মদ রূহুল আমীন ও মুহাম্মদ মীযানুর রহমান-এর উদ্যোগের আমি প্রশংসা করছি এবং তাঁদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মহানবীর জীবনের ওপর লিখিত এ জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। পাঠকগণের কাছে বইখানি সমাদৃত হলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করব।

২ এইচ ইস্টার্ন হাউজিং এপার্টমেন্ট
৩৭ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা
২৯ নভেম্বর, ২০০০

আবু জাফর

www.pathagar.com

ইংরেজি অনুবাদকের কথা

সৈয়দ আমীর আলীর 'দি স্পিরিট অব ইসলাম' ১৮৯০ সালে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিমা বিশ্ব একজন মুসলমান লেখকের দৃষ্টিতে আরবের মহান নবীর জীবনী পড়ার সুযোগ পায়নি। ইরানের একজন বিশিষ্ট লেখকের এ অসাধারণ জীবনীগ্রন্থ ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করার জন্য অবশ্য কোন কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এ পুস্তকখানি ইরানে ইতোমধ্যে সতেরতম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এছাড়া ফরাসি ভাষায়ও গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। অমুসলিম পাঠক-দের জন্য এ পুস্তকের একটা বাড়তি আকর্ষণ আছে; পুস্তকখানি লেখা হয়েছিল মূলত মুসলিম পাঠকদের লক্ষ্য করে। ফলে সৈয়দ আমীর আলীর পুস্তকের মত এ পুস্তকখানি কোনভাবেই বিধর্মীদের লক্ষ্য করে প্রচারমূলক বা ধর্ম প্রচারের জন্য লেখা হয়নি।

জনাব রাহনুমা কিছুটা বিস্তৃতভাবে তাঁর নিজের লেখা ভূমিকায় এ পুস্তক লেখার পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। তিনি কি উদ্দেশ্য অর্জন করতে আশা করেন, তাও লিখেছেন। লেখকের পরিচয় তুলে ধরার কাজ আমারই।

জনাব যায়নুল আবেদীন রাহনুমা হলেন ইরানের একজন বিশিষ্ট খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতা ও প্রকাশনার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯১৬ সালে প্রকাশনার শুরু থেকে তিনি দৈনিক সংবাদপত্র 'ইরান'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি এ পত্রিকার মালিক হন। এ পত্রিকার মালিক হওয়ার পর তাঁর প্রথম একটি কাজ ছিল, স্বাধীনভাবে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যে সরকারের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা। স্পষ্ট কথা বলার জন্য ১৯৩৫ সালে তাঁকে ইরান ত্যাগে বাধ্য করা হয় এবং পত্রিকা পরিচালনার ভার অন্যের ওপর অর্পণ করা হয়। অবশ্য মরহুম রেজা শাহ-এর সিংহাসন ত্যাগের পর ১৯৪১ সালে তিনি ইরানে ফিরে এসে পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় 'ইরান' তেহরান ও ইরানে প্রধান দৈনিক পত্রিকার মর্যাদা অর্জন করে। ঐ সময় থেকে জনাব রাহনুমা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪২ সালে উপ-প্রধানমন্ত্রী, ১৯৪৫ সালে প্যারিসে ইরানী মন্ত্রী এবং ১৯৪৬ সালে সিরিয়া, লেবানন ও ট্রান্স-জর্দান-এ ইরানী মন্ত্রী হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। কয়েক বছর ধরে তিনি মজলিস বা আইন পরিষদের নিম্নকক্ষের ডেপুটি এবং সিনেটর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

www.pathagar.com

জনাব রাহনুমা তাঁর নিজের লেখা ভূমিকায় উল্লেখ করেন, নবী মুহাম্মদ-এর জীবনীগ্রন্থ লেখার কাজ শুরু হয় বিদেশে তাঁর নির্বাসনের দিনগুলোতে। ১৯৩৭ সালে এর প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয় দামেস্ক-এ, ১৯৫৩ সালে দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হয় তেহরানে এবং তৃতীয় খন্ডও প্রকাশিত হয় তেহরানে, ১৯৫৬ সালে। তাঁর এ অসাধারণ কাজকে বলা যায় গভীর পান্ডিত্য ও কল্পনাবিলাসী লেখার অপূর্ব সমন্বয়। তাঁর এ পুস্তকে যেসব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তা সেই সময়কার স্বীকৃত ঘটনাপঞ্জি লেখকদের বর্ণনায় সমর্থন রয়েছে। এতদসত্ত্বেও তাঁর এ অমর সৃষ্টি শুধু ইতিহাসের নিরস বর্ণনা বা ঘটনার উল্লেখ থেকে অনেক দূরে। সত্য ঘটনার কাঠামোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত থেকে জনাব রাহনুমা আমাদের এক মুগ্ধকর ঐতিহাসিক ঘটনা উপহার দিয়েছেন; একজন কবি, দার্শনিক ও অতীন্দ্রিয়বাদীর দৃষ্টিতে তিনি তের শতাব্দীর (বর্তমানে চৌদ্দ শতাব্দীর) পূর্বেকার আরবের জীবন ও কালের জীবন্ত এবং স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন, মরুভূমি ও পর্বতের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে নবী মুহাম্মদ-এর বেড়ে ওঠার কথা বলেছেন। বলেছেন ঐ শিশুটির কথা, যে যৌবনে পদার্পণ করেছে; লিখেছেন ঐ লোকটির কথা, যিনি নবী হয়েছেন। সেই সমাজের চিত্র এঁকেছেন, যে সমাজ কখনো মার্জিত রুচিসম্পন্ন, কখনো বা আদিম অথবা পুরাতন। তবে সেই সমাজ যে নিষ্ঠুর, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটত প্রায় সব সময়। যুবক ঐ লোকটিকে কিভাবে ঐ সমাজ গঠন করেছে - নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে ঐ সমাজ তাঁর ওপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তার বর্ণনা তিনি করেছেন বিস্তারিতভাবে। বলেছেন ঐ যুবক লোকটির উপদেশের কথা যা একদিন মানব সমাজের আট ভাগের এক ভাগ লোককে পরিচালিত ও পথ প্রদর্শন করেছে। শুধু তাই নয়, ঐ সময় ও পরিবেশে বসবাসরত একজন মানুষের দৃষ্টিতে যেসব দৃশ্য ও ঘটনা প্রতিভাত হয়েছে তাও লেখক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর বর্ণিত ঘটনাকে সুশোভিত ও আকর্ষণীয় করতে সহায়ক ঐতিহ্যগত কাহিনী ও উপকথাকেও অবজ্ঞা করেননি। অমুসলিম এবং বিশেষ করে খ্রিস্টান পাঠকরা হয়ত এমন সব ঘটনা ও কাহিনীর কথা পড়ে হতবুদ্ধি হয়ে যেতে পারেন, যার সাথে হিব্রু ও খ্রিস্টান লেখকদের লেখায় বিধৃত ঘটনা ও কাহিনী - যার সাথে তারা পরিচিত, তার কোন মিল নেই। তাঁরা হয়ত ঐসব ঘটনা ও কাহিনীর কথা পড়ে প্রশংসা করবেন এ জন্য যে, ঐ সব ঘটনা ও কাহিনী ইসলামী ঐতিহ্যের কাছে পরিচিত এবং স্বীকৃত, আর পাশ্চাত্যের লোকদের কাছে পরিচিত সেইসব ঘটনা নবীর জীবনের সাথেও বৈধভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। কারণ, জনাব রাহনুমা নিজেই প্রায় সময় বলেছেন, একমাত্র আল্লাহই সত্য সম্পর্কে অবগত আছেন।

বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা তিন বা চারশ' মিলিয়ন (এ সংখ্যা এখন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে)। পশ্চিমে মরক্কো থেকে পূর্বে ইন্দোনেশিয়া এবং উত্তরে

www.pathagar.com

কাজাখস্তান থেকে দক্ষিণে সেন্ট্রাল আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মুসলমান-দের বসবাস। এছাড়া সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার মুসলমান রয়েছে। আজকাল সুদূরপ্রসারী এ ধর্মকে জানার জন্য যে চেতনা সবাইকে অনুপ্রাণিত করে, সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য কাউকে বিশেষ চেষ্টা করতে হয় না; এবং ঐ বিষয়ে জনাব রাহনুমার বোধগম্য, প্রাণবন্ত, এমনকি সরসতাপূর্ণ জীবনী গ্রন্থের চেয়ে উত্তম আর কিছু হয় না।

অনুবাদ (ইংরেজি) সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। কুরআন থেকে গৃহীত উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে মার্মাডিউক পিকথলের 'দি মিনিং অব দি গ্লোরিয়াস কুরআন' থেকে; জালালুদ্দীন রূমীর কবিতার উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে (দু-একটা কবিতা ব্যতীত) আর. এ. নিকলসনের 'দি মসনবী অব জালালুদ্দীন রূমী' এবং সিলেক্টেড পোয়েমস্ ফ্রম দি দিওয়ানী শাম্‌স-ই-তাবরীজ' থেকে। দৃশ্য দুই ঃ জাস্টিনিয়ানের দরবার' অধ্যায়ের কয়েকটি ভাষণ সরাসরি গ্রহণ করা হয়েছে গীবনের 'ডিক্লাইন এ্যান্ড ফল অব দি রোমান এম্পায়ার' গ্রন্থ থেকে, ঐ উদ্ধৃতি-গুলো লেখক প্রথমে ঐ গ্রন্থ থেকেই ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। লেখকের সূত্রের গ্রন্থ তালিকা দেওয়া হয়েছে পুস্তকের শেষে।

এল.পি. এলওয়েল সাটন

www.pathagar.com

লেখকের নিবেদন

প্রথম খন্ড

'আপনি বলুন (অবিশ্বাসীদেরকে, হে মুহাম্মদ!) ঃ আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভান্ডার আছে বা আমি অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে অবগত; এবং আমি তোমাদের একথাও বলি না, দেখো, আমি একজন ফেরেশতা। আমি শুধু সেই ওহীর অনুসরণ করি যা আমার ওপর নাযিল হয়। আপনি বলুন ঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কি সমান? তোমরা কি তবু ভেবে দেখবে না?'

- কুরআন ৬ ঃ ৫০

আমি যখন তেহরান ত্যাগ করি, তখন আমি ক্লান্ত ছিলাম; ক্লান্ত ছিলাম দৈহিক ও মানসিকভাবে। অন্য কোন কাজে না থেকে পনের বছর ধরে শুধুমাত্র পত্রিকা সম্পাদনা এবং সাংবাদিকতা করা ও এর উত্থান-পতনের সাথে জড়িত থাকা নিঃসন্দেহে ক্লান্তিকর। এ কারণে এবং তৎকালীন সরকারের হস্তক্ষেপের কারণে আমি আমার পত্রিকা 'ইরান' ত্যাগ করি। এ সংবাদপত্রের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য আমি কঠোর পরিশ্রম করি। আমার আশা ছিল, এ পত্রিকাকে আমি দেশের একটি শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করব। আমার ও সময়টা ছিল দেশ থেকে দূরে কয়েকটা বছর কাটিয়ে দেওয়ার, আমার সাথে থাকবে কেবল আমার চিন্তা ও অনুভূতি। সেই চিন্তা ও অনুভূতি হবে বাতাসের মত স্বাধীন, যা পাঠকের চেতনায় কিছুটা আধ্যাত্মিক উজ্জ্বলতা দান করবে এবং যা মানুষের হৃদয় ও আত্মার সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলবে। আমার ভ্রমণশীল এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের আবেগপ্রবণতায় তা এনে দেবে কিছুটা বিশ্রাম ও প্রশান্তি। ঐ চিন্তা ও চেতনা যা অন্যভাবে প্রকাশ করা যেত না এবং যা একজন মানুষের বহু বছরের শ্রমসাধ্য জীবনকে আঘাত করতে পারত না তা তার অস্তিত্ব ও সামগ্রিক কাঠামোর ভিত্তিকে

www.pathagar.com

আকস্মিকভাবে ধ্বংস করতে পারে না। এ সম্পর্কে অবশ্য যথেষ্ট বলা হয়েছে। রাজনীতিকে আমরা রাজনীতিবিদদের কাছে ছেড়ে দিয়েছি এবং আমরা আশ্রয় নিয়েছি দূরবর্তী এক স্থানে। কিন্তু আমাদের প্রিয় দেশের জন্য আমাদের অন্তরে রয়েছে গভীর ভালবাসা এবং তা সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছি সেদিনের জন্য, যেদিন নিয়তি নিজেই সত্য প্রকাশ করে দেবে এবং অত্যাচারী শক্তিকে ধ্বংস করে দেবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, আমি যখন তেহরান ত্যাগ করি তখন এমন একটা বিষয়ের ওপর লিখতে আগ্রহী হই, যার সাথে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। দীর্ঘদিন ধরে নবীর জীবন আমাকে বিমোহিত করে রাখে এবং সে কারণে আমি ঐ বিষয়ের ওপরই লিখতে শুরু করি। আপনাদের সামনে এখন যে পুস্তক খানি রয়েছে তা হল অন্ধকার ও আলোর ইতিহাস; এটা হল একটা দীর্ঘ রাতের কাহিনী, যা শেষ হয়েছে একটা উজ্জ্বলতম সকালের আগমনে। এটা এমন একজন লোকের জীবন কথা যার ওপর একটা জাহাজ নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেই জাহাজের পাটাতনে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিয়তির সাগরের ঝটিকাসংকুল ঢেউ-এর মাঝে বাহিত হচ্ছে। ঐ জাহাজটি এখনও আমাদের চোখের সামনে দিয়ে সাগর পাড়ি দিচ্ছে, তার পতাকায় রয়েছে আত্মসম্ভ্রমযুক্ত কয়েকটি শব্দ ঃ ‘আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর নবী।’

প্রত্যেকেই মুহাম্মদ-এর নাম শুনেছে এবং সামান্য কিছু হলেও তাঁর ধর্ম ইসলাম সম্বন্ধে সে জানে। মানবজাতির মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর জীবনী পুস্তক পাঠ করেছেন এবং তাঁর কথা থেকে কম-বেশি ধারণা সবাই লাভ করেছেন। কেউ তাঁকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করে, কেউ তাঁর সামাজিক নেতৃত্ব অনুসরণ করে, কেউ তাঁকে প্রশাসক হিসেবে দেখে, আবার কেউ তাঁকে সমালোচনা করে; সবাই কামনা করে এমন এক সামগ্রিক পুস্তক যা তাঁর সমসাময়িক কালকে সত্যিকারভাবে চিত্রিত করতে পারে। সেই পুস্তকে বর্ণিত হবে তাঁর সমাজের কথা, সেই সময়ের লোকদের পোশাক পরার ধরন, অভ্যাস, চিন্তাধারা ও তাদের সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস; সেই পুস্তকে চিত্রিত হবে যুদ্ধ ও শান্তির সময়ে তাদের অবস্থান, বিয়ে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের কথা। বর্ণিত হবে যুবক, বৃদ্ধ - সবার কথা। সেই সময়ে বিশ্ব কেমন ছিল এবং কাদের দ্বারা সেই বিশ্ব শাসিত হচ্ছিল? সে সময় মক্কা কেমন জায়গা ছিল, কারা তার অধিবাসী ছিল, তাদের পেশা কি ছিল, তাদের নৈতিক আচার-ব্যবহার, ধর্মবিশ্বাস ও আদর্শই বা কি ছিল? তারা কিভাবে জীবন যাপন করত এবং কোন্ ধরনের আইন ও প্রথা তারা অনুসরণ করত তাদের কার্য পরিচালনায়? কোন্ সব বিষয়ের দিকে তারা তাদের চিন্তাধারাকে পরিচালিত করত? তাদের সাহিত্যের স্বরূপই বা কেমন ছিল? তাদের পুরুষ ও মহিলারা কেমন ছিল, তাদের ভালবাসা, তাদের প্রবাদ; তাদের বিজ্ঞতাই বা কেমন ছিল?

www.pathagar.com

একটি পুস্তকে এসব বিষয় একত্রিত করে গল্প বা কাহিনী নয়, সাক্ষ্য-প্রমাণসহ তাদের জীবনকে চিত্রিত করার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক অধ্যয়নের এবং অনেক পুস্তকের সহায়তা।

আমরা যদি কোন যুগের জীবনধারাকে আমাদের দৃষ্টির সামনে দৃশ্যপট, ঘটনাবলী ও জনগণকে অবিকল অবস্থায় উপস্থাপন করতে চাই তাহলে সেই যুগের একাংশের ইতিহাস পড়াই যথেষ্ট নয়। আমাদের অবশ্যই আলোচনা করতে হবে তাদের চিন্তাধারা, তাদের প্রথা, তাদের ব্যবসায়িক আদান-প্রদান, তাদের যৌন জীবন ও তাদের সাহিত্য - সংক্ষেপে, তাদের সামগ্রিক জীবনধারা - একজন ইতিহাস-লেখকের অনুসৃত পদ্ধতিতে নয়, ঐ সময়কার ঘটনাগুলো যে দৃষ্টিতে দেখা হত, সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে। এরপর বিভিন্ন অধ্যায় এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে যেন পাঠকরা সবকিছু তার নিজের স্থানে দেখতে পান এবং যে যুগ নিয়ে তিনি অধ্যয়ন করছেন তা পর্যবেক্ষণ ও তার বিচার করতে পারেন।

একটি পুস্তক হল বর্ণমালার বিভিন্ন বর্ণের সমাহার, এছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এসব বর্ণকে শব্দে বিন্যাস না করি, শব্দগুলোকে বাক্যে বিন্যাস না করি এবং বাক্যগুলোকে যথাস্থানে বিন্যাস না করি, ততক্ষণ পর্যন্ত তা পুস্তক হিসেবে গণ্য হয় না।

একটা যুগের ইতিহাসেরও বর্ণমালা আছে। এ বর্ণমালা হল সেই যুগের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ - পুরুষ, মহিলা, ধনী, গরীব, শাসক ও শাসিত। এরপর আছে তাদের চিন্তাধারা ও ধর্মবিশ্বাস, তাদের পেশা, তাদের ভালবাসা ও ভাবাবেগ, তাদের কুসংস্কার ও উপকথা, তাদের গর্ব ও নম্রতা এবং আরও আছে সব রকমের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উপাদান। এ সবকিছুই প্রাসঙ্গিকভাবে তাদের নিজ নিজ স্থানে স্থাপন করতে হবে ঐ সমাজকে একটা নতুন জীবন দান করার জন্য। এক্ষেত্রে যদি কোনভাবে সামান্যতম ঘাটতি পড়ে বা কোনভাবে বাড়তি কিছু এসে যায়, তাহলে সেই সমাজের চিত্র নির্ভরযোগ্য হবে না; তা হবে শুধুমাত্র কল্পনার চিত্র।

সমাজের ঐ নির্ভরযোগ্য চিত্র চিত্রিত হওয়ার পর আলোচনার বিষয় সেই ব্যক্তিত্বের উত্থান সম্পর্কিত সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে। এ অংশেও সেই ব্যক্তিত্বের বাহ্যিক আত্মপ্রকাশ থেকে শুরু করে তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিকেও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

এ পুস্তকে যতদূর সম্ভব ঐ সময়কার নির্ভরযোগ্য চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, বর্ণনা করা হয়েছে মুহাম্মদ-এর জীবনের বিস্তারিত বিবরণ। যেসব ঘটনার প্রেক্ষাপটে তাঁর জন্ম হয়, সেসব ঘটনা থেকে তাঁর 'মিশন'-এর দিন পর্যন্ত এবং তাঁর 'মিশন'কে দূরের ও কাছের যেসব উপাদান প্রভাবিত করে, এবং তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে যে পরিচালনা-শক্তি অনুভব করেন এবং অতি-প্রাকৃত সূত্র থেকে তিনি যে অনুপ্রেরণা লাভ করেন, তা-ও অবিকল এবং যথার্থভাবে

www.pathagar.com

লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এ পুস্তকে। মরুভূমিতে তাঁর শিক্ষা, বিদেশ ভূমিতে তাঁর পর্যবেক্ষণ, যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর অনুধ্যান, আরব জনগণের প্রথা, মাতার মৃত্যুতে তাঁর প্রাপ্ত মানসিক আঘাত, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এবং স্বীয় প্রতিভার পূর্ণতার জন্য তিনি নিজেকে যে প্রশিক্ষণ দেন, তার কথা এ পুস্তকে বলা হয়েছে সঠিকভাবে। খাদীজার সাথে তাঁর বিয়ে, জনগণের সাথে তাঁর সম্পর্ক ও আচরণ, তাঁর মিশন শুরু হওয়ার পূর্বে মক্কার লোকদের যে ধর্মবিশ্বাস তিনি প্রত্যক্ষ করেন, নিকটবর্তী পর্বতে তাঁর রহস্যপূর্ণ ভ্রমণ এবং সেখানে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস অবস্থান - এসব এ পুস্তকে বিস্তারিত ও অবিকলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এ পুস্তকে যেসব তথ্য দেওয়া হয়েছে তার পুরোটাই নেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য আরবী ভাষায় লিখিত পুস্তক ও ঐতিহাসিক সূত্র থেকে - এসব সূত্র পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণও নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন। নবীর কথোপ-কথন ও বাণী নেওয়া হয়েছে হয় কুরআন, আর না হয় হাদীস থেকে - হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে নবীর জীবনীর ওপর সর্বোত্তমভাবে লিখিত পূর্ণাঙ্গ পুস্তক থেকে। এ পুস্তকে যেসব ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা সবাই ঐতিহাসিক এবং তাদের জীবনের বিস্তারিত বিবরণ অবিকলভাবে নেওয়া হয়েছে বিশ্বস্ত সূত্র থেকে। এমনকি এ পুস্তকে যেসব সাহিত্যিক বাক্যধারা প্রকাশ করা হয়েছে তাও তৎকালীন যুগ ও পরিবেশের সাথে যতদূর সম্ভব সম্পর্কিত। যেমন, যখন কোন উট, ঘোড়া, ঝরণা বা রাতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তখন সেই বর্ণনা নেওয়া হয়েছে ইসলাম-পূর্ব অথবা ইসলামের প্রাথমিক যুগের কোন প্রসিদ্ধ কবিতা থেকে।

এ পুস্তকে আছে ইতিহাস, আছে লৌকিক কাহিনী। যেখানে লৌকিক কাহিনী উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে, সেখানে তা উল্লেখ করে ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে তার পার্থক্য দেখানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে 'একমাত্র আল্লাহই সত্য সম্পর্কে অবগত আছেন।'

লৌকিক কাহিনী সম্পর্কে কয়েকটি কথা এখানে বলা হল।

লৌকিক কাহিনী হল ইতিহাসের ছায়া। অনেক সময় আমরা ইতিহাসের চেয়ে অনেক বেশি লৌকিক কাহিনী থেকে জানতে পারি। লৌকিক কাহিনী থেকে আমরা জনগণের চেতনা, হৃদয় ও চিন্তাধারার অন্তর্নিহিত বিষয়গুলো জানতে পারি, অথচ ইতিহাস থেকে আমরা কেবল জানতে পারি জনগণের বাহ্যিক দিকগুলো। আমরা বলি যে, লৌকিক কাহিনী হল ইতিহাসের ছায়া। কিন্তু বিষয়টা যদি আমরা একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই যে, ছায়ার চেয়ে তা আরও একটু বেশি। লৌকিক কাহিনী হল একটা জাতির আত্মার ছায়া, যার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয় ঐ আত্মার যৌক্তিক ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা। অথচ ইতিহাস হল তার বিষয় ও কার্যাবলীর ত্রুটিপূর্ণ ছায়া। জনগণের হৃদয় ও কল্পনার কথা লৌকিক

www.pathagar.com

কাহিনী আমাদের কাছে উদ্ভাসিত করে, ইতিহাস আমাদের বলে জনগণের শুধু কাজের কথা।

'লৌকিক কাহিনী' অর্থাৎ 'লিজেন্ড' শব্দটার ব্যবহার হয় দু'ভাবে। যেসব লোক নিজেদের স্বর্গের সাথে সম্পর্কিত বলে দাবি করে না তাদের ক্ষেত্রে ঐ শব্দটি লৌকিক কাহিনী হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ঐ শব্দটি যদি নবী ও ধার্মিক ব্যক্তি-দের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তাহলে মিরাকল বা 'অলৌকিক ঘটনা' কথাটা ব্যবহার করাই উত্তম।

অলৌকিক ঘটনা কী?

অলৌকিক ঘটনা এমন কিছু যা সাধারণ ঘটনার চেয়ে উঁচু স্তরের। বিষয়টি যদি আমরা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে বলতে পারি, সেসব কাজকে 'অলৌকিক ঘটনা' বলা যায় যা আল্লাহ্ কারও জন্য সম্ভব করেছেন - সে কাজ সম্পাদন করা সবার জন্য সম্ভব নয়। আল্লাহ যে লোকের জন্য 'অলৌকিক' কাজ সম্ভব করেছেন, সেই লোককে আমরা বলি নবী। বিষয়টি যদি আমরা মনো-বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে দেখি, তাহলে সেসব কাজকে আমরা বলতে পারি অসাধারণ কাজ। আর এসব অসাধারণ কাজের উৎসমূল হল সেসব মহৎ ব্যক্তির মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা, যাদেরকে আমরা বলি প্রতিভাবান ব্যক্তি।

অতুলনীয় সাহস, আল্লাহর প্রতি অতুলনীয় ভক্তি, অতুলনীয় ধর্মবিশ্বাস ও অঙ্গীকার, হৃদয় ও চিন্তার অতুলনীয় পবিত্রতা - এসব হল অসাধারণ সেই গুণের অংশ যা খুব কম লোকই অর্জন করতে পারে।

কেন এমন হয়?

এর অনেকগুলো দিক আছে, যা ভূমিকার এ ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। বিষয়টি আমরা মাটির একটু কাছাকাছি নিয়ে আসি এবং সেসব প্রতি-ভাবান ব্যক্তি সম্পর্কে কথা বলি, যাঁরা স্বর্গের সাথে সম্পর্কিত বলে দাবি করেননি।

সক্রেটিসের স্থিরসংকল্প কথা ও আচরণ, লিওনার্দো দা ভিন্সির সুদূর বিস্তৃত মেধা, শেক্সপীয়ারের সাহিত্যকর্ম, এবং সর্বোপরি তাঁর হেমলেট, ভিকটর হিউগো এবং তাঁর কল্পনাশক্তি ও বাস্তবতাবোধের শক্তি, বিথোভেন ও তাঁর নবম সিম্ফনী, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর সুখের এবং মানবজাতির জন্য তাঁর ভালবাসার প্রকাশ ঘটিয়েছেন - সাহিত্য বা শৈল্পিক নৈপুণ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এসব হল অসাধারণ।

আবার ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ধর্মের মহৎ ব্যক্তিগণের গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ অতুলনীয়। সাধারণভাবে তাঁদের আবির্ভাব ঘটে ক্ষমতাবানদের স্বেচ্ছাচার, অন্যায়কারীদের অত্যাচার, শাসক শ্রেণীর নৈতিক অবনতির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসেবে। সমসাময়িক লোকদের আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিরোধ এবং স্বর্গীয় উদ্দেশ্য সাধনে তাঁদের আত্মত্যাগ তুলনাহীন, আর সাধারণ মানুষের

www.pathagar.com

পক্ষে তা সাধারণত অতীত। ধার্মিক ব্যক্তিগণের জীবনী ও ইতিহাস লেখার সময় ঐতিহাসিকগণ তাঁদের (ধার্মিক ব্যক্তিগণের) অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক কাজের বিবরণ উল্লেখ না করার জন্য তাঁদেরকে ভুলের অপরাধে অপরাধী করা হয়। তাই অলৌকিক কাজকে বস্তুবাদীরা বলেন লৌকিক কাহিনী, আর বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে তা হল অলৌকিক ঘটনা। কোন অসাধারণ ব্যক্তির কাহিনী লেখার সময় আমাদের অবশ্যই তাঁর অসাধারণ কাজের মধ্যকার একটি অংশের উল্লেখ করা উচিত। এর ফলে আমরা অনুধাবন করতে পারব, তাঁর সমকালীন লোক তাঁর সম্পর্কে কি চিন্তা করত এবং কিভাবেই বা তাঁকে মূল্যায়ন করত।

মুহাম্মদ-এর জীবনের একটা অংশের ঘটনাবলীকে ইতিহাস হিসেবে গ্রহণ করে বাকী অংশকে অলৌকিক ঘটনা হিসেবে আপনারা প্রত্যাখ্যান করবেন কেন?

আপনারা বলবেন, ঐ বিষয়গুলোকে বিশ্বাস করা যায় না। কারণ বর্তমান বৈজ্ঞানিক আইনের সাথে ঐ বিষয়গুলোর কোন মিল নেই - বিজ্ঞানের ঐসব আইনের মূল ভিত্তিই অবশ্য সন্দেহপূর্ণ।

কুমারী মাতা থেকে যীশুখ্রিষ্টের জন্ম বা তাঁর হাতের ছোঁয়ায় কুষ্ঠ রোগের নিরাময় বা পানির ওপর দিয়ে তাঁর হেঁটে যাওয়া কি অবিশ্বাসযোগ্য নয়? মূসা, জরোয়াস্টার ও বুদ্ধের কাহিনী কি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি অবিশ্বাস-যোগ্য নয়? কিন্তু তাঁদের জীবনের সাধারণ কার্যাবলীর চেয়ে ঐসব বিষয় কি আমাদেরকে অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষা দেয়?

কোন ইতিহাস লেখার সময় আপনাকে কল্পনা করতে হবে আপনি ঐ যুগে, ঐ লোকদের মধ্যে অবস্থান করছেন। আপনাকে মনে করতে হবে, আপনি ঐ সময়কার লোকদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আচরণ ও আবেগের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত আছেন। শুধু কল্পনা নয়, ঐ স্থান ও পরিবেশে আপনাকে উপস্থাপন করতে হবে। তারপর আপনি ঐ লোকদেরকে দেখুন, তাদের রীতি-নীতি, চিন্তাধারা, লৌকিক কাহিনী, তাদের সামাজিক দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতার মূল্যায়ন করুন। তাদের কুসংস্কার, তাদের কবিতা, তাদের বিশ্বাস, কল্পনা, তাদের যুক্তির পদ্ধতি, দেশে-বিদেশে তাদের পারিবারিক ও মরুভূমির জীবন, এমনকি তাদের ভবিষ্যদ্বাণী করার প্রবণতা এবং তাদের ওপর এর ভাল ও মন্দ প্রভাবও মূল্যায়ন করুন। তারপর তাদের কাছে প্রচারিত তাদেরই ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের আহ্বান ও সতর্কবাণী আপনি শুনুন এবং তারপরই আপনি লেখা শুরু করুন এবং ঐ যুগ ও পরিবেশকে আপনার সাধ্যমত পুনরায় সৃষ্টি করুন।

এতদসত্ত্বেও আমি মনে করি, নবীর সাথে অলৌকিক ঘটনা জড়িত থাকলেও, যার অনেকগুলো আমরা পূর্বে উল্লিখিত বিভিন্ন কারণের জন্য লিপিবদ্ধ করেছি, আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর নবী সম্পর্কে যে কথা তাঁর নবীর মুখ দিয়ে প্রকাশ করেছেন তা উল্লেখ করা উচিত ঃ 'বলুন! আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ।

www.pathagar.com

আমার প্রভু আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেন যে, তোমাদের তো মাত্র এক আল্লাহ। এবং যে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে।' কুরআন - ১৮ ঃ ১১০

মুহাম্মদ ছিলেন সত্যবাদী, সত্যের অনুরাগী এবং তিনি যা ছিলেন ঠিক সে কথাই বলেন। পবিত্র কুরআনের ছেষট্টিটি আয়াতে তিনি সাধারণভাবে প্রত্যাদেশ ও ওহীর কথা বলেন। তিনি বার বার এ সত্য প্রকাশ করে ঘোষণা করেন যে, তাঁর কাছে আল্লাহর ধনভান্ডার নেই, তিনি কোন গোপন বিষয় জানেন না বা তিনি ফেরেশতা বলেও দাবি করেন না। 'আমি শুধু সেই ওহীর অনুসরণ করি যা আমার ওপর নাযিল হয়।' কুরআন - ৬ ঃ ৫০

নবীর অতুলনীয় কাজ সম্পর্কে তাঁর সমকালীন লোক ও সেই সময়ের তার অনুসারীগণ অনেক কথাই বলেন। আমাদের মতে, সেসব কথা সেই সময়কার প্রেক্ষাপটের আলোকে উল্লেখ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ও বিষয়ের ধারাবাহিকতায় আমরা হয়ত সব কথা বলতে পারব না, সব কথার সামান্য অংশ কেবল লিপিবদ্ধ করব। কিন্তু সেসব কথার সবটাই আমরা বলেছি, একথা মনে করে নেব। এসব বিষয় তৎকালীন আরববাসী ও তার প্রতিবেশীদের চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মুসলিম বিশ্বাসে তাদেরকে আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়।

নৈতিক এসব গুণসহ ব্যক্তি মুহাম্মদ, তাঁর ওপর নাযিলকৃত কুরআন ও অন্য সব সাহিত্যের চেয়ে বেশি এর বাগ্মিতা এবং তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ - এ তিনটি বিষয় হল তাঁর যুগের সবচেয়ে বেশি অলৌকিক ঘটনা। একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং তা হল তাঁর কথার প্রভাব। মুহাম্মদ যখন কথা বলার জন্য মুখ খুলতেন তখন তাঁর কণ্ঠস্বর, প্রকাশের আন্তরিকতা ও বাকপটুতায় এমন একটা আবহ সৃষ্টি হত যে, তাঁর কথা শ্রোতাদের অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করত। তিনি যখন তাদের কাছে বেহেশতের কথা বলতেন তখন তিনি প্রবাহিত পানির ধারা ও শীতল ছায়াসহ বেহেশতের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতেন; তিনি যখন স্বর্গীয় আলোর কথা বলতেন তখন তারা সত্যিকারভাবে দেখতে পেত, স্বর্গ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সাদা একটা আলোক-রেখা জ্বলজ্বল করছে। পবিত্র কুরআনেরও প্রভাব ও ফল ছিল একই রকম। পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো লক্ষ লক্ষ অনুসারীর হৃদয়কে আকৃষ্ট করে।

তাঁর কথার এ ফলপ্রসূতা নির্ভরশীল ছিল অংশত তাঁর চেতনা, অংশত তাঁর যুক্তি এবং অংশত তাঁর মৌলিক আন্তরিকতা ও সত্যবাদিতার ওপর।

দৃষ্টান্ত হিসেবে এ ঘটনাটির কথা উল্লেখ করা হল ঃ

একদিন নবী তাঁর কয়েকজন অনুসারীসহ মসজিদে বসেছিলেন। এ সময় একজন আরববাসী সেখানে উপস্থিত হল। সে তার উটকে 'হাটুগেড়া' করল,

www.pathagar.com

উটের পা বেঁধে রাখল এবং অতঃপর মুহাম্মদ-এর চারপাশে বসা লোকদের কাছে এসে বসল।

সে জিজ্ঞাসা করল ঃ 'তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ কে?'

একজন লোক নবীর দিকে তাকিয়ে বলল ঃ 'আরববাসীর পাশের লোকটিই মুহাম্মদ।'

ঐ বেদুঈন লোকটি তখন চিৎকার করে বলল ঃ 'হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র!'

মুহাম্মদ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'তুমি কী চাও?'

ঐ আরববাসী জবাব দিল ঃ 'আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আছে।'

'তোমার প্রশ্ন কী, বল।'

'আমার কথার জবাব দিন সত্যিকারভাবে। মানবজাতি ও আমাদের পূর্ব-পুরুষদের প্রভুর শপথ, আল্লাহ্ কি সত্যি আপনাকে মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন?'

মুহাম্মদ উত্তর দিলেন ঃ 'হ্যাঁ, আল্লাহ্ জানেন।'

আরববাসী বলল ঃ 'আল্লাহ্র নামে শপথ করে আমাকে সত্য জবাব দিন। আল্লাহ্ কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমাদের প্রত্যেক দিন ও রাতে পাঁচবার নামাজ পড়তে হবে?'

'হ্যাঁ, আল্লাহ্ জানেন।'

'আল্লাহ্র নামে আমাকে সত্য জবাব দিন। আল্লাহ্ কি আপনাকে ধনীদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করে তা গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, আল্লাহ্ জানেন।'

'মুহাম্মদ, আপনি শুনুন!' বেদুঈন ঐ লোকটি বলল, 'আমি একা নই। আমার সাথে রয়েছে আমার জনগণ ও আমার গোত্রের লোকেরা। আমরা সবাই আপনার সাথে যোগ দিলাম এবং আপনার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম।'

সাধারণ ঐ আলোচনা এবং মুহাম্মদের বলা তিনটি ক্ষুদ্র কথার মধ্যে এমন কি ছিল যা ঐ আরববাসীর মনকে জয় করে?

তাঁর কথায় এমনকি ছিল যার জন্য ঐ আরববাসীর মত বা তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানী হাজার হাজার লোক এক আল্লাহ্র ইবাদতে অনুগত হয়, তাদের নীতিহীন প্রথা পরিত্যাগ করে এবং তাদের সম্পদ গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়?

কথার প্রভাব বলতে আমরা এ কথাই বলতে চেয়েছিলাম।

এ পুস্তকখানি তিন অংশে বিভক্ত ঃ

১. নবীর জন্মের পূর্ব থেকে তাঁর মিশন শুরু হওয়া পর্যন্ত।

২. মিশন শুরু হওয়া থেকে হিজরত পর্যন্ত, এবং

৩. হিজরত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত।

www.pathagar.com

এছাড়া পুস্তকের শুরুতে আমরা দু'টো 'দৃশ্যপট' অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছি। তৎকালীন বিশ্বের অবস্থা ঐ দুই 'দৃশ্যপটে' বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ দু'টি 'দৃশ্যপটে'র পর পরই জমজম কূপ খননের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, ঐ দু'টো 'দৃশ্যপটে'র ঘটনা জমজম কূপ খননের ঘটনার আগের সময়কার। ঐ দু'টো 'দৃশ্যপটে'র ঘটনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে দু'টো মহান সাম্রাজ্যের মানুষের জীবনকে শুধুমাত্র নমুনা হিসেবে দেখাবার জন্য। ঐ সময় পারস্য ও রোম ছিল সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং সভ্যতার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ জাতি। প্রত্যেকের নিজস্ব রীতি-নীতি ছিল, আইন ছিল এবং ছিল প্রতিষ্ঠানগত বিধি-বিধান। বাহ্যিক দিক থেকে এসব বিধি-বিধান ছিল অত্যন্ত নিখুঁত এবং পূর্ণাঙ্গ। অথচ হিজাযের আরববাসীরা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিক থেকে বসবাস করত অজ্ঞতা ও দরিদ্রতার অতল গহ্বরে; তারা নিমজ্জিত ছিল অশ্লীল ও নীতিহীন ধর্ম প্রবাহে। মুহাম্মদের মিশন সফল করা যে কতটা কষ্টকর ছিল তা ঐ বিপরীত দুই পরিবেশ থেকে পাঠকরা উপলব্ধি করতে পারবেন - এ দুই পরিবেশের এক-দিকে ছিল অজ্ঞ জনগণ এবং অপরদিকে ছিল সভ্য ও শক্তিশালী দুই সাম্রাজ্য। বিশ্বের মধ্যে ছোট্ট একটা শহর থেকে পবিত্র কুরআনের মহান বাণী মুহাম্মদের কণ্ঠস্বরে বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে গেল এবং দৃষ্টান্তহীন দ্রুতগতিতে সর্বত্র তাঁর অনুসারীদের মন জয় করল, এ বিষয়টাও পাঠকদের দৃষ্টিতে আসবে।

হেজাযের এ আরববাসীরা বিশ্ব জয় করেনি। মুহাম্মদের মতবাদের মৌলিক আদর্শই ঐ জয় সম্ভব করে এবং আজ পর্যন্ত ঐ আদর্শ সজীব রয়েছে।

সবশেষে সব পন্ডিত ব্যক্তিকে অনুরোধ জানাই, যদি এ পুস্তকের কোথাও কোন ভুল লক্ষ্য করেন তা হলে দয়া করে তাঁরা যেন তা আমাকে জানান। ফলে, পরবর্তী সংস্করণে সেই ভুল সঠিক করে দেওয়া হবে। কারণ, মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হল ভুল করা এবং ভুলে যাওয়া।

বৈরুত **যায়নুল আবেদীন রাহনুমা**

২৩ জুন, ১৯৩৭

www.pathagar.com

লেখকের নিবেদন
দ্বিতীয় খন্ড

ষোল বছর হল 'পয়াম্বর'-এর প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে অনেক পাঠক অনুগ্রহ করে আমাকে এর দ্বিতীয় খন্ড ও তৃতীয় খন্ড শেষ করতে বলেন। কিন্তু মাঝে মাঝে সংগৃহীত 'নোট'-এর ওপর চোখ বুলালেও প্রথম খন্ডের লেখার সেই মনোরম ভঙ্গির সঙ্গে তুলনা করা যায় - এমন রচনার প্রস্তুতির পর্যায়ে আমি আসতে পারিনি। এ সমস্যার কথা আমি আমার কতিপয় সাহিত্যিক বন্ধুর কাছে বলি। তাঁরা এ ব্যাপারে প্রায়ই আমাকে উৎসাহ দিতেন। এমনকি তাঁরা আমার সংগৃহীত 'নোট' তাঁদের কাছে হস্তান্তর করারও প্রস্তাব দেন, যেন তাঁরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ডের লেখা সমাপ্ত করতে পারেন। কিন্তু অনেক বই আছে যা কেবল চেষ্টার দ্বারাই লেখা সম্ভব হয় না। এ ধরনের গ্রন্থ রচনায় চেষ্টা ও কাজের চেয়ে বেশি দরকার হয় মেজাজ ও প্রেরণার। আমাদের মন, হৃদয় ও চিন্তার মধ্যে অনুভবগম্য যে উপাদান আছে, গ্রন্থ রচনার মৌল অংশটুকু তারই অবদান বলা চলে। বস্তুত তিনিই সত্যিকার লেখক। আর আমরা শুধুমাত্র সেই গোপন বস্তুর মেধাবী বা অ-মেধাবী কেরানী হিসেবে চিহ্নিত হই। সেই গোপন বস্তু দেখা যায় না ঠিকই, তবু তা আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের অনুভব ও চিন্তার মধ্যে বর্তমান থাকে। এ গোপন বস্তুর নাম ওহী অথবা অনুপ্রেরণা, আবার কখনো বা তা ভালবাসা বা মোহান্ধতা হিসেবে চিহ্নিত হয়। তাই আমি আমার সংগৃহীত নোটগুলোর দিকে বিষণ্ন ও হতাশার দৃষ্টিতে তাকাই। এ নোটগুলো আমি অনেক পরিশ্রম করে বিভিন্ন পাঠাগার থেকে জোগাড় করেছি - জোগাড় করেছি বৈরুতের *'আমেরিকান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার'* থেকে, ভারতের হায়দ্রাবাদের *'মরহুম স্যার সালার জঙ্গের গ্রন্থাগার'* থেকে, নিউইয়র্ক ও প্যারিস মহানগরীর *জাতীয় গ্রন্থাগারগুলো* থেকে। এর মধ্যে ষোলটি বছর কেটে গেছে। সূর্য ও তরঙ্গের আঘাতে সাগর তীরের দৃঢ়ীভূত ও শিলীভূত মহাপর্বতের মত আমার মন যেন স্থবির ও পাষাণে পরিণত হয়েছে।

বর্ষপরিক্রমায় গত বছর রমযান মাস ফিরে এল। এ মাসটিকে আমি বড় ভালবাসি. এ মাসেই মানবজাতির একটা বিরাট অংশ গোপন প্রার্থনায় রত হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্তত তাদের চিন্তা ও হৃদয়ে বেহেশতের পথ অনুসরণ করে এবং সূর্যাস্তকালে তারা লক্ষ্য করে তাদের আশা ও স্বপ্ন অথবা বেশি করে বললে বলতে হয়, প্রত্যুষে যখন তারা প্রভাতী তারা অবলোকন করে, তখন তাদের আশা ও

www.pathagar.com

স্বপ্ন যেন কোন এক অদৃশ্য পরম সত্তার কাছ থেকে বিচ্ছুরিত উপঢৌকনের মত তাদের ওপর ঝরে পড়ে। এ সেই আশা, যা তাদের নামহীন অব্যক্ত তৃষ্ণাকে করে অপনোদন। অগণিত মানুষ যারা তাদের নিগৃহীত ও যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনে মানুষের গড়া এ নিয়ম-কানুন নিয়ন্ত্রিত সমাজে কোন মুক্তির সন্ধান পায় না - দুর্ভাগ্য ও পীড়নক্লিষ্ট মুহূর্তে তাদের আঁখি থেকে যে অশ্রু নির্গত হয়, সেই উজ্জ্বল অশ্রুর যেন কোন শেষ নেই। এমনকি প্রতিটি দিনাবসান তাদের জন্যে কোন সান্ত্বনা বয়ে নিয়ে আসে না। সুকঠিন শ্রম আর বেদনায় পূর্ণ সেই দিনগুলোতে যে সামান্য পারিশ্রমিক তারা পায়, তা দিয়ে তাদের পরিবারস্থ লোকদের তীব্র দৈহিক ক্ষুধার দাবিটুকুও মেটানো সম্ভব হয় না। তাই যখন তারা তাদের ছিন্ন শয্যায় শুয়ে অন্যের সুখের সাথে তাদের দুঃখের তুলনা করে, তখন তারা তাদের অন্তরের অন্তস্থলে সামাজিক অবিচার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। তবু তারা সীমাহীন স্বর্গের পথ অনুসরণ করে এবং তাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠ ও মহান নেতাদের কথা ও বক্তৃতায় আগামীর শুভদিনের আশ্বাস লাভ করে।

গত বছর ১৮ রমযানের প্রাক্কালে তথা মধ্যরাতের কিছু পরে আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনারত জনৈক ব্যক্তির হৃদয়ের গোপন কথার রোমাঞ্চকর অনুরণন ধ্বনিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। কবিতায় পারস্যের জ্ঞানভান্ডার ও স্মৃতিশাস্ত্রের সান্ত্বনাদায়ক কথা তারকারাজির চেয়েও উজ্জ্বল। প্রার্থনারত ব্যক্তির কথার অনুরণন ধ্বনিতে আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম - আমার হৃদয় হল আলোকিত। ঘুম থেকে উঠে আমি পাশের ঘরে গেলাম। সেখানে আমি পুণ্যাত্মা ও শান্তিপূর্ণ মনের অধিকারী আল্লাহর কতিপয় বান্দাকে দেখতে পেলাম। ফজরের নামায পর্যন্ত আমি তাদের সাথেই কাটালাম। তারপর আমি পড়ার ঘরে গিয়ে বসন্তকালের সেই উষ্ণ সকালে কয়েক ঘন্টা ধরে লিখলাম। আর সৃষ্টি হল এ পুস্তকের দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম অধ্যায়। ছয় মাস পরে আমি এ পুস্তকের শেষ অধ্যায় সমাপ্ত করলাম।

প্রথম খন্ডের মত এ খন্ডটি লেখার জন্য আমি এক শ'র বেশি নির্ভরযোগ্য পুস্তকের সাহায্য নিয়েছি। দু'খানি বই-এর ওপর আমি বেশি নির্ভর করেছি। বই দু'খানি হল - ইবনে হিশাম-এর 'সীরা' এবং 'সীরা আল-হালাবিয়া'। এ বই দু'খানিই ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বই বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

সবশেষে, এ বইয়ের মধ্যে পাঠকগণ যদি কোন ভুল লক্ষ্য করেন, তবে তাঁদেরকে তা আমাকে জানানোর অনুরোধ করছি। এ কাজ করে তাঁরা আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করতে পারেন।

জেনেভা — যায়নুল আবেদীন রাহনুমা

জুন ১৯৫৩

www.pathagar.com

লেখকের নিবেদন
তৃতীয় খন্ড

আমি অত্যন্ত সুখ ও শান্তির সাথে আজ একথা লিখছি যে, অবশেষে আমি পাঠকদের কাছে 'পয়াম্বর' গ্রন্থের তৃতীয় খন্ড তুলে দিতে সক্ষম হলাম। অনেক বছর আগে আমি যে কাজ শুরু করেছিলাম, তা-ও আজ সমাপ্ত হল।

এ কাজটা ছিল খুবই কঠিন। তবু ঐ কাজ সম্পাদন করে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। আমি আমার সাহিত্যিক জীবনে যত কিছু লিখেছি তার মধ্যে এ কাজটাই স্মরণীয় হয়ে থাকুক, এটাই আমার ঐকান্তিক প্রত্যাশা। এ পুস্তকখানি আমি ইসলামী বিশ্বাসের স্বর্গীয় আলোয় উদ্বুদ্ধ হয়ে লিখি। ঐ আলো কোনদিন নির্বাপিত হবে না।

প্রত্যাশিত সময়ের আগেই আমি তৃতীয় খন্ড লেখার কাজ সমাপ্ত করি। এ জন্য আমি তেহরানের জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা মহান সদাশয় ব্যক্তি জনাব মালেককে ধন্যবাদ জানাই। এ গ্রন্থাগার ও চেনারান-এ জনহিতকর *ফাউন্ডেশন* প্রতিষ্ঠার জন্য আমি এ গ্রন্থখানি তাঁর নামেই উৎসর্গ করলাম।

প্যারিস
ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬

যায়নুল আবেদীন রাহনুমা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম খন্ড

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দৃশ্যপট - এক

অনুশির্ভান-এর দরবার

(Anushirvan)

'আমি জন্মগ্রহণ করি আইন দানকারী সম্রাটের সময়ে।'

- মুহাম্মদ

পার্শিয়ার সাসানীয় সম্রাট অনুশির্ভান-এর দরবারে মহাসমারোহে উৎসব চলছিল। উৎসব হচ্ছিল রাজপ্রাসাদ 'তাক্-এ-কেস্রা'তে, ঐ রাজপ্রাসাদ ছিল টেসিফোন-এর পূর্ব দিকে। আচায়ে মেনিয়ানস্ (Achaemenians)-এর সময় থেকে ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত বংশীয় যোদ্ধারা রাজকীয় প্রাসাদে যাওয়ার দীর্ঘ রাস্তার দু'পাশে লাইন করে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রতিটি যোদ্ধাই ছিল ইস্পাত নির্মিত মুখোশ হেলমেট পরিহিত - এর মধ্য দিয়ে তার চোখ দু'টো শুধু দেখা যাচ্ছিল। তার বুকে ছিল লৌহনির্মিত পাত, যা তার কোমরের নিম্নভাগসহ দেহ আবৃত করে রেখেছিল। সে তার বাম বাহুতে পরিধান করে ছিল ছোট গোলাকার ঢাল এবং হাতে করে সে বহন করছিল ভারী বল্লম। তার কাঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল একখানি তরবারী এবং তার পাশে ছিল একটা ধনুক। তাদের পর ছিল পদাতিক বাহিনীর বিভিন্ন পদমর্যাদার সৈনিক এবং তারা দাঁড়িয়ে ছিল প্রাসাদ এলাকা জুড়ে।

অনেকে বলেন, টেসিফোন শহরটা গড়ে ওঠে সাতটি শহরের সমন্বয়ে। উৎসবের এ সময় শহরের লোকেরা খুশি ও আনন্দে ছিল। সবাই ঐ দিনের রাজকীয় উৎসব নিয়ে আলোচনা করছিল।

ঐ সাম্রাজ্যের অভিজাত সদস্যগণ রাজকীয় রীতি অনুযায়ী সৈন্যদের মধ্য দিয়ে প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাঁদের পরনে ছিল লম্বা কোট, সামনের দিকে কিছু অংশ খোলা, জামার আস্তিন হাতের কব্জির সাথে বাঁধা। ঢিলেঢালা পাজামায় জুতা ছিল আবৃত। ছোট-বড় দর্শকরাও ছিল সুন্দর পোশাকে সজ্জিত, মহিলারা পরেছিল তাদের সবচেয়ে সুন্দর পোশাক। তারা সব দাঁড়িয়েছিল সৈন্য-দের লাইনের পেছনে, তারা একে অপরের সাথে আস্তে আস্তে কথা বলছিল।

www.pathagar.com

দুর্গের প্রশস্ত উদ্যানের উঁচু উঁচু জাঁকালো গাছগুলো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। উদ্যানের রং-বেরঙের ফুলের স্থানে নির্মিত মার্বেল খচিত জলাশয় ও ঝর্ণা থেকে আকাশের দিকে বিরামহীনভাবে পানি উত্থিত হচ্ছিল। মৃদুমন্দ বায়ুর ঝাপটায় যেন ফুলের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছিল চতুর্দিকে, যৌবনের সৌরভের মতই তা ছিল আকর্ষণীয়। যারা দাঁড়িয়ে দেখছিল, তাদের চোখে-মুখে এ সৌরভ যেন সুখ ও আনন্দের বারতায় ভরে দিয়েছিল। উদ্যানের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে সম্রাটের গাম্ভীর্যপূর্ণ সাদা মার্বেলের প্রাসাদ। ছয় তলাবিশিষ্ট এ প্রাসাদের কিছু অংশ সম্রাট অনুশির্ভানের নির্দেশেই নির্মিত হয়েছে। প্রাসাদের প্রতিটি কোণায় প্রায় ১২০ ফুট প্রশস্ত ডিম্বাকৃতি খিলান ওপরের দিকে ওঠে গেছে। এ খিলানে আছে বারোটি মার্বেলের স্তম্ভ - এর প্রত্যেকটিই ১৫০ ফুট করে উঁচু। প্রাসাদের সম্মুখভাগে সাদা মার্বেলের ওপর মনোরম ভাস্কর্য ও খোদাই কাজ সবাইকে আকৃষ্ট করে। প্রাসাদের দিকে যারা এগিয়ে আসে তারা উদ্যানের গাছ ও ফুল এবং প্রাসাদের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়ে।

সাধারণত যুদ্ধক্ষেত্রে 'কাভিয়ানী' পতাকা উত্তোলন করা হয়। এ রাজকীয় উৎসব ও অতিথিদের সমাবেশে ব্যতিক্রমভাবে ঐ পতাকা উত্তোলন করা হল। প্রাসাদের ওপরে ঐ পতাকা শক্তির যাদুমন্ত্রের মত বাতাসে উড়তে লাগল। অতিথি-দের কাছে ঐ পতাকাই প্রথম দৃষ্টিগোচর হল। ঐ পতাকার মূল্যবান মণি-মুক্তার ওপর সূর্যের উত্তপ্ত রশ্মি উজ্জ্বলতার দীপ্তি ছড়িয়ে দিল এবং ঐ মণি-মুক্তার ওপর খচিত সাদা, লাল ও সবুজ পাথরে বিভিন্ন রঙের আলো বিচ্ছুরিত হল। আঠারো ফুট লম্বা ও এগারো ফুট গভীর বিচ্ছুরিত আলোর এ বিরাট ব্যাপ্তি বাতাসে প্রায় অটুটই থেকে গেল।

মহান এ পতাকা যখন প্রসারিত করা হয় তখন পারস্যবাসীর স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি জাগ্রত হয়ে ওঠে। পারস্যের জনগণ তখন তাদের ইতিহাসের অতীত ও বর্তমান ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটা এক অদ্ভুত ব্যাপার যে, পারস্যের এক কর্মকারের এই এপ্রণ (পোশাক পরিষ্কার রাখার জন্য সম্মুখে পরিহিত বস্ত্রখন্ড) একজন কৃষক থেকে শাহ পর্যন্ত সবার জাতীয় মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হয়েছে! তা পারস্যের সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে প্রদর্শন করা হোক, আত্মসম্ভ্রমযুক্ত প্রাসাদের চূড়ায় উড়িয়ে দেওয়া হোক বা তাদের সম্রাটগণের মাথার ওপর উড্ডয়ন করা হোক না কেন, এটাকে বিবেচনা করা হয় সৌভাগ্যের চিহ্ন এবং বিজয় ও সাফল্যের অগ্রদূত হিসেবে। কারণ এর মালিক একাই অত্যাচারী শাসকের ক্ষমতা ও শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে তাকে নির্মূল করে এবং তার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত করে পারস্যের জনগণের জাতীয় অধিকার। এ পতাকা পারস্য-বাসীকে প্রতিটি যুদ্ধে বিজয়ী করে এবং প্রতিটি বিজয়ের পর ঐ পতাকার সাথে সংযুক্ত করা হয় সারি সারি বড় বড় মণি-মুক্তা। এভাবে ঐ পতাকা পরিচিত

www.pathagar.com

হয়েছে পারস্যের স্বাধীনতার অনুপম প্রতীক হিসেবে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তা বিবেচিত হয়েছে বিজয়ের শ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে।

অতিথিরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন প্রাসাদে এবং এগিয়ে চললেন বড় হল ঘরের দিকে। এ হল ঘরের অবস্থান মূল অট্টালিকার মধ্যবর্তী স্থানে এবং তাতে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ওপর দিকে তৈরি ১১৫টি জানালার মধ্য দিয়ে। এ হলঘরের চারপাশে রয়েছে অনেক সম্প্রসারিত ঘেরা অংশ - এ ঘেরা অংশের অভ্যন্তরীণ দেয়াল ও খিলান সোনা ও রূপার পাতের বুটি দ্বারা আবৃত করা। এর ভিতর দিককার আড়ম্বরপূর্ণ ছাদে সোনার উজ্জ্বল তারকার বিন্যাস এমন শিল্প নৈপুণ্যে করা হয়েছে যে, তা থেকে রাশিচক্রের বারোটি স্তরের নক্ষত্রের অবস্থান-পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর একদিকে অংকন করা হয়েছে জীবন বৃক্ষের প্রতিকৃতি, এর শাখার ওপর বসানো আছে ময়ূর, শীর্ষে আছে অলৌকিক ধরনের একটা ফুল এবং এর পাশে রয়েছে পাখি, ফুল ও জীব-জন্তুর স্পষ্ট ও প্রায় জীবন্ত চিত্র। অন্যদিকে রয়েছে সম্রাটের প্রতিকৃতি - মোজাইক করা; বাদামী রঙের ঘোড়ার ওপর বসা অবস্থায়। তাঁর পরিধেয় পোশাক সবুজ রঙের।

একটা হল ঘরে দেখা যাবে একটা বিখ্যাত সাদা কার্পেট। পারস্যের দক্ষ কারিগররা এটা বিশেষ নৈপুণ্যে তৈরি করে রাজকীয় প্রাসাদের জন্য। এ কার্পেটটা পরিচিত 'রাজকীয় ঝর্ণা' নামে - এটা লম্বা ১৫০ গজ এবং চওড়া ৩০ গজ। এর বুনানি করা হয়েছে সবটাই সোনার সুতা ও মণি দিয়ে। এর মাঝখানে এবং ধারে বৃক্ষ ও প্রতিটি রঙের ফুলের চিত্র অংকন করা হয়েছে - এর প্রতিটি পাতা পান্না, প্রতিটি ফুটন্ত ফুল মুক্তা এবং প্রতিটি গোলাপ কুঁড়ি হয় লাল রুবি, না হয় নীল-কান্তমণি, আর না হয় অন্যান্য মণি দিয়ে সজ্জিত। ধাতুর সুতার উজ্জ্বল চমক এবং দেওয়ালে আবৃত সোনা ও রূপার পাতের ওপর তার প্রতিবিম্ব এবং এর সাথে ছাদের নিচের দিকের জানালা দিয়ে প্রাসাদে আগত সূর্যের আলো এমন এক মানসিক উত্তেজনার আবহ সৃষ্টি করে যা জীবনের গতির সাথেই তুলনীয়।

আরবরা পারস্য জয় করলে মুসলমান খলিফার নির্দেশে এ কার্পেটটি টুকরা করে বিজেতাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রতিটি টুকরা বিক্রি করা হয় কুড়ি হাজার দিনার করে। মদীনায় প্রেরিত শিল্পদ্রব্য ও যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশ ছাড়াই এ প্রাসাদ থেকে যেসব অতি মূল্যবান দ্রব্য নিয়ে যাওয়া হয় তার মোট মূল্য এমন ছিল যে, সা'দ-এর শক্তিশালী বাহিনীর ষাট হাজার সদস্যের প্রত্যেকেই বারো হাজার দিরহাম করে পায় (বর্তমান - ১৯৩৭ সাল মূল্যমানে তা এক হাজার পাউন্ডের বেশি)। বহু বছর পর প্রাচ্যের দু'জন কবি - নবম শতাব্দীর একজন আরব কবি এবং দ্বাদশ শতাব্দীর একজন পারস্য কবি - তাঁদের মানবিক দুঃখ-কষ্ট নিবৃত্তির আশায় এ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষে আশ্রয় নেয়। এ প্রাসাদের অবস্থা দেখে তাঁরা অন্তরে এতই উত্তেজনা অনুভব করেন যে, তাঁরা তাঁদের দুঃখের কথা দু'টো শ্রেষ্ঠ কবিতায় প্রকাশ করেন।

www.pathagar.com

টেসিফোনের খিলানকে লক্ষ্য করে বুহতুরী (Buhturi) বলেন ঃ

'এটাই উপযুক্ত যে, আমি আমার অশ্রু দিয়ে এ প্রাসাদকে সান্ত্বনা দেই
সেই অশ্রু দিয়ে, যা আমি সংরক্ষণ করে রেখেছি
আমার সর্বোত্তম প্রেমাস্পদের জন্যে।'

টেসিফোনের খিলানের ওপর খাকানীর (Khaqani) সেই প্রসিদ্ধ গীতিকাব্যটি হল ঃ

'এখানে রোদন করার জন্য
তুমি আমার চোখকে উপহাস করছো,
কিন্তু সেই চোখই বেশি উপহাসের
যে চোখ এখানে রোদন করে না!'

ওমর খাইয়ামের এ চতুষ্পদী কবিতায়ও আমাদের কানে সতর্কবাণী ধ্বনিত হয় ঃ

'ঐ প্রাসাদ এক সময় আকাশে ভাসমান ছিল,
কার দরবারে রাজারা অভিষিক্ত ছিল,
ঐ প্রাসাদের সমুন্নত বুরুজে আমরা বসতে দেখেছি একটা কবুতর,
সে রোদন করছে ঃ কোথায়? কোথায়? কোথায়?'

প্রাসাদের ঐ হল ঘরটি সজ্জিত ছিল সোনার দীপাধার ও সব ধরনের মূর্তি দিয়ে, এর মধ্যে ছিল রূপার একটা উট এবং সোনা ও রূপার একটা ঘোড়া। ঘোড়ার জিন ও পোশাক ছিল মণি-মুক্তাখচিত।

হলের শেষপ্রান্তে একটা পর্দা ঝুলানো ছিল, ঐ পর্দার চারধার ছিল মুক্তাখচিত। ঐ পর্দার ডান দিকে দশ কদম দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, বিচারমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী। এঁদের থেকে দশ কদম নিচের দিকে ছিলেন প্রধান যাজক এবং তারপর আরও দশ কদম নিচের দিকে ছিলেন অন্যান্য যাজক; এরপর ছিলেন সৈন্যবাহিনীর মার্শাল ও জেনারেলগণ, রাজকীয় গার্ড বাহিনীর ক্যাপ্টেন, গোপন পুলিশ বিভাগের প্রধান (সম্রাটের 'চোখ ও কান' বিশেষ), সাম্রাজ্যের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ। প্রত্যেকেই পরিধান করেছিলেন তাদের জন্য উপযুক্ত পোশাক। অতঃপর সম্রাটের ব্যক্তিগত গৃহাধ্যক্ষ একপাশে পর্দা টেনে নিলেন। প্রাসাদের শীর্ষে নিয়োজিত ঘোষক চিৎকার করে ঘোষণা করলেন ঃ

'চুপ করুন, আপনারা এখন সম্রাটের উপস্থিতিতে আছেন।'

সবাই অবনত হয়ে সম্রাটকে অভিবাদন জানাল।

বিরাট সিংহাসনের ওপর অনুশির্ভানকে দেখা গেল। সিংহাসনের প্রতিটি পা তৈরি করা হয়েছে এক একটি একক পদ্মরাগ-মণি পাথর দিয়ে। এ ব্যক্তি হলেন তাঁর সাম্রাজ্যের এবং বিশ্বের একটা বিরাট অংশের স্বেচ্ছাচারী শাসক। তিনি ছিলেন আইনের একক উৎস-মূল এবং তাঁর জনগণের সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক। তাঁর ভুলের কথা কখনও কেউ উল্লেখ করে না। এই একটি মাত্র ব্যক্তির আনন্দ ও দুঃখ সমগ্র জাতি ভাগ করে নেয়।

www.pathagar.com

সাদা ও সোনার বুটিদার রেশমী বস্ত্র যা মুক্তা দ্বারা অলংকৃত এবং সেই সময়-কার সম্রাটদের মনোযোগ আকর্ষণকারী পোশাক। কানের সোনার দুলের মাঝখানে চমকিত সাদা তারকা; সোনার বালা, তাগা ও কটিবন্ধ - এর রং ছিল রাজদন্ডের স্বর্ণচক্রের সোনার রঙের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ছোট ছুঁচাল দাড়ি তাঁর, মসৃণ পান্ডুর মুখমন্ডলে সিল্কের মত আলোর আভা ফুটে উঠছিল মাঝে মাঝে। সবকিছু মিলে তাঁর উপস্থিতি ছিল অধিক জাঁকজমকপূর্ণ এবং অধিক মর্যাদাসম্পন্ন! সিংহাসন ও রাজমুকুটের বড় বড় হীরার টুকরাগুলো অন্যান্য সবুজ, লাল ও নীল মণির মধ্যে চমকাচ্ছিল। তাঁর মাথার ওপর ছাদের সাথে সোনার শিকল দ্বারা ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল সোনার রাজমুকুট - এর ওজন ছিল প্রায় দুই হাজার পাউন্ড। সব সাসানীয় সম্রাটই এটা মাথায় পরেন। সোনার এ শিকলটা এমনই সুন্দর যে, দূর থেকে তা দেখা যায় 'না। সাসানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম আর্দাশির যখন ঐ রাজমুকুট তাঁর মাথায় পরেন তখন এতে খচিত ছিল মুক্তা। তিনি ঐ রাজমুকুট পান তাঁর পার্থিয়ান পূর্বসূরিদের কাছ থেকে। প্রথম শাহপুর অন্যান্য মূল্যবান মণি ঐ মুক্তার সাথে সংযুক্ত করেন, এবং রাজমুকুটের ওপরে একটা ছোট গোলক স্থাপন করেন। দ্বিতীয় শাহপুর ঐ গোলক আরও একটু উঁচু করেন এবং গোলকের নিচেয় বড় বড় মুক্তা তিনটি লাইনে স্থাপন করেন। বাহরাম গুর এবং দ্বিতীয় ইয়াযদগার্ড ছোট ঐ গোলকটা আরও উঁচু করেন এবং তার নিচে সূর্য ও অর্ধচন্দ্রের প্রতিরূপ স্থাপন করেন এমনভাবে, যেন অর্ধচন্দ্রের দু'টো বাহু গোলকটাকে ধরে রেখেছে। চতুর্থ বাহরাম ও ন্যায়বান অনুশির্ভান ঐ গোলকের ওপর একটা তারকা সংযুক্ত করেন এবং এখন ঐ তারাটিই দেখা যাচ্ছে, আর তা তার মাথার ওপর জ্বলজ্বল করছে।

সম্রাটের হাতে রয়েছে মণিখচিত প্রভুত্বের চিহ্নস্বরূপ রাজদন্ড এবং ঐ রাজ-দন্ডের মাথায় রয়েছে সোনার একটি চক্র। তাঁর পেছনে রয়েছে একজন খোজা, সে রাজার মাথার ওপর হাওয়া করার জন্য আলতোভাবে হাতের পাকা নাড়াচ্ছে।

সম্প্রসারিত যে অংশে রাজকীয় সিংহাসন পাতা আছে, সেখানে রয়েছে রূপার থাম - দু'টো থামের মধ্যে রয়েছে সোনার সুতা দিয়ে সেলাই করা পর্দা। এর আড়ম্বরপূর্ণ ওপরের দিকটাতে অংকিত রয়েছে স্বর্গীয় বস্তু - সূর্য, চন্দ্র ও তারা জ্বলজ্বল করছে মুক্তার মত। কাঁচের গোলাকার লণ্ঠন এবং উজ্জ্বল স্ফটিক বিভিন্ন উচ্চতায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

মাথা অবনত করে প্রধান যাজক খোদা আহুরা মাজদার প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন এবং অতঃপর ভাবগাম্ভীর্য কণ্ঠে বললেন ঃ

'আপনি চিরজীবী হোন! আপনার সব ইচ্ছা পূরণ হোক!'

এরপর তিনি সম্রাটের জীবনের জন্য প্রার্থনা করলেন। রোমের বিরুদ্ধে অনুশির্ভানের নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধে পারস্যের বাহিনী বিজয়ী হওয়ায় তিনি

www.pathagar.com

তাঁকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানালেন। বহু বছর পর ঐ যুদ্ধ শেষে প্রতিষ্ঠিত শান্তি ছিল মর্যাদাপূর্ণ।

তিনি বললেন ঃ 'খোদার প্রশংসা ঘোষণার দ্বারা বিশ্ব পুনর্জীবিত হয়েছে, আর অনিষ্টকারীর হাত বাঁধা পড়েছে। বিশ্ব এখন সম্রাটের শাসনে এসেছে এবং তা অসত্য ও অন্ধকার থেকে রক্ষা পেয়েছে।'

রোমান বন্দীদের কুশল সম্পর্কে পশ্চিম অঞ্চলের সেনাপতি বর্ণনা দিলেন। সম্রাটের নির্দেশে তাদেরকে নতুন শহর বেহাজান্দিভ খসরুতে রাখা হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার শহরগুলোর মধ্যে 'নব বিবাহিত বধূ' হিসেবে পরিচিত এন্টিয়ক-এর মত করে ঐ নতুন শহর নির্মাণ করা হয়। বিজয় লাভের পর অনুশির্ভান ঐ শহরের বন্দর সেলিউশিয়ায় যান, ভূমধ্যসাগরের নীল পানিতে গোসল করেন এবং শক্তিমান মহাসাগরে নিজেকে সতেজ করেন। অতঃপর তিনি জরোয়াস্ট্রীয় ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী একটা বেদী নির্মাণ করেন। সেখানে তিনি বলি দেন এবং আহুরা মাজদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এন্টিয়ক শহরের সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ হন এবং নিজ দেশে ঐ ধরনের একটা শহর নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি টেসিফোনের নিকটে ঐ ধরনের একটা শহর গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। রোমের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে যাদের বন্দী করা হয় তাদের তিনি ঐ শহরে রাখার নির্দেশ দেন। ঐ সুন্দর শহরে থাকার কারণে তারা হয়ত নিজ দেশ থেকে পৃথক থাকার গভীর বেদনাকে কম অনুভব করবে।

সেনাপতির কথা শোনার পর রাজার মুখমন্ডলে সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্তি স্পষ্টভাবে প্রকাশমান হল।

কিন্তু অনুশির্ভান যখন নিজেই কথা বলার জন্য মুখ খুললেন তখন মনে হল, যেন মৃত্যুর শকুনি উপস্থিত সবার ওপর অবতরণ করেছে। তারা শ্বাস ত্যাগ করতেও যেন ভয় পেল, তারা জীবিত আছে একথাও যেন চিন্তা করা গেল না। হলের দুই পাশে তারা দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মূর্তির মত করে। কেবলমাত্র মাঝে মাঝে তাদের চোখের পলক পড়তে দেখা গেল।

অনুশির্ভান বললেন ঃ 'একমাত্র পবিত্র খোদা আহুরা মাজদা আমাদের বন্ধু এবং তিনিই আমাদের হাত ধরে আছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমাদের মন্ত্রী, কমান্ডার ও অফিসারগণ পারস্যের জনগণের প্রতি এবং যাদেরকে আমরা অন্য দেশ থেকে নিয়ে এসেছি তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে বাধ্য। পারস্যের জনগণ জানুক, আমাদের দরবার দিন-রাত সবার জন্য খোলা এবং প্রত্যেক আবেদনকারীর সব কথা শোনার জন্য আমাদের কান উন্মুক্ত রয়েছে। আমরা নিদ্রায় বা জাগ্রত থাকি, পোলো খেলায় বা শিকারে থাকি, ভাল বা অসুস্থ অবস্থায় থাকি না কেন - আমাদের কাছে আসার জন্য সবার পথ খোলা আছে। কেউ যেনো দুঃখ-ভরা মন নিয়ে ঘুমাতে না যায় - এর ফলে আলোর স্রষ্টা

www.pathagar.com

যখন আমার কাছে জবাব চাইবেন তখন আমি হয়ত তার দুঃখ-কষ্টের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হব। নির্যাতিতদের দুঃখ-কষ্ট আমি যখন দূর করি তখন আমার মন আনন্দে ভরে ওঠে, যখন আমার প্রজারা তাদের নিজের জীবনে জরোয়াস্টার-এর মহান নির্দেশ পালন করে তখন আমি খুশি হই। ভাল চিন্তা, ভাল কথা ও ভাল কাজ শয়তন অহ্‌রিমান-এর সৈন্যদলকে হীনবল করে দেবে।'

সম্রাটের সামনে সবাই মাথা অবনত করল। গৃহাধ্যক্ষ বাদক দলের নেতার দিকে তাকিয়ে ইশারা করল,অতঃপর সাসানীয় জাতীয় সঙ্গীতের সুর বেজে উঠল।

জাতীয় সঙ্গীতের সুর মিলিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আগত অতিথিবৃন্দ স্থান ত্যাগ করতে শুরু করল। এ সময় উদ্যানে নতুন গান শুরু করল গায়ক ও চারণ কবিরা। তাদের কাছে বাঁশি, গিটার, বীণা বা এ ধরনের কোন বাদ্যযন্ত্র ছিল না। রাজকীয় দরবারের সঙ্গীতজ্ঞদের রচিত গান তারা শুরু করল ঃ

'আমাদের সৈন্যরা
গদা থেকে মুক্ত হল।
আর আমাদের কোমর
মুক্ত হল ছোরা থেকে;
গায়কের কণ্ঠস্বর দখল করল
তরবারির ঝন্‌ঝন্‌ শব্দের স্থান।
আমাদের বিশ্ব বিজেতা রাজার সামনে
কেউ দাঁড়াতে পারে না;
সব দিক এবং সব দেশ থেকে
তারা তাকে কর দেয়।
পারস্য এখন হয়েছে সুখের স্বর্গ।
এর মাটি হয়েছে তৈলস্ফটিক
ইট হয়েছে সোনা।
সব লোক মুখ ফিরিয়েছে
পারস্যের দিকে।
এদেশে এখন আর গোলমাল নেই।
গাছের পাতাকে সতেজ করার জন্য
বৃষ্টি এসেছে,
বিশ্ব এখন পরিধান করেছে
সবুজ পোশাক,
দু'কূল ছাপিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে
নদীর পানি,

www.pathagar.com

বিশ্ব এখন সবুজ ও উর্বর,
আর উদ্যানের ফুল এখন, কৃত্তিকা
নক্ষত্রপুঞ্জের উজ্জ্বলতাকেও হার মানিয়েছে।'

রাজকীয় প্রাসাদ ত্যাগ করার সময় সবাই অনুশির্ভানের বিচক্ষণতা ও উদারতার কথা বলাবলি করল।

এখন আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করব পারস্যের জনগণের মন-মানসিকতা ও তাদের সামাজিক পদ্ধতি সম্পর্কে। ঐ সমাজে ছিল দুই শ্রেণীর সুবিধাপ্রাপ্ত লোক - ভূমি মালিক ও যাজক। এরাই কৃষক শ্রেণী ও সাধারণ জনগণের বৈষয়িক - ধর্মীয় চাহিদা এবং প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করত। সমাজের এক শ্রেণীর লোকের হাতে ছিল সাধারণ মানুষের পার্থিব কল্যাণ এবং অপর শ্রেণীর লোকের হাতে ছিল তাদের মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের আশা-আকাংখা পূরণের হাতিয়ার। এ দুই ধরনের লোক সম্প্রতি এক বড় ধরনের ধর্মীয় আন্দোলনকে দমন করতে সফল হয়। এ ধর্মীয় আন্দোলনের নেতা মাজদাক-কেই শুধু তারা গ্রেফতার করেনি, ঐ আন্দোলনকে সমর্থন করার জন্য তারা প্রভাবশালী সম্রাট কোবাধকেও আটক করে।

মাজদাককে তারা বন্দীশালায় প্রেরণ করে। কিন্তু কোবাধ-এর ভাগ্যে কী ঘটেছিল তা গভীর বিবেচনার দাবি রাখে। কাতারাঙ্গ গুশনাস্প-এর নেতৃত্বে একদল লোক কোবাধের ফাঁসির পক্ষে ছিল। কিন্তু রাজ্যের উচ্চ শ্রেণীর লোকদের নিয়ে গঠিত স্টেট কাউন্সিলে ঐ প্রস্তাব অনেকেই নাকচ করে দেয়। ঐ কাউন্সিল তাকে অনুশ্‌বার বন্দীশালায় (বিস্মৃতির দুর্গ) কারারুদ্ধ করে রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করে। যেসব লোককে রাজনৈতিক কারণে সন্দেহ করা হত এবং যাদেরকে তৎকালীন পারস্যের চিন্তাধারায় প্রগতিশীল এবং সেই কারণে ক্ষতিকর মনে করা হত, তাদেরকে ঐ দুর্গে আটক করে রাখা হত।

ঐ দুর্গে কোবাধ অবসন্ন ও বিষাদময় জীবন কাটাতে লাগল। আর কাউন্সিলের লর্ড ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় সদস্যরা কোবাধের ভাই জামাসবকে সিংহাসনে বসাল। এভাবেই মাজদাক-এর প্রবল আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটল। বাহ্যিকভাবে সমাজে শান্তি ও স্থিরতা প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু মাজদাকের শিক্ষায় যারা সঠিকভাবে বা ভুল করে আকৃষ্ট হয়েছিল তাদের মন থেকে ভয় ও অস্থিরতা দূর হল না। দ্রুত ও শান্ত এ রাজনৈতিক পরিবর্তন অবস্থা জনগণের, বিশেষ করে কৃষকদের মন থেকে মাজদাকের আদর্শকে দূর করতে পারল না। সবাই তাঁর বাণী ও প্রচার নিয়ে আলোচনা করতে থাকে। সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত লোকদের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্যই হোক বা মাজদাকের বাণীর সত্যিকার অনুসারীই হোক, মাজদাকের অন্ধ-ভক্তরা তাদের নেতাকে মুক্ত করার পরিকল্পনা করতে লাগল।

www.pathagar.com

কিন্তু তাদের এক সময়কার সম্রাট কোবাধের মুক্তির ব্যাপারে তারা কোন চিন্তাই করল না। কোবাধের অনুসারীরা তাঁর চেয়ে তাঁর উপাধির ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। তিনি যখন সিংহাসন হারান তখন তারা তাদের নিজের পথে চলতে থাকে এবং তাঁর উত্তরাধিকারীর প্রতি তারা আনুগত্য প্রকাশ করে। দুর্ভাগ্যের সময় শাসন-কর্তাদের অনুগত বন্ধু থাকে খুবই কম।

কোবাধের কথা এখন আর কেউ আলোচনা করে না। কিন্তু তাঁর বোন ভাইয়ের কথা ভুলতে পারে না। ভাই-এর বিচ্ছিন্নতা তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। ভাই-এর খোঁজে সে বন্দীশালায় যায় এবং তাঁকে মুক্ত করার নানা উপায় খুঁজতে থাকে। কিন্তু এক সময় সে সম্রাটের বোন হলেও এখন তার আর ক্ষমতা ও প্রতি-পত্তি নেই - তার অবস্থা এখন একজন সাধারণ কৃষকের বোনের চেয়ে বেশি নয়। কিন্তু ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি না থাকলেও খোদা-প্রদত্ত সৌন্দর্য ও লাবণ্য তার ছিল। খোদা-প্রদত্ত এ ক্ষমতাই হয়ত তার ভাইকে উদ্ধারের একটা উপায় হতে পারে। সে তার মুখের আবরণী খুলে বন্দীশালার রক্ষকের সামনে রাখল। তার সৌন্দর্যে দুর্গের রক্ষক বিমুগ্ধ হয়ে গেল। ভালবাসার ছলনা ও কথায় সে তাকে প্রতারিত করল এবং এভাবেই সে দুর্গে অবস্থানরত ভাইয়ের সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা, এমনকি দিনের পর দিন কাটাবার সুযোগ করে নিল। দুর্গে তার অবস্থানকে দুর্গরক্ষক স্বাগত জানাল এবং মনে করল, এর ফলে সে তার সাথে প্রণয়াসক্ত হওয়ার বেশি সুযোগ পাবে।

নিপুণ ঐ মহিলা বুঝতে পারে, তার প্রেমিক তার প্রেমে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়েছে, সে তাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ে তার সাথে অধিক সময় কাটাবার প্রস্তাব দেয়। দুর্গরক্ষক কয়েক দিন ধরে অপেক্ষা করল ঐ নির্দিষ্ট দিনের জন্য। নির্ধারিত রাতে কোবাধের বোন বন্দীশালায় উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রথমে সে তার ভাইয়ের সাথে দেখা করার জন্য তাকে অনুরোধ জানায়। সে তার ভাইকে নিজের পোশাক পরিধান করার কথা বলে। এ পোশাক পরেই সে সব সময় ঐ দুর্গে আসত। কোবাধ তার বোনের পোশাক পরে এমনভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করল যে, কেউ তাকে চিনতে পারল না। তদুপরি কোবাধের চেহারা ছিল অনেকটা তার বোনের মত। কোবাধ হাঁটছিল আগে আগে, আর তার বোন তাকে অনুসরণ করছিল দুর্গের দরজা পর্যন্ত। দরজার বাইরে সে দু'জন ঘোড়সওয়ারকে প্রস্তুত অবস্থায় দেখল। একজন সেয়াভোশের অধীনে ছিল ঐ দু'জন ঘোড়সওয়ার এবং তাদের সাথে একটা বাড়তি ঘোড়া ছিল।

কোবাধ দুর্গের বাইরে এসে ঐ ঘোড়ায় চড়ে মরুভূমির দিকে দ্রুত ঘোড়া পরিচালনা করল। আর তার বোন বন্দীশালায় গিয়ে তার স্থানে আশ্রয় নিল।

বন্দী থাকা অবস্থায় অথবা যেদিন সে দ্রুত গতিসম্পন্ন ঘোড়ায় চড়ে দুর্গের বাইরে অনেক দূর চলে যায়, সেদিন সে সিংহাসন পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা করে। হেফথালাইটস্-এর খাকান তার একজন পুরনো বন্ধু। সে তাকে নিশ্চয়ই সাদরে গ্রহণ করবে এবং তাকে সাহায্য করবে। এ পরিকল্পনা মোতাবেকই সে এগিয়ে চলল।

www.pathagar.com

রাতে সে একটা গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হল। সে নিজে ছিল খুবই ক্লান্ত, তার ঘোড়াটিও ছিল পরিশ্রান্ত। সে কারণে সে আর পথ না চলে একজন কৃষকের গৃহে আশ্রয় নিল। পারস্যের কৃষকরা ছিল অতিথিপরায়ণ, তারা অতিথিকে স্বাগত জানালো। ঐ কৃষকের এক সুন্দরী কন্যা কোবাধের আকর্ষণীয় চোখ দেখে মুগ্ধ হল। তার বৃদ্ধ পিতা অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে পারে, তাদের অতিথি একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় সন্তান। তাদের আলোচনায় পারস্যের সাম্প্রতিক বিদ্রোহ এবং কোবাধের সিংহাসনচ্যুতি ও মাজদাকের গ্রেফতারের কথা এল। গ্রামের ঐ বৃদ্ধ কৃষকের অন্তরে সম্রাটের প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল, তা কোবাধ অনুভব করল।

কোবাধ কৃষকের মেয়ের মনের কথা অনুধাবন করল। মেয়েটি পিতার আন্তরিকতাকে সে তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার জন্য উত্তম নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করল। সে বৃদ্ধ কৃষকের কাছে তার মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিল। মেয়ের পিতা তার সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগেই মেয়েটি খোলাখুলিভাবে কোবাধকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত জানায়। যে বয়সে পারস্যের মেয়েদের স্বামীকে পছন্দ করার অনুমতি ছিল, ঐ মেয়েটি তখন সেই বয়সের।

কয়েকদিন পর কোবাধ ঐ গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। চলে যাওয়ার আগে সে তার স্ত্রীকে একটা হীরার আংটি দেয়।

'খোদা আমাকে তোমার কাছে পাঠান', সে বলে, 'এবং তোমার গৃহেই আমাদের মিলন ঘটে। তোমার কাছে আমাকে তিনি পুনরায় ফিরিয়ে আনবেন। ভবিষ্যতে আমাদের জন্য অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা করছে। যা-ই ঘটুক না কেন, আমি তোমাদের হৃদ্যতা ও উদারতার কথা ভুলব না। এ যাবত আমি আমার প্রকৃত নাম তোমাদের কাছে গোপন রেখেছি। আমার নাম কোবাধ।'

কোবাধ ইতোমধ্যে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে। গৃহের দোরগোড়ায় দাঁড়ানো স্ত্রী ও তার পিতাকে একথা বলার পর সে তার পা দিয়ে অশান্ত ঘোড়াকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। ঘোড়াটি যেনো এ ধরনের একটি নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল। দ্রুতগামী হরিণের মত সে লাফিয়ে ওঠে এবং সামনের দিকে ধাবিত হয় দ্রুতগতিতে।

পিতা ও কন্যা চিৎকার করে দৌড়াতে শুরু করল এবং কোবাধের ঘোড়া থামাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। মেয়েটির বৃদ্ধ পিতা মাটিতে পড়ে গেল। ঘোড়ার পায়ের আঘাতে উড়ন্ত ধুলো উপেক্ষা করে মেয়েটি বেশ কিছু পথ দৌড়ে গেল।

ঐ রাতে ক্ষুদ্র এ কৃষক পরিবারটি সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করে সন্ধ্যার পর অধিক রাত পর্যন্ত জেগে রইল। তারা কোবাধের দয়া ও শিষ্টতা সম্পর্কে আলোচনা করল।

এখন দেখা যাক, পারস্যের মাজদাকী আন্দোলনের পরিণতি কি হয়েছিল। ঐ আন্দোলনে একজন রাজার পতন ঘটে, বহু লোক নিহত হয় এবং মানুষের মনে বিপ্লবী চেতনা দানা বেঁধে ওঠে।

www.pathagar.com

সাসানীয় রাজত্বকালে পারস্যের সমাজ জীবন দু'টো ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে - সম্পদ ও বংশ। এ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় 'পোশাক, ঘোড়া, উদ্যান, প্রাসাদ, স্ত্রী ও ভৃত্য' - এসবের মধ্যে। রাজকীয় টুপি ও সোনার বুট জুতা ছিল সম্ভ্রান্ত পদ-মর্যাদার প্রতীক। ওপর শ্রেণীর এ পদমর্যাদার লোক বিশেষ ধরনের অনেক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। তাদের সম্পত্তি ও পরিবারের সদস্যরা ছিল রাষ্ট্রের আশ্রয়ে এবং তাদেরকে সব সময় দেখা হত সম্মানের দৃষ্টিতে। সবক্ষেত্রে তাদেরকে অন্য সবার চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হত। অনেক সময় তাদেরকে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করা থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হত। অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক অর্থাৎ কৃষকরা বাস করত নিত্য নির্যাতন ও কষ্টের মধ্যে, সারা জীবন তারা একই গ্রামে বসবাস করতে বাধ্য হত। এসব কৃষকের কেউ সৈন্য হিসেবে মূল সৈন্য বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে অন্য কোথাও গেলে তাকে কেবল ব্যতিক্রমভাবে দেখা হত। তারা নিহত হলে পিপীলিকার মত পদদলিত হত; আবার বিজয়ী হলেও তারা কোন পুরস্কার পেত না। যুদ্ধলব্ধ মাল পেত কমান্ডাররা - তাদেরকে কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই সারা জীবন কাজ করতে হত। তদুপরি, রাজ্য বা ভূমির অধিকারী হল সম্ভ্রান্ত বংশীরা এবং অনেক সময় উভয়কেই তারা খাজনা দিতে বাধ্য থাকত।

সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা মনে করত যে, জনগণ ও কৃষকদের জীবন ও মৃত্যুর ক্ষমতা তাদের হাতে। ভূমির অধিকারী সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকদের অধীন কৃষকদের অবস্থা ছিল একেবারে দাসদের মত। এছাড়াও শহরের বাসিন্দা, গ্রামের লোক ও কৃষকদের সামাজিক অধিকারের মধ্যেও পার্থক্য ছিল ব্যাপক।

সমাজের এ শ্রেণী বিভাগ ছিল স্থায়ী এবং কেউ এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে যাওয়ার অধিকারী ছিল না। একজন কৃষক ছিল সব সময়ই কৃষক। সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণকারী ছিল সম্ভ্রান্ত বংশীয়। অজ্ঞ কৃষকদের বলা হত, খোদার ইচ্ছা এ রকমই! ফলে কেউ তার নিজের পেশা বাদ দিয়ে অন্য পেশা গ্রহণ করার অধিকারী ছিল না এবং তারা করতেও পারত না। অনুশির্ভানের কবি ফেরদৌসী একটা কাহিনী বর্ণনা করেন। সেই সময়ে বিভিন্ন প্রথা সমাজকে কিভাবে পরিচালিত করত, তার ধারণা পাওয়া যায় ঐ কাহিনীতে।

ফেরদৌসী বলেন, অনুশির্ভানের অর্থের প্রয়োজন ছিল। একজন মুচি তাকে এক শর্তে অর্থ দিতে সম্মত হয়। ঐ শর্তটি হল - তার পুত্রকে প্রশাসনে একটা কেরানীর চাকরি দিতে হবে। সম্রাট তার ক্ষুদ্র ঐ আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'ভবিষ্যতে আমার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করার সময় তার প্রয়োজন হবে শুভলক্ষণে জন্মগ্রহণকারী কেরানীর!'

বিয়ের ক্ষেত্রে এ ভিন্নতা সেই সময় বিদ্যমান ছিল। পরিবারের ভিত্তিই ছিল একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ওপর; প্রত্যেকেই তার ক্ষমতা অনুযায়ী একাধিক স্ত্রী গ্রহণ

www.pathagar.com

করত। প্রত্যেক ব্যক্তির স্ত্রীরা ছিল দুই শ্রেণীর ঃ 'রাজকীয়' স্ত্রী, অর্থাৎ প্রিয় স্ত্রী সব ধরনের সুবিধা ভোগ করত; আর ছিল 'দাসী' স্ত্রী, অর্থাৎ কেনা মহিলা বা যুদ্ধ বন্দী মহিলা। 'রাজকীয়' স্ত্রীর সন্তানরা - ছেলে বা মেয়ে উভয়েই বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং বিয়ে না করা পর্যন্ত তাদের পিতার গৃহেই বসবাস করত। কিন্তু 'দাসী' স্ত্রীর পুত্ররাই কেবল পিতার পরিবারে গৃহীত হত - কন্যাদের প্রতি কেউ খেয়াল করত না।

প্রচলিত শ্রেণী বৈষম্য ও প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ছিল অপরিবর্তনীয় এবং তা প্রতিনিয়ত ঘূর্ণায়মান তরবারির মত সুস্পষ্ট ছিল। কিন্তু এ অবস্থা সাধারণ মানুষের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা সবার অলক্ষ্যেই থেকে যায়। কোবাধের রাজত্ব-কালের শুরুতেই মধ্য এশিয়ার খাজারদের (Khazars) ওপর বিজয় তার সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য বলে পরিগণিত হয়। সেই সময় পারস্যের সমাজ ব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ আন্দোলনের সামান্যতম লক্ষণও দেখা যায়নি। কিন্তু সে সময় মানুষের মনের ক্ষত ছিল খুবই গভীর। এ ধরনের অবস্থা সর্বদা শাসক শ্রেণীর পতনের পূর্বাবস্থা বলে মনে করা হয়।

ইতিহাসের এ সন্ধিক্ষণে আধুনিক শিরাজ নগরীর নিকটবর্তী ইসতাখর এলাকায় মাজদাক নামে একজন লোক আবির্ভূত হয়। সে দাবি করে স্বর্গীয় কর্তৃত্ব এবং নিজেকে উপস্থাপন করে জরোস্ট্রীয় (Zoroastrian) ধর্মের সংস্কারক হিসাবে। তাঁর কথা সারা দেশে বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। নতুন এ বাণীর প্রচারকের দিকে সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং অনেকে তাঁকে অনুসরণ করতে শুরু করে। যাজক ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকদের অস্তিত্বের ভিত্তি আকস্মিকভাবে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। ঐ লোকটির পরিধানে থাকত মোটা উলের সাধারণ পোশাক, সবার প্রতি সে ছিল সদয়। সারা পারস্যে সে এমন প্রভাব ও প্রতিপত্তি অর্জন করে যে, তাঁর চোখের দৃষ্টির পশ্চাতে আরও একজন আছে বলে প্রত্যেকে মনে করে। কোবাধের মত একজন ক্ষমতাধর সম্রাট তাকে সমর্থন করল কেন? অনেকে বলে যে, অগ্নি মন্দিরে সম্রাট তাঁকে একটা অবিশ্বাসযোগ্য কাজ সম্পন্ন করতে দেখে; অনেকে মনে করে, সম্রাট তাঁর প্রচারিত বাণীকে মূল্যবান হিসেবে বিবেচনা করে, যে বাণীর মাধ্যমে সে তাঁর সাম্রাজ্যে সংস্কার কাজ সম্পন্ন করতে পারবে এবং যারা অবিচারের মাধ্যমে জনগণকে কঠোরভাবে নিষ্পেষিত করে সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর লোক হয়েছে, তাদের ক্ষমতাকে দুর্বল করতে পারবে। জনগণকে মাজদাক আকৃষ্ট করে তার স্পষ্ট ও ভয়হীন কথার দ্বারা - তাঁর ঐ কথা ছিল সম্ভ্রান্ত ও যাজক শ্রেণীর লোকদের স্বার্থের বিপক্ষে এবং জনগণের স্বার্থের অনুকূলে।

"খোদা সোনা ও রূপা সৃষ্টি করেছেন এক স্থানে তা জমা করে রাখার জন্য নয় - সবাই যেন তার অংশ ভোগ করতে পারে, সেজন্য তা তিনি সৃষ্টি করেন। যার কাছে সম্পদ আছে সে যেন তা গরীবদেরকে দিয়ে দেয়, তাদের দুর্ভাগ্যে সে

www.pathagar.com

যেন তাদের সাহায্য করে। সে যদি তার কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে শয়তান অহরিমানের প্রতিরূপ (Devil Ahriman)। এক্ষেত্রে জনগণের উচিত তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিজেদের মধ্যে তা ভাগ করে নেওয়া; ফলে, সবাই যেন সমপর্যায়ের হতে পারে।"

অনেকে বলে যে, মাজদাক একথাও বলেছে - "মানবজাতির দুর্ভাগ্য ও বিভেদের কারণ হল নারী ও সম্পদ। এ দু'টোকে যদি তাদের বিশেষ অবস্থান থেকে বঞ্চিত করা বা অব্যাহতি দেওয়া না হয় তাহলে মানবজাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ দু'টোকে কেন্দ্র করেই মানবজাতির ইতিহাসের অধিকাংশ যুদ্ধ ও বিবাদ সংঘটিত হয়েছে।"

এ প্রেক্ষাপটে অনেক লেখক মাজদাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে, সে মহিলাদের যৌথ অধিকার বা ভোগের পক্ষ সমর্থনকারী। কিন্তু একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, কঠোর সংযমী, অত্যন্ত সাদাসিধা এবং জাগতিক চাহিদা থেকে মুক্ত একজন সাধক সুখ ও ভোগবাদী আদর্শের কাছাকাছি আদর্শ প্রচার করেছে। মাজদাক বার বার বলেছে ঃ "মানবজাতির মুক্তি কঠোর সংযম, বস্তুগত বিষয়ের প্রতি আগ্রহ ত্যাগ এবং আত্মার প্রতি গভীর মনোনিবেশের ওপর নির্ভরশীল।"

জীবন্ত প্রাণীর ক্ষতি, পশু হত্যা, পশুর গোশ্‌ত ও চর্বি খাওয়ার ব্যাপারে মাজদাকের কঠোর নিষেধাজ্ঞা আছে। তাঁর দাবি হল, এসব কাজ করলে আত্মা অপবিত্র হয়ে যায় এবং মন কঠোর হয়। সে তাঁর অনুসারীদের সব্জি, ডিম, মাখন ও দুধ খাওয়ার নির্দেশ দেয়। এর ফলে তারা জীবন্ত প্রাণীকে ক্ষতি করার দায়ে দোষী হবে না।

এসব বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অনেকে মনে করে, মাজদাকের বিরুদ্ধে মহিলাদের যৌথ অধিকার বা ভোগের সমর্থনকারী হিসেবে উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যা এবং ঐ মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করেছে তার শত্রু, সম্ভ্রান্তবংশীয় লোক ও যাজকরা।

বিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে মাজদাকের বিশ্বাস, এ বিশ্ব "সৃষ্টি হয়েছে আলো ও অন্ধকার থেকে। একটা ভাল আর অন্যটা মন্দ। অন্ধকারের কার্যকরণের ভিত্তি ইচ্ছা ও পূর্ব-পরিকল্পিত নয়, বরং তা আকস্মিক ও দুর্ঘটনাজনিত। অপরদিকে আলোর কার্যকরণ স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত এবং এ কারণে তা অন্ধকারকে পরাভূত করে। বস্তুগত জগত হল ঐ দু'টো মৌলিক আদর্শের উপজাত ফল।" চূড়ান্ত লক্ষ্য হল অন্ধকারের অতি ক্ষুদ্র পদার্থ থেকে আলোর অতি ক্ষুদ্র পদার্থকে মুক্ত করা - অন্ধকারের মধ্যে আলোর অতি ক্ষুদ্র পদার্থ মিশে আছে। খোদা সম্পর্কে মাজদাকের বর্ণনা এরকম ঃ "তিনি এক সুনিশ্চিত অস্তিত্ব এবং তাঁর সত্তার সাথে আছে চারটি শক্তি - বিচার, ধীশক্তি, নিত্যতা ও আনন্দ। এ চারটি শক্তি বিশ্বের সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আর ঐ চারটি শক্তি সব ব্যক্তির মধ্যেই বর্তমান রয়েছে।"

www.pathagar.com

ঐতিহাসিকরা সাধারণভাবে এ মত পোষণ করতে আগ্রহী যে, মাজদাকের আন্দোলনকে কোবাধ উৎসাহিত করে সামাজিক সংস্কারে তাঁর নিজের ধ্যান-ধারণা বাস্তবায়নের জন্য। কিন্তু ঐসব ধ্যান-ধারণা সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর লোকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে থাকায় কোবাধ তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের শিকার হয় এবং এ কারণে সে তার সিংহাসন ও রাজত্ব হারায়। নিজের বোন ও শেয়াভোশের (Seyavosh) সহায়তায় সে কেবল তাঁর প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। মাজদাককে বন্দীশালায় অধিক দিন থাকতে হয়নি। তাঁর অনুসারীরা জেলখানা আক্রমণ করে তার দরজা ভেঙ্গে ফেলে এবং তাঁকে উদ্ধার করে।

হেফথালাইটস্-এর খাকান-এর কাছে উপস্থিত হয়ে কোবাধ তার সাহায্য কামনা করে এবং স্বীয় অধীনে ত্রিশ হাজার সৈন্যের একটা বাহিনী দেওয়ার অনুরোধ জানায়। সে প্রতিজ্ঞা করে, সে যদি জয়ী হয় তাহলে সে তাকে বার্ষিক খাজনা দেবে। ঐ বাহিনী নিয়ে সে পারস্যে ফিরে আসে। সে তাঁর বিপদের সময় এক কৃষক পরিবারে বিয়ে করেছিল, একথা সে বিস্মৃত হয়নি। কোবাধ ঐ ধরনের লোকই নয়। সেই সময় তাঁর মনে হয়েছিল, কৃষক পরিবারে তার সেই বিয়ে সৌভাগ্যের একটা লক্ষণ। সে তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঐ গ্রামে গিয়ে স্বীয় স্ত্রীকে আনন্দের সাথে আলিঙ্গন করে।

তাঁর স্ত্রী তাকে বলল ঃ 'আপনি আমাকে হীরার একটা আংটি দিয়েছিলেন। তার পরিবর্তে আমি আপনাকে একটা পুত্র সন্তান দিলাম। আপনার এ পুত্র আপনার নাম উজ্জ্বল করবে।'

কোবাধ তাঁর ঐ পুত্রের নাম রাখল অনুশির্ভান। অতঃপর তাদের উভয়কেই সে রাজধানীতে নিয়ে এল।

ঐ পুত্রের সাথে আরও একটা সৌভাগ্য জড়িয়ে ছিল। কোবাধের ভাই জামাসব তাঁর ভাইয়ের সৈন্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য কোন সৈন্য প্রেরণ করেনি; বরং অনতিবিলম্বে সে তাঁর ভাইয়ের অনুকূলে সিংহাসন ও রাজত্ব ত্যাগ করে।

সরকারের পরিচালনা ভার পুনরায় নিজের হাতে তুলে নেওয়ার পর কোবাধ সব পুত্রের মধ্য থেকে অনুশির্ভানকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করে। বিরাশি বছর বয়সে কোবাধ মারা যায়। কোবাধের ইচ্ছানুযায়ী তার প্রধানমন্ত্রী মাহবুদ অন্য দুই ভাইয়ের বিরোধিতা সত্ত্বেও অনুশির্ভানকে সিংহাসনে আরোহণ করান। অন্য দুই ভাই অর্থাৎ কোবাধের অন্য দুই পুত্র অবশ্য দাবি করে যে, সিংহাসনে তাদের অধিকার অন্য কারও চেয়ে বেশি।

কোবাধ ভুল করেনি। সাসানীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাসে তাঁর এ পুত্রের রাজত্বকাল সর্বাপেক্ষা বেশি উজ্জ্বল ও গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে অনুশির্ভানকে 'ন্যায়বান'

www.pathagar.com

উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাঁকে ঐ উপাধিতে ভূষিত করার অনেকগুলো কারণ ছিল। হতে পারে সে ঐ প্রশংসা লাভ করে তাঁর মহান সংস্কার কাজের জন্য, হয়ত বা তার বিরোধীদের নির্মূল করার জন্য; অথবা হতে পারে তার দানশীল কাজের জন্য। তাঁর রাজপ্রাসাদের সামনে একজন বৃদ্ধা মহিলার বাড়ি ছিল, ঐ বাড়ি সে সেখান থেকে তুলে দেওয়া থেকে বিরত থাকে। একজন রোমানের বাড়ির সামনে একটা মালবেরি গাছ (তুত গাছ) সে রোপণ করে। অন্যান্য যুদ্ধ বন্দীদের সাথে ঐ রোমানকে বেহাজান্দিভ খসরু নগরীতে একটা বাড়ি দেওয়া হয়েছিল। প্রাসাদের মূল ফটকে সে একটা 'ন্যায়বিচার ঘন্টা' স্থাপন করেছিল - যে কেউ ঐ ঘন্টা বাজাবার অধিকারী ছিল। ঘটনা এবং আরও অনেক কাহিনী তাঁর সম্পর্কে বলা হয়। কিন্তু একথা নিশ্চিত, বছরের পর বছর এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তাঁর অপূর্ব খ্যাতি ম্লান হয়নি।

www.pathagar.com

দৃশ্যপট - দুই
জাস্টিনিয়ানের দরবার ঃ আর একটি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান

'ওহে সুলায়মান, আমি তোমাকে পরাস্ত করেছি!'
- জাস্টিনিয়ান

'ডোরা! ডোরা! ডোরা!'

লোকগুলো চিৎকার করে ওঠল, তারা হাততালি দিল। কনস্ট্যান্টিনোপলের এক থিয়েটার হলের মঞ্চে জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত কালো চোখ বিশিষ্ট একটা মেয়ে মাথার ওপর একটা পানির পাত্র নিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করছিল। সে অনুসরণ করছিল তার বড় বোনকে। দর্শকদের মধ্য থেকে উত্তেজনার গুনগুন শব্দ ভেসে এল। এ সময় থেকেই মেয়েটি শহরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসে যায়। সর্বত্রই তার অপরূপ সৌন্দর্যের কথা আলোচিত হতে থাকে। যুবক লোকেরা থিয়েটার হলে এসে ভিড় জমাত তাকে দেখার জন্য; ভিড় জমাত তার কমনীয় অঙ্গভঙ্গি; প্রগল্ভ প্রকাশভঙ্গি এবং তার চোখের মুগ্ধকর অভিনয় দেখার জন্য। প্রত্যেকে তার নাম ধরে চিৎকার করার চেষ্টা করত এ আশায় যে, সে হয়ত তার আনন্দ ও সম্মতির কথা শুনতে পারবে।

তার পিতা এ্যাকাসিয়াস রাজার ভল্লুকের রক্ষক ছিল। তিনটি কন্যাকে রেখে সে মৃত্যুবরণ করে - এর মধ্যে সবচেয়ে বড় মেয়েটির বয়স ছিল সাত বছর। থিয়োডোরা তার দ্বিতীয় কন্যা। ছোট এ পরিবারটি মারাত্মক ক্লেশে পতিত হয়। তারা এমনই দুর্গতির মধ্যে পতিত হয় যে, শেষকালে তাদের মাতা তাদেরকে কনস্ট্যান্টিনোপল থিয়েটারে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করতে দেয়। মেয়ে তিনটি ছিল পুরাতন ও জীর্ণ পোশাক পরিহিত। ঐ থিয়েটার কর্তৃপক্ষের হাতে মেয়ে তিনটিকে তুলে দেওয়ার সময় তাদের মায়ের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বলে ঃ

www.pathagar.com

'হে খোদা! গরীব এই এতিমদের প্রতি দয়া করার জন্য তুমি কারও হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দাও এবং তাদেরকে ভয়ানক দরিদ্রতা ও অভাব থেকে রক্ষা কর!'

শহরের অন্যান্য এলাকার মত ঐ থিয়েটারের অভিনয়কারীদেরও দু'টো দল ছিল, সবুজ ও নীল দল। সবুজ দল শিশুদের অবজ্ঞা ও ঘৃণা করত। অথচ নীল দল তাদের প্রতি ছিল দয়ার্দ্র ও সহানুভূতিশীল। আচরণের এ বৈপরীত্যে শিশুদের মনে একটা স্থায়ী ছাপ পড়ে যায়।

থিয়োডোরা নাচত না, গান গাইত না বা বাঁশি বাজাত না। কনস্ট্যান্টি-নোপলের এ রঙ্গমঞ্চে প্রথমদিকে সে অন্যকে অনুকরণ করায় তার বিশেষ প্রতিভা সবার দৃষ্টিতে আসে। হাসির ভূমিকায় সে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠে। গাল ফুলিয়ে সে হাতের মুঠি দিয়ে ফোলা গালে আঘাত করত এবং প্রতি আঘাতের সময় মুখ দিয়ে বাতাস বেরুনোর সময় অদ্ভুত ধরনের শব্দ হত। এ সময় দর্শকদের মধ্যে হাসির ফোয়ারা ছুটত। মানুষ হাসতে ভালবাসে এবং যারা হাসাতে পারে তাদের-কেও ভালবাসে; সে কারণে অল্প বয়সেও থিয়োডোরা খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার এ অভিনয় নতুন রূপ-রসে বিকশিত হয় এবং সে সবার হৃদয়কে জয় করে।

তার মুখমন্ডল কিছুটা মলিন, দৈহিক বৈশিষ্ট্য শান্ত এবং দেহের গড়ন সৌষ্ঠব-সম্পন্ন। তার প্রাণবন্ত ও প্রকাশমান চোখ দু'টোয় সব ধরনের আবেগ ও অনুভূতি স্পষ্টভাবে প্রকাশমান ছিল।

ডোরা?

থিয়োডোরা?

পবিত্র ও শিষ্ট থিয়োডোরা মঞ্চের প্রবেশ পথের একপাশে নিক্ষিপ্ত হয়ে রইল এবং তার পরিবর্তে মুগ্ধকর, বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের অধিকারী ও হৃদয় মনোহর 'ডোরা' জীবন্ত হয়ে ওঠল।

মায়ের পরিবারে সে একমাত্র দুঃখ ও অভিযোগ ছাড়া আর কিছু শোনে নি। এখন সে আদর-ভরা কথা শুনতে, অভ্যর্থনার উন্মুক্ত বাহুর দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত। তার সুন্দর চেহারা, তার কোমল দেহ সেই সময়কার আলোকিত যুবকরা কম দামে কিনেছে, কম দামে বিক্রয় করেছে। তার কোমল গ্রীবা ও বুকে অনেক উৎসাহী ঠোঁট চুম্বন দিয়েছে উত্তজনার বশে।

থিয়োডোরাকে সবাই ভালবাসত। প্রতি রাতে এ তারকা তার বহু যুবক অনুরক্তদের দিকে তাকাত। কিন্তু পূর্ণিমার রাতটা সে নির্দিষ্ট করে রেখে দিত ইসিবোলাস নামে একজন বিশেষ যুবকের জন্য। এমনই এক রাতে সেই বিশেষ যুবকের বাহুর ওপর সে শুয়েছিল। পূর্ণিমার চাঁদের ঐ আলো এক মনোহর দীপ্তি

www.pathagar.com

নিয়েই তার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল। তার শুভ্র গ্রীবা থেকে ঐ আলোর আভা মিশে গেল তার বুকের শুভ্রতার সাথে। সে তার প্রেমিকের গ্রীবায় গোলাপ ফুল দিয়ে আঘাত করল মৃদুভাবে।

সে তার কানে ফিসফিস করে বলল ঃ 'আমি চাই তুমি আমাকে ডোরা বলে ডাকবে। এমন রাতের জন্য এটা কি সুন্দর নাম নয়?'

এরপর সবাই তাকে 'ডোরা' বলে ডাকত। এ মধুর নাম তার সৌন্দর্যকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

কনস্ট্যান্টিনোপল থিয়েটার মঞ্চে ডোরা যখন তার অনাবৃত দেহ প্রদর্শন করত, তখন সবাই বলত, সে প্রেমদেবী ভেনাসের আসল কন্যা। অনাবৃত দেহ প্রদর্শনের সময় ডোরা অস্বস্তি বোধ করত বলে মনে হত না। তার অনাবৃত দেহের প্রশংসায় কবিরা যখন গানের সুরে কবিতা আবৃত্তি করত, তখনই কেবল তার সমাহিত ভাব বিঘ্নিত হত এবং গালের গোলাপি রং খুব তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যেত। এতে মনে হয়, তার চেতনায় শালীনতার একটা সূক্ষ্ম আবরণ তখনও ছিল।

রাজধানীর লোকদের ভাবাবেগ ও আনন্দের রাজত্বে কিছুদিন প্রবল প্রতাপে থাকার পর ইসিবোলাসের সাথে ডোরা আফ্রিকায় চলে যায়। কিন্তু তার সাহচর্য সে বেশিদিন সহ্য করতে পারল না। একদিন সে তাকে ত্যাগ করে আলেকজান্দ্রিয়ায় একাকী দুঃখ-কষ্টের জীবন কাটাতে লাগল। সেখান থেকে সে আবার ফিরে এল কনস্টান্টিনোপলে। যে শহরে কলঙ্কিত এ দেবীর দিন কেটেছিল, সেই শহর তাকে আবার আন্তরিকতার সাথে এবং নতুন আবেগে গ্রহণ করে নিল।

ভোগ-বিলাসের আনন্দ উপভোগ করার সময় ডোরা একটা বিষয়কে খুব ভয় পেত এবং সে কারণে সে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করত। কিন্তু একদিন সকালে সে অনুভব করল, সেই ভয় তাকে আঁকড়ে ধরেছে। সে বুঝতে পারে, সে মা হতে চলেছে।

শিশুটির পিতা তাকে আরবে নিয়ে যায় এ উদ্দেশ্যে, যেন সে তার নিজের লোকদের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে। এ লোকটি সম্ভবত হেজাযের কালো চোখবিশিষ্ট গোত্রের একজন আরববাসী। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সে রোমের পূর্বাঞ্চল সফর করছিল। কৃষ্ণবর্ণ ঐ সাহসী আরববাসী মৃত্যুশয্যায় শায়িত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার পুত্রের জন্ম-বৃত্তান্তের গোপন কথা সে কাউকে বলে নি। অন্যান্য সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত তার কথা বলার শক্তিও নিস্তেজ হয়ে আসছিল। মৃত্যুর সময় সে অন্যান্য অনেক মানুষের মত তার পুত্রের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ করে কয়েকটা কথা বলল ঃ 'পুত্র আমার! তুমি একজন বিখ্যাত রাণীর পুত্র। আমি তোমার মায়ের কথা বলছি, শোন.......।' অতঃপর সে নীরব হয়ে গেল।

ইতোমধ্যে 'ডোরা'-ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। তার দৈহিক গঠনে থিয়োডোরা আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে। সে হয়ে ওঠে রোমের রাণী!

www.pathagar.com

যুবক লোকটি কনস্ট্যান্টিনোপলের রাস্তা ধরে রাজকীয় প্রাসাদে এসে উপনীত হয়। তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তাকে আর কেউ কখনো দেখতে পায়নি, তার কী হয়েছিল, সে কথাও কেউ জানতে পারেনি....।

প্রথম জাস্টিন ছিল একজন মেষপালক, পরে সে একজন সৈনিক হয়। পরবর্তী পর্যায়ে সে রাজকীয় গার্ডের কমান্ডার পদে উন্নীত হয়। এ পদে বসেই সে রোমান সম্রাটদের বেগুনি রঙের পোশাক অর্জন করার সুযোগ খুঁজে পায়। ৫১৮ খ্রিস্টাব্দে একাধিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সে নিজেকে রোমের সম্রাট বলে ঘোষণা করে। ঐ ধরনের পদে আসীন হওয়ার এটা ছিল একটা স্বাভাবিক উপায়।

এ সম্রাট অর্থাৎ প্রথম জাস্টিন লেখাপড়া জানত না। সে তার নির্দেশনামায় একটা কাঠের সীলমোহর ব্যবহার করত। ঐ সীলমোহরে তার নামের চারটি অক্ষর খোদাই করা ছিল। নিজের নিরক্ষরতার ক্ষতিপূরণ হিসেবে সে তার পুত্রের লেখাপড়ার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ পুত্রের নাম জাস্টিনিয়ান। এ পুত্র শিক্ষা-দীক্ষায় এমন পারদর্শিতা লাভ করে যে, অতি অল্প সময়ে সে সম্রাটকে সব বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। কিছুদিন পর রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের প্রকৃত শাসক হিসেবে সে পরিচিতি লাভ করে।

জাস্টিনিয়ান অত্যন্ত গভীরভাবে নিজের দেশের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস অধ্যয়ন করে। অতীতে বিখ্যাত সম্রাটগণের সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা তার মনে জাগে। সে দেখতে চায়, প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের মত আটলান্টিক থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত রোমান কর্তৃত্ব বিস্তৃত হয়েছে। রোমের গৌরবময় যুগের যে সুস্পষ্ট চিত্র তার ভাসমান কল্পনায় দৃশ্যমান ছিল তা শাশ্বত নগর (The Eternal City) কবিতায় বিবৃত হয়। কবি রুটিলিয়াস নামাটিয়ানাস (Rutilius Namatianus) লিখিত ঐ কবিতাটি প্রায়ই সে জোরে জোরে আবৃত্তি করত। ঐ কবিতাটি লেখা হয় একশ' বছরেরও আগে। কবিতাটি এ রকম ঃ

'হে রোম!
বিশ্বের শক্তিমান রাণী,
এ বিশ্বের সব কিছুর শাসক,
আমার অনুরোধ তুমি শোন!

হে রোম!
তারকা দ্বারা সুশোভিত আকাশে
তোমার জন্য একটি স্থান

www.pathagar.com

কে উন্মুক্ত করেছে,
হে বীর ও দেবতাগণের মাতা!
তোমার মন্দিরগুলো আমাদের উন্নীত করেছে
ওলিম্পাস পর্বতের উচ্চতায়,
অনেক জাতির মধ্য থেকে
তুমি সৃষ্টি করেছ
একটি একক পিতৃভূমি,
বিজিত জনগণকে তুমি
আমন্ত্রণ জানিয়েছ
তোমার আইনের অংশীদার হওয়ার,
তোমার আশ্রয়ে বিশ্ব হয়েছে
একটি একক শহর।

হে রোম!
তোমার ক্ষত ধুয়ে ফেলো!
বহু যুদ্ধে বিজয়ী পাইরাহাস
শেষে তোমার সামনে থেকে পালিয়েছে;
হান্নিবল তার একাধিক বিজয়ে
শুধু দুঃখ পেয়েছে।

হে রোম!
তুমি যদিও এক এবং একাকী,
ভয় পেও না তবু
ভাগ্য বা নিয়তির কাজে!
পৃথিবী যতদিন টিকে থাকবে
তুমি বেঁচে থাকবে ততদিন,
যতদিন আকাশ তারা ধারণ করে থাকবে,
অন্য সাম্রাজ্য বিলীন হয়ে যাবে,
তোমার সাম্রাজ্য টিকে থাকবে
চিরকাল;
তোমার কোন দুর্ভাগ্য
তোমার জন্য নতুন করে
বয়ে আনবে পুনরুত্থান।

হে রোম!
তোমার ক্ষত ধুয়ে ফেলো, এবং
উত্থিত হও!'

www.pathagar.com

জাস্টিনিয়ান ছিল খুবই আবেগপ্রবণ মানুষ। প্রচণ্ড ভালবাসা তার হৃদয়ে ছিল উজ্জ্বল আলোর মত দীপ্যমান এবং তা ছিল সব সময়ই বর্তমান। তার চোখ সব সময় এমন কাউকে খুঁজে ফিরত, যে তার আবেগে সাড়া দেবে এবং তার ব্যক্তিত্বকে বেষ্টন করে থাকবে।

থিয়োডোরা ফিরে এল কনস্ট্যান্টিনোপলে। ফিরে এল এক পরিবর্তিত থিয়োডোরা। তার স্বপ্ন ও কল্পনায় এমন কিছু প্রতিভাত হয় যাতে মনে হয়, জ্ঞাত মহৎ কিছু তার কাছে এসেছে। বিশ্বের সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সাধারণ একটা গৃহে সে তার জীবন শুরু করে - এ জীবন ছিল বিনম্রতা ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ। সে এখন গরীব, অর্থহীন। কারণ, লোকেরা তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করত খুব কমই। উল বুনে সে তার জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হল। তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে সব যুবক ক্রমাগতভাবে তার কাছে আসত, তাদেরকে সে ফিরিয়ে দিল। চাঁদের আলোয় ভরা রাতগুলো এখন সে কাটাতে লাগল তার চিন্তা ও স্বপ্নের বাহুর মধ্যে।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী অন্য যে কোন শতাব্দীর চেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এ শতাব্দীতে মানুষের মধ্যে আবির্ভূত হয় প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব ও তাদের অসাধারণ চেতনাবোধ। এ মেয়েটির চেতনায়ও তেমন কিছু সুষ্ঠুভাবে প্রতিভাত হল। তার সৌন্দর্য ও স্বাভাবিক ধীশক্তি কিছু গোপন নিয়তির সাথে মিলে গেল। মিলিত সবকিছুর শক্তিশালী জ্ঞানালোক যুবক জাস্টিনিয়ানের হৃদয়কে প্রভাবিত করল। থিয়োডোরার প্রতি তার ভালবাসা সে তার সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করল এবং এজন্য সে এক উত্তেজনায় সব সময় আপ্লুত হয়ে রইল। তারা ভরা আকাশের নিচে ভোর না হওয়া পর্যন্ত অনেক রাত সে জেগে কাটিয়েছে - সে চিন্তা করেছে শুধু তার কথা। তার সাথে সে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়েছে, তবু মনে হয়, সে যেন মাত্র কয়েক সেকেন্ড কাটিয়েছে। যুবকদের কাছে যেসব খাদ্য খুবই আকর্ষণীয় এবং উত্তেজক ধরনের, তা থেকে জাস্টিনিয়ানের তুলনায় থিয়োডোরা নিজেকে দূরে রেখেছে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে। তার এ সংযম ও আত্মত্যাগ এবং বিনম্রের সাথে নিজেকে সরিয়ে রাখার প্রয়াস জাস্টিনিয়ানকে আরও বেশি মোহমুগ্ধ করে তোলে। থিয়োডোরা যেদিন জাস্টিনিয়ানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, সেদিন থেকেই সে তার সমগ্র চিন্তা ও চেতনার প্রণয়িনী হয়ে ওঠে। জাস্টিনিয়ান অনুভব করে, তার সমগ্র সত্তাই শুধু থিয়োডোরার ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়নি, তার মহৎ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার জন্য তাকে খুবই প্রয়োজন বলে সে মনে করে। প্রথম যৌবনের এ ভালবাসাকে সে এমনই মর্যাদা দেয় যে, সে তার সব সম্পদ থিয়োডোরার পদতলে সমর্পণ করে। কিন্তু থিয়োডোরার কাছে অর্থ ও সম্পদ ছিল

www.pathagar.com

একেবারে মূল্যহীন। তার চেতনাবোধ ভাসমান ছিল উন্নততর মহত্ত্বের লক্ষ্যে। শেষে জাস্টিনিয়ান তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । কিন্তু তার এ সিদ্ধান্ত অনেক অলংঘনীয় বাধার সম্মুখীন হল। সাধারণ কোন পেশার মহিলাকে বিয়ে করা রোমান আইনে একজন সিনেটরের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল - কলঙ্কিত মহিলাকে বিয়ে করার প্রশ্ন তো একেবারেই অবান্তর। সম্রাজ্ঞী ইউফেমিয়া ছিল গ্রাম্য কঠোর নীতিবোধের অধিকারী। সে কখনই তার পুত্রের জন্য একজন কলঙ্কিত মহিলাকে গ্রহণ করবে না। জাস্টিনিয়ানের মাতা ভিজিলান্টিয়াও ছিল একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মহিলা। থিয়োডোরার আকর্ষণীয় সৌন্দর্য ও অস্বাভাবিক মেধার কথা শোনার পরও সে তাদের বিয়েতে সম্মত হয়নি।

সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত জাস্টিনিয়ান অপেক্ষা করল। তার মায়ের চোখের পানির প্রতি সে খেয়াল করল না। দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে সে মারা গেল। তাদের বিয়ের সময় সে কোন দুঃখ পেল না। কারণ, সে বিয়ের অনুষ্ঠান দেখল না বা এ সম্পর্কে কোন কথা শুনতেও পেল না।

কনস্টান্টিনোপলের প্রধান ধর্মযাজক ৫২৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাস্টিনিয়ানের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেয়। একই সাথে সে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের সম্রাজ্ঞী থিয়োডোরার মাথায়ও একটা রাজমুকুট পরিয়ে দেয়। রাণী ও রাজকীয় পরিবারের প্রতি সাধারণত যে সম্মান প্রদর্শন করা হত তা থিয়োডোরার উচ্চাকাঙ্খার জন্য যথেষ্ট ছিল না - তার প্রতি জাস্টিনিয়ানের গভীর ভালবাসার জন্যও তা যথেষ্ট ছিল না। নতুন সম্রাট নির্দেশ জারী করল যে, তার নিজের নামের সাথে সাথে রাণীর নামেও গভর্নরদের আনুগত্যের শপথ নিতে হবে। যাজক, বিচারক, বিজয়ী জেনারেল ও সৈন্যবাহিনীর কমান্ডাররা ঐ মহিলার প্রতি মাথা অবনত করে শ্রদ্ধা জানাল। তারা সবাই জানত, মাত্র কিছুদিন আগেও ঐ মহিলা রঙ্গমঞ্চে সমগ্র বিশ্বের কাছে নিজেকে অনাবৃত করত!

থিয়োডোরা তার নিজের অতীতের লজ্জা বা অন্য কোন কারণে সাধারণত জনগণের দাসোচিত দৃষ্টি ও দরবারের উজ্জ্বলতা এড়িয়ে চলত। প্রাসাদ ও বসফরাস প্রণালীর ধার ঘেঁষে গড়ে তোলা মনোরম উদ্যানে সে তার দিন কাটাত। কিন্তু রাজপ্রাসাদের হল ঘরে সব সময় রাষ্ট্রের খ্যাতনামা ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা অপেক্ষা করত - তারা অপেক্ষা করত তার পদ চুম্বনের অনুমতির জন্য। তারা সম্রাজ্ঞীর নীরব মহত্ত্ব লক্ষ্য করত। একই সাথে তারা স্মরণ করত থিয়েটার মঞ্চে মাটির পাত্র নিয়ে তার তামাশার কথা। কিন্তু একথা তারা কখনও তাকে বলার সাহস পায়নি। প্রতিটি শহর ও বাড়িতে ছিল সম্রাজ্ঞীর গুপ্তচর। কোন একটা কথা বা কাজ অথবা সম্মানীয় রাণীর প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ কোন দৃষ্টি পুরোপুরি তদন্ত করা

www.pathagar.com

হত এবং অপরাধী ব্যক্তিকে - তা সে যে কোন শ্রেণীরই হোক না কেন - রাজপ্রাসাদের নিচের অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করা হত। প্রদত্ত শাস্তি ও নির্যাতন থেকে কোন বিচার প্রক্রিয়া তাকে রক্ষা করতে পারত না। এ ধরনের নির্যাতন ও শাস্তি সাধারণত অত্যাচারী রাণীর সামনেই কার্যকর করা হত।

সবার মনে সব সময় একটা কথা অনুরণিত হত - 'তুমি যদি আমার নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হও, আমি খোদার শপথ করে বলছি, তোমার দেহ থেকে চামড়া খুলে নেওয়া হবে।'

এ নির্দয় কঠোরতার বিপরীতে রোমান সাম্রাজ্যের সামাজিক ইতিহাসে থিয়োডোরা মানবিক গুণের অনেক সুবিদিত ছাপ রেখে গেছে। জাস্টিনিয়ানের যুগের দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় সব ক'টাই গরীবদের প্রতি তার ভালবাসা ও দয়ার উপজাত ফল এবং সেসব প্রতিষ্ঠান তার নামেই পরিচালিত হয়। তার নির্দেশে রাস্তা থেকে গরীবদের নিয়ে আসা হয়, বেশ্যালয় থেকে আনা হয় বেশ্যাদের এবং একটা রাজপ্রাসাদে তাদের সযত্নে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা হয়। থিয়োডোরার ইচ্ছার কাছে জাস্টিনিয়ান পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছিল। গভীর ভালবাসায় নিমগ্ন জাস্টিনিয়ান তার উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল অন্য একটা কারণে। তার মনে একটা ধারণা জন্মে যে, থিয়োডোরা ছাড়া তার জীবন নিরাপদ নয়; তার জীবনের সুখ ও কল্যাণ থিয়োডোরার প্রকাশমান চোখ ও উৎসাহী মনের প্রভাবের ওপরই নির্ভরশীল।

এ ধারণা কতটুকু বাস্তবে রূপ লাভ করে এবং কিভাবেই বা তা অর্জিত হয়, তা অবশ্য দেখার বিষয়।

কনস্ট্যান্টিনোপল অনেক নীতিহীন প্রথা প্রাচীন রোম থেকে লাভ করে। এর মধ্যে একটা ছিল ঘোড়দৌড়ের মাঠে তীব্র পক্ষপাতিত্ব এবং এটা বেশ জোরে-সোরে চলতে থাকে। চার চাকাবিশিষ্ট গাড়ির প্রতিযোগিতা এ সময় চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। আগে ছিল মাত্র দু'টো চার চাকাবিশিষ্ট গাড়ি। এর একটার চালক পরিধান করত সাদা পোশাক এবং অন্য চালক পরত লাল পোশাক। এ ধরনের চার চাকাবিশিষ্ট গাড়ি এখন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে একশ'তে, রং হয়েছে চারটি। বছরের চারটি ঋতুর বৈশিষ্ট্যের সাথে ঐসব রং সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করা হত ঃ লাল রঙকে বলা হত গ্রীষ্মকালের তাপ-এর প্রতীক; কালো রংকে বিবেচনা করা হত শরৎকালের প্রগাঢ় ও দুঃখ প্রকাশক ছায়ার অনুরূপ; বরফের মত সাদা রঙ হল শীতকালের কষ্ট সহিষ্ণুতার চিহ্ন এবং হাস্যোজ্জ্বল সবুজ হল বসন্তের উল্লাসের মত। বিভিন্ন রঙের চার চাকাবিশিষ্ট গাড়ির প্রতি রোমের জনগণের আগ্রহ ও আনুগত্য কম ছিল না। এমনকি ক্যালিগুলা, নিরো ও ভিটেলিয়াস এবং রোমের

www.pathagar.com

অন্যান্য শাসনকর্তারা এ ধরনের পক্ষপাতিত্বমূলক প্রতিযোগিতায় অংশ- গ্রহণ করত। তারা ব্যক্তিগতভাবে আস্তাবলে গিয়ে তাদের ঘোড়া পরিদর্শন করত, তাদের গাড়িচালকদের প্রশংসা করত এবং তাদের উৎসাহ দিত। একইভাবে তারা তাদের প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে গালি দিত।

বিভিন্ন উৎসব ও সরকারি ছুটির দিন একাধিক রঙের লোকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেত। কনস্ট্যান্টিনোপলে একবার এক উৎসবের দিনে এ প্রতিযোগিতা পাগলামির চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। 'সবুজ' দলের লোকেরা তাদের লুকানো অস্ত্র নিয়ে আকস্মিকভাবে 'নীল' দলের লোকদের আক্রমণ করে এবং তিন হাজার লোককে হত্যা করে। এ ধরনের বিবাদ বা পাগলামি অতি দ্রুত রাজধানী থেকে পূর্বাঞ্চলের শহর ও প্রদেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে সবার মধ্যে এমনকি বন্ধু ও ভাইদের মধ্যেও শত্রুতা ও বিভক্তি দেখা দেয়। আগে মহিলারা এমন ধরনের প্রতিযোগিতায় প্রায় অংশগ্রহণ না করলেও এখন তারা প্রচলিত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বন করতে শুরু করে। এমনও দেখা যায়, তারা স্বামীদের দলকে সমর্থন না করে পক্ষাবলম্বন করেছে তাদের প্রেমিকদের দলকে। সব আইন, এমনকি স্বর্গীয় আইনও এ প্রতিযোগিতার পদতলে দলিত-মথিত হল। অনতিবিলম্বে 'নীল' দল দরবারের সক্রিয় সহযোগিতায় শক্তি অর্জন করে 'সবুজ' দলের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করল। কনস্ট্যান্টিনোপলের দুর্দান্ত যুবকরা তাদের প্রতীক হিসেবে নীল পোশাক গ্রহণ করল - এ পোশাক পরিচিতি পেল অশান্তির ইউনিফর্ম ও যৌবনের দুর্দান্ততার প্রতীক হিসেবে। অগোছালো লম্বা চুল এবং অসংলগ্ন ও অমার্জিত পোশাক পরে তারা রাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, চিৎকার করত। তাদের হাতে থাকত দু'পাশে ধারযুক্ত ছোরা। 'সবুজ'দের তারা আক্রমণ করত, তাদের সর্বস্ব লুট করত এবং তাদের হত্যা করত। মানুষের বাড়িতেও তারা আক্রমণ চালায়, গির্জা ও মন্দিরে মানুষ খুন করে এবং অন্য ধরনের অপরাধ সংঘটিত করে তা অপবিত্র করে তোলে।

আইন হয়ে পড়ে নীরব ও ক্ষমতাহীন এবং আইনের স্থান অধিকার করে ব্যক্তিগত প্রচন্ডতা। বিচারকরা আইনের আওতা থেকে অপরাধীদের ছেড়ে দিতে এবং নিরপরাধীদের শাস্তি দিতে বাধ্য হল। চাচার রাজত্বকালের শুরু থেকেই জাস্টিনিয়ানের ইচ্ছা ছিল এসব অশান্তির মূলোৎপাটন করার।

৫৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি এক উৎসব উদযাপনের দিন ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছিল লোকে লোকারণ্য। চার চাকাবিশিষ্ট গাড়ির সংখ্যা ছিল একশ'। প্রতিটি গাড়ি টানার জন্য ছিল একাধিক শক্তিশালী ঘোড়া। প্রতিটি গাড়িতে ছিল একজন চালক এবং অন্য একজন ছিল মাঝখানে একটা ঘোড়ার পিঠে বসা অবস্থায়। প্রবেশ পথে তারা সবাই অপেক্ষা করছিল। আম্পায়ার নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে উন্মত্ত ঘোড়াগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল দ্রুতগতিতে, গমক্ষেতে আগুন লাগলে প্রবল

www.pathagar.com

বায়ুতে তা যেমন চোখের পলকে ছড়িয়ে পড়ে, বিদ্যুতের আলোক রেখা মুহূর্তের মধ্যে যেমন আকাশে বিস্তৃত হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনিভাবে।

ঘোড়ার ক্ষুরের নিচে মাটি যেন ভয়ে কাঁপতে লাগল, দর্শকদের মন উত্তেজনায় ভরে ওঠল। উভয় পক্ষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রইল বিজয়ের মুকুট তাদের নিজস্ব দলের রঙের অনুকূলে দেখার জন্য। এ মুকুট শুধু চালক ও তাদের পরিবারের জন্যই সম্মান বয়ে আনবে না, তাদের শহর ও পক্ষভুক্ত লোকদের জন্যও এটা সম্মানের বিষয়। রোমান সাম্রাজ্যের জনপ্রিয় গান গেয়ে এ বিজয় উদযাপন করা হবে। ঐ গানের সুর ধ্বনি দীর্ঘায়িত হবে সমুদ্রের তরঙ্গ ধ্বনির মত। নীল ও সবুজ দলের সমর্থকদের উৎসাহব্যঞ্জক ধ্বনি সশব্দে ফেটে পড়ছিল প্রতিনিয়ত। একদল অন্যদলকে লক্ষ্য করে ক্রোধ প্রকাশ করছিল গালাগালির মাধ্যমে, তাদের তীব্র নিন্দাসূচক উক্তিও শোনা যাচ্ছিল ক্রমাগতভাবে। জাস্টিনিয়ান, তার রাণী ও তাদের সঙ্গীরা একটা সম্মানসূচক নীরবতা রক্ষা করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তাদের পক্ষে সেটা সম্ভব হচ্ছিল না। চিৎকার ধ্বনি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল।

জাস্টিনিয়ান ওঠে দাঁড়াল। সবাই তার লাল জামা, সাদা ঢিলা পোশাক ও ওপরের দিকে চামড়ার বন্ধনীসহ উঁচু জুতা দেখতে পেল।

'ওহে উদ্ধত বাক্য নিক্ষেপকারীরা! ধৈর্য ধারণ কর, শিষ্টাচার প্রদর্শন কর।' সে চিৎকার করে বলল, 'ওহে ইহুদী! সামারিটান ও মানিসাইয়ানরা - তোমরা চুপ কর।'

জাস্টিনিয়ানের এ কথাগুলো উচ্চারিত হল ক্রোধমিশ্রিত কণ্ঠস্বরে। রাগে তার দেহ কাঁপছিল। প্রতিটি লোকের কানে বজ্রপাতের শব্দের মত তার কথা আঘাত করল। কিন্তু নীল সমর্থকদের নিদারুণ অত্যাচারে সবুজ দলের সমর্থকদের দুঃখের সীমা অতিক্রম করায় তারা ধৈর্য ধারণ করতে পারছিল না।

তারা চিৎকার করে বলল ঃ 'আমরা গরীব, আমরা নির্দোষ। আমরা ক্ষুব্ধ। আমরা রাস্তায় হাঁটতে পারি না। আমাদের নাম ও রঙের বিরুদ্ধে নির্বিচারে নির্যাতন চালানো হচ্ছে। হে রাজন! আমরা মরে যাচ্ছি! কিন্তু আমরা চাই আপনার সেবায়, আপনার নির্দেশে আমাদের মৃত্যু হোক!'

তাদের অন্য সব কথা উচ্চকিত চিৎকার ধ্বনির মধ্যে হারিয়ে গেল। সবুজ দল সমর্থকদের বিনীত এ আন্তরিক প্রার্থনা ক্রুদ্ধ সম্রাটের ওপর কোন প্রভাব ফেলল না। তাদের উচ্চারিত কর্কশ, কঠোর ও নিন্দাসূচক শব্দগুলো তার রাজকীয় মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছিল না। বংশ মর্যাদার প্রতীক হিসেবে নয়, তার রাজকীয় পোশাকের বেগুনি রং তাদেরকে আরও বেশি আহত করছিল। সবুজ রং সমর্থক এবং আরও অনেকে তাদের বসার স্থান ছেড়ে ওঠে দাঁড়াল, সম্রাটকে লক্ষ্য করে তাদের মুষ্টিবদ্ধ হাত প্রদর্শন করল এবং কোন রকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই তাকে গালিগালাজ করল।

www.pathagar.com

'যে সম্রাট জনগণের প্রতি ন্যায়বিচার করে না, সে তাদের আনুগত্য ও কর্তব্যপরায়ণতার যোগ্য নয়।'

'হে নির্দয় সম্রাট! তোমার পিতা তোমাকে গ্রহণ করেছে অপমানের সাথে!'

এসব কথার প্রেক্ষিতে রাজকীয় কর্মকর্তা ও নীল সমর্থকরা উত্তেজিত হয়ে পড়ল। তারা তাদের প্রতিপক্ষদের আক্রমণ করতে শুরু করল। এ বিবাদ ক্রমেই প্রচন্ডতা লাভ করে। সবুজ সমর্থকরা রাস্তায় নেমে পড়ে এবং এ যুদ্ধ ছোট পথ ও গলির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কর্তৃপক্ষ উভয় দলের সাতজন নেতাকে গ্রেফতার করে এবং তাদেরকে প্রাণদন্ডে দণ্ডিত করে। তাদেরকে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরিয়ে প্রাণদন্ডের স্থান পেরা-য় নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে চারজনের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং একজন নীল ও একজন সবুজ সমর্থক নেতাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। কিন্তু দড়ি ছিঁড়ে যাওয়ায় তারা মাটিতে পড়ে যায়। এ ঘটনাকে জনগণ স্বর্গীয় হস্তক্ষেপ বলে মনে করে। উভয় দলই উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। তারা তাদের ব্যক্তিগত ঝগড়া-বিবাদ ভুলে যায় তাদের তৃতীয় শত্রু সরকারের কথা মনে করে। তারা দৃঢ়তার সাথে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, তারা স্বর্গীয় সমর্থন পাবে। প্রথমে তারা আক্রমণ করে পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স-এ এবং তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর দাঙ্গাবাজরা সরকারি কর্মকর্তা ও সৈন্য বাহিনীর সাথে মিলে কারাগারের দরজা ভেঙ্গে ফেলে এবং বন্দীদের মুক্ত করে। মুক্ত এ লোকগুলোর মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল এবং তারা দাঙ্গাবাজদের সাথে মিলে বিপ্লবের অগ্নিশিখা সারা শহরে ছড়িয়ে দেয়। দাঙ্গাবাজরা জনগণের সমর্থন লাভ করে। অপরদিকে দাঙ্গাবাজদের দমনের জন্য সৈন্য পাঠানো হয়। দাঙ্গাবাজদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। উন্মত্ত জনতা খোদা ও ন্যায়বিচারের নামে সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এমনকি অগ্নিদগ্ধ গৃহের ছাদ ও জানালা থেকে মহিলারা সৈন্যদের লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে।

দাঙ্গাবাজরা শীঘ্রই শহরের একটা বিরাট অংশ নিজেদের দখলে নিয়ে আসে। গীর্জা, অট্টালিকা ও শহরের দুর্গগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয় এবং সোনা ও রূপার বিশাল সম্পদ অগ্নিশিখায় গলিয়ে ফেলা হয়। পাঁচ দিন ও রাত ধরে কনস্ট্যান্টি-নোপল বিপ্লবের বলির শিকার হয় এবং লূটতরাজ চলতে থাকে। বিচার বিভাগসহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। প্রচন্ড ভীতি সবাইকে গ্রাস করে। এমনকি জাস্টিনিয়ান নিজেও খুব ভীত হয়ে পড়ে।

পাঁচ দিন ও রাত ধরে বিদ্রোহীদের কণ্ঠস্বর সারা শহরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। তাদের উচ্চারিত সংকেত বাক্য 'নিকা! নিকা!' (অর্থাৎ পরাস্ত! পরাস্ত!) সবার মনে ভীতির উদ্রেক করে এবং তারা অপ্রতিভ হয়ে পড়ে।

বিদ্রোহের পঞ্চম দিনে বাইজেন্টাইন রাজপ্রাসাদের একপাশের সিঁড়ির পাদদেশে একটা জাহাজকে তৈরি অবস্থায় দেখা যায়। এখান থেকে সাগরে যাওয়া

www.pathagar.com

যায়। জাস্টিনিয়ান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সে তার পরিবার-পরিজনসহ পালিয়ে যাবে। রাজধানী থেকে দূরবর্তী কোন এক নিরাপদ স্থানে সে তার সব সম্পদ লুকিয়ে রাখারও সিদ্ধান্ত নেয়। রোমান সাম্রাজ্যের অভিজাত শ্রেণীর লোক ও কর্মকর্তাদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জাস্টিনিয়ানের খুবই বিশ্বস্ত জেনারেলদের মধ্যে জেনারেল বেলিসারিয়াসও ঐ বৈঠকে যোগদান করে। রাজকীয় পরিবারের নিরাপদ পলায়নের বিষয়টি ঐ বৈঠকে আলোচিত হয়।

আকস্মিকভাবে থিয়োডোরা ঐ বৈঠকের স্থানে প্রবেশ করে। সে জাস্টিনিয়ানের মুখোমুখি দাঁড়ায়। থিয়োডোরার সম্মানে জাস্টিনিয়ান ওঠে দাঁড়ায়।

থিয়োডোরা আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে বলল ঃ 'সিজার! নিরাপদে থাকার জন্য পলায়ন একমাত্র উপায় হলেও আমি পালিয়ে যেতে ঘৃণা বোধ করি। আমাদের জন্মগ্রহণের শর্তই হল মৃত্যু। কিন্তু যারা রাজত্ব করেছে তারা কখনই হারিয়ে যাওয়া মর্যাদা ও আধিপত্য পুনরুদ্ধার করতে পারবে না। আমি প্রার্থনা করি স্বর্গের। কিন্তু রাজমুকুট ও রাজশক্তির বেগুনি রঙের পোশাক ছাড়া তা হয়ত আমি কোনদিন দেখতে পাব না, একদিনের জন্যও না। আমাকে যেদিন রাণীর নামে সম্মান জানান হবে না, সেদিন আমি আর আলো দেখতে পাব না। হে সিজার! তুমি যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাক, তুমি পালিয়ে যাবে, তাহলে দেখ তোমার সম্পদ আছে; সাগরের দিকে তাকিয়ে দেখ তোমার জন্য জাহাজও আছে। কিন্তু তোমার বেঁচে থাকার আকাংখা সামান্য হলেও তোমার অন্তর কেঁপে ওঠবে এবং তোমার পলায়ন চিহ্নিত হবে ঘৃণার যোগ্য, অসম্মানজনক মৃত্যু হিসেবে। আমার নিজের ব্যাপারে আমি বলতে চাই, আমি প্রাচীনকালের প্রবাদ বাক্য আঁকড়ে থাকতে চাই। ঐ প্রবাদ বাক্য হল - রাজ সিংহাসন হল গৌরবময় সমাধি স্তম্ভ।'

থিয়োডোরার গালের উজ্জ্বল রঙের আভা, তার কণ্ঠস্বরের আবেগময়তা, তার মহিলাসুলভ চেতনার অগ্নিবৎ মানসিক দৃঢ়তা ও ভাবাবেগ তাদেরকে সাহসী করে তোলে এবং তাদের চিন্তাধারায় স্থিরতা ফিরে আসে। তৎক্ষণাৎই জাস্টিনিয়ান অগ্নিশিখায় প্রজ্বলিত শহর ও অস্ত্রধারী জনগণের বিরুদ্ধে তার ক্ষুদ্র বাহিনীকে পরিচালনার জন্য বেলিসারিয়াসকে নির্দেশ দেয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত ত্রিশ হাজারের বেশি লোকের দেহের রক্তে কনস্ট্যান্টিনোপলের মাটি সিক্ত হল। মাটি ধারণ করল রক্তিমাভ রঙ।

জাস্টিনিয়ান তার সাম্রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়নে যে অসাধারণ উদ্যম প্রদর্শন করে সে সম্পর্কে তার ব্যাপারে একটা বাক্যে বলা হয় ঃ 'সেই সম্রাট যিনি ঘুমান না।' সে দেশে-বিদেশে অনেক বিজয় অর্জন করে। দেশে তার বিজয় ছিল ধর্মীয় উন্মত্ততা ও বিভেদের বিরুদ্ধে; বিদেশে বিজয় ছিল আফ্রিকা ও ইতালির বিরুদ্ধে যুদ্ধে। এসব যুদ্ধের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় বেলিসারিয়াসের ওপর।

www.pathagar.com

জাস্টিনিয়ান ছিল দাম্ভিক, সন্দেহপ্রবণ, সন্দিগ্ধ, লোভী, সম্পদ আহরণে নির্দয়, ব্যক্তিগত আচরণে অকৃতজ্ঞ ও অবিশ্বাসী। কিন্তু সে বুদ্ধিমত্তা, স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা এবং পূর্ণাঙ্গ বাস্তব শিক্ষার মত কতিপয় স্বীকৃত গুণের অধিকারী ছিল। এজন্য সে রোমান সাম্রাজ্যের জন্য সত্যিকার সেবা করতে সক্ষম হয়। সে আইনের ক্ষেত্রে কতিপয় বিধিবদ্ধ নীতি প্রতিষ্ঠিত করে, যা এখনও সভ্য মানুষ অনুসরণ করে। সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, রাজপ্রাসাদ, রাস্তা ও শক্তিশালী দুর্গ সে নির্মাণ করে এবং রোমকে ইতিহাসের এক মহান সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে।

তার অসাধারণ কীর্তির মধ্যে বিখ্যাত আয়াসোফিয়া (স্বর্গীয় জ্ঞান) গীর্জা এখনও আমাদের চোখের সামনে বিদ্যমান রয়েছে। দু'জন গ্রীক স্থপতির তত্ত্বাবধানে দশ হাজার শ্রমিক পাঁচ বছরে এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে। বেলিসারিয়াসের সচিব প্রোকোপিয়াস এর বর্ণনা করেছে এভাবে ঃ

'এ বিস্ময়কর অট্টালিকা পাথর ও ইটের ওপর গড়ে তোলা হয়েছে বলে মনে হয় না, বরং মনে হয়, স্বর্গ থেকে সোনার শিকল দিয়ে একে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।'

এ গীর্জার উদ্বোধনী দিনে জাস্টিনিয়ান এর আকার ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে আবেগ ভরা কণ্ঠে বলে ঃ 'প্রশংসা সেই খোদার, যিনি এমন মহান একটি কাজ সম্পাদন করার যোগ্য মনে করেছেন আমাকে; হে সুলায়মান! আমি তোমাকে পরাস্ত করেছি!'

জাস্টিনিয়ান কোনদিন কল্পনাও করেনি যে, একদিন এ অট্টালিকার সম্মুখ-ভাগে 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মদ' শব্দ দু'টি জ্বলজ্বল করবে।

সমগ্র শহরের লোক রাস্তায় এসে জড়ো হয়েছিল। সামাজিক শ্রেণী বা অবস্থা নির্বিশেষে সবাই রাস্তায় নেমেছিল - মানুষের ভিড়ে রাস্তা উপচিয়ে পড়ছিল। অট্টালিকার উপরতলা, ছাদ ও জানালায় দেখা যাচ্ছিল কালো মাথা। শহরের গেটের বাইরেও অনেকে অপেক্ষা করছিল।

এ বিশ্বে একটা বিষয় কখনও পুরাতন হয়নি। বিশ্ব যখন শুরু হয়েছে সেই সময়কার মত এখন অথবা এর যৌবন ও পরিণতকালে নতুন কিছুর জন্য মানুষের ভাবাবেগ অপরিবর্তিত রয়েছে। কয়েক ঘন্টা আগে কনস্ট্যান্টিনোপলের মানুষ জানতে পারে, অসভ্য অভার জাতির দূতরা সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য রওনা দিয়েছে। তাদেরকে দেখার জন্য সব মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় জড়ো হয়েছে। দূতরা অনেক আগেই এসেছে। তাদের পরনে ঐতিহ্যবাহী হুন জাতির পোশাক। তাদের মাথার লম্বা চুনট করা চুল ফিতে দিয়ে বাঁধা এবং তা তাদের পিঠের ওপর এসে পড়েছে। তারা শহরে প্রবেশ করে সম্রাটের বাসগৃহ পবিত্র প্রাসাদের দিকে যাত্রা করে। এ বাসগৃহটি ছিল খুবই সুন্দর ও বিরাট এক

www.pathagar.com

অট্টালিকা। কোন উৎসবের দিনে বা কারও সাথে সাক্ষাৎ দেওয়ার সময় সম্রাট সোনার গম্বুজের নিচে একটা মঞ্চে এসে দাঁড়াতেন এবং এটা একটা প্রথায় পরিণত হয়। তিনি সিংহাসনে বসতেন। সোনা ও মণি দ্বারা খচিত ছিল ঐ সিংহাসন।

অভার দূতগণের সাথে সম্রাটের সাক্ষাৎদানের ঘটনার বিবরণ করিপাস দিয়েছেন এভাবে ঃ

'শুভলক্ষণযুক্ত যুবরাজ তাঁর রাজকীয় বেগুনী রঙের পোশাক পরে রাজকীয় সিংহাসনের ওপর উপবেশন করলেন। রাজকীয় গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধায়ক ঘোষণা করলেন, অভার জাতির দূতগণ দয়ালু রাজার পবিত্র পায়ে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেছে। আভিজাত্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মাত্র একটি শব্দে সম্রাট তাদের ভেতরে আসার অনুমতি দিলেন। দূতগণ জাঁকজমকপূর্ণ খিলান ও হল ঘর এবং অসুরতুল্য চিত্তাকর্ষক প্রহরীদের দেখে অবাক হল। তাদের চোখের দৃষ্টি আটকে গেল সোনার ঢাল, স্বর্ণখচিত বল্লম-এর ওপর। বল্লমের পাত থেকে আলোর ঝলকানি ঠিকরে পড়ছিল স্বর্ণনির্মিত হেলমেটের ওপর - রেশম কাপড়ের গুচ্ছ দিয়ে ঐ হেলমেট ছিল শোভিত। তাদের মাথার ওপর ঝুলন্ত ভীতিকর ছোট ছোট তীর ও বর্শা দেখে তারা ভয়ে কেঁপে ওঠল। অসভ্য জাতির এ লোকদের কাছে রোমানদের রাজপ্রাসাদ মনে হল স্বর্গের মত। পর্দা টেনে তোলা হল, প্রাসাদের ভিতর দিককার কামরার দরজা উন্মুক্ত করা হল, অতঃপর হল ঘরের স্বর্ণনির্মিত ছাদ আপন উজ্জ্বলতায় প্রকাশমান হল। অভার নেতা টারগেটিয়াস সিজারের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সে দেখল, সিজারের মাথার ওপর পবিত্র রাজমুকুট জ্বলজ্বল করছে। সে তিনবার মাথা অবনত করে হাঁটু গেড়ে বসল। অন্য অভাররাও তাদের নেতার অনুকরণে হাঁটু গেড়ে বসল। ভয় ও শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ে তাদের অন্তর পূর্ণ হয়ে গেল। কার্পেটের ওপর তারা তাদের কপাল ছোঁয়াল, তাদের মাথার লম্বা চুল কার্পেটের ওপর বিছিয়ে দিল। মহানুভব যুবরাজ অতঃপর তাদেরকে ওঠে দাঁড়াবার নির্দেশ দিলেন এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে সদয়ভাবে কথা বললেন।'

আমরা এখন এ আড়ম্বরপূর্ণ ও দীপ্তিময় দৃশ্যাবলী থেকে দূরে চলে যাব। স্বর্ণে পূর্ণ সম্পদ, অন্যান্য সম্পদ, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও বিজয়ের অবদমিত ইচ্ছা - এসব বাহ্যিক সমৃদ্ধি ও সফলতা খোদাকে জানার জন্য মানুষের আকাংখাকে কখনই তৃপ্ত করতে পারে নি।

এসব সুন্দর সুন্দর দেশ, এসব দেশের সবুজ ও মুগ্ধকর ভূমি, প্রবাহিত নদী ও প্রকৃতির আকর্ষণীয় দৃশ্য অতিক্রম করে; মানুষের কুসংস্কার ও মর্যাদাহানিকর

www.pathagar.com

সামগ্রিক অস্তিত্বের ভিত্তি আড়ম্বরপূর্ণ ও দাম্ভিকতার বিশ্ব ত্যাগ করে; ঐ সময়ে সভ্যতা ও উন্নয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র, উপকথা ও ইতিহাসের দেশ সিরিয়াকে পশ্চাতে রেখে চলুন আমরা লোহিত সাগর উপকূলের রাস্তা ধরে বালি, কালো ও পিঙ্গল রঙের পর্বতের দেশে প্রবেশ করি। এদেশে কাঁটা জাতীয় গাছও তার সবুজের আভা হারিয়ে ফেলেছে। বিষের চেয়েও তিক্ত কোলোসিনথ্ গাছ কেবল দেখা যায় মাঝে মাঝে। উত্তর মরুভূমির গরম শুষ্ক হাওয়া মানুষ ও পশুকে শ্বাসরুদ্ধ করে দেয়, গাছপালাকে নির্মূল করে দেয় - এখানে মানুষের জীবন হয় ক্ষীণ এবং মৃত্যু সবাইকে হাতছানি দিয়ে ডাকে অবিরত।

চলুন, এখানে আমরা অশিক্ষিত, রুক্ষ স্বভাববিশিষ্ট বেদুঈন ও বিভিন্ন গোত্রের লোকদের মধ্যে কিছুদিন অবস্থান করি। এরা নগ্ন তীর ও দ্রুত নিক্ষিপ্ত টিকটিকির মত মরুভূমির প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করেছে। কিভাবে তা তারা করেছে, কোন্ নতুন নাম ও শিক্ষায় তারা এ কাজ করেছে এবং কোন্ প্রেক্ষাপটেই বা এসব লোক বিশ্বকে জয় করার জন্য বেরিয়েছে, তা আমরা দেখার চেষ্টা করব।

কিন্তু তার আগে আমাদের ভীতিকর পর্বতমালা ও অনুর্বর মরুভূমি ত্যাগ করা উচিত। কারণ, এখানে বন্য প্রাণীর চিৎকার ধ্বনি জিন বা পিশাচের ডাকের মত শোনা যায়।

হেজাযের কেন্দ্রস্থলে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত চলুন আমরা এগিয়ে যাই।

বিস্ময়কর ঐতিহাসিক ঘটনার পূর্বাবস্থা আমরা ফিরে দেখি এবং তা পর্যালোচনা করি। ঐতিহাসিক সেই বিস্ময়কর ঘটনা কেবলমাত্র একটা বোধগম্য আঘাতের মাধ্যমেই আমাদের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে আড়ম্বরপূর্ণ ও জাঁকজমক অবস্থাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

চলুন আমরা ঐ লোকদের মধ্যে কিছুদিন অবস্থান করি, যারা তাদের সব দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও মরুভূমির সাহসিকতা এবং স্বাধীনতার প্রতি ভালবাসার জন্য ইতিহাসে একটা গৌরবময় স্থান করে নিয়েছে।

চলুন, এখন আমরা মক্কা যাই।

www.pathagar.com

একজন বিনীত ব্যক্তির কাজ

'এটা হল বরকতময় কিতাব, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, এটা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী এবং যাতে আপনি মক্কাবাসী ও তার পার্শ্ববর্তী লোকদের সতর্ক করতে পারেন। যারা পরকালে বিশ্বাস করে, তারা এতে বিশ্বাস করে এবং তারা নিজেদের নামাজ সম্পর্কে সতর্ক।'

- কুরআন ৬ ঃ ৯২

উজ্জ্বল রাতের শান্ত বাতাসে প্রত্যুষের ধূসর আলোর আভা মক্কার আকাশকে আলোকিত করছিল কালো কাপড়ের ওপর সাদা সিল্কের কাপড় নিক্ষেপ করার মত করে। আস্তে আস্তে সকালের সূর্যের আলো সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল - শহরের চারপাশের পর্বতমালার ওপর দিয়ে আলোর রেখা প্রতিভাত হল। এ পর্বতগুলো চারদিক থেকেই ওপরের দিকে উঁচু হয়ে গেছে, যেন তারা 'গ্রামগুলোর মাতা'কে তাদের বাহুতে খুব ঘনিষ্ঠভাবে ধরে রেখেছে। এসব উঁচু পর্বতের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু পর্বত হল 'আবু কুবাইস' পর্বত। শহরের পূর্বদিকে এটা দাঁড়িয়ে আছে গোলাকার গম্বুজের মত। এর আকৃতি সম্পর্কে প্রাচীন পারস্যের নাসের খসরু নামে একজন পর্যটক লেখেন ঃ 'এর পাদদেশ থেকে কেউ তীর নিক্ষেপ করলে তা তার চূড়া অতিক্রম করবে।'

এসব পর্বতের পাদদেশের মধ্যে প্রশস্ত অংশের অসমান এলাকায় মক্কা শহর অবস্থিত। ফলে রাতের অন্ধকারের নিপুণ ছায়া এ শহরকে জড়িয়ে রাখে। শহরের বাইরে আরব মেষপালকরা তাদের কাঁধে লম্বা লাঠি নিয়ে মেষ-দলকে পাহাড়ের দিকে নিয়ে যায় পর্বতের পথ ধরে। মাঝে মাঝে তারা 'আহ্-আহ্' ডাক দেয় - এ ডাকটা তাদের পশুদের কাছে খুবই পরিচিত।

ভেড়াগুলো চলে শান্তভাবে, কিন্তু ছাগলগুলো চলে লাফিয়ে লাফিয়ে - এক পাথরের ওপর থেকে অন্য পাথরের ওপর তারা ঝাঁপ দেয়, একে অন্যকে মাথা দিয়ে আঘাত করে। ভেড়ার পাল চলছিল তায়েফের দিকে। হেজাযের সবচেয়ে

www.pathagar.com

উর্বর ও ঠান্ডা এলাকা হল তায়েফ - এর অবস্থান প্রায় পাঁচ হাজার ফুট ওপরে। এ কারণে তারা শহরকে পেছনে রেখে ওপরের দিকে উঠছিল ধীরে ধীরে। এ সময় মক্কায় সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ছিল।

প্রত্যুষে পাখিরা বাসা ছাড়ার পরপরই মক্কার লোকেরা ঘুম থেকে জেগে ওঠে। তাড়াহুড়া করে তারা সবাই শহরের উত্তর-দক্ষিণ প্রসারিত বিরাট এক বাজারে গিয়ে হাজির হয়। এ বাজারটা মসলা বা সুগন্ধি বাজার বলে পরিচিত। অনেকে এখানে দুধ বিক্রেতাদের সামনে দাঁড়িয়ে নাশতা সেরে নেয়। ক্রেতার ভিড়ে গমের মত বর্ণের দুধওয়ালাদের বাইরে থেকে দেখা যায় না - তাদের পশ্চাতে উনুন থেকে ভেসে ওঠা সাদা ধোঁয়া ও দুধের পাত্রে গরম দুধের ফেনা নজরে পড়ে। মাটির পাত্রে দুধ ভরে তারা ক্রেতাদের দিচ্ছিল। অনেকে যাচ্ছিল 'হারাম' মন্দিরে, তাদের মুগ্ধকর রঙ-শোভিত মূর্তির কাছে শ্রদ্ধা জানাতে এবং তাদের নিবেদন পেশ করতে - তাদের সকালটা যেন ভালভাবে শুরু হয়, এ আশা নিয়ে।

মক্কা শহরের কেন্দ্রস্থলে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে বিস্তৃত এ 'হারাম' মন্দির। এর পাশেই বালুময় বিরাট আঙ্গিনার মাঝখানে রয়েছে কা'বা ঘর। এখানেই আছে আল্লাহর ঘর ও হুবলের ঘর। এ গৃহটি আয়তাকার - এর লম্বা দিকটি উত্তর-দক্ষিণ প্রসারিত। এর পূর্ব দিকের দেওয়ালে ছয় ইঞ্চি উঁচু এবং আট ইঞ্চি চওড়া একখানি কালো পাথর সংযুক্ত করা আছে। কা'বা ও কালো পাথর এখনও বর্তমান আছে।

কালো পাথরের বিপরীত দিকে সামান্য কিছু দূরে ঐ সময় দু'টো মূর্তি দেখা যেত, এর একটার নাম আসফ এবং অন্যটির নাম নায়লা। এদের সম্পর্কে একটা কাহিনী প্রচলিত ছিল যে, সুহায়িলের পুত্র আসফ এবং ধীব-এর কন্যা নায়লা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসত। কা'বা গৃহের মধ্যে একদিন সম্ভবত তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে ভুলে যায়, এবং তৎক্ষণাৎই তারা পাথরে রূপান্তরিত হয়ে যায়। স্বর্গীয় প্রতিশোধের প্রতীক হিসেবে জনগণ ঐ দু'টো মূর্তি সংরক্ষণ করে। কিন্তু কিছুদিন পর লোকেরা তাদের সম্পর্কে আসল কথা ভুলে যায় এবং তারা ঐ মূর্তি দু'টোকে পূজা করতে থাকে। অথবা মূল কাহিনী এমনও হতে পারে যে, জনগণের মনে এ বিষাদময় ভালবাসার কথা এমনভাবে আলোড়িত হতে থাকে, যা ভক্তির উদ্রেক করে।

প্রত্যুষের রূপালী শুভ্রতা সমগ্র শহরের ওপর ছড়িয়ে পড়ার পর একজন লোককে আসফ ও নায়লার মূর্তির মাঝের আঙ্গিনায় হাঁটতে দেখা গেল। সে যেন খুব সতর্কতার সাথে আঙ্গিনার মাটি পরীক্ষা করছিল। সূচ্যগ্র জাতীয় একটা জিনিস তার হাতে ছিল, আর তার সাথে ছিল একটি শিশু। খেজুর বর্ণবিশিষ্ট নরম বালির ওপর কিছুই দেখা গেল না। শুধু দেখা গেল ব্যস্ত পিপীলিকার সারি - তারা আসছে আর যাচ্ছে। তারা ব্যস্ত তাদের নিজেদের কাজে। আবার এমনও হতে পারে, উদিত সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা পালানোর চেষ্টা করছে।

www.pathagar.com

ঐ লোকটি ছিল সুঠাম দেহ ও তৃপ্তিকর কাঁধের অধিকারী, তবে কিছুটা মোটা। তার অকুঞ্চিত মসৃণ মুখমণ্ডলে যৌবনের দীপ্তি দৃশ্যমান হলেও মাথার চুল ছিল একেবারে সাদা। তার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মাটি ছাড়া অন্য কোনদিকে ছিল না এবং সে তার প্রতিটি ধীর পদক্ষেপ স্থিরদৃষ্টি দিয়ে দেখছিল। আকস্মিকভাবে তার দৃষ্টি একটা কাকের ডানা ঝাপ্টানোর দৃশ্যে আটকে গেল। কাকটি নিকটবর্তী এলাকায় মাটির ওপর বসেছিল। পিপীলিকার সারির দিকে তাকিয়ে কাকটি তার কালো লাল পা দিয়ে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এল।

লোকটিও ঐদিকে এগিয়ে গেল। কাকটি সতর্ক হল, মাটির ওপর দু-তিন বার লাফিয়ে সে উড়ে গেল। কাকটি যেখানে থেমেছিল, সেই স্থানটিতে লোকটি তার সূচ্যগ্র জিনিসটা দিয়ে আঘাত করল। দু-তিন বার সে আঘাত করল - তার আঘাতের ফলে চারদিকে বালি সরে গেল। শিশুটিও তাকে সাহায্য করল। সে তার ছোট হাত দিয়ে ঝিকিমিকি বালি একদিকে সরিয়ে দিল। মাটিতে একটা ছোট গর্তের মত সৃষ্টি হল। লোকটির সূচ্যগ্র বস্তুর আঘাত মাটির ওপর পড়ল এবং তার কাছে মাটি ক্রমেই শক্ত মনে হল।

তার চারপাশ দিয়ে যেসব লোক খালি পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল, তারা দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগল। কিন্তু লোকটি তার কাজে এমনই নিবিষ্ট ছিল, সে তাদের দিকে খেয়ালই করল না।

সূর্য আরও ওপরে উঠল, বালি থেকে তীব্র উত্তাপও অনুভূত হল। কিন্তু লোকটি তার কাজ থামাল না। মাঝে মাঝে তাকে হাতের তর্জনী দিয়ে মাথার ঘাম মুছতে দেখা গেল। আকাশের দিকে সে একবার তাকাল। তারপর সে আবার মাটি খুঁড়তে শুরু করল। তিন বার মক্কায় সূর্য উঠেছে, আবার অস্ত গেছে। প্রতিদিনই তাকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাটি খুঁড়তে দেখা গেছে।

মক্কার সব লোকই তার ঐ কাজ নিয়ে আলোচনা করল। একে অপরকে জিজ্ঞাসা করল, কুরাইশ গোত্র-প্রধান আবদুল মুত্তালিব গর্ত খুঁড়ছে কেন! তার তো কোন কন্যা নেই যে, তার (কন্যা) জন্মগ্রহণের লজ্জা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাকে জীবন্ত কবর দিতে হবে! কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া ছিল সেই সময়কার এক বর্বরোচিত প্রথা। হুবল তাকে একটি পুত্র সন্তান দিয়েছে। অনেকে মনে করল, সে তার পূর্বপুরুষদের কবর খুঁজছে এবং কবরের নির্দিষ্ট স্থানটি অবশেষে পেয়েছে। তার কাজ সম্পর্কে সবাই নিজ নিজ অনুমান প্রকাশ করল।

প্রতিদিনই তার চারপাশে উৎসাহী লোকের ভিড় জমত। তার খনন কাজ অনেকটা এগিয়ে গেল এবং গর্তটি মোটামুটি প্রশস্ত হল। রাতে সবাই বাড়ি ফিরে তার মাটি খননের কাজ নিয়ে আলোচনা করত।

চতুর্থ দিনে তার চারপাশে আগের চেয়ে অনেক বেশি লোকের ভিড় দেখা গেল। আবদুল মুত্তালিব তখনও মাটি খনন করছিল, আর তার ছেলে খেজুর পাতার ঝুড়িতে করে মাটি সরিয়ে নিচ্ছিল সামান্য দূরে।

www.pathagar.com

দর্শকদের মধ্য থেকে একজন বলল ঃ 'আবদুল মুত্তালিব! এটা খুবই দুঃখের কথা যে, খোদা তোমাকে একটার বেশি পুত্র সন্তান দেয়নি। তুমি তোমার হারিয়ে যাওয়া সম্পদ খুঁজে পেতে তাহলে অন্য কারও সাহায্য পেতে!'

তার কথার কোন জবাব আবদুল মুত্তালিব খুঁজে পেল না। সে শুধু খোদাকেই বলল ঃ 'হে সৃষ্টিকর্তা! তুমি যদি আমাকে দশটি পুত্র সন্তান দাও, তাহলে আমি তাদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ সন্তানকে তোমার নামে উৎসর্গ করব!'

ভিড় করা লোকগুলো হাসল।

'দশটি পুত্র, তা-ও আবার তার জন্য যার মাত্র একটি পুত্র!'

আবদুল মুত্তালিব তার সূচ্যগ্র বস্তুটি দিয়ে বার বার মাটিতে আঘাত করল। হঠাৎ ধাতব পদার্থের শব্দ সোনা গেল। তার সূচাগ্র বস্তুর অগ্রভাগ থেকেও ছোট এক টুকরা পাথর ছুটে গেল।

'পিতা! সোনা! সোনা!'

একথা তার শিশু পুত্র হারিছের। সে গর্তের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে ঐ কথা বলে। আবদুল মুত্তালিব তার ডান হাত দিয়ে স্বর্ণনির্মিত মৃগয়ার মূর্তির একটি শিং ধরেছিল। আস্তে আস্তে মাটি থেকে স্বর্ণনির্মিত মৃগয়ার উজ্জ্বল একটি মূর্তি বেরিয়ে এল। সে ওটার দিকে একবার ক্ষণিক দৃষ্টি দিয়ে তা ঝুঁড়িতে রেখে দিল। ভিড় করা লোকদের মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। এ সময় দর্শকরা তাদের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা ত্যাগ করল। গর্ত থেকে শিশুটিকে ওপরে তোলার জন্য তারা তাদের হাত বাড়িয়ে দিল। ঝুড়িটিও ওপরে তোলা হল। কিন্তু আবদুল মুত্তালিব ঐ ঝুড়ির দিকে আর তাকাল না। সে মাটি খোঁড়ার কাজে আবার মনোনিবেশ করল।

স্বর্ণনির্মিত মৃগয়ার মূর্তিটার চারপাশে সবাই ভিড় করল। ঐ মূর্তিটি দেখার ও তা ছোঁয়ার জন্য সবার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলল।

আবদুল মুত্তালিব আবার কাজ শুরু করল। তার মাটি খোঁড়ার শব্দ আবার শোনা গেল। তারপর পাওয়া গেল আরেকটি স্বর্ণনির্মিত মৃগয়ার মূর্তি। অতঃপর পাওয়া গেল সাতটি তলোয়ার এবং পাঁচটি বর্ম। এগুলো সব জড়ো করে ওপরে রাখা হল। এসব জিনিস দেখার জন্য এর চারপাশে লোক ভিড় জমাল।

একজন বলল ঃ 'এখানে সম্পদ আছে।'

একজন বলল ঃ 'এটা আমার জমি।' তৃতীয় একজন দাবি করল, ওটা তার জমি এবং সে প্রাপ্ত জিনিসের ওপর তার গোত্রের অংশ দাবি করল।

চতুর্থ একজন বলল ঃ 'তুমি এখনও আর কী খুঁজছ? এগুলো কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়?'

আবদুল মুত্তালিব আস্থার সাথে বলল ঃ 'পর পর তিন রাত আমি যে স্বপ্ন দেখেছি, এসব জিনিস তা নয়।'

www.pathagar.com

অতঃপর আবার সে গর্ত খুঁড়তে শুরু করল। এ সময় একটা শক্ত পাথরের ওপর আঘাত খেয়ে তার সূচ্যগ্র ফিরে এল। সে তার হাতে একটা প্রবল ঝাঁকুনি খেল। আবদুল মুত্তালিব তার সূচ্যগ্রের কোণা দিয়ে পাথরের বিরাট ঢাকনিটা তোলার চেষ্টা করল। এ ঢাকনিটার ওপর ও চারপাশে বালি ছিল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চেষ্টার পর সে পাথরের একটা কোণা মাটি থেকে উঁচু করতে সমর্থ হল - ফাঁকা স্থান দিয়ে বালি নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ল এবং পানির ওপর বালি পড়ার শব্দ সে শুনতে পেল। দশ ফুট নিচে দেখা গেল একটা কুয়া। আবদুল মুত্তালিবের উৎসুক দৃষ্টিতে ধরা পড়ল পানির উজ্জ্বলতা, অন্যরাও তা দেখতে পেল। কুয়ার মধ্যে চারদিক থেকে ঝরে পড়া বালি ক্রমেই পানির মধ্যে মিলিয়ে গেল এবং স্বচ্ছ পানির ওপর উৎসাহী লোকের মাথার প্রতিবিম্ব দেখা গেল।

'পানি! কুয়া! ঝরণা! এটা তোমাদের নয়, এটা আমাদের!'

ভিড়ের মধ্য থেকে অনেকে এ ধরনের কথা বলতে শুরু করল। একজন কুরাইশ সামনের দিকে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এল। সে বলল ঃ 'আবদুল মুত্তালিব, এ জমি আমাদের। এ জমি থেকে যে সম্পদ পাওয়া গেছে তা সবার মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে।'

অন্য একজন চিৎকার করে বলল ঃ 'এ ঝর্ণা আমাদের পূর্বপুরুষ ইসমাঈলের।'

সবাই একমত হল, প্রাপ্ত সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা করে দিতে হবে। কিন্তু এ ভাগ-বাটোয়ারা করবে কে?

একজন লোকের কথা শোনা গেল ঃ 'সুনির্দিষ্টভাবে বাটোয়ারাকারী হল হুবল।'

ফলে আবদুল মুত্তালিবসহ সবাই কা'বা গৃহে গেল।

আবদুল মুত্তালিব ছয়টি ক্ষুদ্র ভোঁতা তীর নিল - এর মধ্যে দু'টো হলুদ, দু'টো কালো এবং দু'টো সাদা। সে এ তীরগুলো নিল হুবল দেবতার কাছে ভাগ্য নির্ধারণকারীর দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে, এ লোকটির উপাধি ছিল তীর সংরক্ষণকারী। তীরগুলো নিয়ে আবদুল মুত্তালিব তার ব্যাগে রাখল।

সে বলল ঃ 'হলুদ তীর কা'বা গৃহের, কালো তীর আমার এবং সাদা তীর হল কুরাইশদের জন্য।'

তীর সংরক্ষণকারী হুবল মূর্তির সামনে গভীর শ্রদ্ধায় দাঁড়াল। সে বলল ঃ 'আবদুল মুত্তালিব ও কুরাইশ জনগণ তোমার ভূমি থেকে প্রাপ্ত সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারা সম্পর্কে তোমার সিদ্ধান্ত জানার জন্য এসেছে। তুমিই সত্যিকার ভাগ-বাটোয়ারাকারী; তোমার যা ইচ্ছা তা এ তীরগুলোর মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দাও, এটাই আমাদের প্রার্থনা।'

এরপর সে ব্যাগের মধ্যে হাত দিয়ে একের পর এক তীরগুলো বের করল। সম্পদের মধ্যে উত্তম সম্পদ স্বর্ণনির্মিত মৃগয়ার মূর্তি পড়ল হুবলের ভাগে,

www.pathagar.com

তলোয়ারগুলো পড়ল আবদুল মুত্তালিবের ভাগে, আর কুরাইশদের নামে চিহ্নিত তীরগুলো ব্যাগের নিচে পড়ে রইল।

আবদুল মুত্তালিব তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল ঃ 'আমার ভাগের সম্পদ আমি কা'বাকে দিলাম; ঢাল ও তলোয়ার গলিয়ে কা'বা গৃহের জন্য একজোড়া শক্ত দরজা তৈরি করা হবে এবং স্বর্ণনির্মিত মৃগয়ার মূর্তি গলিয়ে ঐ দরজায় তা পাত হিসেবে লাগানো হবে। কূয়াটি খোদার গৃহের সম্পদ এবং যারা ঐ গৃহে এসে হজ্জ করবে, তারাও ঐ সম্পদের অধিকারী হবে।'

তার শেষের এ কথাটি ছিল 'সাকায়া' কর্তব্যের সাথে অর্থাৎ হজ্জযাত্রীদের জন্য পানির ব্যবস্থা করার সাথে সম্পর্কযুক্ত। চাচা মুত্তালিবের কাছ থেকে উত্তরা-ধিকার সূত্রে আবদুল মুত্তালিব এ দায়িত্ব পেয়েছিল। 'রিফাদা' পদের জন্য অর্থাৎ সংগ্রহ এবং সংগৃহীত অর্থ গরীবদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য সে যে একজন যোগ্য লোক - একথা তার কাজের মধ্য দিয়ে আবার প্রমাণিত হল।

দর্শকদের মধ্য থেকে একজন বলল ঃ 'আবদুল মুত্তালিব একজন দানশীল ব্যক্তি।'

অন্য একজন মন্তব্য করল ঃ 'তাকে দানশীল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, এটা তুচ্ছ কিছু নয়।'

আর একজন বলল ঃ 'সে পাখিদেরও আহারের ব্যবস্থা করে। সে তার খাদ্যের একাংশ সব সময় পর্বতের পাশে রেখে দিয়ে আসে পাখি ও পশুদের খাওয়ার জন্য।'

কূয়া সম্পর্কে কিছুটা উপকথা ও কিছুটা সত্য ঘটনার এ কাহিনী প্রচলিত ছিল এবং আরবদের কাছে তা 'জমজম কূপ' নামে পরিচিত হয়।

www.pathagar.com

জমজম কূপ

তারা বলল ঃ একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। আমি বললাম ঃ 'হে অগ্নি! তুমি ইবরাহীমের ওপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও'।

- কুরআন ২১ ঃ ৬৮-৬৯

খোদার বন্ধু হিসেবে মানুষের কাছে পরিচিত ইবরাহীমের পিতার নাম বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে তেরাহ্ এবং কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে আজর - একমাত্র আল্লাহই সত্য সম্পর্কে অবগত আছেন।

তিনি ছিলেন বেবিলনের রাজা নমরুদের একজন বিশ্বস্ত কর্মকর্তা। চালডিয়া ও এ্যাসিরিয়ার আধা-পৌরাণিক রাজা মানুষের মনে ভয় ও ভক্তির উদ্রেক করায় সাধারণভাবে সবাই তাকে সম্বোধন করত বিশ্বের শাসনকর্তা বলে। বিশ্বে নমরুদই প্রথম ব্যক্তিত্ব, যে ক্ষমতা ও একনায়কত্বের শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

তার প্রকান্ড স্ফীত নাক, তার গোলাকার দীপ্তিহীন চোখ যেন বসন্ত রোগের দাগবিশিষ্ট ক্ষুদ্র মুখমণ্ডলে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ কারণে তার চেহারা ছিল পেঁচার মত। তার প্রবল আক্রমণ প্রবণতা এবং উদ্ধত আচরণ মুখোশ ছাড়া আর কিছুই নয় - তার কদাকার মুখমন্ডলের দৃশ্য থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্যত্র ফিরিয়ে নেওয়ার তা ছিল এক কৌশল মাত্র।

তার ছিল বিশাল রাজপ্রাসাদ। এর সব ক'টি দেওয়ালের উঁচু থেকে নিচু পর্যন্ত মূল্যবান ধাতুর পাত দিয়ে মোড়ানো ছিল - এর বুরুজ ও ফোকরবিশিষ্ট প্রাচীর (অট্টালিকার ওপর) থেকে বিরল রত্নের দীপ্তি বিচ্ছুরিত হত। এসবের মাধ্যমে সে নিজের গর্বের কথা প্রকাশ করত এবং একই সাথে জনগণের বিনম্রতার কথা তুলে ধরত। এ প্রাসাদ থেকে যখন সে বাইরে যেত, তখন এক দল চৌকস ঘোড়-সওয়ার তাকে পাহারা দিত। এসব ঘোড়া থাকত জমকালো পোশাকে আচ্ছাদিত; তার নিজের চার চাকাবিশিষ্ট গাড়ির সামনের ঘোড়া দু'টির কপালে লাগানো বড়

www.pathagar.com

তারার মত আকারের হীরা জ্বলজ্বল করত। ঘোড়সওয়ারদের জুতা ছিল রূপালী রঙের। দ্রুতগতিসম্পন্ন এ বাহিনীর যাত্রাপথ থেকে সরে যেতে কেউ ব্যর্থ হলে সে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাত এবং যতক্ষণ পর্যন্ত 'অত্যাচারী শিকারীর' দল অতিক্রম না করত ততক্ষণ পর্যন্ত সে সেভাবেই থাকত। তার কর্তৃত্ব সব কিছুর ওপর বিস্তৃত ছিল। তার ভাল বা মন্দ সিদ্ধান্তের অর্থই হল একজনের উন্নতি বা ধ্বংস। তার ইচ্ছাই ছিল সবার ভাগ্যের চাবি। সবাই তার কদাকার মুখের কথা থেকে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করার চেষ্টা করত। চালডিয়া ও এ্যাসিরিয়ার সুন্দরী মেয়েরা তার আনন্দপূর্ণ রাত ও সংযমহীন ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য মণি-মুক্তা খচিত কামরার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিত।

তার অত্যাচারী শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য লোকেরা কোন পদক্ষেপ নিতে ভয় পেত। তারা খোদার কাছে তাদের হৃদয় উন্মুক্ত করে দিল, তারা তাঁর সাহায্য কামনা করল; কিন্তু এ পথটাও বন্ধ করে দেওয়ার জন্য নমরুদ তার যথাসাধ্য চেষ্টা করল।

প্রাচ্যের কাহিনীকাররা যে কাহিনী বলে, তা এ রকম ঃ নমরুদ আকাশ জয় করার উচ্চাশা পোষণ করল এবং এর মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে সে খোদার কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করল। তার দরবারের আদেশ পালনে আগ্রহী ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা আকাশে ওঠার একটা উপায় উদ্ভাবন করল। চারটি ঈগল পাখির ছানাকে তাদের মায়ের নীড় থেকে আনা হল এবং তাদেরকে গোশত ও মদ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হল। যখন তাদের প্রশস্ত ও শক্তিশালী ডানা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হল, তখন তাদেরকে কয়েকদিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাখা হল। অতঃপর একটি আসন আনা হল এবং এর প্রতিটি কোণায় একটি করে ঈগল পাখির পা বেঁধে দেওয়া হল। নমরুদের রাজকীয় আসনের ওপরে মেষের একটা পা ঝুলিয়ে রাখা হল। নমরুদ তার আসনে বসল। তার সাথে বসল তার একজন সভাষদ। আটকে রাখা ঈগলগুলো ছেড়ে দেওয়া হল। ক্ষুধার্ত পাখিগুলো গোশতের টুকরা ধরার আশায় ওপরের দিকে উড়তে শুরু করল; তাদের সাথে সাথে তারা তাদের পায়ে বাঁধা আসনটিও আকাশে নিয়ে গেল। তারা যখন আকাশে ভাসমান অবস্থায় ছিল, তখন ঐ সভাষদ তার প্রভুর কাছে শূন্য থেকে দেখা বিষয়ের বিবরণ দিল।

সে বলল ঃ 'পর্বতগুলো ওঠা-নামা করছে, একটা বিশাল সাগর বিশ্বকে পরি-বেষ্টিত করে রেখেছে এবং এর মধ্যে পৃথিবীকে মনে হচ্ছে একটা ছোট নৌকা।'

তারা এমন ওপরে উঠল যে, তারা অন্ধকার এলাকায় গিয়ে উপনীত হল। তারা দু'জনেই ভীত হয়ে পড়ল। তারা ফেরার জন্য মেষের পায়ের গোশত খন্ডটি যে দন্ডের সাথে বাঁধা ছিল তা নিম্নমুখী করে দিল। এখন ঐ গোশতের টুকরাটি রইল ঈগল পাখির নিচের দিকে, ফলে তারা নিচের দিকে নামতে নামতে আবার মাটির ওপর এসে থামল।

www.pathagar.com

ঐ রাজার জন্ম ও লালন-পালন সম্পর্কে অন্য একটি কাহিনী জানা যায় প্রাচ্যের সাহিত্য থেকে।

একদিন মৃত্যুর ফেরেশতা আজরাইলকে খোদা ডেকে পাঠালেন।

খোদা বললেন ঃ 'এ যাবত তুমি যত মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছ তার মধ্যে কার মৃত্যু ঘটানোর সময় তুমি সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছ?'

আজরাইল উত্তর দিলেন ঃ 'একদিন সমুদ্রে একটা জাহাজকে ধ্বংস করার এবং একজন মা ও শিশুকে ছাড়া জাহাজের আর সবাইকে মৃত্যু ঘটাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন আপনি। মা ও শিশু একটা তক্তা আঁকড়ে ধরেছিল এবং সমুদ্রের ঢেউ-এ তারা ভাসতে ভাসতে তীরে এসে পৌছায়। তখন আপনি আবার বলেছিলেন ঃ 'মায়ের মৃত্যু ঘটাও এবং শিশুকে জীবিত রাখ।' ফলে আমি ঐ মায়ের মৃত্যু ঘটাই এবং মৃত মায়ের পাশে শিশুকে জীবিত রাখি। ঐ শিশুটি তার মৃত মায়ের দুধ পান করার জন্য বৃথা চেষ্টা করতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে আমি খুবই ব্যথিত হই। আপনার নির্দেশের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বেশি দুঃখজনক নির্দেশ, যা এ যাবত আমি পালন করেছি।'

খোদা বললেন ঃ 'তুমি কিন্তু ঐ শিশুটির সব কথা জান না। আমি তাকে লিলি এবং বিরল ও সুগন্ধি ফুল-ফল ভরা সুবাস এবং সুগন্ধিযুক্ত নির্মল পানির ঝরনার দিকে পরিচালিত করি। ঐ উদ্যানে হাজার হাজার পাখি মিষ্টি সুরে গান গায়। গোলাপ ফুলের পাপড়ি দিয়ে আমি তার বিছানা তৈরি করে দেই। আমি সূর্যকে বলি তার তাপ দিয়ে তাকে কষ্ট না দেওয়ার জন্য; তার ওপর আমি মৃদু শীতল বায়ু প্রবাহিত করি। আমি মেঘকে বলি তার ওপর বৃষ্টি না ঝরাবার জন্য; বিদ্যুৎকে বলি তাকে দগ্ধ না করার জন্য। আমি তাকে শিখিয়েছিলাম তার মাকে ভালবাসার জন্য, এখন আমি সদ্য বাচ্চা প্রসবকারী একটি চিতাবাঘকে নির্দেশ দিলাম তাকে দুধ পান করাবার জন্য এবং তার বাচ্চাদের সাথে ঐ শিশুটিকে লালন-পালন করার জন্য। ঐ পশু তাকে সেবা করে এবং তাকে নিরাপত্তা দেয়। যতদিন সে বড় না হল এবং দুধ পান থেকে বিরত না হল ততদিন এ অবস্থা চলল। এরপর আমি পরীদের নির্দেশ দিলাম তাকে একটার পর একটা কথা শেখাবার জন্য, যেন সে কথা বলতে পারে।

এ শিশুটির নাম নমরুদ।

আমি তার জন্য এসব কিছু করলাম এ কারণে যে, সে যেন আমার দয়ার কথা নিজে উপলব্ধি করতে পারে এবং অন্যায় আচরণের কোন অজুহাত না দেখায়। কিন্তু আমার অনুগত লোকদের আমাকে ইবাদত করার পরিবর্তে সে তাদের পাপের অগ্নিশিখায় নিমজ্জিত করতে উৎসাহিত করে। গর্ব ও আত্মশ্লাঘা তার মনে এমন গভীরভাবে দানা বেঁধে ওঠে যে, আমার পথে আসতে সে লোক-দের নিষেধ করে। সে নিজেকে খোদা বলে দাবি করে এবং আকাশ জয় করার মত নির্বোধ আকাংখা সে মনে মনে পোষণ করতে থাকে।'

www.pathagar.com

মানুষের নিজের স্বার্থ হল উজ্জ্বল নেকড়ে বাঘের মত। এর গলায় সব সময় একটা শিকল থাকা উচিৎ। চালডিয়া ও এ্যাসিরিয়ার লোকজন দেখতে না পেলেও নমরুদের অসাধারণ আচরণের কথা শুনতে পেয়েছিল। ঐ সময় সব মানুষ ছিল মূর্তিপূজক, এ কারণে নমরুদ নিজেকে খোদা হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল। এমন কিছু করার আগেই তার চাটুকার সভাষদরা তার দাবী মেনে নিয়েছিল। ঐ সময় জ্যোতিষী ও ভবিষ্যদ্বক্তারা ছিল সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ। প্রেমিক যুবক, অসুস্থ সন্তানের মাতা, অর্থ সংকটে পতিত ব্যবসায়ী, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, দুঃখ ভারাক্রান্ত ও নির্যাতিত লোক, পদমর্যাদা ও সম্মান প্রত্যাশী এবং সব শ্রেণীর লোক ভবিষ্যদ্বক্তাদের গৃহে ভিড় জমাত এবং তাদের সমস্যা সমাধানের উপায় কি তা জানতে চাইত। তাদেরকে তারা মনে করত অজ্ঞাত বিশ্বের জ্ঞানস্বরূপ - তারা মনে করত জ্ঞাত বিশ্বের চেয়ে অজ্ঞাত বিশ্ব তাদের প্রতি সদয়। জ্যোতিষীদের মুখের কথায় তাদের বিশ্বাস ছিল দৃঢ় এবং তাদের ভাগ্যে কি হতে যাচ্ছে তা জানার জন্য তারা আশা পোষণ করত।

অন্য সবার মত নমরুদ নিজেও কুসংস্কারে নিমগ্ন ছিল। তার একজন ব্যক্তিগত জ্যোতিষী ছিল। তার ওপর সে নির্ভর করত, যেভাবে সে নির্ভর করত তার হাতের রাজদণ্ডের ওপর। একদিন ঐ জ্যোতিষী দৌড়াতে দৌড়াতে এসে বলল ঃ 'বিভিন্ন তারার অবস্থান পরিবর্তনে প্রতীয়মান হচ্ছে, শীঘ্র একটি শিশু এ বিশ্বে আগমন করবে এবং সে আপনার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিকে ধ্বংস করে দেবে।'

ঐ দিনই নমরুদ হাজার হাজার নবজন্ম শিশুকে হত্যা করে। সে নির্দেশ দেয়, এখন থেকে তার রাজ্যের কোন পুরুষ ও মহিলা এক সাথে থাকতে পারবে না - তারা থাকবে পৃথকভাবে। তার এ নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কি-না তা দেখার জন্য প্রতিটি গৃহে একজন করে গুপ্তচর নিয়োগ করা হয়। কিন্তু আজর তার স্ত্রী উষাকে খুবই ভালবাসত। উষা ছিল প্রত্যুষের মতই কোমল ও সুন্দরী। হিন্দুদের প্রত্যুষের দেবী উষার মতই সে ছিল মুগ্ধকারী। রাজকীয় গুপ্তচরকে ফাঁকি দিয়ে উষা এক রাতে তার স্বামীর সাথে মিলিত হয়। শীঘ্র সে অনুভব করে, সে গর্ভবতী হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে সে জন্ম দেয় ইবরাহীমকে। নমরুদের কথা স্মরণ করে আজর ভীত হয়ে পড়ে এবং সে শিশুকে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে একটা গুহার মধ্যে লুকিয়ে রাখে। গুহার মধ্যে ইবরাহীম বিস্ময়করভাবে এবং অতি দ্রুত বড় হতে থাকে। কথিত আছে যে, একটা মেষ ঐ গুহায় এসে শিশুটিকে দুধ পান করাতো - কারণ খোদা ঐ শিশুটির ওপর নজর রাখতেন। আল্লাহই সত্য সম্পর্কে অবগত আছেন।

শিশুটি বড় হল এবং হাঁটতে শিখল। একদিন সে গুহার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল। রাত ছিল অন্ধকার, কিন্তু আকাশে জ্বলজ্বল করছিল তারকাপুঞ্জ। অন্ধকার মরুভূমিতে সে ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু মুক্তাখচিত আকাশ তাকে সাদর আমন্ত্রণ

www.pathagar.com

জানাল। পৃথিবীতে কালির মত ঘনান্ধকার ছাড়া আর কিছুই ছিল না - কিন্তু আকাশে ছিল ঝিকিমিকি তারকারাজির আলো। তারকারাজির এ আলোয় সে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ল। এ আলোর মত তার মনে আল্লাহর প্রতি স্বভাবজাত ভক্তি উৎসারিত হল। তার মনে এ চিন্তার উদ্রেক হল, স্বর্গীয় এসব অস্তিত্বের পশ্চাতে অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন।

সে মনে মনে ভাবল ঃ 'স্বর্গীয় এ ছায়াপথে ভেড়ার পালের মত একসাথে গ্রথিত তারকারাজি নিশ্চয়ই এ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা।'

একটা ছায়াপথের দিকে তাকিয়ে সে বললঃ 'এ-ই আমার খোদা।'

কিন্তু এক সময় তারকারাজি অন্তর্হিত হয়ে গেল।

ইবরাহীম চিন্তা করল ঃ 'আমি যে সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করতে চাই, তিনি তা নন।'

সুন্দর চাঁদ উঠল, আবার তা হালকা মেঘের পর্দার অন্তরালে চলে গেল। মেঘের অসংখ্য ভাঁজের মধ্য দিয়ে চাঁদের আলোর আভা ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর ওপর। এ আলোর আভা কোমল, খুবই সুন্দর এবং অতি স্বাভাবিক।

ইবরাহীম মনে মনে বলল ঃ 'এটাই আমার সৃষ্টিকর্তা। অন্য সব কিছুর চেয়ে সে বেশি বড় এবং উজ্জ্বল।'

কিন্তু চাঁদও ডুবে গেল।

এ সময় উদিত হল বিশাল সূর্য।

ইবরাহীম বিস্মিত হল ঃ 'সব কিছুর চেয়ে এটাই বড়। এটাই সব কিছুর সৃষ্টি-কর্তা হবে।'

কিন্তু সূর্যও ডুবে গেল তার অগ্নিকুন্ডের মাঝে। ইবরাহীম নিশ্চিতভাবে অনুভব করল, এটাও তার প্রার্থিত খোদা নয়। সে তার মুখ ফিরাল 'তাঁর দিকে, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন।' কুরআন - ৬ ঃ ৭৯

ঠিক এ সময় তার মা তার কাছে এল। তাকে দেখার জন্য তার মা তার কাছে প্রায়ই আসত। তার মা তাকে গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। সে তার শিশু পুত্রকে বেবিলনে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। নমরুদের কাছ থেকে সে তাকে লুকিয়ে রাখল না। নমরুদকে সে আশ্বস্ত করল, ভবিষ্যদ্বক্তার ভবিষ্যদ্বাণীর আগেই শিশুটি জন্মগ্রহণ করে। নমরুদ তার কথা বিশ্বাস করল।

নমরুদের জাঁকজমকপূর্ণ দরবারের ঔজ্জ্বল্য সবার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করলেও ইবরাহীমের মনের ওপর কোন প্রভাব ফেলল না। তার বিশ্বাস হল না, এ কদাকার মুখ বা অন্য কোন মূর্তি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। সে নিশ্চিত ছিল, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টিকর্তা এমন এক সত্তা যা এসবের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। সে ঐ সত্তারই ইবাদত করল। ভয় ও কুসংস্কারের পর্দা সে ছিঁড়ে ফেলল। সে প্রথমে তার পিতা এবং অতঃপর সব লোককে মূর্তিপূজা ত্যাগ করার আহ্বান জানাল। সে মূর্তিগুলো

www.pathagar.com

ভেঙে ফেলল এবং শহরে গন্ডগোল শুরু করে দিল। বেবিলনের এসব দেবতার পুরোহিতরা তাকে ধরে রাজার সামনে নিয়ে গেল।

ক্রুদ্ধ স্বরে নমরুদ তাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ 'তোমার খোদা কে?'

ইবরাহীম উত্তর দিলঃ 'তিনি একক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান।'

'আমি জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।'

ক্রোধে কাঁপছিল নমরুদ। সে চিৎকার করে দু'জন বন্দীকে আনতে বলল। শিকল দিয়ে বাঁধা দু'জন হতভাগ্য বন্দীকে আনা হল।

নমরুদ নির্দেশ দিলঃ 'একজনকে হত্যা কর এবং একজনকে ছেড়ে দাও।'

একজনের কর্তিত মাথা তার সামনে পড়ল। অন্যজন প্রাণভয়ে প্রাসাদের উন্মুক্ত দরজা দিয়ে দৌড়ে পালাল।

নমরুদ বললঃ 'ইবরাহীম, দেখতে পেয়েছ?'

ইবরাহীম উত্তর দিলঃ 'আমার আল্লাহ পূর্ব দিক থেকে সূর্য উদিত করেন। তুমি যদি খোদা হও, তাহলে তা পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর।'

নমরুদ অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। সে ইবরাহীমকে বন্দীখানায় নিক্ষেপের নির্দেশ দিল।

ইবরাহীম লোহার শিকলের বন্দিত্ব সহ্য করল। কিন্তু নমরুদ তার চিন্তাধারার বন্দিত্বকে সহ্য করতে পারল না।

সে ইবরাহীমকে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিল। জ্বালানি কাঠ জোগাড় করে পাহাড়ের মত উঁচু করা হল এবং তাতে অগ্নি সংযোগ করা হল। কাঠের মধ্য দিয়ে অগ্নিশিখা দ্রুত বিস্তার লাভ করল এবং আগুনের ঔজ্জ্বল্য দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের মুখমণ্ডলকে লাল করে দিল। ইবরাহীমের দু'হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। তাকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হল।

তার চারপাশে অগ্নিশিখা মৃদু সঞ্চালিত হল। ঘন ধোঁয়ায় তার মুখ মানুষের দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হল এবং সে অগ্নিকুন্ডের নিচের দিকে তলিয়ে গেল। পরিবর্তনশীল অগ্নিশিখার মাঝে সে বেহেশতের নীল ও সোনার পাখি এবং এর নীলকান্তমণি ও পান্নার আলোক ধারা দেখতে পেল। হঠাৎ সে দেখতে পেল বেহেশতের ফেরেশতাকে।

ফেরেশতা বলল ঃ 'ইবরাহীম, তুমি কি চাও?'

'তোমার কাছে? কিছুই না।'

'আল্লাহর কাছ থেকে?'

'আল্লাহ আমার অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন। তিনি আমার মনের কথা ও অকথিত ইচ্ছার কথা জানেন।'

অগ্নিকুন্ডের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো দুঃখ ও মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তারা দেখতে পেল, ইবরাহীম অগ্নিশিখার মধ্য থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসছে। সবার মুখ থেকে আনন্দ ধ্বনি শোনা গেল।

www.pathagar.com

'আল্লাহ ইবরাহীমের জন্য অগ্নিকে শীতল করে দিয়েছেন, তাকে দগ্ধ না করার জন্য অগ্নিকে নির্দেশ দিয়েছেন - অগ্নিকে নির্দেশ দিয়েছেন তার জন্য আলো দেওয়ার জন্য!'

বলা হয়ে থাকে, ঐ দিন সারা বিশ্বের সব আগুন শীতল ও মৃত হয়ে যায়।

নমরুদের অন্তরে ভীতির উদ্রেক হয় এবং ইবরাহীমের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা জাগে। সে তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করে।

কিন্তু ইবরাহীম তাঁর পরিবারের সদস্য ও তাঁর অনুসারীদের নিয়ে ব্যাবিলন ত্যাগ করেন। তিনি প্রথমে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন এবং সেখান থেকে মিসরে যান। তাঁর স্ত্রী সারাহ-র অপূর্ব সৌন্দর্য পিঙ্গলবর্ণ মিসরবাসীকে মুগ্ধ করে। তাঁর সৌন্দর্যে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হয়ে পড়ে মিসরের তৎকালীন রাজা। সে সারাহকে তার দরবারে নিয়ে আসে, তাঁর সাথে কথা বলে এবং হাসি-তামাশা করে। সে মদ পান করে মাতাল হয়ে পড়ে। সারাহ-র দিকে সে হাতও প্রসারিত করে। কিন্তু এক খন্ড কাঠ বা হাড়ের মত তার হাত নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। তার রাজপ্রাসাদ আন্দোলিত হয় এবং সে ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে।

তার হাত সচল হোক, খোদার কাছে এ প্রার্থনা করার জন্য সে সারাহ-র কাছে অনুরোধ জানায়। সারাহ তাই করেন এবং রাজার হাত ভাল হয়ে যায়। কিন্তু তার কুপ্রবৃত্তি তার অন্তর থেকে দূর হল না। পুনরায় তার হাত সারাহ-র দিকে প্রসারিত হল এবং আবার স্বর্গীয় অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হল।

রাজা বলল ঃ 'আমার জন্য আবার প্রার্থনা করুন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি ভাল হয়ে গেলে আপনাকে মুক্ত করে দেব।'

সারাহ আবার তার জন্য প্রার্থনা করলেন। এ সময় রাজা তার অঙ্গীকার পূরণ করল। সে সারাহকে মুক্ত করে দিল। সে তাঁকে সম্মানিত করল এবং উপঢৌকন দিল। হাজেরা নাম্নী এক দাসীকেও তাঁকে উপঢৌকন দিল। কিন্তু সুখের মধ্যেও অনেক দুঃখ লুকিয়ে থাকে!

ইবরাহীম প্যালেস্টাইনে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর ছিল সুন্দরী স্ত্রী, প্রভূত সম্পদ এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। মানুষের কি আছে এটাই বড় কথা নয়, তার যা কিছু নেই, সেটাই সে কামনা করে। যা নেই, সেটাই তার কাছে অন্য সব কিছুর চেয়ে মূল্যবান বলে মনে হয়।

ইবরাহীমের মনে দুঃখ ছিল, কারণ তাঁর কোন সন্তান ছিল না। বিয়ের দিন তিনি সারাহকে প্রতিজ্ঞা করে বলেন, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তিনি কখনও অন্য কাউকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবেন না।

যাহোক, সারাহ ছিয়াশি বছর বয়স্ক ইবরাহীমের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং তাঁর মিসরীয় দাসী হাজেরাকে তিনি তাঁকে দিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন,

www.pathagar.com

হাজেরার গর্ভেও ইবরাহীম কোন সন্তান লাভ করবেন না। কিন্তু হাজেরা গর্ভবতী হলেন এবং জন্ম দিলেন ইসমাঈলকে।

ইবরাহীম এবং হাজেরা খুশিতে অভিভূত হলেন, কিন্তু সারাহ খুবই ঈর্ষান্বিত হলেন। সারাহ-র প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য আল্লাহ ইবরাহীমকে নির্দেশ দিলেন এবং হাজেরা ও ইসমাঈলকে তাঁর দৃষ্টি থেকে দূরে রাখতে বললেন। অতীন্দ্রিয় জগৎ থেকে তাঁর কাছে নির্দেশ এল, তিনি যেন তাদেরকে আরবের মরুভূমির একটা নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যান।

ক্ষুদ্র এ দলটি যখন নির্দিষ্ট স্থানে এসে উপনীত হয়, তখন কালো ও খাঁজকাটা পাহাড় এবং পানিশূন্য পতিত এলাকার দৃশ্য দেখে ইবরাহীম ভীত হয়ে পড়েন। তিনি তাদেরকে সেখানে রেখে চলে যেতে ভয় পান, তবে আল্লাহর ওপর তাঁর আস্থা কোনভাবেই কম ছিল না। তিনি হাজেরাকে এক ব্যাগ খেজুর ও এক মশক পানি দেন। তিনি হাজেরাকে বলেন ঃ 'তোমাকে শিশুপুত্রসহ এখানে রেখে এখন আমি চলে যাব। কিন্তু তুমি ভয় পেয়ো না এবং আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখ।'

হাজেরা তাঁর হাতের ওপর মাথা রেখে কেঁদে ফেলেন। তিনি বলেন ঃ 'এ নির্জন স্থানে একজন দুর্বল মহিলা ও একটি শিশুকে রেখে আপনি কিভাবে চলে যাচ্ছেন?'

'তুমি একা নও, আল্লাহ সব সময় তোমার সাথে আছেন।'

একথা বলে তিনি নিজের পথে চলে গেলেন। হাজেরা ও ইসমাঈল অনুর্বর ও শূন্য বিজন মরুভূমির ম ধ্য রয়ে গেলেন।

হাজেরা শিশু ইসমাঈলকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর অন্তরে ইবরাহীম যে আলো প্রজ্বলিত করে দিয়েছেন তা অনুভব করার জন্য তিনি চোখ বন্ধ করে রইলেন।

তাঁরা অনুভব করলেন ভীতিপূর্ণ উত্তপ্ত বায়ু। তাদের শরীরের ওপর উত্তপ্ত বালু ছিটিয়ে পড়ল। তাদের জিহ্বা যেন শুকিয়ে শুধু চামড়ার মত হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর হাজেরা তাঁর পুত্রকে কিছুটা নিরাপদ স্থানে রেখে পানির সন্ধানে বেপরোয়াভাবে পাহাড়ি পথ ধরে এগিয়ে গেলেন। নিকটবর্তী পর্বত অতিক্রম করে তিনি সাফা পর্বতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু কোথাও তিনি পানি বা মানুষের সন্ধান পেলেন না। তিনি সাফা পর্বত থেকে নেমে এসে মারওয়া পর্বতে গেলেন। এ পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি মরুভূমি প্রত্যক্ষ করলেন। একমাত্র কালো পাথর ছাড়া তিনি আর কিছুই দেখতে পেলেন না। এভাবে সাতবার তিনি ওঠা-নামা করলেন[১] এবং মারওয়া পর্বতের শীর্ষে থাকার সময় তিনি একটা শব্দ শুনতে পেয়ে সরাসরি তাঁর পুত্রের কাছে ছুটে এলেন।

---

১. মক্কায় আগত হজ্জযাত্রীরা এখনও সাফা ও মারওয়া পর্বতের মাঝে সাতবার দৌড়ান। এ অনুষ্ঠান সা'ই (Sa'y) বা 'চেষ্টা' নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

ইসমাঈলের পাশে একজন ফেরেশতা দাঁড়িয়ে ছিলেন। আল্লাহর নির্দেশে তিনি তাঁর ডানা দিয়ে মাটিতে আঘাত করলেন এবং সেখান থেকে পানি নির্গত হল। এটাই সাধারণ উপকথা - তবে একমাত্র আল্লাহই সত্য সম্পর্কে অবগত আছেন।

মাতা ও শিশু উভয়ে পানি পান করলেন। অতঃপর হাজেরা ঐ পানি প্রবাহের চতুর্দিকে বালি ও পাথর দিয়ে ঘিরে দিলেন।

এ কুয়া শেষে 'জমজম কূপ' নামে পরিচিত হয়। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ ও উট এর পানি পান করে। তারপর দীর্ঘদিন ধরে এ কূপ মানুষের দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়। অবশেষে আল্লাহ আবদুল মুত্তালিবকে ঐ কূপ পুনরায় মানুষের দৃষ্টিতে আনার দায়িত্ব দেন।

www.pathagar.com

চোখের পানিতে মাটি ভিজে গেল

'হে আমাদের প্রভু! আমি আমার বংশধরদের মধ্য থেকে কতককে চাষাবাদহীন অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের কাছে আবাদ করেছি। আমাদের প্রভু, যেন তারা নামাজ কায়েম করে। সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন এবং ফলাদি দিয়ে তাদের রুজির ব্যবস্থা করুন, যাতে তারা শোকর করে। হে আমাদের প্রভু! আপনি তো জানেন, যা কিছু আমরা গোপন করি এবং যা কিছু আমরা প্রকাশ করি। ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের কোনকিছুই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না।'

- কুরআন - ১৪ ঃ ৩৭-৩৮

এখন আমরা এমন এক সময় ও শতাব্দীতে ফিরে যাব, যা বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। ঐ সময়ের যে কথা জানা যায়, তা লোক-কথা ও ইতিহাসের ছায়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমরা আরবদের চিন্তাধারার অগ্রগতি লক্ষ্য করব, অনুধাবনের চেষ্টা করব এবং তাদের মধ্যে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা দেখার চেষ্টা করব।

আরবদের আদি ধর্ম কী ছিল? আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে কিভাবে মূর্তিপূজা চালু হল, আর কিভাবেই বা ইবরাহীমের স্থান দখল করল হুবল?

আমরা দেখেছি, সারাহ-র প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য ইবরাহীম তাঁর মিসরীয় স্ত্রী হাজেরা এবং তাঁর প্রথম পুত্র ইসমাঈলকে অবনমিত কালো পর্বতের পাদদেশে রেখে এসেছিলেন। তাদের কাছ থেকে চলে আসার সময় তিনি দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে প্রার্থনা করেন ঃ

'হে আমাদের প্রভু! আমি আমার বংশধরদের মধ্য থেকে কতককে চাষাবাদ-হীন অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের কাছে আবাদ করেছি। আমাদের প্রভু! যেন তারা নামাজ কায়েম করে। সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের

www.pathagar.com

প্রতি আকৃষ্ট করে দিন এবং ফলাদি দিয়ে তাদের রুজির ব্যবস্থা করুন, যাতে তারা শোকর করে। হে আমাদের প্রভু! আপনি তো জানেন, যা কিছু আমরা গোপন করি এবং যা কিছু আমরা প্রকাশ করি। ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের কোন কিছুই আল্লাহ্র কাছে গোপন থাকে না।'

তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে এবং তাতে মাটি ভিজে যায়। সম্ভবত এ অশ্রুধারাকে আল্লাহ্র নির্দেশে ফেরেশতা তাঁর ডানার সাহায্যে ইসমাঈলের পায়ের তলায় একটি ঝরণায় রূপান্তরিত করেন। এখনও লোকে বলে, ঐ পানিতে অশ্রুর লবণাক্ত স্বাদ পাওয়া যায়।

পুত্রের পায়ের নিচ থেকে আকস্মিকভাবে ঝরণার পানি উত্থিত হওয়ায় হাজেরা এটাকে একটা সৌভাগ্যের লক্ষণ বলেই মনে করেন। তিনি ঐ পানি পান করেন এবং উত্তপ্ত মুখমন্ডলে তা ছিটিয়ে দেন। তিনি নিজেকে দৈহিক ও মানসিকভাবে সতেজ মনে করেন।

কিছু সময় পর দূরে দু'জন লোককে দেখা গেল। তারা খাদ্য ও পানির সন্ধানে ছিল - একটা কূপের সন্ধানে আমালিক গোষ্ঠীর একটি মরুযাত্রী দলের সামনে ঐ দু'জন লোক ঘোড়ার ওপর আরোহণ করে ছিল। তিহামা যাওয়ার পথে ঐ মরু-যাত্রী দল পানির অভাবে অসহায় হয়ে পড়ে। দূর থেকে তারা লক্ষ্য করে, একটা পাখি পর্বতের পাদদেশে নেমে আবার আকাশে উড়ে যাচ্ছে। তারা নিশ্চিতভাবে মনে করে, এটা পানির স্থানের চিহ্ন। কারণ পাখিরা প্রকৃতির গোপনীয় স্থান আবিষ্কার করতে মানুষের চেয়ে বেশি অগ্রগামী। তারা সরাসরি ঐ স্থানে গিয়ে উপনীত হল। সেখানে তারা ঝরণার পাশে হাজেরা ও ইসমাঈলকে দেখতে পেল।

তারা জিজ্ঞাসা করল ঃ 'তোমরা কারা? এখানে কী করছ? এ ঝরণার মালিক কে?'

হাজেরা তাঁর কথা তাদেরকে বললেন। আল্লাহ্ তাঁর শিশুর জন্য ঐ ঝর্ণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, একথা তিনি তাদেরকে বললেন। ঘটনার অলৌকিকতায় লোক দু'জন গভীরভাবে অভিভূত হল। তাদের যাত্রী দলকে সেখানে থামার অনুমতি দেওয়ার জন্য তারা হাজেরার কাছে অনুরোধ করল। হাজেরা তাদের অনুরোধ সাদরে গ্রহণ করলেন। লোক দু'জন পানির সন্ধান পেয়েছে, একথা দলের লোকদের বলার জন্য তারা দ্রুত চলে গেল। ঐ দু'জন লোক ফিরে এসে তাদের তাঁবু ফেলল, অন্যরাও ঐ দুই তাঁবুর আশপাশে তাদের তাঁবু ফেলল। ঐ স্থানটিতে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতার বিস্ময়কর আভা ছড়িয়ে পড়ল বলেই মনে হয়।

আর হাজেরা পানি পেলেন, সঙ্গীও পেলেন।

আমালিক গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে ইসমাঈল বড় হতে লাগলেন। সাত বছর বয়সের সময় একটা অদ্ভুত ও ভীতিকর ঘটনায় তিনি কেন্দ্রীয় চরিত্রে আবির্ভূত হলেন।

www.pathagar.com

প্রাচীন লোকদের মধ্যে খোদার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার প্রথা ছিল অতি সাধারণ একটি প্রথা। ফিনিশিও ও মিসরীয়দের মধ্যে এ প্রথা অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে রোমান ও কার্থাজিনিওদের মধ্যেও এ প্রথার প্রচলন হয়। এ সময় এ প্রথা হেজাযের প্রাচীন আরব গোত্রগুলোর মধ্যেও পরিচিত হয়ে ওঠে।

ইবরাহীমকে স্বপ্নে দেখান হয়, আল্লাহর প্রতি চূড়ান্ত উৎসর্গ হিসেবে তাঁর পুত্রকে উৎসর্গ করতে হবে। নবীগণের স্বপ্নকে অবজ্ঞা করা যায় না। এসব বিষয়কে নিশ্চিতভাবে সত্যের প্রকাশ বলে গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে ইবরাহীমের বিশ্বাসকে আল্লাহ পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন, তাঁর বিশ্বাসের গভীরতা কতটুকু, তা তিনি পরিমাপ করতে চেয়েছিলেন।

ফলে ইবরাহীম তাঁর পুত্রের সন্ধানে হেজাযে এলেন। আমালিকদের মধ্যে তিনি তাঁর পুত্রকে দেখতে পেলেন। তাদের মধ্য থেকে পুত্রকে নিয়ে তিনি পর্বতের দিকে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁর পুত্রকে শুইয়ে দিলেন এবং তার সরু গলায় উন্মুক্ত ছুরির ফলক রাখলেন। পুত্রের চোখ থেকে ভালবাসার উৎসারিত উজ্জ্বল আলো দেখে তাঁর হাত কেঁপে গেল। এ সময় তাঁর মনে শয়তান কুমন্ত্রণা দিল, সে যেন আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে। ইবরাহীম ক্ষণিকের জন্য ইতস্তত করলেন, কিন্তু তিনি আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করতে পারলেন না। তিনি শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রত্যাখ্যান করলেন। ছুরির ওপর পুনরায় তিনি হাত রাখলেন। এ সময় তাঁকে নিবৃত্ত করল তাঁর পিতৃসুলভ ভালবাসা। কিন্তু তৃতীয়বার তিনি স্বর্গীয় নির্দেশ পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। তিনি পুত্রের গলায় ছুরি বসানোর পর তাঁর চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হল; এমনকি বেহেশত থেকে এ দৃশ্য দেখে ফেরেশতারাও রোদন করলেন।

তিনি তাঁর পুত্রের গলায় ছুরি দিয়ে চাপ দিলেন - এ সময় তিনি আকস্মিক-ভাবে একজন ফেরেশতাকে তাঁর দিকে আসতে দেখলেন (যদিও একমাত্র আল্লাহই সত্য সম্পর্কে অবগত আছেন), তাঁর হাতে একটি ভেড়া।

ফেরেশতা বললেন ঃ 'ইবরাহীম, আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, আপনি আপনার পুত্রের পরিবর্তে এ ভেড়াটি কুরবানী করুন।'

ভেড়া কুরবানী করে ইবরাহীম তাঁর পুত্রকে মাটি থেকে তুললেন, অতঃপর তিনি 'জুমরা' উপত্যকার নিম্নভূমির দিকে চলে গেলেন। সেখানে তিনি শয়তানের মূর্তি দেখলেন এবং ঐ মূর্তি লক্ষ্য করে ছোট সাতটি পাথরের টুকরা নিক্ষেপ করলেন। শয়তানের মূর্তিটা তাঁর দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। জুমরার উপত্যকার মাঝখানে তিনি ঐ মূর্তিকে আবার দেখলেন। তিনি আগের মত একইভাবে পাথর নিক্ষেপ করলেন এবং ঐ মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। 'জুমরা' উপত্যকার উচ্চভূমিতে তিনি শয়তানের মূর্তিকে তৃতীয়বার দেখলেন। আবার তিনি তার দিকে সাতটি

www.pathagar.com

পাথর খন্ড নিক্ষেপ করলেন এবং শয়তান তাঁর কাছ থেকে চিরতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।[১]

পরিণত বয়সে হাজেরা ইন্তেকাল করেন। ইসমাঈল এখন একজন যুবক। আমালিকদের মধ্যে প্রবীণ লোকেরা আশংকা করল, তাদের মধ্য থেকে ইসমাঈল চলে গেলে ঝরণার পানিও শুকিয়ে যাবে। তাদের মধ্যে ইসমাঈলকে ধরে রাখার জন্য তারা একটা পরিকল্পনা করল। তারা তাদের গোষ্ঠী থেকে একটি সুন্দরী কন্যাকে ইসমাঈলের স্ত্রী হিসেবে পছন্দ করল। তারা ঐ কন্যার কালো লম্বা চুলের মোহে তাঁর মনকে আটকাতে চাইল।

ইসমাঈলের বিয়ের এক বছর পর ইবরাহীম তাঁকে দেখার জন্য আসেন। আসার সময় সারাহ তাঁকে সতর্ক করে দেন, তিনি যেন তাঁর অশ্ব থেকে না নামেন। ইবরাহীম তাঁর ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় ইসমাঈলের তাঁবুর দরজার কাছে গেলেন। কিন্তু ইসমাঈলের স্ত্রী তাঁকে বলেন, তাঁর স্বামী শিকারে বেরিয়েছেন।

ইবরাহীম বললেন ঃ ‘আমি ঘোড়া থেকে অবতরণ করতে পারছি না। তুমি কি আমাকে কিছু খাদ্য দেবে?’

ইসমাঈলের স্ত্রী বলল ঃ ‘আমার কাছে কিছুই নেই। এখানকার ভূমি শুষ্ক ও অনুর্বর।’

ইবরাহীম তখন জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ‘তোমার কাছে দুধ নেই? বা পানিও নেই?’

‘আমাদের ভেড়ার বাঁটে দুধ নেই।’

ইবরাহীম বললেন ঃ “তোমার স্বামী ফিরে এলে তাকে বলবে, এ ধরনের একজন লোক তাঁর খোঁজে এসেছিল এবং তিনি তোমাকে ‘তোমার বাসস্থান’ পরিবর্তন করার কথা বলেছেন।”

ফিরে আসার পর ইসমাঈল সব কথা শুনে তাঁর পিতার পরামর্শের উদ্দেশ্য অনুধাবন করেন এবং তিনি তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ করেন। বলা হয়ে থাকে, আরবদের মধ্যে স্ত্রীকে ত্যাগ করার ঘটনা এটাই প্রথম।

আমালিকদের সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির কথা অপর দুই গোষ্ঠীর লোকদের কানেও যায়। তারা তখনও দুর্ভিক্ষপীড়িত অবস্থায় বসবাস করছিল। এ দুই গোষ্ঠীর লোক ছিল জুরহুম ও কাতুর-এর উত্তরাধিকারী। এ সময় তারা আমালিকদের তাঁবুর নিকটবর্তী স্থানে এসে তাঁবু ফেলল। মাদাদ-এর নেতৃত্বে জুরহুম গোত্রের লোকেরা মক্কার উঁচু অঞ্চল পছন্দ করল। অপরদিকে, সামাইদাস-এর নেতৃত্বে কাতুর গোষ্ঠীর লোকেরা মক্কার নিম্নাঞ্চলে তাঁবু ফেলল।

---

১. কুরবানীর দিন হজ্জযাত্রীরা এখনও পাথর নিক্ষেপ করে ঐ ঘটনার কথা স্মরণ করে।

www.pathagar.com

মাদাদ-এর কন্যা রা'লা ছিল অন্য সব মেয়েদের তুলনায় খুবই সুন্দরী। ইসমাঈল তাকে দেখে মুগ্ধ হন এবং তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তাদের সাথেই বসবাস করতে শুরু করেন।

পরবর্তী বছরে পুত্র ইসমাঈলকে দেখার জন্য ইবরাহীমের ইচ্ছা জাগে। তাঁর ওপর সারাহ একই শর্ত আরোপ করেন। ইবরাহীম মক্কায় এসে সরাসরি ইসমাঈলের তাঁবুর কাছে যান। একজন সুন্দরী যুবতী মহিলা সেখানে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান। ঐ মহিলা ছিলেন লম্বা, তাঁর চুল ছিল কালো ও লম্বা এবং তার চোখ ছিল হরিণের মত টানা টানা। তিনি ইবরাহীমের জন্য দুধ, রান্না করা গোশত ও খেজুর নিয়ে এলেন।

ইবরাহীম বললেন ঃ 'আল্লাহ তোমাদের এ ভূমিকে এ তিনটি জিনিস দ্বারা পূর্ণ করে দিন।'

রা'লা তাঁকে সবিনয়ে ঘোড়া থেকে অবতরণের জন্য অনুরোধ করলেন, যেন তিনি তাঁর মুখমন্ডল থেকে ভ্রমণজনিত কারণে লেগে থাকা ধুলা মুছে দিতে পারেন। কিন্তু সারাহ-র কাছে প্রদত্ত অঙ্গীকারের কথা মনে করে ইবরাহীম ঘোড়া থেকে অবতরণ করতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর রা'লা একটি বড় পাথর খন্ড গড়িয়ে প্রথমে তা ইবরাহীমের ডান পাশে এবং পরে বাম পাশে রাখলেন। ইবরাহীম নিচু হয়ে ঐ পাথরের ওপর পা রাখলেন। রা'লা তাঁর পা ধুয়ে দিলেন, মুখ পরিষ্কার করে দিলেন এবং চিরুনি দিয়ে মাথার চুল আঁচড়িয়ে দিলেন। রা'লার এ সদয় আচরণের জন্য ইবরাহীম তাঁর পুত্রের জন্য এ সংবাদ রেখে গেলেন, তাঁর গৃহের আঙিনা উত্তম ও সুন্দর এবং সে যেন এ গৃহকে নিরাপদে রাখে।

ইসমাঈলের বয়স ত্রিশ বছর, ইবরাহীম অন্য একটি স্বর্গীয় নির্দেশ নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, বেহেশতে আল্লাহর ঘরের মত একটি ঘর নির্মাণের জন্য আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন। বেহেশতে আল্লাহর ঘরের চতুর্দিকে ফেরেশতাগণ প্রতিনিয়ত তওয়াফ বা আনুষ্ঠানিকভাবে তা প্রদক্ষিণ করেন।

বলা হয়ে থাকে, মানবজাতির পিতা আদম বেহেশতের ঐ ঘরের অবয়বে এ ঘর নির্মাণ করেন। প্রতি বছর তিনি সিংহলের 'আদম পর্বত' থেকে এসে এ ঘর তওয়াফ করতেন। মহাপ্লাবনের সময় ফেরেশতারা কা'বা গৃহ বেহেশতে নিয়ে যান। ঐ গৃহের ভিত্তিই তখন কেবল পৃথিবীতে ছিল। একমাত্র আল্লাহই সত্য সম্পর্কে অবগত আছেন।

ইবরাহীম ও তাঁর পুত্র মাটি খুঁড়তে শুরু করেন। মানুষ সমান গর্ত খোঁড়ার পর তাঁরা আদম কর্তৃক স্থাপিত ভিত্তি দেখতে পান। তাঁরা পর্বতের পাশ থেকে পাথর নিয়ে আসেন এবং ঐ ভিত্তির ওপরই তা স্থাপন করেন। তাঁরা একটা গৃহ নির্মাণ

www.pathagar.com

করেন - নব্বই ফুট লম্বা, ছেষট্টি ফুট চওড়া এবং সাতাশ ফুট উঁচু। এরপর পিতার নির্দেশে ইসমাঈল একখানি উপযুক্ত পাথরের খোঁজে যান। ঐ পাথর যেখানে স্থাপন করা হবে, সেই স্থানটিই তওয়াফ শুরু করার চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হবে।

ইসমাঈল পর্বতের পাদদেশে মাটি খুঁড়ছিলেন। এ সময় তাঁর সামনে উজ্জ্বল সাদা পোশাক পরা একজন লোক আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হলেন। প্রত্যুষের আকাশের মত সাদা একখানি পাথর তাঁর হাতে ছিল। তিনি ঐ পাথরখানি ইসমাঈলকে দিলেন।

তিনি বললেন ঃ 'আপনি যা খুঁজছেন তা এটাই। এটাকে যথাস্থানে স্থাপন করুন।'

ইসমাঈল জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'আপনি কে?'

উজ্জ্বল সাদা পোশাক পরিহিত ঐ লোকটি উত্তর দিলেন ঃ 'আমি ফেরেশতা। এ পাথরখানি আপনার কাছে এনে দিতে আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।'

শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় ও আনন্দ-উল্লাসের সাথে ইসমাঈল পাথরখানি নিয়ে তাঁর পিতার কাছে দিলেন। ইবরাহীম ঐ পাথরখানি চুম্বন করলেন, তিনি ওটাকে তাঁর গালে ঠেকালেন এবং অতঃপর ঐ গৃহের এক কোণায় তা স্থাপন করলেন।

এ পাথরখানিই হল প্রসিদ্ধ কালো পাথর। প্রথমে এটা ছিল সাদা, পরবর্তী-কালে তা হয়ে গেছে কালো। অনেকে বলেন, কা'বা গৃহ একাধিকবার আগুনে পুড়ে যাওয়ায় তা কালো হয়ে গেছে। আবার অনেকে দাবি করেন, অনেক পাপী লোক ঐ পাথরের সাথে মুখ ঘষার কারণে তা তাদের পাপের বর্ণ ধারণ করেছে।

মহানবী বলেন ঃ 'শেষ বিচারের দিন পাথরটিকে দেখার জন্য আল্লাহ চোখ দেবেন এবং কথা বলার জন্য জিহ্বা দেবেন। যারা এ পাথরকে স্পর্শ করেছে, তাদের জন্য তা সাক্ষ্য দেবে।'

আল্লাহর এ গৃহের দেওয়াল আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠে যায়। এর ওপরে যখন ইবরাহীম আর পৌঁছতে পারছিলেন না, তখন তিনি একখন্ড পাথর নিয়ে এসে তার ওপর দাঁড়ান। ঐ পাথর খন্ডটি এখনও দেখা যায় এবং তা 'মাকামে ইবরাহীম' নামে পরিচিত। তারা বলে, ইবরাহীমের পায়ের চিহ্ন এখনও এতে দৃশ্যমান। কিন্তু একমাত্র আল্লাহই সত্য সম্পর্কে অবগত আছেন।

গৃহের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর ইবরাহীম এর পূর্বদিকে একটা দরজা লাগান। এ সময় বেহেশত থেকে একজন ফেরেশতা আসেন এবং তাঁকে হজ্জ্ব করার সব আনুষ্ঠানিকতা শিখিয়ে দেন। আজ পর্যন্ত ঐসব আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি অপরিবর্তিত আছে। অতঃপর ইবরাহীম 'আবু কুবাইস' পর্বতে যান। তাঁর কথা ঐ উপত্যকায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল ঃ

'হে জনগণ ও বিভিন্ন জাতির লোক! আল্লাহর গৃহে হজ্জ্ব করার জন্য তাড়াতাড়ি এস!'

হাজার হাজার আল্লাহর বান্দা তাঁর কথা শুনল। প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা থেকে হজ্জযাত্রীরা এখানে এসে জড়ো হয়।

www.pathagar.com

তারা বলে ঃ 'হে আল্লাহ! তোমাকে সালাম, তোমাকে সালাম! হে বিশ্বের প্রভু, আমরা উপস্থিত!'

অতঃপর (ইহুদী) ইবরাহীম সারাহ-র কাছে ফিরে গেলেন। ইসমাঈল রয়ে গেলেন আরবদের মাঝে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হল। বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর লোকের জীবন ও মৃত্যু, উত্থান ও পতন মক্কা প্রত্যক্ষ করল।

কুরাইশদের পূর্বপুরুষ নজর, মালিক ও ফিহর এখানে আসল। কা'বা গৃহের চতুর্দিকে এই প্রথমবারের মত কালো তাঁবুর পরিবর্তে পাথর ও মাটির গৃহ নির্মিত হল এবং মক্কার স্থায়ী লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। কা'বা গৃহের চারপাশে আর খালি জায়গা দেখা গেল না। কিন্তু লোকেরা আল্লাহর গৃহের প্রতিবেশী হওয়ার জন্য বিভিন্ন পথ ও উপায় খুঁজতে লাগল। আল্লাহর গৃহ থেকে কারও গৃহ দূরে রয়েছে - একথা কোন পরিবার মনে করলে তারা কা'বা গৃহ থেকে এক খন্ড পাথর নিয়ে নিজেদের গৃহের কেন্দ্রস্থলে তা স্থাপন করত এবং ঐ পাথর খন্ডের চারপাশে তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করত। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এসব পাথর লোকের পূজার বস্তুতে পরিণত হল। যেখানে ইসমাঈল আল্লাহর ইবাদত করতেন, সেখানে তাঁর পুত্ররা পাথর খন্ডকে পূজা করতে শুরু করল।

এভাবে মূর্তিপূজা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

জুরহুম গোত্রের একটা পরিবার ভুলেই গিয়েছিল, তারা আল্লাহর প্রতিবেশী। কেউ অন্যায় কাজ করলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে, একথাও তারা ভুলে গিয়েছিল। বিশ্বাসীরা আল্লাহর গৃহে যে মূল্যবান উপঢৌকন দিয়েছিল, তা তাদের মধ্যকার পাঁচজন চুরি করার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা কা'বা গৃহ ভেঙে ফেললে, তাদের মধ্যে আকস্মিকভাবে একজন মারা যায় এবং অন্য সবাই পালিয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও জুরহুম গোত্রের দ্বিতীয় বংশের লোকেরা মক্কায় খুব শক্তিশালী ছিল। তারা তাদের কর্মপদ্ধতি সংশোধন করার চেষ্টাও করে না। এজন্য তাদের জন্য ভীতিকর ও ভয়ঙ্কর ভাগ্যফল অপেক্ষা করছিল। এ গোষ্ঠীর নেতা তাদের সম্পদ লুকিয়ে রাখে, এ সম্পদের মধ্যে ছিল দু'টো স্বর্ণনির্মিত মৃগয়া এবং একাধিক তলোয়ার ও বর্ম। অনেকদিন থেকে বন্ধ করে রাখা জমজম কূপের ঠিক ওপরে তারা এসব সম্পদ লুকিয়ে রেখেছিল। এসব সম্পদ আবদুল মুত্তালিবই আবিষ্কার করেন।

কা'বা গৃহ থেকে পাথর নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা ছিল মক্কায় আরবদের মাঝে মূর্তি পূজার ব্যাপক বিস্তৃতির প্রাথমিক পর্যায়ে। এক্ষেত্রে জুরহুম গোত্রের লুহায়-এর পুত্র আমর নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে। দামেস্ক থেকে সফর শেষে ফেরার পথে সে মোয়াবের বালকা জেলায় লক্ষ্য করে যে, লোকেরা মূর্তি পূজা করছে।

তারা বলে ঃ 'এগুলো দেবতাদের প্রতিমূর্তি এবং দেবতাদেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। তাদের দেহ স্বর্গীয়; কিন্তু তাদের গঠন মানবীয়। দুর্ভিক্ষের সময় আমরা

www.pathagar.com

তাদের কাছে প্রার্থনা করি এবং তারা খোদার সাথে মধ্যস্থতা করে ও আমাদের জন্য পানি এনে দেয়। যুদ্ধের সময় তারা আমাদের জন্য বিজয় এনে দেয়।'

আমর তাদের কাছে একটা মূর্তি প্রার্থনা করে এবং তারা তাকে হুবল মূর্তি দেয়। ঐ মূর্তিটিকে সাথে করে সে মক্কায় নিয়ে আসে এবং আল্লাহর গৃহে তাকে স্থাপন করে। আমরের উৎসাহে লোকেরা নতুন ঐ মূর্তির চারপাশে জড়ো হয় এবং ঐ মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

আমর তাদের নিশ্চয়তা দিয়ে বলে ঃ 'এ সম্মানিত অতিথি তোমাদের সব ইচ্ছা ও প্রয়োজনের স্বপক্ষে খোদার সাথে মধ্যস্থতা করবে। দুর্ভিক্ষের সময় সে তোমাদের জন্য পানি এনে দেবে এবং যুদ্ধের সময় সে তোমাদের জন্য বিজয় এনে দেবে।'

লোকেরা এ মধ্যস্থতাকারী ও সব সমস্যার সমাধানকারীর কাছে আত্মসমর্পণ করল। তারা তার পূজা করল এবং তাকে সব ধরনের উপঢৌকন দিল। এ গৃহের সত্যিকার প্রভু ইবরাহীমের আল্লাহকে লোকে ভুলে গেল। একজন সাধারণ অতিথি আমরের ঐ দেবতাকে সবাই সেখানে দেখতে পেল।

এ হুবল হয়ে ওঠল মানুষের সমস্যা সমাধানকারী ও বদান্যতা বন্টনকারী। তার দেহে পরানো হল লাল ও হলুদ রঙের পোশাক এবং তার মুখে মাখানো হল সুগন্ধি ও জাফরান রঙ। হুবল কথা বলতে পারত না। এজন্য তার স্বর্গীয় ইচ্ছা কী, তা জানার জন্য বেশ কিছু ছুঁচালো তীর তৈরি করা হল। এসব তীরের এক একটার ওপর লেখা হল 'হ্যাঁ', 'না', 'এটা তোমার', 'যুদ্ধের রক্তপণ', 'পানি' ইত্যাদি শব্দ ও কথা। কেউ কোন কূপ খনন করতে চাইলে, রক্তপণ দিতে চাইলে, যুদ্ধে যেতে চাইলে বা ব্যবসা করতে চাইলে হুবলের কাছে যেত এবং তীর রক্ষকের মাধ্যমে হুবলের মনের গোপন কথা জেনে নিত।

মূর্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল হুবল। ক্রমে সব গোষ্ঠীই তাদের নিজেদের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। দেবী লাত ছিল তায়েফে, নাখলার কুরাইশ মন্দিরে ছিল আল-উজ্জা, আর কুদায়েফের আরবরা উপাসনা করত মানাত-এর। এ ধরনের অনেক মূর্তি ছিল, যা আর উল্লেখ করা হল না।

www.pathagar.com

দুঃখের মাঝে মৃদু হাসি

'অথচ প্রতিজ্ঞা পালন হল কোন ব্যক্তির আভিজাত্য বিচারের মাপকাঠি।'

দেবতা হিসেবে হুবলের সম্মান ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন ছিল। সে তার অনুরক্ত-দের প্রার্থনার জবাব দিত। ক্রমে আবদুল মুত্তালিব দশটি পুত্র সন্তানের পিতা হলেন, তিনি দশটি সন্তানের জন্যই প্রার্থনা করেছিলেন। দশটি সন্তানের পিতা হওয়ায় লোকের কাছে তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আরও বেড়ে গেল। দশ পুত্র নিয়ে তিনি প্রায়ই কা'বা গৃহে গর্ব ও সাহসের সাথে যেতেন। তাঁর দশ পুত্রের প্রার্থনা পূরণ হওয়ায় তাঁর প্রতিজ্ঞা পালনের সময় এসেছে। তাঁর অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল যারা তাঁকে ঈর্ষা করত। তাঁর এক পুত্রকে উৎসর্গ করা হয়েছে - একথা শুনে তারা মোটেই দুঃখ পাবে না। ঐ মূর্তির পক্ষে তারা সচেষ্ট ছিল যে, আবদুল মুত্তালিব যেন তাঁর পুত্র উৎসর্গের প্রতিজ্ঞা পূরণ করেন।

আবদুল মুত্তালিব তাঁর একটি পুত্রের সাথে গভীর স্নেহের বন্ধনকে ছিন্ন করার চেষ্টা করেন এবং অন্য নয় পুত্রের দিকে তিনি তাঁর সামগ্রিক একাগ্রতাকে কেন্দ্রীভূত করার প্রয়াস পান। কিন্তু এ কাজে তিনি ব্যর্থ হন। তাঁর দশটি পুত্র সবাই এক-একটি ফুলের মত এবং তাদের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র এবং বিশেষ সৌরভের অধিকারী। দশ পুত্রের মধ্যে কাকে তিনি উৎসর্গ করবেন, তা তিনি ঠিক করতে পারলেন না।

কিন্তু হুবলকে অবশ্যই বলি হিসেবে একজন পেতে হবে। আবদুল মুত্তালিব এক রাত জেগে কাটালেন। তিনি দশ পুত্রের কথা মনে করলেন, সবার গুণের কথা একের পর এক স্মরণ করলেন। একমাত্র সমাধানের কথা তাঁর মনে এল। তিনি পুত্রদের ব্যাপারে লটারি করবেন এবং কাকে বলি দেবেন তা হুবলই নির্ধারণ করবে। ইতোমধ্যে আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রীগণ জানতে পারেন, তাদের পুত্রদের মাঝে যে কোন একজনের জন্য আজকের রাতটাই শেষ রাত। সারা রাত তাঁরা তাঁদের স্বামীর সাথেই জেগে কাটালেন। তাঁদের সারা রাতের প্রার্থনা কোন কাজে

www.pathagar.com

এল না। সকালবেলা তাঁরা দেখলেন, তাঁদের পুত্ররা তাদের পিতার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং পিতার সাথে তারা কা'বা গৃহে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তাঁরা পুত্রদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন, মনে হল তাঁদের দেহ থেকে আত্মা বেরিয়ে গেছে। আত্মাবিহীন দেহটাকে তাঁরা রেখে দিলেন আবদুল মুত্তালিবের জন্য।

মাতৃস্নেহ ও আবেগের এ মর্মভেদী দৃশ্য অবলোকন করে আবদুল মুত্তালিব মনে করলেন, তিনি যত দেরি করবেন, তাঁর পবিত্র প্রতিজ্ঞা পালনের কাজ সম্পাদন তত বেশি দেরি হবে। অথচ পবিত্র প্রতিজ্ঞা পালন হল কোন ব্যক্তির আভিজাত্য বিচারের মাপকাঠি।

তিনি বললেন ঃ 'হে আমার পুত্ররা! স্বপ্নে যখন আমি জমজম কূপ খননের নির্দেশ পাই, তখন তোমাদের মধ্যে একমাত্র হারিছই আমার সাথে ছিল। ঐদিন কুরাইশরা যখন আমার একটি মাত্র পুত্রের কারণে ঠাট্টা করে, তখন আমি খোদার কাছে একটি প্রতিজ্ঞা করি। ঐ প্রতিজ্ঞা পূরণ করার সময় এখন এসেছে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে আমি কাকে বেছে নেব? আবদুল্লাহ আমার ছোট ছেলে, তোমাদের মধ্যে সবাই আমার খুব প্রিয়। সে কারণে চল আমরা হুবলের কাছে যাই, সে-ই কেবল কাউকে পছন্দ করে দিতে পারে।'

আবদুল মুত্তালিব যাওয়ার উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রীগণ তাঁদের পুত্রদের যেতে দিলেন না। তাঁর প্রথম স্ত্রী সামরা তাঁর পোশাক ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

তিনি বললেন ঃ 'আবদুল মুত্তালিব! আপনার প্রতিজ্ঞা আমার জন্য দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই আনেনি। আপনি, আমি ও হারিছ সুখে-শান্তিতে বসবাস করছিলাম। কিন্তু কুরাইশদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ আপনার গর্ববোধকে আহত করল এবং সেই সময় থেকে আপনি পরিবারের আকার বড় করার চেষ্টা করলেন। একের পর এক স্ত্রী আপনি গ্রহণ করলেন। কালো অন্ধকার রাতের মত আমাদের সবার জীবন বিষাদময় না হওয়া পর্যন্ত আপনি থামলেন না। আবদুল মুত্তালিব, আপনি হারিছকে আমার কাছে রেখে যান। আপনার প্রতিজ্ঞা করার বহু আগে সে জন্ম গ্রহণ করে, তাকে রেহাই দিন।'

আবদুল মুত্তালিবের সবচেয়ে সুন্দরী স্ত্রী নাতিলা চিৎকার করে রোদন করছিলেন। তিনি বলেন ঃ 'আবদুল মুত্তালিব, আব্বাসের প্রতি দয়া করুন। আব্বাসের পরিবর্তে আমাকে নিয়ে চলুন। সে যুবক। আমার চেয়ে কম সময়-সে জীবনকে উপভোগ করেছে।'

আবদুল মুত্তালিবের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি বললেন ঃ 'আমি আমার প্রতিজ্ঞা অবশ্যই পালন করব। তাদের মধ্যে একজনকে অবশ্যই উৎসর্গ করব। কাকে উৎসর্গ করব তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা তোমাদের নেই, আমারও নেই।'

www.pathagar.com

ফাতিমা তাঁর দুই পুত্র আবদুল্লাহ ও আবু তালিবকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছিলেন। আবদুল মুত্তালিবের কন্যারাও তাঁদের ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল এবং তারাও তাদের মায়েদের মত অনুনয়-বিনয় করছিল।

আকস্মিকভাবে হা'লা চিৎকার করে উঠলেন ঃ 'আমি আমার পুত্রকে দেব না।'

স্ত্রীগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে আবদুল মুত্তালিব কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তিনি গম্ভীরভাবে বললেন ঃ 'তোমাদের আচরণে খোদা ক্রোধান্বিত হবেন। তিনিই আমাদের এসব সন্তান দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি একজনকে গ্রহণ করবেন। হে আমার পুত্ররা! খোদার কাছে আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি, তার সাথে তোমরা কি বিশ্বাসঘাতকতা করবে?'

আবদুল্লাহ এক টান দিয়ে তার জামা তার মায়ের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলেন, অতঃপর তার পিতার কাছে দৌড়ে গেলেন। 'আমরা আপনার নির্দেশের অধীন আছি। আমাদের মধ্যে যাকে আপনি যথার্থ মনে করেন, তাকেই উৎসর্গ করুন।'

আবদুল মুত্তালিব তার দিকে গভীর স্নেহ ও ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। 'খোদা যা ইচ্ছা করেন তাই হবে!'

তারপর তিনি কা'বা গৃহের পথ ধরলেন। তাঁর পুত্ররা ও তাদের মাতাগণ তাঁকে অনুসরণ করল। তাদের পিছে পিছে উৎসুক দর্শকের সংখ্যা ক্রমে বেড়ে চলল।

কা'বা গৃহে হুবল যেন অপেক্ষা করছিল। নিরেট মূল্যবান পাথরে খোদাই করা হুবলের মুখে ছিল ঘন দাড়ি। তার ডান হাতটি ভেঙে গিয়েছিল, এখন সেখানে বিরাজ করছে স্বর্ণনির্মিত উজ্জ্বল একটি হাত। তার অনুগতরাই এটা তৈরি করে দিয়েছিল। তার দেহে ছিল নানা রঙের উজ্জ্বল পোশাক। তার পায়ের গোড়ালির কাছে পড়েছিল রোমানীয় ও সাসানীয় মুদ্রা। এসব মুদ্রায় ছিল ঐসব সাম্রাজ্যের সম্রাটদের প্রতিমূর্তি। তার ডান হাতে লাল সিল্কের কাপড়ের একটা ব্যাগ ঝুলে ছিল। ভাগ্য নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত তীরগুলো ঐ ব্যাগের মধ্যে ছিল।

আবদুল মুত্তালিব হুবল দেবতার সামনে ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে কিছুক্ষণ থামলেন। তাঁর স্ত্রীগণ তখনও তাঁদের সন্তানদের জড়িয়ে ধরে কাঁদছিলেন।

তীররক্ষক এগিয়ে গেলেন হুবলের হাতে ঝুলে থাকা ব্যাগ-এর কাছে। উপস্থিত সব লোক গভীর উদ্বেগের সাথে অপেক্ষা করছিল। তাদের সব উদ্যম যেন চোখের দৃষ্টিতে এসে কেন্দ্রীভূত হল।

রহস্যপূর্ণ এ নীরবতা ভঙ্গ হল।

'হে হুবল! আবদুল মুত্তালিবের পুত্রদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন কর।'

তীররক্ষক তীরগুলোর ওপর আবদুল মুত্তালিবের সব পুত্রের নাম লিখলেন এক-এক করে, অতঃপর তা এলোমেলো করে ব্যাগের মধ্যে রাখলেন। আবদুল

www.pathagar.com

মুত্তালিব ঐ ব্যাগ থেকে একটি তীর বের করে আনলেন। কম্পিত কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করলেন - আবদুল্লাহ।

হুবল একজনকে পছন্দ করল নিপুণতার সাথে। আবদুল মুত্তালিব এমন তীর টেনে নিলেন, যে তীরে লেখা আছে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও উত্তম পুত্রের নাম। আবদুল্লাহ ছিল লম্বা ও সোজা, তাঁর চোখ ছিল উজ্জ্বল কালো এবং চোখের পাতার চুল ছিল লম্বা। তার মুখমন্ডলে সাহস, ক্ষমতা ও ইচ্ছা-শক্তির দীপ্তি প্রকাশ পাচ্ছিল।

আবদুল মুত্তালিব তাঁর স্থান থেকে সরে আসার অবস্থায়ও ছিলেন না। তিনি আবদুল্লাহর হাত ধরলেন এবং তাকে নিয়ে আসফ ও নাইলা মূর্তির কাছে বলি দেওয়ার নির্দিষ্ট স্থানের দিকে গেলেন। তাঁর হাত কাঁপছিল, কিন্তু তাঁর যুবক পুত্র দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেল। তাঁর স্ত্রীগণ কাঁদতে কাঁদতে তাদের অনুসরণ করল। মনের দুঃসহ যন্ত্রণায় আবদুল্লাহর মা তাঁর ঠোঁটে আঘাত করছিলেন, ঠোঁট ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল। কিন্তু আবদুল্লাহ দৃঢ় পদক্ষেপে বলির স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর ঠোঁটে মৃদু হাসি। সব সময়কার মত তাঁকে সতেজ মনে হল।

আবদুল মুত্তালিব তাঁর খাপ থেকে ছুরি বের করলেন, হাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখের ওপর ছুরির ধার পরীক্ষা করলেন। সিরিয়ার শক্ত ইস্পাত দিয়ে তৈরি ঐ ছুরিতে টুং টুং শব্দ হল।

আবদুল্লাহ তার মাথার ওপর থেকে মাথার কাপড় ও রজ্জু বন্ধনী সরিয়ে ফেললেন। তার পিতার সামনে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন খালি মাথায়। তার লম্বা চুল ঘাড় ও মুখের ওপর এসে পড়ল।

কয়েকদিন ধরে মক্কার সব লোক জানত, আবদুল মুত্তালিব তাঁর একটি পুত্রকে উৎসর্গ করবে। এ কারণে ঐ দৃশ্য দেখার জন্য বহু লোক জড়ো হয়েছিল। ঐ গোষ্ঠীর প্রবীণ লোকেরা বিমর্ষভাবে তাকিয়ে ছিল। মহিলাদের মধ্য থেকে ক্রমাগত চিৎকার ও গোলমালের শব্দ ভেসে আসছিল, অন্যরা বিলাপ করছিল শান্তভাবে। উলঙ্গ আরব শিশুরা ঐ দৃশ্য দেখানোর জন্য তাদের পুতুলকে উঁচু করে ধরে ছিল।

আবদুল মুত্তালিব তাঁর ছুরি আবদুল্লাহর গলায় ঠেকালেন। কিন্তু তবু ছুরির ফলকের ঔজ্জ্বল্য আবদুল্লাহর মুখের হাসির ঔজ্জ্বল্যের চেয়ে বেশি বলে মনে হল না।

এ সময় একজন প্রবীণ ব্যক্তি চিৎকার করে উঠলেন ঃ 'আবদুল মুত্তালিব! তোমার হাত চালনা বন্ধ কর। নিজের পুত্রকে হত্যা করার এমন নিদারুণ দৃষ্টান্ত তোমার জনগণের সামনে স্থাপন কর না। জীবন্ত কন্যাকে কবর দেওয়ার অনুমতি দেবতারা আমাদের দিয়েছে, যেন আমরা আমাদের গৃহকে কলঙ্কের লজ্জা থেকে রক্ষা করতে পারি। কিন্তু পুত্র হল আমাদের সম্পদ এবং সম্মান-প্রতিপত্তির মূল উৎস।'

আবেগতাড়িত কণ্ঠে আবদুল মুত্তালিব উত্তর দিলেন ঃ 'জনগণ আমার, খোদার বস্তুকে আমি কিভাবে অস্বীকার করব? আমি আমার প্রতিজ্ঞা কিভাবে ভাঙব?'

প্রবীণ লোকটি আবার কথা বললেন।

www.pathagar.com

'মহিলা ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে যাও। হুবল কী চায়, তা সে জানে। সে যা বলে, তাই কর।'

আবদুল মুত্তালিব তাঁর ছুরি খাপে ভরলেন। আবদুল্লাহর মা নতজানু অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এ কথার সমর্থন পাওয়া গেল। এমনকি তীররক্ষকও কোন আপত্তি করলেন না। কারণ প্রতিবার ভাগ্য নির্ধারণের সময় তার নির্ধারিত ফি একশ' দিরহাম ও একটি উট তিনি পেয়েছিলেন।

এসব আলোচনার সময় আবদুল্লাহ নির্দিষ্ট বলির স্থানে তার পিতার সিদ্ধান্তের জন্য শান্তভাবে অপেক্ষা করছিলেন। তার হাতে কয়েকটা ছোট নুড়ি পাথর ছিল, তাই নিয়ে তিনি অলসভাবে খেলছিলেন। তিনি জীবনকে ভালবাসেন। কিন্তু তিনি মৃত্যুকে ভয় পান না। তার সাহস ছিল জীবনের প্রতি ভালবাসা ও মৃত্যুভয় থেকে অনেক বেশি।

কিন্তু ভবিষ্যদ্বক্তার কাছ থেকে ফিরে আসার পর আবদুল মুত্তালিবের চোখ-মুখে বিষণ্নতার ছাপ দেখা গেল।

আবদুল্লাহর ওপর হুবল তার কর্তৃত্ব শিথিল করেনি। সে এখনও তার রক্তের জন্য তৃষ্ণার্ত এবং তার মৃত্যু-যাতনার দৃশ্য দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। সে দেখতে চায়, তার কালো চোখের দীর্ঘ পাতা অবসন্ন হয়ে গেছে এবং চোখ থেকে আলো নির্বাপিত হয়েছে। যুবকটির ভাগ্য সম্পর্কে হয়ত সে পূর্বাভাস পেয়েছিল, আর না হয় মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার পরও তার সাহস ও আস্থার হাসি দেখে সে মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়েছিল।

ভবিষ্যদ্বক্তা বলেছিল ঃ 'হুবলের কাছে প্রদত্ত অঙ্গীকার অবশ্যই পালন করতে হবে; অন্যথায় তার অভিশাপ তোমার অন্য নয়টি ছেলেকে ধ্বংস করে দিতে পারে। অবশ্য একটা মাত্র সুযোগ অবশিষ্ট আছে। তুমি আবদুল্লাহর প্রাণের বিনিময়ে উট বাজি ধরতে পার। দশটা করে উট তুমি দশবার বাজি ধরতে পার। অর্থাৎ তোমাকে বাজি ধরতে হবে একশ'টা উটের। দেবতা যদি এটা গ্রহণ করে, তাহলে তোমার পুত্র বেঁচে যাবে। কিন্তু তবু যদি বাজিতে আবদুল্লাহর নাম ওঠে, তাহলে তার বেঁচে থাকার আর কোন আশা নেই।'

মরুভূমির কোন লোকের জন্য একশ'টি উট হল প্রচুর পরিমাণ সম্পদ। দু'টো উটের অর্থের সমান হল একজন মানুষের সারা বছরের মজুরির অর্থের প্রায় সমান। মরুভূমির একজন আরবকে উট দেয় কাপড়, খাদ্য, গৃহ, যানবাহন, দোলনা ও শবাধার। পশম থেকে মল পর্যন্ত উটের সব অংশই ব্যবহার করা হয়। যুদ্ধ বা শান্তির সময় উটকে ব্যবহার করা হয়। উট হল সবচেয়ে বেশি মূল্যবান জন্তু। উট সম্পদ সৃষ্টি করে, সবচেয়ে ভারী বস্তু সে বহন করতে পারে এবং মরুভূমির কাঁটাগাছ খেয়েও সে জীবিত থাকতে পারে।

www.pathagar.com

ভবিষ্যদ্বক্তার নির্দেশ পালনের জন্য আবদুল মুত্তালিব কা'বা গৃহে ফিরে এলেন। তিনি তাঁর সাথে করে নিয়ে এলেন একশ'টি উট। হুবলের অবস্থান স্থলে এ সময় এত বেশি লোক জড়ো হয়েছিল, যা আগে আর কখনও হয়নি। হুবল ছিল তার জন্য নির্মিত কাঠের ঘরে। এ ঘরের বাইরে জড়ো হল অসংখ্য লোক এবং কা'বা গৃহের প্রাঙ্গণ মানুষের মাথার কালো চুলে একাকার হয়ে গেল। মক্কার সব বাড়ি খালি হয়ে গেল; এমনকি মায়েরাও তাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে কাপড়ে জড়িয়ে পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে এল। একই ধরনের আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হল। কিন্তু এ সময় তীররক্ষক ব্যাগ থেকে তীর টানতে লাগলেন, আর সবাই গভীর আগ্রহে তা দেখতে লাগল। তাঁর কর্কশ কণ্ঠে একটি শব্দ উচ্চারিত হল ঃ

'আবদুল্লাহ।'

জনতা নীরব হয়ে রইল। আরব জনতার মাঝে এ ধরনের নীরবতা আর কখনও দেখা যায়নি।

আবার তিনি একটা তীর তুললেন এবং পড়লেন ঃ 'আবদুল্লাহ।'

ব্যাগ থেকে সাতবার তীর তুলে আনা হল, সাতবারই 'আবদুল্লাহ' নাম উঠে এল। জনতার মধ্য থেকে গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেল।

'বেচারা আবদুল মুত্তালিব!' একজন কুরাইশ বলল ঃ 'এর মধ্যে সত্তরটি উট চলে গেল!'

'সবার মধ্যে দেখতে সুন্দর আবদুল্লাহ, ওর কী হবে?'

'সবার মধ্যে সেই যুবক। তার বয়স পঁচিশের বেশি হতে পারে না।'

তীররক্ষক আবার পড়লেন ঃ 'আবদুল্লাহ।'

একজন নিষ্ক্রিয় দর্শক মন্তব্য করল ঃ 'এ ছেলেটা বেঁচে থাকুক, হুবল নিশ্চয়ই তা চায় না।'

অন্য একজন বলল ঃ 'এর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু একটা রহস্য আছে।'

একজন মহিলা আর্তনাদ করে উঠল ঃ 'ঠিক করে ব্যাগটা ঝাঁকিয়ে নাও!'

তীররক্ষক তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর আবার পড়লেন ঃ 'আবদুল্লাহ।'

জনতার মধ্য থেকে হতাশা ব্যক্ত হল।

'ন'বার হয়ে গেল!'

একজন যুবক চিৎকার করে উঠল ঃ 'আর পড়ো না।'

একজন বৃদ্ধা মহিলা বলল ঃ 'পড়, তোমার মত যুবকের চেয়ে হুবল ভাল জানে।'

ঐ ভিড়ের মধ্যে আবদুল্লাহ নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়েছিলেন। লম্বা একটি সুন্দরী মেয়ে তার কালো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চোখ নিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে। কালো সিল্কের ওড়না দিয়ে তার মুখের নিচের অংশ আবৃত ছিল, ওড়নার কিছু অংশ তার বুকের ওপর ছিল। দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় ওড়নার কিছু অংশ উঠানামা করছিল। সে দু'হাতে তার বুক চেপে ধরেছিল। মনে হচ্ছিল, সে যেন

www.pathagar.com

তার প্রাণকে যথাস্থানে ধরে রাখার চেষ্টা করছে। মৃত্যুর কথায় আবদুল্লাহর চোখে মুখে কী ভাবান্তর দেখা যায়, তা প্রত্যক্ষ করার জন্যই সে এসেছিল। কিন্তু সে দেখল, তার চোখে-মুখে ভালবাসার প্রকাশমান দীপ্তি।

বৃদ্ধা মহিলার জবাবের প্রতিক্রিয়ায় সে চিৎকার করে উঠল ঃ 'বন্ধ কর, আর পড়ো না!'

তীররক্ষক ব্যাগে হাত রেখে ইতস্তত করছিলেন।

ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ 'পড়ুন।'

তীররক্ষক দশমবার তীর তুললেন, তাঁর মুখ থেকে একটি শব্দ বেরিয়ে এল ঃ 'উট'।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই আনন্দ-ধ্বনিতে ফেটে পড়ল। তাদের আনন্দ-ধ্বনি কা'বা গৃহে প্রতিধ্বনিত হল।

কা'বা গৃহের আঙিনায় আবদুল্লাহকে জড়িয়ে ধরে সবাই ক্রন্দন করল। আবদুল্লাহকে জীবিত দেখে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরল। তারা নেচে-গেয়ে বিরাট এ ঘটনাকে উদযাপন করল। সব কিছুর উর্ধ্বে মহিলাদের আনন্দ-ধ্বনি বেশি করে শোনা গেল।

হুবল তার কক্ষে একাই ছিল। তীররক্ষক যথাস্থানে ব্যাগটি রাখলেন এবং হুবলের মুখের দিকে গভীরভাবে তাকালেন।

তিনি বিড়বিড় করে বললেন ঃ 'তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আমি তাঁর মুখ চিনি। তিনি ক্রুদ্ধ হলে তাঁর দাড়ির লোম মুখের সাথে লেগে যায়, মনে হয় তা রক্তে ভিজে গেছে।'

এদিকে আবদুল মুত্তালিবের ভৃত্যরা রাস্তার ধারে বাঁধা একশ'টি উট জবাই করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। উটের গলায় ছুরি বসানোর পরপরই প্রবল বেগে নির্গত রক্ত মাটিতে পড়তে লাগল। রক্তের ছিটা পার্শ্ববর্তী দেওয়ালেও লাগল। একটার পর একটা উট মাটিতে পড়তে লাগল। এসব উটের মধ্যে দিয়েই আবদুল্লাহ বেরিয়ে এলেন।

'আমার ইচ্ছা, আপনার জন্য এ উটগুলো যদি আমি জবাই করতে পারতাম!'

কে কথা বলল তা দেখার জন্য আবদুল্লাহ ও আবদুল মুত্তালিব ফিরে দাঁড়ালেন। ঐ কথা বলেছিল ফাতিমা খাতামি। সে এখনও আবদুল্লাহর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। ঐ ধরনের সদয় কথা এবং তার দৃষ্টির উষ্ণ আহ্বানে আবদুল্লাহর চোখে-মুখে রক্তিম আভা দেখা গেল।

www.pathagar.com

ফাতিমার ভালবাসা

ভালবাসার সতেজ উদ্যানে ভালবাসার কোন শেষ নেই; দুঃখ ও আনন্দ ছাড়া এখানে অনেক ফল থাকে। এ দুই অবস্থার অনুভূতির চেয়ে ভালবাসা অনেক উঁচু স্তরের : বসন্ত ও শরৎকাল ছাড়াও ভালবাসা থাকে চির সবুজ ও সতেজ।

- জালালুদ্দীন রুমী

মক্কার দুই শ্রেণীর লোকের কাছে ফাতিমা খাতামি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন; যুবকরা তাঁর সৌন্দর্যে বিমোহিত ছিল, আর প্রবীণ লোকেরা শুধু তাঁর প্রচুর সম্পদ ও সম্পত্তির কথা আলোচনা করত। যুবকরা শুধু তাঁরই প্রশংসা করত। আর দ্বিতীয় দলের লোকেরা তাঁর দানশীলতা ও উদারতার কথা বলত।

ফাতিমা বসবাস করতেন একাই। বার বছর বয়সের সময় তাঁর পিতা এক যুদ্ধে নিহত হয়। তাঁর বয়স যখন সতের, তখন তাঁর মা মারা যায় এবং তাঁর পিতার কবরের পাশেই তাকে কবর দেওয়া হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে ফাতিমা এখন প্রচুর সম্পদের মালিক।

ফাতিমার আরও একটা গুণ ছিল। তিনি ছিলেন দক্ষ গণক, গ্রহের ব্যাখ্যাও তিনি সুন্দরভাবে করতেন। মানুষের জীবনে ভবিষ্যতে যেসব ঘটনা ঘটবে, তা তিনি আগেই বলে দিতে পারতেন। ভবিষ্যদ্বাণী করার দান তিনি পেয়েছিলেন উকাজ শহরের অতি পরিচিত রহস্যপূর্ণ এক প্রবীণ মহিলার কাছ থেকে। তার সাথে ফাতিমা অনেক কাজ করেছেন। সেই সময় থেকে এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ ও অন্তর্দৃষ্টি প্রসারের জন্য ফাতিমা প্রতিনিয়ত সচেষ্ট থাকেন। আরব গোত্রগুলোর মধ্যে যারা এ বিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, তাদের প্রায় সবার কাছে তিনি গেছেন এবং তাঁর প্রার্থিত তথ্য পাওয়ার জন্য তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছেন। এখনও কোথাও কোন ভবিষ্যদ্বক্তার কথা শুনতে পেলে তিনি তার কাছে ছুটে যান।

কুরাইশদের মধ্যে প্রত্যেক যুবক তাঁর মন পাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। শেষে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, জ্যোতিষ জগতের জ্ঞানের মাধ্যমে

www.pathagar.com

তিনি হয়ত এমন কাউকে চিহ্নিত করেছেন, যার সাথে তিনি তাঁর জীবনের বন্ধন গড়ে তুলতে আগ্রহী।

তিনি তাঁর বন্ধুদের মাঝে, বিশেষ করে দু'জন বন্ধুর সাথে গভীরভাবে মিশতেন। এর মধ্যে একজন হলেন খুয়ালিদের কন্যা খাদীজা। খাদীজা সম্পর্কে তিনি একবার বলেন ঃ 'তোমার ঠিকুজিতে এমন একজন স্বামীর অস্তিত্ব রয়েছে, যার খ্যাতি কোন যুবরাজ বা সুলতানের খ্যাতিকে অতিক্রম করবে।' খাদীজা তাঁর কথা কোন রকম সন্দেহ ছাড়াই বিশ্বাস করেন এবং প্রায়ই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে করতেন। ফাতিমা যা বলেন একদিন তিনি তা তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকার কাছে বলেন। ওয়ারাকা নিজেও ছিলেন একজন দক্ষ গণক। তিনি ফাতিমার কথা অনুমোদন করেন।

ফাতিমার দ্বিতীয় বন্ধু ছিলেন বনি সা'দ গোত্রের হালিমা। তিনি মক্কায় এলে ফাতিমার সাথে দেখা করতেন। এ দুই মহিলার কথা পরে আবার আমরা শুনতে পাব।

ফাতিমা ছিলেন একজন ধর্মনিষ্ঠ মহিলা ও পবিত্র মনের অধিকারী। এসব গুণের জন্যই তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে প্রশংসিত হন। তিনি বলেন ঃ 'আমার নিজের জীবনের গতিধারা নিয়েই আমি উদ্বিগ্ন। নির্দোষ ব্যক্তির নিয়তি দু'টো হতে পারে - হয় সে ধর্ম প্রবর্তক হবে, আর না হয় ধার্মিক জীবনের বন্ধন আকস্মিক-ভাবে ছিন্ন করে সে পাপ ও অপমানকর জীবনে পতিত হবে। ধর্ম প্রবর্তক হওয়ার কোন গুণ আমার নেই। ফলে আমার আশংকা হয়, আমার জন্য হয়ত দ্বিতীয় নিয়তি অপেক্ষা করছে।' অন্য একদিন তিনি তাঁর সঙ্গী ও বিশ্বস্ত বন্ধু লায়লার সাথে নিজের বিয়ে সম্পর্কে কথা বলছিলেন। তিনি বলেন ঃ 'আমার ঠিকুজিতে এক মহান নিয়তির অস্তিত্ব দেখা যায়। আমার গৃহে এমন একজন আসবেন, যিনি স্বামী হিসেবে আমার জন্য সর্বোত্তম। কিন্তু তাঁকে দৃঢ় হস্তে ধরে রাখতে হবে, তা না হলে আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। আর তেমন কিছু হলে আমার কী হবে, তা একমাত্র খোদাই জানেন।'

ভাগ্য নির্ধারণের জন্য যতবার আবদুল্লাহকে কা'বা গৃহে আনা হয় ততবারই ফাতিমা সেখানে যান। প্রথমবার তিনি আসেন ঔৎসুক্যের জন্য, আবদুল্লাহর কী অবস্থা হয় তা দেখার জন্য। তাঁর মুখমন্ডলে মৃত্যুভীতি কিভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা দেখার জন্য অন্যের মত তিনিও আসেন। কিন্তু মৃত্যুর পরিবর্তে তিনি পান ভালবাসা। আবদুল্লাহর জন্য তাঁর ভাবাবেগ বেড়ে যায় এবং পরে তাঁর সমগ্র চিন্তায় তিনি জুড়ে থাকেন। তিনি অনুভব করেন, তাঁর জীবনই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যেদিন আবদুল্লাহকে উৎসর্গ করার সম্ভাবনা ছিল, সেই দুঃখের দিনে তিনি তাঁর সাথে কয়টা কথা বলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি তাঁর কথার জবাব পেয়েছিলেন আবদুল্লাহর মুখমন্ডলে উদ্ভাসিত ভালবাসার আভায়। এ ব্যাপারে

www.pathagar.com

তিনি এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে, কথাটা তিনি লায়লাকে বলেন এবং তাঁর নতুন আবেগের কথাও বলেন।

ইতোমধ্যে বেশ কিছুদিন অতিক্রান্ত হয়েছে। আবদুল্লাহর আগমন অপেক্ষায় ফাতিমা অধৈর্য হয়ে পড়লেও তিনি আসেননি। কালো মেঘের মত তাঁর মনে অবসাদ দেখা দেয়। একথা তিনি লায়লাকেও বলতে পারেন না। তিনি তাঁর এ চিন্তাকে কবিতার ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। এ অবস্থায় তিনি তাঁর বন্ধুকেও এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করেন। আবদুল্লাহর দুর্বলতার ওপর তিনি নির্ভর করে রইলেন। কিন্তু এজন্য ফাতিমাকে কিছু বলা থেকে নিবৃত্ত করা গেল না।

'লায়লা, তিনি আমার কাছে দিবাস্বপ্নের মুহূর্ত নন। তিনি আমার উত্তপ্ত গলার শীতল বায়ু। তিনি আমার বিশ্বাস, তিনিই আমার ধর্মমত। এ কথা আমি তোমাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করে বলব? তিনি আমার কাছে সবকিছু। তিনি একটা আলো, যা আমার জীবনের ওপর স্নিগ্ধকর আভার ছায়া বিস্তার করে আছে। তিনি হলেন মৃদুমন্দ বায়ু, যা আমার মনকে সতেজ করে। মরুভূমির প্রত্যুষের চেয়ে তার মৃদু হাসি অধিক সুন্দর। গোলাপ ফুলের পাপড়ির ওপর পতিত সকালবেলার শিশির বিন্দুর চেয়ে তাঁর ভালবাসা আমার মনকে পরম আনন্দিত করে।'

লায়লা মন্তব্য করলেন ঃ 'তিনিও হয়ত তোমাকে ভালবাসেন। সম্ভবত....।'

ফাতিমা উত্তেজিতভাবে জবাব দিলেন ঃ 'আমি জানি আমিনার সাথে তাঁর ইতোমধ্যে বাগদান হয়েছে। কিন্তু তিনি যদি একবার আমার কাছে আসতেন, তাহলে তিনি দেখতে পেতেন আমার হৃদয়ে তিনি ভালবাসার কেমন উদ্যান রচনা করেছেন। তিনি দেখতে পেতেন ঐ বাগানে বিভিন্ন রঙের ফুলের উৎসব, তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে পারতেন আনন্দের সাথে এবং সম্ভবত সেই সময়েই তিনি আমার হয়ে যেতেন। তিনি আমাদের দু'জনেরই হতে পারেন না কেন? আমি গ্রহণ করতাম...।'

লায়লা বললেন ঃ 'ফাতিমা, তুমি সুন্দরী ও সম্পদশালী। কুরাইশদের সব সুন্দর যুবক তোমাকে পাওয়ার জন্য আগ্রহী। আবদুল্লাহর কথা ছেড়ে দাও, তার চেয়ে অনেক ভাল যুবক আছে।'

ফাতিমা বললেন ঃ 'তাঁর চেয়ে ভাল? তুমি যদি আমার চোখ দিয়ে তাঁকে দেখতে, তাহলে তাঁর মধ্যে আমি যে সৌন্দর্য লক্ষ্য করেছি, তা তুমি দেখতে পেতে। আমার অন্তরকে আমি তোমার কাছে কিভাবে প্রকাশ করব, যেন তুমি আমার ভালবাসার গভীরতাকে অনুভব করতে পার, বুঝতে পার। তুমি আমার চিন্তাধারার অংশীদার হলে তাঁর সাহস ও পৌরুষ এবং মৃত্যুর মুখে তাঁর শান্ত-মৃদু হাসি দেখতে পেতে ও তার প্রশংসা করতে। এমনকি দেবতাও তাঁর জীবনকে নির্মূল করতে পারেনি। এমনকি মৃত্যু .... হ্যাঁ, এমনকি মৃত্যুও তাঁকে নিয়ে যেতে ভয় পেয়েছে।'

www.pathagar.com

লায়লা বললেন ঃ 'ওহাবের কন্যা আমিনার সাথে তাঁর বিয়ের সব ব্যবস্থা আবদুল মুত্তালিব ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছেন। অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের বিয়ে হবে বলেই আমি জানি। এ অবস্থায় তোমার ব্যর্থ অনুরাগের কারণ কী?'

ফাতিমা বললেন ঃ 'প্রিয় লায়লা, তুমি কি আজ রাতে একটা সংবাদ পাঠিয়ে তাঁকে আমার গৃহে আনতে পার না? তাঁর চোখ সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, তিনি আমাকে দেখার জন্য আসবেন। তাঁর মত একজন সম্ভ্রান্ত ও সাহসী লোক কখনই বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারেন না। আমি জানি তিনি একদিন আসবেন। কিন্তু তুমি আজ রাতেই তাঁর সাথে দেখা কর এবং তাঁকে বল যে, ফাতিমার চোখ তাঁকে দেখার জন্য অপেক্ষা করছে।'

লায়লা চলে গেলে ফাতিমা তাঁর কামরায় গেলেন। তিনি লম্বা ঢিলা পোশাক পরলেন। তিনি তাঁর তিন ভাঁজে খোঁপা করা কালো চুল এলিয়ে দিলেন, রাতের ঢেউ-এর মত তা তাঁর হাঁটুর কাছে এসে পড়ল। ছোট একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি নিজেকে দেখলেন।

তিনি মনে মনে বললেন ঃ 'এ মুখ কি আবদুল্লাহর ভালবাসা জয় করতে পারবে?'

www.pathagar.com

ভাবাবেগের বেগবান সোনার অগ্নিশিখা

'মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার পরও আপনার ওষ্ঠে যে মৃদু হাসির রেখা আমি দেখেছিলাম, তা ভুলব কিভাবে?'

- ফাতিমা

ঐদিন সন্ধ্যায় ফাতিমার গৃহে আবদুল্লাহ্ আসেন। তাঁর সামনে ফাতিমা দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর মর্যাদাপূর্ণ দেহের ওপর সিরিয়ার সিল্ক কাপড়ের ঢিলা পোশাক ছিল। তাঁর দেহে ছিল মণি ও অলংকার। তাঁর সতেজ মুখমন্ডল থেকে আগ্রহী কালো চোখ দু'টি তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল এক দৃষ্টিতে। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, তাঁর সৌন্দর্যের জাদুতে আবদুল্লাহ্ অভিভূত হয়ে পড়লেন।

প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে একটা গোপন বৈশিষ্ট্য থাকে, যাকে বলা হয় ভালবাসা। কিন্তু গোপনীয় এ বৈশিষ্ট্য নিজেকে প্রকাশমান করে তোলে যখন তা আয়নার সামনে অর্থাৎ সৌন্দর্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। ভালবাসার জন্য আমরা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিকে মাঝে মাঝে ধরে রাখতে বা গোপন রাখতে পারি। কিন্তু তা যখন সৌন্দর্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়, তাকে আর কোনভাবেই প্রতিহত করা যায় না। আয়নাকে ঢেকে রাখা হলে তার সম্মুখভাগ অন্ধকারে থাকে। কিন্তু আলোতে তা উন্মুক্ত করা হলে তা থেকে উজ্জ্বল আভা প্রতিফলিত হয়। ভালবাসা এ উজ্জ্বল আভা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ভালবাসা একজন মানুষের জীবনকে আলোকিত করতে পারে। আলোকিত করতে পারে পুরো একটা যুগকে। প্রতিটি মানুষই এ আলোর কিছুটা ধারণ করে এবং তাদের মনে এ আলো কতটা প্রতিফলিত হবে, তা নির্ভর করে তাদের ভালবাসার ধারণ ক্ষমতার ওপর।

ফাতিমা তাঁর সৌন্দর্য ও কমনীয়তা আবদুল্লাহ্‌র কাছে প্রকাশ করার সব দক্ষতা ব্যবহার করেন। এ ব্যাপারে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন আবদুল্লাহ্ - ভালবাসার ঐ কোমল ফাঁদ এড়াবার কোন দক্ষতা তাঁর ছিল না।

তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে ফাতিমা বললেন : 'হে সম্ভ্রান্ত কুরাইশ! আপনি যেদিন অলৌকিকভাবে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন, সেদিন আমার অকথিত

www.pathagar.com

আহ্বানকে আপনি বিস্মৃত হননি। ঐদিন আপনি ছাড়া আর সবাই আপনার জীবনের ব্যাপারে হতাশ হয়েছিল।'

ভীতিকর ঐদিনের স্মৃতি আবদুল্লাহর মনে ছিল আবছা আবছা এবং পরস্পর-বিরোধী। এখন তাঁর মনে হল দু'টো কালো আগ্রহী চোখের কথা - বিশৃংখল ঐ অবস্থার সময় ঐ চোখ দু'টো তাঁর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

ফাতিমা আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'আপনার কি মনে পড়ে?'

'স্বপ্নে....।'

'ঐ স্বপ্ন এখন আপনার সামনে, বাস্তবে। কিন্তু ঐদিন থেকে তা আমার অন্তরে আছে, তা আছে উষ্ণতা ও আনন্দে পূর্ণ।'

ফাতিমার মুখে রক্তের প্রবাহ স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল। বিনয়ের প্রকাশ হিসেবে তিনি তাঁর দৃষ্টি অবনত করলেন। এর ফলে আবদুল্লাহ আরও গভীরভাবে প্রভাবিত হলেন। ফাতিমা তাঁর কপলের ওপর পড়া চুল হাত দিয়ে পেছনের দিকে সরিয়ে দিলেন, মনে হয় ঐ চুল তাঁর চিন্তাধারায় বাঁধা দিচ্ছিল।

তিনি আবার বললেন ঃ 'আবদুল্লাহ! যে সত্য আমার হৃদয়ে আছে এবং যা খোদা জানেন, তা কথার অস্পষ্টতায় আমি গোপন করার চেষ্টা করব কেন? আপনার ভাইদেরসহ আপনাকে যেদিন আবদুল মুত্তালিব কা'বা গৃহে নিয়ে যান, সেদিন থেকেই আমি আপনাকে লক্ষ্য করছি। আমি আপনার মধ্যে দু'টো উত্তম গুণ লক্ষ্য করেছি; আপনার মধ্যে দেখেছি ভালবাসা, আর দেখেছি সাহসিকতা। মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার পরও আপনার ওষ্ঠে যে মৃদু হাসির রেখা আমি দেখে-ছিলাম, তা ভুলব কিভাবে? একজন মানুষের পরিপক্বতার সর্বোচ্চ ধাপ হল সাহস, আর এ সাহসিকতা হল একজন মহিলার হৃদয় জয় করার নিশ্চিত চাবি। আপনার পৌরুষের ওপর আস্থা রাখার জন্যই আমার হৃদয়ে ভালবাসা প্রাণ ফিরে পেয়েছে। অতঃপর আমি অনুভব করি, আপনার সাথে বিয়ে করার মাধ্যমেই আমি কেবল নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে পারি। আমি জানি, আপনাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেই আপনার কাছে আমার সব কথা বলতে হবে। আমি সংকল্পবদ্ধ হই, আমার সব কথা আপনাকে বলব। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও যে ওষ্ঠে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল, সেই ওষ্ঠ থেকে আমি জবাব পেতে আগ্রহী। বলুন আমাকে!'

আবদুল্লাহর চোখের দিকে ফাতিমা গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

ভালবাসা ও প্রশংসার অদমিত স্বীকারোক্তিতে আবদুল্লাহ অভিভূত হয়ে পড়লেন। ফাতিমার সৌন্দর্যের যে দীপ্তিময়তা তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে, তা তাঁর মনকেও আলোড়িত করল। আবেগ প্রণোদিত হয়ে তিনি বললেন ঃ 'আপনার কথার সত্যতা ও আন্তরিকতা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। আপনার ভালবাসা আমার জন্য যে পথ নির্দেশ করেছে, তা আমি আন্তরিকতার সাথে অনুসরণ করব, কিন্তু.....।'

www.pathagar.com

‘কিন্তু..?’

‘কিন্তু তা কী করে সম্ভব?’

দৃঢ়তার সাথে ফাতিমা জবাব দিলেন ঃ ‘অত্যন্ত সাধারণভাবে। একটি মেয়ে যেভাবে স্বামীকে গ্রহণ করে, এবং একজন যুবক যেভাবে একজন স্ত্রীকে গ্রহণ করে ঠিক সেভাবে। আপনি আমার জীবনে প্রবেশ করে আমার মন ও সম্পদকে পরিচালিত করুন। মক্কার দেওয়ালের বাইরে যে ভেড়া ও উটের পাল মরুভূমির দৃশ্যকে কালো করে দেয়, তা সব আমার। মক্কার সব ব্যবসায়ীর সোনা-রূপার যে ভান্ডার আছে, তার চেয়ে আমার সোনা-রূপার পরিমাণ বেশি। এর সব কিছুই আপনার; এসব আপনি গ্রহণ করুন এবং এসব নিয়ে আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন। আমি একজন নিঃসঙ্গ মহিলা। আপনি আমার সব কিছু হয়ে যান এবং আমার যা কিছু আছে তার সব কিছুর মালিক আপনি হন।’

অনিশ্চয়তার সাথে আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ ‘আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি বলতে চাই, এ ধরনের উদ্দেশ্যের জন্য এটা এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।’

‘কেন এত দেরি হয়ে গেছে?’

‘কারণ, ইতোমধ্যে আমার জীবনে একজন এসে গেছে, এবং তিনি এখন আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।’

ফাতিমা বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

‘আপনি আমিনার কথা বলছেন?’

‘হ্যাঁ।’

ফাতিমা বেশ দ্রুততার সাথে বললেন ঃ ‘কিন্তু তাঁর সাথে তো আপনার এখনও বিয়ে সম্পন্ন হয়নি?’

আবদুল্লাহ্ উত্তর দিলেন ঃ ‘না।’

‘আপনি কি তাঁকে নিয়ে সুখী? আপনি যা চান, তা কি তাঁর মধ্যে দেখতে পেয়েছেন?’

‘হ্যাঁ।’

ফাতিমা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ‘তিনি কি ধনী?’

আবদুল্লাহ দৃঢ়তার সাথে বললেন ঃ ‘ঐ বিষয়টা বিবেচনা করা একজন মানুষের জন্য শোভন নয়।’

ফাতিমা ক্ষণিকের জন্য নীরব রইলেন। ‘হেজাযের একজন সত্যিকার কন্যার সব সৌন্দর্য কি তাঁর আছে? তাঁর কি অনুভূতিশীল হৃদয় ও অগ্নিশিখার মত ভাবাবেগ আছে?’

‘আমি যা চাই, তা তার আছে।’

ফাতিমার মনে হল, তিনি পরাজিত হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

তিনি অনুনয় করে বললেন ঃ 'আপনি কি আমার ব্যাপারে খুশি নন?'

উত্তরে আবদুল্লাহ বললেন ঃ 'নিশ্চয়ই।'

ফাতিমা আরও কাছাকাছি এলেন, মেঝের ওপর তিনি জানু পেতে বসলেন। তিনি তাঁর কম্পিত আঙ্গুল দিয়ে আবদুল্লাহর হাত ধরলেন এবং তাঁর চোখের দিকে তাকালেন। তাঁর চারপাশে ছড়িয়ে রইল তাঁর ঘন কালো চুল।

তিনি তাঁর আবেগভরা কণ্ঠে বললেন ঃ 'শুনুন আবদুল্লাহ, আমার সমগ্র সত্তা আপনার ভালবাসা কামনা করে। আপনি আমার চোখের স্বপ্ন, আপনি আমার দেহের খাদ্য, আপনিই আমার গলার শীতল পরশ। আপনি আমার আশা, আমার বিশ্বাস। আপনিই আমার হৃদয়ের লুক্কায়িত সম্পদ। আমার হাতের যে কম্পন আপনি অনুভব করছেন, তা আমার হৃদয়ের কম্পনের বহিঃপ্রকাশ। আপনার কাছ থেকে একটা কথা শুনে এ হৃদয় নবজীবন লাভ করতে পারে, আর না হয় তা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আবদুল্লাহ, আপনি আমাকে নবজীবন দান করুন। এ সময়টা আপনি আমাকে এককভাবে দিন।'

তিনি তাঁর প্রসারিত দু'হাত দিয়ে আবদুল্লাহর লম্বা ও সরু ঘাড় ধরলেন এবং তা নিজের দিকে টানলেন, যেন তিনি তাঁর দেহের উষ্ণতা অনুভব করতে পারেন।

'আবদুল্লাহ, আপনার বাসর রাতটা আমাকে দিন... আমার মধ্যেই আপনার পুত্র ধারণ করুন। আবদুল্লাহ, আপনার রক্তে জাদু আছে, আপনার রক্তে একটা গোপন সম্পদ লুকিয়ে আছে, যার আলো আপনার কপালে উদ্ভাসিত। আমি ঐ আলো চাই।'

মনের আবেগে দগ্ধ ফাতিমা আকস্মিকভাবে নিজের ওষ্ঠ আবদুল্লাহর ওষ্ঠের ওপর চেপে ধরলেন, তাঁর আর সব কথা যেন হারিয়ে গেল। মনে হল, তিনি তাঁর গভীর ভালবাসাকে তাঁর উষ্ণ অধরের মাধ্যমে আবদুল্লাহর হৃদয়ে জোর করে প্রবেশ করাতে চাচ্ছিলেন।

আবদুল্লাহ ভয়ে কেঁপে উঠলেন; তিনি তাঁর সহজাত প্রবৃত্তির কারণে ফাতিমাকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন।

'ফাতিমা, এমন পাপ আমি করতে পারি না - এটা এমন পাপ, যা খোদা দেখবেন। আপনি আমার জন্য বৈধ নন।'

ফাতিমা তাঁকে ছেড়ে দিলেন। তিনি মেঝের ওপর এমনভাবে পড়ে রইলেন, যেন একটা পেষণ করা ফুল।

তিনি আস্তে আস্তে বললেন ঃ 'আমি জানি, আপনি আপনার পিতার মতই ধার্মিক। কিন্তু আমি কি আপনার স্ত্রী হতে পারি না.... আপনার দ্বিতীয় স্ত্রী? আপনি আমাদের দু'জনকেই গ্রহণ করুন। এতে আপনি কি সম্মত হতে পারেন না?'

আবদুল্লাহ উত্তর দিলেন ঃ 'এটা সম্ভবত আমি করতে পারি। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার জন্য কষ্টকর। এজন্য আপনি আমাকে সময় দিন।'

www.pathagar.com

উভয়ে নীরব রইলেন।

অবশেষে ফাতিমাই কথা বললেন ক্লান্তভাবে। মনে হল, ভালবাসার এ যুদ্ধে তিনি নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলেছেন।

'আবদুল্লাহ, এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত হোন যে, আমি আপনাকে যতটা ভালবাসি, আমিনা ততটা বাসেন না। তবে হ্যাঁ, তিনি আপনাকে ভালবাসেন - তাঁর ভালবাসায় অগ্নিশিখার ঔজ্জ্বল্য নেই, যেমন আছে আমার ভালবাসায়। আমি আপনাকে ভালবাসি এবং আপনার ওপর আমার পুরোপুরি আস্থা আছে। তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে। আমি আপনার মধ্যে এমন একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, যে সম্পর্কে আমিনা কিছুই জানে না। আবদুল্লাহ, আপনার ঠিকুজিতে একটা উজ্জ্বল তারকা আছে - আর তা হল একটি পুত্র। ঐ পুত্রই আমি চাই। আমিনাকে আপনি স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করুন। এজন্য আমি কোন অভিযোগ করব না, কারণ এটাই আরব জাতির প্রথা। কিন্তু আমি চাই বিয়ের প্রথম রাতটা। তাহলে ঐ বিখ্যাত পুত্রটি হবে আমার। আপনার পিতা আবদুল মুত্তালিব যেহেতু আমিনাকে আপনার জন্য পছন্দ করেছেন, সেহেতু আপনি তাঁকে গ্রহণ করুন; কিন্তু আমাকেও গ্রহণ করুন তাঁর সাথে....।'

জানালার বাইরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আবদুল্লাহ।

ফাতিমা আবার কথা বললেন ঃ 'আপনি কি চিন্তা করছেন আমাকে বলুন। আপনি কি আমাকে ভালবাসেন?'

আবদুল্লাহ বললেন ঃ 'আপনাকে ভালবাসবে না এমন কেউ আছে নাকি? আপনার দৃষ্টিতে জাদুর এমন প্রভাব আছে, যা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। কিন্তু প্রথমেই আমি আপনার কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেব, শান্তভাবে নির্জনতায় চিন্তা করব এবং তারপর আমি আপনার কাছে আবার ফিরে আসব। আমার মনে হয়, আপনার কাছাকাছি থাকার একটা উপায় আমি খুঁজে পাব। কারণ আপনার মত আমারও তাই ইচ্ছা।'

'আমি কি নিশ্চিত হতে পারি যে, আপনি ফিরে আসবেন?'

আবদুল্লাহ দৃঢ়তার সাথে বললেন ঃ 'হ্যাঁ।'

'এখন যান, কিন্তু আমার চোখ সব সময় আপনার আগমন অপেক্ষায় রইল।'

ফাতিমার অন্তর থেকে বেরিয়ে আসা এ কথা তাঁর কানে অনুরণিত হল। তিনি ফাতিমার গৃহ ত্যাগ করলেন।

www.pathagar.com

ভাগ্য পরিবর্তন করা যায় না

'কেউ যেন আমাকে বলছে, যে কোন মূল্যেই হোক, আপনার সফরে যাওয়া থেকে বিরত থাকা উত্তম'।

- আমিনা

আবদুল মুত্তালিব যেদিন একশ' উটের মূল্যে আবদুল্লাহর জীবনকে কিনে নেন, সেই চূড়ান্ত দিনের কয়েকদিন পর এসব ঘটনা ঘটে। কিন্তু ঐদিনই তিনি আবদুল্লাহকে নিয়ে যান আমিনার পিতা ওহাবের গৃহে। আল্লাহর ঘর থেকে সরাসরি একজন প্রিয়জনের ঘরে যাওয়ার সম্ভবত একটা কারণ ছিল। গত কয়েকদিনের দুঃখজনক স্মৃতি মুছে ফেলে মাধুর্যপূর্ণ আবেগের কামনাই ছিল সম্ভবত ঐ কারণ। এ শক্তিশালী বন্ধন আবদুল্লাহকে তাঁর জীবনের সাথে এমন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করবে, যেমন আকাশের গম্বুজের সাথে দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে অসংখ্য তারা।

ওহাবের গৃহে তাঁর যাওয়ার উদ্দেশ্য শীঘ্র স্পষ্ট হয়ে গেল। তিনি স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহকে আমিনার সাথে বিয়ে দিতে চাইলেন। এটা ছিল একটা যথোপযুক্ত বিয়ে। কারণ ওহাব ও তাঁর পরিবার ছিল সম্ভ্রান্ত বংশীয় এবং উদার, দানশীল। আর আমিনা ছিলেন অমায়িক বিনম্রতার একটা দৃষ্টান্ত।

আমিনা তাঁর পিতার পাশে বসেছিলেন। তাঁর মাথা ছিল বিনীতভাবে অবনত, তাঁর চোখ ছিল চোখের কালো চুল দ্বারা আবৃত এবং তাঁর গাল ছিল গোলাপী আভায় পরিপ্লুত।

আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ 'আমার পুত্র একটা প্রাচীন পরিবারের, যার গৌরবময় পূর্বপুরুষ সুপ্রসিদ্ধ। পর্বত ও সমভূমিতে, অশ্বের পিঠে ও তলোয়ার হাতে তারা প্রসিদ্ধ এবং যেখানেই যায়, তারা তাদের সাহস ও শক্তির জন্য অতি পরিচিত।'

ওহাব বললেন ঃ 'আমার কন্যা কলঙ্কশূন্য কুমারী। আকাশের তারার মতই সে পবিত্র।'

www.pathagar.com

সৌজন্য আলোচনা সমাপ্ত হল। অনেক বাস্তব বিষয়ে কথাবার্তা হল।

আবদুল মুত্তালিব প্রতিজ্ঞা করলেন ঃ 'আমার পুত্র কনের দেন মোহর হিসেবে আটটি উট আনবে। আমি বিয়ের সব আয়োজন সম্পন্ন করব।'

এভাবে, খুবই সাধারণভাবে এবং তাদের পরিচিত সকলের আনন্দের মধ্য দিয়ে আবদুল্লাহর সাথে আমিনার বাগদান সম্পন্ন হল।

ঐদিন আবদুল্লাহ বেশ কিছু সময় আমিনার গৃহে কাটালেন। পরদিন ঐ গৃহে বেশি সময় থাকার জন্য তিনি আবার এলেন। ফেরার পথে তিনি সূর্যের তাপ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য মক্কার সংকীর্ণ পথ দিয়ে দ্রুত অতিক্রম করছিলেন। একটা গৃহের আড়ালে একজন মহিলা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আবদুল্লাহ তাঁকে লক্ষ্য করেননি। ঐ মহিলা তাঁকে অনুসরণ করলেন এবং কাছাকাছি এসে তাঁর কানে কানে ফিস্ ফিস করে কয়েকটা কথা বললেন। এ কারণেই আমরা দেখেছি, আবদুল্লাহ বেশ কিছুক্ষণ আগে ফাতিমার গৃহে প্রবেশ করেন।

ফাতিমার সাথে প্রথম অঘোষিত সাক্ষাৎ, তাঁর আবেগময় কথা এবং ভালবাসার উন্মুক্ত প্রকাশ আবদুল্লাহর কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয়। ফাতিমার গৃহে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া লায়লা আর কিছু করেননি। ফাতিমার আমন্ত্রণের ব্যাপারেও তিনি তাঁকে কোন কথা বলেননি। ফাতিমার অনুভূতির ব্যাপারেও তিনি তাঁকে আভাস দেননি, তিনি তাঁকে কোন কিছু চিন্তা বা অতীত কথা স্মরণ করারও সময় দেননি।

আবদুল্লাহ যখন ফাতিমার গৃহ ত্যাগ করেন, তখন তাঁর মাথা ছিল এলোমেলো চিন্তায় পূর্ণ। ফাতিমার সৌন্দর্য ও আকর্ষণকে অস্বীকার করা যায় না। তাঁর প্রস্তাবও যুক্তিযুক্ত এবং আবদুল্লাহর অনুকূলে। ফাতিমা যে সম্পদ ও সম্পত্তি নিয়ে আসবে, তা তাদের সবার আরামদায়ক জীবন যাপনের জন্য যথেষ্ট।

'কিন্তু আমিনার কী হবে? সে কী মনে করবে?'

এটা তাঁকে নিশ্চিতভাবে আঘাত করবে, সুখের প্রথম দিনগুলো বিনষ্ট করবে। তাঁর সরল, বিনীত অন্তর মারাত্মকভাবে আহত হবে। কিন্তু সবাই একাজ করে; আরব লোকদের এটা একটা রীতি। এমনকি আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীমেরও একাধিক স্ত্রী ছিলেন - কুরাইশ প্রধান ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের কথা না হয় অনুল্লেখই রইল।

এ ধরনের পরস্পরবিরোধী চিন্তা আবদুল্লাহর মনকে ভীষণভাবে ভারাক্রান্ত করে তুলল। সহজাত আবেগের বশবর্তী হয়ে তিনি ফাতিমার গৃহ থেকে বেরিয়ে সরাসরি আমিনার গৃহে গেলেন। তাঁকে পুনরায় আসতে দেখে আমিনা খুশি হলেন এবং তাঁর সহজাত বিনয় সম্ভাষণে তাঁকে স্বাগত জানালেন। কিছু সময়ের জন্য

www.pathagar.com

তাঁরা সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকার মত কথা বললেন; তাঁদের ভালবাসার কথা, তাঁদের সুখের কথা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা আলোচনা করলেন। বেশ কয়েকবার ফাতিমার প্রস্তাবের কথা আবদুল্লাহ্ আমিনার কাছে উত্থাপন করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু প্রতিবারই তাঁর মন তাঁকে বাধা দিল। সবশেষে তিনি তাঁর প্রস্তাবিত সিরিয়া সফরের কথা বললেন - বার্ষিক মরুযাত্রী দলের সাথে তাঁর ঐ সফরে যাওয়ার কথা।

আমিনা যেন কিছু স্মরণ করলেন।

ঠিক এ সময় কুরাইশদের কাছ থেকে তাঁর কাছে একটা সংবাদ এল। তাঁকে জানানো হল, কুরাইশদের বণিক যাত্রীদল যাত্রা শুরু করেছে। তাঁকে এখনই যাত্রা শুরু করতে হবে।

আবদুল্লাহ বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আমি জানি।'

আমিনা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'আপনি কি সত্যি যাচ্ছেন?'

আবদুল্লাহ বললেন ঃ 'আমি যদি ঐ বণিক দলের সাথে না যাই তাহলে আমাকে এক বছর অপেক্ষা করতে হবে। তুমি কি বল?'

আমিনা তাঁর চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর চোখ-মুখে দুঃখের ছায়া প্রতিবিম্বিত হল।

আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'তুমি কি দুঃখ পেলে? সাধারণ ঘটনার চেয়ে সফর বেশি কিছু নয়। সফর করার অর্থই হল কিছু কষ্ট সহ্য করা এবং যার ফলে একজন লোক আরামদায়ক জীবন উপভোগের অধিকার লাভ করে।'

আমিনা মেঝের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি সেই অবস্থাতেই বললেন ঃ 'সফর ছাড়া তা কি কেউ লাভ করতে পারে না?'

আবদুল্লাহর কাছে মনে হল, ফাতিমার অদম্য ভালবাসা থেকে পলায়নের সম্ভাব্য উপায় হল এ সফর। তাঁর ভালবাসা তাঁকে প্রভাবিত করছে।

আমিনার প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন ঃ 'নিশ্চয়ই, তবে আমার এ সফর সম্ভবত তোমাকেও লাভবান করবে।'

আমিনা তাঁর মাথা না তুলেই বললেন ঃ 'তাহলে আমি আর এ সফরে ভয় পাচ্ছি কেন? কেউ যেন আমাকে বলছে, যে কোন মূল্যেই হোক, আপনার সফরে যাওয়া থেকে বিরত থাকা উত্তম।'

আবদুল্লাহ্ তখনও ফাতিমার সাথে তাঁর আলোচনার কথা চিন্তা করছিলেন।

তিনি অনুচ্চস্বরে বললেন ঃ 'যে কোন মূল্যেই হোক.....?'

আবদুল্লাহ তাঁর চিন্তার মধ্যে হারিয়ে গেলেন। ফাতিমার ভালবাসা, তাঁর সৌন্দর্য, তাঁর সম্পদ - সবকিছুই তাঁর মনের সাথে যুদ্ধ করতে শুরু করল।

আকস্মিকভাবে তাঁর মনে হল, তিনি সম্বিত ফিরে পেয়েছেন এবং একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

www.pathagar.com

'না, আমি মনে করি, এ সফর আমার ও তোমার জন্য উত্তম। একজন মানুষের জন্য কী অপেক্ষা করছে, তা কেউ বলতে পারে না।'

মনে হল, আবদুল্লাহর কথার উত্তরে ঐ গৃহের দরজায় কেউ খট্‌খট্‌ শব্দ করল। এর পরই শোনা গেল আবদুল মুত্তালিবের কণ্ঠ, তিনি আমিনাকে ডাকছেন। তিনি বলেন, ঐ রাতেই তিনি তাঁদের বিয়ের উৎসব পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে আবদুল্লাহ মুক্ত মনে ঐ বণিক দলের সাথে যেতে পারবে।'

একটা বড় ধরনের ভোজের আয়োজন করা হল। কুরাইশদের সব প্রধান ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের সবাইকে দাওয়াত করা হল। অতিথিদের খাদ্য পরিবেশন করার জন্য অনেক উট জবাই করা হল। ঐতিহ্যবাহী আরবীয় নৃত্য 'ডাবকা' পরিবেশন করা হল। একজনের হাত অন্যের কোমরে রেখে অর্ধ বৃত্তাকারে লোকগুলো দাঁড়াল - বাঁশির সুরের তালে তালে তারা দুলল এবং নৃত্য করল। বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন লোক বাঁশি বাজাল। নর্তকদের নেতারা গান গাইল। গান, ড্রামের শব্দ ও তাম্বুরার ধ্বনি গভীর রাত পর্যন্ত চলল। নৃত্য ও গায়কদলের আনন্দ-উল্লাস শেষ হওয়ার পূর্বেই অতি প্রত্যুষের আলোর আভা দেখা গেল।

আমরা যদি পৌরাণিক কাহিনী বিশ্বাস করি, তাহলে বলা যায়, ঐ রাতটি শুধু আনন্দ ও উল্লাসের রাতই ছিল না। অনেক পরিবারের জন্য ঐ রাতটি ছিল দুঃখ ও শোকের। কথিত আছে, কমপক্ষে দু'শ' কুরাইশ কুমারী মেয়ে আবদুল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার প্রতিদান না পেয়ে হতাশায় জীবন বিসর্জন দেয়।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা বণিক যাত্রীদলের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আবদুল্লাহ আমিনার গৃহ ত্যাগ করেন। কোন কিছু না জেনেই হোক অথবা প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে সচেতন থাকার জন্যই হোক, আবদুল্লাহ ফাতিমার গৃহের দিকে রওয়ানা দিলেন।

ফাতিমার গৃহে যখন তিনি পৌঁছলেন, তখন প্রায় রাত হয়ে গেছে।

অত্যন্ত উৎসাহের সাথে ফাতিমা তাঁকে সম্ভাষণ জানালেন এবং তাঁকে তাঁর জন্য সাজানো কামরায় নিয়ে গেলেন। ঐ কামরায় ছিল গাঢ় লাল রঙের আসবাব-পত্র। সিরিয়ার তৈরি পিতলের লণ্ঠন থেকে মৃদু আলোর আভা ছড়িয়ে পড়ছিল।

কিন্তু ফাতিমার উৎসাহী ও উত্তেজক কথার পরিবর্তে আবদুল্লাহ থেমে থেমে বললেন : 'আমি গভীরভাবে চিন্তা করেছি। প্রতিজ্ঞা মোতাবেক আমি তোমার কাছে এসেছি।'

আবদুল্লাহ গৃহে প্রবেশের পর থেকে ফাতিমা সব সময় তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্টাচার, তাঁর সম্ভাষণ এবং তাঁর সামগ্রিক আচরণ লক্ষ্য করেছেন। কামরার মৃদু আলোয় তিনি তাঁকে নীরব ও কোন কথা বলতে অনাগ্রহী

www.pathagar.com

দেখতে পেয়ে তাঁর প্রথম ধারণা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হন। আহত পাখির মত তাঁর হৃদয় প্রচন্ডভাবে ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাঁর এ অবস্থা সম্পর্কে আবদুল্লাহ কিছু জানেন না, এ কথা তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

উভয়েই নীরব রইলেন।

অবশেষে প্রায় জোর করেই ফাতিমা বললেন ঃ 'আমি জানি আবদুল্লাহ, আমি জানি। আমি আপনার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি। আপনাকে এত গভীরভাবে ভালবাসি যে, আমি প্রতারিত হতে পারি না, বা আমি যা চিন্তা করেছি তা-ও উড়িয়ে দিতে পারি না। গতকাল আপনার মুখের অবস্থা যেমন ছিল, আজ তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আবদুল্লাহ, এখান থেকে চলে যাওয়ার পর আপনি কী করেছেন? আপনার মুখমন্ডল থেকে আমার জন্য যে আলো বিচ্ছুরিত হয়েছিল, তার কী হয়েছে? অধিকার হিসেবে ঐ আলো আমার। আপনি যদি আজ এখানে না আসতেন, তাহলে আমি এ নির্বাক মলিন চেহারা দেখতাম না, আমি আপনার সেই উজ্জ্বল চেহারার স্মৃতি নিয়েই থাকতাম...সত্যের দৃশ্য মাঝে মাঝে কতই না দুঃসহ হয়! আমি আপনার প্রতিটি অঙ্গ থেকে যে আবেগ, যে ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্য করেছি, তা এখন কোথায়? আপনার মধ্যকার সবকিছুই এখন নীরব, শান্ত। সবকিছুই যেন মৃত, কোথায় যেন সব চলে গেছে! আত্মাবিহীন দেহের মত আপনার কথা এখন প্রাণহীন। দুর্ভাগ্য আমার.... দুর্ভাগ্য আমারই......।'

ফাতিমার অন্য সব কথা চোখের পানি ও সীমাহীন মানসিক দুঃখের মাঝে স্তব্ধ হয়ে গেল। তাঁর গলা শুকিয়ে গেল, চোখের পানিতে দৃষ্টি প্রচ্ছন্ন হয়ে উঠল। তাঁর প্রতি আবদুল্লাহর দয়া হল। তিনি বললেন ঃ 'ফাতিমা, আমি তোমাকে সব সময় ভালবাসব। আমি আমার নিজের বোনকে যেমন ভালবাসি, তেমনিভাবে তোমাকে ভালবাসব। কারণ, খোদা বোধ হয় এটাই চান এবং এছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই। তোমার প্রতি আমার অনুরাগ সম্পর্কে খোদা সাক্ষী। আমার জীবনপটে অতুলনীয় আমিনা যদি উদয় না হত, তাহলে তুমিই সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে। কিন্তু নিয়তিকে পরিবর্তন করা যায় না। তুমি নিশ্চয়ই এটা লক্ষ্য করেছ, আমি যদি তোমার জন্য কিছুটা সহানুভূতিশীল না হতাম, তাহলে এখানে আসতাম না। আমি মরুযাত্রী দলের সাথেই চলে যেতাম।'

ফাতিমা তাঁর আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন ঃ 'তাহলে যান, আবদুল্লাহ। আপনি যান। আপনার সফর শান্তিময় হোক, আপনার জীবন সুন্দর হোক - এই আমার প্রার্থনা। কে জানে, আপনি যদি আমার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতেন, তাহলে হয়ত আপনার জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যেত। কিন্তু আপনিই বলেছেন - ভাগ্যকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। এটা খোদারই কাজ ঃ প্রত্যেক মানুষের জন্য ভাগ্য নির্ধারিত আছে এবং তা অবশ্যই ঘটবে। যান আবদুল্লাহ, ... শান্তির সাথে যান!'

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কথার কোন জবাব তিনি খুঁজে পেলেন না। তাঁর দু'চোখ থেকে নির্গত বাঁধভাঙা অশ্রু না দেখার জন্য তিনি মাথা নিচু করেই কামরা ত্যাগ করলেন। এক মুহূর্তের জন্য তাঁর ছায়া ঘরের দরজার ওপর পড়ল। এরপর ঐ কামরা শূন্য হয়ে গেল। ফাতিমার মনে হল, সারা বিশ্বই যেন তাঁর জন্য শূন্য হয়ে গেল।

ফাতিমা তাঁর অদমনীয় প্রবল আবেগকে দমন করতে পারলেন না। আবদুল্লাহ্র জন্য যে বিছানা তিনি সাজিয়ে রেখেছিলেন, তার ওপর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বালিশের মাঝে তিনি মাথা গুঁজে রাখলেন। তাঁর অন্তরের গভীর থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। মানসিক উত্তেজনা স্তিমিত হওয়ার সাথে সাথে তাঁর দু'চোখ থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

www.pathagar.com

একটি অপরূপ অপচ্ছায়া

'আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের এক আদর্শ পুত্রকে ধারণ করেছেন।'

সমুদ্রের ঢেউ-এর মত মক্কা থেকে মরুযাত্রী দলটি যাত্রা শুরু করল। সামান্য নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে উটগুলো ধীরে এবং সতর্কতার সাথে পা বাড়াল, তাদের মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে রইল। তাদের ছন্দময় গতিময়তায় মনে হয়, যেন একজন মানুষ নিঃশ্বাস ফেলছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে মরুযাত্রী দলকে এগিয়ে নিয়ে গেল একদল লোক - এরা হল যাত্রীদলের লোকদের বন্ধু, ব্যবসায়ী, মাতা, শিশু ও কুকুর। এরা সবাই তাদের বিদায় দিল কান্না, হাসি ও নানা কথার মাধ্যমে। অনেক যাত্রী পিছন দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখল, তারপর আবার সামনের দিকে তাকাল। মাথা থেকে তারা তাদের ঢিলা কাপড় ও রজ্জু-বন্ধনী খুলে ফেলল; অনেকে তাদের জিনের সাথে রাখা খামিরহীন আটা, খেজুর ও খেজুর রুটির ব্যাগ ঠিক আছে কিনা দেখে নিল।

আবদুল্লাহ্ তাঁর ঘোড়ার পিঠের ওপর বসে পেছন দিক ফিরে তাকালেন। তাঁর ঘোড়াটি ছিল সাদা ও রেশমী কাপড়ের মত উজ্জ্বল। সকালের সূর্যের আলোয় তা লাফিয়ে লাফিয়ে সব দিকেই তাকাচ্ছিল, সে তার মুখে প্রবিষ্ট লাগামের লৌহময় অংশ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছিল। মাঝে মাঝে সে আবদুল্লাহ্‌র হাতে ধরে থাকা লাগামে এমন জোরে টান দিচ্ছিল, যেন সে দ্রুতগতিতে চলতে পারে। মাঝে মাঝে সে একই স্থানে ঘুরছিল, কখনও সামনের দিকে যাচ্ছিল, কখনও পিছনের দিকে আসছিল, আবার কখনও বা পিছনের দু'পায়ের ওপর ভর করে সামনের দু'পা উপরের দিকে তুলছিল। জিনের সাথে ঝুলন্ত পেটি ও রেশমের থোবা ছিল নীল ও হলুদ সুতা দিয়ে তৈরি - এর শেষ দিকে ছিল গাঢ় লাল রঙের সুতার গোছা। এসব গোছা ছিল দোদুল্যমান। ঘোড়াটির লম্বা লেজ ছিল কাঁকড়ার লেজের মত উঁচু অবস্থায়। সকালের মৃদুমন্দ বায়ু ঐ লেজের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় মনে হচ্ছিল, তা ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

একটা উঁচু পর্বতের ধারে আমিনা একাই বসেছিলেন। তিনি দেখছিলেন, আস্তে আস্তে মরুযাত্রী দলটি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তবে তিনি উট চালনার ঘন্টাধ্বনি ও উট চালকের ঐতিহ্যবাহী গানের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন। আমিনা নিজের মনেই ঐ গানের কথা উচ্চারণ করলেন ঃ

'হাইদা....হাইদা.......হাইদা!
হে আমার উট,
তোমার সীমাহীন কঠোর পরিশ্রম ও ভারী
বোঝার জন্য বিরক্ত হয়ো না!
নির্মল পানির কূয়ার কাছে আমাকে
শীঘ্রই এবং নিরাপদে নিয়ে চল!'

আরবের উটগুলো উটচালকদের গান শুনতে ভালবাসত। উটগুলো যখন ধীর গতিতে ছন্দের তালে তালে চলত, তখনই এসব গান গাওয়া হত। দীর্ঘ ও ক্লান্তিজনক রাস্তা অতিক্রম করার সময় এসব গান উটদের চলার গতিকে সাবলীল করতে সাহায্য করত। গানের এক-একটা লাইন ছিল মানুষের একটা প্রশ্বাসের মত, আর প্রতিটি প্রশ্বাস হল উটের দীর্ঘ পদক্ষেপের সমান।

আবদুল্লাহর প্রস্থানের পর আবদুল মুত্তালিবও আমিনার চেয়ে কম দুঃখ পাননি। তিনি তাঁর স্ত্রীগণকে, বিশেষ করে সামারাকে পুত্রবধূর দেখাশোনার জন্য বিশেষভাবে নজর দিতে বলেন। আমিনা প্রায়ই সামারাকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন।

'সিরিয়া যাওয়ার রাস্তা কেমন? ঐ রাস্তায় কি যথেষ্ট কূয়া আছে? সিরিয়ার জলপাই গাছ দেখার জন্য যাত্রীদলকে কি সত্যি সত্যি এক মাস সময় লাগবে?'

প্রতি রাতেই আমিনা ঘুমাতে যেতেন আবদুল্লাহর কথা চিন্তা করতে করতে। প্রতিদিন সকালে তিনি ঘুম থেকে উঠতেন আবদুল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। আবদুল্লাহর চেহারায় তাঁর পিতা আবদুল মুত্তালিবের সাদৃশ্য ছিল। এজন্য তিনি প্রায়ই শ্বশুরের চেহারা দেখার জন্য উদগ্রীব থাকতেন।

অনেক সময় তিনি পর্বত ও শূন্য প্রান্তসীমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। কল্পনায় তিনি দেখতেন যে মরুযাত্রীদল ধীরে এবং ক্লান্ত অবস্থায় ফিরে আসছে, তাদের সাথে আছে প্রচুর পরিমাণ রেশম কাপড়, জলপাই তেল, বিভিন্ন ধরনের ধাতু এবং দামেশকের তৈরি সামগ্রী। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হত, তিনি উট চালকদের অতি জনপ্রিয় গান শুনছেন -

'হাইদা ..... হাইদা ...... হাইদা!
হে আমার উট,
সীমাহীন পরিশ্রম ও ভারী
বোঝার জন্য তুমি
বিরক্ত হয়ো না!'

www.pathagar.com

'আমার চিন্তা হয়, ফিরে আসার পর প্রথম সে কী কথা বলবে? আমি কি প্রথমে তাঁর কালো চোখ, না নরম হাতে চুম্বন করব? আমি কি আমার নীল ও হলুদ পোশাক পরব, না সাদা ঢিলা পোশাকটা পরব? ক্লান্তিকর সফর শেষে সতেজ হওয়ার জন্য আমি তাঁকে কী কথা বলব?'

এক রাতে আমিনা ঘুমাতে পারলেন না। রাতের গভীর অন্ধকার যেন তাঁর মনের ওপর ছায়া বিস্তার করল এবং তাঁর কাছে জীবনকে খুবই কষ্টকর মনে হল। তাঁর মনে হল, তাঁর সম্মুখে দীর্ঘ শূন্য জীবন, এমনকি তা সিরিয়া যাওয়ার পথের চেয়েও দীর্ঘ। তাঁর চারপাশে রাতের অন্ধকারের মত তাঁর চিন্তাধারাও অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। একটা শীতল হাত তাঁর জীবনীশক্তিকে যেন দৃঢ়রূপে চেপে ধরল। হতাশায় তিনি খোদার সাহায্য কামনা করলেন।

আরবরা যে মুহূর্তটাকে 'সত্যিকার ঊষা' বলে অভিহিত করে এবং যে মুহূর্তে ভোরবেলার উজ্জ্বলতা জানালার পাশে এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশের জন্য ইতস্তত করছিল, ঠিক সেই সময়ে অর্থাৎ খুব সকালে আমিনার ঘুম ভেঙে গেল। এ সময়ই তিনি সব সময় ঘুম থেকে জেগে উঠতেন। কামরার গভীর ছায়ার মধ্যে তিনি একটা চঞ্চল আলোকচ্ছটা দেখতে পেলেন। ঐ আলোকচ্ছটা গভীরভাবে দেখার জন্য তিনি কনুই-এর ওপর ভর করে মাথা উঁচু করলেন। তিনি দেখলেন, দুধের মত সাদা মেঘের আকৃতিতে একটা কিছু তাঁর দিকে তরঙ্গায়িতভাবে এগিয়ে আসছে। তাঁর হৃদয়ের স্পন্দন থেমে গেল এবং তিনি নিঃশ্বাস নিতে পারলেন না। তাঁর দৃষ্টি ঐ অপরূপ অপচ্ছায়াকে অনুসরণ করল। তিনি দেখলেন, ঐ ছায়াটি এসে তাঁর বিছানার ওপরই বসল।

কোমল কণ্ঠে তিনি ডাকলেন ঃ 'আমিনা.....।'

ঐ কণ্ঠে তিনি আবার ডাকলেন। জোরে নয়। আমিনার কানে ঐ কণ্ঠ ভেসে এল ফিস্‌ফিস্ শব্দের মত, রেশমী কাপড়ের মত কোমল কণ্ঠ।

'আমিনা....।'

তাঁর মন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল এবং তিনি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন।

ঐ কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল ঃ 'আপনি কি জানেন না অন্য একটা সত্তা আপনার মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে?'

আমিনা প্রবল আবেগে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'অন্য একটি সত্তা?'

'হ্যাঁ, আপনি মা হয়েছেন। এটাই আপনার ভাগ্য যে, আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের এক আদর্শ পুত্রকে ধারণ করেছেন।'

আমিনা তাঁর বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়লেন এবং ঐ অপচ্ছায়ার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে সামান্য শীতল বাতাস বেরিয়ে গেল।

সকালের মৃদুমন্দ ঠান্ডা হাওয়ার সাথে প্রত্যুষের আলো কামরার মধ্যে প্রবেশ করল।

www.pathagar.com

মনের চেয়ে হৃদয় দেখে গভীরভাবে

'আহত কবুতরের মত তাঁর হৃদয় কম্পিত হল বার বার।'

ঊষাকাল থেকেই মক্কায় ড্রাম বাজানো হচ্ছিল। সব দোকান ছিল বন্ধ, সব রাস্তা ও গৃহ ছিল জনশূন্য। সব লোক যেন শহর ছেড়ে বাইরে চলে এসেছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে লোকগুলো বিভিন্ন পর্বতে জড়ো হয়েছিল। তাদের পরনে ছিল নতুন লাল ও হলুদ রঙের পোশাক। চোখে কাজল ও পায়ে রূপোর মল পরে মহিলারা তাদের শিশুদের হাত শক্ত করে ধরে খেজুর রুটি বিক্রেতা হকারদের সাথে দর কষাকষি করছিল।

অন্য স্থানে কবিরা তাদের কবিতা আবৃত্তি করছিল। তাদের চারপাশে লোক জড়ো হয়েছিল, তারা তাদের কবিতার প্রশংসা করছিল। অন্যস্থানে চাবণ গায়করা সমবেত হয়েছিল, একজন গায়ক বাঁশির সুরের সাথে গান শুনাচ্ছিল এবং একটা মেয়ে খঞ্জনির তালে তালে নৃত্য করছিল। অন্য এক স্থানে লোকেরা জড়ো হয়েছিল একজন নিপুণ ঢুলীকে কেন্দ্র করে।

মাঝে মাঝে লোকেরা সিরিয়ার দিকে শূন্য দিগন্তের প্রতি তাকাচ্ছিল। ঐদিন সকালে ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হয়, সিরিয়া থেকে মরুযাত্রী দল ফিরে আসছে। এ সংবাদ শুনে শহরের সব লোক তাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনার জন্য বেরিয়ে পড়ে। দু'টো পর্বতের মাঝের এক রাস্তায় হঠাৎ ধূলিমেঘ দেখা গেল; অতঃপর কয়েকটা অস্পষ্ট বিন্দুর মত দেখা গেল এবং তা ক্রমে একটা সারির সাথে মিলে গেল। আস্তে আস্তে মরুযাত্রীর পুরো দলটাই দৃষ্টিগোচর হল। প্রতিটি পশুর ওপর ছিল ভারী বোঝা - নেতৃস্থানীয় উটটি ছিল সবার আগে। রেশম কাপড়ের থোবা দ্বারা শোভিত ঐ উটটিকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল - এর মাথার ওপর লম্বা লোমের ঝুঁটি এপাশ-ওপাশ দুলছিল। উটটির কালো চোখ যেন গর্বের সাথে চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল।

www.pathagar.com

ঐ মরুযাত্রী দলটির দিকে লোকেরা দৌড়িয়ে যাচ্ছিল। আবদুল মুত্তালিবের পুত্ররা তাদের হালকা বাদামি রঙের ঘোড়ায় চড়ে সেদিকে ছুটে গেল। আমিনা ভারসাম্য বজায় রেখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না বা এগিয়ে যেতেও পারছিলেন না। তাঁর নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। হাতের কারুকার্যখচিত বালা দেহের ওপর প্রবল আঘাত না করা পর্যন্ত তিনি তাঁর হাতের কব্জি নিষ্পেষণ করছিলেন। তিনি লক্ষ্য করছিলেন, আবদুল মুত্তালিবের পুত্রদের হালকা বাদামি রঙের ঘোড়াগুলো সূর্যের কিরণে জ্বলজ্বল করছে। তারা মরুযাত্রী দলের কাছে গিয়ে উপনীত হল, নেতৃস্থানীয় অশ্বারোহীদের সাথে মিলিত হল এবং কয়েক মিনিট পর তারা ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে এল।

'আমি দেখছি আবদুল্লাহ তাঁর ভাইদের সাথে ঘোড়ায় চড়ে ফিরে আসছেন!'

কিন্তু তাঁর হৃদয় কোন প্রতি-উত্তর দিল না; আহত কবুতরের মত তাঁর হৃদয় কম্পিত হল বার বার।

মনের চেয়ে হৃদয় দেখে গভীরভাবে।

আবদুল্লাহ ঐ মরুযাত্রীদলের সাথে ছিলেন না...।

www.pathagar.com

কোথায় ছিলেন তিনি?

তাঁকে আকাশে অন্বেষণ কর,
চাঁদের মত তিনি জ্বলজ্বল করছেন পানিতে;
তুমি যখন পানির কাছে আসো,
তখন তিনি পলায়ন করেন আকাশে।
অসীমের মাঝে তাঁকে অন্বেষণ কর,
তিনি তোমাকে সীমার মাঝে খুঁজতে বলবেন;
তুমি যখন সীমার মাঝে অন্বেষণ কর,
তিনি তখন পলায়ন করেন অসীমের মাঝে।

- শামস্-এ তাবরিজ

ছাগলের লোমের একটা সাধারণ কার্পেটের ওপর আবদুল মুত্তালিব বসে ছিলেন। তাঁর চুতর্দিকে ছিলেন তাঁর পুত্র-স্ত্রীগণ।

নাতিলা কথা বললেন ঃ 'চিন্তা করবেন না আবদুল মুত্তালিব। আবদুল্লাহ সুস্থ হয়ে উঠবে। ইয়াছরিবে আপনার আত্মীয়-স্বজন তাঁর দেখাশোনা করবে। আপনি শীঘ্রই তাঁকে দেখতে পাবেন, যে ঘোড়ায় চড়ে সে মক্কা ত্যাগ করেছিল, সেই সুন্দর সাদা ঘোড়া বোরাকের পিঠে আরোহণ করে সে আনন্দচিত্তে ফিরে আসছে।'

অবশেষে আবদুল মুত্তালিব মুখ খুললেন। তিনি হারিছের দিকে লক্ষ্য করে কথা বললেন। এ হারিছই শিশুকালে সব সময় তাঁর পিতার সাথে থাকতেন। জমজম কূপ থেকে মাটি তোলার কাজে তিনিই তাঁর পিতাকে সাহায্য করেন।

আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ 'হারিছ, তুমি যাও - ইয়াছরিবে যাও। সেখানে গিয়ে তোমার ভাইকে দেখাশোনা কর এবং তাকে তোমার সাথে করে নিয়ে এস। মৃত্যু লক্ষ্য করুক, ঐ যুবকটি একা নয় - তার অনেক সাহসী ও অনুগত ভাই আছে। সে এতীম নয় যে, মৃত্যু তাকে দূরে কোথাও নিয়ে যাবে এবং অপরিচিত অবস্থায় তাকে কবর দেওয়া হবে।'

ঐদিনই হারিছ তাঁর এক কুঁজবিশিষ্ট অত্যন্ত দ্রুতগামী উট দাহলুলকে নিয়ে ইয়াছরিবের পথে যাত্রা করলেন। দাহলুল এমন দ্রুতগতিতে চলল, মনে হল, একগুচ্ছ তুলাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেল।

www.pathagar.com

দাহলুলের দেহ ছিল পাতলা, ছোট মাথা, পুরুষ হরিণের মত সরু পা। তার গায়ের লোম ছিল রেশম কাপড়ের মত উজ্জ্বল। বাতাসের মধ্য দিয়ে সে যখন দৌড়াত, তখন মনে হত, একটা পাখাবিশিষ্ট পরী উড়ে যাচ্ছে এবং তার পেছনের লাল ঝুঁটি বাতাসে উড়ছে। হারিছ কাঠের জিনের ওপর শক্ত করে বসেছিলেন। জিনের সামনের উঁচু অংশ তিনি হাত দিয়ে ধরে ছিলেন। তার পাশে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা ছিল খোদিত তলোয়ার। মরুভূমির গরম হাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁর মুখে বাঁধা ছিল নীল ও সাদা রঙের ডোরাকাটা কাপড়। মরুভূমির রাস্তা চেনার জন্য তাঁর চোখ দু'টো কেবল খোলা ছিল। মাঝে মাঝে তিনি ডালিম গাছের নরম ডাল দিয়ে উটের ঘাড়ে টোকা দিচ্ছিলেন। এতে উটটি তার সারা দেহ দুলিয়ে যেন সাড়া দিচ্ছিল। তিনি খাদ্য খাওয়ার জন্যও থামেননি। তাঁর পিতার একটা কথাই বার বার তাঁর মনে উদয় হচ্ছিল ঃ 'মৃত্যু লক্ষ্য করুক যে, আবদুল্লাহর অনেক সাহসী ও নির্ভীক ভাই আছে।' তাঁর ক্ষুধা পেলে তিনি কয়েক টুকরা খেজুর-রুটি খেয়েছেন। দাহলুলের জিনের সাথে ঝুলন্ত ব্যাগে তাঁর মা ফাতিমা পথে খাওয়ার জন্য খেজুর-রুটি দিয়েছিলেন। রুটি খাওয়ার পর তিনি পানির মশক টেনে তা থেকে পানি পান করেছেন।

অন্ধকার গভীর রাতের মাঝামাঝি সময়ে হারিছের ক্লান্তি ও অবসাদ সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। তবু তিনি নিজের চেয়ে উটটির প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখছিলেন। তিনি তাঁর হাতে থাকা ডালিম গাছের নরম ডাল দিয়ে উটটির গলায় মৃদু পরশ বুলিয়ে ক্লান্ত কণ্ঠে বলেন ঃ 'বাখ্! বাখ্!'

উটটি তার পেছনের দিকটা নিচু করে সামনের দু'পা মুড়িয়ে মাটির ওপর বসল। হারিছ উটের ওপর থেকে নেমে এলেন। তিনি মাটির ওপর শুয়ে পড়লেন, তাঁর মাথাটা রইল দাহলুলের ঘাড়ের ওপর। ক্লান্তি দূর করার জন্য তিনি সামান্য সময়ের জন্য ঘুমাতে চাইলেন। হারিছ যেন আরামে ঘুমাতে পারে, এজন্য দাহলুল তার ঘাড় একেবারে শিথিল করে দিল। কিন্তু দিগন্ত সীমায় ঊষার আলো উদ্ভাসিত হওয়ার বা নীড় থেকে পাখিরা বেরিয়ে আসার আগেই দ্রুতগামী ঐ উটটি আবার তার আরোহীকে নিয়ে যাত্রা শুরু করল।

কয়েক দিন ও রাতের এ সফরে হারিছ খাদ্য গ্রহণ ও বিশ্রামের জন্য যাত্রা-বিরতি করলেন না। দাহলুল খেলো শুধু মরুভূমির কাঁটাগাছ।

হারিছ অবশেষে ইয়াছরিবের খেজুর বাগান দেখতে পেলেন। দাহলুল মনে হয় আরও ক্ষীণ হয়ে গেছে। তার ঘর্মাক্ত লোমে মরুভূমির ধুলোবালি মিশে একাকার হয়ে গেছে। মশকের পানি ফুরিয়ে গিয়েছিল। হারিছ জানতেন, ইয়াছরিবের পানি রঙিন ও ফ্যাকাশে ধরনের, কারণ ঐ পানিতে পশুর পাল লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ে। তাঁর প্রিয় দাহলুলও হয়ত ঐ পানি পান করতে পারবে না। তিনি ইতোমধ্যে কুবায় পৌছলেন। উজ্জ্বল সবুজ মাঠের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার সময় তিনি রাস্তার পাশ

www.pathagar.com

দিয়ে প্রবাহিত সরু একটা পানির রেখা দেখতে পেলেন। 'নাউর' নামে পরিচিত একটা যন্ত্রের সাহায্যে একজন আরব কৃষক কূয়া থেকে পানি তুলছিল। একটা কৃশকায় দুর্বল গরু বৃত্তে একটা চাকাকে ঘুরাবার জন্য একই বৃত্তে ধীরে ধীরে ঘুরছিল এবং তার সাথে সাথে শিকল দিয়ে বাঁধা বাক্সের মত বালতি ভরা পানি উঠছিল কূয়ার মধ্য থেকে। সাধারণ একটা গান গেয়ে লোকটি ঐ কৃশকায় গরুকে ঘোরার জন্য উৎসাহিত করছিল। একদিক থেকে খালি বালতি কূয়ার মধ্যে পড়ছিল এবং অন্যদিক থেকে বালতি ভরা পানি উঠে আসছিল। ঐ পানি এসে পড়ছিল একটা জলাধারের মধ্যে। ঐ পানি থেকে হারিছ তাঁর উটকে পানি খাওয়াল এবং নিজেও দু'হাত ভরে পানি পান করলেন। তিনি হাত-মুখ ধুয়ে কিছুটা সতেজ হলেন। এরপর তিনি বিশ্রাম নেওয়ার জন্য খেজুর গাছের তলায় শুয়ে পড়লেন।

পানি সেচ করার জন্য খননকৃত পরিখায় একজন লোক কাজ করছিল। তার কাঁধে ছিল একটা কোদাল। হারিছকে দেখে সে থামল এবং অতঃপর সে তাঁর কাছে এগিয়ে এল।

সে জিজ্ঞাসা করল ঃ 'তুমি কি মক্কা থেকে এসেছ?'

হারিছ উত্তর দিলেন ঃ 'হ্যাঁ।'

কৃষকটি আবার জিজ্ঞাসা করল ঃ 'তুমি কে?'

হারিছ উত্তর দিলেন ঃ 'আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র।'

কৃষকটি তার মাথা নাড়াল।

'তুমি কি আবদুল্লাহর খোঁজে এসেছ? সে এখন বনি-নাজ্জার গোত্রের তার সম্পর্কীয় ভাইদের সাথে নেই।'

হারিছ অতি দ্রুত জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'সে কি মক্কায় ফেরত গিয়েছে?'

বিচক্ষণতার সাথে ঐ কৃষক জবাব দিল ঃ 'না।'

হারিছ অনুনয় করে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'তাহলে সে কোথায় গিয়েছে?'

কৃষকটি ক্ষণিকের জন্য চুপ করে রইল।

'এস, এখান থেকে আবদুল্লাহ খুব বেশি দূরে নেই।'

হারিছ তাঁর উটের প্রসারিত দড়ি ধরে মাঠের মধ্য দিয়ে বৃদ্ধ লোকটিকে অনুসরণ করলেন। সাদা ও কালো শিস গাছ ও ফুলের মাঝ দিয়ে তারা এগিয়ে চললেন - ফুল ও ফলের তীব্র সুগন্ধ তারা অনুভব করলেন।

সারি সারি গাছ লাগানো রাস্তা দিয়ে তাঁরা ইয়াছরিবের পথ ধরলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তাঁরা রাস্তা থেকে নামলেন। একটা স্থানে এসে তারা দাঁড়ালেন, ঐ স্থানটির মাটি তখনও ছিল নতুন। ঐ নতুন মাটির মাঝখানে একখন্ড পাথর রাখা ছিল।

www.pathagar.com

বেদনাভরা কণ্ঠে ঐ বৃদ্ধ লোকটি বলল ঃ 'আবদুল্লাহ্ এখানেই! খোদার ইচ্ছা ছিল না যে, এ সুন্দর যুবক লোকটি অন্যান্য আরব লোকদের মত যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করে সম্মানিত হোক। তিনি মারা গেছেন অসুস্থতার কারণে।'

হারিছ তাঁর উটের লাগাম বাহুর ওপর রেখে জানু পেতে বসে পড়লেন। মাটির ওপর হাত রেখে মুঠো করে তা ধরলেন। তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে মাটি বেরিয়ে এল। তিনি আশা করছিলেন বলে মনে হয় যে, তিনি তাঁর ভাইকে মাটি থেকে তুলে আনবেন এবং মৃত্যুর হাত থেকে তাঁর ভাইকে ছিনিয়ে আনবেন।

লাগামে টান পড়ার জন্য দাহ্‌লুলও সামনের দু'পা নিচু করে মাথা নত করল। মনে হল, সে-ও ঐ কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছে...। বিড় বিড় করে আপন মনেই সে শব্দ করে যাচ্ছিল। কৃষকদের ক্ষুদ্র একটি দল এ দৃশ্য দেখল।

www.pathagar.com

ফাতিমার দুঃখজনক ভাগ্য

হৃদয় থেকে ভালবাসা বহিষ্কৃত হলে, তার আবরণ থেকে যুক্তি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

- জালালুদ্দীন রুমী

খেজুর ও আঙ্গুরের পানীয় দ্বারা বোতল পূর্ণ ছিল, চীনামাটির ছোট ছোট কাপ ও সোনার বাটিতে রাখা তরল বস্তু সাদা বাতির চঞ্চল আলোকচ্ছটায় উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। এসব আয়োজন ছিল ফাতিমার কামরায়। সাদা ঢিলা পোশাকে সজ্জিত একটি কালো রঙের মেয়ে অতিথিদের তা পরিবেশন করার জন্য অপেক্ষায় ছিল। ঐ মেয়েটি হল ফাতিমার পিতা মুর খাতামির ক্রীতদাসের মেয়ে। একটা বড় রূপার ট্রের ওপর ছোট ছোট খোদিত পিতলের থালার ওপর ছিল মধু, দুধের সর ও সিরিয়ার পেস্তা বাদাম।

ফাতিমার পরনে ছিল একটা উজ্জ্বল লালবর্ণের ঢিলা পোশাক। ঐ পোশাকে ছিল হৃৎপিন্ডের আকারের মত চিহ্ন খোদিত। তাঁর চুল ছিল রাতের অন্ধকারের মতই কালো, তিন ভাঁজ দিয়ে বাঁধা। এর মৃগনাভির মত সুবাস ফাতিমা যে পানীয় পান করছিলেন, তার সুমিষ্ট গন্ধের সাথে মিলে একাকার হয়ে গেল।

তাঁর পাশে উজ্জ্বল রঙের রেশমী কাপড়ের তৈরি গদির ওপর বসেছিলেন লায়লা। তাঁর মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে। তিনি আলতোভাবে তর্জনি দিয়ে পেস্তা বাদাম তুলছিলেন। তিনি কিছু চিন্তা করছিলেন বলে মনে হয়।

তিনি ফাতিমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'প্রত্যেকটি রাতই তুমি এভাবে কাটাও? প্রতি রাতেই তুমি পানীয় পান কর? সারা রাত তুমি বসে থাক? তোমার আনন্দ উপভোগে আকাশের তারা কখনও শ্রান্ত হবে না, কারণ রাতে উজ্জ্বল থাকতেই তারা অভ্যস্ত। কিন্তু তুমি? তুমি এভাবে প্রতিটি রাত কাটাতে পারো না। তোমার সুন্দর চোখ নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। তোমার আকর্ষণীয় চেহারা, তোমার ভাল স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেছে। এমনকি তোমার সুনামও নষ্ট হয়ে গেছে। তোমার প্রতিবেশীরা তাদের ঘরের দরজা ও জানালার আড়াল থেকে তোমার ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তোমার ঘরে সব সময় লোক যাতায়াত করে, এটা তারা দেখে। তারা তোমাকে নিয়ে নানা কথা বলতে শুরু করেছে।'

www.pathagar.com

ফাতিমা পুরোপুরি অবজ্ঞাভরে বললেন ঃ 'তাদের যা খুশি বলুক। পানীয় আর আয়োজিত এসব অনুষ্ঠান আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। দুঃখের হাত থেকে এসব আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। রাতে আমার দুঃখ আরও অসহনীয় ও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। খোদা যদি রাত না সৃষ্টি করতেন, তাহলে কতই না ভাল হত!'

সহানুভূতির সাথে লায়লা বললেন ঃ 'তোমার কি নিজের জন্য দুঃখ হয় না?'

'নিজের জন্য দুঃখ?' ফাতিমা অত্যন্ত ঘৃণার সাথে বললেন ঃ 'আমি সবকিছু ভুলে যেতে চাই, আমার আওতায় যে কোন উপায়ে হোক, আমি বিস্মৃতির অতল গহ্বরে ডুবে যেতে চাই। আমি উন্মত্ততাকে শুধু এজন্য ভালবাসি যে, তা সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। একই কারণে আমি মৃত্যুকেও ভালবাসি। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এসবের মাধ্যমে মৃত্যুর ফল ভোগ করতে চাই।'

'তোমার ঘরে যেসব যুবক কুরাইশ সব সময় যাতায়াত করে এবং যারা তোমার সুনামকে তাদের পদতলে পিষ্ট করেছে, তাদের মধ্যে তুমি নিশ্চয়ই একজনকে ভালবাস?'

ফাতিমা জোরে শ্লেষাত্মক হাসি হাসলেন।

লায়লা আবার বললেন ঃ 'তাই না?'

দুঃখভরা কণ্ঠে ফাতিমা বললেন ঃ 'হতে পারে.....। কিন্তু কাউকে ভালবাসার মত হৃদয় এখন আর আমার নেই.....।'

লায়লা বিস্ময়ের সাথে বললেন ঃ 'তোমার হৃদয় কি এখনো আবদুল্লাহর কাছে আছে?'

ফাতিমার কণ্ঠ থেকে সব তিক্ততা অন্তর্হিত হয়ে গেল। তিনি আনন্দপূর্ণ আবেগের সাথে বললেন ঃ 'আমি আমার দু'টো চোখের চেয়ে তাঁকে বেশি ভালবাসি। একবার আমার মনে হয়েছিল, তাঁর চেহারা থেকে ভালবাসার দীপ্তি অন্তর্হিত হয়ে গেলে কখনই আমি আর তাঁকে ভালবাসব না। কিন্তু উন্মত্ততার এসব রাতে আমার এ শিক্ষা হয়েছে যে, তিনি মারা গেলেও আমি তাঁকে ভালবাসব।'

তাঁর চোখে পানি এল। লায়লা যেন তাঁর চোখের পানি না দেখতে পায়, এজন্য তিনি চোখ বন্ধ করলেন। অথবা এমনও হতে পারে, তিনি তাঁর নিজের মধ্যে মূল্যবান ঐ অশ্রু রেখে দিতে চান। তবু দু'ফোঁটা অশ্রু তাঁর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল, যেন মুক্তার দু'টো ফোঁটা ঝরে পড়ল।

লায়লা দুঃখভরা কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন ঃ 'ফাতিমা, ফাতিমা!'

কিন্তু ফাতিমা তাঁর কথার জবাব দিলেন না। মৃদু কণ্ঠে তিনি বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলেন কয়েকটা লাইন ঃ

'আকাশে এক খন্ড মেঘ দেখা গিয়েছিল;
ঐ মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরলো,

www.pathagar.com

পৃথিবী পর্যন্ত ঐ বৃষ্টি এল ঝালর দ্বারা শোভিত হয়ে,
উজ্জ্বল জরির পর্দার মত।
আমার মনে হল
আমি দেখলাম প্রত্যুষের উজ্জ্বল আলোর মত।
পর্দার সুন্দর প্রান্তসীমা আলোকিত করে তা এল।
আমার আশা ছিল
আমিও উন্নীত হবো মর্যাদাপূর্ণ উচ্চতায়;
কিন্তু পাথরে আঘাত করে সবাই
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে না।
ঐ মূল্যবান ও মর্যাদাকর বস্তুটা
আমিনা নিয়ে গেল
চুরি করে।
চুরি করে সে নিয়ে গেল ঠিকই,
কিন্তু তার মূল্য সে জানতে পারেনি।'

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে লায়লা বললেন ঃ 'ফাতিমা, ফাতিমা। তোমার জীবনে আবদুল্লাহর কোন স্থান কখনও ছিল না। তুমি তাঁকে ভুলে যাও।'

'হ্যাঁ,' মৃদুভাবে ফাতিমা বললেন ঃ 'আমার জীবনে তাঁর কোন স্থান ছিল না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তিনি আমার অন্তর থেকে অন্তর্হিত হয়েছেন...।'

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তিনি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মৃত্যুর দিনের বিষাদের ছায়ার মত তাঁর চোখে-মুখে দুঃখের ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠল।

কোমল কণ্ঠে লায়লা বললেন ঃ 'প্রিয় বন্ধু আমার। তুমি এভাবে জীবন নষ্ট করছ, এটা খোদার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।'

ফাতিমা তাঁর স্থান থেকে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

'কী বললে তুমি? খোদা? খোদা যদি সত্যি সত্যি চাইতেন আমি জীবিত থাকি, তাহলে তিনি আমার হৃদয়ে এমন আঘাত দিলেন কেন?'

'ফাতিমা, ফাতিমা, তুমি কী বলছ?'

'আমি কী বলছি? এ কথাগুলো আমার শোকে মুহ্যমান হৃদয়ের কয়েকটি কথা মাত্র।'

কালো মেয়েটি একটা রূপার ট্রে-র ওপর লাল পানীয় ভর্তি দু'টো গ্লাস নিয়ে এল। ফাতিমা একটা গ্লাস লায়লাকে দিলেন। কিন্তু লায়লা তা গ্রহণ না করে বললেন ঃ 'আমার দেহের হাড় এমনই ঠান্ডা যে, এসব জিনিস দিয়ে তা গরম করা যাবে না। তোমারও বেশি পান করা উচিত নয়।'

ফাতিমা বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন ঃ 'আমি পান করব, তোমার জন্যও আমি পান করব। গ্লাসের কোণায় আমি যখন আমার ঠোঁট লাগাই, তখন আমি আমার দুঃখ-কষ্ট ঐ গ্লাসের মধ্যে ঢেলে দেই। আবার যখন ঐ গ্লাস থেকে আমি কিছু

www.pathagar.com

গ্রহণ করি, তখন আমি সেই দুঃখ-কষ্ট ধীরে ধীরে আমার গলার মধ্যে ঢেলে দেই তিক্ততার সাথে। জাফরান সৌরভ মিশ্রিত ঐ পানীয় গিলে আমি আমার দুঃখ-কষ্টকে হজম করি। এভাবে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা আমার জন্য সহজ হয়। দুঃখ-কষ্টের সাথে পানীয় মিশ্রিত না হলে তা মরুভূমির কাঁটাগাছের মত তীক্ষ্ণভাবে ফোটে। তুমি যদি আমার কল্যাণ কামনা কর, তাহলে এভাবে আমার ব্যথা ও দুঃখ ভুলতে দাও। আমাকে একা থাকতে দাও, আমাকে পান করতে দাও।'

তিনি তাঁর গ্লাসটি হাতে নিলেন এবং গ্লাসের মধ্যের সবটুকু পানীয় গলায় ঢেলে দিলেন। এক ফোঁটা পানীয় তাঁর ওষ্ঠে লেগেছিল - ঐ ফোঁটাটা দেখাচ্ছিল পদ্মরাগমণির মত।

'তুমি যদি এখনই পান করতে শুরু কর, তাহলে তোমার বন্ধুরা আসলে কী করবে?'

ফাতিমা খুবই স্বাভাবিকভাবে হাসলেন। তিনি বললেন ঃ 'আমি তখনও পান করব। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি সোজা হয়ে বসে থাকতে পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি পান করব। তারপর আমার ক্রীতদাসীরা আমাকে ধরে আমার বিছানায় নিয়ে যাবে। আমি ঘুমিয়ে পড়ব। এ ধরনের ঘুম থেকে আমি যদি আর কখনও জেগে না উঠতাম!'

'কিন্তু কেন? কেন এ হতাশা?'

'আমার সব হতাশা সত্ত্বেও আমার মনে হয়, আমার জীবনের শূন্য দিগন্তের আকাশে আমি একটা তারা দেখতে পাই। ওটা খুবই দূরে এবং আকাশে তা খুবই ক্ষুদ্রভাবে দেখা যায়। আর এখানে, আমার অন্তরের গভীরে আছে ভালবাসা, যা ঘৃণাকে লুকিয়ে রাখে। দূরের ঐ ছায়া তা যতই অস্পষ্ট, সম্ভবত কাল্পনিকই হোক না কেন, তা আমাকে জীবনের বন্ধন ছিন্ন করা থেকে প্রতিহত করে। ঐ তারা না দেখতে পেলে আমি খুশি হতাম। কারণ চরম হতাশা এক রকম আরামদায়ক অনুভূতি।'

লায়লা বললেন ঃ 'ফাতিমা, তোমার প্রচুর সম্পদ, অতুলনীয় সৌন্দর্য আছে, তোমার সব কিছুই আছে। এসব জিনিস জীবনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। তোমার খুশি মত তুমি বেঁচে থাক। আর জীবন্ত রাখ তোমার স্বপ্নকে.....।'

এ সময় ফাতিমার দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ শোনা গেল। তার ছোট কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। লায়লা উঠে দাঁড়ালেন।

ফাতিমা তাঁর কাপড় ধরে বললেন ঃ 'না, বসো। আর কিছুক্ষণ বসো। তোমায় দেখলে আমার মায়ের কথা স্মরণ হয়। আমার দুঃখে যদি তুমি ব্যথিত হও, তাহলে আমার অনুরোধ, ওটা তুমি সহ্য কর। অনেকদিন ধরে আমি স্নেহের প্রত্যাশী, কিন্তু আমি তা খুব কমই পেয়েছি। আজ রাতটা আমার কাছে খুবই অশান্তির মনে হচ্ছে।

www.pathagar.com

এ সময় আমি তোমাকে কাছে পেতে চাই। আমার মা যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তাহলে তিনি তাঁর ভালবাসার উষ্ণতা দিয়ে আমাকে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিতেন।'

লায়লা বললেন ঃ 'আমি তোমার কথা অস্বীকার করব না। কিন্তু তোমার বন্ধুরা এখন উপস্থিত হয়েছে। তুমি তাদের সান্নিধ্যে খুশি হতে পারবে।'

ফাতিমার প্রতিটি কথায় বিষাদের সুর ভেসে উঠল। তিনি বললেন ঃ 'না, কৃত্রিম এ আনন্দ-উল্লাস আজ রাতে আমার কোন উপকারে আসবে না। আমার মনে আজ কিসের যেন একটা আশংকা হচ্ছে; সব কিছুতেই আজ আমি ভয় পাচ্ছি। আমি জানি, আমার ভয় ও উৎকণ্ঠা অমূলক। সে কারণেই আমি চাই, তুমি আমার সাথে থাক। আমার দুঃখের ছায়ায় তুমি কি কিছুটা সময় কাটাতে পার না?'

ফাতিমা কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তিনি তাঁর চুলের মধ্যে হাত ঢুকালেন এবং চুলের মধ্য দিয়ে চিরুনির মত করে আঙ্গুল পরিচালনা করলেন।

'কথাটা কত বড় সত্য যে, প্রত্যেককেই তার নিজের দুঃখ-কষ্ট ও ব্যথা ভোগ করতে হয় ; কোন সম্পদ তাকে তা থেকে রক্ষা করতে পারে না।'

কিন্তু যুবক কুরাইশরা আসার আগেই লায়লা চলে গেলেন। পরে ফিরে আসবেন এমন কথা অবশ্য তিনি দিয়ে গেলেন।

অল্প কিছুক্ষণ পরেই ফাতিমার গৃহ থেকে বাঁশি, ঢোল ও গানের শব্দ শোনা গেল। আর কামরার মধ্য থেকে শোনা গেল উল্লসিত আলোচনার শব্দ।

বোতলে রাখা পানীয় অতি দ্রুত ফুরিয়ে গেল। সবার হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল আনন্দে। প্রতিটি গান বা বাজনার শেষে যুবকরা ফাতিমাকে ঘিরে দাঁড়াচ্ছিল। তাঁর মনের কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্য তারা সব ধরনের চেষ্টাই করছিল। কিন্তু তিনি তাদের কথায় বা গানে বা বাজনায় কোন আনন্দ পাচ্ছিলেন না। তাঁর কৃত্রিম হাসির স্থায়িত্ব ছিল ক্ষণিকের জন্য এবং শুরুর সাথে সাথেই তা মিলিয়ে যাচ্ছিল। তাঁর দুঃখভরা মানসিক অবস্থার কারণেই এমনটা হচ্ছিল। এক স্থানে বসে তিনি আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে তিনি আরবের একজন খ্যাতনামা বংশীবাদকের দিকে তাকিয়ে 'ওহে মরুভূমির অতিথি' গানটির সুর বাজাতে বললেন। ঐ বংশীবাদক সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, তিনি তাঁর বাঁশির সুরে মরুভূমির হরিণকে মুগ্ধ করতে পারতেন। প্রত্যেকে তার নিজ নিজ স্থানে বসে চুপ করে রইল। উল্লাস ও আনন্দের প্রতীক বেগুনী রঙের উজ্জ্বল পানীয় শেষ হয়ে গিয়েছিল। এ সময়ে তারা ছিল অবসাদগ্রস্ত।

বাঁশির সুর ধ্বনিত হল। ডানা ঝাপ্টানোর মত করে ঐ কামরায় যেন দুঃখের বিষণ্ন ছায়া নেমে এল। ঐ কামরার লণ্ঠন ও প্রত্যেক লোকের চোখে-মুখে যেন ঐ বিষাদের ছায়া পড়ল। ড্রামে আঘাত পড়ল শুধুমাত্র একপাশে, পানীয়-পাত্র শূন্য,

www.pathagar.com

পাত্রের তলায় তলানির মত ছিল সামান্য পানীয়। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল প্রায় খালি পানীয়ের গ্লাস। পানীয়ের প্রতিটি ফোঁটার আনন্দের ঔজ্জ্বল্য যেন স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। সবাই যেন মৃত বা গভীর ঘুমে অচেতন ছিল। ঐ দুঃখের একটা বিরাট অংশ, সম্ভবত অনেক বেশি বেদনাদায়ক অংশ তাদেরকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। কারণ পানীয়ের দুঃখ আনন্দের মতই ব্যাপক। বাঁশির সুর কামরার মধ্যে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। আর অতিথিরা বসে ছিল বিষণ্ন চিন্তায় মগ্ন হয়ে।

দরজায় আবার হঠাৎ করে ঠক্ ঠক্ শব্দ শোনা গেল এবং ফাতিমার কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকও শোনা গেল। আর একজন উচ্ছল কুরাইশ ঘরে ঢুকল। সে ফাতিমার একজন বন্ধু এবং এসব অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে সে পরিচিত ছিল।

সবাই তাকে স্বাগত জানিয়ে বলল ঃ 'তোমার আজ এত দেরি হল কেন?'

সে ব্যাখ্যা করে বলল ঃ 'ইয়াছরিব থেকে আমার একজন বন্ধু এসেছে।'

উদ্বেগের সাথে ফাতিমা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'কে সে?'

'হারিছ।'

'আবদুল মুত্তালিবের পুত্র?'

'হ্যাঁ।'

ফাতিমা ঐ যুবক লোকটির দিক থেকে তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন এবং দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হল, তিনি দূরবর্তী কোন স্থানের দৃশ্য দেখছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি তাঁর দৃষ্টি না ফিরিয়েই আবার কথা বললেন ঃ

'তিনি তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ সম্পর্কে কী সংবাদ এনেছেন?'

উত্তেজনাহীনভাবে ঐ কুরাইশ যুবক উত্তর দিল ঃ 'আসলে তাঁকে কবর দেওয়ার আগে সে সেখানে পৌঁছাতেই পারেনি, এবং......।'

ফাতিমা তাঁর স্থান থেকে ঐ যুবকের দিকে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তার দিকে ভীতিপূর্ণ ও ভয়-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন।

'কী? ... মৃত? ... আবদুল্লাহ্?'

যুবক কুরাইশ অপ্রতিভ ও বিব্রত হয়ে পড়ল।

'আমি জানি না... সম্ভবত......।'

ফাতিমা তাঁর মানসিক আবেগের প্রচন্ডতায় থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল, তাঁর চোখের মণি যেন চোখ থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল এবং চোখের ওপর তা মুমূর্ষ হরিণের চোখের মত অবস্থায় স্থির হয়ে রইল। তিনি দু'হাত দিয়ে তাঁর বুক চেপে ধরলেন এবং দেওয়ালের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

www.pathagar.com

যুবক লোকেরা উদ্বেগের সাথে তাঁর কাছে ছুটে এল। তারা বিভিন্ন কথা ও ভাব-ভঙ্গিমায় তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করল। ফাতিমা কারও কথার কোন জবাব দিলেন না। শুধু হাতের ইশারায় তিনি তাদেরকে তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকার কথা বললেন।

তিনি দীর্ঘ গভীর নিঃশ্বাস নিলেন। তাঁর হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল এবং তিনি অসহায়ের মত মাটিতে বসে পড়লেন। বিবর্ণ হাসিপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি সবার দিকে এক-এক করে তাকালেন। সবার চোখ-মুখ ছিল ভয়ে শঙ্কিত।

আকস্মিকভাবে ফাতিমা উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। পর পর তিনবার তিনি এভাবে হাসলেন। রহস্যপূর্ণ এ রাতের আঁধার ভেদ করে গেল ঐ হাসির শব্দ। যুবক লোকেরা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এল। কিন্তু তাঁর চেহারায় বিকৃতি দেখে তারা দূরে দাঁড়িয়ে রইল। দু'হাত দিয়ে তিনি তাঁর কপালের দুই পাশ চেপে ধরে নিচের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কালো চুলের মধ্যে তিনি তাঁর ফ্যাকাশে আঙ্গুল পরিচালনা করলেন। তিনি কাঁপছিলেন নিয়ন্ত্রণহীনভাবে। দু'হাত ভরে তিনি তাঁর অগোছালো দু'মুঠি চুল টানলেন এবং তা তাঁর দৃষ্টির সামনে এসে পড়ল। আকস্মিকভাবে তাঁর ভাবাবেগ সশব্দে বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং তিনি চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। তাঁর চোখ থেকে নদীর প্রবাহের মত পানি প্রবাহিত হল এবং তা কামরা ভিজিয়ে দিল।

গৃহের সব ভৃত্য তাঁর সেবার ভার গ্রহণ করল। গায়ক ও বাদক দলসহ ভীত-সন্ত্রস্ত্র সব অতিথি জড়ো হল, তারা তাদের জিনিসপত্র নিয়ে অতি দ্রুত কামরা ত্যাগ করল।

গৃহের বাইরে তারা দেখা পেল লায়লার। তিনি ফিরে আসবেন এমন কথা দিয়েছিলেন। এজন্যই তিনি ফিরে আসেন।

অস্থির হয়ে তারা তাঁকে বলল ঃ 'তাড়াতাড়ি যান! ফাতিমা পাগল হয়ে গেছে।'

ফাতিমার কামরায় মোমবাতি জ্বলতে জ্বলতে তা একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল। মোমবাতির গর্ত থেকে নির্গত আলোর শিখা দপ দপ করে জ্বলছিল। ঐ কামরার আলো ও ছায়ার পরিবেশে মনে হচ্ছিল, অপচ্ছায়া জীবন ফিরে পেয়েছে। ভীতিকর ও বিকৃত আকারের অপচ্ছায়াগুলো যেন জিন দলের মত একে অপরকে ধরার জন্য তাড়িয়ে ফিরছিল। মরুভূমির রাতে মাঝে মাঝে প্রবাহিত বাতাসে যেন কামরাটি পূর্ণ ছিল। বিষাদময় ভালবাসার অযৌক্তিক কথা যেন প্রকাশ পাচ্ছিল। কিন্তু তা শোক প্রকাশের প্রতীক কালো কাপড়ে যেন আটকে যাচ্ছিল। ঈগল পাখির ডানার ঝাপ্টানি, ক্ষুধার্ত শিকারী পাখি - সব যেন তাদের প্রার্থিত শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। তাদের দেহে লেগেছিল ময়লা ও মাটি।

www.pathagar.com

পাগলা উট যেন তার পিঠ থেকে বোঝা ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল এবং লম্বা পদক্ষেপে বাতাসের মধ্য দিয়ে ছুটে চলছিল। ক্রুদ্ধভাবে গর্জনকারী কালো বিড়াল তার উদ্ধত গোঁফ ও রক্ত-মাখা থাবা দিয়ে সবকিছু এবং প্রত্যেককে আক্রমণ করছিল। ঘন ধোঁয়ায় ভরা কামরার ঐ পরিবেশে সবকিছু যেন কেউ পরিচালনা করছিল। অলৌকিক আকারের ঐ সব প্রাণীর মধ্য থেকে সময় সময় উচ্চারিত ভীতিকর শব্দে বাতাস ভারী হয়ে উঠছিল। অলৌকিক ঐসব লোকদের মুখমন্ডল যেন কাঠের তৈরি, তাদের মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল মৃত মানুষের বিষাদময় হাসির রেখা। মনে হচ্ছিল, তাদের মুখ থেকে সব সময় কথা নির্গত হচ্ছে, অপরিবর্তিত তাদের ঐসব কথা একঘেয়েমিপূর্ণ এবং সব কথাই দুর্বোধ্য।

কাল্পনিক এ পরিবেশে কেউ যেন শব্দের ঝড় তুলছিল। অবাস্তব মায়ার এ ঘূর্ণাবর্তে তবু মনে হচ্ছিল, বহুরূপী এসব ছোট ছোট প্রাণীগুলো যেন জীবনকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছে। ফাতিমার ছোট এ কামরাটি যেন বিরক্তিকর ভাঁড়ামি ও অনুকরণের বিরাট বিশ্বে পরিণত হয়েছে - ঐ বিশ্বটা যেন অপ্রয়োজনীয় ও নির্বোধের জীবনের মত, পৃথিবীর সব বিনাশপ্রাপ্ত বস্তুর মতই! আর আমাদের মাথার ওপর আকাশের খিলান করা ছাদ ও মেঘমুক্ত নীলাকাশের রঙের মত গম্বুজ যেন অনন্তকাল ও প্রসারিত শূণ্যতার অন্ধকারে নিয়তির মত - শুধু ঘুরছে.... ঘুরছে....সব সময় ঘুরছে!

এক বা দু'দিন পর ফাতিমার বন্ধুরা তাঁর গৃহে এসে দেখতে পায়, সে চলে গেছে!

ফাতিমা তাঁর ভেড়ার পাল গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। তিনি যখন মক্কা থেকে চলে যান, তখন তাঁর বিরাট সম্পদের মধ্য থেকে নিয়ে যান শুধুমাত্র একটা উট ও ছোট্ট সেই কুকুরটি।

অনেকে বলে, ফাতিমা মারা গেছে। কিন্তু অনেকে একমত হয়, তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

এছাড়া হতভাগ্য ফাতিমা সম্পর্কে আর কেউ কোন মন্তব্য করতে সাহস পায়নি। তিনি কোথায় গেছেন বা তাঁর কী হয়েছে, তা কেউ বলতে পারে না।

সম্ভবত এটাই তিনি কামনা করেছিলেন।

www.pathagar.com

খোদা তাঁর নিজের ঘরকে রক্ষা করবেন

'আপনি কি দেখেননি, আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? তিনি তাদের ওপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবীল পাখি, যারা তাদের ওপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন।'

- কুরআন ১০৫ : ১-৫

মক্কার লোকজন কা'বা গৃহের আঙিনায় এসে সমবেত হল; শুধু পুরুষ লোক নয়, মহিলারাও উপস্থিত হল। তাদের মাথা ছিল কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা - শুধু তাদের মুখমন্ডল খোলা ছিল। অনেকে এসেছিল তাদের ছোট ছোট শিশুকে ঘাড়ে করে। মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া শিশুকে খোঁজার জন্য অনেকে ছুটাছুটি শুরু করল।

মানুষের হৈ-চৈ শব্দ আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। চারণ কবিরা যুদ্ধের কবিতা আবৃত্তি করল এবং উন্মত্তভাবে নৃত্য করল। মহিলারা তাদের কথার সাথে তাল মিলিয়ে চিৎকার করল।

কা'বা গৃহের আঙিনায় কেউ আগমন করার সাথে সাথে জনতা তাকে ঘিরে ধরল এবং সবাই তাকে উৎকণ্ঠার সাথে নানা প্রশ্ন করতে লাগল।

'এ্যাসেম্বলি হলে' অর্থাৎ তাদের পূর্বপুরুষদের আলোচনা সভার তাঁবুতে আবদুল মুত্তালিব এবং অন্যান্য প্রবীণ কুরাইশরা বসেছিলেন। জরুরী একটা বিষয়ে আলোচনার জন্যই তাঁরা উপস্থিত হন।

এ প্রাসাদ তৈরি করেন কুশাই বিন কিলাব। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময় সবাই এখানে মিলিত হতেন এবং স্থানটি তাঁদের কাছে আলোচনার কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত। এটা কুরাইশ প্রধানদের নিয়মিত আলোচনার কেন্দ্র এবং এখানে

www.pathagar.com

বসেই তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মক্কায় বিভিন্ন লোকের মধ্যে কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব বন্টন, যুদ্ধলব্ধ মাল ভাগ-বাটোয়ারা, শান্তি ও যুদ্ধের ঘোষণাসহ সম্প্রদায়ের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত এখানে বসেই নেওয়া হয়। কোন মেয়ে যৌবনে উপনীত হলে তাকে এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে যুবতী মেয়েদের কাপড় পরিধান করার জন্য আসতে হয়। ঐ পোশাক হল শিশুকাল অতিক্রম করে ভালবাসা ও বিয়ের জন্য উপযুক্ত হওয়ার প্রতীক।

নেতারা সকাল থেকেই ঐ হল ঘরে বসে আলোচনা করছিলেন। আর মক্কাবাসীরা বাইরে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

মানুষের হৈ চৈ শব্দ, হারিয়ে যাওয়া শিশুদের চিৎকার ও কান্নার মধ্য দিয়ে শোনা যাচ্ছিল 'আমরা যুদ্ধ করব,' আবার শোনা যাচ্ছিল 'আমাদের সৈন্য সংখ্যা খুবই কম!'

ঠিক এ সময় দৃশ্যত নতুন আগত এক আরব যুবক উটের পিঠে চড়ে আঙিনায় এসে উপস্থিত হল। উঠের পিঠ থেকে নেমে সে তার উট গেটের সাথে বাঁধল। তার পেছনে বহু লোক জড়ো হল। ঘরের মধ্যে যারা ছিল, তারাও তাকে ঘিরে ধরল। তারা তাকে একের পর এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল।

নতুন আগত ঐ লোকটি গম্ভীর কণ্ঠে বলল ঃ 'আবরাহার শক্তিশালী সৈন্যদল মুঘাম্মাস মরুদ্যানে এসে উপনীত হয়েছে। তার অসংখ্য সৈন্য সংখ্যার উপস্থিতিতে মরুভূমি কালো হয়ে গেছে। তার সৈন্যদের রঙ দোয়েল পাখির মত কালো, গিরগিটির মত তাদের গতি, তাদের আক্রমণ ধূলিঝড়ের মতই ভীতিকর।'

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বয়স্ক মহিলা ভয়ে ভয়ে বলল ঃ 'তারা বলছে তাদের সাথে নাকি জিনও আছে?'

ঐ আরব যুবক উত্তর দিল ঃ 'তাদের সাথে আছে অদ্ভুত পশু। পাথরের থামের মত পা, আর দেহটা প্রায় কা'বা গৃহের মতই বড়। তাদের নাক মাটি পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তা তারা প্রসারিত করে সাপের মত করে, বাঁকিয়ে তা ফাঁস তৈরি করে এবং তা বাতাসে দোলায়। শুঁড় দিয়ে তারা বড় বড় পাথর ধরে দূরে নিক্ষেপ করতে পারে।'

বিস্ময়ভরা কণ্ঠ থেকে শোনা গেল ঃ 'তারা কি পিশাচ, না জিন!'

'তাদের সৈন্য বাহিনী কত বড়?'

'তাদের সংখ্যা এত যে মরুভূমি কালো হয়ে গিয়েছে।'

কেউ একজন চিৎকার করে বলল ঃ 'তারা আমাদের কাছে কী চায়? আমরা তো তাদের কাউকে হত্যা করিনি বা তাদের উটও চুরি করিনি।'

এসেম্বলি হলে প্রবেশ করার সময় আরব যুবকটি বলল ঃ 'কিনানা গোত্রের একজন লোক আমাদের জন্য এ যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

www.pathagar.com

ভিড়ের মধ্য থেকে কেউ তার হাত চেপে ধরল।

'হুবল তোমাকে নিরাপদ রাখুক! বল, আমাদেরকে পুরো ঘটনা বল।'

'কিনানা গোত্রের ঐ লোকটি কী কাজ করেছে?'

'আমাদের কাছে বল!'

বেদুইন ঐ লোকটির দিকে সবাই তাকিয়ে রইল। তাদের মুখ খোলা রইল। খেজুর খাওয়ার মতই যেন তারা তার কথা গলাদ্ধকরণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে রইল।

"ইথিওপীয় ভাইসরয় যখন ইয়েমেন দখল করে, তখন সে লক্ষ্য করে, তীর্থযাত্রীরা দলে দলে মক্কায় যাচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করে, 'তারা কোথায় যাচ্ছে?' তাকে বলা হয়, তারা খোদার ঘর পরিদর্শনে যাচ্ছে। 'ঐ ঘরটি কী দিয়ে তৈরি?' 'মাটি ও পাথর দিয়ে তৈরি।' আবরাহা তখন ইয়েমেনের সানা-তে একটা গীর্জা নির্মাণের নির্দেশ দেয়। কিন্তু ঐ গীর্জা নির্মাণ করতে হবে শুধুমাত্র মাটি ও পাথর দিয়ে নয়। সাদা, লাল, কালো ও হলুদ মার্বেল পাথর দিয়ে ঐ গীর্জা নির্মাণ করতে হবে; সে সেই গীর্জার নাম দেয় 'কালিস'। সে জনগণকে ঐ গীর্জায় তীর্থ করার নির্দেশ দেয়। কিনানা গোত্রের একজন লোক খোদার গৃহের সম্মান ম্লান করার ঐ উদ্যোগে ক্ষুব্ধ হয়। সে সানা-য় গিয়ে এমন কিছু করে, যার জন্য ভাইসরয় ক্রোধান্বিত হয়।"

'সেখানে সে কী করেছিল?'

'এ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কাহিনী শোনা যায়। অনেকে বলে, গীর্জার বেদীতে সে ময়লা-আবর্জনা ফেলে রাখে। আবার অনেকে বলে, লম্বা ও ফালি করা কাঠে সে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং এর ফলে পুরো দালান ও তার মধ্যকার সবকিছু পড়ে যায়। কিন্তু ঘটনা যাই হোক না কেন, ঐ কাজের জন্য আবরাহা ক্রোধান্বিত হয় এবং সে কা'বা গৃহ ধ্বংস করার জন্য প্রতিজ্ঞা করে।'

বেদুইন লোকটি এসেম্বলি হলে প্রবেশ করল। কিন্তু তার কথা একজনের কাছ থেকে অন্যজনের কাছে অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। উপস্থিত জনতার সবাই ঘটনা সম্পর্কে জেনে গেল।

হঠাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেল। কা'বা গৃহে প্রবেশ পথের দিকে তাকিয়ে তারা দেখল, একদল ঘোড়সওয়ার এসে ঘোড়া থেকে অবতরণ করছে। অতঃপর তারা কা'বা গৃহের আঙিনায় প্রবেশ করল। এরা হল আবরাহার সৈন্যবাহিনীর একটা দল। তাদের পিচের ন্যায় কালো চেহারা সূর্যের আলোয় চিক্‌চিক্ করে উঠল।

বাতাসে যেমন বালুর কণা ভেসে যায়, ঠিক তেমনিভাবে জনতা প্রচন্ড উত্তেজনা নিয়ে তাদের দিকে ছুটে গেল।

www.pathagar.com

যুবক যোদ্ধাদের হাত ছিল তরবারির বাঁটের সাথে লাগানো। তাদের নেতারা আরও কাছাকাছি স্থানে এগিয়ে এল। তাদের প্রধান নেতা হান্নাতা ঘোষণা করল, সে কুরাইশ নেতার জন্য একটা সংবাদ নিয়ে এসেছে। লোকেরা তাকে কাউন্সিল হলে ঢোকার জন্য রাস্তা ছেড়ে দিল। ঐ হল ঘরেই আবদুল মুত্তালিব আরও কয়েকজন প্রবীণ লোকসহ বসেছিলেন।

হান্নাতা প্রভুত্বব্যঞ্জক দাম্ভিকতায় বলল ঃ 'আপনি কি এ স্থানের প্রধান নেতা?'

'আমি এ গৃহের সেবক।'

'আমার প্রভু আপনাকে একথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন যে, এখানকার জনগণ বা তাদের সম্পদের ব্যাপারে তাঁর সৈন্যদলের কোন আগ্রহ নেই। তাঁর যোদ্ধারা শহরে প্রবেশ করবে শুধুমাত্র ঐ গৃহকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য। এখানকার জনগণ যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের অস্ত্রে হাত না দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা নিরাপদে থাকবে। কিন্তু কোন এক ব্যক্তি যদি হাতে অস্ত্র তুলে নেয়, তাহলে সব লোককেই তরবারির সম্মুখীন হতে হবে।'

মর্যাদার সাথে আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ 'যুদ্ধ করার ইচ্ছা আমাদের নেই। সত্যি কথা বলতে কি, তার বাহিনীকে মোকাবেলা করার কোন বাহিনী আমাদের নেই। এ গৃহ ধ্বংস করার ব্যাপারে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি বলতে চাই, এটা খোদা এবং তাঁর বন্ধু ইবরাহীমের ঘর। খোদা যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে তিনি তাঁর ঘরকে রক্ষা করবেন আবরাহার সৈন্যদের হাত থেকে। আর তিনি যদি তেমন ইচ্ছা না করেন, তাহলে আমাদের কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থায় তা রক্ষা করা যাবে না।'

আর কোন আলোচনা হল না। কিন্তু আবরাহার শিবিরে ফিরে যাওয়ার সময় আবদুল মুত্তালিবকে তার সাথে যাওয়ার জন্য হান্নাতা বলল। কোন কোন কুরাইশ নেতা তাঁকে আবরাহার শিবিরে যেতে নিষেধ করলেন। কিন্তু আস্থার সাথে আবদুল মুত্তালিব বললেন, খোদা তাঁকে নিরাপদে রাখবেন।

আবরাহার শিবিরে আবদুল মুত্তালিবকে নিয়ে যাওয়া হল। উটের পিঠে বসার জন্য তার কাপড়ে ভাঁজ পড়ে গিয়েছিল এবং তাতে ধুলোও লেগেছিল। আবরাহার হস্তী দলের রক্ষণাবেক্ষণকারী তাঁকে ভাইসরয়ের সম্মুখে নিয়ে গেল।

বেঁটে ও মোটাসোটা আবরাহা একটা নিচু চৌকিতে বসেছিল।

হস্তীদলের রক্ষক মাথা অবনত করে বলল ঃ 'এ লোকটি কুরাইশদের মধ্যে খুবই সম্ভ্রান্ত এবং মহৎ। তাঁর দরজা সব সময় সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে এবং তাঁর খাওয়ার টেবিলে সবার জন্য খাদ্য প্রস্তুত থাকে। পর্বতে থাকা পাখি এবং অন্য পশুদের জন্য তিনি খাদ্য দিয়ে থাকেন। সব লোকই তাঁকে ভালবাসে এবং সম্মান করে।'

www.pathagar.com

আবরাহা তার আসন থেকে উঠে আবদুল মুত্তালিবের কাছে এসে বিছানায় বসল।

হস্তীরক্ষকের দিকে তাকিয়ে আবরাহা বলল ঃ 'এ লোকটি আমার কাছ থেকে কী পেতে ইচ্ছুক, তা জিজ্ঞাসা কর।'

আবদুল মুত্তালিব ক্ষণিকের জন্য চিন্তা করলেন।

তিনি বললেন ঃ 'আপনার লোক আমার দু'শ' উট চুরি করে এনেছে। আমি ঐ উটগুলো ফেরত দেওয়ার অনুরোধ করছি।'

আবরাহা তার দিকে ঘৃণা ও বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকাল।

সে তার দোভাষীকে বলল ঃ 'এ লোকটিকে বল, প্রথমে তাঁর চেহারা দেখে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। আমার কাছে মনে হয়েছিল, সে একজন প্রশংসনীয় ব্যক্তিত্ব। কিন্তু সে তাঁর কথার মাধ্যমে আমার কাছে নিজেকে অবজ্ঞার বস্তুতে পরিণত করেছে। আমার ধারণা ছিল, তাদের ইবাদতের স্থান, অর্থাৎ তাদের কথায় খোদার ঘর ধ্বংস না করার জন্য সে আমাকে প্রথমেই অনুরোধ জানাবে। কিন্তু তার পরিবর্তে সে আমার কাছে উত্থাপন করল নিতান্ত একটা ব্যক্তিগত বিষয়।'

আবদুল মুত্তালিব তাঁর সহজাত গাম্ভীর্যে বললেন ঃ 'ঐ বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা আমি মনে করিনি। কারণ আমি জানি, ঐ গৃহের একজন প্রভু আছে এবং তিনিই তা রক্ষা করবেন।'

আবরাহার সাথে যারা ছিল, তারা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করল। তারা নিশ্চিত ছিল, এ উদ্ধত উত্তরের জন্য আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যু দন্ডাদেশ দেবে আবরাহা।

'তোমার খোদা ঐ গৃহ ধ্বংস করা থেকে আমাকে কিভাবে বাধা দেবে?'

আবদুল মুত্তালিব অতি বিনম্রতায় দৃষ্টি অবনত করে বললেন ঃ 'আমরা উভয়ে তা দেখব। তুমি আজ এখানে এবং খোদার গৃহ আছে সেখানে।'

আবরাহা পেছনের দিকে হাত রেখে সরে গেল এবং চৌকির ওপর গিয়ে বসল।

সে রুক্ষস্বরে বলল ঃ 'এ লোকটার সব উট ফেরত দিয়ে দাও। মক্কা অভিযানের জন্য সৈন্যদেরকে প্রস্তুত হতে বল। তার খোদা আমার বাহিনীকে আটকাতে পারে কি না তা আমি তাকে দেখাতে চাই।'

আবদুল মুত্তালিব খুব দ্রুত মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। আসন্ন মক্কা আক্রমণের সংবাদ অগ্নিশিখার মত দ্রুত জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। মক্কাবাসী তাদের মালপত্র গুছিয়ে উটের ওপর তুলে আশপাশের পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা উটের দড়ি ধরে লাইন করে যাত্রা শুরু করল, আর বয়স্করা এল কা'বায় হুবলের প্রতি তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। আবদুল মুত্তালিব তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর তিনি কা'বার দরজায় লাগানো লোহার বৃত্ত নাড়ালেন। মাটির নিচ থেকে স্বর্ণনির্মিত মৃগয়ার যে মূর্তি

www.pathagar.com

উদ্ধার করে তিনি এখানে স্থাপন করেন, তা আন্দোলিত হল এবং তার ফলে ঠক্ ঠক্ শব্দ হল।

তিনি উচ্ছ্বাসভরা কণ্ঠে বললেন ঃ 'হে খোদা, তোমার গৃহ ও সম্পদ রক্ষার জন্য এক সপ্তাহের খাদ্য আছে। তুমি কি তোমার গৃহকে রক্ষা করবে না, তুমি কি খ্রিস্টধর্মের টিকে থাকা অনুমোদন করবে?'

ইয়েমেনের সৈন্যদের সামনে মক্কা উন্মুক্ত ও অরক্ষিত হল। আবদুল মুত্তালিব এবং অন্যান্য বয়স্ক লোকেরা শহর ত্যাগ করে আশপাশের নিচু পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। ইত্যবসরে আবরাহার সৈন্য বাহিনী (বলা হয়ে থাকে, ঐ সৈন্য সংখ্যা ছিল ষাট হাজার) মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। এ বাহিনীর কমান্ডার ছিল একটা সাদা হস্তীর ওপর এবং তার মাথার ওপর ছিল একটা চাঁদোয়া। অন্য দশটি হাতির ওপরে ছিল বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তারা। তাদের বাধা দেওয়ার জন্য কোন সৈন্যকে দেখা গেল না; মাঝে মাঝে ঝোঁপ-ঝাড় ও পাথর খন্ডের মধ্য থেকে গিরগিটি জাতীয় প্রাণী রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে অতিক্রম করল। আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা। আবরাহার সৈন্যরা এতে বরং খুশিই ছিল। কারণ তারা সূর্যের সরাসরি তাপ থেকে রক্ষা পাচ্ছিল। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আবরাহা মক্কায় প্রবেশের পরিকল্পনা করছিল। তার গুপ্তচররা অবশ্য তাকে সংবাদ দেয় যে, মক্কাবাসীরা শহর খালি করে চলে গেছে। তবু মরুভূমির দুর্ধর্ষ আরবদের সে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

সৈন্যদের কাছে মক্কা শহর প্রায় দৃষ্টিগোচর হল। ঠিক এমন সময় দূর দিগন্তে ক্ষুদ্র একখন্ড পিঙ্গল বর্ণের মেঘ দেখা গেল। আস্তে আস্তে মেঘ খন্ডটি আকাশের ওপরের দিকে উড়তে লাগল এবং এক সময় তা মধ্য গগনে এসে থামল। সোনালি বর্ণ থেকে মেঘ খন্ডটি লাল বর্ণে রূপান্তরিত হল। এ ধরনের অবস্থার সাথে আরবরা পরিচিত ছিল। এজন্য তারা পর্বতের পাশে এবড়ো-খেবড়ো পাথরের নিচে আশ্রয় নিল। অপরদিকে ইয়েমেনের সৈন্যরা তাদের অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখল। আকস্মিকভাবে ঐ লাল মেঘ আকাশ থেকে যেন তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঘূর্ণায়মান বাতাসে হলুদ বর্ণের বালু ও ধুলা আকাশের দিকে উত্থিত হল। মরুভূমির ঐ প্রচন্ড বায়ু যেন তাদেরকে খোঁজার জন্য প্রবাহিত হয়েছে। আরবরা ঐ ধরনের বায়ুকে বলে 'আজাজ'।

অপ্রত্যাশিতভাবে আবরাহার অহঙ্কারী সাদা হস্তী মাহমুদ হোঁচট খেল এবং সে তার হাঁটুর ওপর পড়ে গেল। মধ্যম আকারের ঝড় তার মুখে এসে আঘাত করল। মাহুত হাতির মাথায় কাঁটাযুক্ত হাতিয়ার দিয়ে আঘাত করে তাকে উঠে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করল। কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না। আবরাহার সৈন্যদলের কর্মকর্তারা তাদের লোহার বর্শা দিয়ে হাতিকে আঘাত করল। কিন্তু হাতি আর নড়ল না।

তারপর কেউ একজন তার মাথা টেনে দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়ে দিল। হাতিটা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল। কিন্তু হাতিকে যখন আবার মক্কার দিকে পরিচালনা করা

www.pathagar.com

হল, তখন সে কয়েক পা হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে গিয়ে আবার হাঁটুর ওপর পড়ে গেল।

ভীতগ্রস্ত সৈন্যরা হাতির চারপাশে আবার জড়ো হল। তাদের হাতের বর্শা দিয়ে তারা হাতির দেহে নির্দয়ভাবে আঘাত করল। কিন্তু বিরাট তিমি মাছের মৃতদেহের মত হাতিটি গতিহীন অবস্থায় পড়ে রইল। ইয়েমেনের দিকে তার মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হলে সে উঠে দাঁড়ায়, মক্কার দিকে ইতস্তত করে কয়েক পা এগিয়ে যায় এবং তারপর আবার মাটিতে পড়ে যায়। পর পর তিনবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল।

মাহুত আনিস বিস্ময় প্রকাশ করে বলল ঃ 'হাতিটা মক্কায় যেতে চাচ্ছে না।'

আবরাহাও বিস্ময় প্রকাশ করে বলল ঃ 'কেন, কারণ কী'?

'আমি জানি না।'

তার সঙ্গীদের মধ্যে একজন বলল ঃ 'মক্কায় হয়ত কোন রহস্যময় শক্তি আছে।'

অন্য সঙ্গীদের মধ্যে একজন বলল ঃ 'মক্কায় হয়ত কোন রহস্যময় শক্তি আছে।'

অন্য একজন বিড়বিড় করে বলল ঃ 'জাদু ও ইন্দ্রজালে মরুভূমি পূর্ণ হয়ে আছে।'

'সম্ভবত ওটা সত্যি সত্যি খোদার ঘর!'

সৈন্য বাহিনীর মাথার ওপর আকাশে প্রচন্ড ঘূর্ণি বায়ু প্রবাহিত হওয়ার পূর্বেই পাখিরা নিরাপদ এলাকায় উড়ে গেল। এরপর সৈন্যদের ওপর জীবন নাশকারী প্রবল ঘূর্ণিঝড় আকস্মিকভাবে আপতিত হল - বিরাট কাঁচের আবরণ ভেঙে পড়ার মত করে। ঘোড়ার হ্রেষা রব ও নাসিকাধ্বনি, মাটির সাথে উটের মুখ গুজে পড়ে থাকা এবং নিগ্রো সৈন্যদের চিৎকার ধ্বনির মাঝে যে যেখানে পারল লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করল।

আবরাহা তার হাতির পিঠ থেকে অবতরণ করল। একজন অশ্বারোহী সৈন্য তার কাছে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল।

সে বলল ঃ 'আমার অনেক লোক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাদের চোখে-মুখে নীল ফোস্কা পড়েছে।'

আবরাহা অত্যন্ত ভীত হয়ে হতাশার সাথে বলল ঃ 'কেন, ঐ ধরনের ফোস্কা আমি তোমার মুখেও দেখতে পাচ্ছি।'

সৈন্যদলের অপর এক গ্রুপ কমান্ডার এসে একই ধরনের কাহিনী বর্ণনা করল। ঠিক এ সময় রক্তের মত ঘূর্ণায়মান লাল বায়ু প্রবল গতিবেগে সৈন্যদের ওপর আপতিত হল। কাস্তের সামনে ঘাস যেমন মোচড় দিয়ে মাটিতে পড়ে যায়, তেমনিভাবে সৈন্যরা গভীর আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল।

যেখানটায় সৈন্যরা ছিল তার অনেক ওপর দিয়ে এক ঝাঁক দোয়েল ('আবাবীল' পাখি বলে সর্বাধিক পরিচিত - অনুবাদক) পাখি উড়ে গেল। ছোট ছোট কালো পাথর বৃষ্টির মত ঝরতে লাগলো। পরবর্তী সময়ে প্রমাণ পাওয়া যায়, প্রত্যেকটি দোয়েল এ ধরনের তিনটি করে নুড়ি পাথর বহন করে - দুই থাবার মধ্যে দু'টো

www.pathagar.com

এবং ঠোঁটে একটা। ওপর থেকে এ ভীতিকর আক্রমণ শুরু হওয়ার সাথে সাথে প্রবল বায়ুও তাদের আঘাত করে। এর ফলে তাদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। উটের গর্জন ও ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি সৈন্যদের ভীতিকে বাড়িয়ে দেয়। একদল অশ্বারোহী এদিক-ওদিক ঘুরে বাতাসের দিকে, অর্থাৎ মক্কার দিকে পিঠ ফেরাল এবং যত দ্রুত সম্ভব ঘোড়া ছুটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

পদাতিক বাহিনীর যেসব সৈন্যের শরীরে তখনও শক্তি ছিল, তারা পলায়নপর অশ্বারোহী বাহিনীকে অনুসরণ করল। অনেকে মাটিতে পড়ে গেল। বিদ্যুতের চমকে মাঝে মাঝে সমগ্র এলাকা আলোকিত হল এবং পর্বতগুলোর মধ্য দিয়ে মেঘের গর্জন শোনা গেল। বাতাসের তীব্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং সেই সাথে শুরু হল প্রবল বর্ষণ। পর্বত থেকে পানির স্রোত রাস্তার ওপর দিয়ে প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছিল। রাস্তার ওপর যেসব সৈন্য পড়ে ছিল, তারা পানির স্রোতে ভেসে গেল।

আবরাহা তার কপালে আঘাত পেল। আঘাতের স্থানে হাত রেখে সে দেখল, সেখান থেকে রক্ত ঝরছে। আশ্রয়ের আশায় সে পর্বতের পাদদেশে বড় বড় পাথরের কাছে ছুটে গেল। সেখানে সে একজন আরববাসীকে দেখতে পেল। ঐ লোকটি পর্বতের ধারে একটা সরু পথে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল।

আবরাহা তাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ 'ইয়েমেন যাওয়ার পথ কোন্‌টি?'

নাফিল নামের আরববাসী তার দিকে উদ্ধতভাবে তাকাল।

'তুমি কোথায় পালাতে চাও? খোদার চোখ সর্বত্র। তিনি তোমার মাথার ওপর আছেন। তুমি যেখানেই যাও না কেন, খোদা তোমাকে দেখছেন।'

www.pathagar.com

অনুশির্ভান-এর স্বপ্ন

পবিত্র ও উদার অন্তর
স্বপ্নে দেখতে পায়,
ভবিষ্যতের সবকিছু স্পষ্টভাবে
পানিতে প্রতিফলিত হয়, আগুনের মত।

- ফেরদৌসী

সকালে দরবারে যোগদান এবং সন্ধ্যায় পোলো খেলার পর অনুশির্ভান ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সে সাধারণত যে সময় বিছানায় যায়, তার আগেই আজ বিছানায় গেল। তার হারেমের মহিলারা যেন তাকে না দেখতে পায়, এজন্য সে রেশমী কাপড়ের পর্দা টেনে দিল। ক্লান্তভাবে সে তার নীলকান্তমণি বসানো বিছানায় শয়ন করল। সাদা রেশমী কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত ঐ কোমল গদির মধ্যে ছিল মাজানদারান থেকে আনা রাজহংসের কোমল কেশ।

তার বিছানার পাশে একটা মণিখচিত টেবিলের ওপর স্বর্ণনির্মিত একটা মৃগয়ার মূর্তি ছিল। ঐ মূর্তির মধ্যে চারশ' পাতার একখানি সুন্দরভাবে লেখা পাণ্ডুলিপি ছিল - ঐ পাণ্ডুলিপির নাম 'দি ইটারন্যাল উইজডম অব হোশাঙ্গ' অর্থাৎ হোশাঙ্গের শাশ্বত বিদ্যা। এ পুস্তকখানি অনুশির্ভানের খুব প্রিয়, রাজকীয় সিংহাসনের চেয়ে সে এ পুস্তকখানিকে মূল্যবান মনে করে। নিদ্রা যাওয়ার আগে প্রতিদিন সে এ পুস্তক থেকে কয়েক পাতা পড়ে। ঐ রাতেও সে কয়েক পাতা পড়ল।

সব বাতি নিভিয়ে দেওয়া হল; মাত্র কয়েকটি মোমবাতি জ্বলতে থাকল নীলকান্তমণির বাতিদানের ওপর। তার সাথে সাথে যেন রাজকীয় প্রাসাদও ঘুমিয়ে পড়ল। সর্বত্রই নীরবতা বিরাজ করছিল। চাঁদ তার কোমল আলোয় সারা বিশ্বকে যেন ঢেকে রাখল।

উদ্যানে প্রহরী ও চৌকিদার ধীরে ধীরে টহল দিচ্ছিল, মার্বেল পাথরের দেওয়ালের ওপর তাদের ছায়া পড়ছিল স্পষ্টভাবে। সাদা পদ্মফুলও রাতে জেগে-ছিল। ঐ সময় তার সুবাস সামগ্রিক পরিবেশের ওপর ব্যাপ্তিশীল ছিল কবুতরের

www.pathagar.com

কোমল শ্বাস-প্রশ্বাসের মত। ডালপালাবিশিষ্ট গাছ, উঁচু গাছ এবং ছোট ছোট গাছ নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল, চাঁদের আলোর ভার যেন তাদের ওপরই পড়ছিল। সব গাছের তলায় ছিল অন্ধকার। অবশ্য পাতার ফাঁক দিয়ে প্রবিষ্ট চাঁদের আলো গাছের তলায় বিন্দু বিন্দু আকারে দেখা যাচ্ছিল। পানির উপরিভাগে চাঁদের আলো যেভাবে নৃত্য করে, তেমনিভাবে গাছের তলায় চাঁদের বিন্দু বিন্দু আলো খেলা করছিল। উদ্যানের মধ্যে ছোট ছোট সৃষ্ট নদীর পাড় বাঁধানো ছিল আকাশী রঙের মার্বেল পাথর দিয়ে। ঐ নদী দিয়ে পানির স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল দ্রুত, কোমল কলকল শব্দে, ঠিক যেন শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের চেয়েও শান্ত শব্দে।

অনুশির্ভান তার কমনীয় বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। দিনের বেলায় তার মাথার ওপর যেভাবে রাজকীয় 'কায়ানিয়ান' মুকুট ঝুলিয়ে রাখা হয়, ঠিক তেমনিভাবে এখন কেউ মনে করতে পারে, তার আত্মা সেখানে দাঁড়িয়েছিল জীবন্ত রাজমুকুটের মত করে। তার স্বাভাবিক ও শান্ত শ্বাস-প্রশ্বাসে মাঝে মাঝে বাঁধার সৃষ্টি হচ্ছিল এবং এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছিল তার কপালে - ছোট ছোট কোঁচকানো রেখায়। একই কারণে তার মুখ দিয়ে অস্পষ্ট কথাও শোনা যাচ্ছিল।

রাতের নীরবতার মাঝে হঠাৎ বিকট শব্দ শোনা গেল, মনে হল, যুদ্ধের সময় বাজানো ড্রাম ফেটে যাওয়ার শব্দের মত মাটি যেন কেঁপে উঠল এবং রাজপ্রাসাদের দেওয়াল থেকে মার্বেল পাথর ও রাজমিস্ত্রির কাজের বড় বড় খন্ডিত অংশ খসে পড়ল। প্রহরীদের চিৎকার ও তাদের দৌড়ে পালাবার পদধ্বনিতে হাঙ্গামা আরও বেড়ে গেল। রাজপ্রাসাদের প্রতিটি জানালায় আলো দেখা গেল। হারেমের অভ্যন্তরে রাতের পোশাকে সজ্জিত মহিলারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দৌড়াল এবং অনুশির্ভানের কামরায় এসে উপস্থিত হল। তখনও তারা ভয়ে কাঁপছিল।

অনুশির্ভান একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জেগে উঠল। কনুইয়ে ভর দিয়ে সে মাথা উঁচু করল এবং বিভিন্ন দিক থেকে ভেসে আসা উচ্চারিত কথা শুনতে লাগল।

'এটা ভেঙে পড়েছে! বড় খিলানটা ভেঙে পড়েছে।'

সবদিক থেকেই বিস্ময়ভরা কণ্ঠ ভেসে এল।

অনুশির্ভান তার কামরা ত্যাগ করে উদ্যানের মধ্য দিয়ে বড় খিলানটির দিকে যাত্রা করল। তার পিছে পিছে মহিলা ও ভৃত্যরাও গেল। তার প্রিয় খ্রিস্টান স্ত্রী ইউফেমিয়া তাকে অনুসরণ করছিল। তার পরনে ছিল নীল রেশমী কাপড়ের রাতের ঢিলা পোশাক 'সৌভাগ্যের আকাশ।' ঐ 'আকাশে' ছিল আকাশের মত সূচীকর্ম। পথিমধ্যে সে তার স্বামীর গতি রোধ করে দাঁড়াল। স্বামীর সামনে নতজানু হয়ে করজোড়ে সে বলল : 'প্রিয় সম্রাট, খিলানের কাছে যাবেন না। ওটা পড়ে গিয়ে আপনাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে।'

অনুশির্ভান তার কথা শুনল না। তাকে পাশ কাটিয়ে সে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। সে রাজপ্রাসাদের দেওয়ালের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। সে দেখল,

www.pathagar.com

চৌদ্দটি বিজয় তোরণ ভেঙে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর সে খিলানের নিচে গেল। ওপরের দিকে সে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল। সে দেখল, ছাদে একটা বড় ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে। দেখল, বড় হল ঘর থেকে অপরদিকের ছাদ তরবারির মত বাঁকা হয়ে গেছে, বেঁকে যাওয়া ছাদের মাঝখানটা কুমিরের উন্মুক্ত ও প্রশস্ত চোয়ালের মত মনে হচ্ছে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে তার সভাষদরাও এ দৃশ্য দেখল। তারা ছিল উদ্বিগ্ন, নির্বাক। তাদের মনে হচ্ছিল, এটা অশুভ লক্ষণ।

মোমবাতির মত আকাশের তারাগুলো মিটমিট করে আলো বিচ্ছুরিত করে অন্তর্হিত হয়ে গেল। বিবর্ণ চাঁদ প্রত্যুষের সাদা আকাশে মিলিয়ে গেল।

অনুশির্ভানের বিজ্ঞ পরামর্শদাতা বুজর্গমেহের ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে নিজের পথ করে নিল এবং তার প্রভুর সামনে গিয়ে মাথা অবনত করল।

বিনয়ের সাথে সে বলল ঃ 'বিশ্ব যেন তার শক্তিশালী রাজাকে কখনও না হারায়!'

অনুশির্ভান বলল ঃ 'বিজ্ঞ বুজর্গমেহের, তুমি কি সব কিছু দেখতে পাচ্ছ? কী বিস্ময়কর রাত এটা! এ রাতে দু'টো বিরাট বিস্ময় দেখা গেল। প্রথমটা তুমি দেখতে পাচ্ছ আমার এ রাজপ্রাসাদে। আর দ্বিতীয়টা কেবল আমি দেখেছি স্বপ্নে। ঐ স্বপ্নের কথা আমি তোমাকে বলছি, শোন। আমি দেখলাম, রাতের অন্ধকারে সূর্য উদয় হচ্ছে। সূর্য উদয় হচ্ছে হেজাযের দিক থেকে এবং চল্লিশ ধাপবিশিষ্ট মইয়ের ওপরে চড়ে তা শনিগ্রহে না পৌঁছা পর্যন্ত আকাশের দিকে উঠতে লাগল। একমাত্র আমার রাজপ্রাসাদ ছাড়া বিশ্বের সব এলাকায় তা আলো ছড়িয়ে দিল। আমার রাজপ্রাসাদ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে রইল। এ দৃশ্যে আমি যখন ভীত হয়ে পড়ি, ঠিক তখনই আমি স্বপ্নে দেখতে পাই, আমার রাজপ্রাসাদের বড় খিলান বজ্রধ্বনিতে ভেঙে পড়ছে।'

শান্তভাবে বুজর্গমেহের বলল ঃ 'অনুগ্রহশীল সম্রাট, ইরান দেশের জন্য এ স্বপ্ন শুভ নয়।'

সম্রাট বলল ঃ 'আমারও তাই মনে হয়। আমার প্রাসাদের ধ্বংস হওয়া তারই পরিণাম, যা আমার কাছে ঘুমের মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে।'

'হে রাজন, আপনার ধারণা সত্য বলে মনে হয়। আপনি স্বপ্নে যা দেখেছেন এবং ঘুম থেকে জেগে যা দেখেছেন তার মধ্যে মিল আছে। বাস্তবের ঘটনা স্বপ্নে আপনাকে আগে দেখানো হয়েছে।'

'তাহলে হেজাযের ঐ সূর্যের অর্থ কী?'

'আরববাসীদের মধ্য থেকে একজন লোক আবির্ভূত হবেন, এটা তারই ইঙ্গিত। ঐ লোকটির ক্ষমতা হবে একজন সম্রাটের চেয়ে বেশি এবং একজন জ্ঞানী ব্যক্তির চেয়ে তার জ্ঞান হবে অধিক। খোদার জ্ঞান থেকেই তার আধ্যাত্মিক ঔজ্জ্বল্য বিচ্ছুরিত হবে। সারাবিশ্বে তার কথা প্রসিদ্ধি লাভ করবে। তার পূর্ব-পুরুষদের ধর্মবিশ্বাস সে অসার প্রতিপন্ন করবে এবং তাদের ধর্মবিশ্বাস গাছের

www.pathagar.com

পাতার মতই ঝরে পড়বে। জরোয়াস্ট্রার-এর গভীর ধর্মবিশ্বাসকে সে নির্বাপিত করবে। অথচ ইরানের রাজকীয় দরবারে ঐ বিশ্বাসই প্রথম আলোর মুখ দেখে।'

'কিন্তু খিলান ধ্বংসের কারণ কী?'

'হে রাজন, খিলান ধ্বংসের শব্দ হল ঐ মহৎ ও উত্তম লোকটির মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার কান্নার শব্দ। আমাদের এখন অপেক্ষা করতে হবে। চল্লিশ বছর পর আমরা তার কথা আবার শুনতে পাব।'

ক্ষণিকের জন্য সবাই নীরব হয়ে রইল।

বুজর্গমেহের তার দৃষ্টি অবনত করে রইল। তারপর খুবই আস্তে ও শান্তভাবে বলল ঃ 'হে ক্ষমতাবান সম্রাট! দুঃখ করবেন না। বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম পরিবর্তন করা যাবে না। যা আসার তা অবশ্যই আসবে। ভাগ্য হল ড্রাগনের তীক্ষ্ণ নখর - জ্ঞানী বা সাহসী যে-ই হোক না কেন, এর থেকে কোন মানুষ পালাতে পারে না......।'

www.pathagar.com

যে আলো এখনও জ্বলজ্বল করে

ডাকাতরা রাস্তায় ক্ষতি করতে পারে না
জ্ঞান ও মহানুভবতার বণিক যাত্রীদলকে,
শর্ত হল, অবশ্যই তাদের অনুসরণ করতে হবে
রাস্তার অভিভাবককে।

- হাফিজ

আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর আমিনার একমাত্র সুখের বিষয় ছিল তাঁর গর্ভের শিশু, তার উপস্থিতি তিনি মাঝে মাঝে উপলব্ধি করেন। আমিনা মনে মনে খুশি হন। তিনি মৃদু হাসেন এবং অপেক্ষা করেন।

প্রত্যেকদিন ঘুম থেকে জাগার পর তিনি ঐ শিশুর নড়াচড়া অনুভব করেন। তিনি সতর্কতার সাথে চলাফেরা করেন এবং মাটির কলসি বা পাত্র উত্তোলন করেন অতি সাবধানতার সাথে। তাঁর গর্ভের শিশু যে পুত্র এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। এ চিন্তায় তিনি খুশি হন।

মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। আমিনা দিন ও মাসের হিসাব গণনা করেন হাতের আঙ্গুল গুণে। প্রতিদিনে তিনি কয়েকবার এ হিসাব করেন। তিনি তাঁর পুত্রকে দেখার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়েন। একথা সত্য যে, তাঁর পুত্র তাঁর মধ্যেই আছে। তবু তিনি তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে পেতে চান, তিনি তাঁকে তাঁর পাশে দেখতে চান, তাঁর কোলে দেখতে চান, তাঁর বুকে দেখতে চান। সেদিন কি কখনও আসবে? তাঁর চোখ সব সময় তাঁকে দেখতে আগ্রহী, তাঁর হাত তাঁকে স্পর্শ করতে চায়, তাঁর নাক তাঁর ঘ্রাণ পেতে চায়। শুধু তার অস্তিত্ব অনুভব করাই তাঁর জন্য যথেষ্ট নয়। প্রিয় বস্তুকে সব ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা দরকার। প্রেমিক নিশ্চিতভাবে চায় যে, পার্থিব জীবনের সাথে তার আত্মার বন্ধন অটুট থাকুক।

ইরানের সম্রাটের রাজপ্রাসাদে সেদিন অতি প্রত্যুষে যেসব অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটছিল তাতে জনগণ ও সম্রাটের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। অপরদিকে আমিনা তাঁর পর্ণকুটিরে শুয়ে ছিলেন। তিনি অনুভব করছিলেন সেই বেদনা, যার জন্য তিনি অনেক দিন ধরে অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁকে যখন তাঁর বিছানায় শোয়ানো হয়,

www.pathagar.com

তখন তিনি দেখেন, তাঁর ঘরের ছাদের ওপর তারকারাজি যেন বৃষ্টির মত ঝরছে - ঐসব তারকার রং সোনালি ও বেগুনী রঙের মত। একমাত্র আল্লাহই সত্য সম্পর্কে অবগত আছেন! বিভিন্ন রঙের ঘূর্ণায়মান দৃশ্য দেখে তিনি মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

তাঁর মনে হয়, স্বর্গীয় মহিলাগণ তাঁর বিছানার চারপাশে সমবেত হয়েছেন। প্রথমে তাঁর মনে হয়, এরা সব কুরাইশ মহিলা। কিন্তু শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার বিষয়টি তারা জানতে পারলেন কিভাবে, একথা তিনি বুঝতে পারলেন না। তারপর তিনি তাদের কথা শুনতে পেলেন।

'আমি ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া।'

'আমি ইমরানের কন্যা মরিয়ম।'

পান্নার ঠোঁটবিশিষ্ট একটি পারাবাত তার শক্তিশালী ডানা পরিব্যাপ্ত করে আমিনার কাছে আসে। সিল্কের মত কোমল পাখনা দিয়ে সে তাঁর দেহের পাশে বুলিয়ে দেয় এবং অতঃপর তাঁর বেদনা প্রশমিত হয়। আমিনার পুত্র এ বিশ্বে আবির্ভূত হন। স্রষ্টার প্রতি তাঁর মাথা অবনত হয় এবং তাঁর দু'হাত আকাশের দিকে উত্থিত হয়। পশমের মত নরম সাদা ও কোমল মেঘ নিচে নেমে আসে এবং শিশুটিকে জড়িয়ে রাখে। অসংখ্য পারাবাতের ডানার শব্দ আমিনার কানে ভেসে এল এবং তিনি শুনতে পেলেন এসব কথা ঃ

'আমরা আপনার পুত্রকে দিয়েছি আদমের চরিত্র, সেথ-এর শিক্ষা, নূহের সাহস, ইবরাহীমের মেজাজ, ইসমাঈলের ভাষা, ইসহাকের বিনয়, সালেহর বাগ্মিতা, লুত-এর জ্ঞান, জ্যাকবের সৌভাগ্য, মূসার ধৈর্য, জোনাহর বাধ্যতা, যব-এর ধৈর্য, যোসূয়ার বীরত্ব, ডেভিডের কণ্ঠ, দানিয়েলের ভালবাসা, ইলিয়াসের মহত্ত্ব, জন-এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং যীশুখ্রিস্টের সংযম।'

আমিনা তাঁর পুত্রের দিকে তাকালেন, দেখলেন তিনজন ফেরেশতাকে। একজনের হাতে রূপার বদনা, একজনের হাতে পান্নার পাত্র এবং অপরজনের হাতে সাদা সিল্কের তোয়ালে। একমাত্র আল্লাহই সত্য সম্পর্কে অবগত আছেন! শিশুটিকে তাঁরা সাতবার গোসল করালেন; অতঃপর ঐ শিশুর কাঁধের মাঝখানে তাঁরা চিহ্ন দিলেন, শিশুকে তাঁরা সিল্কের তোয়ালে দিয়ে জড়ালেন এবং তাঁকে ডানার ওপরে নিয়ে আমিনার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলেন। আমিনা জোরে কেঁদে উঠলেন।

পাশের কামরায় উম্মে উসমান ঘুমাচ্ছিলেন। তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি তাঁর বিছানা থেকে উঠে দৌড়ে আমিনার কামরায় গেলেন। স্বর্গীয় এ শিশুকে তিনি তাঁর মায়ের বাহুর ওপর শান্তিপূর্ণভাবে ঘুমাতে দেখলেন।

পারস্যের কাহিনীকাররা বলেন, ঐ রাতে একজন অশ্বারোহী সংবাদ বাহক টেসিফোন-এ আসে এবং অনুশির্ভানকে একটি সংবাদ দেয়। সে জানায়, আজর গোশাসব-এর বেদীতে হাজার বছর ধরে জ্বলন্ত চিরন্তন আগুনের শিখা নিভে গেছে।

www.pathagar.com

ঐ রাতেই ইয়াছরিবের একজন ইহুদী একটা দুর্গের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে ঃ 'দেখ, আহমদের তারকা, নতুন নবীর তারকা!' ঐ দুর্গের নিচে দাঁড়িয়ে ইয়াছরিবের ইহুদীরা তার কথা শুনল। বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য তারা তাদের ভবিষ্যদ্বক্তা ও জ্ঞানী লোকদের কাছে গেল।

ঐ রাতেই লম্বা ও শুভ্র দাড়িবিশিষ্ট মরুভূমির একজন আরববাসী তার উটকে দড়ি দিয়ে বেঁধে মক্কার পথে যাত্রা করে। সে আবৃত্তি করছিল একটি উত্তেজক কবিতা ঃ

'গত রাতে মক্কা ঘুমিয়ে ছিল,
মক্কার আকাশে কিভাবে আলো
জ্বলেছে তা সে লক্ষ্য করেনি,
কিভাবে তারকারাজি বৃষ্টি ঝরিয়েছে
তা-ও সে দেখেনি!
দেখলে সে বিশ্বাস করতো যে
আকাশে তাদের স্থান থেকে তারকারাজি কিভাবে উৎপাটিত হয়েছে;
শহরের লোকেরা দেখতে পায়নি
চাঁদ তার উচ্চাসন থেকে
কিভাবে নেমে এসেছে,
দূরবর্তী তারকারাজি
মক্কার গৃহের ওপর অবতরণ করেছে।
মরুভূমির গোপন রহস্য
শহরে দেখা যায় না কেন?
শহরবাসীরা সে সম্পর্কে অনবহিত কেন?'

মক্কাবাসীরা ঐ অদ্ভুত লোকটির পাশে কৌতূহল হয়ে জড়ো হল। তারা তাকে তার আবৃত্তি অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ জানাল।

'গত রাতে কী ঘটেছিল?
মক্কা ঘুমিয়ে ছিল। তার আকাশে কিভাবে
আলো জ্বলেছে সে তা লক্ষ্য করেনি,
তারকারাজি কিভাবে বর্ষণ করেছে
তা-ও সে দেখেনি!
প্রকৃতির মাঝে কতটা গোপন রহস্য
লুকিয়ে আছে, এসব রহস্য প্রায়
উন্মোচিত হয় না, তবে কেবলমাত্র
নির্ধারিত লোকেরাই তা জানতে পারে!

www.pathagar.com

গত রাতে মক্কা ফুল দ্বারা সিক্ত হয়েছিল,
তারকারাজিই ছিল এসব ফুল!'

তখনও অন্ধকার ছিল। উম্মে উসমান দৌড়ে গেলেন আবদুল মুত্তালিবের গৃহে। স্বর্গীয় ঐ শিশুর জন্মের কথা তিনি প্রতিবেশীদেরও জানালেন। আমিনার পুত্র জন্মগ্রহণের সপ্তম দিনে আবদুল মুত্তালিব সব প্রবীণ কুরাইশদের এক বড় ভোজে দাওয়াত করলেন। গোশতের কাবাব, মধু ও ঘোল তাদের সামনে উপস্থাপন করা হল। গরীবদের জন্য জবাই করা হল তিনটি উট - একটা উট শহরের গরীব-দের জন্য, একটা উট শহরের বাইরের গরীবদের জন্য এবং একটা উট পর্বতে আশ্রিত পশু-পাখিদের জন্য। গরীব লোকেরা গৃহের বাইরে অপেক্ষা করছিল, তারা অপেক্ষা করছিল তাদের ডাক পড়ার জন্য। গায়ক, বংশীবাদক ও ঢোল বাদকরা গেয়ে বাজিয়ে আনন্দ করছিল।

গৃহের অভ্যন্তরে মক্কার প্রবীণ কুরাইশ ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়রা খাওয়ার টেবিলের চারপাশে বসেছিল। তারা দাড়িতে হাত বুলিয়ে আবদুল মুত্তালিবের মহানুভবতার প্রশংসা করছিল।

শুভ্র দাড়িবিশিষ্ট একজন বয়স্ক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'শিশুর কি নাম রাখবে?'

কোন চিন্তা না করেই আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ 'মুহাম্মদ (প্রশংসিত)।'

সবাই অবাক হল, ফিস ফিস করে কথাও বলল।

'আরবদের মাঝে এ ধরনের নাম রাখার কোন দৃষ্টান্ত না থাকলেও তুমি অমন নাম রাখলে কেন?'

'কারণ মানুষের মধ্যে তাঁরও কোন দৃষ্টান্ত হবে না। দুনিয়া ও বেহেশতে সে সম্মানিত ও প্রশংসিত হবে!'

www.pathagar.com

মরুভূমির মধ্যে

'আমাকে রক্ষা করার জন্য অন্য একজন আছেন।'

- মুহাম্মদ

মরুভূমির আরব বেদুইনরা বছরে কয়েকবার মক্কা শহরের কাছাকাছি এসে তাঁবু ফেলত। মরুভূমির সীমান্তে তারা কালো উটের পশম দিয়ে তৈরি তাঁবু টাঙ্গাত এবং তারপর বড় বাজারে যাতায়াত করত। সেখানে তারা দুধ, তেল, মাখন, ছাগল ও ভেড়ার চামড়া, উট ও ছাগলের পশম, মরুভূমিতে ধরা হরিণ ও পাখি বিক্রয় করত। ঐ বাজার থেকে তারা কিনত সিরিয়ার কাপড়, তাদের স্ত্রীদের জন্য উজ্জ্বল রঙের পোশাক, পিতলের পাত্র, তরবারি ও বর্ম, আংটি ও হার, চুড়ি ও মল। অনেক সময় এসব কেনা-বেচা হত ফেরিওয়ালা ও মক্কার ব্যবসায়ী এজেন্টদের মাধ্যমে। তারা ঐ তাঁবুতে আসত।

মক্কার ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটা সাধারণ প্রথা ছিল, তারা তাদের সদ্য জন্মগ্রহণকারী শিশুকে বেদুইন মহিলাদের কাছে ন্যস্ত করত। তারা শিশুদের সেবা করত, মরুভূমির উন্মুক্ত সতেজ বায়ুতে তাদের লালন-পালন করত। দু'বছর বা অনুরূপ কাছাকাছি সময়ের পরে তারা ঐসব শিশুকে তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে যেত।

মুহাম্মদ-এর জন্মের কিছুদিন পর মক্কার কাছাকাছি ঐ এলাকায় বনি সা'দ গোত্রের লোকেরা আসে। এ গোত্রের লোকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সাহস এবং ভাষার বাকপটুতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তারা শুদ্ধ ভাষায় কথা বলত এবং সবচেয়ে উত্তম শব্দ ব্যবহার করত। বস্তুতঃ আল্লাহ্ নিজেই পরে ঐ একই ধরনের ভাষা ও শব্দাবলী আরব জনগণের সাথে কথা বলার মাধ্যম হিসেবে পছন্দ করেন এবং সেই অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের গঠন কাঠামো নির্মাণ করেন। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আমিনা তাঁর পুত্রকে নিয়ে বেদুইন তাঁবুর কাছে যান। তাঁর আশা ছিল তাঁর শিশুর জন্য একজন দুধ-মাতার সন্ধান করা। কিন্তু ঐ পুত্রের পিতা নেই, এটা একটা বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ বেদুইন মহিলারা স্বাভাবিকভাবে সন্তান

www.pathagar.com

লালন-পালনের জন্য পার্থিব প্রাপ্তি আশা করত। আর এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ শিশুর পিতাই তাদের সে আশা পূরণ করত।

বনি সা'দ গোত্রের লোকেরা তাদের সব কাজ সমাপ্ত করে। মক্কার ধনী পরিবার থেকে তাদের মহিলারা লালন-পালনের জন্য শিশু গ্রহণ করে। ঐ গোত্রের লোকেরা এখন স্থান ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এ সময় ফাতিমা খাতামির এক সময়কার বন্ধু হালিমাই কেবল কোন শিশুকে লালন-পালনের জন্য গ্রহণ করতে পারেননি। এতিম মুহাম্মদের কথা তাঁর স্মরণ হল। শেষ মুহূর্তে তিনি শহরে ছুটে গেলেন। মুহাম্মদের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি তাঁকে সাথে করে ফিরে এলেন।

বেদুইনরা তাদের স্বাভাবিক গৃহ মরুভূমিতে ফিরে এলেন। প্রত্যেকে ফিরে এলেন ব্যাগ ভর্তি সামগ্রী ও প্রশান্ত মন নিয়ে।

এ সময় থেকে দু'বছর আগে বনি সা'দ গোত্রের লোকেরা মরুভূমিতে মারাত্মক দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। প্রতিদিন জমি ও বাতাস উত্তপ্ত ও শুষ্ক হয়ে পড়ে, এবং তাদের লোকজন ক্রমেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। প্রতিটি তাঁবুতে খাদ্যসামগ্রী ও বার্লির মওজুদ শূন্য হয়ে পড়ে। আগে যেখানে প্রতি রাতে মরুভূমিতে আগুনের শিখায় সোনালি আভা ছড়িয়ে পড়ত, এখন সেখানে দেখা যায় নীরব ও বিষণ্ন দৃশ্য। রুটি সেঁকার জন্য লোহার নিচে দেখা যায় কয়েকটা মাত্র আগুনের কয়লা, নিষ্প্রভ - ঠিক যেন সাদা মেঘের আড়ালে অস্তগামী সূর্যের মত অস্পষ্ট।

বার্লির সামান্য আটা পেলেও কোন মহিলা রুটি তৈরির জন্য তা যথেষ্ট বলে মনে করত। সামান্য আটার মধ্য থেকেও সে কিছুটা আগামী দিনের জন্য জমা করে রাখার চেষ্টা করত। তাদের শিশুরা যেন অভুক্ত না থাকে সে ব্যাপারে বিশেষভাবে তারা চিন্তিত থাকত।

খাওয়ার সময় পিতামাতা রুটির কোণা থেকে সামান্য কিছু ছিঁড়ে নিয়ে নিজে-দের জন্য রাখত এবং বাকী সব তাদের সন্তানদের দিত। ক্ষুধার্ত শিশুরা তাদের অংশের রুটির দিকে তাকিয়ে গোগ্রাসে তা গিলে ফেলত। শুকনা একটা খেজুর নিয়ে তারা হাতাহাতি করত। এমনকি ছোট ছোট শিশুরাও বুকের দুধ না পান করতে পেরে বড়দের সাথে খাবার টেবিলে বসত। তাদের মাতারা রুটি ও খেজুরের টুকরা চিবিয়ে নরম করে তা তাদেরকে দিত।

সন্ধ্যার দিকে মরুভূমি থেকে তারা ভেড়ার পাল নিয়ে আসত; জীর্ণ কাপড় পরা শিশুরা ক্লান্ত দেহে তাদের ভেড়ার পালকে ফিরিয়ে নিয়ে আসত। তাদের দেখলে মনে হত, মরুভূমির উত্তপ্ত বায়ু তাদের দেহ পুড়িয়ে দিয়েছে। তাদের শরীরে হাড় ও চামড়া ছাড়া যেন আর কিছু নেই - নলখাগড়ার চেয়েও যেন চিকন তাদের শরীর। ভেড়ী ও মাদি উটের দুধের বাঁট শুকিয়ে কুঞ্চিত হয়ে যায়, তা

www.pathagar.com

দেখলে বৃদ্ধ মহিলাদের কুঞ্চিত মুখমন্ডলের মতই মনে হয়। মরুভূমির সব শস্য ও গাছপালা হয় শেষ হয়ে গেছে, না হয় তা মরে গেছে। মরুভূমির ফালি ফালি জমির শস্য ও গাছপালা ক্ষুধার্ত গোত্রের লোকেরা শেষ করে দিয়েছে। দূরে ভেড়ার পালকে আসতে দেখে তারা দৌড়ে এগিয়ে যেত। তারা আশা করত যে, গতকাল থেকে আজ হয়ত ভাল সংবাদ পাওয়া যাবে, আজ হয়ত তারা তাদের ভেড়ীর বাঁট দুধে পূর্ণ দেখতে পাবে। কিন্তু প্রতিটি নতুন দিনই তাদের কাছে আগের দিনের চেয়ে খারাপ মনে হত। দূর থেকে ভেড়ার পালকে দেখে তারা হতাশ হত। তবুও তারা রাখাল ছেলেদের কাছে কোন আশার কথা শোনার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত। কিন্তু তারা উত্তর পেত একই রকম।

'কোথাও কিছু নেই, এমনকি উটের জন্য কাঁটাগাছও পাওয়া যায় না।'

দিনের পর দিন ভেড়ার পালে ভেড়ার সংখ্যা কমে গেল। উট, ভেড়া ও ঘোড়া দুর্বল হয়ে পড়ে রইল। তাদের জবাই করতে হল। পরে ব্যবহারের জন্য এসব গোশত ও হাড় জমা করে রাখা হল। কিন্তু গোশত বেশিদিন রাখা যায় না, পচে যায়। ঐ পচা গোশতের টুকরা পাওয়ার জন্যও তাদের মধ্যে ঝগড়া ও মারামারি থেমে থাকল না।

একদিন প্রায় সূর্যাস্তের সময় একজন বয়স্কা মহিলার কাছে লোকজন জড়ো হয়। একজন বয়স্কা মহিলা? না, এক বোঁচকা হাড় ও চামড়া, মাথার ওপর বিছানো ঝাঁকড়া জটাযুক্ত সাদা কেশ, একটা খাঁড়া দৃষ্টিগোচর নাক যা তার মুখের ওপর বেঁকে আছে। সে ঘূর্ণমান টাকুর পাশে বসে সুতা পাকাচ্ছিল - সম্ভবত সে ঐ গোত্রের যুবক লোকদের শবাচ্ছাদনের জন্য কাপড় তৈরি করছিল!

সবাই তার কাছে নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিল। তারা জানতে চাচ্ছিল, ঐ বছর খরা কবে শেষ হবে। তারা নিশ্চিত ছিল, বিশ্ব সম্পর্কে ঐ অভিজ্ঞ মহিলা নিয়তির কাজের ব্যাপারে তাদের চেয়ে অনেক বেশি জানে।

বয়স্কা ঐ মহিলা তাদের কথা আগ্রহভরে শুনছিল, কিন্তু তাদের কথার জবাব সে দিচ্ছিল না। সে তার নিজের কাজে মন দিল। তার নীরবতায় প্রশ্নকারীরা শান্ত হল না। অবশেষে সে তার ঘূর্ণমান টাকু রেখে দিল, অস্তমান সূর্যের দিকে তার হাড় সর্বস্ব বাহু প্রসারিত করল।

'তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? এটা কি আর কখনও উঠবে না! আমাদের অস্তিত্বের শত্রু আছে। ঐ শত্রু উদ্ভিদ পুড়িয়ে দেয়, গাছপালা নিশ্চিহ্ন করে, আমাদের পশু সম্পদ ধ্বংস করে এবং আমাদের ওপর জয়ী হয়।'

এরপর সে আকাশে উদিত সরু অর্ধাকার চন্দ্রের দিকে তাকাল ক্ষণিকের জন্য। মাত্র কয়েক রাত আগে আকাশে তা উদিত হয়েছে। আরব মেয়ের পায়ের রূপোর মলের মতই ঐ চাঁদ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল অস্পষ্টভাবে।

www.pathagar.com

'আমাদের এ চাঁদ সুন্দর - এ চাঁদ থেকেই আমাদের জন্য আসে সুখ, আরাম ও আনন্দ। এ চাঁদ সাগর থেকে আমাদের জন্য পানি টেনে নেয়, তারপর তা মেঘের সাদা আবরণের ওপর ঐ পানি ছিটিয়ে দেয়। এর ফলে মরুভূমি সবুজ হয় এবং পশু মোটা-তাজা হয়। চাঁদ আমাদের ভালবাসে এবং সে আমাদের প্রতি সদয়। সূর্য হল চাঁদের শত্রু। সূর্য তার লেলিহান শিখা তীরের মত করে চন্দ্রের দিকে ছুঁড়ে তার চোখ অন্ধ করে দেয়। চাঁদের কাছে প্রার্থনা কর! বৃষ্টির মাতার প্রশংসা কর!'

তার নির্দেশ মোতাবেক লোকগুলো তিন টুকরা কাঠ নিয়ে এল এবং তা একটা মস্তকবিহীন মানুষের কঙ্কালে আঘাত করল। এ কঙ্কালটি তারা ঢিলা জামার মধ্যে লুকিয়ে এনে একজন অবিবাহিত মেয়ের হাতে দেয় তা সোজা করে ধরে রাখার জন্য। এরপর উপস্থিত লোকেরা ঐ বৃদ্ধা মহিলার সাথে সাথে বৃষ্টির দেবতার কাছে প্রার্থনা করে।

'হে বৃষ্টির মাতা,
আমাদের ওপর বৃষ্টি দাও,
আমাদের রাতের অন্ধকারের পর্দা ভিজিয়ে দাও;
তোমার কোমল বিশুদ্ধ বৃষ্টিতে
আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ কর।'

শিশুরা বড়দের কাজ দেখে হাসল। আর বড়রা তাদের চোখের কোণা থেকে পানি মুছল।

এ ধরনের ভয়ানক ঘটনা ঘটেছিল দু'বছর আগে। এরপর কল্যাণ ও সমৃদ্ধি আসে। গোত্রের লোকেরা তায়েফের কাছে একটি পাহাড়ের পাদদেশে তাঁবু ফেলে। মাঝখানের বড় তাঁবুটি ছিল তাদের দলের নেতার।

তাঁবুর মধ্যে হাতে বোনা হলুদ, কালো ও লাল কম্বল পাতা। তাঁবুর অভ্যন্তরে চারদিকে কাঠ দিয়ে তৈরি উটের জিন, তার ওপরে একের পর এক রাখা আছে পশম ভরা চামড়ার কুশন। তাঁবুর মাঝখানে আছে একটা আগুনের কুন্ড - গরু ও উটের গোবর, মরুভূমির ঝোপ ও কাঁটা গাছের কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালানো। মাল-ভূমির ঠান্ডা বাতাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং খাদ্য তৈরির পিতলের পাত্র গরম করার জন্য ঐ আগুনের কুন্ড জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল। তাঁবুর একপাশে চারটি কাঠের পায়ার ওপর রাখা ছিল একটা বড় চামড়ার থলে, পানিভরা - এর পাশে ডালিম গাছের একটা ডালের সাথে ঝুলানো ছিল চামড়ার পাত্র।

বড় ঐ তাঁবুর পাশে ছিল ছোট ছোট তাঁবু - এসব তাঁবুর উন্মুক্ত অংশ মৃদু বায়ুতে উড়ছিল। এসব তাঁবুর প্রত্যেকটি ছিল পৃথক পৃথক পরিবারের এবং সব তাঁবুই ছিল ভ্রাম্যমাণ। এসব তাঁবুর বর্ধিত অংশে ছিল খাদ্যের মওজুদ - বর্ধিত

www.pathagar.com

অংশটা দেখতে অনেকটা মোটা মানুষের ভুঁড়ির মত। ছোট ছোট শিশুরা বিভিন্ন রঙের কাপড় পরে এমনভাবে তাঁবুর মাঝখানে দোলনার ওপর শুয়েছিল যে, শুধু তাদের মুখটা উন্মুক্ত অবস্থায় দেখা যাচ্ছিল। আগুনের আলোয় তাদের মাথার ওপরকার নীল চাদর ও ছোট ছোট চোখ খুবই উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। মায়েরা দোলনা দোলাচ্ছিল, আর তাদের জন্য ঘুম পাড়াবার গান গাচ্ছিল ঃ

'ইয়াহ্‌লা! আমার পুত্র,
তুমি বড় হবে,
উত্তম উটে তুমি আরোহণ করবে;
সাহসী লোকের মত তুমি যুদ্ধ করবে,
আমার জন্য লুণ্ঠন করবে,
আর আনবে যুদ্ধলব্ধ মাল।
হে সুখের ঘুম,
আমার ছোট শিশুকে দেখো,
তুমি এস এবং তার ওপর বিশ্রাম নাও।
হে ঘুম,
আমার ছোট শিশুকে দেখো!'

এখন তাদের উট ও ভেড়াগুলো সব মোটা-তাজা, তাদের দুধের বাঁটগুলো এমন ভারী হয়ে থাকে যে, তাদের চলতে-ফিরতে কষ্ট হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় হালিমার পুত্র দামরা মরুভূমি থেকে তার পশুর পাল নিয়ে ফিরে আসে - তার কাঁধের ওপর থাকে নবজাত মেষশাবক বা ছাগল ছানা। সে তার হাত দিয়ে এর পা ধরে রাখে, যেন ঘাড় থেকে পড়ে না যায়। চারণভূমি থেকে নবজাত মেষশাবক বা ছাগলছানা আনার শুভ সংবাদ দামরা দেওয়ার সময় তার চোখ-মুখ আনন্দে ভরে ওঠে। হালিমা দৌড়ে এসে পুত্রের কাঁধ থেকে মেষশাবক বা ছাগলছানাকে নিয়ে তার হাঁটুর ওপর রাখেন - তাকে আদর করেন, তার দেহে নাক ঘষেন। তার-পর তিনি তাকে তার মায়ের কাছে ছেড়ে দেন - সে লাফ দেয়, ঝাঁপ দেয়। হালিমা দুধ দোহন করার জন্য ভেড়ীর কাছে যায়। হাতের তালু ও আঙ্গুল দিয়ে সে দুধ দোহন করে - ভারী হয়ে থাকা দুধের বাঁট থেকে অবিরামভাবে দুধ নির্গত হয়।

একদিন দুধ দোহন করার সময় হালিমা তাঁর স্বামী হারিছের সাথে কথা বলছিলেন।

'আমাদের সব পশু এখন অনেক দুধ দেয়, মরুভূমিও এখন উর্বর হয়েছে। এটা কি বিস্ময়কর ব্যাপার নয়? দু'বছর আগে আমরা ক্ষুধায় কাতর ছিলাম, এক ফোঁটা পানির জন্য আমরা সব সময় প্রার্থনা করতাম। আমি নিশ্চিতভাবে মনে করি, লালন-পালনের জন্য আমরা যে শিশুকে এনেছি তার সাথে এসবের একটা

www.pathagar.com

সম্পর্ক আছে। শিশুটা আমাদের কাছে আছে দু'বছর। এ সময়টা আমাদের সুন্দর-ভাবে কেটেছে এবং একটা দিনও আমাদের খারাপ যায়নি। দেখ, শিশুটা কিভাবে বেড়ে উঠেছে। তাকে দেখলে দু'বছরের শিশু বলে মনে হয় না। সে নিজে নিজে এখন দৌড়াতে পারে। তার সমবয়স্ক অন্য শিশুদের মত সে তোতলামি করে না বা আধো আধো কথা বলে না।'

তাঁর স্বামী বললেন ঃ 'আমার মনে হয় তাকে শীঘ্রই ফেরৎ দিয়ে আসা দরকার। সে এখন মায়ের দুধ পান করা ছেড়েছে।'

স্নেহশীল দৃঢ়তায় হালিমা বললেন ঃ 'না। তাকে আমরা এখন ফেরৎ পাঠাব না। মক্কার আবহাওয়ায় সে খাপ খাওয়াতে পারবে না। আমার আশংকা হয়, সে অসুস্থ হয়ে পড়বে।'

'তাহলে তুমি মক্কায় গিয়ে তার মাকে বল, তার আর কিছুদিন আমাদের সাথে থাকা উত্তম। তার মা সম্মত হলে কোন অসুবিধে নেই।'

হালিমা দৃঢ়তার সাথে বললেন ঃ 'ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি তাঁকে সম্মত করাতে পারব।'

হালিমা তাঁর কথা রাখেন। শিশু মুহাম্মদ আরও কিছুদিন তাঁদের কাছে থাকুক, এ ব্যাপারে তিনি আমিনাকে রাজী করান। মরুভূমিতে আবার বেরিয়ে যাওয়ার আগে প্রতি মাসে তাঁরা কয়েকদিনের জন্য মুহাম্মদকে মক্কায় নিয়ে যেতেন। ঐ গোত্রের সবাই মনে করত, মুহাম্মদ হল তাদের বর্তমান সমৃদ্ধির মূল উৎস এবং সে কারণে সবাই তাকে নিজেদের সন্তান বলেই মনে করত। সবাই তার জন্য খেজুর ও রুটি এনে দিত এবং সব সময় তাকে চোখে চোখে রাখত।

এভাবেই মুহাম্মদ চার বছরে পদার্পণ করেন। তাঁর দৈহিক-মানসিক বৃদ্ধি ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। একদিন তাঁর দুধ-ভাই দামরা যখন মেষপালকে মরুভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি দৌড়ে তাঁর দুধ-মাতার কাছে গিয়ে প্রসারিত দু'হাত দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরেন।

'আমি দামরার সাথে যেতে চাই!'

হালিমা নিচু হয়ে তাঁর গালের সাথে নিজের মুখ লাগান।

'তুমি কি সত্যি সত্যি তার সাথে যেতে চাও?'

মুহাম্মদ বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আমি মরুভূমিতে ঐ মেষপালের সাথে থাকতে চাই।'

হালিমা তাঁকে তাঁবুতে নিয়ে যান, তাঁর চোখে কাজল পরিয়ে দেন এবং মুখ থেকে তেল মুছে দেন। সব কাজ শেষ হয়ে গেছে, একথা মনে করে মুহাম্মদ হালিমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে দামরার সাথে যোগ দেওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। কিন্তু হালিমা তাঁকে আবার দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন।

তিনি বললেন ঃ 'একটু দেরি কর।'

www.pathagar.com

তিনি তাঁর ব্যাগ থেকে একটা হার বের করলেন। ঐ হারের মাঝখানে ছিল মূল্যবান একটা ইয়ামনী পাথর। তিনি ঐ হারটি মুহাম্মদের গলায় পরিয়ে দিলেন। মুহাম্মদ তাঁর চিবুক গলার সাথে মিলিয়ে দিলেন এবং উজ্জ্বল পুঁতির মালা দেখার চেষ্টা করলেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এটা কী?'

'এটা রক্ষাকবচ।'

'এর কি প্রয়োজন?'

'হে আমার চোখের মণি, এটা তোমাকে কু-দৃষ্টি থেকে রক্ষা করবে।'

মুহাম্মদ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পুঁতির মালা ছিঁড়ে ফেললেন।

'আমাকে রক্ষা করার জন্য অন্য একজন আছেন।'

তিনি মূল্যবান পাথরটি হালিমার হাতে দিয়ে দামরা ও মেষপালের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য দৌড় দিলেন। তিনি যখন তাঁর লাঠি দিয়ে ভেড়া তাড়াচ্ছিলেন, তখন তাঁর মাথার চুল বাতাসে উড়ছিল।

হালিমা তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর তিনি আস্তে আস্তে তাঁর পাথরের তৈরি আটা পেষার যন্ত্রটার কাছে ফিরে গেলেন।

পাশেই হারিছ তাঁর বাদামী রঙের ঘোটকীর গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছিলেন। ঐ ঘোটকী ছিল গর্ভবতী। হারিছের বড় আশা ছিল, সে একটা উত্তম বাচ্চা দেবে। হালিমা তাঁকে মুহাম্মদের সাথে তাঁর অদ্ভুত আলোচনার কথা বললেন।

হালিমা দেখলেন, দামরা তাঁবুর দিকে দৌড়ে ফিরে আসছে। অথচ তখনও সন্ধ্যা হওয়ার অনেক দেরি।

দামরা চিৎকার করে বলল ঃ 'মা, তারা কুরাইশ শিশুকে মেরে ফেলেছে!'

'কী বললে তুমি?'

'মুহাম্মদ....মুহাম্মদ.....তারা মেরে ফেলেছে......আমার ভাইকে.....।'

'কোথায়? কখন?'

'পাহাড়ের ওপর।'

হালিমা আর্তনাদ করে উঠলেন। তাঁবুর পেছন দিক থেকে হারিছও ছুটে এলেন।

দামরার ঘাড় ধরে তিনি ঝাঁকি দিলেন। বললেন ঃ 'বল, কী হয়েছে আমাদের বল।'

'আমরা পাহাড়ের ওপর ওঠার পর সাদা পোশাক পরা দু'জন লোক সেখানে আসে। তারা মুহাম্মদকে উঁচু করে ধরে এবং তারপর তাকে মাটিতে শুইয়ে দেয়। দু'জনের মধ্যে একজন ছোরা বের করে তাঁর বুকের এক পাশ চিরে ফেলে। আমি জানিনে, তবে মনে হয় তারা তার হৃৎপিন্ড খুঁজছিল। আমি ভয় পাই এবং একথা তোমাদের বলার জন্য দৌড়ে আসি।'

হালিমা ও হারিছ বাতাসের গতিবেগে পাহাড়ের ওপর গেলেন। দামরাও অতি কষ্টে তাঁদের অনুসরণ করল। দামরা তাঁদের যে পথ দেখাল সেই পথেই তাঁরা দ্রুত অগ্রসর হলেন।

www.pathagar.com

কিন্তু ঘটনাস্থলে গিয়ে তারা দেখলেন, মুহাম্মদ আকাশের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসছেন।

হারিছ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'মুহাম্মদ, কি হয়েছে? কে তোমাকে আক্রমণ করেছিল?'

কিন্তু মুহাম্মদ কোন কথাই বললেন না।

হালিমা বললেন ঃ 'কিছু একটা রহস্য আছে মনে হয়।'

ভয়ে ভয়ে হারিছ বললেন ঃ 'হতে পারে যে, তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করা হয়েছে; তাকে জিনে ধরতে পারে।'

শান্তভাবে হালিমা বললেন ঃ 'না। কোন জিন বা অশুভ আত্মা এ শিশুর পবিত্র আত্মাকে কখনই কিছু করতে পারবে না। আপনি দেখেছেন, তার উপস্থিতি আমাদের গোত্রের জন্য কী রকম সৌভাগ্য বয়ে এনেছে। সূর্যের কিরণের মত তীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ফাতিমা খাতামি প্রায়ই বলতেন, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে পাপের কালো দাগ থাকে। আল্লাহ্ যাকে ভালবাসেন তার অন্তর থেকে ঐ কালো দাগ সরিয়ে ফেলেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই মুহাম্মদকে গভীরভাবে ভালবাসেন।'

হারিছ বললেন ঃ 'শোন হালিমা, এসব কথা আমি বুঝতে পারিনে। কিন্তু একটা কথা আমি বুঝি, তুমি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এস। আমি নিশ্চিত, জিন তাকে স্পর্শ করেছে, আর না হয় তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে।'

'না। সে এ ধরনের কাজের অনেক উর্ধ্বে।'

তাঁরা সবাই তাঁবুতে ফিরে এলেন। ঐ রাতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে কুরাইশ শিশু সম্পর্কে গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা করলেন। হালিমা তাঁকে বুঝাতে পারলেন না। হারিছ আশংকা প্রকাশ করলেন যে, ঐ ছেলেটির ওপর কোন বিপদ আপতিত হলে তিনি সম্ভ্রান্ত কুরাইশ নেতার কাছে কোন জবাব দিতে পারবেন না। ফলে পরদিন হালিমা শিশু মুহাম্মদকে নিয়ে মক্কার পথ ধরলেন। তাকে যেতে দেখে গোত্রের সব লোকই দুঃখ প্রকাশ করল। তাকে বিদায় দিতে সবাই এল. তাকে তারা খেজুর, রুটি ও দুধের সর উপহার দিল। মুহাম্মদ তাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলেও তারা দাঁড়িয়ে রইল।

একজন বৃদ্ধ লোক আপন মনে বলল ঃ 'আমাদের গোত্রের কোন শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী এ কাজ করেছে। তারা জানত, এ শিশুটিই আমাদের সৌভাগ্যের উৎস। শিশুটিকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দিলে আমরা আবার দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পতিত হব, এটাই তাদের ইচ্ছা।'

শিশুটিকে নিজের কাছে রেখে দেওয়ার জন্য হালিমা বিভিন্ন উপায় খুঁজছিলেন। তাঁর মনে একটা চিন্তার উদ্রেক হল। মক্কা যাওয়ার পথের ধারে একজন বৃদ্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা বাস করত। হালিমা তার কাছে মুহাম্মদকে নিয়ে যাওয়ার এবং তার মতামত শোনার সিদ্ধান্ত নিলেন।

www.pathagar.com

বৃদ্ধা ঐ মহিলা মুহাম্মদ সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। মুহাম্মদের জন্ম, তাঁর পিতা-মাতা, তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে সে জানতে চাইল। হালিমা যা জানেন তার সবকিছু, এমনকি সাম্প্রতিক ঘটনার কথাও তাকে জানালেন।

ভবিষ্যদ্বক্তা একখানি বইয়ের পাতা খুলল, কুঞ্চিত চামড়ার ঘাড় নুইয়ে সে বইয়ের ওপর কিছুক্ষণ স্থিরভাবে নিশ্চুপ রইল। অতঃপর আকস্মিকভাবে সে তার মাথা উঁচু করল এবং শিশুটির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

মহিলা ভবিষ্যদ্বক্তা যেন চিৎকার করে উঠল ঃ 'ওহে আরব দেশের সন্তানরা! তোমাদের ওপর যা আপতিত হতে যাচ্ছে, তার জন্য ভীত হও! এ শিশুকে হত্যা কর। সে যদি জীবিত থাকে, তাহলে সে তোমাদের বিভিন্ন খোদাকে বিদ্রূপ করবে, সে তাদের সবাইকে উৎখাত করবে....হত্যা কর....হত্যা কর তাকে!'

অনেক আরব বেদুইনের কাছে হত্যার কথা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য একটা কথা। এ ধরনের লোক সেখানে জড়ো হতে শুরু করল। হালিমা ভীত হয়ে মুহাম্মদকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সেখান থেকে পালিয়ে তিনি মক্কার পথ ধরলেন।

www.pathagar.com

অন্ধকার দিগন্ত থেকে

'তিনি তোমাদের মধ্য থেকে মূর্তিপূজা ও অন্ধ অজ্ঞতা দূরীভূত করবেন।'

- বহিরা

আবরাহার সৈন্যদের ছিন্ন ধ্বংসাবশেষ তাদের স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তারা পরাজিত হয় রহস্যপূর্ণভাবে এবং তাদের পরাজয়ের কাহিনী প্রায় উপকথার মত। পরাজিত হয়ে তারা ইথিওপিয়ায় চলে যায় এবং তারা সাথে করে নিয়ে যায় পরাজয়ের সেই করুণ স্মৃতি। আরবের মানুষের মনে জাগরুক সেই স্মৃতি নানা ধরনের বিস্ময়কর গল্পের সূত্রপাত ঘটায়, সেই যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই ঐসব কাহিনী বিস্তার লাভ করে। খোদার গৃহের যে একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে, এ বিশ্বাস তাদের মনে পুনর্জীবিত হয়। অপরদিকে আবরাহার সৈন্যদের মনে যে তিক্ত স্মৃতি জেগে-ছিল, তাতে তারা প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা লালন করতে থাকে। সাদা-চামড়ার ঐ জাতির বিরুদ্ধে নিজেদের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। তাদের প্রজাদের মন থেকে পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার জন্যও তারা সচেষ্ট হয়। আবরাহার মৃত্যুর পর তার পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতাসীন হয় এবং সে তার ক্ষমতা জাহির করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে উৎপীড়নকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। আর এ উৎপীড়নের সাথে সংযুক্ত হয় অবিচার ও অত্যাচার। সাদা চামড়ার ইয়েমেনীরা নির্যাতনের শিকার হয়। তারা কৃষ্ণবর্ণ শাসকদের হাত থেকে পালিয়ে যাওয়ার উপায় খুঁজতে থাকে।

এ আন্দোলনের নেতা হল হিমাইয়ারী যুবরাজ সাইফ - তার পিতার নাম ধু'ইয়াজান। ধু'ইয়াজানের স্ত্রী রাইহানাকে তার কাছ থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে আনা হয় এবং তাকে আবরাহার হারেমের কাজে নিযুক্ত করা হয়। ইয়েমেন ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার পর সাইফ প্রথমে কন্সট্যান্টিনোপলে রোমান সম্রাটের দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু সম্রাট তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে এ অজুহাতে যে, ইথিওপিয়ানরা খ্রিস্টান এবং তাদের স্বধর্মীয়। সাইফ তবু নিরাশ

www.pathagar.com

হলেন না। তিনি ইরাকের রাজা নূ'মানের দরবারে গেলেন এবং তাঁর সাহায্যে তিনি পার্সিয়ার শাহ-এর সহায়তা পাওয়ার আশা করলেন। নূ'মান তাঁকে সহানুভূতির সাথে গ্রহণ করলেন।

নূ'মান বললেন ঃ 'বছরে একবার ইরানের সম্রাটের সাথে আমার সাক্ষাৎ করার অনুমতি আছে। তিনি আমার প্রতি সদয় এবং আমাকে সব সময় পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এ বছর আমি তোমাকে সাথে করে তাঁর কাছে নিয়ে যাব। তোমার পক্ষ থেকে আমি তাঁর সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করব।'

নির্দিষ্ট সময়ে তাঁরা পারস্যের রাজধানীর পথে যাত্রা করেন। সাইফকে সম্রাটের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজ দরবারের জাঁকজমকপূর্ণ দীপ্তি দেখে তিনি অভিভূত হন। তিনি সম্রাটের কাছে ইয়েমেনকে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন জানিয়ে বলেন যে, এর ফলে তাঁর জনগণ অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবে এবং শাহ-এর ন্যায়ভিত্তিক শাসনের সুফল ভোগ করতে পারবে।

সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'ঐ বিদেশীরা কারা? তারা কি ইথিওপীয়, না ভারতীয়?'

সাইফ উত্তর দিলেন ঃ 'ইথিওপীয়।'

সম্রাট অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে বললেন ঃ 'তোমার দেশ খুবই দূরে এবং গরীব। সামান্য পুরস্কারের আশায় ইরানের সৈন্য বাহিনীকে বিদেশের মরুভূমিতে যুদ্ধ করার জন্য পাঠানো সম্ভব নয়।'

সাইফকে আর কথা বলতে দিলেন না সম্রাট। তিনি তাঁকে সম্মানসূচক পোশাক ও দশ হাজার দিরহাম কোষাগার থেকে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

তাঁর নির্দেশ মোতাবেক ভৃত্যরা ব্যাগ ভর্তি দিরহাম নিয়ে হাজির হল। সাইফকে তাদের সাথে যেতে বলা হল। ভৃত্য ও উপস্থিত লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে সাইফ ব্যাগ থেকে অর্থ বের করে একে একে সবাইকে তা দিয়ে দিলেন। তিনি বললেন ঃ 'আমার আশা ও চিন্তা এখন আর নেই। সম্রাটের দেওয়া অর্থ আমার পকেট থেকেও খরচ হয়ে যাক, এটাই উত্তম।'

একথা সম্রাটের কাছে অনতিবিলম্বে জানানো হলে তিনি উত্তেজিত হন এবং সাইফকে তাঁর সম্মুখে হাজির করতে বলেন।

'তুমি আমার দেওয়া উপহারকে এত সহজভাবে গ্রহণ করলে? তা সব আমার ভৃত্যদের মাঝে বিলিয়ে দিলে?'

সাইফ ছিলেন বেপরোয়া। কী ফল হতে পারে, সে সম্পর্কে কোন চিন্তা না করেই তিনি বললেন ঃ 'আমি এখানে আমার জন্য শাহ-এর কাছ থেকে কোন কিছু চাইতে আসিনি। আমি এসেছিলাম আমার জনগণকে রক্ষার জন্য রাজকীয় নিরাপত্তা। আমার দেশে অনেক সোনা ও রূপা আছে। কিন্তু ন্যায়বিচার নেই। আমি ন্যায়বিচার চাওয়ার জন্যই এসেছিলাম।'

www.pathagar.com

সম্রাট ক্ষণিকের জন্য উত্তেজিত হলেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে তাঁর কথায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। তিনি সাইফের সাথে সদয়ভাবে কথা বললেন। ইয়েমেনের বিষয়টা বিবেচনায় আনার জন্য তিনি তাঁর উপদেষ্টাগণকে নির্দেশ দিলেন।

একজন উপদেষ্টা সম্রাটকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, বিভিন্ন কারাগারে ঐ সময় বহু বন্দী আছে।

'আমরা বলিষ্ঠ বন্দীদের একটা দলকে ইথিওপীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য হিমাইয়ার যুবরাজের সাথে প্রেরণ করতে পারি। মারা গেলে মরুভূমিতে তারা তাদের প্রাপ্য শাস্তি পাবে। আর যদি তারা বিজয়ী হয় তাহলে সম্রাটের অধীনে একটা নতুন এলাকা সংযুক্ত হবে।'

সম্রাট এ প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। সম্রাট বন্দীদের একটা জাহাজে তোলার এবং তাদেরকে তাইগ্রিস নদীপথে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। তিনি এ সৈন্য দলের নেতৃত্ব দিলেন বাহরিজ নামে একজন জেনারেলকে। নদীপথে অনেক দিন ধরে যাত্রার সময় দু'টি জাহাজ ঘূর্ণিঝড়ে ধ্বংস হয় এবং ক্ষুদ্র একটি জাহাজ বহর আরবের দক্ষিণ উপকূলে পৌঁছায়। ঐ এলাকার আরববাসীরা তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে সাদরে গ্রহণ করে।

উপকূলে অবতরণ করার পর বাহরিজ তার সব জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর বন্দী-সৈন্যরা যেন বুঝতে পারে, তাদের পালিয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। হয় তাদের সানা'য় পৌঁছাতে হবে, আর না হয় তাদের মরতে হবে।

বাহরিজের ক্ষুদ্র ঐ বাহিনী এক লাখ সৈন্যের মুখোমুখি হল - ঐ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল আবরাহার পুত্র মাসরুখ। এক সংঘর্ষে বাহরিজের পুত্র নিহত হয়। সীমাহীন উত্তেজনায় বাহরিজ আরব পথ প্রদর্শকদের ডেকে পাঠালেন।

তিনি বললেন ঃ 'শিবিরের পাশ দিয়ে যাতায়াত করার সময় ইথিওপীয় ভাইসরয়কে আমাকে দেখিয়ে দেবে।'

'তিনি হাতির পিঠে আরোহণ করে চলেন। তার মাথায় রাজমুকুট আছে, আর কপালে আছে একটা বড় পদ্মরাগমণি পাথর।'

পরদিন ইথিওপীয় ভাইসরয়কে একটা ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় দেখা গেল। তৃতীয় দিন দেখা গেল তিনি ঘোড়ার পরিবর্তে খচ্চরে আরোহণ করে যাচ্ছেন।

বাহরিজ বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন ঃ 'এটা একটা তুচ্ছ বাহন! তার সাম্রাজ্যের পতনের এটা একটা লক্ষণ। আমি তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করব।' এরপর তিনি তাঁর কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ 'তোমরা যদি দেখতে পাও, তার সঙ্গীরা তার চারপাশে জড়ো হয়েছে, তাহলে মনে করবে, সে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে কাল বিলম্ব না করে আক্রমণ করবে।'

www.pathagar.com

বাহরিজ ছিলেন একজন দক্ষ তীরন্দাজ। তৎকালীন সময়ে যুদ্ধে বিজয় অনেকটা নির্ভর করত তীর নিক্ষেপের দক্ষতার ওপর। পার্সিয়ান জেনারেল তাঁর বিরাট ধনুকটা হাতে নিলেন। ঐ ধনুকটা আকারে এত বড় ছিল যে তিনি ছাড়া আর কেউ ওটা ব্যবহার করতে পারতেন না। তিনি ধনুকটা হাতে নিয়ে তাঁর লক্ষ্য স্থির করলেন এবং অতঃপর তীর নিক্ষেপ করলেন। তীর গিয়ে লাগল নীলকান্তমণি পাথরের ঠিক নিচে এবং তার দু'চোখ বিদীর্ণ হয়ে গেল। প্রাণহীন অবস্থায় মাসরুখ মাটিতে পড়ে গেল। এ দৃশ্যে ইথিওপিয়ান সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল এবং সর্বত্র বিশৃংখলা দেখা দিল। এ অবস্থায় পার্সিয়ার সৈন্য ও তাদের সহযোগী আরবরা তাদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড আক্রমণ চালাল। দিনের শেষে দেখা গেল, ত্রিশ হাজার ইথিওপিয়ান সৈন্য প্রাণহীন অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছে।

এরপর সা'নায় পৌছাতে বাহরিজের আর কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়নি। বড় ঐ শহরে প্রবেশের জন্য একটা মাত্র ছোট গেট ছিল। ঐ প্রবেশ পথ দিয়ে শহরে ঢুকতে হলে পারস্যের জাতীয় পতাকা নিচু করতে হত। কিন্তু পারস্যের জেনারেল জাতীয় পতাকা নিচু করতে সম্মত হলেন না। তিনি ঐ গেটকে ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বিজয়ী বাহিনী শহরে প্রবেশ করে।

পারস্যের সম্রাটের কাছে বাহরিজ তাদের বিজয়ের বার্তা পাঠালেন।

'মহান সম্রাটের ইচ্ছা মোতাবেক ইয়েমেন বিজিত হয়েছে। কিন্তু এ দেশটা আরবদের।'

সম্রাটের কাছ থেকে তৎক্ষণাৎ জবাব এল ঃ 'সাইফকে সম্রাট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তুমি ফিরে এস।'

মক্কার লোকদের কাছে ইথিওপিয়ানদের বিরুদ্ধে এ বিজয়কে হুবলের গৃহের অলৌকিক ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যের অপর এক নিদর্শন বলে চিহ্নিত হয়। প্রবীণ, সম্ভ্রান্তবংশীয় ও কবিদের এক প্রতিনিধি দল শহরবাসীর পক্ষ থেকে ইয়েমেন যায় নতুন সম্রাটকে অভিনন্দন জানাবার জন্য। এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন আবদুল মুত্তালিব, উমাইয়া বিন আবদ শামস, খুয়ালিদ বিন আসাদ এবং কুরাইশ গোত্রের অপর সাতজন সম্মানিত লোক। সা'নায় তাঁর বসার স্থানটি ছিল সুগন্ধিযুক্ত বাতাসে ভরপুর, তাঁর পরনে ছিল নীল রঙের সর্বোত্তম পোশাক। তাঁর হাঁটুর ওপর ছিল একটা তরবারি - তাঁর ক্ষমতার প্রতীক। তাঁর সিংহাসনের দু'পাশে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর কর্মকর্তাগণ। তিনি হেজাযের প্রতিনিধিদের সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। তাঁর সাফল্যের কিছুটা কা'বা গৃহের খোদার অনুগ্রহ বলে তিনি মনে করেন।

আবদুল মুত্তালিব তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আরব বাগ্মিতায় বললেন ঃ 'হে সম্রাট! সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান খোদা আপনাকে মর্যাদাপূর্ণ স্থান দান

www.pathagar.com

করেছেন - দৃঢ়, দুর্ভেদ্য ও সম্মানিত পদ দান করেছেন। তিনি আপনার সাম্রাজ্যকে এমন একটা গাছের মত উঁচু করেছেন যার শিকড় অতি গভীরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। ঐ সাম্রাজ্যের একাধিক শাখা বিশ্বের উত্তম ও উর্বর ভূমিতে বিস্তৃত...।'

বেশ কিছুক্ষণ তিনি এ ধরনের অলঙ্কারপূর্ণ কথা বলার পর উপসংহারে বললেন ঃ 'আমরা খোদার পবিত্র স্থানের লোক, আমরা তাঁর গৃহের সেবক এবং সেই খোদার অনুগত দাস যিনি আপনাকে আমাদের ওপর আপতিত দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য পছন্দ করেছেন; তাঁ-রই নির্দেশে আমরা আপনার প্রতি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাবার জন্য এখানে এসেছি।'

আত্মতৃপ্তিকর এসব কথা সাইফের কাছে মণি-মুক্তার মতই মূল্যবান ছিল। এ কারণে তাঁর অন্তরে হেজায একটা বিশেষ স্থান দখল করে নেয়। আবদুল মুত্তালিব তখন তাঁর কাছে একজন মহান ব্যক্তির আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলেন।

আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর লোকেরা মক্কায় ফিরে আসেন। বিরাট এক জনতা তাঁদের অভিনন্দন জানায়। তেজস্বী আরবীয় ঘোড়ায় চড়ে আরোহণকারীরা জনতার সামনে ঘুরে বেড়ায়। সিরিয়ার তৈরি পিতলের লণ্ঠন দিয়ে কা'বা গৃহের প্রাঙ্গণ নানা রঙে আলোকিত করা হয়। সামগ্রিক পরিবেশকে করা হয় আনন্দোজ্জ্বল। কা'বা গৃহের ওপর আবদুল মুত্তালিব কালো সিল্কের এক টুকরা বড় কাপড় দিয়ে ঢেকে দেন। ঐ কাপড়ের টুকরাটি দান করেন সাইফ। ঐ কাপড়ের ওপর লেখা ছিল ঃ

'ধূ'ইয়াজান-এর বিনয়ী পুত্র হিমাইয়ার ও ইয়েমেনের সম্রাট এবং ইথিওপিয়া ও রোমের চাবুক সাইফের কাছ থেকে খোদার গৃহের জন্য উপহার।'

ইসলাম-পূর্ব সময়ে আরব সম্রাটদের কাছে একটা সাধারণ প্রথা ছিল, বছরে একবার তাঁরা কা'বায় উপঢৌকন পাঠাতেন। হিরার রাজা নূ'মান বিন মুনজির প্রতি বছর পারস্য ও ভারতের বিশেষ বিশেষ পণ্য এবং বাহরাইনের মুক্তা বোঝাই উট কা'বায় পাঠাতেন।

এ সময় আরবের সব গোত্র সমগ্র আরবের মধ্যে কা'বা গৃহকে সবচেয়ে বেশি সম্মান করত। তাদের ইচ্ছা ও উপাসনাকে নব বলে বলীয়ান করার জন্য কা'বায় তারা মুক্ত হস্তে উপঢৌকন পাঠাত। ইথিওপিয়ানদের ওপর বিজয় তাদের কাছে কা'বা গৃহের মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং ঐ গৃহ প্রদক্ষিণ করার সময় তাদের উদ্দীপনা আরও বেশি করে লক্ষ্য করা যায়।

'এ গৃহের প্রভু আক্রমণকারী ইথিওপিয়ানদের তাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন!'

কা'বা গৃহের মধ্যে বিভিন্ন রঙের মূর্তির ওপর লণ্ঠনের আলো সব সময় জ্বলজ্বল করে - সব দেওয়ালের পাশে রাখা এসব মূর্তির সংখ্যা তিনশ'র বেশি। এসব মূর্তির মধ্যে প্রধান হল মূল্যবান পাথরে তৈরি হুবলের মূর্তি, তার দাড়ি

www.pathagar.com

আরও সৌন্দর্যমন্ডিত। ধূপ বা ধুনোর ধোঁয়া এবং সুবাসিত সৌরভ ঐ স্থানের বাতাসকে পূর্ণ করে রাখে।

উকাজ মেলায় এ বছর যারা আসে তারা তাদের বেচাকেনা শেষ করার পর কা'বা গৃহে গিয়ে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে ভুল করেনি। ঐ গৃহের প্রভু এবং তাঁর মধ্যস্থতাকারী হুবলের কাছে তারা প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ প্রার্থনা জানায়।

ফলে আবদুল মুত্তালিব যখন তাঁর ইয়েমেন সফরের সংবাদ দেওয়ার জন্য কা'বা গৃহে আসেন তখন তিনি এক বিরাট জনতার ভিড় দেখতে পান। কা'বার প্রাঙ্গণ ছিল লোকে পরিপূর্ণ। কুরাইশ প্রধানের জন্য যে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল তার চারপাশেও গাদাগাদি করে লোক দাঁড়িয়েছিল। আবদুল মুত্তালিবকে দেখলে মনে হয়, সাদা চুলের গর্তের মধ্যে তাঁর মুখের কাঠামোটা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। মঞ্চের কয়েকটা ধাপ অতিক্রম করে তিনি ওপরে ওঠলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'সব প্রশংসা খোদার, তিনি তাঁর গৃহকে রক্ষা করেছেন।' আরব উপদ্বীপ থেকে ইথিওপীয়দের বহিষ্কার করার ব্যাপারে তিনি সাইফের ভূমিকার প্রশংসা করলেন। ইয়েমেনীদের উত্থানের ব্যাপারে তিনি নূ'মানের সাহায্যের কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসা করলেন। অবশেষে তিনি আরব জনগণের দুঃখ-কষ্টের আশু অবসানের ভবিষ্যদ্বাণী করে নতুনভাবে সমৃদ্ধি শুরু হওয়ার কথা বললেন। তিনি বললেন যে, একজন মহান ব্যক্তির জন্যই ঐ সমৃদ্ধি শুরু হবে। ঐ মহান ব্যক্তি এখন অদৃষ্টের ক্রোড়ে ক্রমেই বড় হচ্ছেন।

তাঁর কথা শ্রোতাদের মনে উৎসাহের সৃষ্টি করল। কুরাইশ প্রধান হিসেবে আবদুল মুত্তালিবের ঐ কথায় এটা স্পষ্ট হয়ে যায়, তিনি একজন নতুন নবীর আগমনের কথা বলছেন। সবাই মনে করে, তিনি তাঁর সফরের সময় এ ধরনের নতুন কথা শুনে এসেছেন। সে কারণে মঞ্চ থেকে নেমে আসার পর লোকে তাঁকে ঘিরে ধরল এবং তাঁর কথার ব্যাখ্যা করতে বলল।

একজন নবীর আগমন নিয়ে এটাই যে প্রথম আলোচনা তা নয়। ফলে মক্কায় ঐ বিষয় নিয়ে আলোচনা-উৎসাহ বেশ বেড়ে গেল। সিরিয়া থেকে আবু সুফিয়ানের প্রত্যাবর্তনের পর ঐ আলোচনা আরও ঘনীভূত হয়। আবু সুফিয়ান ঐ শহর সফর করে তাঁর বন্ধু তায়েফের খ্যাতনামা কবি উমাইয়া বিন আবু সালিতকে সাথে নিয়ে। আবু সুফিয়ান নিজে ছিল একজন মূর্তিপূজক। ঐ এলাকায় সে একজন নতুন নবীর আগমনের কথা শুনেছে বলে সবাইকে জানায়।

আবু সুফিয়ান ছিল বেশ সম্পদশালী। মক্কায় তার একটা সুন্দর বাড়ি ছিল। 'আবু সুফিয়ানের প্রাসাদ' নামে ঐ বাড়ীটি সবার কাছে পরিচিত ছিল। ঐ বাড়ীর মাঝখানে ছিল একটা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ এবং তার চারপাশে ছিল পাথর, বা সম্ভবত মার্বেল পাথরের খিলান। আরবের সব এলাকা থেকে সে সুন্দর মূর্তি ও পুতুল

www.pathagar.com

এনে ঐ স্থানে রাখে। তার ঘরের দরজার কাছে সব সময় একদল সাহসী বেদুইন যুবককে দেখা যায়। তাদের হাতে দেখা যায় মণি-মুক্তা খচিত তলোয়ার ও ছোরা।

সিরিয়া থেকে ফিরে আসার পর আবু সুফিয়ান সরাসরি কা'বায় যায়। সেখানে সে বিভিন্ন শ্রেণীর লোককে দেখতে পায়। তারা অপেক্ষা করছিল তাকে দেখার এবং তার কাছ থেকে সংবাদ শোনার জন্য। এক হাজারেরও বেশিবার সে বন্ধুত্বপূর্ণ শুভেচ্ছার জবাব দিল এবং তারপর সে তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করল। সে সিরিয়ার ঘাসানীয় সম্রাটের উদারতার কথা বলল। তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসার জন্য তিনি একদল অশ্বারোহী সৈন্যকে পাঠান। ক্ষুদ্র জলাশয়ের ধারে প্রাসাদের সৌন্দর্যের কথা সে বলল, ঐ প্রাসাদে তিনি তাকে থাকতে দিয়েছিলেন। ঐ প্রাসাদ নির্মাণ করেন বর্তমান সম্রাট মুনজিরের পিতামহ হারিছ। সম্মানিত অতিথিদের থাকার জন্য তিনি ঐ প্রাসাদ নির্মাণ করেন। সে সিরিয়ার আকর্ষণীয় স্থানগুলোর কথা, সেখানকার লোকদের সমৃদ্ধির কথা এবং সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন-যাপনের কথা বলল। তার সফরের সময় একটা বিষয় তাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। সে একজন প্রবীণ খ্রিস্টান যাজকের সাথে সাক্ষাৎ করে। ঐ লোকটি বাস করত বসরায়। তাঁর পান্ডিত্য ও জ্ঞানের ওপর হাওরান ও বালকার লোকদের যথেষ্ট আস্থা ছিল।

আবু সুফিয়ান বলল ঃ 'বিস্ময়কর ঐ প্রবীণ ব্যক্তির সাথে দেখা করার জন্য আমি খুবই আগ্রহী ছিলাম। তিনি আমাকে হেজায সম্পর্কে একটার পর একটা প্রশ্ন করেন। মূর্তিপূজার প্রচলিত প্রথা, মানুষের সামাজিক শ্রেণী বিভাগ, জনগণের অবস্থা, তাদের আইন ও প্রথা এবং কুরাইশ গোত্রের বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে তিনি আমার কাছে জানতে চান। উৎসাহ অনুযায়ী এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তাঁর অনেক প্রশ্নের উত্তরে তিনি মাঝে মাঝে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁকে বিরক্ত হতে দেখি। আবার অনেক সময় আমার উত্তরে তাঁকে মৃদু হাসতে দেখি।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে তিনি মক্কার দিকে তাঁর একটি কম্পিত আঙ্গুল নির্দেশ করেন এবং নাটকীয় কণ্ঠে কিছু কথা বলেন।

'আবু সুফিয়ান, ঐ অন্ধকার দিগন্ত দেখ। আকাশের দিকে উঠতে থাকা ঐ সোনালি ধুলা ও বালির মেঘ দেখ। হ্যাঁ, সেখান থেকে, তুমি যে দেশ থেকে এসেছ সেখান থেকেই...যেখান থেকে প্রতি বছর আমাদের দেশে মরুযাত্রী দল আসে..... অগ্নিবৎ মরুভূমি ও তার উত্তপ্ত বালুর মধ্য থেকে, যেখানে প্রতি বছর প্রবাহিত বাতাসের জন্য একটা করে নতুন পর্বত যা নতুন উপত্যকা সৃষ্টি হয়.....সেই মরু-ভূমি থেকে একজন মানুষ আবির্ভূত হবে, যিনি তোমাদের মধ্য থেকে মূর্তিপূজা এবং অন্ধ অজ্ঞতা দূরীভূত করবেন। একজন মহান ব্যক্তি........।' তাঁর কণ্ঠস্বর

www.pathagar.com

কাঁপছিল 'মহান...সাধারণের চেয়ে মহৎ ব্যক্তি। তিনি জ্ঞানের আলো, স্বর্গীয় জ্ঞানের আলো বহন করবেন...তাঁর হবে একটা মহান মিশন, স্বর্গীয় মিশন...।'

আবু সুফিয়ানের এ কথা সারা মক্কায় অগ্নিশিখার মত ছড়িয়ে পড়ে। পরদিন বসরার ঐ সাধু ব্যক্তি বহিরার কথা সবাই আলোচনা করল। বলকার অধিবাসী ভবিষ্যদ্বক্তা সাতিহ্ বিন মাজানের কথাও অনেকে স্মরণ করল। এ পন্ডিত ব্যক্তির কাছে আরবের অনেক সম্রাট ও সম্ভ্রান্তবংশীয় লোক তাদের সমস্যার কথা নিয়ে আসত। নাজরানের প্রসিদ্ধ আরবীয় বিশপের চেয়েও সুললিত কণ্ঠে তিনি তাঁর আশ্রমে ধর্ম প্রচার করতেন। নাজরানের ঐ বিশপের নাম কিস্ বিন সাইদা। বাতাসে যেভাবে হাল্কা বালি উড়ে যায়, ঠিক সেইভাবে সাতিহ্ বিন মাজানের কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার ভবিষ্যদ্বাণীতে অনেকের আশা পূরণ হয়। তার কথায় অনেকে আশংকা প্রকাশ করে যে, তাদের প্রতিষ্ঠিত জীবনধারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

সূর্য ও নক্ষত্রের উদয় ও অস্তের মত হেজাযের লোকদের আশা ও আশংকা দোলায়িত হতে থাকল।

www.pathagar.com

অশ্রুবিন্দুর স্মৃতি

'তোমার চোখে অশ্রুবিন্দু কেন মা?'

- মুহাম্মদ

মুহাম্মদ এ সময় মক্কায় তাঁর মায়ের সাথে বসবাস করছিলেন। তিনি তাঁর পিতামহের বিশেষ স্নেহ লাভ করেন।

আবদুল মুত্তালিব প্রতিদিন কা'বা গৃহের প্রাঙ্গণে যেতেন এবং এটা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়। সেখানে তিনি খেজুরের পাতা দিয়ে তৈরি একটা মাদুরের ওপর গিয়ে বসতেন। ঐ মাদুরের ওপর ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে দেওয়া হত। তাঁর পুত্র আবু তালিব, আবদুল উজ্জা, আব্বাস ও অন্যান্য সন্তান এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা অর্ধ-বৃত্তাকারে তাঁর সামনে বসত। তাদের সাথে মক্কার গোত্র প্রধান ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরাও যোগ দিত। হস্তীর যুদ্ধের পর আবদুল মুত্তালিব তাঁর লোকদের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হন।

মুহাম্মদও সেখানে যেতেন, বড়দের সাথে বসতেন এবং তাদের আলোচনা শুনতেন।

একদিন মুহাম্মদ বড়দের কাছে বসা অবস্থা থেকে এক দৌড়ে তাঁর পিতামহের পাশে মাদুরের ওপর গিয়ে বসেন। এটা সাধারণ শিষ্টাচারের বিপরীত। সে কারণে তাঁর চাচারা তাঁকে সেখান থেকে টেনে আনার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু আবদুল মুত্তালিব শিশুর কাঁধের ওপর হাত রেখে বলেন ঃ 'তাঁকে এখানে বসতে দাও। ভবিষ্যতে সে একজন মহান ব্যক্তি হবে।'

ছয় বছর বয়সের সময় মুহাম্মদ দৈহিকভাবে অনেকটা বেড়ে ওঠেন, যা তার বয়সের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তিনি তাঁর সমবয়সী যুবকদের সাথে গল্প করতেন; তিনি তাদের সাথে মাঝে মাঝে খেলাও করতেন। তিনি তাদের সাথে কথা বলার সময় তাঁর কথার মধ্যে গাম্ভীর্য ও চিন্তাশীল ভাব প্রকাশ পেত।

একদিন আমিনা তাঁর পুত্রকে নিয়ে ইয়াছরিবে যাওয়ার জন্য আবদুল মুত্তালিব-এর অনুমতি গ্রহণ করেন। তিনি যেতে চান ইয়াছরিবে বনি নাজ্জার গোত্রের এক পরিবারের কাছে - এ পরিবারটি হল তাঁর স্বামীর মায়ের পক্ষের অর্থাৎ শাশুড়ির

www.pathagar.com

পক্ষের আত্মীয়। আবদুল মুত্তালিব ঐ শিশুকে তাঁর দৃষ্টির বাইরে যেতে দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তিনি অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন না। ফলে আমিনা তাঁর পুত্র মুহাম্মদ এবং তাঁদের পুরান সেবিকা উম্মে আইমানকে সাথে নিয়ে দু'টো উঠের পিঠে করে ইয়াছরিব যাত্রা করলেন।

ইয়াছরিবে মুহাম্মদ তাঁর মামাতো ভাইদের এবং আনিসা নামে ছোট একটি মেয়ের সাথে খেলা করেন। বিশেষভাবে তিনি কবুতর ওড়ানো পছন্দ করেন। আকাশে কবুতর উড়িয়ে দেওয়ার পর তার ডানায় সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় যে উজ্জ্বল দৃশ্য লক্ষ্য করা যায় সেটা তিনি খুব উৎসাহের সাথে উপভোগ করেন। আকাশে সূর্যের কিরণে তাদের ঔজ্জ্বল্য তাঁর হৃদয়কে মোহিত করে। কবুতরের লাল ঠোঁট ও পা দেখে তিনি মৃদু হাসেন। ঝাঁকে ঝাঁকে কবুতর ওড়ার সময় তাদের চলন্ত ডানার শব্দে তাঁর মনে হয়, তারা যেন ডানা দিয়ে বাতাসকে নির্মল করছে। কবুতর যখন ক্রমেই আকাশের দিকে ওপরে উঠছিল তখন তাঁর মনে হয়, তিনিও যদি তাদের মত আকাশে উড়তে পারতেন!

একদিন আমিনা তাঁর পুত্র মুহাম্মদকে নিয়ে আবদুল্লাহর কবরের কাছে যান। সেখানে মুহাম্মদ প্রফুল্লচিত্তে খেলছিলেন। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করেন যে, তাঁর মা একাকী নীরবে বসে আছেন।

মুহাম্মদ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমার চোখে অশ্রুবিন্দু কেন মা?'

আমিনা প্রথমে কোন জবাব দিতে পারলেন না। কারণ তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছিল কবরের ওপর।

তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, বললেন ঃ 'এটাই তোমার পিতার বিশ্রামের স্থান। এখানেই তিনি মারা যান। তোমাকে তিনি কখনও দেখেননি। তাঁর চোখ এখন মাটির সাথে মিশে আছে; এবং তাঁর সতেজ আত্মা বাতাসে বিলীন হয়ে গিয়েছে। তাঁর চোখ দু'টো হয়ত একবার তোমাকে দেখার জন্য উম্মুখ হয়ে আছে।'

আমিনা আর কথা বলতে পারলেন না। কোন জলাশয়ে বাঁধ দিয়ে পানি আটকে রাখার পর বাঁধ খুলে দিলে যেভাবে প্রবলবেগে পানি প্রবাহিত হয়, ঠিক সেইভাবে তাঁর অবদমিত সব বেদনা প্রবল কান্নার ধ্বনিতে বেরিয়ে এল।

মুহাম্মদ তাঁর ছোট হাত দিয়ে তাঁর মায়ের চোখের পানি মুছে দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

'মা, তুমি তাঁকে আবার দেখতে পাবে। আর কেঁদো না। আমরা উভয়েই তাঁকে দেখতে পাব।'

ইয়াছরিবে আমিনা ও মুহাম্মদ এক মাসের বেশি সময় ছিলেন না। আবদুল মুত্তালিব তাঁর পৌত্রের অনুপস্থিতি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। এজন্য তাঁদের

www.pathagar.com

ফিরে আসার জন্য তিনি সংবাদ পাঠান। কিন্তু তাঁদের ফিরে আসার সময় আবওয়া নামক স্থানে আমিনা অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেকে বলেন, আবদুল্লাহ্‌র কবরের পাশে তাঁর অদম্য দুঃখের অনুভূতিই তাঁর অসুস্থতার কারণ। আবার অনেকে মনে করেন, তাঁর পূর্বপুরুষ বনি উধরা গোত্রের রক্তের ধারা তাঁর রক্তপ্রবাহে ছিল। ঐ গোত্র অর্থাৎ বনি উধরা গোত্রের লোকদের কাছে ভালবাসা ছিল মৃত্যুর সমান। তাদের ভালবাসা এত গভীর যে, তা সবকিছুকে ধ্বংস করে দেয়। ঐ গোত্র সম্পর্কে এক কবি গেয়েছেন ঃ

'বনি উধরা গোত্রের কোন লোক যদি ভালবাসার মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে, খোদার নামে আমি শপথ করে বলছি, সে বনি উধরা গোত্রের আসল লোক নয়!'

মুহাম্মদ তাঁর মায়ের অসুস্থতা উদ্বিগ্নের সাথে লক্ষ্য করেন। তিনি অনুভব করেন যে, তাঁর মায়ের অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। উম্মে আইমানের সাথে তিনি তাঁর শিশুসুলভ ধারায় মায়ের সেবা করেন। উম্মে আইমান ঐ এলাকায় বিশেষভাবে পরিচিত একজন বিচক্ষণ মহিলার খোঁজে বার বার যান। কিন্তু তাকে না পেয়ে প্রতিবার তিনি হতাশ হয়ে ফিরে আসেন। ঐ মহিলা আবওয়া পর্বতে থাকতেন বলে মনে হয় এবং সেখানে তাঁর একটা উপাসনা গৃহ ছিল। অনেকে তাঁর দক্ষতার প্রশংসা করত; অনেকে মনে করত যে, তাঁর মন ছিল সর্বদাই ভ্রমণশীল।

কয়েকদিন ধরে মুহাম্মদ ও উম্মে আইমান লক্ষ্য করেন, আমিনা তাঁর বিছানায় শুয়ে আছেন এবং তিনি নড়াচড়া করতে পারেন না। তাঁর ছোট্ট কামরায় শুধু প্রবেশ করে সূর্যের প্রখর কিরণ; আর কামরার কোণায় অন্ধকারে থাকা মাছির ভনভন শব্দ শোনা যায়।

আমিনার আরোগ্য লাভের জন্য উম্মে আইমান যা কিছু জানতেন তার সবকিছুই করলেন। তিনি তাঁর কপালে ভেজা কাপড় বিছিয়ে দিলেন। তাঁর কপাল ছিল ইয়াছরিবের চারপাশের আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত পাথরের মতই উত্তপ্ত। আমিনার উত্তপ্ত কপালে ভেজা কাপড় বিছানোর পর পরই তা শুকিয়ে চামড়ার মত হয়ে যাচ্ছিল। মরুভূমি থেকে যোগাড় করা বিভিন্ন লতা-পাতা ও গাছের শিকড় একটা পাত্রে ভিজিয়ে রেখে মুহাম্মদ ঐ পানি তাঁর মাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু এতে কোন উপকার হল না। শেষে আমিনা ঐ পাত্রটি একপাশে ঠেলে দিয়ে মুহাম্মদের হাত ধরে নিজের দিকে টানলেন। তিনি তাঁর চুলে আদর করে চুম্বন দিলেন, ঐ চুলের মধ্যে তিনি তাঁর মুখ লুকিয়ে রাখলেন। অতঃপর পুত্রকে দু'হাতে ধরে তিনি তাঁর বিদীর্ণ বুকের দিকে টেনে আনলেন।

তিনি বললেন ঃ 'উম্মে আইমান, কোন ওষুধের চেয়ে এটাই আমার জন্য উত্তম।'

মুহাম্মদ তাঁর অসুস্থ মাকে কিছুটা হলেও প্রাণশক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেন। রাতে তিনি তাঁর মায়ের পাশে শয়ন করেন, যেন তাঁর মা তাঁকে হাত দিয়ে স্পর্শ

www.pathagar.com

করতে পারেন। অনেক সময় তিনি ছোট ঐ কামরার ছাদের নিচের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন এবং তারপর আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়তেন।

এক রাতে তিনি যখন জেগেছিলেন তখন তিনি তাঁর মাকে আস্তে আস্তে বলতে শোনেন ঃ 'আবদুল্লাহ।'

মুহাম্মদ তৎক্ষণাৎ বিছানার ওপর বসে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন ঃ 'কী মা?'

'কিছু না, কিছু না, প্রিয় পুত্র আমার। ঘুমিয়ে পড়ো। আমার যা প্রয়োজন তা আমার কাছে আছে, আমার হৃদয়ে আছে।'

মুহাম্মদ তাঁর চোখ বন্ধ করলেন। তারপর আস্তে আস্তে আবার চোখ খুললেন। কামরার ছাদের নিচের দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন এবং মায়ের কথার অনুরণন ধ্বনি শুনতে লাগলেন।

প্রায় সকাল হয়ে গিয়েছিল এ সময়। আমিনা অতি কষ্টে শ্বাস গ্রহণ করছিলেন। বিছানার ওপর শোয়া অবস্থায় তাঁর দেহ যেন অসাড় হয়ে পড়েছিল। বিড় বিড় করে কথা বলছিলেন তিনি। উম্মে আইমান ঘুম থেকে ওঠে তাঁর কাছে এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, আমিনার চোখের দৃষ্টি আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে আসছে। চোখের নিচের পাতার নিচে তাঁর চোখের মণি আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল এবং তাঁর দু'চোখের পাতা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল।

উম্মে আইমান তাঁর দেহ ধরে নাড়ালেন, কিন্তু কোন সাড়া পেলেন না। তিনি কামরা থেকে দৌড়ে বাইরে গেলেন। প্রত্যুষের উদ্ভাসিত আলোয় তিনি গলিপথ দিয়ে এগিয়ে চললেন। ঐ গলিপথে ভেড়া ও ছাগলের পাল ছিল, তারা তাদের দেহের পশম থেকে ধুলো ঝাড়ছিল। যে বিচক্ষণ মহিলাকে তিনি আগে পাওয়ার চেষ্টা করেন, সেই মহিলার গৃহের দিকেই তিনি যাচ্ছিলেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ফিরে এলেন। কামরার মধ্যে ঢুকে তিনি দেখলেন, মুহাম্মদ বালিশ-সহ তাঁর মায়ের মাথা ধরে আছেন এবং তাঁর মায়ের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাঁর পায়ের শব্দ শুনে মুহাম্মদ ফিরে তাকালেন। উম্মে আইমান লক্ষ্য করলেন, তাঁর অশ্রুভরা চোখ ছলছল করছে। আমিনার মুখের দিকে ফিরে তাকালেন মুহাম্মদ। তাঁর গাল বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল আমিনার মুখের ওপর। মনে হল, আমিনা কেঁপে ওঠলেন এবং নীরবে শুয়ে রইলেন।

তাঁর আত্মা তাঁর দেহ ত্যাগ করেছে।

উম্মে আইমানের পেছনে পেছনে ঐ বিচক্ষণ মহিলাও কামরায় প্রবেশ করলেন। তাঁর মাথার সাদা চুল ছিল অসংলগ্ন। স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়, তিনি একজন সাধারণ মহিলা নন। তাঁর কুঞ্চিত মুখমন্ডলে চোখের দু'টি কালো মণি জ্বলজ্বল করছিল। মনে হচ্ছিল, ভাসমান পানির ওপর চোখের ঐ দু'টো কালোমণি কালো পশমের বলের মত স্থির হয়ে আছে। ঐ চোখের দৃষ্টিতে প্রকাশ পাচ্ছিল গভীর দুঃখ বা অপূর্ণ ভালবাসার কথা।

www.pathagar.com

আমিনার বিছানার ওপর বসে তিনি মুহাম্মদকে তাঁর মায়ের বুক থেকে সরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি আমিনার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে তাঁর চিকন দেহটাও যেন কাঁপতে লাগল। তাঁর অবরুদ্ধ কণ্ঠও কেঁপে উঠল।

'তাঁর স্বামীকে বল।'

উম্মে আইমান বললেন ঃ 'তাঁর স্বামী মারা গেছে। এখান থেকে তাঁর কবর খুব বেশি দূরে নয়।'

বিচক্ষণ ঐ মহিলা উম্মে আইমানের দিকে তাকালেন।

'তাঁর স্বামী, কে তিনি?'

'আবদুল মুত্তালিব-এর পুত্র আবদুল্লাহ।'

বৃদ্ধা ঐ মহিলা প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে মুহাম্মদকে ধরে তাঁর চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। এক মুহূর্তের জন্য তাদের দৃষ্টি বিনিময় হল - উভয়ের চোখেই পানি। ঐ চোখের পানিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে হারানোর বেদনা। আকস্মিক-ভাবে ঐ মহিলা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। তাঁর হাসির শব্দ কামরায় প্রতিধ্বনিত হল। তাঁর বেদনাভরা ক্রন্দন উচ্চকিত হল এবং তাঁর দু'গাল বেয়ে অঝর ধারায় অশ্রু ঝরল।

মুহাম্মদ ও উম্মে আইমান কামরার এক কোণায় দাঁড়িয়েছিলেন। একে অপরের দিকে তাঁরা ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন।

ঐ মহিলা কি ফাতিমা খাতামি?

www.pathagar.com

অপর এক বিষাদময় মানসিক ক্লেশ

'আমি যদি নিশ্চিত হতে পারি, আমি চলে গেলে তুমি তাকে নিরাপদে রাখবে, তাহলে মৃত্যুর বেদনা বহন করা আমার জন্য সহজ হবে।'

- আবদুল মুত্তালিব

জন্মগ্রহণ করার পর চোখ খুলে শিশু বিস্ময়কর দু'জন ব্যক্তিকে দেখে, একজন তার পিতা এবং অন্যজন তার মাতা। পিতার চেয়ে সে মাকে প্রথম ভালবাসতে শেখে এবং সম্ভবতঃ পিতার চেয়ে সে মাকেই বেশি ভালবাসে। কিন্তু যাই হোক না কেন, সে উভয়ের ভালবাসার উষ্ণতায় বড় হতে থাকে। মানুষের অস্তিত্বের প্রকৃতিতে এটা হল স্থায়ী ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য। যৌবনে পদার্পণ করার পর সে অপর এক বিস্ময়কর ভালবাসার দিকে ঝুঁকে পড়ে, ঝুঁকে পড়ে তার প্রণয়ী বা স্ত্রীর প্রতি। পরে সে তার সন্তানদের প্রতি স্নেহশীল হয়ে ওঠে এবং বৃদ্ধ বয়সে সে আবার শিশুর মত হয়ে পড়ে। এ সময় সে পুনরায় অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয় এবং এটাই জীবনধারার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

মুহাম্মদ কখনও তাঁর পিতাকে দেখেননি। তাঁর কবরের পাশে একবার মাত্র তিনি তাঁর উপস্থিতি অনুভব করেন। এ সময় তাঁর মা তাঁকে বলেন, তাঁর পিতা ঐ কবরে শায়িত আছেন। এরপর তাঁর ভালবাসার সব বন্ধন তাঁর মাতাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। এখন মায়ের সাথে তাঁর ভালবাসার সব বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। মায়ের ভালবাসার ঔজ্জ্বল্য তাঁর দৃষ্টি থেকে অস্পষ্ট হয়ে গেল এবং তাঁর জীবন দিগন্তের শূন্যতায় ভরে উঠল।

ফেরার সময় সারাটা পথ উম্মে আইমান তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাঁর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের কথা বললেন; তিনি তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসেন, একথা বললেন। ফলে, মক্কায় ফিরে আসার পর মুহাম্মদ তাঁর পিতামহের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এলেন এবং সব সময় তিনি তাঁর কাছাকাছিই থাকতেন। তাঁর কাছ থেকে তিনি কখনও বিচ্ছিন্ন হতে চাইতেন না। তাঁর মনে একটা সহজাত আশংকা দেখা

www.pathagar.com

দেয়, তিনি যদি তাঁকে চোখে চোখে না রাখেন, তাহলে মৃত্যু তাঁকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি তাঁর কামরায় ঘুমাতেন, খাওয়ার সময় তাঁর জন্য অপেক্ষা করতেন, তাঁর কামরা পরিষ্কার করে দিতেন এবং অনেক সময় তাঁর বিছানায় শয়ন করতেন। তাঁর মধ্যে আবদুল মুত্তালিব স্বীয় মৃত পুত্র আবদুল্লাহর ভালবাসা অনুভব করলেন। মুহাম্মদের শিশুসুলভ সরলতা এবং তাঁর মায়ের দুঃখজনক মৃত্যু আবদুল মুত্তালিবের মনে তাঁর প্রতি গভীর সহানুভূতি ও স্নেহের প্রবল আবেগ অনুভূত হয়।

আবদুল মুত্তালিবের বয়স এ সময় আশি বছরের ওপর। তাঁর দীর্ঘ জীবনে তিনি একদিনের জন্যও অসুস্থ হয়েছেন, এমন ঘটনা তাঁর মনে পড়ে না। কিন্তু একদিন সকালে তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি বিছানা থেকে ওঠতে পারছেন না। কয়েক দিন ধরে তিনি বিছানায় শুয়ে রইলেন। সাধারণ খাবার ছাড়াও মুহাম্মদ তাঁর জন্য পাত্রে করে ওষুধ নিয়ে আসতেন। আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রীগণ এসব ওষুধ তৈরি করে দিতেন।

'তুমি কি এসব খেয়ে দেখেছো?' আবদুল মুত্তালিব রসিকতা করে বলতেন। তিনি যেমন ছিলেন দুর্বল, তেমনি তাঁর কণ্ঠস্বরও ছিল ক্ষীণ।

মুহাম্মদ ওষুধের পাত্র তাঁর মুখে তুলে ধরতেন। তবে নিজে মুখ বন্ধ করে এমন মুখভঙ্গি করতেন যাতে বিরক্তি প্রকাশ পায়। আবদুল মুত্তালিব হাসতেন, তাঁর হাত থেকে ওষুধের পাত্র নিয়ে তা পান করতেন। তারপর তিনি তাঁর শিশু পৌত্রকে আদর করে চুম্বন দিতেন।

তিনি স্নেহভরে বলতেন ঃ 'তোমাকে চুম্বনের মধুরতা আমার মুখ থেকে সব তিক্ততা দূর করে দেয়।'

মাঝে মাঝে মানুষের কাছে স্পষ্ট ও নির্ভুল পূর্বাভাস আসে। এতে তারা বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যৎকে আরও ভাল করে জানতে পারে। আবদুল মুত্তালিবের কাছে এ সময় ঐ ধরনের একটা পূর্বাভাস আসে। তিনি তাঁর পুত্র আবু তালিবকে ডেকে পাঠান।

তিনি বললেন ঃ 'পুত্র আমার, আমার মনে হয় বিস্মৃতির মধ্য দিয়ে মৃত্যু আমার দিকে এগিয়ে আসছে। অথচ শিশু মুহাম্মদ আমার আত্মার সাথে জড়িয়ে আছে। আমার দেহ মৃত্যুর নিষ্ঠুর দৃঢ় মুষ্টিতে রয়েছে, অথচ আমার আত্মা রয়েছে তাঁর সতেজ আত্মার সাথে সংযুক্ত। এ সময় আমার মৃত্যু আমার জন্য খুবই কষ্টকর। কিন্তু আমি যদি নিশ্চিত হতে পারি, আমি চলে গেলে তুমি তাঁকে নিরাপদে রাখবে তাহলে মৃত্যুর বেদনা বহন করা আমার জন্য সহজ হবে।'

এরপর তিনি তাঁর কন্যাদের ডাকলেন।

'আমি তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি শান্ত মনে। আরবদের প্রথা অনুযায়ী তোমরা, আমি জানি, আমার দীর্ঘ সফরের সময় শোকপূর্ণ স্তবগান গাইবে এবং দুঃখ করবে।

www.pathagar.com

কিন্তু সে সময় আমি তোমাদের কথা শুনতে পাবো না। তোমাদের দুঃখের প্রচন্ডতা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করবে না। আমার মৃত্যুর পর তোমরা দুঃখিত ও অশ্রু ভারাক্রান্ত থাকো, এটা আমি চাই না। তোমাদের দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ের কোন কথা যদি প্রকাশ করতে চাও, তাহলে তা এখন আমাকে শোনাও। আমি মৃত্যুর শীতলতার মাঝে, যা আমার সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করার জন্য ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, জীবনের উত্তাপ এবং ভালবাসার প্রগাঢ়তা অনুভব করতে চাই শেষবারের মত।'

ছয় কন্যার সবাই দুঃখের গান গাইলেন। আবেগপূর্ণ ঐসব কবিতার অনুভূতি এমনই সতেজ ও প্রবল যে, কোন গদ্য রচনা তার সমতুল্য হতে পারে না।

কোন পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়াই সাফিয়া বললেন ঃ

'সম্মান ও সম্ভ্রান্ত বংশধারা যদি
কাউকে শাশ্বত জীবন দিতে পারে,
তাহলে আমার পিতা,
যার সম্মান সবার ওপরে,
চিরদিন বেঁচে থাকবে।
কিন্তু হায়, শাশ্বত জীবনের কোন পথ নেই!'

আতিকা তাঁর নিজের চোখকে সম্বোধন করে বললেন ঃ
'হে আমার চোখ,
অশ্রু ঝরাও প্রচুর,
অশ্রুধারা প্রবাহিত কর,
উচ্চ মর্যাদার একজন লোকের জন্য ক্রন্দন কর,
বিপর্যয়ের মাঝে তিনি ছিলেন
সর্বদাই দৃঢ়,
তিনি সব সময় ভাল কাজ সম্পাদন করেন,
এ দুনিয়ার ক্রীতদাস, তিনি
কখনই ছিলেন না।'

কুরাইশদের মাঝে পিতার উচ্চ মর্যাদার কথা স্মরণ করলেন উমাইমা ঃ
'হায়, এ গোত্রের পরিচালক
আর নেই!
হজ্জ যাত্রীদের যিনি পানি সরবরাহ করতেন,
জনগণের মান-মর্যাদা
রক্ষা করতেন তিনি,
যার গৃহ সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল,

www.pathagar.com

যখন আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরত না,
তিনি আশ্রয় দিতেন সবাইকে
বন্ধুর মত।'

বারা বললেন পিতার সম্ভ্রান্ত উৎসের কথা, আরওয়া বললেন তাঁর সহজাত বিনয় ও উচ্চ আদর্শের কথা যা তাঁর জীবনকে পরিচালিত করে এবং উম্মে হাকিম বললেন শুষ্ক মৌসুমের পর সতেজ বৃষ্টির মত তাঁর উদারতার কথা।

আবু তালিব শিশু মুহাম্মদকে অশ্রুধারা ও ক্রন্দনের বিষাদময় পরিবেশ থেকে টেনে বাইরে নিয়ে গেলেন। সূর্যের আলোয় উন্মুক্ত পরিবেশে সে আর মৃত্যুর ভয়ানক দৃশ্য দেখতে পাবে না। কিন্তু মুহাম্মদ আকস্মিকভাবে তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঐ কামরায় আবার দৌড়ে ফিরে গেলেন। আবদুল মুত্তালিবের বিছানার চারপাশে তাঁর কন্যাগণ নতজানু অবস্থায় বসেছিলেন। তিনি তাঁদের মধ্য দিয়ে পিতামহের নিশ্চল দেহের কাছে গিয়ে তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়লেন। তাঁর পিতামহের দিকে তিনি গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর অশ্রুপূর্ণ চোখের মধ্য দিয়ে তাঁর আত্মা যেন তাঁর পিতামহের আত্মার সাথে মিলিত হতে চাইল।

শিশুটির দুঃখের এ হৃদয়-বিদারক দৃশ্য সংযমের সব বন্ধনকে যেন ছিন্ন করে দেয়। মহিলাদের বিষাদময় ক্রন্দন আরও বেড়ে গেল।

আবদুল মুত্তালিব ছিলেন নিশ্চল। তিনি কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না, তাদের কথা শুনতে পাচ্ছিলেন না। পর্বতের ওপর দিয়ে পাখি উড়ে যাওয়ার মত তাঁর আত্মা উড়ে গেছে।

আবু তালিবের কাছে মুহাম্মদ ছিলেন একজন পুত্র, ভাইয়ের স্মৃতি ও তাঁর পিতার অনুভূতি ও স্নেহের চুম্বক। শিশুটি তাঁর কাছে এমনই প্রিয় হয়ে ওঠে যে, তিনি তাঁকে প্রায় কখনই তাঁর কাছ থেকে দূরে কোথায় রাখতেন না।

মুহাম্মদ এখন আস্তে আস্তে বড় হচ্ছেন এবং নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন। এসব কিছুই তাঁর জীবনধারাকে প্রভাবিত করে।

পবিত্র মাসগুলোতে মুহাম্মদ সমগ্র আরব থেকে মক্কায় আসা তীর্থ যাত্রীদের মাঝে ঘুরে বেড়াতেন। তাদের সাথে তিনি কথা বলতেন এবং তাদের কাছে ক্রমা-গতভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করতেন। কা'বা গৃহের দরজার কাছে গিয়ে তিনি মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং মিশরীয় প্যাপাইরাসের ওপর সোনার অক্ষর দিয়ে লিখিত এবং হলুদ ফ্রেমে বাঁধানো সাতটি প্রসিদ্ধ কবিতার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। মাঝে মাঝে কেউ হয়ত ঐ কবিতা জোরে জোরে আবৃত্তি

www.pathagar.com

করত। আর মুহাম্মদ তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। কোন দুর্বোধ্য শব্দের অর্থ না বুঝতে পারলে তিনি পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকের কাছে তাঁর অর্থ জিজ্ঞাসা করতেন।

মাঝে মাঝে আবু তালিবের সাথে জনপ্রিয় উকাজ, মাজান্না ও ধু'ল-মাজাজ মেলায় যেতেন। তিনি সেখানে বিচিত্র রঙের কাপড় পরা লোকদের দেখতেন, তাদের দর কষাকষি ও জিনিসপত্র আদান-প্রদান লক্ষ্য করতেন। তাদের কথা শুনতেন এবং তাদের জীবনের প্রতিটি বিষয় গভীরভাবে লক্ষ্য করতেন। সেখানে যেসব জনপ্রিয় গান গাওয়া হত এবং কবিতা আবৃত্তি করা হত তা তাঁর মুখস্ত হয়ে যায়। সব সময় তিনি তাদের কাছে নানা ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন।

একবার আবু তালিব কুরাইশ মরুযাত্রী বণিক দলের সাথে সিরিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মুহাম্মদের বয়স এ সময় বারো বছর এবং তিনি নিজেকে দেখা-শোনা করতে সক্ষম বিধায় তাঁকে মক্কায় রেখে যাওয়ার কথা চিন্তা করা হয়। কিন্তু প্রস্থানের দিন মুহাম্মদ ও আবু তালিবের পরিবারের সদস্যরা যখন তাঁকে বিদায় দেওয়ার জন্য আসেন, তখন আবু তালিব তাঁর ভাইয়ের ছেলের মলিন চেহারা দেখে খুবই ব্যথিত হন। তিনি তাকে কাছে ডেকে বলেন ঃ 'আমি তোমাকে রেখে কোথাও যাব না। আমি যেখানে যাই সেখানে তুমিও যাবে।'

একটু পরেই ঐ বণিক দল যখন যাত্রা শুরু করে, তখন মুহাম্মদ একটা উটের ওপর বসেন এবং জিনের কাঠের অংশ শক্ত করে ধরেন।

www.pathagar.com

বুহাইরার অত্যাশ্চর্য কথা

'এ যুবকের সামনে বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে।'
- বুহাইরা

প্রত্যুষের আলো আকাশের দিগন্ত সীমায় দেখা যাচ্ছিল, তবে রাতের অন্ধকার তখনও একেবারে মিলিয়ে যায়নি। মরুযাত্রী দলের যাত্রা তখনও অব্যাহত ছিল। এ দলের সম্মুখে ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন একজন বেদুইন। সে পালন করছিল মরুযাত্রী দলের পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব। রাতে সে অনুসরণ করছিল ধ্রুব নক্ষত্র ও ছায়াপথের তারকা, আর দিনে সে লক্ষ্য করছিল পর্বতে পরিচিত ভূমির চিহ্ন ও মরুভূমির ফালির ওপরকার দাগ।

অগ্ন্যুৎপাত থেকে উৎক্ষিপ্ত পাথরের পর্বত পথে ঐ মরুযাত্রীদল এগিয়ে যাচ্ছিল উত্তর-পূর্ব দিকে। এ সফরে যারা প্রথম এসেছিল তারা অপসৃয়মান রাতের অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষণ্ন ছায়ার দিকে তাকিয়ে ছিল, এ দৃশ্যের বাইরে আরও কিছু লুকিয়ে আছে কিনা তা তারা দেখার চেষ্টা করছিল। নতুন ও পরিবর্তিত এ বিশ্বের সবকিছুই তারা লক্ষ্য করার জন্য উদগ্রীব ছিল।

এ বণিক যাত্রীদলে ছিল প্রচুর সামগ্রী। তিন হাজার উটের পিঠে বোঝাই ছিল চামড়া, পশম, সাসানীয় ও রোমান মুদ্রার বস্তা। এ দলকে পাহারা দেওয়ার জন্য ছিল তিন'শ বাছাই করা ঘোড়সওয়ার - এরা চলছিল মূল দলের পাশাপাশি।

সকালবেলার মৃদুমন্দ শীতল বায়ু তাদের মুখে পরশ বুলিয়ে দেওয়ার ফলে তারা দৈহিক ও মানসিক ভাবে সতেজ হয়ে ওঠে। গলিত তামার রঙের মত সূর্য ওপরের দিকে ওঠার সময় আকাশের দিগন্ত সীমায় পূর্ব দিকের মেঘের মধ্যে বিচিত্র রঙ প্রতিভাত হচ্ছিল।

এসব দৃশ্যের প্রতি অনেকেরই খেয়াল তেমন ছিল না, একথা সত্য। বায়ুমন্ডল যেমন বাতাস-শূন্য থাকতে পারে না, তেমনি কোন হৃদয় কখনও অনুভূতিহীন হতে পারে না। এ দলে এমন অনেকে ছিল যে, তার বন্ধুদের দৃষ্টি ঐসব দৃশ্যের সৌন্দর্যের দিকে আকৃষ্ট করছিল।

www.pathagar.com

সারাদিন ধরে পর্বতের মাঝে ধুলো উড়িয়ে দলের লোকেরা সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। সন্ধ্যার দিকে এ দলটি রাস্তার ধারে একটি কুয়ার কাছে গিয়ে যাত্রা বিরতি করে। -এরপর শুরু হয় বিশৃংখল শোরগোল। লোকদের চিৎকার, উটের পা বাঁধার সময় তাদের গর্জন, রাতের জন্য তাদের শুইয়ে দেওয়া, ক্ষুধার্ত ঘোড়ার হ্রেষা রব এবং তাঁবুর দড়ি বাঁধার জন্য খুঁটি পোতার শব্দ - সব মিলিয়ে একটা চঞ্চলতার সৃষ্টি হয়। শুষ্ক মরুভূমির মত শুকনো কাঁটা গাছ ও কাঠ যোগাড় করে আনল অনেকে। বিরাট কড়াই-এর নিচে তারা ঐ কাঠে আগুন জ্বালিয়ে দিল - ফুটন্ত পানির মধ্যে উটের গোশতের টুকরা ছেড়ে দিল। কড়াই-এর নিচে আগুনের শিখা বাতাসে এদিক-ওদিক প্রবাহিত হল সাপের জিহ্বা যেভাবে বেরিয়ে আসে ও ভেতরে চলে যায়, ঠিক সেইভাবে। একাধিক স্থানে আগুন জ্বালাবার ফলে রাতের গভীর অন্ধকার অনেকটা হাল্কা হয়ে আসে।

আরবদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়ে তাদের পশুর খাদ্যের গুরুত্ব অনেক বেশি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা তাদের উটের সামনে ভুষি ও খেজুরের আঁটির বস্তা খুলে দিল। ঘূর্ণায়মান চাকার মত তাদের চোঁয়াল ছন্দময়তায় নড়তে লাগল।

এখন শুরু হল মানুষের খাদ্য গ্রহণের পালা। পাত্র থেকে আধা-সিদ্ধ বড় বড় গোশতের টুকরা তুলে তা তামার পাত্রে রাখা হল এবং ঐ পাত্রের চারপাশে ক্ষুধার্ত সফরকারীরা বসল। ক্ষুধা নিবারণ না হওয়া পর্যন্ত তারা একের পর এক গোশতের টুকরা মুখে পুরল। তাদের মাথার ওপর অসংখ্য তারা মুক্তার মত জ্বলজ্বল করছিল।

মরুভূমি ও পর্বতের গভীর নীরবতা সাময়িক অতিথিদের আগমন ও শোরগোলের কারণে ক্ষণিকের জন্য ভঙ্গ হলেও আবার তা পুনরায় স্থিতিশীল হল। শান্তি ও নীরবতা - যা দূরের পর্বতগুলোতে বিরাজমান ছিল - আবার কাছাকাছি এসে তাঁবুর মধ্যেকার লোকগুলোকে আচ্ছন্ন করল। আগুনের ওপর অন্ধকার এবং প্রত্যেকের মুখের ওপর নীরবতা আসন করে নিল। আগামী দিনের কষ্টকর ভ্রমণের কথা মনে করে সবাই রাতের কোলে আশ্রয় নিল। একমাত্র মরুভূমির খোদাই জেগে রইল বসন্তকালের চাঁদকে স্বাগত জানানোর জন্য। আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠে চাঁদ ঘুমন্ত মুরুযাত্রী দলের লোকদের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। আর রূপোর মত শুভ্র আলো সমগ্র মরুভূমিতে ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

পরদিন মরুযাত্রী দলের লোকেরা কুয়ার পানিতে তাদের মশক ভর্তি করে ওয়াদি লাইমুন (লেবুগাছের উপত্যকা)-এর মধ্য দিয়ে প্রসারিত পথ ধরল। রাস্তার দু'ধারে ছিল উঁচু ও অগম্য পর্বত; তারা যতই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ততই ঐ পর্বতের বিশালতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। শেষে মনে হল, মরুযাত্রীরা পিঁপড়ার সারির মত ঢালু পাথরের ধার দিয়ে পথ চলছে। সংকীর্ণ এ গিরিপথে সূর্যের কিরণ অগ্নিশিখার মত উত্তপ্ত মনে হচ্ছিল। সে কারণে তারা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। পর্বতের মধ্যে রাস্তার বাঁক ঘোরার সময় তারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছিল তাদের উটগুলোকে - এরা যেন সব পিঁপড়ার সারির মত সংকীর্ণ পথে ওপরের দিকে উঠছিল।

www.pathagar.com

কয়েকদিন ধরে মরুযাত্রী দল এসব পর্বতের মধ্যেই তাদের পথ চলা অব্যাহত রাখল। পথিমধ্যে অনেক সময় তারা সাদা পাথর পেল, অনেক সময় পেল আগ্নেয়-গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত এবড়ো-থেবড়ো কালো পাথর। এসব পাথরের মধ্য দিয়েই তারা তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখল। ছাদহীন সুড়ঙ্গ পথে এক পরিবর্তিত পথ আসার পূর্ব পর্যন্ত তারা মক্কা থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে এক'শ মাইলেরও বেশি পথ অতিক্রম করে। তাদের ডান দিকে এ সময় আর কোন পর্বত ছিল না - ছিল দিগন্ত বিস্তৃত বালির সমতল ভূমি। এর রং ছিল উটের মত হলুদ বাদামীর মত। এটা ছিল নযদ্-এর বিরাট মালভূমির বাইরের শেষ সীমা। দুই দিকে পর্বতের মাঝে আবদ্ধ সফরকারীদের ক্লান্ত চোখ সমতল ভূমির দিকে তাকিয়ে দেখল, প্রবাহিত পানির মত মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে তারা তাকাল আনন্দচিত্তে। সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত তারা পথ চলল ঐ মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য দিয়ে। দিকচক্রবালে তারা সূর্যকে ডুবতে দেখল গলিত তামার মত, আর আকাশে মেঘের ভাঁজে ভাঁজে দেখল রূপো ও সোনার রঙের মত সূর্যালোক।

কিন্তু তাদের এ আনন্দদায়ক ভ্রমণপথ বেশিক্ষণ থাকল না। তারা আবার এক বা দুই মাইলের মত চওড়া এক উপত্যকার গলিপথে প্রবেশ করল। এ পথের পাহাড়ী দেওয়ালে শব্দ এমন জোরে প্রতিধ্বনিত হয় যে, মনে হয়, ছোট শিশুরা এবড়ো-থেবড়ো কালো পাথরের মধ্য থেকে কারও কথার জবাব দিচ্ছে। পাথরের পতনের শব্দ, মেঘের গর্জন এবং ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে এমনভাবে কানে ভেসে আসে যে, মনে হয় তা লুকিয়ে থাকা জিন বা পিশাচের শব্দ। আরবরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে, ঐসব পর্বতে জিন থাকে। রাতের কালো ছায়ায় তারা যেন জিনের ফিস ফিস ডাক শুনতে পেল, শুনতে পেল তাদের ভীতিকর বিদ্রূপের শব্দ। পাথরের পাটলের মধ্য দিয়ে প্রবল বাতাসের ভীতিকর শন্ শন্ ধ্বনি শুনে তারা যেন জিনের উপস্থিতি অনুভব করল। তারা লক্ষ্য করল, অলৌকিক ছায়া ও অপচ্ছায়া যেন পর্বতের পাশে বা গভীর গর্তে ওৎ পেতে আছে। তারা দেখল তাদের গোল গোল প্রসারিত চোখ, খুরযুক্ত পা এবং চোখের উজ্জ্বল আলো। অনেক সময় তারা মরুযাত্রী দলের দিকে পাথর ছোড়ে বলে শুনেছে। মাঝে মাঝে তারা মালবাহী উটকে ঘুরিয়ে অন্যপথে নিয়ে যায় বলেও শুনেছে। এ ধরনের কথা পথিকরা বিশ্বাস করত!

পাহাড়ের পাদদেশে অনেক সময় তারা চিতা বাঘ ও কালো বন্য বিড়ালকে গুটি গুটি পায়ে হেঁটে যেতে দেখেছে। আরবরা বিশ্বাস করত, এগুলো জিন। কারণ জিনরা নানা রকম আকার ধারণ করে, বিশেষ করে কালো বিড়ালের আকার ধারণ করে দেখা দেয়। এসব পশু তাদের জায়গায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের শিকারকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে অতিক্রম করতে দেখে। তাদেরকে তলোয়ার বা পাথর ছুড়ে আক্রমণ করা হলেই তারা পর্বতের পাথরের ফাটলের মধ্যে বা বড় বড় গর্তে মিলিয়ে যায়।

www.pathagar.com

এ উপত্যকায় কয়েকজন বেদুইন বেশ কিছু বড় বড় টিকটিকি ধরে। তারা পাথরের নিচে বড় একটা সাপকে গুটিয়ে থাকতে দেখে - সাপটা ঘুমিয়ে ছিল। পাথরের একটা টুকরা দিয়ে তারা সাপের মাথা পিষে ফেলে। সাপটার লেজ ধরে তারা টানতে টানতে নিয়ে আসে এবং টিকটিকির সাথে মিলিয়ে সুস্বাদু খাবার তৈরি করে।

খানক্ নদী অতিক্রম করার পর মরুযাত্রী দল ফাহাইর উপত্যকায় প্রবেশ করে - এ উপত্যকায় প্রবেশের সাথে সাথে তারা সাম পর্বতে প্রবেশ করে। এরপর তারা উত্তর দিকের রাস্তা পরিবর্তন করে বামদিকে মোড় নেয় এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করে। খামদ উপত্যকা ও হারা উপত্যকার মধ্য দিয়ে তারা ইয়াছরিব বা মদীনার পথ ধরে।

যাত্রা শুরু করার বারো দিন পর এই প্রথম সফরকারীরা ইয়াছরিবের খেজুর গাছ ও সবুজ ভূমি দেখতে পায়। এ শহরের খেজুর খুব প্রসিদ্ধ। কুড়ি ধরনের বেশি খেজুর এখানে পাওয়া যায় বলে কথিত ছিল। কিন্তু এখানকার আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত কালো পাথর ও শুষ্ক বাতাস ছিল খুবই বিপজ্জনক। ঐ শুষ্ক বাতাস যখন প্রবাহিত হত তখন আরবরা তাদের মুখ ঢেকে রাখত। ঐ শুষ্ক বাতাস যেন তাদের ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ না করে। তবে ঐ শুষ্ক বাতাসে তাদের মুখের চামড়া কিছুটা হলেও পুড়ে যেত।

ইয়াছরিবের এলাকায় মরুযাত্রী দল পৌঁছানোর পর শহরের বাইরে তারা তাদের কালো তাঁবু টাঙ্গাল। এর পর পরই ইয়াছরিবের লোকদের দলে দলে ঐসব তাঁবুতে যাওয়া শুরু হল। তারা এল তাদের দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রি করার জন্য। বনি কুরাইজা ও বনি নাজির গোত্রের ইহুদীরা এল পুরুষদের জন্য ঢাল ও তলোয়ার নিয়ে। আর মহিলাদের জন্য নিয়ে এল বালা, কানের দুল ও নাক-বেষ্টনী। অনেক সময় তারা যুবকদের কাছে যুদ্ধের সহজাত উন্মাদনার আবেদন জানত এবং অনেক সময় তারা প্রবীণ লোকদের পৈত্রিক ও পারিবারিক বন্ধনের অনুভূতি প্রকাশ করত। একই সাথে তারা তাদের দ্রব্য-সামগ্রীর প্রশংসার কথা প্রকাশ করত গান ও কবিতার মাধ্যমে।

ঐ সময়ে মরুযাত্রী দলের আগমন ইয়াছরিবের লোকদের কাছে ছিল বছরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ সময় সবাই আগ্রহের সাথে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে বলে মনে করে। দুই বা তিন বছরের মধ্যে মাত্র একবার এ ধরনের বৃষ্টি হত এবং তা-ও আবার কয়েক মিনিটের জন্য। ঐ সম্ভাবনাময় বৃষ্টিকে কেন্দ্র করে শহরের ধনীরা তাদের সামগ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিকল্পনা করে। তারা কুরাইশ গোত্রের খ্যাতনামা লোকদের সাথে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখত এবং ঐ সম্পর্ক ব্যবসায়িক যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রসারিত করত।

www.pathagar.com

ইয়াছরিবে কয়েক দিন যাত্রা বিরতি ও বিশ্রাম নেওয়ার পর বণিক দল সিরিয়ার পথে যাত্রা শুরু করল। ওহুদ পর্বতের পূর্বদিক দিয়ে বনি কুরাইজা গোত্রের পাথরবেষ্টিত পথে যাত্রা শুরু করে পরে তারা আকিক উপত্যকার পথ ধরল। তারা অতিক্রম করল খাইবার। কঠিন কালো পাথরের মাঝেও প্রচুর খেজুর বাগানের জন্য স্থানটি ছিল আকর্ষণীয় এবং উর্বর।

রাস্তা অতিক্রম করার সময় উট চালকদের গানে সফরকারীদের মন আকর্ষিত হয়। এসব গানে উটের প্রশংসা করা হয়। কা'বা গৃহের দরজার সামনে বসে তারফা অন্য ছ'জন লোকের সাথে মিলে এ গানটি রচনা করে ঃ

'আমি যখন আমার দ্রুতগামী উটে আরোহণ করি
তখন আমি অতিক্রম করি বিক্ষিপ্ত
দুঃখের মেঘ, যা আমাকে কষ্ট দেয়।
আমার সাহসী উট, রাস্তায় চলে
রাত-দিন, অবিরামভাবে,
সে কখনও পড়ে যায় না,
সমাধি-প্রস্তরের মতই তার হাড় শক্ত।
ছোট নমনীয় ডাল দিয়ে আমি তাকে চালনা করি
চালনা করি তাকে
মরুযাত্রী দলের পথ ধরে।
অনুসরণ করি পথিকদের পায়ের চিহ্ন
এক সময় তা ডোরাকাটা লম্বা কাপড়ের মত মনে হয়,
আমার উট কেবলমাত্র তুলনীয়
সম্ভ্রান্ত ও দ্রুতগামী উটের সাথে।
এক পায়ের আগে সে অন্য পা
এমনভাবে চালনা করে
যেন মনে হয়
সে এক পায়েই চলছে;
সে খুবই সচেতন এবং
প্রভুর ডাকে সে সাড়া দেয় দ্রুত।
সে তার লেজ দিয়ে নিজেকে রক্ষা করে
পুরুষ উটের যৌন উত্তেজনা থেকে;
তার নিতম্বকে মনে হয়
সাদা শকুনির ডানার মত।'

উট ও পথিক উভয়ে এ ধরনের গান পছন্দ করে। গায়কের সুমিষ্ট কণ্ঠ সবাইকে মুগ্ধ করে। ইতোমধ্যে পথের দুপাশের দৃশ্যের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়

www.pathagar.com

- বিস্তৃত মাঠে দেখা যায় পলিমাটি পাথর। বাতাস ও বালির জন্য এসব পাথর ধারণ করেছে এক অদ্ভুত আকৃতি।

হিজর-এর (মাদায়েন সালিহ্ বলেও স্থানটি পরিচিত) পর্বত পার্শে মৌচাক দেখা যায়। সেখানে পর্বতের গুহায় কামরা তৈরি করে মানুষের বসবাসেরও উপযোগী করা হয়েছে। প্রত্যেকটি গুহার প্রবেশ মুখে পাখির মূর্তি খোদাই করা আছে। পথিকরা অন্য একটা পর্বত দেখার জন্য যায়। এ পর্বতের পাশে আছে একটা গুহা, যা মানুষের উমুক্ত মুখের মত হা করে আছে। একটা কাহিনী প্রচলিত আছে যে, নবী সালেহ-এর উট এখানে অদৃশ্য হয়ে যায়। এ এলাকাটি ছিল প্রাচীন সামুদ জাতির। বহু শতাব্দী পূর্বে, সম্ভবতঃ ইবরাহীমেরও পূর্বে তারা এখানে বাস করত। সময়ের ঘূর্ণাবর্তে তাদের সবকিছুই বিলীন হয়ে গিয়েছে। পর্বতের পাথরের ওপর তাদের বোবা ও নীরব স্মৃতি ছাড়া আর কোন চিহ্ন নেই। আছে শুধু কিছু উপকথা ও কাহিনী। সময়ের ধ্বংসযজ্ঞ সত্ত্বেও পর্বতগুলো যেভাবে টিকে আছে, ঐসব কাহিনী ও উপকথা ঠিক সেভাবে স্থায়ীভাবে টিকে আছে।

অনেক সময় মরুযাত্রী দলের দিনের যাত্রা খুবই সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। সন্ধ্যার পূর্বেই তারা তাদের নির্ধারিত যাত্রা বিরতির স্থানের কাছে কূয়া বা ঝর্ণায় পৌঁছে যায়। তারপর প্রবীণ ব্যক্তিরা তাদের খাবার খেয়ে উন্মুক্ত আকাশের নিচে বসে কাহিনী ও উপকথা বলতে শুরু করে। তাদের পাশে অন্য যাত্রীরা বসে। কাপড় দিয়ে মাথা, চিবুক ও বুক ঢেকে তারা বসে। তারা খোলা রাখে শুধু তাদের চোখ ও গাল - মরুভূমির আবহাওয়ায় দেহের এ দু'টো অংশ সহনশীল হয়ে গেছে। অতঃপর তারা কাহিনী শোনে গভীর একাগ্রতার সাথে।

দু'টো বিষয় আরব বেদুইনদের খুব আকৃষ্ট করে - এ দু'টি বিষয় পেলে তারা সাধারণতঃ অন্য কিছুতে আকৃষ্ট হয় না। এ দু'টো বিষয় হল - গল্প ও খেজুর। অনেক সময় তারা ভাল গল্পের জন্য খেজুরও ত্যাগ করে।

অনেক সময় প্রবীণ লোকেরা রাস্তার ধারের অনেক স্থান সম্পর্কে গল্প বলে। অনেক সময় তারা মরুভূমির জিন সম্পর্কে কথা বলে এবং এমন বিষয় নিয়ে কথা বলে, যা হয় তারা নিজে দেখেছে, আর না হয় তাদের পিতাদের কাছ থেকে শুনেছে। অনেক সময় তারা ডাকাত দল সম্পর্কে গল্প করে। এসব রাস্তায় প্রায়ই ডাকাত দেখা যায় এবং তারা জিনদের চেয়ে কোন অংশে কম ভয়ংকর নয়।

যে রাতে মরুযাত্রী দল সামুদ জাতির ভূমি অতিক্রম করছিল সেই রাতে একজন প্রবীণ লোক সামুদ জাতির লোকদের সম্পর্কে উপকথা বলছিল। তার চারপাশে শ্রোতারা বসে অধীর আগ্রহে তার কথা শুনছিল। তারা তাকিয়েছিল তার নানা রঙের ছাপবিশিষ্ট ধূসর দাড়ি, সাদা উজ্জ্বল দাঁত ও তার হাতের অঙ্গভঙ্গির দিকে। সে যখন তার হাত উঁচু করছিল তখন তার জামার লম্বা ঢিলা হাতা মাটির দিকে ঝুলে পড়ছিল। অগ্নিকুন্ডের আলো তার এবং শ্রোতাদের মুখের ওপর

www.pathagar.com

পড়ছিল গোলাপী রঙের আভার মত। তারা প্রবীণ লোকটার দিকে আরও এগিয়ে এসে বসল। তাদের পশ্চাৎদিকে ছিল হাঁটু গেড়ে বসে থাকা উট - তারা জাবর কাটছিল। তারা তাদের মাথা উঁচু করে ছিল, মনে হয় তারাও ঐ গল্প উপভোগ করছিল।

'এ অন্ধকার স্থানটি', প্রবীণ লোকটি বলতে শুরু করল, 'এ ভাঙ্গা ও এবড়ো-থেবড়ো পর্বত, নিরেট পাথর থেকে সৃষ্ট গর্তের মধ্যেকার গৃহ ও গুহায় এক সময় সামুদ জাতির লোকেরা বাস করত। তারা সালেহ নবীর শিক্ষা অনুসরণ করতে অস্বীকার করে। এমনকি তিনি যখন স্বর্গীয় অলৌকিক ঘটনা ঘটান, উটের মধ্যে যখন পাথর বাঁকা করে দেন, তখনও এসব লোক সতর্ক হল না। বরং তারা অধার্মিকতার সাথে ঐ উটকে হত্যা করল। ঠিক তখনই আকাশ থেকে একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার ধ্বনি শোনা গেল - ঐ ধ্বনি সব পর্বতে প্রতিধ্বনিত হল এবং সব মানুষ ভীত হয়ে পড়ল। সামুদ জাতির সব লোকই ধ্বংস হয়ে গেল। যেসব বাঁকা পাথর তোমরা লক্ষ্য করছ তা সেসব লোকদের স্মৃতি বহন করে আছে - তাদের অবাধ্যতার উপযুক্ত শাস্তির স্মৃতি।'

যুবক মুহাম্মদ এসব কাহিনী শোনেন গভীর আগ্রহের সাথে, যেমন আগ্রহের সাথে তিনি দেখেছেন প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য।

পরদিন মরুযাত্রী দল সামুদ জাতির বিষাদময় স্থান ত্যাগ করার পর মনে করে, তারা তাদের যাত্রা পথের সবচেয়ে কঠিন এলাকা অতিক্রম করেছে। এরপর তারা দেখতে পায় বিস্তৃত সমভূমিতে বালির পর্বত, সবুজ ভূমি, সতেজ ঝরণার পানি, এবং মাঝে মাঝে নতুনভাবে গজিয়ে ওঠা ঝোপ-জঙ্গল। এসব স্থানে ভাল খাবার জিনিসও পাওয়া যায়, যেমন মরুভূমির ছত্রাক ও পাখি। সবকিছু মিলিয়ে ক্লান্ত সফরকারীদের মনে অনাবিল আনন্দ বিরাজ করে।

পাহাড়ের ওপরে এবং প্রান্ত সীমায় মাঝে মাঝে দেখা গেল সাদা বর্ণের সুন্দর হরিণ - মাথার ওপর থেকে পিছনের দিকে ছড়িয়ে রয়েছে কালো শিং। তারা আছে দল বেঁধে, এককভাবেও দেখা যাচ্ছে তাদের। কাঁটাযুক্ত 'আরক' ঝোঁপের ধারে দাঁড়িয়ে আছে এককভাবে হরিণ - তার পশ্চাতে আছে মৃগশাবক, মায়ের দুধ পান করছে সে। মরুযাত্রী দলকে দেখে কেউ দূরে সরে যাচ্ছে, আবার কেউ রাস্তার ধারে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চলমান যাত্রীদলের দিকে। তাদের বড় কালো আভাযুক্ত চোখ দেখে যাত্রী দলের মনে পড়ে হেজাযের মেয়েদের কথা। হেজাযের মেয়েরা চোখে কাজল লাগায়। মরুযাত্রী দলের দিকে তারা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেও তাদের কান থাকে সজাগ। নাকের ওপর দিয়ে নেমে আসা স্বচ্ছ একটা কালো দাগ এসে মিশে গিয়েছে ওপরের ঠোঁটের সাথে - ঠোঁটের পিঙ্গল বর্ণের সাথে তা খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এসব দেখে মনে হয় গোলাপ কুঁড়ির মত ঠোঁটে সব সময় একটা মৃদু হাসি লেগে আছে। ওপর ও নিচ

www.pathagar.com

দুই মাঢ়ির মাঝে সাদা দাঁত উজ্জ্বল হয়ে আছে জেসমিন ফুলের মত। সূর্যের কিরণে তাদের দেহের পিঙ্গল বর্ণ রূপান্তরিত হয়েছে সোনালি আভায়। যাত্রীরা যখন তাদের দিকে দৌড়ে যায়, তখন মরুভূমির এ রাণীরা উল্লাসের সাথে লাফাতে লাফাতে বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে যায়। সূর্যের কিরণে তাদের শুভ্র বুকটা উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়।

বণিক দল এখন উপস্থিত হয়েছে শান্তির শহর সিরিয়ার শহরতলিতে। এ স্থানে প্রতিদিনই নতুন কিছু একটা দেখা যায়। সবুজ গাছ, শাখাহীন বৃক্ষের বাগান, একের পর এক গ্রাম, গির্জার সামনে দাঁড়িয়ে আছে যাজক। এখানে প্রবীণ লোক-দের কাছ থেকে সব সময় কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী শোনা যায়।

সবুজ ও খেজুর বাগানের জন্য উর্বর ভূমি দু'মাত আল-জান্দাল-এ তারা কয়েকদিনের জন্য যাত্রা বিরতি করল। এখান থেকেই সিরিয়ায় প্রবেশ করতে হয় এবং এ স্থানটি হল তিনটি দেশের সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগের রাস্তার কেন্দ্রস্থল - এখান থেকেই সিরিয়া, কুফা ও মদীনা যাওয়া যায়। এটা হল দশটি বাজারের (বছরে একবার বাজার বসত) মধ্যে একটি, যেখানে প্রথা অনুযায়ী আরবরা রক্ত-ক্ষয় বা ডাকাতির ভয় ছাড়াই যোগদান করত। বণিকরা মারিদ দুর্গ দেখতে যেত, এ মরুদ্যানেই ঐ দুর্গটির অবস্থান ছিল। খ্রিস্টান অধ্যুষিত এলাকায় স্থাপিত মূর্তির কাছে নৈবদ্য দেওয়ার জন্য তারা খিটখিটে মেজাজের উটের দুধ নিয়ে যেত।

যুদ্ধের দেবতা এ মূর্তির নাম ওয়াদ। সবাই এ মূর্তিকে ভয়ের দৃষ্টিতে দেখত। সাধারণ মানুষের চেয়ে এ মূর্তি ছিল অনেক উঁচু। নিরেট পাথরের ওপর এমন দক্ষতার সাথে তার পোশাক খোদাই করা আছে, দেখলে তা একেবারে আসল পোশাক বলেই মনে হয়। তার কোমরে একটা তরবারি ঝুলানো আছে। তার কাঁধে ঝুলানো আছে তীর ও ধনুক এবং সে হাতে ধরে আছে একটা ডানাযুক্ত বর্শা। এ মূর্তির কাছে সবাই শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য যায়। যুবক মুহাম্মদও তাদের সাথে যান। কিন্তু তার উপস্থিতি ছিল বিস্ময়কর, অভক্তি ও বিরক্তিকর অনুভূতির এক সন্দেহপূর্ণ বিহ্বলতা।

অনেক বছর পর মুহাম্মদ ইসলাম প্রচার শুরু করলে তিনি খ্যাতনামা যোদ্ধা খালিদকে (ওয়ালিদ-এর পুত্র) সেখানে প্রেরণ করেন ঐ মূর্তি ধ্বংস করার জন্য। খালিদ ঐ মূর্তির রক্ষাকারী আবদুদ পরিবারের কাছ থেকে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। কিন্তু পরিশেষে তিনি তাদের পরাজিত করেন ও যুদ্ধের দেবতার মূর্তিকে ধ্বংস করেন।

দু'মাত আল-জান্দাল থেকে বণিক দল যাত্রা করে ওস্মানের পথে এবং মুদাওয়ারার উত্তর দিকে 'বাতন্ আল-ঘুল' নামক স্থানে তারা বিচিত্র রঙের প্রসিদ্ধ বালি দেখতে পায়। ঐ বালির বিচিত্র রঙ এমনই স্পষ্ট যে, দেখলে মনে হয়, কোন অলৌকিক হাত দিয়ে ঐ বালিতে রঙ করা হয়েছে। সোনা, রূপা, পান্না, কর্পূরের

www.pathagar.com

মত সাদা, মরচে ধরা লোহার মত লাল, নীলকান্ত মণির মত নীল, সোনার ধুলার মত হলুদ, কঠিন পাথরের মত উজ্জ্বল কালো এবং রক্তের মত লাল রঙ দেখা যায় ঐ বালিতে। তের শতাব্দী পরে তুরস্কের খলিফা আবদুল হামিদের দূত ঐ বালি প্রচুর পরিমাণে নিয়ে যান বিখ্যাত এলদিজ প্রাসাদ নির্মাণ কাজে ব্যবহারের জন্য - এ প্রাসাদের প্রত্যেকটি প্রবেশ পথে ভিন্ন ভিন্ন রং দেখা যায়।

বণিক দল এবার যাত্রা শুরু করল পান্না উপত্যকার মনোরম বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে প্রসারিত রাস্তা দিয়ে - রাস্তার দু'পাশে দেখা গেল বিস্তৃত সবুজ মাঠ। ঐ মাঠে রয়েছে রক্তের মত লাল পপি ফুলের গাছ, ফুল তোলা কাপড়ের মত তা বিস্তৃত হয়ে আছে মাঠের ওপর। কিছুদূর পরপর দেখা যায়, প্রহরীদের জন্য নির্মিত ছোট ছোট কুঁড়েঘর। বণিক দলের অনেকের কাছে, বিশেষ করে যুবক মুহাম্মদের কাছে ময়ূরের মত রঙের এ বিশ্ব ছিল একবারে নতুন। যুবক মুহাম্মদের বুদ্ধিদীপ্ত মন ও জ্বলন্ত প্রতিভা এই প্রথমবারের মত আরবের বাইরে বিশ্বের বিস্ময় প্রত্যক্ষ করে।

এখানকার সামগ্রিক জীবনধারা ছিল সম্পূর্ণ নতুন - এখানে ছিল ভিন্ন ধরনের মানুষ ও জাতি। তাদের নানা রকম পোশাকের মতই তাদের রীতিনীতি ছিল ভিন্নধর্মী। তাদের দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের চেয়ে তাদের লোক কাহিনী ছিল আরও বেশি জীবন্ত। যুবক মুহাম্মদ এসব নতুন সৃষ্টি ও বস্তুকে দেখেন তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে।

কিছু কিছু লোক আছে, যাঁদের সম্পর্কে কেউ চিন্তা করতে পারেন যে, তাঁরা অন্য বিশ্ব সম্পর্কে পরিপক্বতা লাভ করেছেন। তাঁরা আমাদের কাছে এসেছেন শুধুমাত্র জীবনের শেষ অংশটুকু অতিবাহিত করার জন্য। তাঁরা ভারী এক আবরণ, মোটা পর্দা ও এই বস্তু জগতের অস্তিত্ব দিয়ে ঢাকা এক বিশ্বে বড় হয়েছেন - একথা যদি আমরা বিশ্বাস না করি তাহলে তাদের অল্প বয়সের জ্ঞান ও চিন্তার গভীরতাকে কিভাবে আমরা ব্যাখ্যা করব?

বিশ্বের বড় বড় চিন্তাবিদ ও প্রতিভাবান ব্যক্তিরা এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পাতার ওপর একটা শিশির বিন্দুর পতন দেখে তাঁরা তাদের সামগ্রিক চিন্তাধারাকে পরিচালিত করতে পারেন, দূরবর্তী দিগন্ত রেখায় আকস্মিকভাবে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা দেখে তাঁরা নিজেদের মনে আলোকোজ্জ্বল বিশ্ব দেখতে পান। তাঁদের চিন্তাধারা বাতাসের মত স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয় এবং তাদের স্পর্শে সব কিছু পরিবর্তিত হয়ে যায়।

বণিক যাত্রীদল পেট্রায় পৌছায়। লাল গোলাপী রঙ পাথরের ওপর গড়ে ওঠা এ বিস্ময়কর শহর না দেখতে পেয়ে অনেকে দুঃখ প্রকাশ করে। পরে তারা জেরাশের ভগ্নাবশেষ ও ওম্মানের বিরাট রঙ্গমঞ্চ দেখে।

অবশেষে বণিক দলের লোকেরা বসরার দূর্গ দেখতে পেল। এ শহর রোমের শাসনামলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তা এখনও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র

www.pathagar.com

হিসেবে পরিচিত। কিন্তু এসব ছাড়াও স্থানটি অন্য একটি কারণের জন্য বিশেষ-ভাবে প্রসিদ্ধ। এ শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে ছোট একটি গ্রামে একটা গীর্জা আছে এবং ঐ গীর্জায় বাস করেন একজন বয়স্ক যাজক। বিশ্বের সবকিছু থেকে তিনি নিজেকে গুটিয়েএনে ঐ স্থানেই অবস্থান করেন। ঐ স্থানকে তিনি উচ্চ মর্যাদায় সমুন্নত করেছেন।

দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর কাছে লোক আসত তাঁর সোনার ক্রস স্পর্শ করার আশায় এবং তাঁর কাছে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য। তিনি তাঁর পান্ডিত্যের জন্য খ্যাত ছিলেন। কিন্তু এটাই বড় কথা নয়, তিনি গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে কথা বলতেন, যা কেউ বুঝতে পারত না। কথিত আছে, এ বিশ্বের উর্ধ্বে তিনি স্বর্গীয় আত্মার সাথে যোগাযোগ করতে পারতেন। তাঁর বয়স আশি বছর, কিন্তু তাঁর মুখমন্ডল ছিল তাঁর শুভ্র দাড়ির মতই উজ্জ্বল। তাঁর উজ্জ্বল নীল চোখ তাঁর যাজকীয় কালো পোশাকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। অনেকে বিশ্বাস করে, সব সময় নীলাকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার কারণে তাঁর চোখের রং নীল হয়েছে। খ্রিস্টান এ যাজক সম্পর্কে আরেকটি কাহিনী প্রচলিত ছিল যে, তাঁর একটা আয়না ছিল এবং ঐ আয়নায় তিনি বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের গোপন বিষয় দেখতে পারতেন। তিনি নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও মানুষের ঠিকুজি পরীক্ষা করে তাদের ভবিষ্যৎ বলতে পারতেন। অনেকে বলতেন, তাঁর কাছে একখানি পবিত্র পুস্তক আছে। ঐ পুস্তকখানি পিতার কাছ থেকে পুত্রের কাছে হস্তান্তরিত হতে হতে তিনি তা পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে। তাঁর সব জ্ঞানের উৎস হল ঐ পুস্তকখানি। তিনি সারা সিরিয়ায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। মক্কার বণিক দল ঐ পথ অতিক্রম করার সময় তাদের মধ্যে অনেকে তাঁর সাথে দেখা করতে আসত। অনেকে তাঁর দেখা পেত এবং অনেকে নিরাশ হযে ফিরে যেত। প্রবীণ এ ব্যক্তির নাম সারগিয়া বহিরা। এ বহিরার সাথেই আবু সুফিয়ান আগে একবার কথা বলে।

আজ তিনি তাঁর কুঁড়েঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মরুভূমির শূন্য এলাকার দিকে তিনি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। কিছুক্ষণ পর ঐ দিক থেকে তিনি একটা কুরাইশ বণিক দলকে আসতে দেখলেন। প্রায়ই তিনি মরুভূমির দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকতেন। কিন্তু আজ ঐ বণিক দলের ওপর তাঁর দৃষ্টি যেন আটকে গেল। তিনি দেখলেন, ঐ মরুযাত্রী দলের ওপর সাদা সাদা মেঘ ভেসে রয়েছে এবং যাত্রীদলের এগিয়ে আসার সাথে সাথে ঐ মেঘও এগিয়ে আসছে। মার্বেল পাথরে থামের মত তিনি নিশ্চল অবস্থায় অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর দ্রুত তিনি তাঁর বিছানার কাছে ফিরে এসে বালিশের নিচ থেকে একটা প্যাকেট বের করলেন। সোনার কাজ করা কাপড় দিয়ে ঐ প্যাকেটটা মোড়ানো ছিল। এর মধ্য থেকে তিনি একখানি পুরানো পুস্তক বের করলেন এবং দ্রুত ঐ পুস্তকের পাতা উল্টাতে লাগলেন। একটা বিশেষ পাতায় আসার পর তাঁর দৃষ্টি

www.pathagar.com

আটকে গেল। ঠিক এ সময় ঘরের নীরবতা ভঙ্গ হল। তাঁর সিরীয় ভৃত্য ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল - তার লম্বা ঢিলা পোশাক মাটির ওপর ছিল।

'এবার কুরাইশ বণিক দলে আগের চেয়ে অনেক বেশি সামগ্রী আছে।'

বহিরা তাঁর পুস্তক থেকে দৃষ্টি ফেরালেন না। তিনি বললেন ঃ 'তোমার ধারণার চেয়ে ঐ বণিক দলে অনেক বেশি সামগ্রী আছে, আমি দেখেছি। তুমি যাও, কুরাইশ নেতাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত কর।'

বণিক দল বসরায় প্রবেশ করল। বহিরা তাঁর কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন এবং তাঁর গৃহের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর হাতে ছিল সোনার ঐ ক্রস। তিনি মক্কার নেতাদের স্বাগত জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন। ক্ষুদ্র ঐ বণিক দলের লোকদের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হল।

তিনি বললেন ঃ 'হে কুরাইশ জনগণ! আপনারা সবাই আজ আমার অতিথি। আপনাদের সব সঙ্গীকে ডাকুন।'

আবু তালিব বললেন ঃ 'আমাদের মধ্যে মাত্র একজন এখানে নেই। সে বণিক দলের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়স্ক সদস্য।'

'তাকেও ডাকুন।'

বহিরার কথা মত আবু তালিব মুহাম্মদের কাছে ফিরে গেলেন। তিনি তখন একটা জলপাই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তাঁকে আসতে বললেন। আকস্মিকভাবে মুহাম্মদ যেন কোন উঁচু স্থান থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে এলেন এবং আস্তে আস্তে তাঁর সাথে যাত্রা শুরু করলেন। প্রবীণ ঐ যাজক তাঁকে আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করলেন গভীরভাবে।

তিনি বললেন ঃ 'আমার কাছে এস, তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।'

তিনি দল থেকে মুহাম্মদকে একপাশে সরিয়ে নিলেন। আবু তালিবকে তিনি তাঁদের সাথে থাকতে দিলেন। অবশ্য অন্যরা তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল।

বহিরা বললেন ঃ 'তোমার কাছে আমি কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব। লাত ও উজ্জা দেবীর নামে তুমি সত্য কথা বলবে এটাই আমার অনুরোধ।'

মুহাম্মদ উত্তর দিলেন ঃ 'এ দু'জনের চেয়ে আমি আর কাউকে বেশি ঘৃণা করিনে।'

'তাহলে আমি খোদার নামে শপথ করে তোমাকে সত্য কথা বলার অনুরোধ করছি।'

'আমি সব সময় সত্য কথা বলি। আপনি আপনার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।'

'তুমি সবচেয়ে কোন্ জিনিস বেশি ভালবাস?

'নির্জনতা।'

'প্রকৃতির কোন্ দৃশ্য তুমি সবচেয়ে বেশি ভালবাস?'

'আকাশ .... তারা..........।'

www.pathagar.com

'তুমি কী নিয়ে চিন্তা কর?'

মুহাম্মদ নীরব রইলেন। বহিরা তাঁর কপালের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মনে হল, তিনি বই পড়ছেন।

'ঘুমিয়ে পড়ার আগে তুমি সর্বশেষ কি চিন্তা কর?'

নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে মুহাম্মদ বললেন ঃ 'প্রায়ই আমার মনে হয়, তারাগুলো আমার খুব কাছেই আছে; অথবা আমি যদি উঁচু হয়ে তাদের সাথে যোগ দিতে পারতাম!'

প্রবীণ লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'তুমি কি স্বপ্ন দেখতে পাও?'

'হ্যাঁ। ঘুম থেকে উঠে আমি একই জিনিস দেখতে পাই।'

'কী ধরনের স্বপ্ন, দৃষ্টান্ত দিতে পার?'

মুহাম্মদ কোন জবাব দিলেন না। কিছুক্ষণ পর বহিরা আবার প্রশ্ন করতে শুরু করলেন।

'তুমি পিছন ফিরে দাঁড়াও এবং তোমার ঘাড়টা আমাকে দেখাও।'

মুহাম্মদ না ফিরেই বললেন ঃ 'এসে দেখুন।'

বহিরা মুহাম্মদের কাছে গেলেন। তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁর দুই কাঁধের মধ্যে আপেলের মত একটা জন্মচিহ্ন দেখলেন।

তিনি অস্পষ্ট শব্দে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, এটা ঠিক ঐ রকম।'

আবু তালিব জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'কী ওটা?'

'আমাদের পুস্তকে এ রকম চিহ্নই দেখানো হয়েছে।'

'কোন্ চিহ্ন?'

'আমাকে বলুন এ যুবকটি কে?'

'সে আমার পুত্র।'

'না, এ যুবকের পিতা জীবিত থাকতে পারে না।'

আবু তালিব বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'আপনি তা কী করে জানেন? একথা সত্য যে, সে আমার ভাইয়ের ছেলে।'

বহিরা গম্ভীরভাবে বললেন ঃ 'এ যুবকের সামনে বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। আমি তাঁর মধ্যে যা দেখেছি তা যদি অন্য কেউ দেখে বুঝতে পারে তাহলে তারা তাঁকে মেরে ফেলবে। তাঁকে নিরাপদে রাখবেন, বিশেষ করে ইহুদীদের কাছ থেকে।'

আবু তালিব জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'কেন, সে এমন কি কাজ করবে? তাঁর সাথে ইহুদীদেরই বা কী কাজ আছে?'

'তাঁর চোখে আছে ধর্ম প্রবর্তকের আলো, আর তাঁর কাঁধে আছে তার নিদর্শন ও প্রমাণ।'

'কিসের ভিত্তিতে আপনি এ ভবিষ্যদ্বাণী করলেন?'

www.pathagar.com

'তাঁর মাথার ওপর মেঘ ছায়া বিস্তার করেছিল। একথা আমি পুস্তকে পড়েছি। তাঁর কথা থেকে প্রতিভার যে দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়েছে তা থেকে, সবকিছু থেকে .... সবকিছু থেকে!'

বহিরা ও মুহাম্মদের মধ্যে সারাদিন ধরে আলোচনা হল। মুহাম্মদ যে ধরনের প্রশ্ন বহিরার কাছে জিজ্ঞাসা করেন তাতে তিনি বিস্ময়াভিভূত হন। সন্ধ্যার দিকে মরুযাত্রী দল যখন যাত্রা শুরু করে, তখন সবার মুখে ঐ আলোচনার কথা আলোচিত হল। মুহাম্মদের দিকে সবাই শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের দৃষ্টিতে তাকাল।

ব্যস্ত বসরা শহর ও তার আশেপাশের গ্রামের মধ্য দিয়ে উটের দীর্ঘ সারি এগিয়ে চলল। তারা অতিক্রম করল গীর্জা ও সন্যাসীর আশ্রম। গীর্জার ঘন্টাধ্বনি ও যাজকের স্তবগান আরব উট চালকদের গানের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেল। নিজের দেশ এবং এখানকার মধ্যেকার পার্থক্য লক্ষ্য করে বণিকরা অবাক হল। দুই স্থানের মধ্যে কোথাও যেন কোন মিল নেই। সেখানে আছে সামান্য ক্ষুদ্র ঘর, এখানে আছে জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ; সেখানে আছে শান্তি ও নির্জনতা, এখানে আছে প্রচন্ড ভিড়; সেখানে আছে হাতে বোনা মোটা কাপড়, এখানে আছে সিল্কের কাপড়; সেখানে আছে গরম মরুভূমি, এখানে আছে সবুজ-শীতল মাঠ ও মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য; সেখানকার আবহাওয়া আগুনের মত, আর এখানকার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। সব কিছুই তাদের কাছে নতুন ও ভিন্ন মনে হল।

পেট্রা, ওস্মান ও হাউরানের এবং সত্য কথা বলতে কি, দামেস্ক পর্যন্ত সমগ্র এলাকার গীর্জা ও ইহুদীদের আশ্রমের দরজা মক্কা ও হেজাযের অতিথিদের জন্য সব সময় উন্মুক্ত থাকত। ঐসব গীর্জা ও আশ্রমে দর্শকদের দেখার মত অনেক কিছু ছিল। গীর্জার স্পষ্ট ও সুন্দর শোভা, লণ্ঠন ও বাতি, বাতাসে সুবাসিত ধূপ বা ধুনোর ধোঁয়া, ধার্মিক ব্যক্তির মূর্তি এবং বিশেষ করে অলংকৃত কাঠামোর মধ্যে মেরী ও যীশুর ছবি দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল। সবকিছু মিলিয়ে দর্শকদের মনে নতুন ধারণা ও বিশ্বাসের সৃষ্টি হত এবং তারা খোদার উপস্থিতি অনুভব করত। রাতে বিশ্রামের সময় তাদের মনে বিশৃংখল চিন্তা ও ধারণা মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত।

অনেক সময় বহিরার কথাও তাদের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করত।

ঐ সময় দামেস্ক ছিল একটা বড় শহর - প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য শহরটি পরিচিত ছিল 'আরবের স্বর্গ' বলে। বলা হত, 'দয়াময়ের ফেরেশতারা এ শহরের ওপর তাঁদের ডানা বিস্তার করে থাকত।'

www.pathagar.com

বছরে একবার এ শহর মক্কা ও হেজাযের বণিক দলকে স্বাগত জানাত। তারা বণিকদের কাছে বিক্রি করত তাদের হস্তশিল্প ও শিল্প সামগ্রী এবং ক্রয় করত তাদের মেয়েদের কালো চোখের ভালবাসা এবং প্রণয়শীল শিষ্টাচার।

আরবদের বড় বড় কবিদের কাছে এ শহর ছিল অনুপ্রেরণার মূল উৎস। প্রেমের কবি ইমরুল কয়েস এ শহরে এসেছিল এবং এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিল নবীঘা ধূবা'য়ানী। ছাবিতের পুত্র হাসান তাঁর কবি প্রতিভার প্রকাশ ঘটায় এখানকার বৃক্ষ ও জলপাই গাছের তলায় বসে। এখানকার মিষ্টি পানির স্নিগ্ধতা তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়। সিরিয়ার উদ্যানে প্রতিফলিত প্রকৃতির, বিশেষ করে বসন্তকালের প্রকৃতির মৃদু হাসি হাসানের কবিতায় স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

সিরিয়ার অবস্থান সবুজ ও উর্বর ভূমির মধ্যে - সুন্দর পানি সেচের ব্যবস্থা ও রোপণ করা গাছের এলাকা ছড়িয়ে আছে কয়েক মাইলের মধ্যে। বসন্তকালে এর সৌন্দর্য বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। গাছের ডালে ডালে ফুল ফুটলে মনে হয় অসংখ্য উজ্জ্বল প্রজাপতি বসে আছে, আর বাতাসে ছড়িয়ে পড়া এর সুগন্ধি এক ধরনের উন্মাদনার সৃষ্টি করে।

সিরিয়ার প্রফুল্ল ও আবেগপ্রবণ লোকেরা প্রকৃতির এ ফুলের রাজ্যে আসে। শহরের চতুর্দিকের উদ্যানে তারা বসে - গাছের তলায়, ছোট করে কাটা ঘাসের ওপর এবং চারণভূমির ওপর। এছাড়া বসে এখানে সেখানে এবং সর্বত্র প্রবাহিত বারাদা নদীর স্রোতের ধারে। তাদের হৃদয়ে থাকে ভালবাসা, আর থাকে পাত্রে ভরা পানীয়। তারা গান গায়, পান করে, নাচে, বাঁশি বাজায় এবং আনন্দ ও উল্লাসের মধ্য দিয়ে দিন কাটাত।

সিরিয়ার জনগণের জীবনে একটা চিন্তা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। তা হল উত্তম জীবন যাপন, বস্তুগত সফলতা এবং জীবনকে পূর্ণভাবে উপভোগ করা। জ্যোৎস্নালোকিত রাতে পুরুষ, মহিলা, ছেলে, মেয়ে, শিশু ও মায়েরা ঘর থেকে বাইরে এসে চন্দ্রের প্রতি তাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করত। সিরিয়ার ছেলেমেয়েরা জ্যোৎস্না রাতে বিভিন্ন রকমের উল্লাসে মেতে উঠত। বসন্তকালে ফুটন্ত ফুলের সৌরভে তারা মাতোয়ারা হয়ে পড়ত। জ্যোৎস্নালোকিত রাতের মনোরম পরিবেশে তারা কল্পনার ডানার ওপর ভর করে ভেসে বেড়াত। প্রতি রাতে সিরিয়ার প্রতিটি এলাকা থেকে উল্লসিত গানের সুর শোনা যেত। আর শোনা যেত হৃদয় থেকে হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়া মৃদুভাবে উচ্চারিত আবেগময় কথা। সত্যি কথা বলতে কি, ঐ ধরনের পরিবেশ ছিল ভালবাসা ও আনন্দে পরিপূর্ণ।

প্রত্যেকের ইচ্ছার একটা উদ্দেশ্য থাকে। কেউ কাউকে ভালবাসতে ইচ্ছা করলে সে ভালবাসত; অতঃপর একজন প্রেমিক হিসেবে সে গণ্য হত। আর প্রেমিক হলে সে গান গাইত। এজন্য বলা হয়ে থাকে যে, সিরিয়ার প্রবাহিত নদীর ধারে বৃক্ষের তলায় কবিতা ও ভালবাসা হাত ধরাধরি করে চলে।

www.pathagar.com

উত্তমভাবে জীবন যাপন এবং সংযমহীন ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ধনী-গরীব সবার ঘরে বাতাসের মত প্রবেশ করত। প্রত্যেকেই তার হৃদয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমতা অনুযায়ী তা ভোগ করত।

নিশিকালে পান করে হই-হুল্লোড় করার জন্য জাবালা প্রসিদ্ধ ছিল। ঘাসানীয় এ রাজা তার আলোকোজ্জ্বল অভ্যর্থনা হলের মাঝখানে জাঁকজমকপূর্ণ সিংহাসনে আসীন ছিল। তার পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো ভৃত্যদের দিকে তাকিয়ে সে ইঙ্গিত করল। অনতিবিলম্বে সিল্কের ডোরাকাটা উজ্জ্বল পোশাক পরা লোকেরা মাথায় করে বড় বড় পাত্র ও ট্রে নিয়ে হাজির হল। রাজার সামনে সোনার কাপ রাখা হল এবং তারপর ঐসব কাপের মধ্যে সিরিয়ার আঙ্গুর থেকে তৈরি সর্বোত্তম পানীয় ঢালা হল। রাজার ডান পার্শে ছিল তাঁর প্রিয় কবি, সম্ভবতঃ সাবিতের পুত্র হাসান বা অন্য কেউ।

রাজা দ্বিতীয়বার ইঙ্গিত করলে দশজন ছিপছিপে কালো চোখের অধিকারী সিরিয়ার মেয়ে তাদের গালের রঙের মত সুন্দর সিল্কের পোশাক পরে তরঙ্গায়িত-ভাবে প্রবেশ করল। তাদের লম্বা কালো চুল ঘাড় বেয়ে উরু পর্যন্ত গিয়ে পড়েছে। ঐ কালো চুল দেখে মনে হয়, তাদের ঘাড়ের ওপর রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। তাদের পাঁচজন বসল রাজার ডান পাশে এবং পাঁচজন বসল বাম পাশে। তারপর আর একদল তরুণী এল। মনে হয় তারা আগের মেয়েদের চেয়ে আরও বেশি সুন্দরী। তারা পরে ছিল সাদা সিল্কের পোশাক, ঠিক যেন তাদের দেহের রঙের মত। তারা জাবালার দু'পাশে বসা মেয়েদের সামনে বসল। তারপর এল একজন নর্তকী, আড়ম্বরপূর্ণ সোনার কটিবন্ধ পরে। তার কালো চুলের ওপর বসেছিল মুকুটের মত একটা কবুতর এবং দু'হাতে ছিল দু'টো বড় পাত্র - একটাতে ছিল কস্তুরী ও সুগন্ধি এ্যাম্বার এবং অন্যটিতে ছিল গোলাপ পানি। রাজার দিকে তাকিয়ে নর্তকী মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানাল। সে একটা পাত্র নিয়ে মাথায় ঠেকাল এবং তারপর কবুতরটি বাতাসে উড়ে গেল। চারদিক ঘুরে কবুতরটি এসে বসল মেয়েটির ডান হাতে ধরা গোলাপ পানির পাত্রের ওপর। ঐ পাত্রের ধারে বসে কবুতরটি তার ডানা দিয়ে সুগন্ধিযুক্ত পানি ছিটকাল এবং তারপর অন্য পাত্রের ওপর গিয়ে বসল। ঐ পাত্রের ওপর বসে সে একইভাবে ডানা সঞ্চালিত করল। তারপর মেয়েটির ইঙ্গিতে কবুতরটি উড়ে গিয়ে জাবালার রাজকীয় সিংহাসনের ওপর বসল। মুগ্ধকর গানের সুরে সুরে অন্য মেয়েরা নাচতে শুরু করল, বীণা ও ড্রামের শব্দ যেন তাদের কণ্ঠস্বরের সাথে মিলে একাকার হয়ে গেল। নাচের তালে তালে তারা তাদের শুভ্র হাত এমনভাবে শূন্যে প্রসারিত করল, যেন মনে হয় কবুতরের ডানা আন্দোলিত হচ্ছে। তাদের প্রতিটা ভঙ্গি সবার কাছে প্রশংসিত হল এবং তাদের হৃদয় ভাবাবেগে উত্তেজিত হল। সামগ্রিক পরিবেশটা ছিল বিলাসপূর্ণ এবং সংযমহীন ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে আপ্লুত।

www.pathagar.com

সিরিয়ার জনগণ এভাবেই তাদের জীবনকে ভোগ করত উল্লাস ও বিলাসিতার মধ্য দিয়ে। তাদের শিল্পকলা, সিল্কের কাপড়ের ওপর হস্তশিল্প, ধাতুর ওপর সূক্ষ্ম খোদাই কাজ বাইজেন্টাইন ও পারস্যের উন্নত স্থাপত্য শিল্পের মডেলে তৈরি। অট্টালিকার মধ্যে শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্যণীয় ছিল। তাদের সৌন্দর্যমন্ডিত প্রাসাদ ছিল অনেক - উইন্টার প্যালেস, হোয়াইট প্যালেস ইত্যাদি। সাকা জেলায় জাফনিদ রাজকুমারদের প্রাসাদ, দারাইয়া গ্রামে কবিদের প্রাসাদ ছাড়াও সাসানীয় রাজাদের অনেক স্থানে অনেক প্রাসাদ ছিল। সমকালীন কবি ও লেখকরা কবিদের প্রাসাদে জমায়েত হত। সৌন্দর্য ও শিল্পের প্রতি সিরীয়বাসীর ভাবাবেগ তাদের রচনায় মূর্ত হয়ে উঠত।

জীবনের প্রতি গভীর ভালবাসা, স্বর্গ বা দুনিয়ার সৌন্দর্য উপভোগে তীব্র আনন্দ, জনগণের জীবন ও হৃদয়ের মুগ্ধকর অনুভূতি - সবকিছু মিলিয়ে বিশ্বের মধ্যে সিরিয়া হয়ে ওঠে সবচেয়ে প্রিয় ও অবিস্মৃতিশীল একটি স্থান।

মক্কা থেকে আগত বণিক যাত্রী দল এ শহরে প্রবেশ করে প্রত্যুষে - কাসিউন পর্বতের চূড়ায় তখন সূর্যের প্রথম কিরণ দেখা যাচ্ছিল।

www.pathagar.com

সবার ওপর খোদার দৃষ্টি

'মানব জাতির সামগ্রিক কাঠামো সততা, সত্য ও মঙ্গলের প্রতি ভালবাসার ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে এবং সবকিছু অবলোকন করছে একটা দৃষ্টি।'

- মুহাম্মদ

মুহাম্মদ যখন প্রথমবারের মত সিরিয়ায় জলপাই গাছ এবং নদীর পানির স্রোতের তরঙ্গ দেখলেন, ঐ বড় ও জনবহুল শহর দেখলেন (আরবে যা তিনি কখনও দেখেননি) তখন তাঁর যুবক বয়সের কোমল মনে আল্লাহর বদান্যতা ও বিচিত্র জীবনধারা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ও স্থায়ী ছাপ পড়ে। সিরিয়ার জনগণের জীবনধারা, তাদের আচরণ ও রীতিনীতি, খ্রিস্টানদের উপাসনার ধারা, সেন্ট জন-এর গীর্জা, স্তবগান ও ভক্তি প্রকাশক প্রার্থনা - সবকিছুই তাঁর সামনে তিনি দেখলেন। এর প্রত্যেকটি বিষয় ছিল স্বর্গীয় ক্ষমতার প্রধান উৎসের পথে তাঁর এগিয়ে যাওয়ার উজ্জ্বল রশ্মির মত।

মুহাম্মদ ছিলেন অক্ষর জ্ঞানহীন। তিনি কখনও স্কুলে যাননি এবং তৎকালীন সময়ের বিজ্ঞান ও শিক্ষা সম্পর্কে নিজেকে আলোকিত করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর ছিল মরুভূমির হরিণের মত তীক্ষ্ণ প্রত্যুৎপন্ন জ্ঞান, সতেজ মন ও দেহ - এসব তিনি লাভ করেন উন্মুক্ত বায়ুর জীবনধারা থেকে। তিনি জ্ঞান লাভ করেন তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থেকে, প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি গভীর চিন্তা থেকে, মানুষের আচরণ থেকে, নক্ষত্র ও স্বর্গীয় বস্তুর গতিবিধি থেকে। যে বৃক্ষের বৃদ্ধির জন্য কোন বৃক্ষের কলম বা অন্য গাছের সহায়তার প্রয়োজন হয় না, সেই ধরনের পুস্তক যা লিখিত হয় শাশ্বত লেখনী দ্বারা এবং যে লেখনী সব গোপন ও সব রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত - মুহাম্মদ ছিলেন ঠিক সেই ধরনের মুক্ত ও স্বাধীন।

মুহাম্মদ সিরিয়ার বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে দেখেন। অবশ্য বলা হয়ে থাকে যে, তিনি ঐ শহরে প্রবেশ করেননি এবং শহরতলির 'কারিয়াত কদম' নামক স্থান ছাড়া আর কোথাও যাননি; কিন্তু সাধারণভাবে একথা বিশ্বাস করা কঠিন। সব বিষয়ে তিনি

www.pathagar.com

ছিলেন গভীরভাবে উৎসুক। যে কোন পরিস্থিতিতে তিনি ছিলেন পুরোপুরি ভয়শূন্য বা আত্মসচেতন। মনে হয় প্রথম থেকেই তিনি তাঁর মহান স্রষ্টার আহ্বান শুনতে পান এবং পৃথিবীর বাইরের এক সত্তার সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্কের ব্যাপারে তিনি অবহিত হন।

তিনি অনুভব করেন, তাঁকে একটা জাহাজ তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, ঐ জাহাজে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বহন করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। মনে হয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঐ জাহাজ বিরতি ছাড়াই সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে অব্যাহতভাবে।

বারদা নদীর তীর বেয়ে তিনি হাঁটেন, পাথরে আঘাতপ্রাপ্ত দ্রুত প্রবাহিত স্রোতের মধুর সুর তিনি শোনেন। প্রকৃতির বাস্তবতার সাথে তিনি তাঁর হৃদয়ের একটা সরাসরি সম্পর্ক গড়ে তোলেন - চিত্রকর যেভাবে প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করে শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেন, ঠিক সেইভাবে। মুহাম্মদের শিক্ষক ছিল তাঁর নিজের প্রতিভা, সৃষ্টির সর্বোচ্চ প্রতিভা তাঁর শিক্ষার বই হল প্রকৃতির পৃষ্ঠা। মুহাম্মদ সেই মহান স্কুলে অধ্যয়ন করে শিক্ষা লাভ করেন, যার দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত নয়। তিনি যে পুস্তক পাঠ করেন তা লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য নয়। ঐ বই সংরক্ষণ করে রাখা ছিল নবী ও প্রতিভাবান লোকদের জন্য।

তাঁর কোন মানবীয় শিক্ষক ছিল না। তিনি কথা বলতেন প্রকৃতির সাথে, আলোচনা করতেন নক্ষত্রের সাথে। তিনি তাদের কাছ থেকে যে জবাব পেতেন তা জীবনের চলার পথের স্থায়ী পথ নির্দেশ হিসেবে হৃদয়ে সংরক্ষণ করে রাখতেন। সেন্ট জন-এর গির্জার সূক্ষ্মাগ্র সব চূড়া প্রলম্বিত ছিল আকাশের দিকে - মনে হত ফেরেশতাদের মৃদু কথা শোনার জন্য তারা তাদের মাথা সেই দিকে উঁচু করে আছে। মুহাম্মদও ঐসব চূড়ার মত তাঁর উচ্ছ্বাসকে সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত করেন।

মাঝে মাঝে তিনি সিরিয়ার বিভিন্ন উদ্যানের চতুর্দিকে কাঠ কয়লা তৈরি করার জন্য গাছের ডালে অগ্নি সংযোগ থেকে সৃষ্টি আগুনের ধোঁয়ার মত শিখা তাকিয়ে দেখতেন। ঐ অগ্নিশিখা দেখে তাঁর মনে হত, মানুষের অপ্রয়োজনীয় ও বাড়তি সবকিছু পুড়িয়ে আত্মার সত্যিকার অস্তিত্বকে পবিত্র করে রূপায়িত করা হচ্ছে। পরবর্তীকালে শাশ্বত সত্য যখন তাঁর কাছে সাধারণ সূত্রাকারে প্রতিভাত হয় তখন ঐসব চিন্তা ও ধারণা মূল্যবান সম্পদ হিসেবেই গণ্য হয়।

"মানুষ হল জ্বালানি কাঠের মত তার বস্তুগত দেহ ও পার্থিব আকাংখাকে যত নিখুঁতভাবে পুড়িয়ে ফেলা হবে, তত উজ্জ্বলভাবে তার আত্মার পবিত্র শিখা প্রতিভাত হবে। সবাই মারা যায় এবং ধ্বংস হয়ে যায়। তারাই সুখী যারা পার্থিব এ জগতের ঊর্ধ্বে থেকে আত্মার উজ্জ্বল শিখায় নিজেদের আলোকিত করে। কারণ তাদের উজ্জ্বলতা দীর্ঘকালের জন্য জীবন্ত থাকে।"

www.pathagar.com

অনেক সময় মুহাম্মদ সিরিয়ার চতুর্দিকের পর্বতে উঠতেন এবং নিচে শহরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে এবং শহরের অন্য সবকিছুর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। সমগ্র শহরের অবস্থানকে তিনি দেখতেন একটি একক অস্তিত্ব হিসেবে। তাঁর চিন্তাধারা আরও গভীরে প্রসারিত হত। তিনি দেখতেন যে, শুধু শহর নয়, শহর থেকে সবদিকে প্রসারিত মাঠ; উপর-নিচ, এমনকি আকাশ - যেখানে ঝুলে আছে অসংখ্য তারা - সবকিছুই যেন জড়িয়ে আছে আলিঙ্গনাবদ্ধভাবে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সাথে। এটাকেই আমরা বলি অস্তিত্ব বা একক সত্তা।

এ অস্তিত্ব, এ সত্তা সবকিছুকে আবৃত করে রাখে এবং সবকিছুর ওপর আলো ছড়িয়ে দেয়। তাঁর কাছে মনে হয়, তারকারাজির পরেও অন্য মানুষ আছে এবং তারা একই জীবনধারায় আবর্তিত হচ্ছে। চিন্তাধারার এ অবস্থান থেকে তিনি স্বাভাবিকভাবে স্রষ্টার অনুসন্ধানে এগিয়ে যান, সেই আল্লাহর অনুসন্ধান করতে থাকেন যিনি অতীত ও ভবিষ্যৎকালের এবং যিনি সৃষ্ট সব বস্তুর ওপর আলো ছড়িয়ে দেন। তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এ সত্তা, এ অস্তিত্ব অপরিবর্তনীয়। যা পরিবর্তিত হয় তেমন অস্তিত্ব তা নয়, কেবলমাত্র জড় বস্তুই তার দ্বারা আলোকিত হয়। জড় বস্তু আসবে এবং চলে যাবে, কিন্তু সেই সত্তা সবার ওপর আলো ছড়াবে। গতকাল মরুভূমিতে স্তূপীকৃত বালি ছিল, সেই সত্তা সেখানে প্রকাশমান ছিল। আজ সেই স্তূপীকৃত বালি সরে গেছে, বালির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু সেই সত্তা সেই একই স্থানে বর্তমান আছে। গতকাল একটা গাছ ফল দিয়েছিল, আজ তা জ্বালানি কাঠে পরিণত হয়েছে, অগ্নিশিখা তা গ্রাস করেছে, তা ধূয়ায় পরিণত হয়েছে এবং বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু সেই সত্তা, সেই অস্তিত্ব এখনও আছে, আগে তা যেখানে ছিল সেখানেই। প্রথম দিন সে কিরণ দিয়েছিল গাছের ওপর এবং অতঃপর জ্বালানি কাঠের ওপর; অতঃপর তা কিরণ ছড়িয়ে দিয়েছিল আগুন ও ধোঁয়ার ওপর। একইভাবে সে আজ সব বস্তুর ওপর, যা গতকালের সব বস্তুর উত্তরাধিকারী, একই আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং একই ধরনের তীক্ষ্ণ আলো সবকিছুকে আলোকিত করছে।

মুহাম্মদ সব সময় পর্বতের সবচেয়ে উঁচু স্থানে হাঁটতেন এবং সেখানে বিশ্রাম নিতেন; তিনি যতটুকু সম্ভব পৃথিবী থেকে দূরে এবং আকাশের কাছাকাছি থাকতে ভালবাসতেন। তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতেন সৃষ্ট বস্তুর বিন্যাসের ওপর। তিনি দেখেন যে, সাদা ও কালোর প্রচন্ড বৈপরীত্যের সত্তা ও অস্তিত্বের সামগ্রিক কাঠামো সঠিক ও সত্যের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বিভিন্ন গ্রহে নির্দিষ্ট তারকারাজি তাদের ওপর আরোপিত কাজ নিয়মিতভাবে করছে। সব উদ্ভিদ নিয়মমাফিক বড় হচ্ছে এবং তাদের বর্ধন হচ্ছে অপরিবর্তনীয়ভাবে। বৃক্ষরাজি বিশ্বস্ততার সাথে তাদের মূলকান্ডে এবং ডালে পানি সরবরাহ করছে; সূর্য অনুগতভাবে সব সৃষ্টি বস্তুর ওপর কিরণ ও তাপ দিয়ে যাচ্ছে। সৃষ্ট বস্তুর এ চলমানতা, তাদের বর্ধন ও বিকাশ একটা স্থির সত্যের ওপর ভিত্তিশীল।

www.pathagar.com

এক মুহূর্তের মিথ্যা, তাঁর কাছে মনে হয়, সৃষ্ট বস্তুর নিয়মের একটা সামান্য বিচ্যুতি সমগ্র কাঠামোকে ধ্বংস করে দিতে পারে। বৃক্ষরাজি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, তারকারাজির পতন ঘটতে পারে, এমনকি সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এটা নিশ্চিত যে, আকাশমন্ডলীর ছায়াপথ থেকে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর ওপর এমন একটা চোখ তাকিয়ে আছে যা সবকিছু দেখতে পায়; সততা ও সত্যের সাধারণ আইন কোন ব্যক্তি বা বস্তু যেন লংঘন না করে, তা সেই চোখ অবলোকন করছে।

এভাবে আস্তে আস্তে তিনি বিশ্বাস করেন, আকাশ, পৃথিবী, তারকারাজি ও মানবজাতির সামগ্রিক কাঠামো সততা, সত্য ও মঙ্গলের প্রতি ভালবাসার ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে এবং সবকিছু অবলোকন করছে একটা দৃষ্টি। হঠাৎ তাঁর মনে হল, তিনি সেই দৃষ্টি দেখতে পেয়েছেন; তিনি তাঁর চোখ ফেরালেন, তবু সেই দৃষ্টি দেখতে পেলেন। তাঁর মাথার ওপর আকাশে, পর্বতমালার মাঝে, বৃক্ষরাজির মধ্যে, ঝর্ণার পানির ফোঁটায় - যেখানেই তিনি চোখ ফেরালেন তিনি সেই দৃষ্টি দেখতে পেলেন। প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্বের মাঝে, প্রতিটি দৃশ্যের ওপর আবিষ্ট হয়ে আছে সেই অবিরাম দৃষ্টি। স্বর্গীয় সেই চোখের সাথে সংযুক্ত হয়ে আছে প্রতিটি ক্ষুদ্র বস্তুর অন্তরের একটি চোখ।

মুহাম্মদ হঠাৎ অমঙ্গল আশংকায় ভয়ে কেঁপে উঠলেন। তিনি একথা ভেবে অবাক হলেন যে, নিজের কাজে ব্যস্ত তাঁর আশপাশের লোকগুলো দেখতে পাচ্ছে না যে, সমস্ত সৃষ্ট বস্তু, প্রকৃতি, উদ্ভিদ, পাথর ও মানুষের দৃষ্টি তাদেরকে প্রতিনিয়ত অবলোকন করে আছে। তিনি নিজের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন এবং অনুভব করলেন, উৎপীড়নকারী উৎপীড়িতের চোখ দেখতে পায় না, প্রতারক দেখতে পায় না প্রতারিত ব্যক্তির চোখ।

একদিন মুহাম্মদ গীর্জার অভ্যন্তরে যান। সেখানে তিনি যীশুখ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ একটা দৃশ্য দেখলেন। তিনি দেখলেন, যীশুর হাত যেখানে রেখে তারা পেরেক বিদ্ধ করেছিল সেই বিদ্ধ পেরেকের ছিদ্র থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার দৃশ্য। এ ছবি তাঁর ওপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। তিনি অবাক হয়ে ভাবেন, এ বিস্ময়কর ব্যক্তি কে! আর কেউ না করুক, স্বর্গীয় দৃষ্টি নিশ্চয়ই গরীব ও দুর্বলের নিরাপত্তার জন্য অবলোকন করছে কি? তাঁর মনে হল, নবীগণ প্রকৃতির দৃষ্টির মধ্যে থাকেন এবং আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে অবলোকন করার জন্য সেই চোখকে উন্মুক্ত করেন। প্রকৃতির মাঝে লুক্কায়িত সেই দৃষ্টি নবীগণ দেখতে পান এবং সে জন্য তাঁরা উৎপীড়িতদের দুঃখ-কষ্ট দূর করার চেষ্টা করেন। তিনি জানতে পারেন, ঐ মহৎ ব্যক্তি তাঁর সময়ে মেরী ম্যাগডেলেনকে একদল লোকের হাত থেকে রক্ষা করেন যারা ঐ মহিলাকে উৎপীড়ন করতে চেয়েছিল। তিনি বলেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন পাপ করেনি, সেই তার প্রতি প্রথম পাথর নিক্ষেপ করুক।' এ কথায়

www.pathagar.com

ঐ মহিলাকে আক্রমণ করতে উদ্যত সবাই নির্বাক হয়ে যায়; তারা তাদের হাতের পাথর মাটিতে ফেলে দেয়। অতঃপর ঐ মহান ব্যক্তি তাঁর দয়া ও উদারতায় মহিলাকে খারাপ পথ থেকে পবিত্রতার পথে, খোদার পথে পরিচালিত করেন।

এ ধরনের অভিজ্ঞতা ও নতুন চিন্তাধারা মুহাম্মদের মনে অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হতে থাকে। তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভার ঐসব চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে ব্যাপ্তি লাভ করে এবং একদিন তা সতেজ ও সফল হয়।

কুরাইশ বণিকরা সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রভূত লাভ ও তাদের টাকার থলে ভারী করে। মুহাম্মদ ফিরে আসেন সামান্য গভীর চিন্তা ও অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে। বণিকরা তাদের অর্থ দিয়ে নতুন গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে, আর মুহাম্মদ ভিত্তি স্থাপন করেন একটা নতুন বিশ্বের। ঐ বিশ্বের ভিত্তি হল ধার্মিকতা এবং গরীব ও দুঃস্থদের প্রতি সেবা প্রদান। এ বিশ্বের মানুষ বাস করবে সত্যিকার আন্তরিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে। ঐ বিশ্বে সৌভাগ্যবানরা দুর্ভাগাদের সাথে তাদের সৌভাগ্য ভাগ করে বাস করবে - ধনী লোকেরা দরিদ্র ও অর্থহীন লোকদের সাহায্য করবে।

www.pathagar.com

অন্তহীন রাত

'ভয় হল মৃত্যুর মিথ্যা ছায়া। অনেকে আছে, যারা মৃত্যুর আসল ছায়াকেও ভয় পায় না।'

মক্কার আশপাশে তিনটি বাজার ছিল। প্রত্যেক বছরে তারা বিশেষ চারটি মাসে এসব বাজারে একত্রিত হত। এ চার মাসে যুদ্ধ ও রক্তপাত নিষিদ্ধ ছিল এবং তাদের ঢাল-তরবারি শান্ত থাকত।

শাওয়াল মাসে তারা আসত উছাইদা গ্রামের পাশে খেজুর গাছ পরিবেষ্টিত উকাজ নামক এক মনোরম স্থানে। পরের মাস অর্থাৎ জিলকদ মাসের শুরুতে তারা মার আজ জাহরানের কাছে মাজান্না বাজারে যেত। এখানে তারা মাসের প্রথম বিশ দিন থাকত এবং তারপর আরাফার বিপরীত দিকে তারা জুল-মাজায বাজারের পথে যাত্রা করত। হজ্জের মাস অর্থাৎ জিলহজ্জ মাস না আসা পর্যন্ত তারা এখানে অবস্থান করত। এ মাসে তারা সরাসরি মক্কায় চলে যেত। এ মাস এবং পরের মাস মুহাররম পর্যন্ত যুদ্ধ ও রক্তপাত নিষিদ্ধ ছিল।

ঐসব মেলার মধ্যে উকাজ মেলা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঐ স্থানটি ছিল তায়েফ থেকে এক রাত এবং মক্কা থেকে দুই রাতের পথ। একটা প্রশস্ত সমভূমিতে ছিল ঐ গ্রামটি এবং গ্রামের পাশে ছিল একটা নদী। আরবের লোকদের কাছে এ স্থানটি ছিল খুবই প্রিয়। এ স্থানেই সাইদার পুত্র আরবের বিশপ কিস্ তার ধর্মোপদেশ প্রচার করতেন। কা'বা গৃহের দরজায় লটকানো সাত বা সম্ভবত দশটি কবিতা এখানেই প্রথম আবৃত্তি করা হয় এবং তা আবৃত্তি করেন ঐসব কবিতার রচয়িতাগণ। এরপর তারা দাবি করেন, সমসাময়িক (ইসলাম-পূর্ব যুগের) কবিদের মধ্যে তাঁরাই সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

বছরে একবার আরবের সব এলাকা থেকে মরুভূমির বালির মত অসংখ্য লোক উকাজ-এ জমায়েত হত। হেজায ও নযদ্ থেকে যোদ্ধারা আসত - সেখানে বাস করত প্রধান প্রধান গোষ্ঠী প্রধানরা। বণিকরা তাদের উট বোঝাই মালপত্র নিয়ে দূর-দূরান্ত থেকে আসত। তাদের টাকার থলি থাকত সোনা-রূপার মুদ্রায়

www.pathagar.com

পূর্ণ। পারস্য ও রোমের মধ্যে অব্যাহত যুদ্ধের কারণে উকাজ বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করে। পরবর্তীকালে পূর্ব আফ্রিকা, সিরিয়া ও রোমান সাম্রাজ্যের মত দূরবর্তী এলাকার জন্য উকাজ একটি প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এমনকি এখানে পারস্য ও ভারতের পণ্যদ্রব্যও পাওয়া যেত। ভেড়া, উট, ঘোড়া, খাদ্যশস্য, সুতি ও রেশম বস্ত্র, তরবারি, সিরিয়ার ঢাল, মরক্কোর চামড়াজাত দ্রব্য, মসূলের সুন্দর কাপড় এবং অন্যান্য জিনিস এখানকার বাজারে পাওয়া যেত।

ঐসব পণ্য যেসব দেশে তৈরি হত, সেখান থেকে শক্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনীর তত্ত্বাবধানে তা উকাজ মেলায় আনা হত। অনেক গোত্রের লোকেরা পণ্য কেনা-বেচার জন্য আসত। কিন্তু অনেকে আসত শুধু উপভোগ করার ও জনসমাগম দেখার জন্য। যুবক-যুবতীরা আসত সম্ভবত তাদের পছন্দের কাউকে খুঁজে পাওয়ার জন্য। ভবিষ্যদ্বক্তা, গণক, জ্যোতিষ, অনুমানকারী, বিজ্ঞ পুরুষ ও মহিলা, যারা সৌভাগ্যের পথে বাঁধা সৃষ্টি বা উন্মুক্ত করতে পারত, যারা তাগার গিরায় ফুঁৎকার দিত এবং যারা মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে পারত - তারা সবাই এখানে এসে সমবেত হত। জন সমাবেশে তারা তাদের কৌশল অবলম্বন করে অর্থ আয় করত।

উকাজ মেলা ছিল সামগ্রিকভাবে আরব ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য, শিল্প, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবন প্রদর্শনের একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ।

আরব উপ-দ্বীপের বিভিন্ন এলাকা থেকে অসংখ্য লোক উকাজ মেলায় প্রতি বছর এসে জমায়েত হত।

শাওয়াল মাসের প্রথম দিনে হাজার হাজার বলিষ্ঠ অশ্বারোহী উকাজের পথে যাত্রা করত। ঐসব অশ্বারোহীর কাছে মৃত্যু ছিল বল নিয়ে খেলার মত একটা সাধারণ বিষয় এবং এজন্য তারা যশ ও সম্মান লাভ করত। কিন্তু যশ ও সম্মান প্রাপ্তির একমাত্র হাতিয়ার তারা আজ একপাশে রেখে দিয়েছে। উকাজ মেলার রীতি ও প্রথার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তারা তাদের হাতিয়ার আজ সাথে করে আনেনি।

উকাজই হল একমাত্র স্থান যেখানে ঝগড়া-মারামারি ও যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। প্রতি বছর এখানে কবিতা, প্রজ্ঞা ও বাণিজ্যের সূত্রপাত হত। এ স্থানের পাশে তায়েফে ছিল সম্মানিত ও প্রিয় দেবী লাত-এর মন্দির। সম্ভবত ঐ দু'টো কারণে উকাজ ছিল যুদ্ধ ও ঝগড়া-মারামারি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। হেজাযের সবচেয়ে সুন্দর ও মনোরম এলাকায় ছিল লাত দেবীর অধিষ্ঠান। তায়েফের অবস্থান উর্বর উপত্যকায় - এর সুগন্ধিযুক্ত বাতাস এবং শীতল ও নির্মল পানি মরুভূমির উত্তাপ-পীড়িত আরবদের কাছে ছিল শান্তির পরশ। তায়েফে ঐ লাত

www.pathagar.com

দেবীর অধিষ্ঠান থাকায় মক্কার মত সেখানেও যুদ্ধ ও রক্তপাত নিষিদ্ধ ছিল। সেখানেও কেউ শিকার করতে পারত না, এমনকি সেখানে গাছ কাটাও নিষিদ্ধ ছিল। এসব কারণে সবাই তায়েফে শান্তিতে বসবাস করত। একইভাবে, সিরিয়ার অনেক নদীর মাছ ছিল নিরাপদ এবং ঐসব নদী ছিল তাদের আশ্রয়ের স্থান। হিরাপলিস-এ সিরীয় দেবীর মন্দিরে পশুরাও নির্ভয়ে ও নিরাপদে যাতায়াত করত।

তায়েফের ঐ মূর্তি, ঐ দেবীকে হেজাযের সব মূর্তির চেয়ে কেন বেশি সম্মান করা হত? সিরিয়ার মরুভূমির প্রাচীন সাফাইট লিপিতে উৎকীর্ণ এ বিষয়ে কমপক্ষে ষাটবার উল্লেখ করা হয়েছে।

একখানি সাদা আয়তাকার পাথর; এছাড়া ইতিহাস থেকে আর কিছু জানা যায় না। আর জানা যায়, ঐ পাথরের নিচে 'ঘাবঘাব' নামে একটি গর্ত আছে। ঐ গর্তে দেবীর সম্পদ লুকানো আছে - ঐ সম্পদের মধ্যে আছে মূল্যবান পোশাক, মণি-মুক্তা, সোনা, রূপা, ধূপ ও সুগন্ধি। ঐ সাদা পাথর কুমারী দেবীর বাসস্থান বলে বিশ্বাস করা হয়। তৎকালীন মহিলাদের প্রতি প্রচলিত প্রতিকূল দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও অন্য কোন মূর্তি বা সৃষ্ট জীবের চেয়ে তাকে বেশি সম্মান করা হত।

অশ্বারোহীরা উকাজের সমভূমিতে ছড়িয়ে পড়ল। সেখানে তারা তাদের তাঁবু খাটাল। শক্ত সুগন্ধিযুক্ত লাল কাঠ দিয়ে তারা একটা বিশেষ তাঁবু নির্মাণ করল এবং তা তারা সবুজ কাপড় দিয়ে আবৃত করে দিল। এ বিশেষ তাঁবুটি তারা নির্মাণ করল ধূ'বাইয়ানের নবিঘা এবং আরবের অন্য সব কবির জন্য। তাঁবুর পাশে তারা সোনার অক্ষর দিয়ে যেসব কবিকে এ বছর সম্মানিত করা হবে তাদের নাম উৎকীর্ণ করল। অক্ষরগুলো এত বড় যে, তা দূর থেকেও দেখা যায়। ঐ তাঁবুর পাশে নির্মাণ করা হল কুরাইশ প্রধানদের জন্য একটা বড় তাঁবু। আবদুল মুত্তালিবের দয়ালু পুত্র আবু তালিব, নওফলের পুত্র ওয়ারাকা, হারব-এর পুত্র আবু সুফিয়ান, আবু সালিত-এর পুত্র উমাইয়া এবং কুরাইশদের অন্যান্য সব নেতা ঐ তাঁবুতে অবস্থান নিল। আরবদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ছিল ওয়ারাকা। তাঁর দৃষ্টিশক্তি কমে এসেছিল এবং তাঁর মাথার চুল ছিল সাদা। তাঁকে দেখলে মনে হয় তিনি কঠোর পরিশ্রমী এবং সংযমী। আবু সুফিয়ান হল আমোদ-প্রমোদে সময় কাটান লোক। উমাইয়া ছিল একজন উৎসাহিত ব্যক্তি। সে মনে করত, তার কবিতার খ্যাতি একদিন তাকে খ্যাতিমান করবে। কুরাইশ নেতাদের তাঁবুর পাশে ঘাসান, লাখম, হিমাইয়ার এবং অন্যান্য আরব গোত্রের সম্ভ্রান্ত লোকদের জন্য তাঁবু নির্মাণ করা হল।

এভাবে শান্ত ও শান্তিপূর্ণ উকাজ গ্রামটি পুরোপুরি কোলাহল ও এলোমেলো হয়ে উঠল। অনুরূপ কোন জনসমাগমের মত এ স্থানটিতেও কবিতা ও সাহিত্য, প্রণয় ও মুনাফা, জ্ঞান ও কুসংস্কারের সমন্বয় ঘটল।

www.pathagar.com

আরবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে স্বীকৃত ধু'বাইয়ানের নবিঘাকে একটা উটে চড়ে আস্তে আস্তে আসতে দেখা গেল। ইয়েমেন, নযদ, হেজায ও ইরাকের কবিগণ এগিয়ে গেলেন তাঁকে সম্ভাষণ জানাবার জন্য। তাঁকে কোন কারণে দুঃখিত মনে হল। নিজ তাঁবুর সামনে তাঁর উট হামাগুড়ি দিয়ে বসলে তিনি সবার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। কিন্তু সেই হাসির মধ্যেও তাঁর হৃদয়ের দুঃখ প্রকাশ পেল।

অনেক কবির মত নবিঘা গরীব বা দুঃস্থ ছিলেন না। হিরার নূমান এবং আরবের অন্যান্য সম্রাট তাঁকে যে দামী খাবার উপঢৌকন হিসেবে পাঠাতেন তাই তিনি খেতেন। তাঁর পোশাক ছিল সবচেয়ে সুন্দর রেশমী কাপড়ের। তিনি তাঁর রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে যেসব উপহার সামগ্রী পেতেন তা তিনি তাঁর কবি বন্ধুদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। আগের বছর তিনি হিরার রাজার কাছ থেকে পাঁচ হাজার দিনার পান এবং উকাজে আগত কবিদের মধ্যে তা ভাগ করে দেন। নবিঘা সব সময় হাসিমুখে এবং আনন্দে থাকতেন। তাঁর সৌভাগ্যপূর্ণ জীবন ও উত্তম স্বভাবে কখনও সামান্যতম দুঃখের আভাস পাওয়া যেত না। কিন্তু আজ তাঁর বিষণ্ন মুখ দেখে তাঁর বন্ধুরা অবাক হল; তাঁর দুঃখের কারণ কি হতে পারে তা নিয়ে তারা অনেক কিছু চিন্তা করল। তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু মত প্রকাশ করল, তাঁর আকস্মিক দুঃখের কারণ হল, মুতাজারিদার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ। মুনধিরের পুত্র হিরার রাজা নূমানের স্ত্রী হল মুতাজারিদা। নূমান হল তাঁর বন্ধু এবং পৃষ্ঠপোষক এবং তিনি খাউরনাক-এ তাঁর নিজের প্রাসাদে তাঁকে একটা বাড়ি দিয়েছেন। সেখানেই তিনি একদিন মুতাজারিদাকে দেখেন। তাঁর আকর্ষণীয় দৃষ্টি নবিঘার প্রেমপূর্ণ হৃদয়কে জয় করেছে। কোন প্রস্তুতি ছাড়াই তিনি একটা কবিতা লেখেন। ঐ কবিতাটি হল ঃ

'তার মাথার ওপর থেকে অবগুণ্ঠন পড়ে গেল,
কোন উদ্দেশ্য ছিল না,
কোন ইচ্ছা ছিল না; সে ওটাকে হাতে নিল, এবং
অন্য হাত দিয়ে সে মুখ ঢাকলো।
একটি হাতে ছিলো মেহেদী রঙ,
হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ ছিল,
তুমি বলতে পারো -
কুঁড়ি থেকে নতুন ফুটন্ত গোলাপ ফুলের মত।
সে তোমার দিকে তাকাল
তার দৃষ্টিতে ছিলো এমন কথার ইঙ্গিত
যা তুমি পূর্ণ করতে পারবে না,
দেখতে আসা লোকের দিকে
অসুস্থ ব্যক্তি যেভাবে তাকায়,
তার দৃষ্টি ছিল ঠিক সেই রকম।'

www.pathagar.com

নবিঘা তাঁর প্রেমের কথা হৃদয়ে গোপন রাখতে পারেনি। ভালবাসা হল আগুন, যার উত্তাপ সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের দিকে কেউ এগিয়ে আসলে সে তার উত্তাপ অনুভব করে।

মুনখল নামে এক ব্যক্তি নবিঘার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। সে তার অস্থিরতা লক্ষ্য করল এবং তাকে ঐ কবিতা আবৃত্তি করতে শুনল। নবিঘা তার কাছে স্বীকার করল, তার হৃদয় ঐ মহিলার কাছে বাঁধা পড়েছে। সে তার কাছে ঐ মহিলার আকর্ষণীয় মুখ ও কমনীয় দেহের কথা বর্ণনা করল। ঐ মহিলার অর্থপূর্ণ আচরণ, কিছুটা প্রকাশমান ছিল, এবং সুন্দর ঠোঁটের হাসির কথা সে তাকে বলল। সম্ভবত মুতাজারিদার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা একজন কবির অনুভূতির কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। তার মাথা থেকে অবগুণ্ঠন পড়ে যাওয়া হয়ত দুর্ঘটনা ছিল না। সে হয়ত কবির হৃদয়ে এমন আবেগ সৃষ্টির আশা করেছিল যেমনটা তার নিজের হৃদয়েও ছিল।

ঐ দিন থেকে কবি তাঁর অধিকাংশ সময় নির্জনে কাটাতেন। তাঁর গৃহে প্রায় সারা রাত প্রদীপ জ্বলত এবং তিনি জেগে থাকতেন। হয়ত মুতাজারিদাও বিছানায় শুয়ে নবিঘার কথা মনে করে জেগে থাকত। তার চোখের সামনে কবির চেহারা ভেসে উঠত এবং ভোর হওয়ার সাথে সাথে তার কবিতার গোপন কলকল শব্দ সে যেন শুনতে পেত।

হিরার সম্রাট তাঁর স্ত্রীর সাম্প্রতিক অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করল। অপরদিকে মুতাজারিদার প্রতি নবিঘার গভীর ভালবাসার কথা জানার পর ঈর্ষান্বিত মুনখল সম্রাট নূমানের সন্দেহের ওপর রঙ চড়িয়ে দিল। একদিন মুনখল তার প্রভুর সামনে নবিঘার কবিতা আবৃত্তি করল এবং নূমানের মনে যে সন্দেহ ছিল তা আরও বাড়িয়ে দিল।

মুনখল বলল ঃ 'কবিতার বিষয়বস্তু নিজের চোখে না দেখলে সম্ভবত এমন সঠিকভাবে কেউ বর্ণনা করতে পারে না।'

ভীতিকর ক্রোধে নূমানের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

ঐ সময়ে অন্য কোন লোকের স্ত্রীর সাথে, বিশেষ করে আরব সম্রাটদের স্ত্রীদের সাথে প্রণয় করা ছিল ভীষণ অপরাধ এবং এর শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড। রোমান সম্রাটের সতের বছর বয়স্কা কন্যা সিলভিয়ার সাথে প্রণয় করার অপরাধে আরব কবি ইমরুল কয়েসকে সোনার বুটিদার পোশাকে বিষ মাখিয়ে কিভাবে হত্যা করা হয়েছিল তা নূমানের স্মরণ হল। এসব চিন্তা সত্ত্বেও তার ক্রোধ প্রশমিত হল না। মাঝে মাঝে সে তার কোমরে ঝুলান স্বর্ণখচিত ছোরা হাতে নিয়ে ধারালো ফলার দিকে ক্ষুধার্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাকত। মনে মনে সে প্রতিশোধ গ্রহণের আবেগ লালন করত।

www.pathagar.com

কিন্তু নবিঘা সম্রাটের ইচ্ছা পূরণের কোন সুযোগ দিলেন না। তাঁর প্রতি নুমানের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে সতর্ক করে দিল, তিনি তাঁর বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কেও অবহিত হলেন। ফলে তিনি খাউরনাক প্রাসাদ গোপনে ত্যাগ করে হেজাযে পালিয়ে এলেন।

তাঁর কবি বন্ধুরা তাঁর প্রতি সমবেদনা জানাল। তাঁর অশান্ত মনে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তারা সব সময় তার পাশেই রইল।

ঐ দিন সূর্যাস্তের সময় নবিঘা একটা উঁচু স্থানে গিয়ে শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখের নতুন চাঁদ দেখলেন। উজ্জ্বল অর্ধ চন্দ্রের ক্ষীণ রেখা আকাশের এক কোণায় দেখা গেলে তাঁর মনে হল, ওটা মুতাজারিদার গলার মুক্তার হার। অতীত স্মৃতি ও অনুভূতি তাঁর মনে প্রচন্ড আলোড়ন তুলল।

শাওয়াল মাসের প্রথমদিকে বিভিন্ন গোত্রের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক চুক্তি হত। এসব চুক্তি হত গোত্র প্রধানদের তাঁবুতে ও বাজারে। পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রথা ও পদ্ধতি চালু ছিল। বিক্রেতা হয়ত ক্রেতাকে বলত ঃ 'এ পাথর টুকরাটি নিক্ষেপ কর এবং যে পোশাকের ওপর ঐ টুকরাটি পড়বে, তা আমি তোমার কাছে এক দিরহামে বিক্রি করব।' বিক্রেতা হয়ত বলল ঃ 'এ পশুর পালের মধ্যে তোমার নিক্ষিপ্ত পাথর টুকরাটি যে পশুর ওপর পড়বে তা আমি এ দামে (অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করে) বিক্রি করব।' অনেক সময় বিক্রেতা লম্বা কাপড়ের ফালি গুটিয়ে রাখত এবং ক্রয়ের আগে ক্রেতা বুঝতে পারত না তার মধ্যে কতটা কাপড় আছে। অনেক সময় কোন গাছের ফল কয়েক বছর আগেই বিক্রি করা হত। ফলে ভবিষ্যতে ঐ গাছে কেমন ফল হবে বা তার দাম কি হবে তা কেউ জানতে পারত না। অনেক সময় ভূমিষ্ঠ হয়নি এমন ভেড়া বা উটের শাবক বিক্রি করা হত (পরে মহানবী এ ধরনের বেচা-কেনা বন্ধ করে দেন)। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় সবার জন্য ক্ষতিকর হলেও তা ছিল একটা সাধারণ ও জনপ্রিয় প্রথা।

এ ধরনের কাজ, বিভিন্ন লোকের সাথে দেখাশোনা এবং সম্পর্ক গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে দিন চলে যেত। সূর্যাস্তের পর এবং রাতের খাবার গ্রহণের পূর্বে চাঁদনি রাতে তাদের আমোদ-প্রমোদের প্রধান উপকরণ ছিল গান, নৃত্য, ড্রাম ও বাঁশি বাজানো। প্রত্যেক গোত্রের লোকদের জন্য তাদের গোত্র প্রধানের তাঁবুর সামনে একটা উন্মুক্ত স্থান নির্ধারণ করা থাকত। ঐ স্থানে তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী 'দাবকা' (Dabka) নৃত্য পরিবেশন করত।

কিন্তু সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান হল নবিঘার তাঁবুর চারপাশে বসে কবিগণের নতুন কবিতা শোনার অনুষ্ঠান। তৎকালে মানুষের স্মৃতিশক্তি এমনই প্রখর ছিল যে, পঞ্চাশ লাইনের একটি কবিতা তিনবার পড়ে তারা মুখস্ত বলতে পারত। এসব

www.pathagar.com

লোকের উচ্চারণভঙ্গি ছিল প্রসিদ্ধ, তাদের ছিল উচ্চ নিনাদী কণ্ঠস্বর এবং কবিতা ও গানের প্রতি তাদের রুচি ছিল উচ্চ মানের। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে ঃ

'আমি তার প্রতি মুগ্ধ হয়েছি
যদিও আমি তার গোত্রের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত।
খোদার গৃহের শপথ করে বলছি,
এমন আবেগ, এমন আচরণ
সহজ ব্যাপার নয়।
সে যখন আমার দিকে
তার হরিণ সদৃশ চোখ দিয়ে তাকায়
আমি আর কি করতে পারি?
একটা সুন্দর হরিণ
যার সাথে কারও তুলনা হয় না।
তার ঠোঁটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় সুগন্ধি প্রশ্বাস,
বাজারে যে মৃগনাভি বিক্রি হয়
তার চেয়ে মিষ্টি ঐ প্রশ্বাস।'

প্রত্যেক যুবকই মনে করে, ঐ লাইনগুলোতে প্রিয়ার কথা সুন্দরভাবে এবং যথার্থভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। লোকেরা ঐ কবির নিপুণতার প্রশংসা করে। ঐ কৃষ্ণবর্ণ যুবক কবির নাম আনতারা। তার মা জাবিবা হল ইথিওপিয়ান। ঐ কবি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, তার সাহস হল আগুনের মত অপ্রতিরোধ্য এবং কুমারী আবলার প্রতি তার ভালবাসা সূর্যের চেয়েও বেশি প্রচন্ড।

সাবিতের পুত্র হাসানের গাওয়া গান অনেকে আবার বেশি পছন্দ করে ঃ

'সরাইখানায় আমি মদ পান করেছি,
নির্মল সোনালী রঙের মদ
ঝালের মতই তীব্র।
সুন্দর বেয়ারা আমাকে মদ দিয়েছে,
কিন্তু তাতে পানি ঢেলে সে তা নষ্ট করেছে;
খোদার কসম, এ কাজ করে
সে তোমাকে হত্যা করেছে,
আমাকে এমন মদ দাও
যা নষ্ট করা হয়নি!
দু'টি তরল জিনিস মিশানো হয়েছে;
একটা এসেছে মেঘ থেকে
অন্যটা আঙ্গুর থেকে।
আমাকে এক গ্লাস মদ দাও

www.pathagar.com

যা আমার গ্রন্থি ঢিলা করে দেবে,
গ্লাসের মধ্যে যে মদ
নাচবে, কাঁপবে,
সমভূমিতে চালক কর্তৃক
ঘূর্ণায়মান উটের পদক্ষেপের মত।'

যুবতী মেয়েরা উমরের কন্যা খানসার কবিতার খুব প্রশংসা করে। তারা তাদের নিজেদের স্বামীকে পছন্দ করবে - একথা তারা তাদের পিতাকে বলবে বলে আলোচনা করে। এ খানসা তার ভাইয়ের মৃত্যুতে একটি শোকের কবিতা রচনা করার পর সারা আরবে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

'সে বলল - তুমি দুরাইদকে
বিয়ে করতে আমাকে বাধ্য করছো,
অথচ আমি বদর গোত্র প্রধানকে
অস্বীকার করেছি
যখন সে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।
এটা খোদার ইচ্ছা হতে পারে না যে,
এমন অধম, নীচকুলোদ্ভব, নিরানন্দময়, কুজলোক
আমার স্বামী হবে।
বকরের পুত্র অভিশপ্ত জাশম গোত্রের
মোটাসোটা ও বেঁটে লোকটি,
যে তার নতুন অতিথিকে
কয়েকটা মাত্র খেজুর দেয়, আর
সেজন্য গর্ব করে - আর গর্ব করে
তার উদারতার জন্য!'

এ ধরনের অনেক কবিতা প্রতিদিন শোনা যেত।

গুরুত্বপূর্ণ এ ব্যবসা কেন্দ্রটি আগে ছিল একটা ছোট মন্দিরের পাশে। এর পাশে অনেক পবিত্র পাথর ছিল এবং লোকে তা প্রদক্ষিণ করত। এখানে তারা পরবর্তী জীবনের বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হত। এ ধরনের মন্দিরকে কেন্দ্র করে সাধারণতঃ যা হয়, পরবর্তীকালে এ স্থানটি হয়ে ওঠে পার্থিব বিষয়ের প্রধান কেন্দ্রস্থল। সময়ের বিবর্তনে স্থানটি শুধু বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে উঠল না, সাহিত্য ও কবিতা চর্চার কেন্দ্র হিসেবেও খ্যাতি লাভ করল।

কিন্তু যুদ্ধ ও রক্তপাতের কারণে এ শান্তিপূর্ণ পরিবেশও বিঘ্নিত হল।

ব্যাপারটি অনুধাবনের জন্য ঐ সময়কার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আরবদের অনুভূতি এবং ছোটখাট ব্যাপারে রক্তপাতের জন্য তাদের একাগ্রতা গভীরভাবে

www.pathagar.com

চিন্তা করা দরকার। তাহলে আমরা বুঝতে পারব, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য ও কবিতার ঐ শান্তিপূর্ণ স্থানটি কিভাবে রক্তাক্ত যুদ্ধের স্থানে পরিণত হল। ঐ স্থানে শান্তি নিশ্চিত করার জন্য যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল, তাতে কিভাবে ফাটল ধরল, তা-ও আমরা বুঝতে পারব। আরব জনগণের ইতিহাস জানা এবং তাদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য তাদের সামাজিক অগ্রগতি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এ উকাজ বাজারে পর পর তিনটি ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটে এবং একবার একটা বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐ যুদ্ধে মুহাম্মদ, আবু তালিব এবং অন্যান্য কুরাইশ প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ঐ ঘটনাগুলো কিভাবে ঘটেছিল তখন তা দেখা যাক।

উকাজে মেলা শুরু হওয়ার প্রথম দিকে গাফফার গোত্রের মাশার-এর পুত্র বদর একটা দম্ভপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি করে। ঐ কবিতা হল ঃ

'আমরা খানদাফ-এর পুত্র
মাদরাকার সন্তান,
আমরা মানুষের চোখে এত দ্রুত
বর্শা নিক্ষেপ করি যে,
তারা ক্ষণিক দৃষ্টিপাতেরও সময় পায় না।
আমাদের গোত্রের সাথে যারা
আত্মীয়তার দাবি করতে পারে,
তারাও গর্বিত।
আমরা একটা সাগর
এর ঢেউগুলো হল পৌরুষ ও শৌর্যের।'

বদর সমবেত লোকদের মাঝে বসে ছিল। সে তার পা প্রসারিত করে বলল ঃ 'সব আরবের মধ্যে আমিই সাহসী। কেউ যদি মনে করে যে সে আমার চেয়ে বেশি সাহসী, তাহলে সে যেন তার তলোয়ার দিয়ে আমার পা কেটে ফেলে!'

আরবরা এ ধরনের দম্ভপূর্ণ ও বড় বড় কথা বলত, এ সম্পর্কে তারা সবাই অবহিত ছিল। তবু অনেকে তার দিকে ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। তার গর্বিত ক্রোধের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। কিন্তু মাজিনের পুত্র আহমার কথা বলার আগেই কাজ করে বসল। আরব যুবকদের অস্থিরতা তার মধ্যে যেন উথলিয়ে উঠল। সে ভিড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে তার তলোয়ার দিয়ে বদর-এর পায়ে আঘাত করল।

'ওহে খানদাফ-এর নির্বোধ পুত্র, এটাই তোমার গর্বের পুরস্কার!'

উগ্র মেজাজী হওয়াজিনী তার মাথার ওপর তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে তার নিজের শৌর্যের প্রশংসা করল কবিতার ভাষায় ঃ

'আমার গর্বিত পূর্বপুরুষ
হামদানের পুত্র আমি, আমি এমন এক সাগর

www.pathagar.com

যা কখনও শুকিয়ে যায় না।
আমি খানদাফ-এর নির্বোধ পুত্রের পা
আঘাত করে বিচ্ছিন্ন করি,
কারণ সে নিষিদ্ধ মাসগুলোতে
তার পা প্রসারিত করেছিল
এবং সবাইকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল।'

দু'জন লোকের পক্ষ নিয়ে দু'দল লোক যুদ্ধ শুরু করে দিল। উভয় গোষ্ঠীর প্রবীণদের হস্তক্ষেপের ফলে যুদ্ধ থামল।

পরদিন একই ধরনের যুদ্ধ বাঁধল - একদিকে আমিরা গোষ্ঠী এবং অন্যদিকে কুরাইশ ও কিনানা গোষ্ঠীর লোক। ঘটনার সূত্রপাত হয় আমিরা গোষ্ঠীর একটা মেয়েকে নিয়ে। কুরাইশ যুবকরা ঐ মেয়েটিকে বিরক্ত করে। ঐ মেয়েটি যখন বাজারে বসে ছিল তখন এক কুরাইশ যুবক তার দিকে তাকায় এবং তার মুখের ওপরকার অবগুণ্ঠন টেনে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মেয়েটি তাকে তাড়িয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পর ঐ যুবকটি চুপিসারে মেয়েটির পিছন দিকে গিয়ে তার পোশাকের প্রান্তভাগ গলাবন্ধের কাপড়ের সাথে আটকে দেয়। মেয়েটি যখন উঠে দাঁড়ায় তখন তার পেছনের দিকটা আলগা হয়ে যায়। কুরাইশ যুবকরা রসিকতা করে বলে ঃ 'তুমি তোমার মুখমন্ডল আমাদের কাছ থেকে ঢেকে রেখেছ, অথচ আমরা তোমার পেছনের অংশ দেখে ফেলেছি।'

মেয়েটি তার গোষ্ঠীর লোকদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে চিৎকার করে। শুরু হয়ে যায় সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ। প্রবীণদের হস্তক্ষেপে সমাপ্তি ঘটে ঐ যুদ্ধের।

শাওয়াল মাসের তৃতীয় দিনে, অর্থাৎ উকাজ মেলা শুরু হওয়ার পূর্বের দু'দিনে সংঘটিত গোলমালের কথা সবাই আলোচনা করল। ঐসব গোলমালের সময় যেসব যুবক জড়িত ছিল, তারা একে অপরকে দেখে বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করল। সবাই তাদের তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্র সাথে করে নিয়ে গেল।

বাজার এলাকার এক পাশে হাওয়াজিন গোত্রের জুশাম গোষ্ঠীর এক লোকের হাতে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা বানরকে নাচাতে দেখা গেল। বানরটি নাচছিল এবং বাতাসে তার লেজ নাড়াচ্ছিল। একদল মহিলা ও শিশু ঐ বানরকে ঘিরে বানরের নাচ দেখছিল এবং তার ভীতিকর মুখভঙ্গি দেখে লাফ দিয়ে পিছনের দিকে সরে আসছিল। তারা বানরকে খেজুর খেতে দিচ্ছিল, আর বানরটি খেজুর খেয়ে জনতার দিকে খেজুরের আঁটি ছুড়ে দিচ্ছিল।

বানরের নাচ দেখার জন্য আগত লোকের সংখ্যা বেড়ে গেলে লোকটি তার বানরকে নাচ থেকে নিবৃত্ত করল। সে চিৎকার করে বলল ঃ 'কিনানা গোত্রের একজন লোকের ওপর আমার যে দাবি ছিল তার পরিবর্তে আমি একটি বানর

www.pathagar.com

চেয়েছিলাম। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে আমাকে এ বানরের মত একটা বানর দিতে পারে। কারণ কিনানা গোত্রের লোকেরা সম্মানিত নয়।'

দ্বিতীয়বার সে ঐ কথা উচ্চারণ করার সাথে সাথে ভিড়ের মধ্য থেকে কিনানা গোত্রের একজন লোক তার তলোয়ার হাতে করে সামনে এসে বানরের মাথায় আঘাত করল। বানরের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং তার দেহ থেকে অবিরামভাবে রক্ত ঝরল। উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে নৈরাশ্য ও কৌতুক ধ্বনি উচ্চারিত হল।

জুশাম গোষ্ঠীর লোকটি চিৎকার করে ডাক দিল ঃ 'হে হাওয়াজিনের সন্তানেরা!'

কিনানা গোত্রের লোকটি চিৎকার করে ডাক দিল ঃ 'হে কিনানা গোত্রের সন্তানেরা!'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে উভয় পক্ষের যুবক যোদ্ধারা এগিয়ে এসে একে অপরের বিরুদ্ধে হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু করল। এ সময় আবদুল্লাহ বিন জুদান নামে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি এগিয়ে এলেন। তিনি নির্দেশের ভঙ্গিতে বললেন ঃ 'হে আরবের জনগণ! একটা বানরের জন্য তোমরা রক্তপাত কর না। আমি আমার নিজের অর্থ দিয়ে ঐ লোকটির দাবি মিটিয়ে দেব। তোমরা অন্যায় রক্তপাত থেকে নিবৃত্ত হও।'

বানর মালিকের দাবি মিটানোর পর আবদুল্লাহ বিভিন্ন গোত্রের লোকদের কাছে আবেদন জানালেন, তারা যেন উকাজ মেলায় কোন অস্ত্র না নিয়ে আসে। কারণ অস্ত্র হাতে থাকলে তা মানুষকে উত্তেজিত করে এবং সংঘাতের দিকে নিয়ে যায়। বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা তাঁর ঐ আবেদনে সাড়া দিল এবং সর্বসম্মতভাবে তারা সব তলোয়ার, ছোরা ও অন্য অস্ত্র তাঁর কাছে জমা রাখল। এরপর থেকে প্রতি বছর তাঁর ওপর ঐ দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং মেলা চলাকালে সব অস্ত্রের দায়িত্ব থাকত আবদুল্লাহর ওপর।*

কিন্তু ঐ সমঝোতা বেশিদিন টিকল না। কয়েক বছর পর মারাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হল। ব্যাপক ও দীর্ঘায়িত রক্তপাত ও হত্যা সংঘটিত হওয়ার পরই কেবল তা বন্ধ হয়।

ঐ যুদ্ধের প্রধান কারণ হল বুরাদ নামের একজন লোক।[১]

পাঠকগণ হয়ত সাধারণ ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবরণ পড়ে বিরক্ত হতে পারেন। এ কারণে আমাদের বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রেও কিছুটা ছেদ পড়তে পারে। তবে ঐসব বিষয়েরও প্রয়োজন আছে।

** এ তিনটি ঘটনাকে চুক্তিভঙ্গের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ঐসব ঘটনার তারিখ জানা যায় না। তবে ৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে উকাজে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে ঐসব ঘটনা ঘটে, এটা নিশ্চিত।*

www.pathagar.com

বনি দামারা গোত্রের বুরাদ বিন কাইস নামে এক ব্যক্তি ছিল সাংঘাতিক ধরনের মদ্যপায়ী এবং যেখানে-সেখানে সে রাত কাটাত। সে তার লাম্পট্যের কারণে নিজ গোত্র থেকে বহিষ্কৃত হয়। সেই সময়ে নিজ গোত্র থেকে কেউ বহিষ্কৃত হলে সে আশ্রয় ও গৃহহীন হয়ে পড়ত। কিছুদিনের জন্য সে বনি দায়িল গোত্রে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সে তার অভ্যাসকেও সাথে করে নিয়ে যায়, ফলে সে সেখান থেকেও বহিষ্কৃত হয়। সে তখন মক্কায় এসে হারব বিন উমাইয়ার গৃহে প্রবেশ করে এবং তার সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু এখানেও যখন তখন মদ খেয়ে সে মেয়েদের উত্যক্ত করতে থাকে। ফলে তাকে বহিষ্কার করা ছাড়া হারব-এর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু বুরাদ নিজের পক্ষে বক্তব্য উত্থাপন করে।

সে বলে ঃ 'তুমি যদি আমাকে বহিষ্কার কর তাহলে আর কেউ আমকে আশ্রয় দেবে না। আমাকে স্বাধীনভাবে থাকতে দাও। এর ফলে আমি অন্ততঃ এ কথা বলতে পারব যে, তোমার সাথে আমার মৈত্রীর বন্ধন আছে।'

হারব এ প্রস্তাবে সম্মত হল। বুরাদ অতঃপর মক্কা ত্যাগ করে হিরায় নূমান বিন মুনজির-এর দরবারে গিয়ে উপনীত হল। প্রতি বছর নূমান উকাজ মেলায় মৃগনাভি ও সুগন্ধির চালান পাঠাত এবং এর পরিবর্তে সেখান থেকে চামড়া, দড়ি, সিল্ক কাপড়, চামড়ার ফালি, চন্দন কাঠ, ইয়েমেনের ডোরা কাটা কাপড়, পাগড়ীর কাপড়, বুটিদার সিল্ক কাপড় এবং অন্যান্য সুন্দর সূচিকর্ম নিয়ে আসত। মালের চালান নিয়ে যাতায়াতের দায়িত্ব সে অর্পণ করে তার একজন বিশ্বস্ত কর্মকর্তার ওপর। মেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং হজ্জ্ব মৌসুম পর্যন্ত সে ঐ পণ্যের চালানের সাথেই থাকত।

বুরাদ বলল, সে ঐ মালের চালান নিয়ে বনি কিনানা গোত্রের এলাকা দিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু নূমান তাকে জানাল যে, নযদ্-এর গোত্রগুলোর এলাকা দিয়ে মালপত্র নিয়ে যেতে পারে এমন একজন লোকের তার প্রয়োজন। উরওয়াত আর-রাহল নামে জনৈক হাওয়াজিন প্রধান স্বেচ্ছায় ঐ কাজ করতে সম্মত হল।

ঠাট্টা করে বুরাদ তাকে বলল ঃ 'তুমি কি কিনানা গোত্রের লোকদের মধ্য দিয়েও যেতে পারবে?'

বেশ রাগ করেই জবাব দিল উরওয়া ঃ 'কিনানা গোত্র এবং সব আরব গোত্রের লোকদের মধ্য দিয়েই যেতে পারব। আমি যদি একাজ না করতে পারি তাহলে সে কাজ কি নিজের গোত্র ও গোষ্ঠী থেকে বিতাড়িত একটা কুকুর করতে পারবে?'

উরওয়া বণিক যাত্রীদলের সাথে যাত্রা করল। আর বুরাদ প্রতিশোধের ইচ্ছা পোষণ করে তাকে গোপনে গোপনে অনুসরণ করল। অনতিবিলম্বে উরওয়া জানতে পারে, বুরাদ তাকে পেছনে পেছনে অনুসরণ করছে। কিন্তু সে তাকে উপেক্ষা করল এবং তার ব্যাপারে সে কোন উদ্বেগ প্রকাশ করল না। মরুযাত্রী দল যখন গাতফান গোত্রের তাইমান উপত্যকায় ফদক্-এর কাছে আওয়ারা নামক স্থানে এসে পৌঁছল

www.pathagar.com

তখন উরওয়া একটা গাছের তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। বুরাদ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সে তার মিত্র লোকদের ডেকে ঘুমন্ত ঐ ব্যক্তিকে আক্রমণ করল এবং ছোরা দিয়ে সে ঐ লোকটির গলা ফুটা করে দিল। তার সঙ্গীরা দীর্ঘ পথ যাত্রায় ক্লান্ত অন্য লোকদেরও হত্যা করল এবং উট ভর্তি সব পণ্য দখল করে নিল।

বিজয়ীর বেশে বুরাদ গাইল ঃ

'কিলাব গোত্রের লোকটি তার
গর্ব ও অন্যকে ঘৃণা করার শাস্তি পেয়েছে,
আমাকে অপমান করার সুযোগ
আমি কাউকে দেবো না।
আমার ছোরার ফলা যখন
তার গলা স্পর্শ করেছে,
তখন সে এমন আর্তনাদ করে যে,
দুই উপত্যকার মধ্যে তা প্রতিধ্বনিত হয়।'

এ সময় উকাজ মেলায় কুরাইশ, কিনানা, হাওয়াজিন ও অন্যান্য গোত্রের অনেক লোক ছিল। পথিমধ্যে বুরাদ কুরাইশ গোত্রের বাশার বিন আবু খাজিম-এর সাক্ষাৎ পায়। বুরাদ তাকে বলে ঃ 'আমি সবচেয়ে সুন্দর ও সবল উটটি তোমাকে দেব। তুমি এখনই উকাজে গিয়ে হারব বিন উমাইয়া, আবদুল্লাহ বিন জুদান, হাশিম বিন মুগিরা ও তার ভাই ওয়ালিদকে বল, আমি বুরাদ, উরওয়াত আর-রাহলকে হত্যা করেছি। তাদেরকে সাবধান হতে বল। কারণ, হাওয়াজিনরা যখন উরওয়ার মৃত্যুর কথা জানতে পারবে তখন তারা হয়ত একজন কুরাইশ প্রধানকে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।'

বাশার জিজ্ঞাসা করল ঃ 'তুমি হত্যাকারী, অথচ হাওয়াজিনরা তোমাকে হত্যা করবে না কেন?

'একজন গৃহহীন লোককে হত্যা করে তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা তৃপ্ত হবে না। তারা প্রসিদ্ধ কোন লোককে হত্যা করবে।' ঐ সময় বনি হারিছ গোত্রের একদল লোক সেখানে এসে উপস্থিত হল। ঐ দলের নেতা ছিল জালিস। জালিস ছিল কিনানা গোত্রের একজন প্রধান এবং আহাবিশ উপগোষ্ঠীর একজন প্রধান ব্যক্তি। আহাবিশ গোত্রের লোকেরা ছিল কুরাইশ গোত্রের লোকদের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ। জালিস জিজ্ঞাসা করল ঃ 'তোমরা কি গোপন কথা দু'জনে আলোচনা করছ?'

বুরাদ তার কাছে ঘটনাটি খুলে বলল। বিষয়টি গোপন রাখার জন্য সে অবশ্য তাকে অনুরোধ করল।

জালিস ও বাশার এক সাথে উকাজে এসে গোপনে হারব বিন উমাইয়া ও অন্যান্য কুরাইশ প্রধানদের ঘটনাটি অবহিত করল। নেতারা সিদ্ধান্ত নিল, তাদের মিত্র আবদুল্লাহ বিন জুদানের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার করাই তাদের প্রধান কাজ। হাওয়াজিনদের অস্ত্র রেখে দেওয়ার জন্য তারা আবদুল্লাহ বিন জুদানকে অনুরোধ করবে বলেও সিদ্ধান্ত নিল।

www.pathagar.com

কিন্তু আবদুল্লাহ তাদের কথায় সম্মত হল না। সে বলল ঃ 'তোমরা তো বিশ্বাস-ঘাতকতার কাজ করার জন্য প্রস্তাব করছ। আমি প্রত্যেক লোকের অস্ত্রই ফেরৎ দেব। আমি যদি জানতে পারি যে ঐ অস্ত্র আমার গলা কাটার জন্য ব্যবহার করা হবে, তবু আমি তা ফেরৎ দেব। আমি ঐসব অস্ত্রের কোনটাই আমার কাছে রাখব না। আমি যেহেতু তোমাদের মিত্র, সেহেতু তোমাদের মধ্যে যে যুদ্ধের আশংকা দেখা দিয়েছে তাতে আমি তোমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। আমি অস্ত্র, তরবারি, বর্শা, এমনকি আমার গোত্র থেকে লোক এনেও তোমাদের সাহায্য করব।'

হারব এ কথার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তাকে কোন সুযোগ না দিয়েই আবদুল্লাহ তাঁবুর বাইরে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলল ঃ 'হে জনগণ, তোমরা আমার কাছে যেসব অস্ত্র জমা রেখেছিলে তা এসে ফেরৎ নিয়ে যাও!'

কুরাইশরা বুঝতে পারল, তারা এককভাবে হাওয়াজিন গোত্রের বিরুদ্ধে লড়তে পারবে না। এজন্য অতি দ্রুত তারা তাদের জমাকৃত অস্ত্র ফেরত নিয়ে মক্কায় ফিরে গেল। হাওয়াজিন গোত্রের লোকদের জন্য তারা একটা সংবাদ রেখে গেল যে, মক্কায় দাঙ্গা শুরু হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। ঐ দাঙ্গার বিস্তার প্রতিহত করার জন্য আবদুল্লাহ, হারব, ওয়ালিদ ও হাশিম উকাজ মেলা শেষ হওয়ার আগেই তাদের গোত্রের লোকজনসহ মক্কায় ফিরে গেছে।

সন্ধ্যার দিকে হাওয়াজিন প্রধান আবু বারা সংবাদ পায়, উরওয়াতকে হত্যা করা হয়েছে। সে তার গোত্রের লোকদের ডেকে জড়ো করল। সে তাদের বলল ঃ 'হারব ও তার মিত্ররা আমাদের সাথে চালাকি করেছে!' নিজের গোত্রের লোকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রসিদ্ধ কবি লাবিদ তৎক্ষণাৎ একটা কবিতা রচনা করল ঃ

'কিলাবের সন্তানদের দেখলে
তোমরা বলবে,
আমিরের সন্তানদের বলবে,
তোমাদের শৌর্য সব ধরনের
বিপদ মোকাবেলা করতে পারে,
নিহত ব্যক্তির জ্ঞাতি
বনি নামির ও বনি হিলালের সন্তানদের বলবে,
তাদেরকে বলবে যে,
তাদের বিজ্ঞ নেতা উরওয়াত আর-রাহলকে হত্যা করা হয়েছে।
তার মৃতদেহ পড়ে আছে
তাইমানের শীতল উপত্যকায়।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে কুরাইশরা নাখলা গ্রামে এসে পৌছল। হাওয়াজিনরাও তাদের পলায়নপর শত্রুদের ধাওয়া করে ঐ গ্রামে এসে পৌছল। উভয় পক্ষের মধ্যে ঐ স্থানে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল। কুরাইশরা মক্কার দিকে সরে যেতে লাগল এবং

www.pathagar.com

পাথরের পিলার দিয়ে চিহ্নিত পবিত্র গৃহের সীমানার মধ্যে না আসা পর্যন্ত তারা সরে এল। ঐ সীমানার মধ্যে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। হাওয়াজিনরা তখন তাদের আক্রমণ বন্ধ করল। কিন্তু তারা তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে নিবৃত্ত হল না।

'আমরা খোদার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, আমরা উরওয়ার রক্তের কথা ভুলব না। তোমাদের অনেক লোকের বিনিময়ে আমরা এর পুরো প্রতিশোধ গ্রহণ করব। আগামী বছর এ তারিখের রাতে আমাদের উভয় পক্ষ মুখোমুখি হবে।'

কুরাইশদের জবাব তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য আবু সুফিয়ান বিন হারবকে তার পিতা দায়িত্ব প্রদান করে। 'আমরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। পরবর্তী বছরে আমরা উভয় পক্ষ মুখোমুখি হব।'

সারা বছর ধরে উভয় পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করল। উভয় পক্ষের যুবকরা অতি আগ্রহের সাথে ঐ যুদ্ধের দিনটির জন্য অপেক্ষা করল। কারণ তারা জানে, যুদ্ধ তাদের জন্য সম্মান বয়ে আনে।

অবশেষে উভয় পক্ষের সম্মত পূর্ব নির্ধারিত ঐ দিনটি এল। আগের বছর স্থিরীকৃত ঐ স্থানে মুখোমুখি হওয়ার জন্য কুরাইশরা উপস্থিত হল। অন্যান্য অনেকের মধ্যে এ দলে আবু তালিব ও মুহাম্মদও ছিলেন। উকাজের নিকটবর্তী এলাকায় পৌঁছার পর তারা দেখল, হাওয়াজিনরা আগেই সেখানে উপস্থিত হয়েছে এবং আশেপাশের পাহাড় দখল করে রেখেছে। কুরাইশদের সব গোত্র প্রধান ও তাদের সাহসী যোদ্ধারা উপস্থিত ছিল। দলের পশ্চাতে ছিল মহিলারা। দলের নেতৃত্বে ছিল হারব। সে ছিল একটা কালো ঘোড়ার ওপর চড়ে। তার মাথার ওপর ছিল ঈগল পতাকা। মৃদুমন্দ বাতাসে পতাকাটি উড়ছিল এবং তা ঈগল পাখির আকার ধারণ করে। এ কারণে ঐ পতাকার নামকরণ করা হয় 'ঈগল পতাকা'। আবদুল্লাহ বিন জুদান আগের বছর দেওয়া তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে। নতুন অস্ত্র সজ্জিত কিনানা গোত্রের একদল যোদ্ধাকে সে নিয়ে আসে।

একটা শুকনা নদীর ধারে হারব তার সৈন্যবাহিনীর একটা অংশকে নিয়োজিত করে। সে ঐ স্থান থেকে তাদের সরে না যাওয়ার নির্দেশ দেয়। শুধু তাই নয়, ক্রমাগতভাবে তীর নিক্ষেপ করে সে শত্রুর অগ্রাভিযান প্রতিহত করারও নির্দেশ দেয়।

আগের বছর পরাজয়ের ব্যাপারে কুরাইশরা ছিল খুবই বিরক্ত। ঐ অসম্মানকে মৃত্যুর শীতল পরশে ভুলে যাওয়ার অথবা বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে হৃদয়ের ক্ষত-স্থানে শান্তির প্রলেপ দেওয়ার জন্য তারা ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাদের মধ্যে ছয়জন শীর্ষস্থানীয় নেতা - হারব, আবু সুফিয়ান, সুফিয়ান, আবু হারব, আমর ও আবু আমর - সবাই ছিল উমাইয়া বিন আবদ শামস্-এর পুত্র বা প্রপৌত্র। এরা সবাই যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। উটের মত করে তারা হাঁটুতে বেড়ি পরিয়ে রাখে - এটা হল

www.pathagar.com

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে মৃত্যুকে গ্রহণ করার চিহ্ন। আরব ইতিহাসে এ ছয়জনকে 'সিংহ' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

তীক্ষ্ণ তীরগুলো বাতাসে উড়ে যাচ্ছিল, ঠিক যেন দোয়েল পাখির মত করে। তলোয়ারের আঘাতের শব্দ মিশে গেল ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি ও যুবক যোদ্ধাদের যুদ্ধের উন্মাদনায় সৃষ্ট কণ্ঠ ধ্বনির মধ্যে। ঘোড়ার খুরের আঘাতে যুদ্ধক্ষেত্র যেন কেঁপে উঠল। মহিলাদের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসা ঘন্টা ধ্বনির মত এক ধরনের অদ্ভুত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিৎকারের শব্দ বাতাসে ভেসে বেড়াল মেঘের গর্জনের মত। তৎকালে ঐ তীব্র চিৎকার ধ্বনি সমর সঙ্গীত হিসেবে সবাইকে অনুপ্রাণিত করত। এমনকি নির্জীব কোন লোকও ঐ শব্দ শোনার পর নিজের রক্ত দেখার জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়ত। বলা হয়ে থাকে, কোন মৃত আরব লোকের মাথার কাছে বসে যদি কোন মহিলা ঐ তীব্র চিৎকার ধ্বনি করে এবং ঐ লোকের দেহে যদি সাহসের কোন ধমনী থাকে তাহলে সে তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে উঠে তার তলোয়ার হাতে নিত।

শিলা-বৃষ্টির মত তীর ও হাতাহাতি যুদ্ধের মাঝে উভয় পক্ষ থেকে সাধারণ আক্রমণ পরিচালিত হল। কোন পক্ষই এক ইঞ্চি ভূমি ছেড়ে দিতে তৈরী ছিল না। উভয় পক্ষই চেষ্টা করল পদাতিক ও ঘোড়সওয়ার বাহিনীর দুর্ভেদ্য প্রাচীর অতিক্রম করতে। অনেক ক্ষেপণাস্ত্র নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে আঘাত করল। কিছুক্ষণ আগে দাঁড়িয়ে থাকা এক যুবকের দেহের সাথে যে দু'টো হাত শোভা পাচ্ছিল তা এখন দেখা গেল রক্তরঞ্জিত ও ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায়। অন্য একজন লোককে হয়ত দেখা গেল, রক্তরঞ্জিত চোখ থেকে সে তীরের মাথা টেনে বের করছে। কাউকে হয়ত দেখা গেল, ঘোড়ার পায়ের নিচে গড়াগড়ি করছে, তার মাথার খুলিতে হয়ত ঘোড়ার খুরের আঘাত লাগছে। মাটি থেকে ধুলো উড়ছে আকাশের দিকে - উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের চোখ আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে প্রবাহিত ধুলায়। তাদের মনও ছিল হিংস্রতা ও ক্রোধে পূর্ণ।

আবু তালিব তাঁর সব তীর নিক্ষেপ করলেন। তাঁর নিক্ষিপ্ত প্রতিটি তীরই নির্দিষ্ট লোককে আঘাত করেছে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা চৌদ্দ বছর বয়স্ক মুহাম্মদকে আরও তীর আনার কথা বললেন।

'কোথা থেকে আনব?'

'যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। যেসব তীর নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত করতে পারেনি এবং এখন যা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ঘোড়ার পায়ের কাছে, ঐসব তীর।'

বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মাঝে ঝাঁপ দেওয়ার মত মুহাম্মদ বিক্ষিপ্ত যুদ্ধের মাঝে ছুটে গেলেন। তাঁর চতুর্দিকে তীর পড়ল বৃষ্টির মত। কিন্তু নির্ভয়ে তিনি তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখলেন।

ভয় হল মৃত্যুর মিথ্যা ছায়া। অনেকে আছে যারা মৃত্যুর আসল ছায়াকেই ভয় করে না। তাদের কাছে মিথ্যা ছায়া অর্থহীন।

www.pathagar.com

কয়েক মিনিট পর মুহাম্মদ তাঁর হাতের মুঠোয় এক বান্ডিল তীর নিয়ে যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেন। ঐ তীরগুলো হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে তিনি তাঁর চাচার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলেন যুদ্ধক্ষেত্রে নির্দয়হীন হত্যাযজ্ঞ। এসব দৃশ্য তাঁর গভীর অনুধ্যানের বিষয় নিঃসন্দেহে। তাঁর হাত থেকে তাঁর চাচা একটার পর একটা তীর নিচ্ছিলেন। কিন্তু সেদিকে মুহাম্মদের খেয়াল ছিল না। সম্মুখ দিকে ভয়ঙ্কর সব দৃশ্য দেখে তিনি বিস্ময়কর আবেগে অভিভূত হয়ে পড়েন। এ সময় তাঁর আবেগ কেমন ছিল তা তাঁর মিশন শুরু করার প্রথম দিককার এক কথায় অনুধাবন করা যায়।

'চুক্তি ভঙ্গের ঐ যুদ্ধে আমি আমার চাচার জন্য তীর যোগাড় করি; ঐ কাজ করার ইচ্ছা আমার ছিল না।'

রক্তাক্ত যুদ্ধের ঐ দৃশ্য থেকে মুহাম্মদ কী শিক্ষা লাভ করেন এবং একের পর এক হত্যার দৃশ্য দেখে তিনি কী চিন্তা করেন? তিনি কি চিন্তা করছিলেন, ঐ সুন্দর লোকগুলো কেন একে-অন্যের গলায় ছুরি চালাচ্ছে? কেন তারা সামান্য ব্যাপার নিয়ে একে অপরকে নির্বোধের মত হত্যা করার কাজে নিয়োজিত আছে? ব্যক্তি-গত আত্মম্ভরিতার জন্য, বানরের জন্য, মিত্রতার বন্ধনকে অহেতুকভাবে ছিন্ন করে কেন তারা ঐ উন্মত্ততায় মেতে উঠেছে? সাহসী ও সম্ভ্রান্ত লোকগুলো দূষিত চিন্তা ও প্রথায় জড়িয়ে পড়ে পারিবারিক মর্যাদা রক্ষার জন্য তাদের জীবন্ত কন্যাদের কবর দিচ্ছে এবং অজ্ঞ ও অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য তারা তাদের উত্তম পুত্রদের যুদ্ধে উৎসর্গ করছে - এসব দেখে তাঁর চোখে কি পানি এসেছিল?

তিনি কি এ কথাও চিন্তা করছিলেন, ঐসব তীর যদি দূষিত চিন্তা, অজ্ঞতা ও অন্ধত্বের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হত। তাদের মাথা থেকে যদি ঐসব চিন্তা এবং মন থেকে কুসংস্কার দূর হয়ে যেত, তাদেরকে যদি একটি কথা, একক চিন্তা-চেতনা ও একক স্বর্গীয় নির্দেশের পরিচালনায় একত্রিত করা যেত? তাহলে তারা কি তখন সারা বিশ্বকে তাদের অনুসৃত নীতি অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করতে পারত না?

আমরা ধারণা করতে পারি, বাতাসে ধাবমান তীর ও অস্ত্রের সংঘাতের সাথে সাথে মুহাম্মদের মনে চিন্তার বিস্তার ও ধারণার সংঘাত দেখা দেয়। ধাবমান তীর ও অস্ত্রের সংঘাত সবাই দেখতে পায়, কিন্তু চিন্তা-ভাবনার সংঘাত মানুষের দৃষ্টি সীমার বাইরে। তবে অনেক সময় গোপন জিনিস অধিক প্রভাব বিস্তার করে।

কুরাইশরা এমনভাবে চারদিক থেকে আটকে পড়ে, যেভাবে শিকারীর ফাঁদে আটকে পড়ে সিংহ। সে কারণে তারা মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধ হয়ে ওঠে হত্যা এবং জীবন হয়ে ওঠে মৃত্যুর সমান। একটার পর একটা মৃত্যুর ঘূর্ণিঝড় জীবনের উজ্জ্বল প্রদীপকে নিভিয়ে দেয়।

যুদ্ধ চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। হাওয়াজিনদের সর্বশেষ প্রতিরোধ বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করে এবং এর ফলে প্রতিপক্ষের

www.pathagar.com

আঘাতে তাদের সবাই নিহত হয়। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মৃতদেহের ওপর দিয়ে কুরাইশরা পাহাড়ের ওপর গিয়ে উপস্থিত হয়। বিজয়ের মধুর আনন্দে তারা তাদের দৈহিক আঘাতজনিত কষ্টের কথা ভুলে যায়।

পশ্চিম দিকের আকাশ যখন রক্তের মত লাল হয়ে যায় এবং পূর্ব দিকের আকাশে যখন অন্ধকার নেমে আসে, কুরাইশ বাহিনী তখন মৃত সৈন্যদের মধ্য দিয়ে লাইন করে তাদের তাঁবুতে ফিরে আসে।

আকাশে নীরবে তারা ওঠে এবং এক সময় তা অস্তমিত হয়ে যায়। কিন্তু মৃত লোকদের ওপর অন্ধকার বিস্তৃত হয়েছিল সব সময়। রাতের অন্ধকারের ছায়া যেন ঐ মৃত লোকদের ওপর আরও গভীরভাবে বিস্তৃত হয়েছিল। ফলে কোন কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। ঐ সময় কেউ যদি নির্জীব সৈনিকদের মাঝে যেত, তাহলে সে দেখতে পেত ঘুমিয়ে পড়ার আগের সময়কার অনেক অর্ধ-উন্মুক্ত চোখ, আঘাত-জনিত উন্মুক্ত বুক, শেষ মুহূর্তের তীরবিদ্ধ কম্পিত দেহ। সে আরও দেখতে পেত, তাদের হাতের দৃঢ় মুষ্ঠিতে তখনও তরবারি ধরা আছে।

সব ধরনের গোলমাল ও অন্যকে আঘাত করার উন্মত্ততার মাঝে এখন বিরাজ করছে পুরোপুরি নীরবতা।

বিস্মৃতি যেন সবকিছুকে গ্রাস করে আছে।

ধ্বংসযজ্ঞের ঐ অন্ধকারের মাঝে একটা মাত্র ক্ষুদ্র জীবনের স্পন্দন দেখা গেল। একজন কুরাইশ মহিলা হামাগুড়ি দিয়ে তার স্বামীর মৃতদেহের কাছে গিয়ে বিলাপ করছিল। তার দুঃখ যেন আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল। তার দুঃখ-ভারাক্রান্ত দেহ আন্দোলিত হল। স্বামীর মৃতদেহের পাশে বসে তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল একই স্বরে ক্রমাগত উচ্চারিত কথা।

'আমার রাত কি কখনও শেষ হবে না?
তারাগুলো এখনও তাদের স্থানে অবস্থান করছে।
কখনও কি ভোর হবে না?
ভোর কি কখনও কাছাকাছি আসবে না?
ভোর কি কখনও আমাকে আলিঙ্গন
করবে না, যেন আমার দুঃখ
আমি ভুলতে পারি?
আমার এ বিলাপ তাদের জন্য
যাদের আমি হারিয়েছি,
ঐসব সম্ভ্রান্ত ও সাহসী বীর,
মৃত্যু যাদেরকে ছিনিয়ে নিয়েছে
তার শক্ত দাঁত ও ধারালো থাবায়।
ভরা যৌবনে মৃত্যু তাদেরকে

www.pathagar.com

ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে।
কেউ এবং কোন কিছুই
তাদের থামাতে পারেনি, তার
হাত থেকে অসহায় লোকদের
কেউ রক্ষা করতে পারেনি।
হে আমার চোখ,
অবিরাম ধারায় তুমি অশ্রু ঝরাও!
মৃত্যু যখন তার গতিপথে চলে,
কোন মানুষ তার হাত থেকে
রক্ষা পায় না।
আজ এ অন্ধকার রাতে
যাদের মৃত্যু হয়েছে, তারা
চলে গেছে চিরদিনের জন্য,
তারা ছিলো আমাদের শক্তি,
আমাদের অবলম্বন।
আমরা ও তারা
এক খন্ড কাঠে কুঠার দিয়ে আঘাত করেছি,
আমরা ছিলাম একই গাছের শাখা।
আমরা তাদের যশ ও সম্মানের অংশীদার,
বিপদের সময় তারা ছিল
আমাদের দৃঢ় দুর্গ।
তারা ছিল
আমাদের বর্শা, ঢাল ও তলোয়ার।
তাদের মধ্যে অনেক সম্মানিত লোক ছিল
যাদের কথা কখনও
মিথ্যা অপবাদে দূষিত হয়নি!
তাদের মধ্যে অনেকে ছিল
উদার-চিত্ত ও সাহসী সৈনিক!
তাদের মধ্যে অনেক ঘোড়সওয়ার ছিল
তাদের তলোয়ারের ফলার মত!
তাদের মধ্যে অনেক নেতা ছিল
যারা উদার,
তাদের অতিথিপরায়ণতার দরজা
সর্বদা উন্মুক্ত থাকত
গরীব ও ক্ষুধার্তদের জন্য!
তাদের মধ্যে অনেক মহৎ

www.pathagar.com

ও বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিল,
তারা ছিল উত্তম পিতার সুসন্তান;
এবং তারাও জনক হয়েছিল
সুসন্তানের!'

কুরাইশ ঐ মহিলা বিলাপের সুরে কবিতা আবৃত্তি করার সময় কখনও তাকাল আকাশের দিকে, কখনও তাকাল অন্ধকারে পড়ে থাকা মৃত লোকগুলোর দিকে। তার কাছ থেকে সামান্য দূরে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। ঐ মহিলা তা লক্ষ্য করেনি।

মুহাম্মদ তাঁর ঘোড়ার লাগাম হাতে ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর মাথা ছিল অবনত। ঐ মহিলার বিলাপ ধ্বনি শোনার সময় তাঁর চোখ দিয়ে নীরবে অশ্রু ঝরে পড়ল মাটির ওপর। সম্ভবত ঐ অশ্রু তাঁর মনে এমন এক চিন্তার জন্ম দেয় যা পরবর্তীকালে এক কোমল কথায় প্রকাশ পায় ঃ

'মিষ্টি তুলসী গাছের ক্ষুদ্র ডাল দিয়েও একজন মহিলাকে আঘাত করা ঠিক নয়।'

বিরাট এ বিজয়ের পর কুরাইশরা তাদের উজ্জা দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য উকাজের নিকটবর্তী নাখলা উপত্যকায় যায়।

একটা গাছের পাশে দন্ডায়মান অবস্থায় ছিল ঐ মূর্তি। ঐ মূর্তির চারপাশ একটা দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল। বছরে একবার, এ বছর দু'বার সে দেখল, কুরাইশ গোত্রের আরবরা তারা কাছে এসেছে প্রতিজ্ঞা করার এবং তার সম্মানে কিছু উৎসর্গ করার জন্য। লাত দেবীর মত তাকেও উচ্চ সম্মান দেওয়া হত। তাকে লোকে খোদার কন্যা বলে মানত। সে ছিল বৃষ্টির দেবী। সবাই তাকে শ্রদ্ধা করত এবং তাকে সম্মান জানাত।

মক্কার সব গোত্রের লোকদের উপস্থিতিতে একবার এক বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানের সময় চারজন সাহসী লোক ঐ দেবীকে অসম্মান করে। তারা তাদের ক্রোধ সম্পর্কে ছিল অমনোযোগী। তারা উত্তেজিত হয়ে পড়ে সম্ভবতঃ তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই। ঐ চারজন লোক ভিড় থেকে একটু সরে এসে তাদের লোক-দের বোকামি সম্পর্কে নির্ভয়ে বলে ঃ 'এক পিন্ড পাথরের চারপাশে লোকগুলো জড়ো হয় কেন - এর কাছ থেকে অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য এবং শাস্তির আশংকায়? এসব বোকামি পৌত্তলিকতার সাথে ইবরাহীমের ধর্মের কি সম্পর্ক আছে?'

ঐ চারজন লোক হল ওয়ারাকা বিন নওফল, উবাইদুল্লাহ বিন জাহাশ (এ দু'জন ছিল মুহাম্মদের চাচাতো ভাই), জায়েদ বিন আমর এবং উসমান বিন হুয়াইরিছ। আরব জনগণের মাঝে এরা খুবই পরিচিত ছিল। অনেকে মনে করল যে তারা পাগল হয়ে গেছে, আবার অনেকে মনে করল তাদের জিনে বা পিশাচে ধরেছে। তাদের ঘিরে বহু লোক জড়ো হল।

www.pathagar.com

জায়েদ বলল ঃ ‘হে আরবের সন্তানরা, তোমরা একটা পাথর পূজা করছ যা দেখতে পায় না, শুনতেও পায় না। ঐ পাথর তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না, ভালও করতে পারে না। তোমরা সব ইবরাহীমের ধর্মকে খোঁজ কর।’

জায়েদের কথায় প্রথমে মৃদু আপত্তি শোনা গেল। পরে সবাই ক্রুদ্ধভাবে চিৎকার করল। অতঃপর তার চাচা খাত্তাব (পরবর্তীকালে খলিফা উমরের পিতা) ভিড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। তাকে অনুসরণ করল শত্রুভাবাপন্ন একদল লোক। তারা আকার-ইঙ্গিতের মাধ্যমে তাদের ক্রোধের প্রকাশ ঘটাল। তারা বলল ঃ ‘ঐ পাগল লোকটা প্রতিদিন কা’বা গৃহে এসে দেওয়ালের সাথে হেলান দিয়ে চিৎকার করে বলত - হে খোদা! তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী আমি কিভাবে তোমার প্রশংসা এবং ইবাদত করব তা যদি জানতাম তাহলে আমি তাই করতাম। কিন্তু আমি তা জানি না।’

কয়েকদিন পর জানা গেল, জায়েদের পায়ে শৃংখল বেঁধে খাত্তাব তাকে নিকট-বর্তী হেরা পর্বতের গুহায় বন্দী করে রেখেছে। ঐ গুহায় মোতায়েন করা হয়েছে একদল যুবককে। তার ওপর অত্যাচার করার অধিকারও তাদের দেওয়া হয়।

পরবর্তীকালে এ হেরা পর্বতেই ওহী অবতীর্ণ হয় এবং সেই বাণী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

খোদার কন্যার কারণে লোকেরা এ সংবাদে খুশি হয়। কিন্তু তার সাহসী কথা তাদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। মাঝে মাঝে তারা জায়েদের অতি পরিচিত একটি কবিতার কথা স্মরণ করে তাদের মনের সন্দেহ দূর করত। ঐ কবিতাটি হল ঃ

‘আমরা কি একজন সৃষ্টিকর্তার ওপর
বিশ্বাস স্থাপন করবো
না, এক হাজার সৃষ্টিকর্তার ওপর
বিশ্বাস স্থাপন করবো?
আমি পরিত্যাগ করেছি
লাত ও উজ্জাকে;
উজ্জার ওপর আমার বিশ্বাস নেই,
তার দুই কন্যার ওপরও বিশ্বাস নেই।
আমি বনি আমর গোত্রের মূর্তির কাছে যাবো না
ঐ ভেড়ার ওপরও আমি বিশ্বাস
করবো না, যাকে তারা
দাবি করে খোদার অবতার।
আমি একজন খোদাকে বিশ্বাস করি
যিনি এসব কিছুর উর্ধ্বে!’

কিন্তু বেশি দিন অতিবাহিত হল না, এসব কথা বিস্মৃতির অতল গহ্বরে মিলিয়ে গেল........।

www.pathagar.com

অন্ধকার থেকে উৎসারিত আলো

'মহিলারা ছিল পুরুষের অধীন, আর পুরুষরা ছিল প্রথার অধীন।'

মানুষের জীবনে দু'বার তার গতিপথ অনুসরণ করতে হয় - প্রথম বার কুড়ি বছর বয়সের সময় এবং দ্বিতীয় বার চল্লিশ বছর বয়সের সময়। একবার সে তার চলার পথ পছন্দ করলে সে পথ থেকে আর ফেরৎ আসা যায় না।

প্রথমে সংযমহীন ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বা সংযম এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সন্দেহবাদ বা বিশ্বাসের মধ্যে যে কোন একটি করে পথ অনুসরণ করতে হয়।

সন্দেহবাদ থেকে সংযমহীন ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি, এবং সংযম থেকে বিশ্বাস-এর পথ অনুসরণ করা হলে মানব জীবনের দু'টো চলার পথের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পথের অনুসরণকারীরা আদর্শ বা নীতি ধ্বংসের কাজে সচেষ্ট হয়, আর অন্য পথের অনুসারীরা সচেষ্ট হয় সান্ত্বনা লাভের জন্য। এক দল জীবনকে গ্রহণ করে পার্থিব আনন্দ উপভোগ করার জন্য এবং এ কারণে তারা সংযমের সীমা লংঘন করে। অন্য দল জীবনকে দেখে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও আত্মার প্রশান্তি হিসেবে - সব ধরনের পশু প্রবৃত্তি ও ইচ্ছাকে তারা দৃঢ় নিয়ন্ত্রণে রাখে। উল্লাসের হাতছানি অনুসরণ করার জন্য যারা যুক্তির আশ্রয় নেয় তারা পশুর সমান; দ্বিতীয় দলের লোকেরা পশু প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে জ্ঞান ও খোদাভক্তির মাধ্যমে। এক দলের স্থান হয় শয়তানের চেয়ে নিম্নস্তরের এবং অন্য দলের স্থান হয় ফেরেশতার ওপরে। এ ধরনের সংঘাত আমাদের সবার মধ্যে আছে এবং আমাদের সামাজিক কাজের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পায়।

কোন লোক তার চলার পথ পছন্দ করার পর সে তার সামগ্রিক জীবনকে সেই পথেই পরিচালিত করে। তার অনুসৃত পথে সে খোদা প্রদত্ত আনন্দ ও জীবনকে উপভোগ করে।

দু'টো পথের মধ্যে একটি অনুসরণ করার সময় মুহাম্মদের বয়স ছিল চব্বিশ। এ সময় পর্যন্ত তিনি মরুভূমির আবহাওয়া ও পরিবেশে লালিত-পালিত হন।

www.pathagar.com

এরপর তিনি মক্কার শহর জীবনে বসবাস শুরু করেন। মরুভূমির জীবনের অনেক কিছু আমরা তাঁর দৃষ্টির মাধ্যমে লক্ষ্য করেছি। মক্কার জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে এখন আমাদের গভীর দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ, মাঝে মাঝে বিরতি ছাড়া তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন মক্কাতেই।

মানুষ ও শহরের জীবন ধারা সমুদ্রের মত নয় - মানুষ ও শহরের জীবন ধারায় বিশেষ ধরনের প্রথা ও ধারণা সমুদ্রের ঢেউ-এর মত একের পর এক প্রবাহিত হয়। এসব চিন্তাধারার ঢেউ গতিপ্রাপ্ত হয় মনের গভীরে এবং বাহ্যিকভাবে তা প্রকাশিত হয় একক ধারা হিসেবে। এক্ষেত্রে অনেক সময় ক্ষমতা ও প্রচণ্ডতা এমনভাবে সংযোজিত হয় যে তাতে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্থান-পতন দেখা দেয়। বাহ্যিক এ বিক্ষোভের কথা ইতিহাস বর্ণনা করে। কিন্তু দর্শনের ইতিহাস এর উৎসে আরও গভীরে যায়, উত্থান-পতনের ঐ উৎস হল মানুষের মন। সমাজ ও মানুষের গতি ও জীবন ধারায় কোন আগন্তুক স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আবর্তিত হয়। প্রথাগত ও প্রতিষ্ঠিত ধারার বিরুদ্ধে কেউ কোন কাজ করে, এমনটা প্রায় দেখা যায় না। এ ধরনের কাজ করে সফল হলে সে হয় মহান নবী বা বড় সংস্কারক। বিরুদ্ধ শক্তির কাছে পরাজিত হলে সে শুধুমাত্র একজন উপদেশদাতা হিসেবে পরিগণিত হয় - তার কাছে কিছু উপদেশ ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করছি সেই সময়ে মক্কা ও আরবে নৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির অনিশ্চিত অবস্থা দেখা যায় এবং তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

চব্বিশ বছর বয়স্ক মুহাম্মদ উজ্জ্বল আকাশ দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁর হৃদয়ে ছিল উজ্জ্বল আলোর প্রতিবিম্ব। মক্কার সমাজ জীবনে নীতিহীনতার ব্যাপকতা লক্ষ্য করে তিনি হতাশ হন। তিনি তাঁর হতাশা ও ক্লান্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শহরের বাইরে একা একা পথ চলতেন। ক্ষুদ্র ভেড়ার পালের যাতায়াতের রাস্তা দিয়ে তিনি মরুভূমির পথ ধরতেন। সেখানে তাঁর কোন সঙ্গী থাকত না - থাকত শুধু বাতাসের শব্দ ও স্বচ্ছ আকাশে তারার মেলা। এ একাকীত্ব ও নির্জনতায় তাঁর কাছে উদ্ভাসিত হত এক গভীর পরিজ্ঞান।

এ সময় মক্কা শহরটা দু'টো প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল। শহরের লোকেরাও বনি হাশিম, বনি উমাইয়া, মাখজুম, নওফল, আসাদ, জামরা, সাহম গোষ্ঠী ও গোত্রে বিভক্ত ছিল।

মক্কার অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা বসবাস করত বাতহা এলাকায়। বেশ উঁচু স্থানে অবস্থিত ঐ ঐলাকার ঘর-বাড়ি ছিল সাদা ও কালো পাথর দিয়ে নির্মিত। এ এলাকা থেকে নিচু মক্কার কেন্দ্রস্থলে ছিল কা'ব' ও হুবলের গৃহ। বাতহা এলাকার প্রতিটি গৃহে ছিল ক্ষমতা ও সম্পদের প্রাচুর্য। কুরাইশ প্রধানরা বাস করত ঐ এলাকাতেই। শীতকালে সিরিয়ায় এবং গ্রীষ্মকালে ইয়েমেনে যেসব বণিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হত তাদের মালিকরা বাস করত ঐ এলাকায়। সম্ভ্রান্ত

www.pathagar.com

বনি উমাইয়ারা ছিল মক্কার ধনী শ্রেণী। মাখজুমরা ছিল কাপড় ও দাস ব্যবসায় পারদর্শী। আবদুর রহমান বিন আউফের সম্পদ আসত খনি থেকে। আবদুল উজ্জার পুত্র হুয়াইতিব তার গোত্রের একাধিক সদস্যের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর কারণে প্রভূত সম্পদের মালিক হয়ে যায়। পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী কুরাইশ বংশের আবু উহাইহা ছিল শস্য বিক্রয়ের একচ্ছত্র অধিকারী - অধিকাংশ গরীব লোকের কাছ থেকে সে ত্রিশ হাজার দিনারের সম্পদ গড়ে তোলে। সাফওয়ান ভালবাসত রূপার সাদা ঔজ্জ্বল্য, সে রূপার ব্যবসা নিয়েই থাকে। উৎবা বিন রাবিয়ার বাকপটুতা ছিল তার সৌভাগ্যের হাতিয়ার। এসব লোক এবং আরও অনেকে বাস করত ঐ বাতহা এলাকায়।

ঐ এলাকায় আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাস করত, তার নাম আবদুল্লাহ্ বিন জুদান। মক্কায় সে ছিল খুবই সম্মানিত ব্যক্তি। সে ছিল বন্দীদের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে পারদর্শী। সে তার বাড়িতে সব সময় বিক্রির জন্য একাধিক পুরুষ ও মেয়ে কৃষ্ণকায় দাস প্রস্তুত রাখত। তার বাড়িতে দু'জন গায়িকা-নর্তকী থাকত, তারা পরিচিত ছিল 'আদ-এর ক্ষতিকর ব্যক্তি' বলে। সারাদিনের ক্রয়-বিক্রয়ের কাজের ক্লান্তি থেকে গান ও উজ্জ্বল মদ পরিবেশন করে তাকে সতেজ করাই ছিল তাদের কাজ। এক রাতে সে তার কবি বন্ধুর সাথে মদ পান করছিল। ঐ রাতে মদ তাকে গ্রাস করে ফেলে। পরদিন সকালে সে তার বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দেখে যে তার চোখ ফোলা ও বন্ধ হয়ে আছে। সে জানতে পারে যে, মাতাল অবস্থায় সে তার বন্ধুকে গত রাতে আঘাত করেছিল। এজন্য সে গভীরভাবে অনুতপ্ত হয়, নিজের ওপর সে দশ হাজার দিনার জরিমানা করে এবং ঐ অর্থ সে গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেয়। এরপর সে প্রতিজ্ঞা করে যে, তার ঠোঁট দিয়ে সে আর কখনও মদ পান করবে না।

উমাইয়া বংশের প্রধান আবু সুফিয়ান ছিল সবচেয়ে বড় এবং সম্পদশালী ব্যবসায়ী। মক্কার সমাজে সে ছিল সত্যিকারের একজন ক্ষমতাধর ব্যক্তি। আবু সুফিয়ানও বাস করত বাতহা এলাকায়। সে দামেস্কে সবচেয়ে বড় বণিক মরুযাত্রী দল প্রেরণ করত। ধৈর্য ও একগুঁয়েমি স্বভাবের জন্য তার খ্যাতি ছিল। এ স্বভাব তার পুত্র মুয়াবিয়া পায়। পরবর্তীকালে খিলাফত অধিকার করার সফলতায় তিনি তাঁর নমনীয়তা ও জিদ-এর প্রকাশ ঘটান। তিনি বলতেন ঃ 'জনগণ ও আমার মধ্যে চুলের মত চিকন অর্থাৎ সামান্য ঐক্য বন্ধন থাকলেও আমি তাদের ওপর শাসন করব; কারণ যখন ঐ চুল ধরে তারা টান দেয় আমি তখন অবসন্ন হয়ে পড়ি, আর তারা অবসন্ন হয়ে পড়লে আমি টান দেই।'

প্রতি রাতে ঐ এলাকার সব গৃহ থেকে গান ও বাজনার শব্দ শোনা যেত। প্রতি গৃহেই উদারভাবে মদ পরিবেশন করা হত। তাদের আনন্দ-উৎসব সুন্দরী রমণীর মৃদু হাসির মত উচ্ছলতায় ভরে ওঠত। শহরের গরীব লোকদের কান্না ও তাদের ওপর ক্রমাগতভাবে অত্যাচার ঐ উৎসবকে ম্লান করতে পারত না।

www.pathagar.com

মক্কার গরীব, কৃষক ও সাধারণ গোত্রের লোকেরা বাস করত সংকীর্ণ অন্ধকার গলির পাশে। এসব এলাকায় প্রায়ই বন্যা দেখা দিত। এসব ঘিঞ্জি ও জঞ্জালময় এলাকার মানুষ বাতহা এলাকার মানুষের আনন্দপূর্ণ জীবন দেখে ঈর্ষা করত - তাদের সেই ঈর্ষা ছিল আরবের সূর্যের প্রচন্ড তাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

ঐ সময়ে দুই ধরনের দাস প্রথা চালু ছিল। দাস ব্যবসায়ীরা বাইরে থেকে কৃষ্ণকায় দাস আমদানি করত, এবং ছিল মহিলা দাসী প্রথা।

সাধারণভাবে সমাজে আরব মহিলাদের গ্রহণ করা হলেও নিগ্রো দাসদের চেয়ে তাদের অধিকার খুব বেশি ছিল না। একজন লোক তার খুশিমত যে কোন সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত। আবার সে তার ইচ্ছামত কাউকে ত্যাগ করতে পারত। একজন স্ত্রীকে নতুন স্বামী ক্রয় করার জন্য অসামাজিক কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের জন্যও বাধ্য করা হত। স্বামীর মৃত্যুর পর তাকে উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত অন্যান্য মালপত্র ও অস্থাবর সম্পত্তির মতই গ্রহণ করা হত। মৃত স্বামীর উত্তরাধিকারীরা তার ব্যাপারে যা খুশী তাই করতে পারত। তাকে তারা অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করতে পারত। অন্য কারও সাথে তাকে বিয়ে দিতে পারত, নিজেদের জন্য বিয়ের কনের মূল্য হিসেবেও রেখে দিতে পারত অথবা তারা তাদের স্ত্রী হিসেবেও রেখে দিতে পারত। বিমাতার সাথে সপত্নী পুত্রের বিয়ে তখন প্রচলিত ছিল।

অনেক মানুষের কাছে শিল্প ও কবিতার সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জনের প্রধান উৎস ছিল মহিলা। কিন্তু আরব জনগণের কাছে মহিলাদের মূল্য একটা উটের চেয়েও কম ছিল। এ কথা সত্য যে, আরব জনগণ ছিল ভালবাসার প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত এবং তাদের অনেক সুন্দর কবিতায় প্রেমিকার বর্ণনা ও প্রশংসা রয়েছে। অন্য দিকে তারা কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণকে মারাত্মক বিপর্যয় এবং তাদের পরিবারের জন্য অসম্মানজনক বলে মনে করত। এ কারণে অনেক আরব গোত্রে নবজাত কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার ঘৃণ্য প্রথা ছিল। এ প্রথার সূত্রপাত করে কাইস নামের একজন লোক। তার বড় মেয়ের কাছে লজ্জিত হওয়ার পর সে ঐ ঘৃণ্য প্রথার সূত্রপাত ঘটায়। তাকে সাধারণতঃ একজন উচ্চ আদর্শের লোক বলে গণ্য করা হয়। কোন পরিবারে একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে ঐ পরিবারের সবাই শোক করত। ঐ নবজাত কন্যার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এমনই খারাপ হয়ে যেত যে, তারা তাকে খাওয়া-পরা ও আশ্রয় দেওয়ার দায়িত্বকেও যথার্থ বলে মনে করত না।

এসব দৃশ্য দেখে মুহাম্মদের অন্তর কেঁপে উঠত এবং তাঁর কপালের মাঝখানের নীল শিরা ক্রোধে স্পন্দিত হত। শিকলে বাঁধা সিংহের দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণার মত তিনি কষ্ট পেতেন এবং ঐসব ভীতিকর দৃশ্য থেকে দূরে থাকার জন্য তিনি মরুভূমির নির্জনতার আশ্রয় নিতেন।

www.pathagar.com

তাঁর প্রচন্ড ঐ আবেগ পরবর্তীকালে আল্লাহ্ তাঁর মুখে যে বাণী প্রদান করেন, তার মাধ্যমে প্রকাশ পায় ঃ

'যখন সূর্য আলোকবিহীন হয়ে পড়বে, যখন নক্ষত্রসমূহ খসে খসে পড়বে, যখন পর্বতমালাকে চালিত করা হবে... যখন সমুদ্রসমূহকে উত্তাল করে তোলা হবে;...... যখন জীবন্ত প্রোথিত শিশু কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?...... যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হবে.... তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতে পারবে, সে কি নিয়ে এসেছে।'

কুরআন - ৮১ ঃ ১-১৪

'দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা কর না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ।'

কুরআন - ১৭ ঃ ৩১

এ আইন, প্রথা, রীতি-পদ্ধতি ও সমাজের শ্রেণী কাঠামো ছিল নির্ধারিত ও অপরিবর্তিত। মহিলারা ছিল পুরুষের অধীন, আর পুরুষরা ছিল প্রথার অধীন। ঐসব প্রথা দিনের পর দিন আরও ব্যাপক ও শক্তিশালী হয়। গরীবরা ছিল সব সময় গরীব, আর ধনীরা বিচরণ করত সম্পদ ও বিলাসিতার মধ্যে। সম্পদ ও দারিদ্র্য কখনও তাদের স্থান পরিবর্তন করে না। ধনী লোকের গৃহে গায়কদের কণ্ঠে তাদের বেহেশতে যাওয়ার কথা উচ্চারিত হত, উচ্চারিত হত দুঃস্থ লোকের আক্ষেপের কথা। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে বেহেশত থাকত নির্বিকার।

একটা উপায়ে সম্পদ ও দারিদ্রতা বদল করা যেত - তা হল জুয়া খেলা। জুয়া খেলা এমন ব্যাপক ও সার্বিকভাবে সবার আগ্রহের বিষয়ে পরিণত হয় যে, লোকে তাদের সব সম্পদ হারিয়ে নিজেদের স্বাধীনতাকে নিয়েও জুয়া খেলত। পরিণামে সে বিজয়ীর দাসে পরিণত হত। এভাবে আবু লাহাবের কাছে আল-আস বিন হিশাম তার সব সম্পদ ও স্বাধীনতা হারায়।

আবু তালিব কুরাইশদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও তিনি ধনী ছিলেন না। অমায়িক স্বভাব ও উচ্চ নৈতিক চরিত্রের সাথে সাথে সম্পদের উপস্থিতি প্রায় দেখা যায় না। আবু তালিবের ছিল অমায়িক স্বভাব ও উচ্চ নৈতিক চরিত্র। তদুপরি তাঁর ছিল বিরাট পরিবারের দায়িত্ব। এ কারণে তাঁকে কষ্টের জীবন কাটাতে হত।

নিজের গোত্রের লোকদের দৃষ্টিতে যার মর্যাদা ছিল বিশিষ্ট ও সম্মানিত তিনি তাঁর অর্থনৈতিক সমস্যার কথা কাউকে, এমনকি তাঁর ঘনিষ্ঠ কাউকেও বলতে পারেন না। অন্যরা তাঁর দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে - এর চেয়ে দারিদ্র্যতা সহ্য করা অনেক ভাল। যাহোক, একদিন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন,

www.pathagar.com

মুহাম্মদকে তিনি তাঁর আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথা বলবেন এবং তাঁকে একটা কাজ করার কথা বলবেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সে তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতা ও উত্তম হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার জন্য তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারবে। মুহাম্মদ ইতোমধ্যে সর্বত্র জনপ্রিয় ও সম্মানিত এক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। বাতহার অধিবাসীদের কাছে তিনি পরিচিত হয়েছেন তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য, আর গরীবদের কাছে তিনি পরিচিত হয়েছেন তাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে।

তাঁর চাচা একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'তুমি কি একটা কাজ করতে প্রস্তুত আছ? তুমি ঐ কাজ করলে আমার আর্থিক সংকট অনেকটা কমে যাবে।'

'নিশ্চয়ই, আমি আনন্দের সাথে সেই কাজ করব।'

আবু তালিব তারপর সরাসরি গেলেন ধনাঢ্য মহিলা বিধবা খাদীজার গৃহে।

www.pathagar.com

খাদীজা

'মুহাম্মদ ঐ মরুযাত্রী দলের সাথে যাবেন।'

খাদীজার গৃহে যাওয়ার পথটা ছিল তাঁর জন্য আশা পূরণের পথ। ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান দেখিয়ে আরবের সাধারণ লোক বিচিত্র বর্ণের মূর্তিকে উপাসনা করত। আর খাদীজাকে তারা ভালবাসত তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে। তাদের হৃদয়ে খাদীজার জন্য একটি স্থান ছিল। আর মূর্তিদের স্থান ছিল উপাসনাকারীদের চিন্তায় - ঐ চিন্তা ছিল সন্দেহপূর্ণ। কিন্তু খাদীজার প্রতি তাদের ভালবাসা কখনও ম্লান হয়নি।

কে ঐ খাদীজা?

ইতিহাস পুস্তকে খাদীজার যে পরিচিতি বর্ণনা করা হয়েছে তা আমাদের সাময়িকভাবে ভুলে যাওয়া উচিত। আমাদের এ কথা জানার প্রয়োজন নেই যে, তিনি খুয়ালিদের কন্যা বা আরবের মধ্যে একজন বিদ্যান ব্যক্তি ওয়ারাকার চাচাত বোন। খাদীজার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের কারণেই পরবর্তীকালে তাঁর পরিবার বিশেষ-ভাবে পরিচিত হয়। এসব কথা বহু পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। এরপর তাঁর পরিবারের সদস্যরা বহু লোকের মনে স্থান করে নেয়।

খাদীজার সমসাময়িকরা তাঁকে কুরাইশদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত মহিলা বলে আখ্যায়িত করে। পরে অন্যরা তাঁকে জানে 'বিশ্বাসীদের মাতা' বলে। তাঁর অন্য আর একটা নাম ছিল। এ নামের জন্য তিনি মানুষের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করেন। কোন এতিম শিশু দুঃস্থ হয়ে পড়লে, কোন পিতা তার সন্তানদের জন্য খাদ্য জোগাড় করতে অসমর্থ হলে, যুদ্ধে কোন মহিলার স্বামী নিহত হওয়ার পর সে আশ্রয়হীন হলে অথবা যে কেউ অত্যাচারিত হলে, দুঃখ-কষ্টে পতিত হলে বা সহায়হীন হয়ে পড়লে তারা খাদীজার বাড়িতে যেত। সেখানে তারা তাঁর ভদ্র ও সদয় আচরণে তৃপ্ত হত। সাধারণ লোক তাই তাঁকে অন্য একটা নাম দেয়। এ নামটি হল 'এতিমদের মাতা'।

www.pathagar.com

প্রতিদিন অসহায় মহিলারা তাদের সন্তানদের খাদীজার গৃহে নিয়ে আসত। তাঁর গৃহ চেনা যেত দু'টো কারণে - তাঁর গৃহের ছাদের সবুজ গম্বুজ দেখে এবং তাঁর বাড়ির রাস্তায় আসা-যাওয়ার মানুষের ভিড় দেখে।

খাদীজা গরীব ও নির্যাতিতদের সাহায্য করতে ভালবাসতেন। রাত-দিনের যে কোন সময় তিনি তাদের গ্রহণ করতেন, তাদের সাথে সদয়ভাবে কথা বলতেন এবং তাদের দুঃখের কথা শুনতেন। তিনি শিশুদের মাথায় হাত বুলাতেন, তাদর আদর করতেন এবং তাদের মায়েদের চোখের পানি মুছিয়ে দিতেন। তারা যখন তাঁর হাতে চুমু দিত, তখন তাঁর হাতে তাদের চোখের পানিও ঝরে পড়ত। তারপর তিনি তাঁর ভৃত্য মায়সারাকে ডাকতেন এবং তাঁর সোনার ব্যাগ থেকে তাদের উদারভাবে সাহায্য করতেন।

খাদীজা ছিলেন খুবই সম্পদশালী মহিলা। মক্কা থেকে বিভিন্ন ব্যবসায়িক রাস্তায় তাঁর অনেক উট সব সময় নিয়োজিত থাকত। তাঁর বাড়িটা ছিল শহরের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দালান। ওটা ছিল দোতালা দালান। ছোট বারান্দা থেকে কা'বা গৃহ দেখা যেত, আর দেখা যেত দামেস্ক যাওয়ার পথ। দরজার বাম পাশে তিন-চার ফুট উঁচু একটা পাথর ছিল। পরে আবু লাহাবের গৃহ থেকে নিক্ষিপ্ত তীর হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুহাম্মদ ঐ পাথরের পেছনে আশ্রয় নেন। গৃহের একটি অংশে তিনি নিজে বাস করতেন এবং অন্য অংশটি ছিল অতিথিদের জন্য। তাঁর নিজের কামরা থেকে কা'বা গৃহ দেখা যেত। ঐ কামরায় ছিল মুক্তা বসানো হাতীর দাঁতের খোদাই করা চেয়ার এবং ভারতীয় রেশমী কাপড় ও পারস্যের সূচিকর্মের কাপড়। তাঁর কাছ থেকে যথার্থ মূল্যের চেয়ে অধিক কিছু পাওয়ার আশায় তাঁর ব্যবসায়িক এজেন্টরা ঐসব জিনিস এনে দেয়। প্রতিটি জিনিসের মূল্য ছাড়াও তিনি তাদেরকে বছরে দু'টো করে উট দিতেন। তিনি সুন্দর সিল্কের পোশাক পরিধান করতেন। আশপাশের জেলার সব সুন্দর ও পছন্দসই জিনিস তাঁর গৃহে নিয়ে আসা হত অর্থের বিনিময়ে অথবা তা আসত উপহার হিসেবে। তাঁর শয়ন-কক্ষে সুন্দরভাবে খোদাই করা পিতলের একটা বাতি ছিল যা সোনার মত দেখা যেত। দামেস্ক বা ইয়েমেন থেকে বণিকদল যেসব সুন্দর জিনিস নিয়ে আসত তা খাদীজার গৃহে দেখা যেত। এসব কারণে তাঁর গৃহে আশপাশের এলাকা থেকে সব সময় মেয়েরা আসত।

দ্বিতীয় স্বামী আবু হা'লা-র ঔরসে খাদীজার একটা পুত্র সন্তান ছিল। তিন বছর বয়সের সময় তাঁর ঐ ছেলেটি মারা যায়। ঐ ছেলেটি শিশুসুলভ উচ্চারণে তার পিতার নাম উচ্চারণ করত 'আবু হা'ল-ঈ' বলে। শিশুর ঐসব স্মৃতি তাঁর মায়ের মনে স্থায়ী হয়ে যায়। তাঁর মনে হত, তিনি নিজেও এতিম হয়ে গিয়েছেন। দিনেরবেলায় খাদীজার সময় কাটত তাঁর কাছে সমস্যার কথা বলতে আসা লোকদের সাথে কথা বলে, আর তাঁর রাত কাটত শিশুপুত্রের সাথে অস্পষ্ট কথা

www.pathagar.com

বলে ও বৃদ্ধ অন্ধ ওয়ারাকাকে নিয়ে। একজনের সাথে নিরর্থক কথা বলতে হত, আর অন্য দিকে ছিল একজন বিদ্বান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির পর্যবেক্ষণ - এ দু'টো বিষয়ই ছিল তাঁর জন্য প্রয়োজনীয়।

এক অন্ধকার রাতে খাদীজা যখন তাঁর শিশু পুত্রের সাথে খেলা করছিলেন তখন তাঁর ভৃত্য মায়সারার আগমনে ঐ নির্দোষ সাহচর্যের পতন ঘটে আকস্মিক-ভাবে। 'একজন কম বয়স্কা মহিলা আপনার সাথে দেখা করতে চায়। সে একটা ব্যাগ নিয়ে এসেছে। মনে হয়, সে খুব বিপদে আছে।'

ঐ মহিলা তাঁর কামরার মধ্যে প্রবেশ করে হাঁপাতে লাগল। তার মাথা ও মুখ মাথার কাপড় দিয়ে প্রায় ঢাকা ছিল। পিঠে করে সে যে ব্যাগটি আনে তা মেঝের ওপর রাখল। তারপর হাত উঁচু করে সে তার মাথার কাপড় সরিয়ে নিল। তার হাতে ও গালের নীল উলকির চিহ্ন এক ঝলক দেখা যায়। খাদীজার বিস্ময়কর দৃষ্টির সামনে সে ব্যাগের মুখ খুলে একটা শিশুকন্যাকে দেখাল। অসহায়ভাবে সে বলল ঃ 'খাদীজা, আমাকে সাহায্য কর। আমার কাছ থেকে এ শিশুকে তুমি গ্রহণ কর। শিশুকে নিয়ে তুমি যা খুশি তাই কর। কিন্তু......তার পিতা তাকে কবর দিতে চায়.....আমার গর্ভধারণের কথা জানতে পেরে সে বলে 'পুত্র হলে সে আমার, কন্যা হলে সে কবরের'। প্রায় প্রতিদিনই সে এ কথা বলত। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় ঘনিয়ে এলে আমি মরুভূমিতে পালিয়ে যাই। সেখানে আমার এ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। আমার সন্তান মেয়ে, একথা জেনে আমি সাহস করে বাড়িতে ফিরিনি। কারণ আমি জানতাম যে তাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হবে। আমি পালিয়ে থাকার জন্য মক্কায় আসি। আশা করেছিলাম, হুবলের কাছে আমি নিরাপদ আশ্রয় পাব। কিন্তু সে আমাকে সাহায্য করতে পারেনি.... এ কথা আমি কিভাবে ব্যাখ্যা করব? আমার স্বামী আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে যদি আমাকে মেরে ফেলত, তাহলে ভাল হত। এ শিশুটি যদি মারা যায়, তাহলে তার চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা আর কিছু হতে পারে না। আমি ঐ ঘটনা ঘটতে দিতে চাই না। আমি তাকে ভালবাসি। আমি তোমার কাছে আবেদন করছি, আমার কাছ থেকে তুমি তার জীবন কিনে নাও। আমার স্বামী আমাকে একাই মেরে ফেলুক।'

খাদীজার পা জড়িয়ে ধরে সে কাঁদতে লাগল।

খাদীজা তাকে ধরে সহানুভূতির সাথে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন ঃ 'এতটা ভেঙ্গে পড়ো না। আমার শিশু পুত্রের মত তোমার কন্যা আমার কাছে প্রিয়। তুমি নিশ্চিত থাক যে, আমি তোমার কন্যার দেখা-শোনা করব।'

'কিন্তু ধর, আমার স্বামী যদি এখানে আসে?'

খাদীজা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন ঃ 'তোমার স্বামী এখানে এসে কিছুই করতে পারবে না।'

www.pathagar.com

তিনি ঐ মহিলার সাথে শান্তভাবে কথা বললেন, তার দুঃখের কথা আবার আগ্রহের সাথে শুনলেন। বিপদগ্রস্ত ও হতাশায় নিমজ্জিত ঐ মহিলাকে তিনি আশার বাণী শুনিয়ে আশ্বস্ত করলেন। তারপর তিনি মা ও শিশুকে একটা কামরায় থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য মায়াসারাকে নির্দেশ দিলেন।

ঐ রাতে খাদীজার আর ঘুম এল না। ভোর বেলা পর্যন্ত তিনি জেগে রইলেন। ঐ ঘটনাটা তাঁকে মারাত্মকভাবে ভাবিয়ে তোলে। গরীব ঐ মহিলার কথা তাঁর বার বার মনে পড়ছিল। তিনি অবাক বিস্ময়ে ভাবেন, এ ধরনের ঘটনা কিভাবে ঘটতে পারে! আরব জনগণের মাঝে এ ধরনের একটা ঘৃণিত প্রথা কিভাবে চালু হয়ে গেল? তাঁর জনগণ এতটা নির্দয় ও কঠোর হল কিভাবে? একটা কাল্পনিক অপমানের জন্য তারা বাস্তব ও ভয়ঙ্কর প্রথার কাছে আত্মসমর্পণ করল কিভাবে?

ভোর বেলার দিকে তাঁর অস্থির ও অশান্ত ঘুম এল সামান্য সময়ের জন্য। সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি কিছুটা সতেজ হলেন এবং অতঃপর বৃদ্ধ ওয়ারাকার সাথে কথা বলতে গেলেন।

তিনি বললেন ঃ 'গত রাতে আমি একটা অদ্ভুত ঃপ্ন দেখেছি। মক্কার আকাশে আমি সূর্য দেখলাম, ঐ সূর্যকে দেখলাম আস্তে আস্তে মাটির দিকে অস্তমিত হচ্ছে। কোথায় তা ডুবে যায় তা দেখার জন্য আমি আগ্রহভরে তাকিয়ে রইলাম। আমার মনে হল, সূর্যটা আমার গৃহের পাশে এসে অবস্থান করছে। ওটা এত নিকটবর্তী হল যে, তার উজ্জ্বলতা বিচ্ছুরিত হল এবং আমার চোখকে যেন ঝলসিয়ে দিল। এরপর আমার ঘুম ভেঙে গেল।'

ওয়ারাকা ছিলেন অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী। তিনি হিব্রু পুস্তক অধ্যয়ন করেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যার ব্যাপারে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে পারদর্শী।

'তুমি একজন মহান ও বিশিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী হবে। তার প্রসিদ্ধি ও গুণের কথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।'

বিনয়ী খাদীজা উত্তেজিত হলেন এবং তাঁর মুখে রক্তিম আভা দেখা দিল। তিনি তাঁর ভাইয়ের কাছে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

এরপর থেকে ঐ স্বপ্ন ও ওয়ারাকার ব্যাখ্যার কথা তাঁর মনে সব সময় জাগরুক থাকত। কোন সম্ভ্রান্ত কুরাইশ যুবক তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসলে ঐসব কথা তাঁর বিশেষভাবে মনে পড়ত।

রজব মাসে একটা বড় উৎসব হত। ঐ সময় মক্কার মহিলারা সুন্দর কাপড় পরে তাদের মূর্তির সামনে উপস্থিত হত। ঐ উৎসব উপলক্ষে খাদীজা কা'বা গৃহের প্রাঙ্গণে বসে ছিলেন। তাঁর চতুর্দিকে বসেছিল কালো চোখের অধিকারী উৎফুল্ল কুরাইশ তরুণীরা। তাদের লম্বা কালো চুল কোমর পর্যন্ত ঝুলে ছিল। হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হল একজন ক্ষীণকায় মহিলা - তার মাথা ছিল অবনত, পিঠ ছিল বাঁকা।

www.pathagar.com

তার মাথার লম্বা সাদা চুল ছিল অগোছালো। তার লম্বা নাকের চারপাশে মুখের চামড়া ছিল ভাঁজ পড়া। তার পাতলা ও লম্বা চোখের ভুরু সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তা যেন চোখের গহ্বরে মিলিয়ে গিয়েছিল। একটা গিরাযুক্ত লাঠিতে ভর দিয়ে কম্পিত পদক্ষেপে সে ঐ আঙিনায় এসে উপস্থিত হয়। সে ঐ তরুণীদের কাছে এসে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মেয়েরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ইঙ্গিত করল; তারা মুখ চেপে হাসল। তারা অবাক হল - প্রবীণ এ বৃদ্ধা, বয়স ও বার্ধক্যজনিত দুর্বলতায় যে অবনত হয়ে গেছে, যার এক পা কবরে আছে, সে কেন ঐ যৌবনের ফল্গুধারায় উপস্থিত হল।

ঐ বৃদ্ধার কথায় সবাই অপ্রত্যাশিতভাবে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল। কুয়ার নিচ থেকে ভেসে আসা কথার মত গম্ভীর স্বরে বৃদ্ধা বলল ঃ 'কুরাইশ কন্যারা! আমাদের মধ্যে একজন দুর্লভ ও বিস্ময়কর ব্যক্তি আছে। তোমাদের মধ্যে কে তাঁকে বিয়ে করতে চাও, আমাকে বল।'

তরুণীরা বয়সের ভারে দুর্বল ঐ মহিলার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকাল। তাকে দেখলে কিছুটা আশা জাগে, আবার ভয়ও হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার উত্তেজিতভাবে হাসল। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যে সবাই ঐ বৃদ্ধাকে উপহাস করল। এমনকি কেউ কেউ ঐ মহিলার দিকে নুড়ি পাথর ছুঁড়ে হাসির ফোয়ারা ছুটাল।

একমাত্র খাদীজা ঐ মহিলার কথার গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করলেন। তাঁর মনে হল, তিনি স্বপ্ন ও কল্পনার একটা বিশ্বের কথা চিন্তা করছেন। ঐ বিশ্বের চিত্র একটা কুয়ার পানির ওপর প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, কিন্তু তার উপরিভাগে সবাই পাথর নিক্ষেপ করছে। ঐ মহিলাকে যন্ত্রণা দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি তরুণীদের নিষেধ করলেন।

গভীর চিন্তা ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে খাদীজা রাত কাটালেন। বেশ সকালে গৃহের সব লোক দরজায় শব্দ শুনে জেগে উঠল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন আবু তালিব। তাঁর আশপাশে অনেক মহিলা ও তরুণী উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। অতি সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় গোত্র প্রধানকে স্বাগত জানাবার জন্য খাদীজা ছুটে এলেন।

আবু তালিব বললেন ঃ 'খাদীজা, আমি তোমার কাছে একটা অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য এসেছি।'

খাদীজা উত্তর দিলেন ঃ 'আপনি যাই বলুন না কেন, আমি সানন্দে তা মেনে নেব।'

'আমি জানি, প্রতি বছর তুমি সিরিয়ায় একজন প্রতিনিধি পাঠাও তোমার পক্ষে ব্যবসা করার জন্য। এজন্য তুমি তাকে দু'টো উট দাও বলে শুনেছি। বণিক দলের সাথে তোমার প্রতিনিধি পাঠাবার সময় প্রায় নিকটবর্তী। তুমি যদি কাউকে এ কাজে নিয়োগ না করে থাক তাহলে আমার ভাইপোর নাম আমি প্রস্তাব করছি।'

www.pathagar.com

খাদীজা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ‘আপনি কি মুহাম্মদের কথা বলছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনি এমন একজনের কথা বলছেন, যিনি আমার পরিচিত নন। তবু আমি আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। আপনার ভাইপোর ওপর ঐ দায়িত্ব অর্পণ করতে আমি খুবই আগ্রহী। কারণ তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততা এখন প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। মুহাম্মদই তো এ কথা বলেছেন, ‘যার বিশ্বস্ততা নেই সে সৎ নয়, যার আনুগত্য নেই বা যে বিবেকের দংশন অনুভব করে না তার কোন ধর্ম নেই।’

আবু তালিব আশ্বস্ত হয়ে এবং একটা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে খাদীজার গৃহ ত্যাগ করলেন। খাদীজার সম্মতির কথা তাঁর মনে বার বার কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ হল।

‘মুহাম্মদ ঐ মরুযাত্রী বণিক দলের সাথে যাবেন।’

www.pathagar.com

মুহাম্মদের আকাশে একটি নতুন তারা

'সূর্য যেন আকাশে গতিহীন অবস্থায় রয়েছে, চন্দ্র যেন তার নির্দিষ্ট গতিপথে ক্লান্তিকর-মন্থর গতিতে চলছে। সিরিয়া যে এত দূরের পথ, তা আগে কখনও খাদীজার মনে হয়নি।'

খাদীজার সামনে যে যুবক লোকটি উপস্থিত হলেন, তিনি ছিলেন একজন মনোযোগ আকর্ষণকারী ব্যক্তিত্ব।

কালো চোখের ঘন বিস্তীর্ণ পাতার মধ্য থেকে তাঁর কালো দু'টো সুন্দর চোখ দেখা যাচ্ছিল। ঐ চোখের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা। ঐ চোখের দৃষ্টি যার ওপরই নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল, সে এমন একটা ধারণাই পোষণ করছিল।

তাঁর চোখের সাদা অংশে গোলাপী একটা দাগ ছিল। তাঁর ভ্রূ ছিল সুসামঞ্জস্য - খুব ঘন নয়। দুই ভ্রূর মাঝখানে ছিল কয়েকটা নরম কালো চুল। তাঁর কপাল ছিল উঁচু এবং শুভ্র। তাঁর চোখের দৃষ্টি ছিল অসাধারণ তীক্ষ্ণ এবং অনেক দূরের বস্তু তিনি দেখতে পেতেন। অনেকে বিশ্বাস করত, তিনি শুধু আকাশের তারাই গুণতে পারতেন না, মানুষের মনের কথাও তিনি বলতে পারতেন। 'কৃত্তিকা' নামক নক্ষত্রপুঞ্জের এগারটি তারা তিনি দেখতে পারতেন, এ কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর কপালের মাঝখানে একটা নীল শিরা ছিল। সাধারণতঃ ঐ শিরাটি গুপ্ত থাকত। কিন্তু মানসিক চাপ ও রাগের সময় তা কালো ও স্পন্দিত হত। তাঁর নিজের ব্যাপারে এ ধরনের রাগের মুহূর্ত কখনও আসেনি। নির্দোষ ব্যক্তিদের প্রতি নৃশংস আচরণ বা অন্যায় হতে দেখলে, বা খোদাকে অপমান করতে দেখলে ঐ শিরা কালো ও স্পন্দিত হতে দেখা যেত।

তাঁর চুল ছিল সামান্য কোঁকড়ানো। তাঁর ঘন কালো দাড়ি তাঁর মুখে অর্ধবৃত্তের মত দেখা যেত। কিন্তু ঐ দাড়িতে তাঁর গোলাপী গাল ঢেকে যেত না। তাঁর মাথা ছিল বড়, হাড়ের গঠন ও মাংসপেশী ছিল দৃঢ়। তাঁর হাত ও পা একটু বড় হলেও তা দেখতে সুন্দর ছিল। তাঁর হাতের তাল রেশমের মত নরম ছিল বলে বলা হয়।

www.pathagar.com

তিনি হাঁটতেন দ্রুত এবং দৃঢ় পদক্ষেপে, মনে হত, তিনি পাহাড় থেকে নিচের দিকে নামছেন। কথা বলার সময় তাঁর মুক্তার মত সাদা দাঁত দেখা যেত। সামনের দু'টো দাঁতের মধ্যে সামান্য ফাঁক ছিল। তাঁর ওষ্ঠ ছিল সুন্দর ও সুগঠিত। মনে হত পাথরের ওপর তা খোদাই করা। সাধারণতঃ তাঁর ঠোঁটে সব সময় মৃদু হাসি লেগে থাকত এবং ঐ হাসিতে তাঁর গভীর আন্তরিকতা প্রকাশ পেত। তাঁর উচ্চতা মধ্যম আকারের হলেও তাঁকে কিছুটা লম্বা দেখা যেত। তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হতে পারতেন, তবে গরীব ও দুস্থদের প্রতি এবং দুঃখী ও অসুবিধায় পড়া শিশুদের প্রতি তিনি ছিলেন সদয়। তিনি কম কথা বলতেন। কিন্তু যখন কথা বলতেন তখন দেখা যেত, তাঁর কথার প্রভাব খুবই গভীর। তাঁর কথার একটা নিজস্ব ভঙ্গী ছিল এবং তা ছিল খুবই কার্যকর। তিনি কম কথা বললেও তাঁর কথা ছিল প্রাণবন্ত ও মর্মস্পর্শী। তাঁর সব কথাই ছিল স্পষ্ট এবং স্বরভঙ্গী ছিল অনুনাদী। আরব প্রথা অনুযায়ী তিনি তাঁর কাছে একটা তলোয়ার রাখতেন। তাঁর চুল বিভক্ত হয়ে দুই কানের ওপর পড়ত এবং তাঁর পাগড়ি মাথায় শোভা পেত উজ্জ্বল জ্যোতির্মন্ডলের মত। তাঁর মুখমন্ডলে একটা আভা স্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হত, এর মাধ্যমে তাঁর উন্নত চরিত্রের প্রকাশ ঘটত। তাঁকে দেখলে প্রথমেই মনে হত, তিনি নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছেন। কেউ তাঁর সাথে দেখা করতে আসলে সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত - সে তাঁর দয়া ও ভদ্রতা, বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার প্রশংসা করত। দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে তিনি ছিলেন প্রবল ক্ষমতার অধিকারী।

প্রথম বারের মত খাদীজা যখন ঐ আকর্ষণীয় চেহারার যুবককে তাঁর সামনে দেখলেন, তখন তাঁর চেহারার রঙ পরিপ্লুত হয়ে গেল নীল পাটল বর্ণে। তাঁর আশপাশে সব সময় যেসব কুরাইশ মেয়ে থাকত তাদের দৃষ্টিতে এ পরিবর্তন এড়ালো না।

খাদীজা বললেন ঃ 'মুহাম্মদ, আমার ব্যবসা-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্ব দিয়ে আমি আপনাকে সিরিয়া পাঠাতে চাই। এখানে এবং সিরিয়ায় আমার পক্ষে যাবতীয় ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য আপনি সম্পূর্ণ দায়ী থাকবেন।'

'আমি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত আছি, ' মুহাম্মদ উত্তর দিলেন।

খাদীজা তাঁর ধনাগার থেকে অর্থ নিয়ে আসার জন্য মায়সারাকে নির্দেশ দিলেন। তিনি সাসানীয় ও রোমান স্বর্ণ মুদ্রার কয়েকটি ব্যাগ মুহাম্মদের হাতে তুলে দিলেন।

'আমার ভৃত্য মায়সারা আপনার সাথে যেতে চায়। আমি জানাচ্ছি, আপনার কাজের জন্য আপনি চারটি উট পাবেন।'

মুহাম্মদ মাথা নাড়িয়ে তাঁর সম্মতির কথা জানালেন। এ সাক্ষাতের পুরোটা সময় তিনি তাঁর দৃষ্টি মাটির দিকে অবনত করে রেখেছিলেন।

www.pathagar.com

মায়সারা ও সোনার ব্যাগ নিয়ে মুহাম্মদ যখন খাদীজার গৃহ ত্যাগ করলেন তখন খাদীজা তাঁর বান্ধবীদের দিকে ফিরে তাকালেন। তিনি বললেন ঃ 'তোমরা কি লক্ষ্য করেছ, তিনি একবারও আমার মুখের দিকে না তাকিয়ে বিনীতভাবে মাটির দিকে তাকিয়েছিলেন? আমাকে বলা হয়েছিল, পর্দার আড়ালের কুমারী মেয়ের চেয়ে তিনি বেশি বিনীত। এ কথা নিশ্চিতভাবে সত্য। আবু হা'লার মৃত্যুর পর যেসব কুরাইশ যুবক আমার গৃহের চারপাশে ঘুরে বেড়ায় ও আমাকে বিরক্ত করে, তাদের ও তাঁর মধ্যে কি বিস্তর পার্থক্য!'

এরপর কয়েকটা মাস খাদীজার কাছে মনে হল দীর্ঘ ও একঘেয়ে। সূর্য যেন আকাশে গতিহীন অবস্থায় রয়েছে, চন্দ্র যেন তার নির্দিষ্ট গতিপথে ক্লান্তিকর মন্থর গতিতে চলছে। সিরিয়া যে এত দূরের পথ তা আগে কখনও খাদীজার মনে হয়নি! সিরিয়া সফর সমাপ্ত করতে মক্কার বণিক মরুযাত্রী দলের পূর্বে এত বেশি সময় লেগেছে বলেও তাঁর মনে হল না।

অবশেষে বণিক যাত্রীদলের ফেরার সময় হয়ে এল। খাদীজা ঐ সময় হাতীর দাঁতের ওপর খোদাই করা চেয়ারে বসেছিলেন জানালার ধারে। ড্রাম বাজিয়ে তাদের আগমন বার্তা ঘোষণার পূর্বেই তিনি বুঝতে পারলেন যে বণিকরা ফিরে আসছে। বেশ দূরে দামেস্ক যাওয়ার পথে তিনি তাদের অগ্রবর্তী যাত্রীদলকে দেখতে পেলেন, তাঁরা পাহাড়ের ধার দিয়ে মক্কার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। উট বোঝাই মালসহ তাদের দিকে তিনি গভীর আগ্রহের সাথে তাকিয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরেই মায়সারা তাঁর পায়ের কাছে এসে বসল।

মায়সারা কোন কথা বলার আগেই খাদীজা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'মুহাম্মদ কেমন আছে? দীর্ঘ সফর শেষে সে বোধ হয় খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।'

মায়সারা উত্তর দিল ঃ 'না, সে মোটেই ক্লান্ত হয়নি। এ সফরের সময় আমি তাঁকে বিভিন্ন পর্যায়ে দেখে অবাক ও বিস্ময়াভিভূত হয়েছি। আপনি জানেন না যে, এক রাতে আমাদের দু'টো উট অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমরা মনে করি, ঐ রাতেই উট দু'টো মারা যাবে। আমি এ দুঃসংবাদ দেওয়ার জন্য মুহাম্মদের কাছে ছুটে যাই। তিনি অবিচলিতভাবে উট দু'টোর কাছে এসে তাদের দিকে তাকালেন। উট দু'টোর মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি বললেন ঃ 'চিন্তার কিছু নেই। আগামীকাল এ উট দু'টোই যাত্রীদলের সামনে থেকে এগিয়ে যাবে।' এরপর তিনি তাঁর তাঁবুতে ফিরে গেলেন। দু'টো উটের মালপত্র রেখে যেতে হবে, এ আশংকায় সারা রাত আমার ঘুম হল না। কিন্তু সকালে দেখলাম, তিনি যা বলেছিলেন তাই ঘটল। ঐ দু'টো উট সবার অগ্রভাগে চলল এবং সিরিয়ায় না পৌছা পর্যন্ত একই অবস্থা অব্যাহত রইল।

www.pathagar.com

'সিরিয়ায় তাঁকে দেখলে আপনি অবাক হতেন। ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে এমন সফল ব্যক্তি আমি আর কাউকে দেখিনি। তাঁর হাতের হয়ত বিশেষ কোন গুণ আছে। বণিক দলের সবাই আলোচনা করছিল, খাদীজা তাঁর ব্যবসা দেখাশোনা করার জন্য একজন উত্তম ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছেন। 'খোদার কন্যারা' হয়ত তাঁর ওপর সুদৃষ্টি দিয়েছে।'

মায়সারার মনে হয়ত আরও অনেক কথা বলার ছিল। খাদীজার তাঁর কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। ঠিক ঐ সময় মুহাম্মদ সেখানে উপস্থিত হলেন। মুহাম্মদ আসার আগে খাদীজা খুব শান্তভাবে বললেন ঃ 'আমি নিশ্চিত, ঐ যুবক লোকটির মধ্যে সামগ্রিকভাবে একটা নতুন আধ্যাত্মিক জগৎ ক্রিয়াশীল এবং সেই জগৎই তাঁকে পরিচালিত করছে।'

ঐ সফরে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি লাভ হয়েছে এ কথা খাদীজার কাছে মুহাম্মদ বললেন। কিন্তু তিনি নির্ধারিত কমিশনের চেয়ে বেশি কিছু পাওয়ার কথা বললেন না। তদুপরি কমিশন হিসেবে প্রাপ্ত জিনিস তিনি চাচা আবু তালিবকে দিলেন। সাংসারিক প্রয়োজন মেটাতে এবং বড় একটা পরিবারের খরচ মেটাতে তা খুবই কাজে আসে।

পার্থিব বিষয়ের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে মুহাম্মদ আবার মক্কার আশেপাশের পর্বতে নির্জন জীবন ও নিঃসঙ্গ চলাফেরা শুরু করলেন। তিনি গরীব লোকদের বাড়িতেও যেতেন। তাদের জন্য তিনি পানি তুলে দিতেন, ছাগলের দুধ দুয়ে দিতেন এবং তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা তিনি শুনতেন সহানুভূতির সাথে। তিনি তাদের দুঃখ-কষ্টের সব কথা প্রকাশ করার জন্য উৎসাহ দিতেন এবং তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

তিনি তাদের বলতেন ঃ 'আল্লাহ সবাইকে ভালবাসেন। তিনি কাউকে দুঃখ-কষ্ট দেন এজন্য যে, তিনি তাঁর নিজের কাছে তাকে আরও নিকটবর্তী করতে চান।'

ধর্মীয় এসব সূক্ষ্ম কথা তিনি তাদের সাথে প্রায়ই বলতেন। অতঃপর সেখান থেকে সাধারণতঃ চলে যেতেন পর্বত ও মরুভূমিতে। এসব নির্জন এলাকায় তিনি হয়ত কিছুটা সান্ত্বনা পেতেন, অথবা এমন হতে পারে, ঐসব নির্জন স্থান তাঁকে নীরব সাধনার সুযোগ করে দিত।

একদিন মক্কার কাছে একটা কুয়ার ধারে তিনি একজন মহিলাকে দেখলেন। ঐ মহিলার পাশে একটা তৃষ্ণার্ত কুকুর দাঁড়িয়েছিল। ঐ কুকুরটা মহিলার নিজের বলে মনে হয় না। ঐ মহিলা ছিল একজন বয়স্কা গণিকা; আর কুকুরটা ছিল রোগে আক্রান্ত, তার দেহে খোঁস-পাঁচড়া জাতীয় রোগের বড় বড় দাগ দেখা যাচ্ছিল। ঐ মহিলা তার মাথার কাপড় খুলে তার এক কোণায় জুতা বাঁধল এবং ঐ জুতা কুয়ার মধ্যে পানিতে ফেলে দিয়ে টেনে তুলল। জুতার মধ্যেকার পানি সে তৃষ্ণার্ত কুকুরের সামনে দিল। কুকুর ঐ পানি পান করল তৃপ্তির সাথে।

www.pathagar.com

কূয়া থেকে পানি নেওয়ার জন্য যারা অপেক্ষা করছিল তারা তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করল ঃ 'এ কুকুরকে পানি খাওয়ানোর জন্য তুমি আমাদের দেরী করে দিলে? ওটা মরে গেলে কারও কোন ক্ষতি হবে না।'

মহিলাটি শুধু আকাশের দিকে দু'হাত তুলল।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে মুহাম্মদ সবকিছুই প্রত্যক্ষ করলেন।

অনেক বছর পর মুহাম্মদ যখন তাঁর মিশন শুরু করেন তখন তিনি পশুদের প্রতি সদয় হওয়ার এবং তাদের যত্ন করার কথা বলেন। এরকম ধারণা আরবদের কাছে ছিল একেবারে বিস্ময়কর - কারণ মানুষের জীবনের প্রতিও তারা বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিল না।

'একজন গণিকা দেখে, পিপাসায় একটা কুকুর মারা যাচ্ছে। সে তার মাথার কাপড়ের সাথে জুতা বেঁধে এবং কূয়ার পানিতে তা ফেলে দিয়ে কূয়া থেকে পানি তোলে। অতঃপর সে কুকুরকে ঐ পানি পান করতে দেয়, যেন সে বাঁচতে পারে। এ কাজের পুরস্কার হিসেবে সে বেহেশতে যাবে।'

এসব কথা শুনে মুরুভূমির রুক্ষ স্বভাবের আরবরা একে অপরের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকায়।

www.pathagar.com

অনুরাগ থেকে সৃষ্ট বিশ্ব

খাদীজার জন্য আল্লাহ বেহেশতে মণির একটি প্রাসাদ তৈরি করেছেন; সেখানে কোন ক্লান্তি নেই ও উচ্চকণ্ঠে কোন কথা শোনা যায় না।

- মুহাম্মদ

খাদীজার বাড়িতে লোকের একটা জমায়েত হল। বড় কামরায় ছোট ছোট পাত্রে খেজুর ও মিষ্টি রুটি, খোদাই করা রূপার পাত্রে মধু ও দুধের সর, পিতলের পাত্রে আখরোট ও পেস্তা রাখা ছিল। পিতলের পাত্রের ওপর বিছানো ছিল সূচিকর্মের সিরিয়ার কাপড়। কামরার মাঝখানে রাখা ছিল মাটির একটা বড় উজ্জ্বল পাত্র - এতে আঁকা ছিল ফুলের নকশা। এ ধরনের পাত্র মক্কায় প্রায় দেখা যেত না। খাদীজার প্রতিনিধিরা এটা তাঁর জন্য বাইরে থেকে নিয়ে আসে। এর মধ্যে ছিল দুধ ও ফলের রস দিয়ে তৈরি এক ধরনের মিষ্টি পানীয়। সম্প্রতি ঐ পানীয় মক্কায় বেশ জনপ্রিয় হয় এবং পরিচিতি হয় 'ফালুধাজ' নামে। পারস্যের সম্রাটের দরবারে জুদানের পুত্র আবদুল্লাহ এ পানীয় পান করে। সে ঐ পানীয় তৈরী করার পদ্ধতি শিখে আসে। কা'বা গৃহের পাশে বড় একটা পাত্রে ঐ পানীয় তৈরী করে রাখা হয় এবং সবাইকে তা পান করার সুযোগ দেওয়া হয়। সেই সময় থেকে মক্কার লোকদের কাছে এটা একটা জনপ্রিয় পানীয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

অতিথিরা ঐ কামরার চারপাশে গদির ওপর বসেছিল। বালিশ বা তাকিয়ার কভার ভারতীয় ভেলভেট, রেশম কাপড় ও কাশ্মীরী চাদরে আবৃত ছিল।

মুহাম্মদ ও খাদীজা বসে ছিলেন পাশাপাশি। এ সময় মুহাম্মদের বয়স ছিল পঁচিশ এবং খাদীজার চল্লিশ। তাঁদের সামনে বসে ছিলেন ওয়ারাকা, মুহাম্মদের চাচা আবু তালিব এবং ঐ দুই পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য। তারা সবাই শান্তভাবে আবু তালিবের কথা শুনছিল।

আল্লাহর প্রশংসা ঘোষণা করে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আবু তালিব তাঁর ভাইপো সম্পর্কে বললেন ঃ 'মুহাম্মদের নিজের কোন সম্পদ নেই।

www.pathagar.com

কিন্তু এটা কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। কারণ সম্পদ হল দ্রুত সঞ্চারী ছায়া, আর খোদাভক্তি ও চরিত্র হল আলোর মত, যার স্থিতি অনন্তকাল। কোন সম্পদ এর বিকল্প হতে পারে না। এ বাগদান, এ বিয়ে স্বর্গ থেকে পবিত্র ও আশীষপূত করা হয়েছে।'

সবার দৃষ্টি ছিল আবু তালিবের দিকে প্রসারিত। মুহাম্মদ ও খাদীজার দৃষ্টি তখনও ছিল মেঝের দিকে নিবদ্ধ। এ সময় তাঁরা একে-অন্যের দিকে তাকালেন। উভয়ের মনে যেন একই ধরনের এক ভাবাবেগ উৎসারিত হল।

খাদীজার চোখে মুহাম্মদ দেখলেন স্বর্গীয় অনুরাগের আলো; তাঁর কালো চোখ ও দীর্ঘ চোখের পাতায় তিনি দেখতে পেলেন অনন্তকাল ও সৃষ্টির গোপন রহস্য উদঘাটনের চাবি। তাঁর চোখ যেন মুহাম্মদের কাছে আয়না হিসেবে প্রতিভাত হল এবং ঐ আয়নায় প্রতিবিম্বিত হল নতুন ও বিস্ময়কর পৃথিবীর সবকিছু, স্পষ্টভাবে।

মুহাম্মদের দৃষ্টিতে খাদীজা দেখলেন আধ্যাত্মিক আলোর উজ্জ্বলতা। তিনি বলতে পারেন না কখন তিনি মুহাম্মদের চোখে প্রতিবিম্বিত সৃষ্টির গোপন রহস্য দেখতে পান।

খাদীজার মাধ্যমে মুহাম্মদ এক নতুন জগতে প্রবেশ করলেন, আর মুহাম্মদের মাধ্যমে খাদীজা প্রবেশ করলেন নতুন ও দীপ্তিময় এক জগতে।

সবাই জানত, এ বিয়ের ব্যাপারে খাদীজা নিজেই পরিকল্পনা করেন এবং নিজেই তাঁর পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। এখন তারা দেখল ও অনুভব করল আত্মার বিনিময় ও দুই মনের মিলনের দীপ্তিময় পরিণতি।

খাদীজার তাঁর হৃদয়ের চেয়ে বেশি এমন কিছু মুহাম্মদকে দিলেন - তা মানুষের সাধারণ ভালবাসার চেয়ে অনেক, অনেক কিছু বেশি। খাদীজার সেই অপার্থিব ভালবাসার পথ ধরে মুহাম্মদ প্রবেশ করলেন আল্লাহর ভালবাসার একক সত্য ও অনন্তকালের উদ্যানের ভালবাসার আবেষ্টনে।

তাদের বাহ্যিক দেহ বিয়ের উৎসবে রইল, কিন্তু তাঁদের আত্মা চলে গেল অনেক দূরে - অমলিন ও পবিত্র এক জগতে। আশীষপূত এ মিলনে সব অতিথি খুশি মনে চলে যাওয়ার পর খাদীজার গৃহের দরজা থেকে কৃতজ্ঞচিত্ত গরীবদের উল্লাসমুখর কণ্ঠ ভেসে এল। পর্যাপ্ত উত্তম খাদ্য থেকে তারাও বাদ পড়েনি।

www.pathagar.com

সত্যের অনুসন্ধানে মুহাম্মদ

'তোমাদের জন্য আমি বেশি ভয় করি সম্পদ ও ক্ষমতা। আর এ বিশ্বে এ দু'টো জিনিস তোমাদের ওপর অর্পিত হবে।

- মুহাম্মদ

একটা নতুন ও সমৃদ্ধিশালী জীবন শুরু হল মুহাম্মদের। জীবনকে আরাম-দায়ক ও মর্যাদাপূর্ণ করার জন্য খাদীজার গৃহে অনেক কিছু ছিল - মুক্তা, মসূল ও সিরিয়ার সুন্দর রেশমী কাপড়, মূল্যবান কার্পেট, সিরিয়ার পিতল-পাত্র, লণ্ঠন এবং খোদাই করা চেয়ার, টেবিল, হাতির দাঁত। খাদ্য রাখার জন্য উজ্জ্বল মাটির পাত্র - আরবরা এর নির্মাণ কৌশল শেখে পারস্য থেকে। পারস্য, হিরা ও রোম থেকে সংগৃহীত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা রাখার সিন্দুক। গৃহপালিত পশু ও ভেড়ার পাল। কিন্তু এসব জিনিস মুহাম্মদের জীবনে কোন প্রভাব ফেলল না - পূর্বের জীবন যাপন পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করলেন। তাঁর অতি সাধারণ জীবন-যাপন পদ্ধতি অব্যাহত রইল, লোকের ভিড় থেকে তিনি নির্জনতা পছন্দ করলেন। আগের মত তিনি গরীবদের বাড়িতে যেতেন এবং একইভাবে একা একা পর্বতে চলা-ফেরা করতেন।

তিনি তাহলে কিসের অনুসন্ধানে ছিলেন? তিনি কী চাচ্ছিলেন?

পঁচিশ বছর বয়সের সময় সম্পদ ও সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হলে যে কোন লোক সুখী হয়। যৌবন এবং সম্পদ এ দু'টি জিনিস সবাই চায়। এ দু'টো বিষয় থাকলে পার্থিব আনন্দ ও উপভোগের পথ সবার কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ দু'টি বিষয় অন্যের কাছে যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, মুহাম্মদের ওপর তা কোন প্রভাব ফেলতে পারল না। তাঁর যৌবনের প্রাথমিক অধ্যায় অতিবাহিত হয়েছে তৎকালীন সমাজের প্রচলিত ধারার মধ্যে। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর অনুসারীদের পরে বলেন ঃ 'তোমাদের জন্য আমি সবচেয়ে বেশি ভয় করি সম্পদ ও ক্ষমতা - আর এ বিশ্বে এ দু'টি জিনিস তোমাদের ওপর অর্পিত হবে।'

www.pathagar.com

সন্ধ্যার দিকে কুরাইশ প্রধানরা কা'বা গৃহের প্রাঙ্গণে অনিয়মিত বৈঠকে বসত। এটা তাদের একটা রীতি হয়ে দাঁড়ায়। এসব কুরাইশ প্রধানের মধ্যে ছিল আবদুদ দর-এর পুত্ররা, সাফওয়ান বিন উমাইয়া, উৎবা, ওয়ালিদ বিন মুগিরা, আবু সুফিয়ান, আবু জাহল, উসমান বিন আফফান (পরবর্তীকালে খলিফা) প্রমুখ। উসমান এত সম্পদের অধিকারী হন যে, নিহত হওয়ার দিন তাঁর সম্পদের পরিমাণ ত্রিশ মিলিয়ন দিরহামের চেয়ে বেশি ছিল। ঐসব কুরাইশ প্রধানরা মূল্যবান পোশাক পরিহিত অবস্থায় পায়ের ওপর পা তুলে বণিকদের মুনাফা, তাদের নিজেদের মুনাফা, আরব, সিরিয়া ও পারস্যের বিভিন্ন খবর নিয়ে আলোচনা করত।

তাদের আলোচনার কথা শোনা যায়, এমন কাছাকাছি স্থানে জড়ো না হয়ে বসে থাকত গরীব লোকেরা। তাদের গায়ে ছিন্ন বস্ত্র, মাথা উঁচু করে তারা ঐ আলোচনা শুনত আহত ও ঈর্ষান্বিত দৃষ্টি প্রসারিত করে।

কেন? কারণ ঐ মুনাফায় তাদের কোন অংশ ছিল না। ঐসব আলোচনার কথা তারা সম্ভবত বাড়িতে ফিরে তাদের ছেলেমেয়েদের কাছে বলতে চাইত; অথবা তারা সম্ভবত পরবর্তী যুদ্ধে যোগদান করার আহ্বানের অপেক্ষায় থাকত, যেখানে তাদের মৃত্যু হত পঙ্গপালের মত। অতীতের যুদ্ধক্ষেত্রের অনেক ক্ষতচিহ্ন তাদের দেহে আছে। তবে তাদের মনের ক্ষতচিহ্ন দূর করার জন্য মুহাম্মদ চেষ্টা করতেন। এজন্য তিনি খাদীজার সম্পদই শুধু ব্যবহার করতেন না, তিনি তাদেরকে শোনাতেন সান্ত্বনার বাণী।

খাদীজার গর্ভে মুহাম্মদ তিনটি পুত্র সন্তান লাভ করেন - এরা হল কাসিম, তাইয়াব ও তাহির। কিন্তু এ তিনজনের কেউই বেশি দিন বাঁচেননি। মুহাম্মদের বয়স যখন ত্রিশ, তখন তাঁর প্রথম কন্যা জয়নাব জন্মগ্রহণ করেন। এর তিন বছর পর জন্মগ্রহণ করেন রুকাইয়া এবং তারপর উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা জন্মগ্রহণ করেন।

মুহাম্মদ তাঁর সাংসারিক জীবনে গভীরভাবে সুখী ছিলেন। নক্ষত্রালোকিত মরুভূমিতে তাঁর গভীর ধ্যান, দুস্থদের দেখা-শোনা এবং জনগণের আচার-আচরণ ও রীতি-নীতি তিনি পর্যবেক্ষণ করতেন গভীর আগ্রহের সাথে।

মক্কার বাজারে একদিন একদল লোককে জুয়া খেলতে দেখে তিনি দাঁড়ালেন। একজন লোক খেলায় মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়েছে বলে মনে হল। তবু সে খেলা ছাড়তে রাজি ছিল না। একের পর এক সে তার গৃহ হারাল, তার উট হারাল এবং শেষে বিজয়ী লোকটির কাছে সে দশ বছরের দাসত্ব গ্রহণ করল। সেদিন মুহাম্মদ পর্বতে বেশি সময় কাটালেন এবং বাড়ি ফিরলেন অনেক রাতে।

একদিন খাদীজার ভৃত্যরা এসে মুহাম্মদকে জানাল, একজন বেদুইন মহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে এবং সে তাঁর সাথে দেখা করতে চায়। মুহাম্মদ তাকে দেখতে গেলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর প্রিয় দুধমাতা হালিমা দরজায় দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

আছেন। আদর করে তিনি তাঁর দেহে সফরজনিত কারণে লেগে থাকা ময়লা মুছে দিলেন এবং তারপর তাঁকে খাদীজার কাছে নিয়ে গেলেন।

হালিমার শরীর এখন অনেক রোগা হয়ে গেছে, তাঁর দেহ ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেছে। তাঁর মুখের চামড়া কুঞ্চিত হয়েছে এবং দীপ্তি মিলিয়ে গেছে। দারিদ্র্য ও অভাবের কারণে তাঁর দেহের সব শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

তিনি খাদীজাকে বললেন ঃ 'মুহাম্মদ যতদিন আমাদের কাছে ছিল ততদিন আমরা সুখেই ছিলাম। আমাদের সব ভেড়া ছিল মোটা-তাজা, তাদের বাঁট ছিল দুধে পূর্ণ। আমাদের জমি ছিল সতেজ ও উর্বর এবং আমাদের পাত্রে পানি ভরা থাকত। মুহাম্মদের শিশুকাল কত সুন্দরভাবেই না কেটেছে! আমাদের কাছে মনে হত, আমাদের সব জিনিসের ওপর তাঁর দৃষ্টি আশীর্বাদ বর্ষণ করত। কিন্তু যেদিন সে আমাদের ছেড়ে চলে আসে সেদিন থেকে আমরা যেন গভীর গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছি। শত চেষ্টা করেও আমরা সেই গভীর গর্ত থেকে ওপরে উঠতে পারছি না।'

হালিমার কথা শুনে মুহাম্মদ ও খাদীজা গভীর দুঃখ প্রকাশ করলেন।

হালিমা বললেন ঃ 'আমাদের সেই বড় মেষপালের কথা তোমার মনে আছে মুহাম্মদ? এখন আর তা নেই। এক খরার বছরে ঐসব ভেড়া অসুস্থ হয়ে মারা যায়। ঐ সময় আমাদের ঐ উপত্যকায় কোন সবুজ পাতা ছিল না। তাদের খাওয়ানোর মত মরুভূমিতে কিছুই ছিল না। আমার স্বামী, আমার ছেলেমেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে, আমিও অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমাদের কষ্টের দিন মনে হয় অনন্ত কালের জন্য। দুর্ভাগ্যের এ কষ্ট আমরা আর সহ্য করতে পারছি না। কিন্তু তোমার কথা হারিছ ও দামরা কখনও বিস্মৃত হয়নি!'

কান্নায় হালিমা ভেঙে পড়লেন। তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে এল।

হালিমার কথা শুনতে শুনতে মুহাম্মদ বেদুইন শিবিরে তাঁর শৈশব জীবনের সাধারণ দিনগুলোর কথা স্মরণ করলেন।

তিনি বললেন ঃ 'প্রিয় দুধ-মা আমার। সব সময় আল্লাহর ওপর ভরসা করবেন। পাখিদের যেমন তিনি আহার যোগান, তেমনি তিনি আপনাদেরও দৈনন্দিন খাবার দেন। লোভ থেকে নিজেকে সম্বরণ করুন। আত্মা হল আল্লাহর অবস্থানের স্থান। সেখানে শয়তানের বসবাসের সুযোগ করে দেবেন না।'

অশ্রুভারাক্রান্ত মনে হালিমা তার সান্ত্বনার কথাকে স্বাগত জানালেন। মুহাম্মদ তাঁর হাত ধরে সান্ত্বনা দিলেন। তিনি তাঁকে দিনের বাকিটা সময় তাঁদের সাথে থাকার অনুরোধ করলেন। পারস্যের পেস্তা ও মধু দিয়ে তিনি নিজের হাতে হালিমার জন্য খাবার প্রস্তুত করলেন।

ঐদিন সন্ধ্যার দিকে হালিমা যখন তাঁদের গৃহত্যাগ করার উদ্যোগ নিলেন তখন মুহাম্মদ কানে কানে খাদীজাকে কিছু বললে তিনি মৃদু হাসেন।

www.pathagar.com

হালিমার দিকে ফিরে খাদীজা বলেন ঃ 'মুহাম্মদের কাছে আপনি যেমন প্রিয়, আমার কাছেও আপনি তেমনি প্রিয়। সামান্য একটা উপহার গ্রহণ করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।'

তাঁরা তিনজনই এক সাথে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। এ সময় সূর্য ডুবে যাচ্ছিল এবং মরুভূমি থেকে সব ভেড়ার পাল ঘরে ফিরছিল। শহর থেকে উপত্যকা পর্যন্ত পুরো এলাকা এবং পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল ভেড়া ও ছাগলের পাল এবং উটের বহর। সূর্যাস্তের আলোয় দেখা যাচ্ছিল তারা সব বাড়ি ফিরছে। স্বাস্থ্যবান ছাগলগুলো দুর্বল ও শান্ত ভেড়ার চারপাশে দৌড়-ঝাঁপ দিচ্ছিল, শিশু উটগুলো তাদের মায়েদের পেছনে দৌড়াচ্ছিল। রাখাল ছেলেরা এমন অদ্ভুত শব্দ করছিল যা তাদের নিজ নিজ পশুর পালের কাছে পরিচিত। সবার সামনে ছিল খাদীজার অনেক পশুর পাল।

খাদীজা আস্তে আস্তে বললেন ঃ 'সামনে যে ভেড়ার পালটি রয়েছে তা আপনি নিয়ে যান।'

হালিমার চোখ থেকে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার অশ্রু ঝরে পড়ল। তাঁর মনে যে আনন্দের বান বয়ে গেল তা তিনি কথায় প্রকাশ করতে পারলেন না। দু'হাত দিয়ে তিনি মুহাম্মদের মাথা ধরে তাতে চুম্বন করলেন। এরপর তিনি নতুন জীবনের আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে ঐ ভেড়ার পালের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

মুহাম্মদ ও খাদীজা তাঁর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হালিমা পশুর পাল নিয়ে মরুভূমির পথ ধরলেন।

পরদিন খাদীজার ভাই-এর ছেলে হাকিম বিন হিজাম সিরিয়া থেকে বেশ কয়েকজন ভৃত্য নিয়ে এল। তৎকালীন সময়ে দাস ব্যবসা বেশ ব্যাপক ছিল এবং তা ছিল খুবই লাভজনক। যাদেরকে দাস হিসেবে ক্রয়-বিক্রয় করা হত তারা হয় আফ্রিকার নিগ্রো, আর না হয় আরবদের মধ্যেকার বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের যুদ্ধবন্দী।

সফরের সময় হাকিম বেশ কয়েকজন যুবক দাস ক্রয় করে। এর মধ্যে একজনের নাম জায়েদ বিন হারিছ। সে বনি কালব গোত্রের সন্তান এবং ঐ গোত্রের লোকেরা বাস করত দু'মাত আল-জন্দলের নিকটবর্তী এলাকায়। বনি কালব গোত্রের শত্রুর লোকেরা জায়েদকে চুরি করে এবং একের পর এক হাত বদল হতে হতে সে মক্কায় আসে হাকিমের দাস হয়ে। যে কোন একজনকে বেছে নেওয়ার জন্য হাকিম খাদীজাকে অনুরোধ করলে খাদীজা বেছে নেন জায়েদকে।

মুহাম্মদ ছেলেটিকে তার পরিবার ও পিতা-মাতা সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেন। ছেলেটির জবাব শুনে তাঁর কথা আস্তে আস্তে থেমে যায় এবং তিনি গভীরভাবে

www.pathagar.com

চিন্তামগ্ন হয়ে ওঠেন। অবশেষে তিনি খাদীজাকে বলেন ঃ 'এ ছেলেটিকে আমি আমার কাছে রাখতে চাই।'

স্বামীর কথায় খাদীজা রাজী হলেন। মুহাম্মদ তখনই জায়েদকে মুক্ত করে দেন। কিন্তু মুহাম্মদের গৃহ জায়েদ ত্যাগ করল না। সে তাঁর কাছেই রয়ে গেল মুহাম্মদের সন্তানের মত হয়ে।

জায়েদকে হারিয়ে তার পিতামাতা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সন্তান হারিয়ে তার পিতা একেবারে ভেঙে পড়ে। সে একা একা পথে পথে ঘুরে বেড়াতে থাকে। আশেপাশের এবং দূরের অনেক গোত্রের লোকদের কাছে সে যায় পুত্রের খোঁজে। রাতে সে মরুভূমির মধ্যে ঘুরে বেড়াত। তার আশা ছিল, অন্ধকারের মধ্যে সে হয়ত তার পুত্রের দেখা পাবে। পথ চলার সময় সে সান্ত্বনাহীন এ কবিতা আবৃত্তি করত ঃ

'জায়েদের জন্য আমি গভীরভাবে
ক্রন্দন করেছি;
সত্যি সত্যি আমি জানি না, তার কী হয়েছে।
পুত্র আমার! তুমি কি হারিয়ে গেছো
মরুভূমি বা পর্বতের মাঝে?
না, তোমার মাথার ওপর
সদয় ভাগ্য তোমাকে আকড়িয়ে রেখেছে?
আমি এ বিশ্বের কাছে চাই
শুধু তোমার প্রত্যাবর্তন।
সূর্য যখন উদিত হয়, তখন
তোমার কথা আমার মনে হয়;
সূর্য যখন অস্ত যায়, তখন
তার স্মৃতি আমার কাছ সত্য বলে প্রতিভাত হয়।
বাতাস যখন প্রবাহিত হয়, তখন
সেই বাতাস আমাকে তার চিন্তাকে উজ্জীবিত করে।
হে খোদা, আর কত দিন ধরে আমি
আমার দুঃখ, সন্তানের জন্য আমার ভয় সহ্য করব?
এ দুনিয়ায় আমার বিশ্রামের স্থান
আমার সাদা উটের পিঠ,
তাকে খুঁজতে আমার ক্লান্তি নেই,
আমার উটও ক্লান্ত হবে না।'

www.pathagar.com

বিষণ্ণতার মাঝে হারিছ এভাবেই অতিবাহিত করতে থাকল তার দিন ও রাত।

অনেক অনুসন্ধান ও খোঁজাখুজির পর হারিছ জানতে পারে, জায়েদকে মক্কায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সে মক্কায় গিয়ে সরাসরি মুহাম্মদের বাড়িতে গেল এবং পুত্রকে দেখতে পেয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তাদের এ মিলন দৃশ্য দেখে মুহাম্মদ খুশিতে আপ্লুত হলেন।

'প্রথম দিনেই আমি তোমাকে মুক্ত করে দেই আজকের এ মিলনের জন্য। এখন তোমার পিতা এসেছে, তুমি তার সাথে চলে যাও।'

কিন্তু জায়েদ তার পালক-পিতার সাথে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করল। হারিছ চেয়েছিল তার পুত্রের জন্য শান্তি। সে দেখল তার পুত্র একজন উত্তম ব্যক্তির কাছে নিরাপদে আছে। তাই সে জায়েদকে রেখে যেতে রাজি হল। জায়েদ এখন মুহাম্মদের নিজের পুত্র বলে পরিচিত এবং সবাই তাকে জায়েদ বিন মুহাম্মদ বলে জানে।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ ও কুরাইশ জনগণ

'মুহাম্মদ - খোদা তাঁকে পাঠিয়েছেন। তিনি এমন একজন মানুষ, যাঁর কথা আমরা সবাই গ্রহণ করতে পারি।'

পর পর কয়েক বছর বৃষ্টি না হওয়ার কারণে মক্কার মাটি শুকিয়ে চৌচির হয়ে গেল। আকাশ শুষ্ক ও মেঘশূন্য হয়ে রইল। শহরের চতুর্দিকের কালো পর্বতের ওপর পতিত সূর্যের প্রখর তাপ শহরকেই উত্তপ্ত করে তুলল। ছাগলের পায়ের খুরের মত শহরের মাটি চিরে দু'ভাগ হয়ে গেল।

কোন সময় বছরের বৃষ্টি দেরিতে হলে শহরের লোকেরা হুবল দেবতার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করত আকাশ থেকে আশীর্বাদের বৃষ্টি ঝরাতে। কিন্তু দু'বছর ধরে বার বার আবেদন জানানো সত্ত্বেও কোন ফল পাওয়া গেল না। এ দু'বছর গ্রীষ্মকাল আরও উত্তপ্ত হয়েছে। সন্ধ্যার সময় আবহাওয়া থাকত দুপুরের মত উত্তপ্ত, আর দুপুরের আবহাওয়া থাকত কামারের জ্বলন্ত চুল্লির মত উত্তপ্ত। উত্তপ্ত বাতাস প্রবাহিত হত প্রচণ্ডভাবে এবং বাতাসের তাপে মানুষের চোখ-মুখ যেন পুড়ে যেত। ছাদের ওপর রেখে আসা পাত্রের পানি উত্তপ্ত বাতাসে শুকিয়ে যেত। কা'বা গৃহের চারপাশে বিছানো পাথরের ওপর দিনে কয়েকবার পানি ছিটিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু সূর্যের তাপে ঐসব পাথর এত গরম হয়ে যেত যে, উত্তপ্ত আবহাওয়ার সাথে অতি পরিচিত আরব জনগণও তার ওপর দিয়ে খালি পায়ে হাটতে পারত না - ঐ পাথরের ওপর দিয়ে তারা প্রায় দৌড়ে অতিক্রম করত। মানুষেরা কোন ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নিত। কিন্তু এসব স্থানে মশা আগে থেকেই স্থান করে থাকত। কোন ছায়া ঘেরা স্থানে মশার গুনগুন শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যেত। মানুষের চামড়ার ওপর মশার কামড়ের দাগ অনেকক্ষণ ধরে দেখা যেত এবং গাল ও কপালে মশার কামড়ের ব্যথায় তারা চিৎকার করে উঠত। মশাকে মারার অভিপ্রায়ে গালে ও কপালে থাপ্পড় মারার শব্দও শোনা যেত। পানির অভাব, দুর্ভিক্ষ, উত্তপ্ত হাওয়া, পশুর জীবন নাশ ইত্যাদির ব্যাপারে তারা অভিযোগ করত।

www.pathagar.com

তৃতীয় বছরের শরৎকালে আকাশে কালো মেঘ দেখা গেল, মেঘের গুড় গুড় শব্দ শোনা গেল এবং আকাশে সাপের মত বিদ্যুৎ চমকানির রেখা দেখা গেল। হঠাৎ প্রচুর এবং অব্যাহত বৃষ্টি শুরু হল। অব্যাহত বৃষ্টির শব্দের সাথে সাথে বিভিন্ন ঘর থেকে বাঁশি ও তাম্বুরার শব্দ ভেসে এল। বাঁশি ও তাম্বুরার শব্দের মধ্য দিয়ে তারা তাদের আনন্দ প্রকাশ করল। ভারী বৃষ্টির সাথে সাথে তাদের আনন্দের মাত্রাও বেড়ে গেল। কিন্তু পরিবর্তনযোগ্য এ বিশ্বের কোন কিছুই পরিবর্তন থেকে মুক্ত নয়। তাদের আনন্দ ক্রমেই পরিবর্তিত হল দুঃখে এবং আস্থা পরিবর্তিত হয়ে ভীতির কারণ হল।

ঘন্টার পর ঘন্টা ভারী বৃষ্টিপাত হল। মনে হল, মশকের মুখ খুলে দেওয়ার মত আকাশ উন্মুক্ত হয়ে আছে। পাহাড় ও উচ্চ পর্বতে পড়া বৃষ্টির পানি নিচের দিকে প্রবল স্রোতে প্রবাহিত হল। পর্বত থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢালু পথে পানি গড়িয়ে পড়ল। সেখান থেকে ঐ পানির স্রোত প্রবাহিত হল শহরের বিভিন্ন অংশে। শহরের অভিজাত এলাকা বাতহা, কা'বা গৃহ এবং আশপাশের এলাকায় পানির প্রবল স্রোত দেখা গেল। শহরের সব এলাকা বন্যাপ্লাবিত হল। ছোট ছোট গলিপথে পানির স্রোতের তীব্রতা বেশি করে দেখা গেল। ঐ স্রোতের সাথে ভেসে গেল পশুর দেহ, টিকটিকি এবং রাস্তার ওপর নিক্ষিপ্ত জঞ্জালের স্তূপ। কয়েকদিন পর সমগ্র শহরে বিরক্তিকর গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। নূহের নৌকার মত কা'বা গৃহ পানির ওপর দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তার মধ্যে হুবল ও তার মত অন্যান্য মূর্তি ছাড়া আর কেউ ছিল না। কালো পাথর পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় এক মানুষ সমান উচ্চতা পর্যন্ত পানি উঠল। ধূপ বা ধূনার সুগন্ধ, যা হুবলের গৃহে ব্যাপ্ত থাকত, এখন বিরক্তিকর দুর্গন্ধে পরিণত হল। আটকে থাকা পানির তলার কাদায় ঐ গৃহ পূর্ণ হয়ে গেল। ছোট ছোট রাস্তার ওপরও পাথর, বালি, মাটি, জঞ্জাল ও পানির মাটিমিশ্রিত তলানি জমে থাকতে দেখা গেল।

কী অবস্থা হয়েছে, তা দেখার জন্য অনেক লোক কা'বা গৃহের কাছে জমায়েত হল, অথবা এমন হতে পারে, হুবলের গৃহ বন্যার পানি দখল করেছে, সেজন্য তারা হুবলের প্রতি সমবেদনা জানাতে এসেছে। সমগ্র এলাকাটি সাগরের মত মনে হল, মাঝে মাঝে ঐ পানিতে গাছের দু'-একটা পাতা ভেসে যেতে দেখা গেল। কা'বা গৃহের ওপর একটা রহস্যময় নীরবতা বিরাজিত ছিল। মূর্তিগুলোর উদ্বেগ ও আকুলতা যেন সবার দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে দেখা গেল। হুবলের উপাসনাকারীদের দৃষ্টি অবনত হল; কারণ তারা হুবলের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে তার প্রতি আর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারবে না। কেবলমাত্র জুবায়েরের মত অতি উৎসাহী ভক্ত সাঁতার দিয়ে সাতবার কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করল। তার এ কাজের জন্য সবাই প্রশংসা করলেও তার দৃষ্টান্ত কেউ অনুসরণ করল না। দুওয়াইক নামে এরপর একজন আরব সাঁতার দিয়ে কা'বা গৃহে প্রবেশ করল। কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করা তার

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য ছিল না, তার উদ্দেশ্য ছিল হুবলের অবিশ্বাসনীয় সম্পদ চুরি করা। ঐ লোকটি সম্পর্কে বলা হত ঃ 'সে এমন চালাক চোর যে, চোখের কাজলও সে চুরি করে আনতে পারত।'

জড়ো হওয়া ময়লা, জঞ্জাল এবং জলাবদ্ধতার কারণে কিছু দিনের মধ্যেই শহরে রোগ ছড়াতে শুরু করল। প্রায় প্রতি গৃহেই কলেরা ও বসন্ত রোগ দেখা দিল। লোকেরা বিশ্বাস করল যে, হুবলের সাহায্যে তারা না যাওয়ার কারণে অথবা তার সম্পদ চুরি করে ঐ স্থানকে অপবিত্র করার কারণে তাদের ওপর ঐ বিপদ আপতিত হয়েছে।

ফলে মক্কা শহরে ধ্বংসলীলা দেখা গেলেও মরুভূমিতে সবুজ উদ্ভিদের আগমন লক্ষ্য করা গেল। অনুর্বর সমভূমিতে আনন্দের বারতা বয়ে গেলেও শহরের লোক-দের মধ্যে বিষণ্নতার ভাব দেখা গেল। অবশেষে বৃষ্টির পানি শুকিয়ে গেলে দেখা গেল, কা'বা গৃহের দেয়ালগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। অনেকে হুবল মূর্তির ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করল। কারণ পানির স্রোতে তা ভেসে যেতে পারত, যা কেউ তা চুরি করেও নিয়ে যেতে পারত।

কাউন্সিল হল অর্থাৎ জনগণের গৃহে সবাই মিলিত হল এবং কা'বা গৃহের বিষয়টি কুরাইশদের সামনে আলোচনার জন্য উপস্থাপন করা হল। এ কাউন্সিল হলে তারা তাদের সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করত এবং সমস্যার সমাধান করত। এ সময় মক্কার প্রশাসন পরিচালিত হত 'প্রবীণ'দের পরিষদ কর্তৃক। তারা কাজ করত পরামর্শক পরিষদ হিসেবে এবং তাদের মর্যাদা ছিল প্রজাতন্ত্রী সরকারের মত। কুরাইশ প্রধানরা এ সময় সর্বসম্মতভাবে কা'বা গৃহ পুনঃনির্মাণের পক্ষে মত প্রকাশ করল। প্রবীণ ঐ লোকেরা মূল কা'বা গৃহ পুনর্নির্মাণের কথা চিন্তা করল না। তারা চিন্তা করল পুরনো দেওয়াল পর্যন্ত নির্মাণের কথা। নবীনরা সিদ্ধান্ত নিল, পুরনো সব দেওয়াল ভেঙে ফেলে সেখানে নতুন দেওয়াল নির্মাণ করতে হবে।

আলোচনার এ সময় মক্কায় সংবাদ পাওয়া যায়, জেদ্দার কাছে পাথর বেষ্টিত উপকূলে একটা গ্রীক জাহাজ ধ্বংস হয়ে আছে। কা'বা গৃহ পুনঃনির্মাণের কথা যারা চিন্তা করছিল তাদের জন্য এ সংবাদ ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ থেকে কড়িকাঠ সংগ্রহ করা হল এবং তা ছাদ নির্মাণের জন্য মক্কা নিয়ে আসা হল। মক্কায় একজন কিবতি (Coptic) কাঠমিস্ত্রী বাস করত। তাকে ঐ কাজে নিয়োগ করা হল।

পরদিন কা'বা গৃহের আধা-ধ্বংসপ্রাপ্ত দেয়াল ও ভিত্তি ভেঙে ফেলার জন্য মক্কার বেকার শ্রমিকদের নিয়োগ করা হল। হঠাৎ - এরকম কাহিনীই প্রচলিত আছে, কিন্তু একমাত্র আল্লাহই সত্য সম্পর্কে অবগত আছেন - কা'বা গৃহের নিচের গভীর গর্ত থেকে একটা কালো সাপ বেরিয়ে এল। ঐ গভীর গর্তে মূর্তিগুলোর সম্পদ অর্থাৎ ভক্তদের দেওয়া উপহার সামগ্রী জমা রাখা হত। দেওয়ালের ওপর

www.pathagar.com

উঠে সাপটি তার জিহ্বা বের করল, মনে হল, আকাশের দিকে বিদ্যুৎ চমকে গেল। যেসব শ্রমিক দেওয়াল ভাঙ্গার কাজে নিয়োজিত ছিল তাদেরকে সে আক্রমণ করল। এ কথা প্রবীণদের কাছে জানানো হল এবং অতঃপর পরদিন পর্যন্ত দেওয়ালের কাজ স্থগিত করা হল।

পরদিন কাজ শুরু করার সাথে সাথে সাপটি আবার বেরিয়ে এল। বিষয়টি সমগ্র শহরের সব বাড়িতে আলোচিত হল এবং সবাই এটাকে অমঙ্গলজনক লক্ষণ বলে মনে করল। কা'বা গৃহের মূল ভিত্তি যারা না ভাঙ্গার পক্ষে ছিল তাদের মত সমর্থনকারীর সংখ্যা বেড়ে চলল। পরিশেষে প্রবীণদের পরিষদ সিদ্ধান্ত নিল, সাপটা যদি আবার আসে তাহলে দেয়াল ভেঙে ফেলার পরিকল্পনা বাতিল করা হবে।

তৃতীয় দিন কুরাইশরা কা'বা গৃহে কাজ করার সময় সেখানে বহু লোক জড়ো হয়। কালো সাপটা আবার আবির্ভূত হল। দেওয়ালের ওপর উঠে সে তার মাথা উঁচু করে রইল। উপস্থিত লোকদের দিকে সে তার অগ্নিশিখার মত জিহ্বা বের করল। সবার মুখ থেকে হতাশার কথা বেরিয়ে এল। কাজ বন্ধ রাখার জন্য সবাই প্রবীণ লোকদের কাছে অনুরোধ জানাল। ঠিক সেই মুহূর্তে কা'বা গৃহের ওপর একটা পাখিকে উড়ে আসতে দেখা গেল। পাখির ডানা দু'টো খুবই বড়, তার নখর বিশিষ্ট থাবা নীলাভ রঙের মত। দেহের নিচে তার ঐ দৃঢ় থাবা স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল। প্রথমে সে অনেক ওপরে উড়ছিল, পরে সে আস্তে আস্তে অনেক নিচুতে উড়তে শুরু করল। তার হলুদ পা ও তীক্ষ্ণ ঠোঁট স্পষ্টভাবে দেখা গেল। সবাই আকাশের দিকে পাখিটির প্রতি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। তাদের মুখ থেকে অনেক অস্পষ্ট কথা বেরিয়ে এল।

পাখিটা তখনও উড়ছিল এবং আস্তে আস্তে নিচের দিকে অবতরণ করছিল। সে তার দু'চোখ দিয়ে নিচের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখছিল। পাখির আগমন নিয়ে অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করল। পাখিটি এত নিচে নেমে এল যে উপস্থিত সব লোকই তার ভয়ঙ্কর মুখের চেহারা দেখতে পেল। কা'বা গৃহের ওপর আর একটা চক্কর দিয়ে সে নিক্ষিপ্ত পাথরের মত দেয়ালের ওপর এল এবং তারপর তার ঠোঁট দিয়ে কালো সাপটা ধরে আবার উড়তে শুরু করল। সাপের মাথাটা রইল তার থাবার মধ্যে, আর লেজটা এঁকে বেঁকে শূন্যে ঝুলতে লাগল। ছাতার মত দু'টো ডানা দোলাতে দোলাতে পাখিটা উড়ে গেল ওপরের দিকে। নিচ থেকে লোকেরা তাকিয়ে দেখল, পাখিটা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। পাখিটা যাত্রা করল উত্তর দিকে এবং দিকচক্রবালে গিয়ে সে মিশে গেল। প্রখর দৃষ্টির অধিকারী আরবরাও আর তাকে দেখতে পেল না।

এখন কাজ করার বাধা অপসারিত হল। কুরাইশদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেরা ভাগ ভাগ করে নতুন কা'বা গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু করল। মানুষ সমান উঁচু দেয়াল নির্মাণের কাজ শেষ হল - সমান উঁচুতে কালো পাথর স্থাপন করতে হবে।

www.pathagar.com

এ সময় কুরাইশ প্রধানদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। পূর্বপুরুষ ইবরাহীমের মত তারা ও তাদের পরিবারের সদস্যরা কালো পাথর স্থাপনের সম্মান লাভ করার উচ্চাশা পোষণ করল।

কুরাইশ বা কিনানা গোত্রের মধ্যে এমন কোন লোক ছিল না যে ঐ সম্মান থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে প্রস্তুত ছিল। অনতিবিলম্বে কথা কাটাকাটি পরিণত হল ঝগড়ায় এবং তারপর শুরু হল সংঘর্ষ। কুরাইশদের সব গোষ্ঠীর লোকেরা অস্ত্র সজ্জিত হয়ে কা'বা গৃহ ঘিরে রাখল। অবস্থা এমন হল, যে কোন মুহূর্তে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেঁধে যেতে পারে। নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে গেল এবং অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের ভীতি সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। আবদুদ দর-এর পুত্ররা পাত্র ভর্তি রক্ত নিয়ে এল। বনি আদি গোত্রের সব পুরুষ ঐ পাত্রে হাত ডুবিয়ে প্রতিজ্ঞা করল, তারা ছাড়া আর কাউকে ঐ কালো পাথর স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হবে না।

এ ধরনের যুক্তি-তর্কের কারণে নির্মাণ কাজ চার দিন যাবৎ বন্ধ হয়ে রইল।

সমস্যা সমাধানের জন্য দীর্ঘ আলোচনার পর পঞ্চম দিনে কুরাইশ প্রবীণরা উপস্থিতদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তিত্ব আবু উমাইয়া বিন মুগিরার প্রস্তাব গ্রহণ করল। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল, আগামীকাল সকালে পবিত্র গেট দিয়ে যে ব্যক্তি কা'বা গৃহের প্রাঙ্গণে প্রথম প্রবেশ করবে সে এ বিষয়ে ফয়সালা করবে এবং তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক বলে পরিগণিত হবে।

পরদিন সকালে সবাই ঐ গেটের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রইল।

পঁয়ত্রিশ বছরের এক যুবককে ঐ পথে আসতে দেখা গেল।

জনতা যেন উল্লাসে ফেটে পড়ল ঃ 'মুহাম্মদ! খোদা তাঁকে পাঠিয়েছেন। তিনি এমন একজন মানুষ যাঁর কথা আমরা সবাই গ্রহণ করতে পারি।'

বিষয়টা মুহাম্মদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলা হল। তিনি তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের একটা বড় কাপড় আনতে বললেন। আরবরা যে বড় ঢিলা জামা পরিধান করত তা কোট থেকে শুরু করে কম্বল হিসেবে ব্যবহার করা হত। এখন সেই ঢিলা কাপড় নতুন এক কাজে ব্যবহার করা হল। মুহাম্মদ ঐ কাপড়খানা মাটির ওপর বিছিয়ে দিলেন এবং নিজের হাতে কালো পাথরখানি কাপড়ের মাঝখানে রাখলেন।

'বিবাদে লিপ্ত সব গোত্রের মধ্যে থেকে একজন করে লোক এ কাপড়ের ধার ধরুন এবং এক সাথে পাথরখানি উঁচু করুন।'

কুরাইশ প্রধানরা এক সাথে ঐ পাথরখানি উঁচু করে নির্দিষ্ট স্থানের সমান করে ধরল, আর মুহাম্মদ নিজের হাতে ঐ পাথরখানি তুলে কা'বা গৃহের উত্তর কোণায় নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করলেন।

এভাবেই, ইবরাহীমের পর মুহাম্মদই হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহর ঘরের কালো পাথরখানি নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করেন।

www.pathagar.com

বলা হয়ে থাকে, ৬০৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে, অর্থাৎ কা'বা গৃহ পুনঃনির্মাণের পর পরই মক্কায় মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ঐ দুর্ভিক্ষে বহু লোক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদীজার সম্পদ দিয়ে মুহাম্মদ মানুষের কষ্ট অনেকটা লাঘব করেন। তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবের সমস্যার ব্যাপারে বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন। এক দিন তিনি তাঁর অন্য এক সম্পদশালী চাচা আব্বাসকে বলেন যে, তাঁদের আবু তালিবের জন্য কিছু করা উচিত। আবু তালিবের ছিল চারজন পুত্র - তালিব, আকিল, জাফর ও আলী। মুহাম্মদ ও আব্বাস মনে করেন, তাঁরা দু'জন আবু তালিবের দুই পুত্রকে গ্রহণ করলে তাঁর সংসারের ভার কিছুটা লাঘব হবে।

আবু তালিব তাঁদের কথায় সম্মত হয়ে বলেন ঃ 'ভাল কথা, আমার কাছে তালিব ও আকিল থাকুক। অন্য দু'জনের মধ্য থেকে তোমরা যাকে খুশি নিয়ে যাও।'

আব্বাস গ্রহণ করেন জাফরকে, আর মুহাম্মদ পাঁচ-বছর বয়স্ক আলীকে নিজের ঘরে নিয়ে আসেন। চাচার জন্য এ কাজ করতে পেরে তিনি খুবই আনন্দিত হন।

www.pathagar.com

পাঠ করুন...!

'পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।'

- কুরআন - সূরা ৯৬ ঃ ১-৫

মক্কার পার্শ্ববর্তী একটা পর্বত ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। ঐ পর্বতের সাথে একজন মানুষের কথা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। ঐ পর্বতকে মক্কা থেকে সরিয়ে নিন এবং ঐ পর্বত থেকে লোকটিকে সরিয়ে নিন - দেখবেন, সেখানে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, আছে শুধু কয়েকটা উপকথা। আর থাকবে মক্কা ও এর প্রচন্ড তাপ, এর শুষ্ক বিস্তীর্ণ অনুর্বর মাঠ এবং উঁচু পর্বত।

কিন্তু আলোর পর্বতকে মক্কায় ফিরিয়ে দিন এবং ঐ পর্বতের হেরা গুহায় মুহাম্মদকে স্থাপন করুন - দেখবেন, মক্কা সবকিছু হয়ে গেছে, মক্কা হয়ে গেছে মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু। মক্কাকে বিবেচনা করা হয় একটা মহান নবজাগরণের উৎসভূমি, এ শহর মুহাম্মদকে দিয়েছে সারা বিশ্বের কাছে, এ শহর সারা বিশ্বের মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে একটা নতুন জীবন বিধান ও নৈতিকতা। অনেক বিশ্ববিজয়ী শহরকেও মক্কা তার প্রভাবশালী কর্তৃত্বের অধীনে এনেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের পবিত্র ভূমি হয়েছে মক্কা। এখানে এসে লোকে চিৎকার করে বলে ঃ 'হে আল্লাহ! তোমাকে অভিবাদন জানাই!' এ পৃথিবীতে তাদের সাদা পোশাকে অবস্থানকে প্রতিশ্রুত পুনরুত্থান দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঐ পর্বত, আল্লাহর ইচ্ছায়, নবী মুহাম্মদের জন্ম প্রত্যক্ষ করেছে এবং তাঁকে ইসলাম ধর্ম আনতে দেখেছে। ইসলামী বিশ্বের কথা বিবেচনায় আনার সময় ঐ পর্বতের কথাও আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে। ঐ পর্বত ও ইসলামী বিশ্ব তাঁর স্মৃতিচিহ্ন - একটা যদি শিশু হয়, অন্যটি তার দোলনা, একটা মূল, অন্যটি তার

www.pathagar.com

শাখা, একটা নীরব অন্যটি কথা বলার জন্য নিযুক্ত, একটার ভিত্তি হল প্রকৃতি এবং অন্যটির ভিত্তি হল মানুষের মন।

ঐ পর্বতের অবস্থান মক্কার উত্তর পাশে - আরাফাত যাওয়ার পথে বাঁদিকে পড়ে। এর উচ্চতা ছয়'শ ফুট। কোণা থেকে দেখলে একে মোচার আকৃতির মত দেখা যায়। এ পর্বতের ওপরে ওঠা কষ্টকর। বিশ্রাম না নিয়ে কেউ একেবারে ওপরে উঠতে পারে না। অমসৃণ পাথরের মধ্য দিয়ে এর পথ এবং ওপরে উঠতে সময় লাগে পঁয়ত্রিশ মিনিট। পাথরের মধ্য দিয়ে বাঁকা পথে ওঠার সময় দেখা যায়, মধ্যবর্তী একটা স্থানে হজ্জযাত্রীরা বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা নির্মাণ করেছে। চূড়া থেকে তিন মিনিটের পথ গেলে দেখা যায়, পানি জমে থাকার একটা বড় স্থান, আসলে এটা পর্বতের একটা ফাঁপা স্থান, যেখানে আগে পানিতে পূর্ণ থাকত।

পর্বতের চূড়ায় প্রায় চল্লিশ ফুট বিস্তৃত একটা উন্মুক্ত স্থান আছে। এ স্থানে গেলে যে কেউ অনুভব করে, সে মাটির পৃথিবীর চেয়ে বেহেশতের কাছাকাছি আছে। ঐ উন্মুক্ত স্থানের চারপাশে আছে মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য। পবিত্র মসজিদ, মসজিদ আল-হারাম এবং পুরো মক্কা যেন একক কোন সত্তার নিচে রয়েছে এবং এর চারপাশে বিস্তৃত হয়ে আছে অনুর্বর ভূমি ও রুক্ষ্ম সব পর্বত যেখানে মানুষের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। এসব পর্বত ওখানে দাঁড়িয়ে আছে হাজার হাজার বছর ধরে, নীরব ও গতিহীনভাবে। এসব পর্বত নিয়ে অনেক উপকথা, কাল্পনিক কাহিনী ও প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইবরাহীম ও ইসমাইলের সময় থেকে ঐসব পর্বতে অসংখ্য মানুষ ভ্রমণ করেছে। এসব পর্বতে চলার সময় বা সেখান থেকে চলে আসার সময় ক্ষণিকের জন্য হলেও অমরত্বের কোলে তাঁদের জীবন ও ভালবাসার স্মৃতির কথা স্মরণ করেছে। তাদের সেই জীবন, ভালবাসা, সুখের কথা ও মনের অনুভূতি বাতাসের সাথে মিশে গেছে এবং দেহ মিশে গেছে মাটির সাথে। কিন্তু ঐ পর্বতগুলো এখনও রয়েছে নির্বাক ও শীতল অবস্থায়। যারা প্রত্যক্ষ করেছে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভালবাসা ও বিলাপ। কারণ, এসব স্থানে এসে তারা তাদের হৃদয়ের গোপন আকুতি প্রকাশ করেছে।

হেরা পর্বতের চূড়া থেকে রাস্তায় মরুযাত্রী দলকে পিঁপড়ার সারির মত দেখা যায়। ওপর থেকে আমরা তাদের ছোট দেখি, তবে মূলতঃ তারা আমাদের চেয়ে বড়। বিশেষ করে আমাদের পিছে পিছে যেসব পশু চলে তারা আমাদের চেয়ে অনেক বড়।

পর্বতের ঐ চূড়া থেকে আলো ও অন্ধকারে প্রকৃতির শোভা শহরের চেয়ে অনেক বেশি মুগ্ধকর। মেহেদী রঙের মত ঐ পর্বতের রং এবং তার ওপর সূর্যের কিরণ পতিত হলে তা উজ্জ্বল দীপ্তিময় হিসেবে উদ্ভাসিত হয়। সন্ধ্যার পূর্বে ভেড়া ও অন্যান্য পশুর পাল যখন গৃহে ফিরে আসে তখন তাদের পথে যে ধুলা ওড়ে তাতেও অস্তগামী সূর্যের কিরণ পড়ে। ধুলির ঐসব কণাকে মনে হয় সোনার

www.pathagar.com

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র টুকরা, আর সোনার ঐ ক্ষুদ্র টুকরার মধ্য দিয়েই যেন পশুর পাল এগিয়ে যায় সামনের দিকে।

পর্বত শিখরের প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটা গুহা আছে, ঐ গুহার প্রবেশ পথ হল উত্তর দিকে। ঐ গুহার উচ্চতা একজন মধ্যম মানুষের উচ্চতার সমান। কিন্তু ঐ গুহার গভীরতা এমন কম যে, তার মধ্যে শুয়ে থাকা খুব কষ্টকর। ঐ গুহায় যাওয়ার পথ খুব সরু এবং তা পাথরের মধ্য দিয়ে। ফলে এক সাথে দু'জন পাশাপাশি হাঁটা খুব কষ্টকর। গুহার মুখে বড় বড় পাথর খন্ড থাকায় সেখানে সূর্যের আলো প্রায় পৌছায় না। গুহার ওপরের দিকটাই কেবলমাত্র সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়, বাকী অংশ এমন গভীর অন্ধকারে থাকে যে সেখানে চোখের দৃষ্টিও পৌছাতে পারে না। সকালের দিকে সূর্যের সোনালি কিরণ প্রথমে এসে পড়ে পর্বতের চূড়ার ওপর। সূর্য যখন ডুবে যায় তখনও এর শেষ কিরণ ঐ পর্বত চূড়ায় পড়ে। মক্কা শহরে অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও হেরা পর্বতের চূড়ায় আলোর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

আমরা যে লোকটার কথা বলছি, তিনি ছিলেন ঐ পর্বতের একজন নিত্য সঙ্গী। তিনি তাঁর জীবনের উত্তম সময়ের প্রায় সবটুকুই, অর্থাৎ যৌবনকালটা কাটিয়েছেন ঐ স্থানে। প্রতি মাসের বেশ কয়েকটা দিনে তিনি দিন-রাত ওখানেই কাটাতেন এবং রোযার মাসটা পুরো তিনি ওখানেই থাকতেন একা একা। ঐ নির্জনতায় তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিল হেরা পর্বত, স্বাধীনভাবে তিনি ঐ পর্বতের আতিথ্য গ্রহণ করতেন এবং ঘন্টার পর ঘন্টা নীরব সাধনায় মগ্ন থাকতেন। এই একটি মাত্র স্থানেই তিনি সময় কাটাতে পারতেন শান্তির মধ্যে। তিনি ভালবাসতেন তারকা-সজ্জিত আকাশকে, শুয়ে তিনি আকাশের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। ঐ স্থান থেকে আকাশ খুব স্বচ্ছ দেখা যেত বলে বলা হয়। ঐ স্থান থেকে কেউ যত তারা গুণতে পারত, অন্য স্থান থেকে পারত না। ঐ স্থানটি ছিল এমনই নীরব, কেউ হয়ত কল্পনা করতে পারে, তারার মিটিমিটি জ্বলা-নেভার শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে এবং ঐ স্বর্গীয় মৃদু শব্দ যেন বাতাসে মিশে আছে। নিত্য দিনের কর্মব্যস্ততা, কঠোর পরিশ্রম ও ঢং ঢং আওয়াজের বিপরীতে ঐ স্থানে ছিল সিল্কের মত কোমল মৃদু শব্দ।

প্রকৃতির অনেক শব্দ আছে, আকাশেরও আছে অনেক গোপন রহস্য। এসব শব্দ ও রহস্য খুব কম লোকই শুনতে পায় ও অনুধাবন করতে পারে। গোলাপের পাঁপড়ি থেকে সাধারণ গাছ তথা উদ্ভিদ জগত, উড়ুক্কু মাছ থেকে তিমি মাছ তথা সাগরের প্রাণী জগত, পশুর জগত, পাখির জগত - সব ক্ষেত্রে তারা নিজেদের পরিবেশকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে, কিন্তু সে সম্পর্কে কিছু বুঝতে পারে না। কেবলমাত্র মানুষই দেখতে পারে এবং বুঝতে পারে, এবং এ কারণেই আমরা বিশ্বাস করি। তবু মানুষের উপলব্ধি ও দূরদৃষ্টির ক্ষমতার পার্থক্য আছে।

www.pathagar.com

মানুষের প্রজ্ঞা ও উপলব্ধির মধ্যে পার্থক্য থাকে কেন? এ প্রশ্নের কোন উত্তর নেই।

কিছু কিছু মানুষ কেন বেশি দেখতে পায় এবং বেশি শুনতে পায়? আবার অনেক ক্ষেত্রে কেন পরিপূর্ণতার কাছাকাছি উপনীত হয়ে মানুষ তার প্রজ্ঞার মাধ্যমে নিজের প্রকৃতি অনুধাবনে ব্যর্থ হয়?

জালালুদ্দীন রুমী বলেন ঃ

'আল্লাহ যেহেতু মানুষকে মাটির অংশ থেকে
সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু মাটির সব কণিকা (আসল প্রকৃতি)
তোমার জানা উচিত।
একদিক থেকে যেহেতু তা মৃত,
এবং অন্যদিক থেকে তা জীবন্ত,
সেহেতু একদিকে তা নীরব এবং
অন্যদিকে তা কাছাকাছি স্থান থেকে
কথা বলছে।
ঐ স্থান থেকে তিনি যখন আমাদের
কাছে কিছু প্রেরণ করেন তখন তা
আমাদের কাছে দানব সদৃশ হয়ে যায়।
দাউদের মত পর্বতও গান গায়, এবং
তাঁর হাতে লোহা মোমের মত
হয়ে যায়।
বায়ু হয় সুলায়মানের বাহন,
মূসার কথা সমুদ্র বুঝতে পারে।
আহমদের (মুহাম্মদ) প্রতি
বাধ্যতার চিহ্ন চন্দ্র দেখতে পারে,
ইবরাহীমের জন্য আগুন হয়
গোলাপ ফুল।
সাপের মত মাটি কারুনকে (কোরাহ)
গিলে খায়, বিলাপরত থাম
পায় সঠিক পথ।
পাথর সালাম দেয় আহম্মদকে (মুহাম্মদ),
পর্বত সংবাদ পাঠায় ইয়াহিয়াকে।
পৃথিবীর সব কণিকা দিন-রাত
তোমাকে গোপন কথা বলছে ঃ
আমরা শুনছি, দেখছি ও খুশি হচ্ছি,
যদিও তোমার সাথে আমরা নির্বাক।

www.pathagar.com

তুমি শুধু এগিয়ে যাচ্ছ জড়ত্বের দিকে
(পৃথিবীর দিকে), তুমি কিভাবে জড়
পদার্থের আত্মিক জীবনের সাথে
পরিচিত হবে?
জড়ত্ব থেকে পৃথিবীর প্রাণচাঞ্চল্যের
দিকে যাও, বিশ্বের কণিকার শব্দ শোন। তাহলে,
আল্লাহর প্রতি জড় পদার্থের প্রশংসা
তোমার কাছেও স্পষ্ট হয়ে ওঠবে...।'

প্রকৃতিতে সাধারণ শব্দ ছাড়াও অন্যান্য কথা আছে, যা কেবল নবী বা প্রতিভাবান ব্যক্তির কানই শুনতে পায়। নৈতিক আইন বা সাহিত্য ও শিল্প কর্মের মাধ্যমে বিশ্বকে তা ফেরত দেওয়া হয়। অন্যদের কানে বিরাজ করে মৃত্যুসম নীরবতা ও শব্দহীনতা - '......তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না।' কুরআন - ৭ ঃ ১৭৯

পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে, তারার ওপর থেকে যেসব শব্দ ভেসে আসে, তা শিশির বিন্দুর চেয়ে স্পষ্ট এবং সকালের মৃদুমন্দ বাতাসের চেয়ে কোমল। যেসব কথা অনুপ্রেরণা ও ওহী হিসেবে আসে তা সবার হৃদয়ে পৌঁছায় না; যে হৃদয় পবিত্র এবং যে মন স্পষ্ট ও উজ্জ্বল, কেবলমাত্র সেখানেই তা পৌঁছায়।

মুহাম্মদ এ ধরনের কথা শোনার ইচ্ছা করেন।

বার বার তিনি ঐ পর্বতে আসেন এ অতীন্দ্রিয় কথা শোনার আশায়। ঐ পর্বতের বিদ্যমান পরিবেশ, এর বহু কোণা ও ফাটল, এর ঢালু পাথর অথবা আকাশের দিকে ধাবমান এর কৌণিক চূড়া, চাঁদ ও তারার আলোয় আলোকিত মনোরম ও আকর্ষণীয় দৃশ্য তাঁকে বার বার এখানে টেনে আনে। এখানে তিনি তাঁর সময় ও কালের মার্জিত সমাজের গোলমাল ও ব্যস্ততা থেকে মুক্ত থাকেন। তিনি তাঁর সামনে দেখেন অনলংকৃত 'বাস্তবতা', পবিত্র 'সত্তা' এবং সাধারণ ও কোন রকম ভূষণ ছাড়াই 'অস্তিত্ব'। মানুষের দর্শন বা কুসংস্কার, অভ্যাস বা পরিবৃদ্ধি, ভুল বা সঠিক ধারণা দ্বারা ঐ দৃষ্টি ব্যাহত হয় না। বিশ্বব্রহ্মান্ডের ঐসব মৌলিক ভিত্তি হৃদয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, আমাদের বিজ্ঞানের ক্ষীণ ধারণা দিয়ে নয়। এখানেই তিনি সৃষ্টির গোপন রহস্য আবিষ্কারের আশা করেন, স্রষ্টা থেকে উৎসারিত উজ্জ্বলতার আভা দেখতে চান, সাধারণ ও স্বর্গীয় উপাদান খোঁজেন, ঐ উজ্জ্বল আলোয় সব সৃষ্ট বস্তুকে দেখতে চান। অংশের মত সামগ্রিকতাকে ঐ উজ্জ্বল আলো জড়িয়ে রেখেছে। তিনি লক্ষ্য করেন নীরব সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত এবং হেজাযের রাতের আকাশের তারকারাজির ঝিকিমিকি। এসব দেখার সময় তাঁর মন সৃষ্ট বস্তু ও আকাশের বাইরে চলে যায়, বস্তুগত জগত অতিক্রম করে প্রবেশ করে অতীন্দ্রিয় জগতে।

www.pathagar.com

এভাবেই তিনি আবিষ্কার করেন, তিনি স্বর্গীয় অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম - ঐ অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করে কেবলমাত্র সব ধরনের কলুষতা থেকে মুক্ত পবিত্র হৃদয়ে। পার্থিব বস্তুই আত্মাকে কলুষিত করে। তা যদি আত্মাকে প্রভাবিত করে তাহলে জানালার ধারে বাষ্পের মত পার্থিব বস্তু আত্মার স্বচ্ছ দেওয়ালকে মেঘের মত ঢেকে দেয়। এর ফলে স্রষ্টার পবিত্র আলো এর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে পারে না।

এ পর্বতে মুহাম্মদের দিন-রাতের নিঃসঙ্গতা এমন অদ্ভুত ও রহস্যপূর্ণ যে, সে সম্পর্কে কেউ যদি অবহিত হতে পারত তাহলে তাঁকে কেউ 'পাগল' (কুরআন-৪৪ ঃ ১৪), 'মিথ্যাচারী যাদুকর' (কুরআন ৩৮ ঃ ৪) বলে অভিহিত করত না। এ পর্বত তার জড়তা হারিয়ে ফেলে এবং একটা আশা লাভ করে। এর আত্মা হল মুহাম্মদ এবং সেই আত্মা অসংখ্য মানুষের কাছে অন্তহীন শতাব্দী ধরে বাস্তবতা ও 'অস্তিত্ব' নিয়ে আসছে।

মাঝে মাঝে তাঁর মনে হত, আল্লাহ্ প্রত্যেক আত্মাকে অনুপ্রাণিত করেছেন 'অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন, যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।' কুরআন - ৯১ ঃ ৮-১০

রাতের আঁধার যখন ঐ পর্বতে বিস্তার লাভ করে এবং সমগ্র পৃথিবী যখন অন্ধকারে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকে, তখন মুহাম্মদ আরও গভীর চিন্তায় মগ্ন হন। আলো ও অন্ধকারের মধ্যে কিছু খুঁজে বেড়ানোর মত তাঁর কাছে মনে হয় ঃ

'শপথ রাত্রির, যখন সে আচ্ছন্ন করে, শপথ দিনের যখন সে আলোকিত হয় এবং তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন, নিশ্চয় তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের। অতএব যে দান করে এবং খোদাভীরু হয়, এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। আর যে কৃপণ তা করে ও বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব।' কুরআন - ৯২ ঃ ১-১০

যেদিন আত্মা দেহ থেকে চলে যাবে এবং দেহের সবকিছু মাটির সাথে মিশে যাবে সেদিন দুনিয়ার সম্পদ তাদের কোন কাজে আসবে না। মাঝে মাঝে তিনি মানুষের সমস্যা ও দুঃখ-কষ্ট নিয়ে চিন্তা করতেন, বিশেষভাবে তিনি চিন্তা করতেন তাঁর নিজের সমাজের গরীব ও দুঃস্থদের অবস্থার কথা।

'কসম যুগের, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।' কুরআন - ১০৩ ঃ ১-৩

তিনি লক্ষ্য করেন, অর্থ ও সম্পত্তি হল অত্যাচার ও সামাজিক অনাচারের মূল উৎস। তিনি আরও লক্ষ্য করেন, কুরাইশ বণিকরা কত আরাম আয়েসের জীবন

www.pathagar.com

যাপন করে, আর অন্যরা কষ্ট ও দারিদ্র্যতার মধ্যে দিন কাটায়। এসব কারণে তাঁর মধ্যে ক্রোধ বাড়তে থাকে। এ ওহী তাই তাঁর কাছে বজ্র নিনাদের মত মনে হয় ঃ

'প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ, যে অর্থ সঞ্চিত করে ও গণনা করে। সে মনে করে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে। কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কী? এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌছবে।' কুরআন - ১০৪ ঃ ১-৭

মাঝে মাঝে তিনি হাঁটতেন, ঘোরাফেরা করতেন, আবার কখনও উত্তপ্ত পাথরের ওপর বসতেন। পর্বতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত গরম বা ঠান্ডা বাতাস তিনি অনুভব করতেন না, ঘন কুয়াশায় আচ্ছাদিত ধুয়ার মত পরিবেশ বা রাত-দিনের আগমন প্রত্যাগমন তিনি অনুভব করতেন না। ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি এক জায়গায় নিশ্চল অবস্থায় থাকতেন, একই অবস্থায় শুয়ে থাকতেন। মনে হত, তাঁর দেহটা শুধু সেখানে পড়ে আছে।

তাঁর আত্মা কোথায় যেত?

অনেক সময় তিনি সামান্য নড়তেন, মনে হত তাঁর আত্মা সবেমাত্র ফিরে এসেছে।

তাঁর আত্মা ফিরে এলেও তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস এমন শান্ত ও নীরবে চলত যে, তিনি বেঁচে আছেন একথা কেউ বিশ্বাস করতে পারত না। যখন তিনি মনে করতেন যে তিনি আকাশমন্ডলীতে পরিভ্রমণ করবেন, তখন তাঁর দেহ সেখানে থাকলেও তাঁর আত্মা চলে যেত। এ সময় তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস চলত খুব জোরে জোরে; মনে হত তাঁর আত্মাকে একটা আগ্নেয়গিরীর মধ্য থেকে জোরে নিক্ষেপ করা হচ্ছে এবং ঐ আত্মা ভ্রমণ করছে হাজার হাজার মাইল দূরে, আকাশমন্ডলীর ওপারে।

হেরার ঐ গুহাটি কেমন ছিল?

সবার কাছেই অন্যান্য পর্বতের মত ওটা ছিল পর্বতের একটা গুহা।

কিন্তু মুহাম্মদের কাছে ঐ গুহা ছিল স্বর্গীয় সাধনা ও ওহীর উৎস, গুপ্ত অনু-প্রেরণার প্রধান কেন্দ্র। সাধারণ মানুষ ঐ অনুপ্রেরণা পায় ভালবাসা বা সঙ্গীতের মাঝে। কিন্তু মুহাম্মদ ঐ অনুপ্রেরণা পেতেন মূল উৎস তথা অমরত্ব থেকে।

আকাশে তারকারাজি উজ্জ্বলতা ছড়াত, চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ত সবকিছুর ওপর। পর্বতের ওপর, গুহার মুখে একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ ছিল না। গভীর ধ্যানে তাঁর হৃদয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে থাকতেন।

রমযান মাসে তিনি সেখানে রাতও কাটাতেন। একমাত্র খাদীজা জানতেন তিনি কোথায় আছেন। মাঝে মাঝে তিনি পর্বতের পাদদেশে এসে দাঁড়াতেন, মাঝে মাঝে তিনি ওপরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। কখনও কখনও তিনি তাঁর ছায়া দেখতে পেতেন, প্রায় সময় তিনি কোন কিছু না দেখেই চলে যেতেন।

তাঁর চিন্তাধারায় আবেগপ্রবণতা যত বেশি বৃদ্ধি পেত, ঠিক ততটাই তার দেহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত। তাঁর দেহ পরিণত হয় পানিতে, আর আত্মা অগ্নিতে। বাড়িতে

www.pathagar.com

ফিরে আসার পর খাদীজা তাঁকে লক্ষ্য করতেন, এ সপ্তাহে তাঁর অবস্থা আগের সপ্তাহের মত নয়। তিনি যেন তাঁর নিজের নিয়ন্ত্রণে আর নেই। তিনি কম খেতেন। আগের তুলনায় তাঁর ঘুমও শান্তিপূর্ণ নয়। ঘুম থেকে ওঠার পর স্বপ্নের কথা মনে করে তাঁর মুখে ঘাম দেখা যেত। খাদীজা তাঁর মুখের ঘাম মুছে দিতেন সযত্নে, মুহাম্মদ তাঁকে সে সময় বলতেন ঃ 'তারার আলোর মত আলো আকাশে উদ্ভাসিত হল। এর আকার বড় হতে লাগল এবং ক্রমে তা নিকটবর্তী হল। অতঃপর তা প্রসারিত হয়ে আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও আমার চতুর্দিকে আলো ছড়াল। এমনকি তা আমাকে স্পর্শ করার জন্য নিকটবর্তী হল। এর উজ্জ্বলতায় ও তীব্রতায় আমি ভীত হই এবং আমার ঘুম ভেঙে যায়।'

মুহাম্মদ ঐ আলো পর্বতে এবং খাদীজার গৃহে ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় অনেকবার দেখেছেন। কিন্তু ঐ আলো কখনও তাঁর নিজের মধ্যে প্রবেশ করেনি। ঐ আলোর কাছাকাছি হওয়ার সময় তিনি ভীষণভাবে ঘামেন; ঘুমিয়ে থাকলে তিনি জেগে ওঠেন আকস্মিকভাবে, আর জেগে থাকলে তিনি ভীষণভাবে ভীত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

ঐ আলো আপতিত হয় নবীগণের ওপর এবং ঐ আলো তীব্র সন্ধানী বাতির মত বিশ্বের ওপর ছড়িয়ে পড়ে। ঐ আলো হল অন্ধকারের চরম শত্রু - ঐ অন্ধকার হল চিন্তা ও রীতি-নীতির অন্ধকার। ঐ আলোকে মহান জরোয়াস্টার বলেন 'আহুরা মাজদা', বুদ্ধ বলেন 'চার সত্যের জ্ঞান।' এ আলো মূসা অগ্নিশিখার মত দেখেন তূর পর্বতে যখন তিনি কণ্ঠস্বর শোনেন, 'মূসা, তুমি জুতা খুলে ফেল' (কুরআন ২০ ঃ ১২)। এ আলো পায়রার মত অবতীর্ণ হতে দেখেন যীশুখ্রিস্ট; এ আলো ইবরাহীমকে নমরুদের সামনে, মূসাকে ফেরাউনের সামনে এবং যীশুখ্রিস্টকে হেরডের সামনে অধিকতর শক্তিশালী করে। এ আলো জাদুকে পরাভূত করে, কুসংস্কারকে ধ্বংস করে, মনকে নিরাপদ রাখে এবং অত্যাচরী ও অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে উৎসাহ যোগায়। ঐ আলো অন্যায় ও অবিচারের সব স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। স্বর্গ থেকে উৎসারিত ঐ আলো এমনকি উইঢিবির মধ্যেও প্রবেশ করে। ঐ আলো মানুষের হৃদয়কে আলোকিত করে, অন্যায়কারীকে ভীতসন্ত্রস্ত করে এবং শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যাপারে সতর্ক করে। ঐ আলো সৃষ্ট বস্তুকে একদিন বলে 'হও!' (কুরআন ৬ ঃ ৭৩) এবং সৃষ্টির সবকিছু অস্তিত্ব লাভ করে। এর ক্ষমতা ও শক্তি বস্তুগত সবকিছুকে অধিকার করে, আর 'সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে, পর্বতমালা অপসারিত হবে ... আকাশে আবরণ অপসারিত হবে, এবং জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে' (কুরআন ৮১ ঃ ১-৩, ১১-১২)। এ আলো সম্পর্কে মুহাম্মদের মুখ থেকে যে কথা উচ্চারিত হয়, তা হল ঃ 'আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত, কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য।'

কুরআন - ২৪ ঃ ৩৫

পাঠ করুন

www.pathagar.com

শহরে অন্ধকার ছাড়া মুহাম্মদ আর কিছুই দেখতে পেলেন না। তিনি কা'বা গৃহের মধ্যে গেলেন, দেখলেন আল্লাহর ইবাদত ছাড়া সব ধরনের মূর্তির পূজা হচ্ছে। তিনি বিরাট হুবল মূর্তিকে দেখলেন এবং আরও দেখলেন, দেওয়ালের সাথে লেগে থাকা শত শত মূর্তি। তিনি কা'বা গৃহ থেকে তাঁর লোকদের কাছে গেলেন। কিন্তু সেখানেও যা দেখলেন তাতে তিনি হতাশ হলেন। তিনি তাঁর লোকদের চিন্তা, আচার-আচরণ, মূল্যহীন কাজ দেখে অন্তরে ব্যথা পেলেন। কুরাইশদের জীবনে একদিকে ছিল সম্পদের প্রাচুর্য এবং অন্যদিকে ছিল দারিদ্র্যতার কষাঘাত। গরীবদের ওপর ছিল সম্পদশালী লোকদের চরম অত্যাচার। শিশুসহ মহিলারা যত কঠিন শর্তেই হোক না কেন অর্থ ধার করত। স্বামী ও পিতার ঋণ শোধ করার জন্য স্ত্রী ও কন্যাদের বাধ্য করা হত। মহিলাদের সামাজিক অবস্থা ছিল দুঃখজনক, কন্যা সন্তানের জন্মকে দেখা হত ঘৃণার চোখে। জুয়া খেলা ও মদপান ছিল ব্যাপক। অর্থহীন ভবিষ্যদ্বাণী ও কুসংস্কার ছিল সর্বত্র। মহিলারা ছিল নির্যাতিত, আর পুত্ররা ছিল অজ্ঞ। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপারেও ঝগড়া-মারামারি ও যুদ্ধ বাঁধত। মুহাম্মদের কোমল হৃদয়ে যে বিষয়টা গভীরভাবে আঘাত করে তা হল শিশু কন্যাকে মেরে ফেলা বা জীবন্ত কবর দেওয়া। এ সবকিছুর মূল ভিত্তি ছিল নিষ্ঠুরতা ও অবিচার। এসব বিষয় মুহাম্মদের মনকে পীড়িত করে এবং তিনি শহরের বাইরে নির্জন পরিবেশে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করেন।

তিনি ফিরে যান হেরা পর্বতে, প্রকৃতি থেকে যে শব্দ শোনা যায় তিনি সেই শব্দ শোনার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি মানুষের অন্তর দেখেছেন আয়নার মত। ঐ আয়নার উপরিভাগ যত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হবে সেখানে প্রতিবিম্ব দেখতে পাওয়া যাবে ততটা উত্তম ও সঠিকভাবে। শুধু তাই নয়, পবিত্র ও কমনীয় বস্তুও সেখানে সুন্দরভাবে আকৃতি লাভ করবে।

পর্বতে পুনরায় তিনি পর্যবেক্ষণ ও গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। তিনি যেসব জিনিস পর্যবেক্ষণ করেন, তার উৎস হল বেহেশতে, তাঁর গভীর চিন্তা ঝিকিমিকি তারার মত উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়।

বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের পরিচালনা পদ্ধতির প্রকৃতি কি রকম, এবং কখন থেকে তা কার্যকর হয়েছে? যদি ঘটনাক্রমে, পরীক্ষা না করে খামখেয়ালীভাবে বা না বুঝে কেউ তা উদ্ভাবন করে তাহলে এ যাবৎ সেখানে কোন সংঘর্ষ ঘটেনি - এটা কিভাবে সম্ভব? ঘটনাক্রমে ও দৈবক্রমে কোন কিছু ঘটলে সেখানে নিয়ম-শৃংখলা থাকে না। কতদিন ধরে এ পৃথিবী আছে, এবং ক'দিনই বা তা থাকবে?

সৃষ্ট বস্তুর নিয়ম-শৃংখলার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান ও অনুভূতি শুধু কি মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ? মানুষের বাইরে কি আর কোন জীব নেই যার বোধশক্তি মানুষের চেয়ে বেশি, ব্যাপক ও আরও বেশি অনুভূতিশীল? আর যেদিন তারা ঝরে পড়বে, চাঁদ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, পর্বত কোমল হবে,

www.pathagar.com

পৃথিবী ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হযে যাবে, আলো নির্বাপিত হবে এবং পৃথিবী যখন তার সৃষ্ট বস্তুকে গলাধঃকরণ করবে এবং নিজের অগ্নিবৎ মুখের মধ্যে সবকিছু পুরবে, সূর্য যখন গলে যাবে এবং বিভিন্ন দিকে নির্গত হবে, সেদিন কি কোন বোধশক্তিসম্পন্ন জীব অবশিষ্ট থাকবে না?

সেদিন কি বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের বিরাট শক্তি, বোধশক্তি ও যুক্তি একেবারে তিরোহিত হয়ে যাবে?

তা কী করে হয়?

বোধশক্তি ও সচেতনতার শক্তি বিকাশ লাভ করে মানুষের মস্তিষ্ক ও আত্মার মধ্যে - শুধু মানুষের মধ্যে তা বিকশিত হয় - এ সীমাবদ্ধতা কেন এবং মানুষের পতনের সাথে সাথে তা শেষ হয়ে যাবে কেন? পবিত্র বিষয়ে ধ্যানের সাথে কি বিষয় সম্পর্কযুক্ত এবং তার শেষ কোথায়?

এ ধ্যানের পথ যদি স্বর্গীয় জ্যোতি ও অনুগ্রহ দ্বারা পরিচালিত না হয় তাহলে তা থেকে উম্মত্ততা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। কিন্তু ঐ পথ যদি উন্মুক্ত থাকে তাহলে সেই পথ ধরে আসবে অনুপ্রেরণা ও প্রত্যাদেশ।

আকাশমন্ডলীর সৃষ্টি ও দিন-রাতের পরিবর্তনকে মুহাম্মদ তাদের জন্য একটা নিদর্শন হিসেবে গণ্য করেন যারা একক সত্তাকে জানতে ও বুঝতে চায় ঃ 'তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময়, আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো অবতরণকারীরূপে এবং অতঃপর নির্ধারিত করেছেন এর জন্য মনযিল-সমূহ, যাতে করে তোমরা চিনতে পার বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব। আল্লাহ এ সমস্ত কিছু এমনিতেই সৃষ্টি করেননি, কিন্তু যথার্থতার সাথে তিনি প্রকাশ করেন লক্ষণসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য যাদের জ্ঞান আছে।' কুরআন - ১০ ঃ ৫১

এগুলো হল তাদের জন্য নিদর্শন যারা বুঝতে চায় যে, যুক্তি ও জ্ঞান, সৃষ্টি ও উদ্ভাবনের ক্ষমতা শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; উচ্চতর অন্য অস্তিত্ব আছে যার জ্ঞান আছে। ঐ জ্ঞান এমন উজ্জ্বল যে সৃষ্টি, উদ্ভাবন ও জ্ঞানের সর্বাত্মক শক্তির শেষ সীমায় তা পৌঁছে যায়। অর্থাৎ সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সবকিছুর স্রষ্টা এবং যা সবকিছুকে অস্তিত্বে নিয়ে আসে, তিনি হলেন আল্লাহ। তিনিই সৃষ্টি করেছেন আলো ও 'রাশিচক্র' (কুরআন ১৫ ঃ ১৬) এবং 'তুমি পর্বতমালাকে দেখে অচল মনে কর, অথচ সেদিন এগুলো মেঘমালার মত চলমান হবে' (কুরআন ২৭ ঃ ৮৮)।

স্বর্গীয় বিশ্বকে পরিচালনা করে সূর্য ও চন্দ্র, যার সবকিছুর মধ্যে দু'রকম ফল 'তিনি সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায় (পুরুষ ও মহিলা)' (কুরআন ১৩ ঃ ৩)। এর প্রত্যেকটিকে একটা নিয়ম ও পদ্ধতির নির্দেশ দেওয়া আছে, আর ঐ নির্দেশ এসেছে আল্লাহর কাছ থেকে।

যেসব সৃষ্টিকে মানুষ বিভিন্ন নাম ও উপাধির নামে - যেমন খোদা, মূর্তি, খোদার কন্যা - ইবাদত করে তার মধ্যে কোন বাস্তবতা নেই। আসল কথা হল, তাদের ওপর বিশ্বাস অর্পিত হয়েছে পিতার কাছ থেকে পুত্রের কাছে।

www.pathagar.com

এ দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হওয়ার পর মুহাম্মদ আল্লাহর সাথে কোন অংশীদার সংযোজনকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সব মূর্তিকে ভেঙে ফেলতে হবে এবং তা ধ্বংস করতে হবে। বহুত্ববাদীর সাথে সম্পর্কিত যে কোন ইবাদত পদ্ধতিকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি যীশুখ্রিস্টকে বলেন আল্লাহর দাস ও সংবাদবাহক। তিনি তাঁর বিস্ময়কে গোপন করেননি যে, কেউ হয়ত তাঁর প্রতি এবং আল্লাহর প্রতি তিনগুণ স্বর্গীয়ত্ব আরোপ করবে।

পর্বতে দিন রাতের নির্জনতায় মুহাম্মদ ধ্যানের জগতে নিজেকে মিশিয়ে দেন। আকাশের দিকে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকেন আর হৃদয়ের কথা শোনার চেষ্টা করেন। তিনি আশা করেন নিজের মধ্য থেকে ক্ষুদ্র কণ্ঠস্বর শোনার। তিনি যদি সে রকম কণ্ঠস্বর শুনতে পান তাহলে তিনি তাঁর বুক উন্মুক্ত করে ধুঁকধুঁক করা হৃদয়ে কান পেতে থাকবেন।

তিনি নিশ্চিতভাবে মনে করেন, তিনি যদি ঐ কণ্ঠস্বর শুনতে পান তাহলে তাঁর মনের আলো স্বর্গীয় আলোর সাথে সংযোজিত হবে। অনেক সময় সত্যি সত্যি তিনি দেখতে পান, সমুদ্রের ঢেউ-এর মত উজ্জ্বল আলো তাঁর দিকে প্রচন্ড বেগে এগিয়ে আসছে - তাঁর অস্তিত্বের তটে ঐ ঢেউ আঘাত করছে।

এ সময় মুহাম্মদের বয়স চল্লিশ বছরে উপনীত হয়।

রমযান মাসের ২৭ তারিখে (৬১১ খ্রিস্টাব্দ) সমগ্র প্রকৃতির ওপর চাঁদ বিশেষ উজ্জ্বলতা ছড়াচ্ছিল বলে মনে হয়। মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল এবং পিঙ্গল পর্বতগুলো যেন বিভিন্ন বর্ণের ছায়া দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। হেরা পর্বতকে মনে হচ্ছিল পূর্বের চেয়ে অনেক উঁচু ও উল্লসিত। মনে হচ্ছিল, ঐ পর্বত আকাশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে এবং তার চূড়া তার মধ্যে উঁচু হয়ে আছে। চন্দ্রের আলো ঐ চূড়ার চারপাশে পড়েছিল, চূড়াটি দেখা যাচ্ছিল বৃদ্ধ লোকের বরফের মত সাদা চুলের মত। যত ওপরে কেউ উঠতে পারত ততই সে ঐ এলাকার শান্তি ও নীরবতা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারত।

মনে হচ্ছিল, পাথরগুলো যেন কিছু শুনছিল - শুনছিল আর অপেক্ষা করছিল। চন্দ্রের আলোর মাঝে চূড়ার কাছে একজন জীবন্ত মানুষ নড়ে উঠল, তিনি পর্বতের শিখরে আরোহণ করলেন। তিনি সমান স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর একবার ওপরে উঠলেন, একবার নিচে নামলেন। মাঝে মাঝে দক্ষিণ দিকে তাকালেন - ঐদিকে ছিল অন্ধকারে ঢাকা মক্কা নগরী। ঐ অন্ধকারের দৃশ্যকে মনে হচ্ছিল শোকাবহ - নির্যাতিত মহিলাদের বিলাপ যেন ঐ নগরীর ওপরকার আকাশে খোদিত হয়ে ছিল।

এ ধরনের দৃশ্য কুৎসিত এবং তিনি ঐদিক থেকে তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকালেন মরুভূমির দিকে। তাকিয়ে দেখলেন একের পর এক দন্ডায়মান পর্বতমালাকে। চাঁদের আলো আকাশে ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছিল এবং তিনি মাটির ওপর বসে

www.pathagar.com

ঐ দৃশ্য দেখছিলেন। ঐ পর্বতে আর কোন কিছুই নড়াচড়া করছিল না। ঐ রাতে কেউ যদি তাঁর কাছাকাছি আসত তাহলে তিনি হয়ত তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুত ও ধীর গতির ধুঁকধুঁকানির শব্দ শুনতে পেতেন।

হঠাৎ তাঁর কণ্ঠস্বরে নীরবতা ভঙ্গ হল।

'হে সবকিছুর স্রষ্টা, একমাত্র তুমিই জান আমাদের মনের গোপন কথা...।'

একজন আরব দূর থেকে মুহাম্মদকে নীরবে অনুসরণ করে। ঐ পর্বতে বার বার মুহাম্মদের আসা-যাওয়ার কারণ জানার জন্য তার ঔৎসুক্য ছিল। সে মুহাম্মদের কণ্ঠস্বর শুনে ভয়ে কাঁপতে লাগল। অতঃপর সে পর্বতের পাশ দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

নির্জন এলাকায় ঐ দু'জন লোকের নৈতিক ক্ষমতা এমন ছিল যে স্বর্গীয় প্রভাব বলয়ের মধ্যে একজন অন্যজনকে থাকার অনুমতি দিল না।

মুহাম্মদের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য সেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রইল না।

কয়েক ঘন্টা ধরে মুহাম্মদ পর্বতের ঐ চূড়ায় রইলেন। তারপর তিনি চলে এলেন তাঁর বিশ্রামের স্থান হেরার গুহায়। তিনি ঘুমানোর জন্য শুয়ে পড়লেন। কিন্তু সারা রাত তিনি থাকলেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। অবশেষে তিনি ঘুমালেন এবং তাঁর সাথে পর্বতও যেন ঘুমিয়ে পড়ল।

আকস্মিকভাবে মুহাম্মদের বন্ধ চোখের পাতার ওপর স্পষ্ট আলো দীপ্যমান হয়ে উঠল - ঐ আলোতে মিশে ছিল লাল আভা। ভয়ে তিনি চোখ খুললেন। তিনি দেখলেন, আকাশ থেকে প্রচুর পরিমাণ আলো তাঁর ওপর এসে পড়ছে। ঐ আলো তাঁর সমগ্র অস্তিত্বকে আবেষ্টন করল - তাঁর দেহ ও মস্তিষ্ক, তাঁর মন ও আত্মার মধ্যে প্রবেশ করল ঐ আলো। ভয়ে কেঁপে উঠলেন মুহাম্মদ। তাঁর সমগ্র দেহ থেকে ঘাম ঝরল। আকস্মিকভাবে আলোড়িত পাখির মত তাঁর মন উন্মত্তভাবে চঞ্চল হল। অতঃপর তিনি নিজের মধ্যে অনুভব করলেন এক অদ্ভুত প্রীতিপূর্ণ উষ্ণতা। পরে তিনি ঐ অবস্থার বর্ণনা দেন ঃ 'আমি অনুভব করি, মৃত্যু আমার দেহকে চেপে ধরেছে, আর প্রীতিকর কোমল জীবন আমার হৃদয় ও আত্মাকে আঁকড়িয়ে রয়েছে।' তাঁর মাথা ঘুরছিল এবং কানের কাছে ঘন্টা ধ্বনির মত এমন শব্দ হচ্ছিল যে তিনি কিছুই শুনতে পাচ্ছিলেন না। এ সময় আলোর মাঝখান থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল ঃ

'মুহাম্মদ!'

'আপনি কে?' ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মুহাম্মদ জিজ্ঞাসা করলেন।

আলোর মাঝখান থেকে আবার কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'জিবরাইল!'

জিবরাইল?', বাধ বাধভাবে মুহাম্মদ বললেন।

www.pathagar.com

'পাঠ করুন', ঐ কণ্ঠস্বর বললেন।

মুহাম্মদ ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি গুহার বাইরে গিয়ে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। মরুভূমি শূন্য হয়ে আছে, চাঁদের কোন ছায়া পড়ছে না। তিনি মাথার ওপর মিটমিট করে জ্বলা তারকারাজির দিকে তাকালেন, দেখলেন উজ্জ্বল চন্দ্রকে......

কিছুই নেই।

আবার সেই মহান আলো তাঁর চোখের সামনে উদ্ভাসিত হল, এবং মুহাম্মদ আবার সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন।

'পাঠ করুন!'

'আমি পড়তে পারি না', মুহাম্মদ উত্তর দিলেন।

'মুহাম্মদ, পাঠ করুন!' ঐ কণ্ঠস্বর পুনরায় উচ্চারিত হল। 'পাঠ করুন!'

'আমি কী পড়ব?'

'পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।'

কুরআন - ৯৬ ঃ ১-৫

ঐ কণ্ঠস্বর নীরব হল।

ঐ চাপ, ঐ ভীতিকর অবস্থা, ঐ উষ্ণতা, ঐ উজ্জ্বল আলো - সবকিছুই আকস্মিকভাবে অন্তর্হিত হয়ে গেল। মুহাম্মদ এক বিস্ময়কর ক্লান্তি অনুভব করলেন। তাঁর সমস্ত দেহ থেকে ঘাম ঝরতে লাগল।

তিনি যে কথা পাঠ করেন তা স্মরণ করলেন, বার বার তা তিনি উচ্চ কণ্ঠে পড়লেন আকাশের দিকে তাকিয়ে।

তিনি তাঁর চারপাশে তখনও দেখতে পেলেন সেই স্বর্গীয় উজ্জ্বলতার আভা।

সহজাত আবেগে তিনি হাঁটুর ওপর বসে প্রার্থনা করলেন এবং কাঁদলেন।

সকালের মৃদুমন্দ বায়ু তাঁর কণ্ঠস্বরকে চুম্বন করল।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় খন্ড

www.pathagar.com

বেহেশত ও সীমাহীন মরুভূমির নেতা

'পড়, প্রতিপালক প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।'
- কুরআন - সূরা ঃ ৯১ ঃ ১

২৭ রমযানের প্রাক্কালে চাঁদের আভা কোমল দীপ্তিময় পর্বত হেরাকে যেন আবেষ্টন করেছিল। পাখিরা তখনও নীড় ছাড়ে নি। কোন কোলাহল এ অসীম শান্ত ও নীরব পরিবেশকে অশান্ত করে তোলে নি। চাঁদের গতিও যেন থেমে ছিল। প্রতিটি বস্তুই ছিল তার নিজস্ব স্থানে। তবুও মনে হচ্ছিল, একমাত্র স্বর্গ ও মর্ত্য ছাড়া আর কিছুরই যেন কোন অস্তিত্ব নেই। বাতাস ছিল আলোর চেয়ে হাল্কা, পৃথিবী ছিল আকাশের চেয়েও হাল্কা। স্বর্গ-মর্ত্যের দিগন্তে যেন এ অসীম নীরবতাও ছিল প্রসারিত। এ সময়টা ছিল হয় পৃথিবীর শুরু, আর না হয় শেষ। ২৭ রমযানের প্রাক্কালে আরবের মানুষ পুরাতন ও নতুন জগতের মাঝে অবস্থিত একটা সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করে পদার্পণ করল প্রথমে এক ব্যক্তিত্বের এবং পরে লক্ষ লক্ষ মানুষের এক মহাজাতির মধ্যে।

মুহাম্মদ ছিলেন আলোর পর্বতের নিত্য সঙ্গী। পর্বতের কোলে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা নিঃসঙ্গভাবে কাটিয়েছেন। আজ রাতেও রাখাল ছেলেরা তাঁকে পাহাড়ের দিকে যেতে দেখেছে। তাঁর কম্পিত কথার শব্দও তারা শুনেছে ভয়ের সাথে। তাদের মাঝে আকাশ, পৃথিবী ও চন্দ্রতাপ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মনে হচ্ছিল, কখনও আকাশ চাঁদকে এবং কখনও চাঁদ আকাশকে যেন গ্রাস করছে। দিগন্তের প্রান্তসীমায় চাঁদ কখনও ডুবে যাচ্ছে, আবার কখনও যেন তা ভেসে উঠছে।

মক্কার চতুষ্পার্শ্বের কালো ও অমসৃণ পাহাড়ের বেষ্টনীর ওপর ভোরবেলার হাস্যোজ্জ্বল আভা প্রতিফলিত হওয়ার পূর্বেই হেরা পর্বত থেকে একটা ছায়া এমন শান্ত ও সতর্কতার সাথে বেরিয়ে এল, যেন প্রত্যুষের নীরবতা তাতে কোনক্রমেই ভঙ্গ না হয়। বেরিয়ে এসে তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। তিনি শুধু একটা জিনিসকেই দেখছিলেন এবং তার দিকে এমন অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন, নিঃশ্বাস নিতেও যেন তিনি ভুলে গেলেন। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল স্বর্গের সীমারেখা

www.pathagar.com

বরাবর দাঁড়িয়ে থাকা এক ফেরেশতার ওপর। তার খোলা পাখা ছিল দিগন্ত-বিস্তৃত, আর পা ছিল সবুজে আচ্ছাদিত পৃথিবীর ওপর। ভীতিসঞ্চারক এ মূর্তির চোখ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল এবং সেই উজ্জ্বল চোখ মুহাম্মদের প্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

ক্ষত-বিক্ষত অন্তরে মুহাম্মদ তাঁর চোখ ফিরিয়ে নিলেন। তখনও তিনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন। আস্তে আস্তে তিনি শান্ত হলেন। তিনি তাঁর চিন্তাধারাকেও সংগ্রথিত করলেন। তিনি চিৎকার করে উঠলেন ঃ 'কিসের এ মূর্তি?' কিন্তু তাঁর অন্তর কোন জবাব দিল না। বিস্ফোরিত নেত্রে তখনও তিনি প্রত্যুষের আকাশে স্বর্গীয় দূতের ছায়া দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন, স্বর্গীয় দূতের ঠোঁট নড়ছে। খেজুর গাছের পাতার মৃদু মর্মর ধ্বনির মত অত্যন্ত মৃদুভাবে তিনি শুনতে পেলেন ঃ 'মুহাম্মদ, আপনি এখন আল্লাহর নবী'। আকাশের প্রতি প্রান্ত থেকেই স্বর্গীয় দূতের ছায়া প্রতিবিম্বিত হল এবং তাঁর কথাও চতুর্দিক থেকে ধ্বনিত হল ঃ 'মুহাম্মদ, আপনি এখন আল্লাহর নবী। আমি জিবরাইল, আপনার কাছে আমি এ সংবাদ বহন করে এনেছি।'

খাদীজা তাঁর স্বামীর অনুপস্থিতির ব্যাপারে সজাগ ছিলেন। সারা রাত তাই তিনি ঘুমোতে পারেননি। আকাশের তারাগুলো ডুবে যাওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে পারছিলেন না। মুহাম্মদ পর্বতের যে স্থানে তাঁর প্রভুর সান্নিধ্যে কাটাতেন, খাদীজা তা জানতেন। তিনি তাঁর একজন ভৃত্যকে মুহাম্মদের খোঁজে পর্বতের সেই স্থানে পাঠালেন।

ভৃত্যটি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁর কোন সন্ধান পেল না। বারবার তার আওয়াজ উপত্যকায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল এবং পরে সে কিছুটা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ল। হঠাৎ সে তার পশ্চাৎদিকে পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে চমকে উঠল - শব্দটা ছিল পশুর পায়ের শব্দের মত। সে তার ঘাড়ের বিপরীত দিকে হাতের স্পর্শ পেল। তার মনে হল, কে যেন তাকে পশ্চাৎদিকে টানছে। সে ভয় পেল। এক নিঃশ্বাসে সে দৌড়াল এবং কোথাও না থেমে মক্কার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছল। সেখানে সে কয়েকজন লোককে দেখতে পেয়ে শান্ত হল এবং তারপর ধীরে ধীরে খাদীজার বাড়ির দিকে যাত্রা করল।

ঐ রাতে যা ঘটেছে, তা মনে করে মুহাম্মদ-এর অন্তরে এক ধরনের শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় জাগল। তিনি বিস্ময়াভিভূত হলেন। স্বর্গীয় দূতের আকার, নিজের কানে অনুরণিত দূতের সেই কথা তাঁর মনে দাগ কাটল। তৎক্ষণাৎ তিনি পাহাড়ের পাদদেশ থেকে নেমে এলেন; উঁচু পাহাড় ও খাদ তিনি পেরিয়ে এলেন অসতর্ক-ভাবে। অবশেষে তিনি উপত্যকায় এসে পৌঁছলেন। কিন্তু মরুভূমির রাতের আকাশের ঝিকিমিকি তারকার মত তখনও তাঁর মনে সেই কথারই প্রতিধ্বনি হচ্ছিল ঃ

'পড়, প্রতিপালক প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।'

www.pathagar.com

প্রত্যুষের দুধের মত সাদা কুয়াশায় আবৃত শহরের মধ্য দিয়ে তিনি দ্রুত তাঁর গৃহের দিকে ধাবিত হলেন। দোরগোড়াতেই খাদীজা দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর উন্মত্তপ্রায় চেহারা ও উদ্বিগ্ন আচরণ দেখে খাদীজা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সারা রাত তিনি কোথায় ছিলেন এবং সেখানে তাঁর কী হয়েছে, তা তিনি জানতে চাইলেন। মুহাম্মদ এতই সন্দিহান ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিলেন যে, তিনি স্পষ্টভাবে কিছুই বলতে পারলেন না।

"প্রিয় খাদীজা", তিনি বললেন, "আমি আকাশের চতুর্দিকে একটা ছায়া দেখলাম এবং চতুর্দিক থেকেই তাঁর আওয়াজ শুনলাম। সেই ছায়া ও তাঁর শব্দে এখনও আমি ভয় পাচ্ছি। সত্যি কি আমার মানসিক বিকৃতি ঘটেছে? তারা তো বলে, অদ্ভুত শব্দ ও ছায়া হল পাগল হওয়ার বা ভুতে ধরার দু'টো স্পষ্ট নিদর্শন।"

খাদীজা যেমন খুশি হলেন, তেমনি উদ্বিগ্ন হলেন। প্রথমেই তিনি তাঁকে সান্ত্বনা ও উপদেশের বাণী ছাড়া আর কিছুই শোনাতে পারলেন না। অনতিবিলম্বে তিনি তাঁর স্বামীর দোদুল্যমান অবস্থার চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে আপন চিন্তায় বিভোর হলেন।

"মুহাম্মদ, আপনি গুণবান লোক।" তিনি বললেন, "আপনি ক্ষুধার্তকে খাদ্য দিয়েছেন, বিবস্ত্রকে বস্ত্র দিয়েছেন। ন্যায়বিচারের জন্য আপনি ক্ষমতাবানদের সাথে লড়েছেন এবং গরীবদের প্রতি আপনি দয়াবান ও সহানুভূতিশীল। পবিত্র এ মন জিন এবং শয়তানের খেলার সামগ্রী হতে পারে না - পবিত্র এ আত্মা উন্মাদ-গ্রস্ততার ঘোর অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত হতে পারে না। আপনি যে ছায়া দেখেছেন, তা জিন বা শয়তান নয়, তা হল স্বর্গ থেকে নেমে আসা ফেরেশতা। আপনার সামনে প্রকাশমান হয়ে তিনি আপনার মুখেই স্বর্গীয় বাণীর স্ফূরণ ঘটিয়েছেন। তিনিই এ কথা বলেছেন, 'পড়, প্রতিপালক প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।' আপনার পবিত্র আত্মার ওপর যে কিতাবের বাণী অঙ্কন করা হয়েছে, তা আসমানী কিতাব। নিউ টেস্টামেন্টে এ কিতাবের খোঁজ করেন ওয়ারাকা; আপনার বন্ধু যিয়াদের পুত্র আমর এ কিতাবের খোঁজেই জেরুসালেম ও মেসোপটেমিয়া গিয়ে যাজকদের সাথে অবস্থান করেন। হারিসের পুত্র উসমান-এর খোঁজ করেন রোমে এবং এ জন্যই তিনি ব্যাপ্টিস্টবাদ গ্রহণ করেন। কিন্তু আল্লাহ জিবরাইলের মাধ্যমে আপনার মুখেই সেই ওহীর স্ফূরণ ঘটিয়েছেন এবং তিনি তাঁর উজ্জ্বল আকৃতি আপনার কাছেই প্রকাশ করেছেন। ভীত হবেন না, শান্ত মনে বিশ্রাম করুন।"

কিন্তু মুহাম্মদ তখনও ছিলেন দোদুল্যমান। হতবাক হয়ে তিনি তাঁর চারদিকে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে দেখলেন। তিনি অস্থিরভাবে বললেন ঃ "আমার মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে। আমাকে কিছু ঠান্ডা পানি দাও। ঠান্ডা পানি দিয়ে এ জ্বলন্ত অগ্নি নির্বাপিত করা যাবে বলে মনে হয়।"

www.pathagar.com

খাদীজা ও তাঁর ভৃত্যরা কুয়ো থেকে পানি তুলে আনলেন। স্বামীর শরীরে তিনি পানি ঢেলে দিলেন। তাঁর দেহে যে অদ্ভুত তাপের সৃষ্টি হয়েছিল, তা ঠাণ্ডা করতে আরও কয়েক বালতি পানির প্রয়োজন বলে মনে হল। তিনি তখন ভয়ে কাঁপছিলেন। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে খাদীজা একটা হাল্কা চাদর দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলেন এবং তাঁকে ঘুমাবার সুযোগ করে দিলেন। ভোরবেলার গভীর ঘুমে তিনি নিমগ্ন হয়ে পড়লে খাদীজা কাউকে কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। আপন চিন্তায় মগ্ন খাদীজাকে অনেকে তাঁর প্রতি অভিবাদন জানাল। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি দ্রুত বেগে রাস্তা অতিক্রম করলেন। গলির ধারে আবতাহ্-এর গৃহ অতিক্রম করে তিনি তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকার গৃহে গিয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। ওয়ারাকা ছিলেন মক্কার একজন প্রসিদ্ধ লোক। তিনি অন্ধ ছিলেন। কিন্তু লোকে বলত, স্বর্গ ও মর্ত্য - এ দু'টোর গৌরবের বস্তু দৃশ্যমান চোখের চেয়ে তাঁর অন্তর আরও স্পষ্টভাবে সবকিছু দেখতে পারত। অনেকের চেয়ে তিনি আসমানী কিতাব তওরাত ও যীশুখ্রিস্টের বাণী সম্পর্কে বেশি জানতেন। এমনকি এসবের অনেক কিছু তিনি আরবী ভাষায় অনুবাদও করেছিলেন।

এ জন্য বিপদের সময় লোকে ওয়ারাকার কাছে পরামর্শের জন্য আসত। তাঁর উপদেশে অশান্ত হৃদয় শান্ত হত, উদ্বেগাকুল মন তৃপ্ত হত। বারান্দায় খাদীজার কথা শুনতে পেয়ে ওয়ারাকা তাঁকে ঘরে আসার আহ্বান জানালেন, নিজের হাত দিয়ে তাঁর হাত ধরলেন এবং তাঁর কালো চুলে হাত বুলাতে বুলাতে এত সকালে তাঁর কাছে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। গত রাতে স্বামীর অভিজ্ঞতার কথা খাদীজা তাঁকে জানালেন এবং তাঁর (মুহাম্মদ) কাছে অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনের প্রথম আয়াতও তিনি পড়ে শোনালেন। ওয়ারাকা কিছুটা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিনি মৃদুভাবে খাদীজার মুখমন্ডলে হাত বুলালেন। তারপর তিনি হাঁটুর ওপর হাত দিয়ে বসলেন, মাথা নত করে বুকের সাথে চিবুক ছোঁয়ালেন। মনে হল, যেন তিনি হৃদয়ের কথা শুনছেন। বেশ কিছুক্ষণ তিনি এভাবেই কাটালেন। খাদীজা তাঁর দৃষ্টিহীন চোখ ও লম্বা দাড়ির দিকে অপলক নেত্রে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাঁরা দু'জনেই ছিলেন নীরব - মাঝে মাঝে কেবল ওয়ারাকার ঠোঁট নড়ছিল। খাদীজা নিবিষ্টচিত্তে তাঁর ঠোঁট নড়া থেকে কিছু অনুধাবন করার চেষ্টা করলেন। হঠাৎ তাঁর চিন্তা হোঁচট খেল। তিনি শুনতে পেলেন ঃ

"রমযান, ওহী অবতীর্ণ, স্বর্গীয় প্রভাবে অনুপ্রাণিত হওয়ার ও রহস্যের মাস। এ মাসের এক দিনে বেহেশত ও পৃথিবীর মধ্যকার পথ খোলা থাকে। অন্যান্য মাসগুলো থাকে বেহেশতে ঝুলন্ত তারার জন্য উৎসর্গীকৃত।"

ওয়ারাকার কথা আবার থেমে গেল। খাদীজা আর কিছুই শুনতে পেলেন না। শুধুমাত্র তাঁর ঠোঁট নড়ছিল আর ভ্রূকুঞ্চিত হচ্ছিল। মনে হল, তিনি যেন তাঁর স্মৃতি রোমন্থন করে হৃদয়ে অঙ্কিত কিছু কথা পড়ার চেষ্টা করছিলেন। তিনি পুনরায়

www.pathagar.com

বললেন ঃ "রমযান মাসে তওরাত কিতাব মূসা-এর কাছে অবতীর্ণ হয়। সেদিন ছিল ৬ রমযান।" তিনি মাথা অবনত করলেন। "রমযান মাসের ১২ তারিখেই যীশুখ্রিস্টের ওপর ওহী অবতীর্ণ হয়। সম্ভবত রমযানের ১৮ তারিখেই ধর্ম সঙ্গীত অবতীর্ণ হয়।" তারপর তিনি মাথা তুলে খাদীজার মুখের দিকে দৃষ্টিহীন চোখ নিবদ্ধ করলেন। ক্ষণিকের জন্য খাদীজা এক অত্যাশ্চর্য অনুভূতির স্বাদ পেলেন। তাঁর হৃদয়তন্ত্রী যেন কোন কিছুর আঘাতে জর্জরিত হল এবং সেই সময়েই ওয়ারাকা মুখ খুললেন ঃ

"গত রাতে কত তারিখ ছিল?"

"২৭ রমযান।" খাদীজা উত্তর দিলেন।

ওয়ারাকা পুনরায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। তাঁর ঐ ধ্যানমগ্ন মূর্তি এমন গভীর ছিল যে, খাদীজার কাছে মনে হল, তায়েফের চেয়ে দূরবর্তী কোন রাস্তায় যেন তিনি বিচরণ করছেন। অবশেষে মনে হল, তিনি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি বললেন ঃ

"ওয়ারাকার জীবন যাঁর হাতে, তাঁর শপথ। তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয়, তা হলে তোমার স্বামী আল্লাহর নির্বাচিত ব্যক্তি। তাঁর মুখ দিয়ে যে কথা বলানো হয়েছে এবং যে আয়াত তুমি আমার সামনে পাঠ করেছ, তা কেবলমাত্র তওরাত ও যীশুর ওপর অবতীর্ণ বাণীর সাথেই তুলনীয়। এ বাণী স্বর্গীয়। শাশ্বত সত্যের জ্ঞান যাঁকে দেওয়া হয়েছে, তাঁর কাছেই কেবল এর মর্ম সুস্পষ্ট হতে পারে। এ বাণীর মর্ম উদঘাটন করা জ্ঞানী পন্ডিতদের পক্ষে সম্ভব নয় - অশিক্ষিত লোকের কথা তো বলাই বাহুল্য। তোমার স্বামী আকাশ ও দিগন্তের প্রান্তসীমায় যে ছায়া প্রত্যক্ষ করেছেন, তা হল জিবরাইলের ছায়া। মূসাও এ ছায়া প্রত্যক্ষ করেন। নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সেই ব্যক্তি, যার জন্য মানুষ অপেক্ষা করছে। তিনি আল্লাহর বাণীবাহক রসূল - বেহেশত ও সীমাহীন মরুভূমির নেতা।"

www.pathagar.com

মৃদুমন্দ বায়ুর মত যে ছায়া অপসারিত হল

'হে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি! ওঠে দাঁড়াও এবং সাবধানবাণী শোনাও; নিজ প্রভুর মহিমা ঘোষণা কর, তোমার পরিধেয় পরিষ্কার কর, অপবিত্রতা বর্জন কর।'
- কুরআন-সূরা ৭৪ ঃ ১-৫

খাদীজা ঘরে ফিরে এসে দেখলেন, মুহাম্মদ তখনও ঘুমিয়ে আছেন। শান্ত ও নিঃশব্দে তিনি নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন। খাদীজা তাঁর দিকে স্বর্গীয় আভায় উদ্ভাসিত ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকালেন - একের পর এক তিনি তাঁর মুখের সব দিকেই তাকিয়ে দেখলেন। খাদীজার চেহারায় শুধু ভালবাসার আভাই ছিল না, তাঁর মনে যে শত আশা পাখা মেলেছিল, তারও বিজয়ের আভা তাঁর মুখমণ্ডলে পরিদৃষ্ট হচ্ছিল। স্বপ্ন ও চিন্তায় তাঁর মন ছিল আচ্ছন্ন। মনের সব কথাই তিনি এক সাথে তাঁর স্বামীর কাছে বলতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁর স্বামীর মনে যে সন্দেহ ও ইতস্তত ভাব ছিল, তা দূর করার জন্য ওয়ারাকার কথা তাঁকে বলতে তিনি উদগ্রীব হলেন। অপরদিকে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন তাঁর স্বামীর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে - যে লোক এখনও তাঁর কাছে একজন স্বর্গীয় মানুষের মতই। তিনি তাঁর সাথে কথা বলতে উদগ্রীব হলেন। তবু তাঁকে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য তাঁর মন সায় দিল না। তাঁকে জাগানোর জন্য দু'টো কারণ উৎসাহ যোগাচ্ছিল ; এক. ওয়ারাকা যা বলেছেন তা তাঁর কাছে ব্যক্ত করা এবং দুই. মুহাম্মদ আসমান থেকে যে বাণী শুনেছেন তা শোনার অদম্য আগ্রহ। ওয়ারাকার উৎসাহব্যঞ্জক সেই কথা তাঁর কানে এখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। হঠাৎ দেখতে পেলেন, মুহাম্মদের শ্বাস-প্রশ্বাসে যেন কিছুটা বিঘ্ন হচ্ছে। তিনি যেন কাপড়ের মধ্যে ভয়ে কেঁপে উঠলেন। হঠাৎ মুহাম্মদ-এর এ কথা তাঁর মনে উদয় হল - 'আমার চোখ ঘুমালেও আমার আত্মা কখনও ঘুমায় না।'

খাদীজা যখন তাঁকে ডাকতে যাচ্ছিলেন, তখনই তিনি তাঁর গায়ের কাপড় সরিয়ে দিলেন। তাঁর কপাল ও মুখমন্ডল ছিল ঘর্মাক্ত। মনে হল, তিনি মোহাবিষ্ট অবস্থায় সেই আসমানী বাণীর পুনরুল্লেখ করলেন ঃ

www.pathagar.com

"হে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি! উঠে দাঁড়াও এবং সাবধানবাণী শোনাও; নিজ প্রভুর মহিমা ঘোষণা কর, তোমার পরিধেয় পরিষ্কার কর, অপবিত্রতা বর্জন কর।"

কুরআন - সূরা ৭৪ ঃ ১-৫

যখন তিনি কথা বলছিলেন, তখন তাঁর দৃষ্টি ছিল ঘরের ছাদের দিকে নিবদ্ধ। খাদীজা তাঁর ঘাড়ে হাত রেখে বললেন ঃ "কী ওটা?"

মুহাম্মদ জবাব দিলেন ঃ "পাহাড়ের চূড়ায় যে জ্যোতির্ময় মুখ ও ছায়া দেখেছিলাম, তাই আমি এখন দেখতে পাচ্ছি। দেখ! তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না? সে এখনও ওখানে আছে।" তিনি ঘরের ভেতরে ছাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

খাদীজা খুব ভাল করে ঘরের ভেতর দিককার ছাদ, জানালা ও ঘরের বাইরে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। তাঁর মনে যে আনন্দানুভূতি জেগেছিল, হঠাৎ তা অস্বস্তিতে ভরে গেল। ভারসাম্যহীন ও মোহাবিষ্ট মুহাম্মদ যে কথা বলেছিলেন, সেই কথা তাঁর স্মরণ হল।

'উঠুন', ভয়-কম্পিত কণ্ঠে খাদীজা বললেন। 'আমার বাম হাঁটুর ওপরে বসুন।' তিনি তাই করলেন। কিন্তু খাদীজা তাঁর শরীরের ভার প্রায় অনুভবই করতে পারলেন না। 'বলুন', তিনি বললেন ঃ 'আপনি এখনও কি সেই ছায়া দেখতে পাচ্ছেন?'

"হ্যাঁ, ঐ তো সে। আমাদের দু'জনের দিকেই সে তাকিয়ে আছে।"

খাদীজা যেন হঠাৎ ভয়ে কেঁপে উঠলেন। 'বলুন', তিনি আবার বললেন, "আপনি আমার ডান হাঁটুর ওপর বসার পরও কি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন।?"

"হ্যাঁ, এখনও আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি।"

খাদীজা তাঁর কালো চুলের অবগুণ্ঠন খুললেন - সেই চুলের মধ্যে পাকা চুলও দেখা যাচ্ছিল - এবং তারপর তিনি তাঁর চুলের ফিতা খুলে দিলেন। খোলা চুলে তাঁর গলা ও মুখমণ্ডল ঢেকে গেল। বিস্ময় ও ভয়ে তিনি পুনরায় তাঁর বাম কাঁধে হেলান দিয়ে বসা মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এখনও কি আপনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন?"

"না। তিনি আলো নিভে যাওয়ার মত করে চলে গেলেন এবং মৃদুমন্দ বায়ুর মত অপসারিত হলেন। আমি তাকে আর দেখতে পাচ্ছি নে।"

খাদীজা তখন আনন্দের সাথে চিৎকার করে বললেন ঃ "আপনার জন্য সুসংবাদ। হে আল্লাহর রহস্যের রক্ষক! এ ছায়া শয়তানের নয় - এ ছায়া ফেরেশতার। আমি যখন চুল খুলেছি, তখনই তিনি অপসারিত হলেন। জ্ঞানী ওয়ারাকাও এ কথা বলেছেন। আপনাকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে বলেছেন, আপনার পবিত্র আত্মা নবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।"

কয়েকদিন পরে মুহাম্মদ নিজেই ওয়ারাকার সাথে দেখা করতে যান এবং এ কথা তাঁর মুখ থেকেই শোনেন। তিনি মনোবল ফিরে পান এবং তাঁর মনে আস্থার ভাব ফিরে আসে। মুহাম্মদ ওয়ারাকার প্রজ্ঞার কথা জানতেন বলে তাঁর কথায় তিনি আশ্বস্ত হন। বেশ কয়েক বছর পর ওয়ারাকা যখন মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন মুহাম্মদ তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ "স্বপ্নে আমি ওয়ারাকাকে বেহেশতে সাদা সিল্কের পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।"

www.pathagar.com

আল্লাহ্ মহান

'তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর।'

- কুরআন - সূরা ২ ঃ ৪৩

অভ্যন্তরীণ নীরবতার এ সংকটের দিনে মুহাম্মদ বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি হয়ে পড়লেন দুর্বল ও অবসাদগ্রস্ত। মনের মাঝে তিনি আর সেই উৎসাহব্যঞ্জক বাণী শুনতে পান না। পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় ওঠা বা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলা লোকের মত হল তাঁর অবস্থা। নিঃসঙ্গ অবস্থায় তিনি সময় অতিবাহিত করেন, গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকেন। মৌমাছির গুন্‌গুন্ শব্দের মত তাঁর কানের কাছে সব সময়ই একটা শব্দ অনুরণিত হয়। এ শব্দের মধ্যে মনে হয়, কোন কথা প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ তিনি শব্দ ও কথার মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ করতে পারেন না। কিছু খেতে অনাগ্রহী বালকের মতই খাদীজার রান্না খাবার তাঁর ভাল লাগে না, খাবার খেয়ে তিনি যেন তৃপ্ত হতে পারেন না। রাতে তিনি 'আল্লাহ্ মহান' এ কথা ঘোষণা করে তাড়াতাড়ি শয়ন করেন। তবু তিনি প্রায় সারারাত জেগে থাকেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, রাতের বিনীত প্রার্থনা স্রষ্টার কাছে দ্রুত পৌঁছে যায়।

তিনি যখন বিছানায় শয়ন করেন, তখন তাঁর মুখের ঐ কথা খাদীজার কানে ভেসে আসে। বার বার তিনি আপন মনে 'আল্লাহ্ মহান' এ নতুন কথাগুলো উচ্চারণ করেন। তাঁর চিন্তাধারা এ নতুন কথার সূত্র অনুসন্ধানে ধাবিত হয় অসীমের সন্ধানে। অনেকবার খাদীজা তাঁকে এ কথার অর্থ জিজ্ঞেস করতে চেয়েছেন। কিন্তু মুখ ফুটে আর কিছু জিজ্ঞেস করা হয় নি। যদি তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে, এ আশঙ্কায় তিনি তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। ওহী নাযিল হওয়ার পর এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়েছে। মুহাম্মদ 'আল্লাহ্ মহান' এ কথাগুলো উচ্চারণ করে শয়ন করেন। এটা তাঁর একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর স্বামীর জন্য একটা শান্ত পরিবেশ প্রয়োজন। এ জন্য তিনি জায়েদ ও মায়সারাকে

www.pathagar.com

অনর্থক বারান্দায় ঘোরাফেরা করতে নিষেধ করেন। তিনি নিজেই তাঁর সন্তানদের কামরায় গিয়ে তাদেরকে ঘুমানোর ব্যবস্থা করে দেন। দশ বছরের যয়নাব, পাঁচ বছরের রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা - এ চার কন্যা কামরার এক পাশে এবং আলী অন্য পাশে শয়ন করে। যয়নাব জেগে থাকে। তাঁর চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে ঘরের ভেতরের ছাদের দিকে। খাদীজা এ কামরায় প্রজ্বলিত তেলের প্রদীপ নিভিয়ে দেন। গুনগুন্ শব্দে প্রার্থনা করেন, তারপর নিজের বিছানায় গিয়ে শয়ন করেন। অন্ধকারের মতই নীরবতা যেন এ বাড়িটাকে ঘিরে ফেলে। কোন শব্দই আর শোনা যায় না। খাদীজা চোখ বুঁজে থাকেন। কিন্তু নীরবতা বা অন্ধকার কোন কিছুই তিনি অনুভব করেন না - তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আলোর রশ্মি দেখতে পান। তাঁর মন থাকে অনাহূত উত্তেজনায় পরিপূর্ণ, তাঁর চোখ বন্ধ থাকলেও তিনি মুহাম্মদের চেহারা, এমনকি তাঁর কপালের নীল শিরাও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখতে পান। তাঁর কুরআন আবৃত্তির শব্দও তিনি যেন স্পষ্টভাবে শুনতে পান। ওহী নাযিল হওয়ার প্রথম রাতে যা ঘটেছিল, এক মুহূর্তেই তিনি তা স্মরণ করতে পারেন। কিভাবে তিনি তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকার ঘরে ছুটে গিয়েছিলেন, সে কথাও তাঁর মনে পড়ে। মুহূর্তেই তাঁর মনে পড়ে সেই অন্ধকারময় ঘর ও সেই ঘরের নীরবতা, অন্ধ ওয়ারাকার চেহারা ও গভীর ধ্যানে মগ্ন তাঁর সেই অদ্ভুত কথার অনুরণন ধ্বনি।

প্রায়ই উচ্চারিত 'আল্লাহ মহান' কথার শব্দ তাঁর কানে আবার প্রতিধ্বনিত হল। তাঁর গভীর চিন্তায় ছেদ পড়ল। এই একটি কথার মধ্যে স্বামীর অতীত জীবনের সব কথাই তাঁর মনে ভেসে উঠল। তাঁর মনে আবার এক নতুন চিন্তার সূত্রপাত হল। গরীবদের প্রতি তাঁর দয়া ও সহানুভূতির কথা, লোকের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের কথা, অত্যাচারী কুরাইশদের প্রতি তাঁর ক্রোধের কথা, শিশু ও ভৃত্যদের প্রতি তাঁর দয়ার কথা খাদীজার মনে হল। তাঁর সব কাজ, তাঁর চরিত্রের এ বৈশিষ্ট্য যেন 'আল্লাহ মহান' কথার মধ্যেই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন এ চিন্তা খাদীজার মনে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করল, যা কেবল পাখা ঝাঁপটান পাখির সাথেই তুলনা করা চলে। তাঁর চোখ খোলা থাকুক বা বন্ধ থাকুক, তিনি সর্বত্রই মুহাম্মদকে দেখতে পেলেন। চিন্তা, কল্পনায়, অন্তর ও অনুভূতিতে, অতীত স্মৃতি ও বর্তমান জীবনে - যেখানেই তিনি তাঁর মনকে প্রসারিত করলেন, সেখানেই তিনি দেখতে পেলেন মুহাম্মদকে।

সেই রাতে খাদীজা আদৌ ঘুমালেন কি-না, বা কতটুকু ঘুমালেন, তা তিনি নিজেও বলতে পারলেন না। অন্ধকারময় আকাশে তখনও প্রত্যুষের আলো দেখা দেয় নি, এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন, মুহাম্মদ তাঁর কামরা থেকে বেরিয়ে আসছেন। তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা 'আল্লাহ মহান' কথায় ভোরের নীরবতা ভঙ্গ হল। খাদীজা উঠে বসলেন, আলো জ্বালালেন। আলোর আভায় তিনি দেখলেন, মুহাম্মদ তাঁর কামরা থেকে বেরিয়ে আসছেন।

www.pathagar.com

“প্রিয় খাদীজা, তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক”, তিনি বললেন। “এ অভিবাদন শুধু আমার কাছ থেকে নয়, আল্লাহর তরফ থেকে; জিবরাইল তোমার জন্য শান্তির খবর বহন করে এনেছেন।”

“আল্লাহর শান্তি”, খাদীজা বললেন ঃ “তাঁর ফেরেশতা এবং তাঁর নবী ও আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ-এর ওপর বর্ষিত হোক।”

মুহাম্মদ উঠানের এক কোণায় কুয়ার কাছে গেলেন। কুয়ো থেকে পানি তোলার যন্ত্রটা হাত দিয়ে ঘোরালেন। ফলে পানি তোলার পাত্রটা নিচের দিকে পানির কাছে নেমে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে পানি ভর্তি পাত্রটি ওপরের দিকে উঠে এল; খাদীজা এ কাজে তাঁকে সাহায্য করলেন। ‘এস’ মুহাম্মদ বললেন ঃ “আমরা একসাথে আল্লাহর আদেশ পালন করি। জিবরাইল যেভাবে আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন, সেভাবে এখানে আমরা প্রথম আমাদের কুয়োর পানি দিয়ে ওজু করি। জিবরাইল যখন আমাকে নামায পড়া শিখিয়ে দেন, তখন আমি মক্কার পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলাম।”

কথিত আছে যে, জিবরাইল তাঁর পাখা দিয়ে মাটিতে আঘাত করলে সেখান থেকে পানি প্রবাহিত হয়। একমাত্র আল্লাহই সত্য সম্পর্কে অবগত আছেন।

“কিভাবে ওজু করতে হয় এবং কিভাবে নামায পড়তে হয়, জিবরাইল আমাকে তা শিখিয়ে দিয়েছেন। এখন আমি তোমাকে তা শিখিয়ে দেব।” তারপর তিনি ওজু করলেন, আর খাদীজাও তাঁর দেখাদেখি ওজু করলেন। যে ক’বার তিনি তাঁর মুখমন্ডলে পানি নিক্ষেপ করলেন, সেই কয়বারই তিনি অনুভব করলেন এক অনাবিল শান্তি। তারপর ছাদের ওপর যাওয়ার সময় তাঁরা ছোটদের কামরার কাছে আলো-আঁধারিতে একটা ছায়া দেখতে পেলেন। এ ছায়া ছিল আলীর। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। আট বছর বয়সের সময় মুহাম্মদ তাঁকে তাঁর পিতার কাছ থেকে নিয়ে আসেন।

সেই বছর শহরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। গরীব-দুঃখীদের তখন কষ্টের সীমা ছিল না। ধনী ব্যক্তিরা ঐ দুর্যোগ মোকাবেলায় সমর্থ হন। কিন্তু গরীবরা হতাশার মধ্যে দিন কাটাতে থাকে। ঐ সময় অনেকে শহর ত্যাগ করে চলে যায়। অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মুহাম্মদ-এর চাচা আবু তালিবকে ঐ সময় বেশ কষ্টের মধ্যে কাটাতে হয়। কারণ তাঁকে বেশ কয়েকজনের অন্ন সংস্থান করতে হত। তাঁর পরিবারের সবাই আধপেট করে খাবার খেলেও তাঁকে খাবার জোগাড় করতে খুব কষ্ট করতে হত। ঐ বছর মুহাম্মদ মক্কার গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করার জন্য খাদীজার ধন-সম্পদ বিলিয়ে দেন। মুহাম্মদ তাঁর চাচার আত্মমর্যাদার কথা জানতেন। তাঁকে কিভাবে সাহায্য করা যায়, সে ব্যাপারে তিনি খুবই চিন্তান্বিত হন। এ ব্যাপারে তাই তিনি আবু তালিবের ভাই আব্বাসের সাথে আলোচনা করতে মনস্থ করেন। তিনি বলেন ঃ ‘আপনার ভাই আবু তালিবকে একটা বড় পরিবারের

www.pathagar.com

ভরণ-পোষণ করতে হয়। তবু তিনি এতই নীতিবান যে, তিনি তাঁর আপনজনের কাছ থেকেও সাহায্য নেবেন না। আমার মনে হয়, আমরা তাঁর দু'জন ছোট ছেলের ভরণ-পোষণের প্রস্তাব দিতে পারি। এতে তাঁর কষ্টের কিছুটা লাঘব হতে পারে।"

আব্বাস তাঁর এ প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং তাঁরা দু'জনেই আবু তালিবের কাছে যান। আবু তালিবের চারজন ছেলের মধ্যে আব্বাস গ্রহণ করেন জাফরকে এবং মুহাম্মদ গ্রহণ করেন আলীকে। আকীল ও তালিব নামে অপর দুই পুত্র আবু তালিবের কাছে থাকে। সেই থেকে আলী মুহাম্মদ-এর গৃহে খাদীজার আদর-যত্নে লালিত-পালিত হতে থাকেন। আলী মুহাম্মদ-এর কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও সহানুভূতিশীল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনুকরণ করতে থাকেন। এখান থেকেই তাঁর শিক্ষা শুরু হয়। তিনি লিখতে ও পড়তে শেখেন। প্রাচীন কবিদের শোকগাথা এবং গোত্রের জ্ঞানী লোকের উপদেশমূলক বাণীর প্রতি তাঁর বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। প্রত্যেকদিনই তিনি এসব পড়তেন এবং তা মুখস্থ করতেন। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় মুহাম্মদ ও খাদীজা আলীর উত্তম আচরণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তাঁর প্রতি তাঁদের ভালবাসাও ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ওহী পাওয়ার রাতে মুহাম্মদ-এর সন্তানদের চেয়ে আলীই তাঁর কার্যকলাপ ও কথাবার্তায় বেশি অভিভূত হয়ে পড়েন। ওহীর মাধ্যমে মুহাম্মদ যে বাণী পান, আলী তা একটা ভেড়ার চামড়ার ওপর লিখে রাখেন এবং পরে তা মুখস্থ করে ফেলেন। মুহাম্মদ ও খাদীজা যেদিন প্রত্যুষে ওজু করে ছাদের ওপর যেতে উদ্যত হন, সেদিন তাঁরা আলীকে তাঁর কামরার পাশে আলো-আঁধারির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। মুহাম্মদ তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন ঃ

"তুমিও এস, হে পুত্র আমার!" তিনি বললেন, "তোমার অন্তরে যা লুক্কায়িত রয়েছে, তা অংশীদারহীন এক আল্লাহর কাছে বলার বয়স তোমার হয়েছে। তোমার প্রার্থনা তোমার চিন্তাধারাকে এ দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক আল্লাহর দিকে কেন্দ্রীভূত করবে এবং এতে তোমার আত্মার পবিত্রতা বৃদ্ধি পাবে। আমাদের সাথে ছাদে এস এবং সকালের নামায পড়।"

আলীর চোখ তখনও ছিল ঘুমে আচ্ছন্ন। তিনি দেখলেন, তাঁর প্রিয় অভিভাবক-দ্বয় এমন এক প্রার্থনার জন্য প্রস্তুতি নিলেন, যা এর আগে তিনি আর কখনও দেখেন নি। নামাযে দাঁড়িয়ে মুহাম্মদ তাঁর দরাজ গলায় দু'টো কথা বার বার ঘোষণা করলেন ঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত রসূল।'

খাদীজাও মুহাম্মদ-এর উচ্চারিত কথা বার বার ঘোষণা করলেন। একথা আলীর মনে চিরস্থায়ীভাবে খোদিত হয়ে গেল। তিনিও তাঁদের সাথে নামাযে দাঁড়ালেন। মুহাম্মদ যখন একথা উচ্চারণ করলেন, তখন আলীর মনে হল, তাঁর দেহে নতুন রক্তের সঞ্চালন হচ্ছে।

www.pathagar.com

‘পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে; সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। যিনি করুণাময় পরম দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমাদের সরল পথে চালাও। তাদের পথে, যাদের দয়া করেছ। যাদের প্রতি রাগ করনি। এবং যারা বিপথে যায়নি।’ কুরআন - সূরা ১

মুহাম্মদ কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার পড়লেন।

‘করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে; তুমি বল, তিনিই একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ স্বনির্ভর, সর্বশক্তিমান, অভাবহীন। তিনি কাউকে জন্ম দেন না, আর তিনি নিজেও জন্মগ্রহণ করেন নি। এবং তাঁর সমান কেউ নেই।’ কুরআন - সূরা ১১০

পবিত্র কুরআনের এ দু’টি সূরার সংক্ষিপ্ত অথচ মহান বাণী শুনে আলীর অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায় এবং তাঁর মনে আল্লাহর কাছে প্রার্থনার সহজ পথও উন্মুক্ত হয়। পরবর্তীকালে বক্তৃতা দেয়ার সময় তিনি প্রায়ই একথা বলতেন।

মুহাম্মদ দু’রাকাত নামায শেষ করে আলীকে নিজের হাতে ধরে বললেন ঃ ‘‘তোমার পিতা আবু তালিবের অনুমতি ছাড়াই তুমি কিভাবে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে?’’

আলী বললেন ঃ ‘‘আমি কারও সাথে আলোচনা করিনি। আমার অন্তর বলেছে আপনাকে অনুসরণ করতে এবং এক আল্লাহর ইবাদত করতে।’’

বস্তুত খাদীজা যেমন প্রথম মহিলা, তেমনি আলীও প্রথম পুরুষ যিনি মুহাম্মদ-এর ওপর ও ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন। সেজন্য লোকে বলে, আলীর মাথা কারও প্রতি নত হয়নি - একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ছাড়া।

পরবর্তীকালে মুহাম্মদ যখন তাঁর কন্যা ফাতিমাকে আলীর সাথে বিয়ে দেন, তখন তিনি নবী হওয়ার প্রথম দিককার কথা ভোলেন নি। আলীর খোলা মন, একাগ্রচিত্ততা ও গভীর বিশ্বাসের কথাও তাঁর স্মরণ ছিল। তিনি কন্যা ফাতিমাকে বলেন ঃ ‘‘আমি তোমাকে এমন একজনের স্ত্রী করে দিলাম, যিনি এ দুনিয়ার এবং আখেরাতের একজন দরবেশ। তিনিই ইসলামের প্রথম অনুসরণকারী। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, ধৈর্য ও আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে তিনি মুসলমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।’’

আলীর প্রতি মুহাম্মদ-এর এ ভালবাসা ও বিশ্বাস আজীবন ছিল।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ আপনাকে ত্যাগ করেননি

'যখন রৌদ্র প্রখর হয়, দিনের আলোর সেই দ্বিপ্রহরের কসম এবং রাতের কসম, যখন তা (অন্ধকারে ঢেকে দেয়) নিস্তব্ধ হয়। তোমার প্রভু তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হননি।'

কুরআন - সূরা ৯৩ ঃ ১-৩

বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও মুহাম্মদ পুনরায় ওহী প্রাপ্ত হওয়ার মত অবস্থা অনুভব করলেন না। তিনি সেই 'নূর' দেখতে পেলেন না বা অন্তরে সেই উত্তেজনাও অনুভব করলেন না। ওহী প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে তাঁর যে অবস্থা ছিল, সেই অবস্থাতেই তিনি কাটাতে লাগলেন। তাঁর এ পরিবর্তন খাদীজার চোখে ধরা পড়ল। তাঁর হৃদয়ের নির্মলতা ও সুখানুভূতি ফুরিয়ে গেল মরুভূমির ফুলের মত। খাদীজার এ অব্যক্ত দুঃখে মুহাম্মদ-ও গভীরভাবে দুঃখিত হলেন। আল্লাহর কাছে বার বার মুহাম্মদ প্রার্থনা করলেন, পুনরায় সেই স্বর্গীয় বাণী বহনকারীর মুখ থেকে উচ্চারিত স্বর্গীয় বাণী শোনার জন্য। তাঁর হৃদয় ওহী পাওয়ার আশায় উন্মুখ থাকলেও তাঁর প্রচেষ্টায় কোন সুফল হল না। এ নীরবতায় তিনি হতাশ হলেন। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোন যুক্তি তিনি খুঁজে পেলেন না।

খাদীজার গৃহ ও অন্যান্য প্রিয় জিনিস ছেড়ে পুনরায় তিনি ওহী পাওয়ার স্থান তথা হেরা পর্বতে আশ্রয় নিলেন। সব চিন্তাকে তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত করলেন। অতঃপর একদিন রাতে যখন তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন, তখন তিনি ওহী প্রাপ্ত হওয়ার মত অবস্থা অনুভব করলেন। তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে ঘাম ঝরতে লাগল। তাঁর দেহ ও মন ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল। তাঁর মনে হল, আলোর চেয়ে দ্রুতগতিতে কিছু যেন তাঁর মধ্যে রেখে দেওয়া হল। অতঃপর হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে এ কথাগুলো বেরিয়ে এল ঃ

www.pathagar.com

'যখন রৌদ্র প্রখর হয়, দিনের আলোর সেই দ্বিপ্রহরের কসম এবং রাতের কসম যখন তা (অন্ধকারে ঢেকে দেয়) নিস্তব্ধ হয়। তোমার প্রভু তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হননি। নিশ্চয়ই ইহকাল অপেক্ষা আখেরাতই তোমার জন্য মঙ্গলময় হবে। আর শীঘ্রই তোমার প্রভু তোমাকে এমন জিনিস দান করবেন, যাতে তুমি অবশ্যই খুশি হবে। তিনি কি তোমাকে এতিম অবস্থায় পেয়ে আশ্রয় দান করেননি? আর তোমাকে তিনি পথহারা অবস্থায় পেয়ে পথ দেখান নি? এবং তোমাকে দরিদ্র থেকে কি ধনবান করেননি? অতএব এতিমের ওপর তুমি কখনও অত্যাচার কর না, আর ভিক্ষুককে ধমকিয়ো না এবং তার সাথে খারাপ ব্যবহার কর না। আর তোমার প্রভুর নেয়ামতের কথা প্রকাশ করতে থাক।'

কুরআন - সূরা ঃ ৯৩

এ আয়াতগুলো তাঁর অন্তরকে আলোকিত করল। বারবার তিনি এ আয়াত-গুলো আবৃত্তি করলেন এবং তাঁর কাছে পৃথিবী অত্যন্ত শান্তিময় মনে হল। তিনি বুঝতে পারলেন, আল্লাহ্ তাঁকে ত্যাগ করেননি। আনন্দের সাথে তিনি দ্রুত বাড়িতে গিয়ে খাদীজার কাছে এ আয়াতগুলো পাঠ করলেন। তাঁরা তিনজনই নত হয়ে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন। বালক আলী মাথা তুলে তখন পুরো সূরাটিই মুখস্থ বললেন। পরদিন রাতে মুহাম্মদ পুনরায় হেরা পর্বতে গিয়ে নতুন উপহার নিয়ে এলেন ঃ

'আমি কি তোমার হৃদয়কে খুলে প্রসারিত করি নি এবং তোমার ওপর হতে তোমার বোঝা নামিয়ে তা সহজভাবে বহন করার সুবিধা করে দেইনি? যে বোঝা তোমার পিঠকে ভাঙ্গার উপক্রম করেছিল এবং তুমি দিশাহারা হয়ে পড়েছিলে? এবং আমি কি তোমার জন্য তোমার প্রশংসাকে উচ্চ করে দিয়ে তোমাকে সম্মানিত করি নি? নিশ্চয়ই দুঃখের সাথে সুখও আছে। নিশ্চই কষ্টের সাথে সুখ রয়েছে। অতএব যখন তুমি অবসর পাও, তখন পরিশ্রম কর এবং আপন প্রভুর প্রতি অনুরাগী হও।'

কুরআন - সূরা ঃ ৯৪

www.pathagar.com

পুরনো বিশ্বাস ও নতুন ভাবাবেগ

'আর নিশ্চয়ই এর পূর্বে আমি ইবরাহীমকে তাঁর সুবুদ্ধি দান করেছিলাম এবং আমি তাঁকে ভাল করেই জানতাম, যখন সে তার পিতা ও কওমকে বলল - 'এই যে মূর্তিসকলের পূজায় তোমরা মশগুল রয়েছ, এগুলো কী জিনিস?'

- কুরআন - সূরা ২১ ঃ ৫১-৫২

এভাবে খাদীজার গৃহে বিশ্বাস ও সত্যের গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হল। কিন্তু এ গৃহের বাইরে মক্কার অধিবাসীদের মনে তখন বিরাজ করছিল মানসিক অবসন্নতা ও আধ্যাত্মিক অবক্ষয়। ঐতিহ্যগত প্রথা ও চিন্তাধারার প্রতি মানুষের মন হয়ে ওঠে বীতশ্রদ্ধ। যুবকরা পুরনো ধ্যান-ধারণায় হাঁপিয়ে উঠছিল, জ্ঞানীরাও তেমনি তাদের পূর্ব-পুরুষদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রথার প্রতি বিশ্বাস টিকিয়ে রাখতে পারছিল না। খোলসছাড়া সাপের মত প্রতিটি স্তরের মানুষ নতুন ও সতেজ ভাব-ধারায় উদ্বুদ্ধ হয়, তাদের ভাবধারা ও উপাসনা-পদ্ধতিরও পরিবর্তন করে। নতুন যুগের লোকেরা পুরনো ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করত, যুবকরা তাদের মন ও মানসিকতা এবং ঝটিকা-সম চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা ভাব-ধারা কামনা করত। তাদের সমাজে এ ধরনের কোন বিশ্বাস বা আদর্শ পেলে তারা তা সাদরে গ্রহণ করত, না পেলে নিজেরাই তেমন একটা পরিবেশ গড়ে তুলত।

সপ্তম শতাব্দীতে মক্কার লোকদের ধ্যান-ধারণা ও ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল তাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ অগ্নিদগ্ধ পাহাড়ের মত স্থবির ও নিরস। নুয়ে পড়া পাহাড় আবু কুবাইস ও কাইকান-এর মত তারা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বৈচিত্র্যহীন। পুরনো ধর্মীয় বিশ্বাসের একঘেয়েমিতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শুষ্ক পাহাড় যেমন ঝরণার পানির প্রত্যাশা করে, তেমনি তারাও নতুন ধর্মীয় বিশ্বাস ও ভাবধারার আশা পোষণ করত। মানসিক ও ধর্মীয় পুনর্জাগরণের সংবাদ তারা অবশ্য মাঝে মাঝে পেত।

www.pathagar.com

এ ধরনের ধর্মীয় পুনর্জাগরণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তনের কথা যারা চিন্তা করতেন, তাদের মধ্যে ছিলেন নওফলের পুত্র ওয়ারাকা, আবু কুহাফার পুত্র আবু বকর, আমর-এর পুত্র জায়েদ, জাহাশের পুত্র আবদুল্লাহ, আল হারিস-এর পুত্র উসমান, আল বারার পুত্র রুবাব, কুরাইব-এর পুত্র আসাদ, সাঈদার পুত্র কিস ও হিমারী এবং সারমার পুত্র কায়েস।

এ লোকগুলো কখনও মক্কা ও হেজাযের বৈচিত্র্যমণ্ডিত মূর্তির সামনে তাদের মাথা নত করেনি। এদের মধ্যে কেউ কেউ মূসা ও যীশুখ্রিস্টের বিশ্বাসের অনুসারী ছিল। কিন্তু এ দু'টো ধর্মের কোনটিই তাদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বুদ্ধিবৃত্তিক ধর্মীয় পুনর্জাগরণের এ নেতারা অসার মূর্তি পূজার অভিযোগে তাদের স্বগোত্রীয়দের অভিযুক্ত করলেও তাদের প্রকৃতি ও মেজাজকে শান্ত করতে সক্ষম - এমন কোন সত্য ধর্মের আদর্শে তাদেরকে পরিচালিত করতে তারা ব্যর্থ হয়। পরিবার, ঐতিহ্য ও উচ্চ বংশের উত্তরাধিকারী হিসেবে তারা সমাজে সম্মান পেলেও সাধারণ লোক তাদের ধর্মহীন চরমপন্থী হিসাবে আখ্যায়িত করে ত্যাগ করে। একমাত্র যুবক সম্প্রদায়ের কাছে তারা জ্ঞানী ও পণ্ডিত বলে পরিগণিত হয়।

বন্ধুত্ব ও পরিবারের বন্ধন ছাড়াও এ লোকগুলোর মধ্যে একটা বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধন বা যোগসূত্র ছিল। তারা সব সময় পরস্পরের মধ্যে তাদের চিন্তা, ভাবাদর্শ ও বিশ্বাসের আদান-প্রদান করত। খাদীজা যখন তাঁর ভাই ওয়ারাকার কাছে তাঁর স্বামীর কথা বলেন, তখন ওয়ারাকা স্বাভাবিকভাবেই একথা তাঁর বন্ধুদের কাছে বলে দেন। ওয়ারাকা যেদিন তাঁর বন্ধুদের কাছে একথা বলেন, সেদিন আবু বকর উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখন বাণিজ্য উপলক্ষে দূরের কোন শহরে গিয়েছিলেন। অনতিবিলম্বে এ সংবাদ ওয়ারাকার বন্ধু-বান্ধবদের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে এবং তা কুরাইশ প্রধানদের কর্ণগোচর হয়। ফলে মুহাম্মদ-এর আচরণ, তাঁর নিঃসঙ্গ ধার্মিক জীবন, শহরের সামাজিক জীবনের প্রতি তাঁর অনীহা, হেরা পর্বতে তাঁর গমন ইত্যাদি সবার আলোচনার বস্তুতে পরিণত হয়।

একদিন কুরাইশ প্রধানরা কা'বার বারান্দায় আবু সুফিয়ানের কামরায় বসে ব্যবসা-বাণিজ্য, মক্কায় আগত বণিক দল ও তাদের লাভ-লোকসান সম্পর্কে আলোচনা করছিল। আলোচনার মাঝে হঠাৎ উৎবা রসিকতা করে বলল ঃ

"তোমরা শুধু দামেস্ক ও ইয়েমেনের বণিক দল সম্পর্কে আলোচনা করছ। কিন্তু তোমাদের নাকের ডগার সামনে কী ঘটছে, তার খোঁজ তোমরা রাখ না। আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ এই মর্মে আল্লাহর কাছ থেকে আদেশ পেয়েছেন, যেন সে তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। সে বলে যে, এই মর্মে তাঁর কাছে আসমান থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে।"

আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করল ঃ "কী ধরনের ওহী?"

www.pathagar.com

উৎবা বলল ঃ “তাঁর মতে সেসব ওহী তাঁর আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। সে তোমাদের বিশ্বাস ও ধর্মকে মূর্তিপূজা ও পৌত্তলিকতা বলে আখ্যায়িত করে বলছে যে, যারা এ ধর্মে বিশ্বাসী, তারা সব দোযখে যাবে।”

আবু জাহল বলল ঃ “আমিও এ ধরনের কথা শুনেছি। খাদীজা একথা ওয়ারাকাকে বলে এবং ওয়ারাকা এ ওহীকে ‘মহান আদর্শ’ হিসাবে আখ্যায়িত করেছে।”

উপস্থিত লোকদের মধ্যে বিদ্রূপাত্মক হাসির ফোয়ারা ছুটল। বিষয়টির এখানেই সমাপ্তি ঘটল এবং এর পরিবর্তে অন্য কোন আনন্দদায়ক বিষয়ের অবতারণা হল। এ অল্প কয়েকটা কথা অবশ্য অনতিবিলম্বে কুরাইশদের ঘরে ঘরে আলোচিত হল।

কয়েকদিন পর আফিফ আল-কিনদি ইয়েমেন থেকে আসল। আবদুল মুত্তালিব-এর পুত্র আব্বাস তাকে ইয়েমেন থেকে কিছু পরিমাণ ধুনা আনার কথা বলেছিল। আব্বাসকে ঘরে না পেয়ে সে কা’বাঘরের দিকে গেল। সেখানে যখন আব্বাসের সাথে আলাপ করছিল, তখন লম্বা কোর্তা পরিহিত একজন লোককে সে কা’বার বারান্দায় প্রবেশ করতে দেখল। তার চোখ কালো অথচ উজ্জ্বল। লোকটি আকাশের দিকে তাকিয়ে অস্তগামী সূর্যকে দেখল। তারপর জমজম কূপের ধারে গিয়ে পানি তুলল; এক অভিনব কায়দায় মুখমন্ডল ও মাথায় পানি দিল এবং তৎপর কা’বাকে সামনে রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পেছনে দাঁড়াল একজন বিদূষী মহিলা ও একটি ছোট ছেলে। তারা তিনজনই ইবাদতে মশগুল হল। তারা যখন নতজানু হল, তখন দূরে দাঁড়ান লোকগুলো তাদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক কথা বলল। কিনদি জিজ্ঞাসা করল ঃ “এ লোকগুলো কারা এবং তারা কী করছে?”

আব্বাস উত্তর দিল ঃ “আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ। মুহাম্মদ দাবি করছে যে, সে একটা নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছে। মহিলা তাঁর স্ত্রী - নাম খাদীজা। ছেলেটি হল আবু তালিবের পুত্র আলী।”

কিনদা থেকে আগত লোকটা এ ধরনের ইবাদত আগে আর কখনও দেখে নি। আল্লাহর দরবারে তাঁদের বিনয় ও অনুগত হওয়ার দৃশ্য দেখে সে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বলল ঃ ‘আমার ইচ্ছা, আমি তাদের মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তি হই।’

এভাবে মুহাম্মদ-এর আচরণ ও ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত বাণী সবার মুখে মুখে ফিরতে লাগল। ওয়ারাকা ও তাঁর বন্ধুরা পৌত্তলিকদের প্রথা ও ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে এ ধরনের আলোচনায় উৎসাহিত হত। মুহাম্মদ-এর প্রচারিত ধর্ম, দুঃস্থদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি সকলের প্রশংসা পেতে থাকে। যুবক মুহাম্মদ জনগণকে পরিচালিত করছে এবং ক্রমাগতভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে, মক্কার কুরাইশ নেতাদের কাছে তা সুখকর খবর ছিল না। মুহাম্মদ আল্লাহর নির্বাচিত ব্যক্তি হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক এবং সবাই তাঁর কর্তৃত্বে আস্থা স্থাপন করুক, এটাও তাদের কাছে ছিল অসহ্য। তাদের মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলার চেয়ে মুহাম্মদ-এর নেতৃত্ব মেনে

www.pathagar.com

নেওয়া ছিল তাদের পক্ষে আরও বেশি অবমাননাকর। ফলে, মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাদের পিতৃপুরুষদের ধর্ম রক্ষার্থে এবং কা'বাকে আরবের সব জাতি-উপজাতির ইবাদতগাহ্ হিসেবে তার পবিত্রতা রক্ষার অজুহাতে মুহাম্মদ-এর আচরণ ও তাঁর ধ্যান-ধারণাকে ঘৃণা করতে শুরু করল।

পবিত্র কা'বা সংলগ্ন আবু সুফিয়ানের কামরায় এ ব্যাপারে পুনরায় আলোচনা অনুষ্ঠিত হল। তারা মুহাম্মদ-এর বিরুদ্ধে কার্যকরী কিছু ব্যবস্থা গ্রহণেরও সিদ্ধান্ত নিল। তারা যখন আলোচনা করছিল, ঠিক তখনই আবু বকর সফর থেকে ফিরে এসে কা'বার বারান্দায় প্রবেশ করলেন। তারা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল এবং ইতোমধ্যে তারা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তার সমাধানের জন্য তাঁকে অনুরোধ জানাল। তারা বলল ঃ

"আবদুল মুত্তালিবের এতিম পৌত্র দাবি করছে, সে আল্লাহর কাছ থেকে ওহী পেয়েছে। সে ও তার গোপন অনুসারীরা আমাদের দেব-দেবীর বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছে। তার বিরুদ্ধে কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কিছুদিন থেকে আমরা চিন্তা-ভাবনা করছি। তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে তুমিই যোগ্যতম ব্যক্তি বলে আমরা মনে করি। তুমি যা পরামর্শ দাও, আমরা তাই গ্রহণ করব।"

তাদের অভিযোগ ও প্রতিবাদমুখর কথাগুলো আবু বকর অত্যন্ত ধৈর্য ও সাবধানতার সাথে শুনলেন। আলোচনা শেষে তিনি তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে কূটনীতির ভাষায় বললেন ঃ "বেশি বিচলিত হয়ো না। আমি তাঁর সাথে দেখা করব এবং আসল ব্যাপার কী, তা তোমাদের জানাব।"

মক্কার লোকদের মধ্যে আবু বকর একজন সম্মানীয় লোক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পিতা আবু কুহাফা ছিলেন মক্কার একজন ধনী ব্যক্তি জাগান-এর পুত্র আবদুল্লাহর কর্মচারী। মুহাম্মদ-এর চেয়ে আবু বকর ছিলেন বয়সে ছোট। তাঁর চেহারা ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। খুব লম্বা ছিলেন না। সুঠাম দেহ, ফর্সা রং। কপাল ছিল প্রশস্ত। আর ছিল ছোট ছোট দাড়ি। ব্যবসা করে তিনি প্রভূত সম্পদ অর্জন করেন। কিন্তু এছাড়া তাঁর প্রসিদ্ধির আরও দু'টো কারণ ছিল। একটা কারণ হল, আরববাসী ও কুরাইশদের বংশতালিকা সম্পর্কে তাঁর সম্যক জ্ঞান ছিল। তৎকালে এ জ্ঞানের অধিকারীকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হত। তাঁর আর একটা গুণ ছিল, তিনি অত্যন্ত ভালভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। এজন্য প্রায়ই লোকেরা তাঁর শরণাপন্ন হত। ইবনে সিরিনও স্বপ্নের একজন ভাল ব্যাখ্যাকারী ছিলেন। তবু তিনি বলতেন, এ শাস্ত্র সম্পর্কে আবু বকরের মত জ্ঞানী লোক আর নেই। পরবর্তীকালে তিনি মহানবীর দু'টো স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন। তাঁর ব্যাখ্যা সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

www.pathagar.com

প্রথম স্বপ্নে মহানবী দেখেন, তিনি ও আবু বকর হেঁটে যাচ্ছেন - মহানবী ছিলেন আবু বকরের চেয়ে আড়াই পদক্ষেপ আগে। আবু বকর এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন, মহানবী আবু বকরের চেয়ে আড়াই বছর আগে এ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করবেন। পরবর্তীতে এ ব্যাখ্যা সত্য প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয় স্বপ্নে মহানবী দেখেন, তিনি কালো ভেড়াকে ভিন্ন ভিন্ন সারিতে দাঁড় করাচ্ছেন, অতঃপর সাদা ভেড়াকে বিভিন্ন সারিতে দাঁড় করাচ্ছেন। সাদা ভেড়ার সংখ্যা এত বেশি হয়ে যায় যে, তার মধ্যে কালো ভেড়াগুলো হারিয়ে যায়। আবু বকর এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন, প্রথমে আরববাসীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। তাদের অনুসরণ করে অনারবরা ইসলাম গ্রহণ করবে। তাদের সংখ্যা এত বেশি হবে যে, তাদের মধ্যে আরববাসীরা হারিয়ে যাবে।

আবু বকরের সাথে কুরাইশ প্রধানরা প্রায়ই আলোচনা করত। তিনি তাদের জন্য তাঁর দরজা সব সময় উন্মুক্ত রাখতেন এবং সব ধরনের লোকের সাথে তিনি সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব নিয়ে আলোচনা করতেন। মানুষের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা-পূর্ণ আলোচনা প্রবাদে পরিণত হয়। তাঁর মন এত নরম ছিল যে, সামান্য আবেগ-পূর্ণ কথায় তিনি অশ্রুবর্ষণ করতেন। সবাই একথা জানত যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি যখনই কুরআন তেলাওয়াত করতেন, তখনই অশ্রুবর্ষণ করতেন। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও নম্র স্বভাবের লোক।

মহানবী তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ 'আবু বকরের মত সহজে কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। একমাত্র আবু কুহাফার পুত্র (অর্থাৎ আবু বকর) ছাড়া যাদের কাছে আমি ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছি, তারাই প্রথমে আপত্তি জানিয়েছে। আমি তাঁর কাছে মাত্র একবার ইসলাম গ্রহণ করার কথা বলি এবং তিনি তা গ্রহণ করে মুসলমান হন।'

আবু বকর ছিলেন শিশুর মত সরল ও অকপট। সারা জীবন ধরে, এমনকি খলিফা হওয়ার পরও তিনি এ গুণের অধিকারী ছিলেন।

তাঁর সরলতার আর একটা দৃষ্টান্ত তাঁর একটা ভাষণের মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ 'হে জনগণ! আপনারা আমার ওপর খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। কিন্তু আমি খিলাফত চাই নি। আমার চেয়ে যোগ্য কোন ব্যক্তি এ দায়িত্ব গ্রহণ করলে আমি খুশি হতাম। আপনারা যদি এই মনে করে খিলাফতের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করেন যে, আমি মহানবীর মত কাজ করব, তাহলে তা ঠিক নয়; কারণ আমি তাঁর যোগ্য নই। মহানবীর ওপর ওহী অবতীর্ণ হত এবং তিনি ছিলেন পাপ থেকে মুক্ত। কিন্তু আমার এ ধরনের কোন যোগ্যতা নেই এবং আমি আপনাদের মতই একজন মানুষ। আমি যদি সত্যের পথে চলি, তাহলে আপনারা আমাকে অনুসরণ করবেন। আমি যদি ভ্রান্ত পথে চলি, তা হলে আমাকে পরিবর্তন করবেন।'

www.pathagar.com

এ ধরনের গুণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য আবু বকর মক্কার লোকদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। কোন সংঘর্ষ বা ঝগড়া-মারামারির ক্ষেত্রে, ব্যবসা সংক্রান্ত বা পারিবারিক গন্ডগোলের ক্ষেত্রে - যা ছিল তখন একটা নৈমিত্তিক ঘটনা - সবাই আবু বকরের সিদ্ধান্ত মেনে নিত। উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট করার গুণ তাঁর ছিল।

ত্রিশ বছর বয়সের সময় তিনি একটা বিরাট পরিবারের কর্তা ছিলেন - স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ছিল বেশ কয়েকজন। তাঁর অধিকাংশ সন্তানই ছিল তাঁর মত উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর ছোট মেয়ে আয়েশা ছিলেন খুব সুন্দরী এবং এ জন্য সমগ্র হেজাযে তাঁর সুখ্যাতি ছিল।

আগে থেকেই আবু বকর ছিলেন মুহাম্মদ ও খাদীজার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রায়ই তিনি তাঁদের বাড়িতে যেতেন। মুহাম্মদ-এর আচরণ, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যান-ধারণায় তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হতেন এবং তিনি যা বলতেন, আবু বকর তা মনোযোগ সহকারে শুনতেন। বিভিন্ন সফর থেকে ফিরে এসে চাচাত ভাই জ্ঞানতাপস ওয়ারাকার সাথে দেখা করা আবু বকরের যেন একটা প্রথা হয়ে দাঁড়ায়। এবার যখন তিনি মুহাম্মদ সম্বন্ধে নানা কথা ও গুজব শুনলেন, তখন ওয়ারাকার সাথে দেখা করার জন্য তিনি উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। কা'বা গৃহে ওয়ারাকাকে না পেয়ে তিনি তাঁর গৃহে গেলেন। ওয়ারাকার কাছ থেকে তিনি শুনলেন খাদীজার কথা এবং পবিত্র কুরআনের প্রথম আয়াত। আনন্দের আতিশয্যে আবু বকর চিৎকার করে উঠলেন ঃ "ইনিই সেই ব্যক্তি। আমি নিশ্চিত, তাঁর চোখে আমি এ ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত বাণীর লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছি, তাঁর কথায় আমার হৃদয় আলোকিত হয়েছে।"

ওয়ারাকা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আপনি কার কথা বলছেন? আপনি কি মুহাম্মদের কথা বলছেন?"

আবু বকর বললেন ঃ "হ্যাঁ। ইয়েমেনে আজদ গোত্রের সেই লোকটার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর থেকে আমি মনে মনে মুহাম্মদ-এর কথাই চিন্তা করেছি। আমি আপনার কাছে একথা বলেছি।"

ওয়ারাকা বললেন ঃ "আপনার কথা আমার ঠিক মনে নেই। আবার তা আমাকে বলুন।"

আবু বকর বললেন ঃ "প্রথম যখন আমি ইয়েমেন সফরে যাই, তখন বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে জানতে পারি, শহরে আজদ গোত্রের একজন বৃদ্ধ লোক এসেছেন। তিনি মানুষের ভবিষ্যৎ বলতেন। আমি সেই লোকটির সাথে দেখা করি। তিনি আমার মাতা ও পিতার নাম জিজ্ঞেস করে আমার চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর এ দৃষ্টি এমনই প্রখর ছিল যে, আমি ভীত হয়ে পড়ি এবং অনুভব করি যে, তিনি যেন আমার জীবনের শেষ অধ্যায় অনুধ্যান করছেন। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি মক্কার অধিবাসী?' আমি তাঁর কথা সমর্থন করলাম। তিনি বললেন, 'আপনি কুরাইশ পরিবারের লোক?' আমি সমর্থন

www.pathagar.com

করলাম। তিনি বললেন, 'আপনি তায়ীম গোত্রের লোক?' আমি আশ্চর্য হলাম এবং মাথা নেড়ে তাঁর কথা সমর্থন করলাম।

"ক্ষণিকের জন্য তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। তিনি বললেন ঃ 'অবশ্যই আর একটা চিহ্ন থাকবে। আপনার জামা খুলুন এবং আপনার শরীরের রং আমাকে দেখতে দিন। আমি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় জানতে পেরেছি, মক্কায় একজন নবী আবির্ভূত হবেন এবং একজন যুবক ও একজন মানুষ তাকে সাহায্য করবেন। যুবক লোকটি যুদ্ধে সাহসী এবং দুঃখ-কষ্টের সময় ধৈর্যশীল হবেন। লোকটি হবে পাতলা এবং ফর্সা, ঠিক আপনার মত। নাভির ওপর তার একটা তিল আছে এবং বাম উরুতে আছে একটা জন্ম চিহ্ন। তিনি মক্কার কুরাইশ গোত্রের ও তায়ীম উপ-গোত্রের লোক। আপনার মধ্যে পরের তিনটি চিহ্ন আছে। বাকী দু'টো চিহ্ন আপনার মধ্যে আছে কি-না তা দেখা দরকার।"

"তিনি যখন আমার দেহের চিহ্ন অনুসন্ধান করলেন, তখন আমি যেন বিস্ময়ে চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়লাম। 'কা'বাগৃহের আল্লাহর শপথ, আপনিই সেই ব্যক্তি' - তিনি চিৎকার করে উঠলেন। আমি ভীত-সন্ত্রস্ত ও অবাক হয়ে ফিরে এলাম। বেশ কয়েকটা রাত তাঁর কথা মনে করে আমি ঘুমাতে পারি নি। ইয়েমেন ত্যাগ করার পূর্বে আমি পুনরায় তাঁর সাথে দেখা করি। তিনি একই বিষয়ে আমার সাথে আবার আলোচনা করেন এবং এ ভবিষ্যৎ নবী সম্পর্কে তিনি যেসব কবিতা রচনা করেছেন, তা আমাকে আবৃত্তি করে শোনান।" একমাত্র আল্লাহই সত্য সম্পর্কে অবগত আছেন।

ধ্যানমগ্ন ওয়ারাকা বললেন ঃ "হ্যাঁ। আপনি আমাকে এ গল্প বলেছেন। এ ধরনের কথা আমি অন্যের কাছ থেকেও শুনেছি। এ ধরনের বিভিন্ন কথার মাধ্যমে যে লোকটার কথা কল্পনা করা যায়, তা মুহাম্মদ ছাড়া আর কেউ নয়।"

"আমি এখনই মুহাম্মদ-এর সাথে দেখা করব" - এ কথা বলে আবু বকর উঠে দাঁড়ালেন এবং মুহাম্মদ-এর গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

আবু বকর যখন মুহাম্মদ-এর গৃহে পৌঁছলেন, তখন তার ভৃত্যরা সব চলে গেছে। মুহাম্মদ নিজেই ঘরের দরজা খুলে দিলেন। পরস্পর সাদর সম্ভাষণ শেষে আবু বকর তাঁকে একের পর এক প্রশ্ন করলেন। মুহাম্মদ তার ভাবগম্ভীর স্বরে যা ঘটেছে, সব কিছুই বর্ণনা করলেন। আবু বকরের মধ্যে একটা ইতস্তত ভাব দেখা গেল। তিনি অশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না। মুহাম্মদও বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁর কালো ডাগর চোখও অশ্রুতে ভিজে গেল। কান্না জড়িত কণ্ঠে আবু বকর বললেন ঃ

"আপনি সত্যিই বলছেন, আপনি সত্য ও সঠিক পথের অনুসারী পরিবারের অন্তর্গত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর প্রেরিত রসূল।"

www.pathagar.com

মুহাম্মদ তাঁর বন্ধুর এ ত্বরিত ধর্মান্তরণে অভিভূত হয়ে পড়লেন। অকস্মাৎ তাঁর মুখে উচ্চারিত হল ঃ "আপনি সত্যবাদী, সত্যের বিশ্বস্ত সাক্ষী।"

সেদিন থেকে আবু বকর এ উপাধিতে ভূষিত হন এবং এ উপাধিতে তিনি সবার কাছে পরিচিত হন। তাঁর নাম আবদ আল-কা'বা (কা'বার ভৃত্য) থেকে রূপান্তরিত হয়ে হয় আবদুল্লাহ (আল্লাহর ভৃত্য)।

ঠিক সেই মুহূর্তে খাদীজা ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর দেহ ছিল সিল্কের কাপড়ে ঢাকা। তিনি মুহাম্মদ ও আবু বকরকে আধ্যাত্মিক আলোচনায় দেখতে পেয়ে আবু বকরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ "আল্লাহর প্রশংসা, আপনিও সত্য পথে পরিচালিত হলেন।"

www.pathagar.com

যুবকটির ধর্মবিশ্বাস

'সে বলল, 'নিশ্চয় তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা অবশ্যই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।' তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের মধ্যে সত্য কথা বলছ, না ঠাট্টা করছ?' সে বলল, 'এ ঠাট্টার কথা নয়; তোমাদের প্রভু অবশ্যই আসমান ও যমিনের প্রভু, যিনি তাদের পয়দা করেছেন এবং আমি সেই কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি।'

- কুরআন-সূরা ২১ ঃ ৫৪-৫৬

ঐদিনের বাকী সময়টুকু এবং সারা রাত আবু বকর খাদীজার গৃহেই কাটালেন। পরিষ্কার ও ঠান্ডা পানি দিয়ে খালি কলস ভরার মত তিনি মুহাম্মদ-এর কথা শুনে নিজের অন্তর আলোকিত করে তুললেন। কয়েকবার তাঁর স্ত্রীগণ তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসেন। কিন্তু তাঁদেরকে তিনি এই বলে ফিরিয়ে দেন যে, বাকী রাতটা তিনি মুহাম্মদ-এর ঘরেই কাটাবেন। যে-সব কুরাইশ নেতা আবু বকরকে মুহাম্মদ-এর বিরুদ্ধে কথা বলার কাজে নিয়োজিত করেছিল, ঘটনা জানার জন্য তারাও কয়েকবার আবু বকরের গৃহে গিয়ে তাঁর খোঁজ-খবর নিল। আবু বকর মুহাম্মদ-এর গৃহে অবস্থান করছে, এ সংবাদে তারা ভীষণ বিরক্ত হল।

মুহাম্মদ-এর গৃহে আবু বকর একটা দিন ও একটা রাত কাটালেন। তিনি যখন বাড়ির পথে যাত্রা করেন, তখন তাঁর মন ছিল আবেগ ও সত্যের প্রতি বিশ্বাসে পূর্ণ। নামাযে উচ্চারিত সূরাগুলো তিনি বারবার পাঠ করলেন। এ সূরা-গুলো মুহাম্মদ তাঁকে শিখিয়ে দেন। তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানালেন, 'হে আল্লাহ! অপরকে উৎসাহিত করার শক্তি দাও, যেন তারা আমার শিক্ষায় ইসলাম গ্রহণ করতে পারে।'

আবু বকর প্রথমেই তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন। এরপর তিনি আফ্ফান-এর পুত্র উসমানকে মহানবীর কাছে নিয়ে আসেন।

www.pathagar.com

উসমানও আবু বকরের মত কাপড়ের ব্যবসা করতেন। উসমান যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁকে তার চাচা হাকাম বিন আল-আস-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করা হয়। নিজের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করায় উসমানের চাচা তাঁকে ভর্ৎসনা করেন। 'তুমি যদি তোমার নতুন বিশ্বাস থেকে ফিরে না আস, তা হলে আমি তোমার সাথে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেব। এমনকি তোমার রোজগারের পথও রুদ্ধ করে দেব।'

উত্তরে উসমান বললেন ঃ "আল্লাহর কসম, আমি কখনই সত্য ধর্ম ও সঠিক পথ ত্যাগ করব না।"

ভাইপোকে নতুন ধর্ম থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য হাকাম যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এমনকি ধোঁয়ার মধ্যে আবদ্ধ করার মত শাস্তি দিতেও তিনি ইতস্তত করেননি। তৎকালে এ ধরনের অগ্নি পরীক্ষা পারস্যেও প্রচলিত ছিল। একটা কামরায় একজন লোককে আটকে রেখে সেখানে শুকনো ঘাস খড়কুটা পাল দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হত। ঘরটা চারদিক থেকে এমনভাবে বন্ধ করে রাখা হত, যেন তা আস্তে আস্তে ধোঁয়ায় পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু কোনকিছুই উসমানকে মুহাম্মদের নতুন ধর্ম থেকে ফিরিয়ে আনতে পারল না।

এরপর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন জুবায়ের বিন আওয়াম। পাতলা ধরনের এ যুবকটি পরে আবু বকরের কন্যা আসমাকে বিয়ে করেন। এ সময় জুবায়েরের বয়স ছিল মাত্র আট বছর। তখন তিনি একটা কসাইর দোকানে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করতেন। পরবর্তী ধর্মান্তরিত ব্যক্তির নাম আবদুর রহমান ইবনে আউফ। তিনি তীর তৈরী করতেন। তাঁর আসল নাম ছিল আবদ আমর। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন মুহাম্মদ তাঁর নতুন নাম দেন আবদুর রহমান (করুণাময়ের ভৃত্য)।

এরপর তের বছর বয়স্ক সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর মায়ের সাথে তাঁর ঝগড়া হয়। তাঁকে নতুন ধর্ম থেকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাঁর মায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শহরের সবাই জানত।

তাঁর মাতা বলেন ঃ "তুমি কি মনে কর না, যে আল্লাহ এ নতুন নবীকে পাঠিয়েছেন, তিনি তোমাকে তোমার মাতা-পিতার প্রতি সদয় হওয়ার এবং তাদের কথায় বাধ্য থাকার কথা বলেন?"

সা'দ উত্তর দিলেন ঃ "অবশ্যই।"

তাঁর মাতা বলেন ঃ "খোদার কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি মুহাম্মদ-এর প্রচারিত ধর্ম ত্যাগ না কর, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি খাদ্য খাব না, পানি পান করব না।"

সা'দ তৎক্ষণাৎ মুহাম্মদকে তাঁর মাতার খাদ্য না খাওয়ার কথা বলে তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করলেন। এ সময় এ নতুন আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

'আমি মানুষের প্রতি তার মা-বাপের সাথে ভাল ব্যবহার করার জন্য হুকুম করেছি এবং তারা যদি তোমাকে আমার শরিক খাড়া করতে জিদ করে, যার

www.pathagar.com

সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের সে কথা মেনো না। আমার দিকে তোমাদের সকলকেই ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের জানিয়ে দেব, যা কিছু ভাল-মন্দ তোমরা করেছিলে।' কুরআন - সূরা ২৯ ঃ ৮

পর পর দুদিন সা'দ-এর মাতা খাদ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন এবং শেষের দিকে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরিশেষে তারা তাঁকে কিছু খাবার খেতে বাধ্য করেন। সামান্য কিছু খাবার খাওয়ার পর তিনি পুনরায় একদিন ও একরাত কোন খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকেন। সা'দ তাঁর মাতাকে বলেন ঃ "আল্লাহর কসম, আপনার যদি এক হাজারটি আত্মা থাকে এবং আপনি যদি একটার পর একটা আত্মা ত্যাগ করেন, তবু আমি আল্লাহর নবীর নতুন ধর্ম ত্যাগ করব না। আম্মাজান, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, খাদ্য গ্রহণ করুন; খাদ্য গ্রহণ থেকে আর বিরত থাকবেন না।"

সা'দ ছিলেন দুর্ধর্ষ ও ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক। অনেক বছর পর ইয়াজিদ সা'দ-এর এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগান। তাঁর পুত্রকে রে (Ray)-এর গভর্নর করে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে ইয়াজিদ সা'দকে দিয়ে কারবালার দুঃখজনক অধ্যায়ে একটা প্রধান ভূমিকা পালন করাতে সমর্থ হন। এ কারবালাতেই মহানবীর দৌহিত্র হোসাইন শাহাদত বরণ করেন।

পরবর্তী ধর্মান্তরিত ব্যক্তির নাম তালহা বিন উবায়দুল্লাহ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কাছে তিনি আশারায়ে মুবাশশারাহ-এর একজন।

নতুন ধর্মের প্রতি এসব লোকের আনুগত্যে মক্কায় এবং মক্কায় আগত লোক-দের মধ্যে একটা বড় রকমের আড়োলনের সূত্রপাত হল। অনেক লোক বিশেষ করে যুবকরা মুহাম্মদ-এর কথা ও কাজের প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠে। মুহাম্মদ তখনও প্রকাশ্যে সকলকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহ্বান না জানালেও তাঁর গোপন প্রচার অনেকের কাছে বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করে। মুহাম্মদের বিরোধীরাও চুপ করে ছিল না। বিভিন্ন আলোচনা ও সম্মেলনে তারা মুহাম্মদকে তাঁর ধর্ম প্রচার থেকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করতে থাকে। অনেকে তাঁকে যাদুকর, কেউ বা তাঁকে পাগল আবার অনেকে তাঁকে কবি হিসেবে আখ্যায়িত করতে থাকে। তাদের এ দাবির প্রেক্ষিতে মানুষের মনে মুহাম্মদ সম্পর্কে আরও উৎসাহ বেড়ে যায়। এতে তারা আরও বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হয়। প্রায় প্রত্যেক দিনই মুহাম্মদ-এর কাছে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হতে থাকে। এসব আয়াতের কোনটি ছিল আল্লাহর একত্ব সম্পর্কীয় ঘোষণা, কোনটি ছিল পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ঘোষণা। মক্কার লোকদের দুর্নীতিপরায়ণতা, অন্যায় অভ্যাস এবং গরীব ও অসহায় লোক-দের প্রতি তাদের নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার সম্পর্কেও আয়াত নাযিল হয়। আসমানী এ বাণী আরবের প্রত্যেকটি অন্ধকার ঘরে আলোর বারতা বহন করে নিয়ে আসে। প্রত্যেকটি অন্তরের অন্ধকার হয় বিদূরিত।

www.pathagar.com

স্বপ্নের শক্তি

'আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার প্রভু সমস্ত মানবজাতিকে পরিবেষ্টন করে আছেন। আমি তোমাকে যে স্বপ্নবৎ দৃশ্য দেখিয়েছিলাম, তা শুধু লোকের পরীক্ষার জন্য দেখিয়েছিলাম.......।'

- কুরআন - সূরা ১৭ ঃ ৬০

মানুষের মনে যেসব জিনিস গোপনে ফলপ্রসূভাবে কাজ করে, স্বপ্ন ও কল্পনা তার মধ্যে অন্যতম। এ দু'টো জিনিসকে অস্বীকার করা যায় না। নিশিথের শান্ত আনন্দদায়ক মুহূর্তের বরণসম শুভ্র স্বপ্ন এবং ধোঁয়ার মত কালো খারাপ স্বপ্ন মানুষের মনে অপ্রতিরোধ্য গতিতে প্রবেশ করে। কেউ হয়ত স্বপ্নে অন্ধকার ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করেন, আবার কেউ প্রত্যক্ষ করেন উজ্জ্বলতম ভবিষ্যত। স্বপ্নে অনেকে তার আশা পূরণ হতে দেখেন, আবার অনেকে দেখেন হৃদয়ের ইচ্ছা পূরণ হতে। স্বপ্ন আমাদের নিজেদেরই ইচ্ছা, ভয় ও কল্পনার সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করি বা তা শাশ্বত বিধানের অমোঘ নিয়ম বলে বিশ্বাস করি না কেন, কেউ একথা অবিশ্বাস করতে পারে না যে, দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ব্যক্তির ওপরও স্বপ্ন যেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তেমনি তা অনাগত ভবিষ্যতে ঘটতে পারে - এমন ঘটনারও আভাস দিতে পারে। যুগ যুগ ধরে মানুষ স্বপ্ন দেখছে এবং কল্পনা করছে। ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, শিক্ষক-ছাত্র কেউ এর ব্যতিক্রম নয়। ইবরাহীম ও মূসার সময় স্বপ্ন ও কল্পনা যেমন মানুষের ওপর কার্যকর প্রভাব বিস্তার করত, মুহাম্মদ-এর সময়ও তার কোন পরিবর্তন হয়নি। হেজায শহরের বাসিন্দাই হোক, নযদ্-এর গোত্রীয় নেতারাই হোক, স্বপ্নের প্রতি তারা অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করত এবং কেউ স্বপ্ন দেখলে তারা ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম ব্যক্তির অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে উঠত। ভীতিপ্রদ বা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন সম্পর্কে যে কোন রকম সন্দেহ ও অস্পষ্টতা দূর করার জন্য এক শ্রেণীর চিকিৎসক, যাদুকর, ভবিষ্যদ্বক্তা নিয়মিত কাজ করত এবং এ জ্ঞান মূলত জ্ঞান-ভান্ডারকেই সমৃদ্ধ করে। কোন বড় ব্যক্তির আবির্ভাব বা

www.pathagar.com

সাধারণ মানুষের কল্পনার বাইরে সংঘটিত কোন উত্তেজনাকর ঘটনার সময়কার স্বপ্নের প্রভাব হয় ব্যাপক। সাধারণ মানুষ তাদের মনের ভারসাম্য দিয়ে এসব বড় বড় ঘটনার কোন সুরাহা করতে পারে না। এসব ঘটনায় মানুষের মন অনিবার্য-ভাবে রহস্যময় ও অজ্ঞাত বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। তাদের চতুর্দিকে আবর্তিত কল্পনার জগত তখন সহজেই স্বপ্নের শিকার হয়। প্রত্যুষের আগমনে তা দূর হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনে তা প্রভাব ফেলে যায়।

মুহাম্মদ সম্পর্কে তারা যেসব কথা শুনেছিল, তা তাদের বিস্ময় উদ্রেক করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে তাঁর নিঃসঙ্গ প্রতিরোধ, জীবন সম্পর্কে উদাসীন, নিজের বিশ্বাস সম্পর্কে পূর্ণ আস্থাবান, তাদের ঐতিহ্যগত প্রথা ও বিশ্বাসের প্রতি ঘৃণা পোষণ, বেহেশত ও দোযখ এবং এ বিশ্ব ও তার অভ্যন্তরের সব বস্তু সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় ও সাহসিকতাপূর্ণ উক্তি, আল্লাহ ও ফেরেশতা, পুনরুত্থান ও শেষ বিচারের দিন ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর কথা আরব জনগণের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অন্ধকার অন্তরে এমন ঝড় তোলে যে, তারা এসব কিছু গ্রহণ করতে বা অস্বীকার করতেও ব্যর্থ হয়। মুহাম্মদ-এর কথা তাদের মনে এমন গভীর ছাপ অঙ্কিত করে যে, ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় এসব কথা তারা ভুলতে পারে না। মুহাম্মদ-এর নবী হওয়ার এবং প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করার মধ্যবর্তী তিন বছরের মধ্যে যারা আবেগের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে, তাদের কথা আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি। এদের মধ্যে অনেকে ইসলামের মহান বাণীর প্রভাবে এমন অভিভূত হয়ে পড়েন যে, জাগ্রত অবস্থায়ও তারা মুহাম্মদের চেহারা দেখতে পেতেন। প্রসঙ্গক্রমে ইবনে সা'দ-এর কথা উল্লেখ করা যায়। এক দিন তিনি মুহাম্মদ-এর কাছে একটা ছাগী নিয়ে আসেন। ছাগীটা দুধ দিত না। তিনি বলেন, মহানবী যেন ছাগীটির বানে হাত বুলিয়ে দেন। এর পর মুহূর্ত থেকেই ছাগীটা দুধ দিতে থাকে। সেই দুধ মহানবী, আবু বকর, ইবনে সা'দ নিজে পান করেন। বলা হয়ে থাকে যে, এ বিস্ময়কর ঘটনায় ইবনে সা'দ এমনই অবাক হয়ে পড়েন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইবনে সা'দ ছিলেন মাত্র তিন ফিট লম্বা (এ সমস্ত খাটো লোককে বামন বলা হয়)। মুসলমান হওয়ার পর ধর্মের প্রতি তাঁর বিশ্বাস এত গভীর ও দৃঢ় হয় যে, তিনি মুহাম্মদ-এর একজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হন। তিনি সব সময় তাঁর সাথে সাথে থাকতেন, বাড়িতে ও বাড়ির বাইরের কাজে তিনি তাঁকে সাহায্য করতেন। তিনি মহানবীর একজন বিশ্বস্ত সময়-রক্ষক ছিলেন। সকালে তিনি তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন, কাপড়-চোপড় ও জুতা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে রাখতেন। তাঁর এ সেবার জন্য তাঁকে মহানবীর বন্ধু হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

নতুন এ আন্দোলনে আবু যর গিফারীও আধ্যাত্মিক ও মানসিক দিক থেকে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। কথিত আছে, মুহাম্মদ-এর কথা শোনার তিন বছর

www.pathagar.com

আগে থেকেই তিনি এক আল্লাহর ইবাদত করতেন। মুহাম্মদ-এর কথা শোনার পর তিনি তাঁর ভাই আনিসকে মুহাম্মদ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য মক্কায় পাঠান। নির্দিষ্ট সময়ে আনিস মক্কা থেকে ফিরে এসে আবু যরকে জানান যে, তিনি সেখানে এমন এক ব্যক্তিকে দেখে এসেছেন, যার প্রত্যেকটি কথাই যথার্থ। মক্কার লোকদের পাপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। তিনি নিজেকে আল্লাহর বাণীবাহক বলে দাবি করেছেন।

আবু যর জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তাঁর সম্পর্কে লোকে কী বলে?"

আনিস উত্তর দিলেন ঃ "কেউ তাঁকে কবি বলছে, কেউ বলছে গণক; আবার কেউ বলছে যাদুকর। কিন্তু আমার মতে তিনি একজন সত্যবাদী মানুষ এবং তাঁর শত্রুরাই মিথ্যাবাদী।"

আবু যর তখন মক্কায় এসে আলীর সাহায্যে মহানবীর সাথে দেখা করলেন। তিনি তাঁর মধ্যে এমন আধ্যাত্মিক প্রভাব লক্ষ্য করলেন যে, তিনি মুসলমান হয়ে ফিরে গেলেন।

মহানবী আবু যরকে তাঁর গোত্রের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের কাছে তাঁর ধর্মান্তকরণের কথা গোপন রাখতে বললেন। তিনি আরও বলেন, আবু যর যেন মহানবীর আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করে এবং তিনি গোপনে আবু যরকে মক্কায় ডেকে আনবেন। কিন্তু আবু যর তাঁর নতুন বিশ্বাসে এতই দৃঢ় ও আস্থাশীল ছিলেন যে, মুহাম্মদ-এর গৃহ থেকে তিনি সরাসরি কা'বা গৃহে গেলেন এবং তথায় তিনি চিৎকার করে বলতে থাকেন ঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর নবী।'

কুরাইশ নেতারা তখন তাঁকে আক্রমণ করার জন্য জনতাকে প্ররোচিত করল। উপস্থিত জনতা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে এমনভাবে আঘাত করল যে, তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

আব্বাস তাঁর সাহায্যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে এলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন ঃ "হে মক্কার জনগণ! তোমরা কি জান না, এ লোকটি গিফার গোত্রের এবং আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ এ গোত্রের এলাকা দিয়েই প্রসারিত?" আব্বাস তাঁকে তুলে নিলেন এবং ক্ষতস্থান ধুয়ে তাঁকে তিনি সেবা-শুশ্রূষাও করলেন। পরদিন আবু যর কা'বা গৃহে গিয়ে পুনরায় চিৎকার করে বার বার তাঁর বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করলেন।

তৎপর বিজয়ীর বেশে স্বীয় গোত্রের মাঝে ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর ভাই ও মায়ের সাহায্যে নতুন উদ্যমে তাঁর গোত্রের লোকদের মাঝে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। গিফার গোত্রের প্রায় অর্ধেক লোক তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করে। বাকী অর্ধেক লোক এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করে যে, মহানবী তাদের মাঝে এলে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

খালিদ বিন সা'দ নামে অপর এক ব্যক্তি এক স্বপ্ন দেখে আবু বকরের কাছে ছুটে আসেন। তিনি আবু বকরকে বলেন ঃ "আমি স্বপ্নে দেখলাম, একটা আগ্নেয় মরুভূমির আগুনের লেলিহান শিখা যেন আসমান স্পর্শ করেছে। সব কিছুই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কেবলমাত্র আমি একা ঐ আগুনের শিখার মোকাবেলা করছি। আমার পিতা এমন সময় তথায় এসে আমাকে আগুনে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করলে মুহাম্মদ আমার কাপড় ধরে টেনে আনেন এবং জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে পড়া থেকে আমাকে উদ্ধার করেন। হে আবু বকর! দয়া করে আমাকে মুহাম্মদ-এর নিকট নিয়ে চলুন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমি যে স্বপ্ন দেখেছি, তা সত্য এবং তাঁর কাছেই কেবল আমি আমার মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করতে সমর্থ হব।"

আবু বকর তাঁকে মুহাম্মদের কাছে নিয়ে গেলেন। খালিদ মুহাম্মদ-কে বললেন ঃ "হে মুহাম্মদ! আপনি বলুন, আপনি কার প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছেন?"

মুহাম্মদ বললেন ঃ "আমি মানুষকে সেই আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাই, যার কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ হল তাঁর দাস ও নবী। আপনাকেও আমি আহ্বান করছি কান ও হাত বিবর্জিত পাথরের পূজা না করতে। কারণ এ পাথরের ভাল-মন্দ করার কোন শক্তি নেই।"

মুহাম্মদ-এর হাত ধরে খালিদ চিৎকার করে বললেন ঃ "আমি ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর নবী।"

সেদিন খালিদের পিতাকে অবহিত করান হয়, খালিদ মহাম্মদ প্রচারিত নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে। এ সংবাদ পেয়ে খালিদের পিতা খালিদকে ডেকে পাঠান এবং লাঠি না ভাঙ্গা পর্যন্ত তাঁকে পেটাতে থাকেন। তিনি বলেন ঃ "তুমি তোমার ভাগ্যকে এমন এক ব্যক্তির কাছে সমর্পণ করেছ, যে ব্যক্তি তোমার গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে কথা বলে, তাদের উপাস্য মূর্তিকে ঠাট্টা-তামাশা করে এবং তোমার পিতৃপুরুষের ধ্যান-ধারণা ও ধর্মবিশ্বাসকে ঘৃণা করে।"

খালিদ বললেন ঃ "তাঁর কথা অনুসরণ করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই।"

তাঁর পিতা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন ঃ "হতভাগা ছেলে কোথাকার! তা হলে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও। আমার কাছে খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য আর ফিরে এস না।"

খালিদ বললেন ঃ "আল্লাহই আমার খাদ্য ও আশ্রয় দেবেন।"

একথা বলে তিনি সোজা মুহাম্মদ-এর গৃহে চলে যান।

সুহায়েবের কাহিনীও এ সময় বেশ ব্যাপ্তি লাভ করে। তৎকালে একজন পর্যটক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর পিতা ছিলেন পারস্যের সম্রাটের প্রতিনিধি। কয়েক বছর আগে রোমান বাহিনী ইয়েমেন আক্রমণ করে। ইয়েমেন তখন ছিল পারস্যের একটা প্রদেশ। রোমান বাহিনী যেসব বন্দীকে কনস্ট্যান্টিনোপলে নিয়ে

www.pathagar.com

যায়, তার মধ্যে যুবক সুহায়েবও ছিল। সেখানে সুহায়েব বড় হতে থাকেন এবং রোমানদের রীতি-নীতি ও আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। একবার একদল আরব ক্রীতদাস ব্যবসায়ী কনস্ট্যান্টিনোপল যায়। তারা দক্ষ, জ্ঞানী ও আকর্ষণীয় যুবক-যুবতীদের ক্রয় করতে থাকে। জ্ঞান ও দক্ষতার জন্যই হোক বা তার পিতা একজন আরববাসী, এ অজুহাতেই হোক, তারা সুহায়েবকে ক্রয় করে 'উকাজ' মেলায় বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সময় আবদুল্লাহ বিন জাদান-এর প্রতিনিধিরা তাদের প্রভুর পক্ষে জোর তৎপরতা চালাচ্ছিল। সুহায়েবকে তারা ক্রয় করে আবদুল্লাহর সেবায় নিয়োজিত করে। সুহায়েব তার জ্ঞান ও দক্ষতার দ্বারা লোভী বলে খ্যাত দু'জন গায়িকার মত তার প্রভুকেও মুগ্ধ করে।

সুহায়েবের আশপাশে যেসব মক্কাবাসী ছিল, তাদের চেয়ে তিনি ছিলেন শিক্ষা ও আচরণে অনেক বেশি মার্জিত। তারা প্রায়ই তার কাছে উপদেশ প্রার্থনা করত এবং বিভিন্ন বিষয়ে জানার ইচ্ছা ব্যক্ত করত। অনেক আগেই তিনি মুহাম্মদ-এর বাণী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। পারস্য ও রোমের সভ্যতা সম্পর্কে তিনি বেশ কিছু জানলেও নতুন নবী মুহাম্মদ-কে দেখার ও পৃথিবীতে তিনি কী নতুন বাণী এনেছেন, তা শোনার আগ্রহ ছিল তার অত্যন্ত বেশি। এ পৃথিবীর যে কোন নতুন ও আশ্চর্য বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য ঐ দু'টো সভ্যতার যে কোন একটিই ছিল যথেষ্ট। রাতের পর রাত তিনি নিজের মনেই এসব কথা ভেবেছেন। জাগ্রত অবস্থাতেও তিনি এ চিন্তার হাত থেকে মুক্ত হতে পারেননি। মুহাম্মদের শত্রু ও মিত্ররা তাঁর সম্পর্কে যে-সব মন্তব্য করত, তিনি তার একটা তালিকা তৈরি করেন। একদিন এ তালিকা নিয়ে তিনি সোজা মুহাম্মদ-এর গৃহে উপস্থিত হলেন।

মহানবীর গৃহের বাইরে তিনি আম্মার বিন ইয়াসার-এর সাক্ষাৎ পান। সুহায়েবের অগাধ পান্ডিত্য সম্পর্কে আম্মার অবহিত ছিলেন। মহানবীর গৃহের কাছে তাঁকে দেখে তিনি অবাক হলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

সুহায়েব উত্তর দিলেন ঃ "আমি মুহাম্মদ-এর গৃহে যাচ্ছি। মুহাম্মদ কী বলেন এবং জনগণকে তিনি কোন্ ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন, তা আমি নিজে তাঁর কাছ থেকে শুনতে চাই।"

আম্মার বললেন ঃ "আমিও ঠিক এ উদ্দেশ্যে এসেছি।"

এরপর তারা দু'জন মুহাম্মদ-এর গৃহে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে সারাদিন কাটালেন।

মুহাম্মদ তাদের কী বলেন, তাদের প্রশ্নের উত্তর তিনি কিভাবে দেন অথবা পবিত্র কুরআনের কোন্ কোন্ আয়াতই বা তিনি তাঁদের সামনে আবৃত্তি করেন, তার কোন তথ্য ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নেই। তবে রাতের আগমনে তাঁরা দু'জনেই মুহাম্মদ-এর গৃহ ত্যাগ করেন। আম্মার সোজা বাড়িতে গিয়ে তাঁর মাকে ইসলাম

www.pathagar.com

গ্রহণের আহ্বান জানান, আর সুহায়েব তাঁর প্রভু আবদুল্লাহর কাছে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন।

সুহায়েব বললেন ঃ "মুহাম্মদ-এর কথার মধ্যে যে দৃঢ়তা ও প্রত্যয় আমি লক্ষ্য করেছি, তা পারস্য বা রোমের সেনাবাহিনীর মধ্যে কোনদিন লক্ষ্য করিনি।"

ইত্যবসরে মুহাম্মদের বিপক্ষীয়রা তাঁর কার্যকলাপকে ঘৃণা ও পরিহাস করতে শুরু করে। কিন্তু তাঁর কাছে যে ধরনের লোকই আসুক না কেন, তারা সব কিছু গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করে। তাঁর আন্দোলনকে সার্থকভাবে প্রতিহত করার পরিকল্পনাও তারা করতে থাকে। এ পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে ছিল গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যেমন - আবু লাহাব, আবু সুফিয়ান, আবু বখতারী, আবু জাহল, আসওয়াদ বিন মুত্তালিব, আল-আস বিন ওয়াইল, উৎবা, শাইবা ও রাবীআ'।

এ সমস্যা ছিল তাদের নৈমিত্তিক আলোচনার বিষয়। একদিন এক সমাবেশে তারা জনৈক হাসানকে ডেকে পাঠায় এবং মুহাম্মদের কাছে যাওয়ার জন্য তাকে অভিযুক্ত করে। তার সাথে আলোচনার পর নতুন ধর্মের অপ্রতিরোধ্য গতি রোধ করার কার্যকর পন্থা গ্রহণের জন্য মক্কাবাসীরা কোন্ পন্থা অবলম্বন করবে তা তারা ঠিক করে। তারা হাসানকে মুহাম্মদ-এর সাথে কাজ করার কথা বলে এবং তাকে এ মর্মে আশ্বাস দেয় যে, তার পেছনে কুরাইশ প্রধানরা আছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী হাসান মুহাম্মদের গৃহে যায়। অন্যরা নিকটবর্তী স্থানে লুকিয়ে থাকে। কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে তারা যেন হাসানকে সাহায্য করতে পারে - এ উদ্দেশ্যে তারা এ ধরনের পন্থা অবলম্বন করে। হাসান ধাক্কা দিয়ে মুহাম্মদ-এর ঘরের দরজা খুলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। সেখানে সে অনেক লোককে বসে থাকতে দেখে। এর মধ্যে তার পুত্র ইমরানও ছিল। মুহাম্মদ তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং তাকে বসার জায়গা দেওয়ার জন্য উপস্থিত লোকদের অনুরোধ করলেন। কিন্তু হাসান তার আক্রমণপ্রবণ আচরণ বজায় রেখে মুহাম্মদ-কে জিজ্ঞেস করল ঃ "আপনার সম্পর্কে এসব কী কথা শুনছি? আপনি না-কি আমাদের দেবতাগণের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন এবং তাদের নাম উচ্চারণে কোন লাভ হয় না বলে মন্তব্য করেন?"

মহানবী তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। তিনি বললেন ঃ "হাসান, তুমি ক'জন দেবতার ওপর বিশ্বাস কর?"

হাসান উত্তর দিল ঃ "এ দুনিয়ার জন্য সাতজন দেবতা ও বেহেশতের জন্য একজন দেবতার ওপর।"

মুহাম্মদ বললেন ঃ "তোমার ওপর যদি কুদৃষ্টি পতিত হয়, তুমি যদি বস্তুগত দিক থেকে ক্ষতির সম্মুখীন হও বা তোমার পুত্র যদি কোন শত্রুর হাতে পড়ে, তা হলে তুমি কোন্ দেবতার সাহায্য প্রার্থনা কর?"

হাসান উত্তর দিল ঃ "বেহেশতের দেবতার ওপর।"

www.pathagar.com

মুহাম্মদ বললেন ঃ "বেহেশতের দেবতা তাহলে দেখছি তোমার আবেদন মঞ্জুর করতে সক্ষম; তা হলে তুমি অন্যান্য দেবতাকে তার সাথে সমান চোখে দেখ কেন? এ রকম করা কি ঠিক?"

মহানবী তার দিকে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন ঃ "হাসান, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর এবং তোমার আত্মার মুক্তির স্বাদ গ্রহণ কর। ইসলামে দাখিল হও।"

মহানবী এ কথা বলার সাথে সাথে হাসানের পুত্র ইমরান আনন্দের আতিশয্যে তার স্থান থেকে উঠে পড়ে। আমরা জানি না, সংক্ষিপ্ত ঐ আলোচনার মধ্যে এমন কী জিনিস লুকিয়ে ছিল, যাতে হাসানের আক্রমণপ্রবণ আচরণ পরিবর্তিত হয় এবং সে বিনয়ী ও অনুগত হয়ে পড়ে। হাসান যখন উঠে দরজার দিকে অগ্রসর হল, তখন মহানবী বললেন ঃ "হাসানকে তার গৃহে পৌঁছিয়ে দিয়ে এস।"

মহানবীর গৃহের বাইরে কুরাইশরা সমবেত হয়েছিল একটা ভয়ংকর পরিস্থিতির আশংকা করে। কিন্তু তারা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল, হাসান অত্যন্ত শান্ত ও বিনীতভাবে গৃহ থেকে বেরিয়ে এল। তার চেহারা দেখে মনে হল, সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। তারা লক্ষ্য করল, হাসান অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাদের সম্মুখ দিয়ে চলে গেল।

তারা বলাবলি করতে লাগল, তাকেও মন্ত্রমুগ্ধ করা হয়েছে। সেও যাদুমন্ত্রের শিকার হয়েছে।

www.pathagar.com

পৌত্তলিকতা থেকে আল্লাহর ইবাদত

'অতএব তোমার প্রতি যে আদেশ আসে, তা জানিয়ে দাও এবং মুশরিকগণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।'

- কুরআন - সূরা ১৫ ঃ ৯৪

মুহাম্মদ-এর গোপন প্রচার তিন বছর ধরে অব্যাহত থাকে। এ সময়ে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে। আরকামও এদের মধ্যে ছিলেন। অনেকের মতে, ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে আরকাম দশম ব্যক্তি। একমাত্র তাঁর পরিবারেই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সদস্যের সংখ্যা চল্লিশ হয়। তারপরে উসমান বিন মা'জুন ইসলাম গ্রহণ করেন। কথিত আছে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই তিনি মদ্য পান ত্যাগ করেন। মদ পান করলে মানুষের বিচারশক্তি লোপ পায় - একমাত্র এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তিনি মদ পান ত্যাগ করেন। আর মদ পান করলে যেহেতু বিচারশক্তি লোপ পায়, সেহেতু তাঁর অধঃস্তন ব্যক্তিরা তাঁকে বিদ্রূপ করতে পারে বা মদ্যপ অবস্থায় তাঁর কন্যার শ্বশুরালয় পক্ষ বিদ্রূপ করতে পারে - সম্ভাব্য এ অপমান থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তিনি মদ্য পান ছেড়ে দেন।

গোপনে মুহাম্মদ-এর প্রচার তৎপরতা অব্যাহত থাকে। ইসলাম গ্রহণের নিয়ম-কানুন ছিল অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। মাত্র দু'টো বিশ্বাসকে স্বীকার করে নিয়ে এবং নামায পড়ে যে কেউ মুসলমান হতে পারত। তখন মাত্র দু'বার নামায পড়ার বিধান ছিল - সূর্য ওঠার পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে। অত্যন্ত গোপনে নামায পড়া হত। কখনও নামায পড়া হত মক্কার পার্শ্ববর্তী উপত্যকায়, আবার কখনও পড়া হত আরকামের মত বিশ্বাসীর গৃহে। সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস-এর সাথে পৌত্তলিকদের কয়েকবার সংঘর্ষ হওয়ার পর আরকামের গৃহেই মুসলমানরা নিয়মিত বৈঠকে মিলিত হতেন। সাফা পর্বতের পাশেই ছিল এ গৃহটি। কয়েক শতাব্দী পরে এ গৃহটিকে 'খাইজুরান'-এর গৃহ বলে আখ্যায়িত করা হয়। তৃতীয় শতাব্দীতে খলিফা মনসুর গৃহটিকে ক্রয় করা একটা ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে

www.pathagar.com

করেন। গৃহটি ক্রয় করে তিনি তাঁর পুত্র আল-মাহদীকে উপহার দেন। আল-মাহদী তাঁর প্রিয় স্ত্রী খাইজুরানকে এ গৃহটি উপহার দেন। খাইজুরানের দু'পুত্র ছিল - আল-হাদী ও হারুন আল-রশীদ। হারুন আল-রশীদ পরে খলিফা হন। সেই সময় থেকে আরকাম-এর গৃহটি খাইজুরানের গৃহ বলে পরিচিত হয়।

এ গৃহটিই ছিল মুহাম্মদ-এর গোপন প্রচার তৎপরতার প্রধান ঘাঁটি। এখানে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা (যাঁদের সংখ্যা চল্লিশ-এ উন্নীত) নিয়মিত নামায আদায় করতেন। সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ইসলামের পতাকাতলে আনার পরিকল্পনাও এ গৃহে বসেই করা হয়। এ গৃহে কুরআনের বহু আয়াত নাযিল হয় এবং কুরআনের বহু আয়াত এখানে আবৃত্তি করা হয়। ফলে মুসলমানদের উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। কোন প্রলোভন তাদেরকে ইসলামের মৌলিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে ব্যর্থ হয়। তাদের প্রত্যেকেই তখন নতুন অবতীর্ণ আয়াত মুখস্থ করে রাখতেন। বর্তমানকালে বই যেমন স্মৃতি ধরে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়, তৎকালে মানুষের স্মৃতি ধরে রাখা হত তা মুখস্থ করার মাধ্যমে। শোনা জিনিস মুখস্থ করে তা স্মৃতিতে অম্লান করে রাখার দক্ষতা তখন মানুষের ছিল অত্যন্ত বেশি। এছাড়া অনেক আয়াত ভেড়া বা হরিণের চামড়া বা মসৃণ পাথরের ওপর লিখে রাখা হত।

এ তিন বছরের মধ্যে মুহাম্মদকে প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়নি - এ সময়টা মুসলমানদের কাছে মুহাম্মদের নবী হওয়ার মর্যাদা লাভের সময় বলে পরিচিত। পবিত্র কুরআনের ছোট সাতচল্লিশটি সূরা এ সময়ের মধ্যে অবতীর্ণ হয়। মুসলমানরা যখন একত্রে মিলিত হতেন, তখন তাঁরা একসাথে ঐ সূরাগুলো জোরে ও ঐকতানে আবৃত্তি করতেন। শুধু উপস্থিত ব্যক্তিরাই নয়, প্রতিবেশী ও পথিকদের কাছেও ঐ সূরাগুলো অত্যন্ত শ্রুতিমধুর হত। সূরাগুলোর কথার সুরলহরী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ গানের চেয়েও বেশি মধুরভাবে তাদের কানে অনুরণিত হত; এর অর্থ তাদের অন্তরকে উজ্জ্বল আলোর মত আলোকিত করত।

এ তিন বছরের মধ্যে মক্কার বহু লোক বিভিন্নভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। এক-একজন করে মুহাম্মদ-এর বাণী অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করে। শুষ্ক মরুভূমিতে উপচে পড়া নদীর পানি যেমনভাবে নিঃশেষিত হয়ে যায়, মুহাম্মদ-এর আত্মিক প্রভাবেও তেমনি মানুষের অন্তর নতুন বিশ্বাসে প্লাবিত হতে থাকে। কুরাইশ যুবক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে আস্তে আস্তে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে দেখে কুরাইশ নেতারা উদ্বেগজনক অবস্থায় কাল কাটাতে থাকে। ওহী নাযিল হওয়ার তৃতীয় বছরের শেষের দিকে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। এ ঘটনাকে মুহাম্মদ-এর প্রকাশ্য ধর্মপ্রচারের শুরু হিসেবে এবং কুরাইশ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রথম অধ্যায় হিসেবে গণ্য করা যায়। একদিন একটা সূরা নাযিল হয়। এ সূরার মাধ্যমে মুহাম্মদ-কে প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচারের অনুমতি দেওয়া হয় ঃ

www.pathagar.com

‘অতএব তোমার প্রতি যে আদেশ আসে, তা জানিয়ে দাও এবং মুশরিকগণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। নিশ্চয় ঠাট্টাকারীদের বিরুদ্ধে তোমার পক্ষে আমিই যথেষ্ট। যারা আল্লাহর সাথে অন্য প্রভুর শরিক করে, তারাও শীঘ্রই জানতে পারবে। আর আমি জানি, তারা যা বলছে, তাতে তোমার মন ছোট হয়ে যায়। তবে তুমি তোমার প্রভুর মহিমা ও প্রশংসা প্রকাশ কর এবং সিজদা কর। এবং ইবাদত কর তোমার প্রভুর, যতক্ষণ না উপস্থিত হয় তোমার মরণকাল।’

কুরআন - সূরা ১৫ ঃ ৯৪-৯৯

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর অন্য যেসব আয়াত নাযিল হয়, তাতে তাঁর চল্লিশজন অনুসারীর মনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বেড়ে যায় ঃ

‘অতএব আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডেকো না, কেননা তা হলে তোমরা কঠিন শাস্তি পাবে এবং তোমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণকে সতর্ক করে দাও এবং তুমি আপন বাহুকে সেই মুমিন ব্যক্তির জন্য নত করে দাও, যে তোমার অনুসরণ করছে; তখন যদি তোমার হুকুম অমান্য করে তবে তুমি বল, নিশ্চয়ই আমি সেই বস্তু হতে মুক্ত ও অসন্তুষ্ট, যা তোমরা করছো, অতএব সর্বশক্তিমান দয়াময়ের প্রতি অবশ্য নির্ভর কর। তিনি তোমাকে দেখেন, যখন তুমি নামাযে দাঁড়াও এবং সিজদাকারীদের সাথে চলাফেরা করে থাক। কেননা তিনি অবশ্যই সব শোনেন, সব জানেন।’ কুরআন - সূরা ২৬ ঃ ২১৩-২২০

বিশ্বাসীদের অন্তরে যে বিশ্বাস এতদিন লুক্কায়িত ছিল, উপরোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর তা যেন প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। কুরাইশ গোত্রের শক্তি ও সামর্থ সম্পর্কে তারা অবহিত ছিল। তবু তারা (মাত্র চল্লিশজন) তাদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। কিন্তু এর চেয়ে যে ব্যাপারটি আরও বেশি উল্লেখযোগ্য ছিল তা হল, মক্কার শুষ্ক আবহাওয়ায় লালিত-পালিত মরুজীবনে অভ্যস্ত লোক-দের মনে স্থান পায় বেহেশতের কল্পনা ও শাশ্বত জীবনের ধারণা। মুহাম্মদ-এর কথাও তাদের মনে ঠাণ্ডা পানির মত শান্তির পরশ বুলিয়ে দিত। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, পৌত্তলিকদের মোকাবেলায় তাঁরা যদি মৃত্যুবরণ করেন, তবে তাঁরা সরাসরি সুখ ও শান্তির শাশ্বত জীবন লাভ করবেন।

এ জন্য তাঁরা যুদ্ধের জন্য উৎসুক ছিলেন। আল্লাহর রাস্তায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করার জন্যও তাঁরা ছিলেন উন্মুখ। তাঁরা তাঁদের সামনে বেহেশত ও দোযখ প্রত্যক্ষ করতেন। তাঁদের জন্য ছিল বেহেশত, আর তাঁদের শত্রুদের জন্য ছিল দোযখ। তাদের শত্রু দ্বারা সমস্ত মরুভূমি পরিবেষ্টিত হলেও তাঁরা মোটেই ভয় পেতেন না। কোনদিন কোন ওহী নাযিল হলে সেই দিনটি তাঁরা উৎসব ও আনন্দের দিন হিসেবে পালন করতেন। তাঁরা অত্যন্ত উৎসুকভাবে অপেক্ষা করতেন মহানবী কিভাবে কাজ করেন তা দেখার ও কী আদেশ দেন তা শোনার জন্য। কিন্তু দিনের

www.pathagar.com

পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতিবাহিত হলেও তাঁদের নেতার মধ্যে জিহাদ ঘোষণার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। খাদীজার গৃহে মুহাম্মদ নীরব হয়ে রইলেন। এই গৃহে কেবলমাত্র সেই চল্লিশজন মুসলমানই যেতে পারতেন। সাধারণ লোকের তথায় প্রবেশাধিকার ছিল না।

মক্কার আকাশে ত্রিশবার সূর্য উঠেছে এবং অস্ত গেছে, কিন্তু কোন ওহী নাযিল হল না। এ সময়টা অন্যান্য বছরের তুলনায় মুসলমানদের কাছে ছিল অত্যন্ত ক্লান্তিকর। প্রত্যেকটি দিনেই তাঁরা ধৈর্যহারা হয়ে পড়তেন। একদিন মহানবী তাঁদের সবাইকে নিজের গৃহে ডাকলেন। আবদুল মুত্তালিব পরিবারের লোকদের কাছে ইসলামের মহান বাণী পৌঁছানোর জন্য তিনি তাঁদেরকে তাঁর কাছে ডেকে আনার আদেশ দিলেন। মহানবীর সঙ্গীরা খুশি হলেন। তাঁরা তাদের অস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করতে শুরু করলেন।

তাঁরা মহানবীকে বললেন ঃ "এ জমায়েতে আপনার চাচা আবদুল উয্যাকে ডাকবেন না। কারণ সে আপনার বাণী অত্যন্ত ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করবে।"

মুহাম্মদ বললেন ঃ "তাদের সবাইকে ডাক।"

আবদুল উয্যা ছিল কর্কশ স্বভাবের লোক। এজন্য সে সবার কাছে ছিল অপ্রিয়। তার রক্তবর্ণ মুখমন্ডল দেখাত ঠিক আগুনের মত। তার এ বৈশিষ্ট্যের জন্য লোকে তাকে আবু লাহাব (আগুনের পিতা) হিসেবে আখ্যায়িত করত। অন্য কারও চেয়ে সে প্রথম থেকেই মুহাম্মদ-এর বিরোধিতা করত এবং মুহাম্মদ ও তাঁর প্রচারিত ধর্মের প্রতি সে সব সময়ই কটাক্ষ ও ঘৃণা পোষণ করত। দু'জন মহিলা-সহ আবদুল মুত্তালিব পরিবারের চল্লিশজন সদস্য মুহাম্মদ-এর দাওয়াত গ্রহণ করেনি। এদের মধ্যে আবু লাহাবও ছিল।

এদের অভ্যর্থনা ও আদর-আপ্যায়নের দায়িত্বে ছিলেন আলী। তারা সবাই খাবারের জন্য পাতা কাপড়ের ওপর বসে। মুহাম্মদ তাদের সাথে খাবার খাওয়া ও অতিথিদের আপ্যায়ন করা থেকে বিরত থাকেন।

খাবার শেষ হওয়ার পর মুহাম্মদ তাদের কাছে তাঁর 'মিশন'-এর কথা বললেন এবং পবিত্র কুরআন থেকে কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। তিনি বললেন ঃ "আমি আপনাদের মাত্র দু'টো কথা গ্রহণ করার জন্য দাওয়াত করেছি। এ দু'টো কথা উচ্চারণ করা অত্যন্ত সহজ, কিন্তু তা মেনে চলা অত্যন্ত কষ্টকর - 'বল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল।'

গহের মধ্যে তখন পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছিল। প্রত্যেকে তার পাশের লোকের দিকে অসহায়ভাবে তাকাচ্ছিল। আবু লাহাব একাই মুহাম্মদের দিকে অবজ্ঞা ভরে ও ঘৃণার্হ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অত্যন্ত রাগত স্বরে চিৎকার করে বলল ঃ

www.pathagar.com

"মুহাম্মদ! তোমার স্থান নরকে হোক, তোমার ধ্বংস হোক। একথা শোনাবার জন্যই কি তুমি আমাদের এখানে ডেকে এনেছ? এ লোকদের কাছ থেকে তুমি কী চাও? কুরাইশ জনগণের মধ্যে তুমি পার্থক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করছ কেন? তুমি পুত্রের কাছ থেকে পিতাকে এবং বোনের কাছ থেকে ভাইকে পৃথক করেছ। নিজ গোত্র ও লোকদের মধ্যে এমন বিভেদ সৃষ্টিকারী কারও কথা আমি আগে শুনিনি। আমরা ধারণা করেছিলাম, তুমি এ জমায়েতের আয়োজন করেছ তোমার লোক-দের উপকার করার জন্য। কিন্তু এখন দেখছি, একমাত্র গুটি কয়েক নিরর্থক বাক্য বলা ছাড়া আমাদের প্রতি তোমার কিছু করার নেই। এখানে আজ যারা একত্রিত হয়েছে, তারা তোমার পরিবারের লোক। এ বালখিল্যতা ত্যাগ কর। এমন কিছু বল, যা আমাদের উপকারে আসবে।"

এ কথা বলে সে ক্রোধের সাথে উঠে দাঁড়াল এবং অন্যান্য কুরাইশ নেতার সাথে যোগ দিয়ে দরজার কাছে গেল। মুহাম্মদ-কে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারা বারান্দা অতিক্রম করলেও তাদের গুঞ্জন ধ্বনি ও প্রতিবাদের ভাষা গৃহের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

পরদিন মুহাম্মদ কা'বা গৃহে গেলে তাঁকে অবজ্ঞাসূচক সম্ভাষণে আপ্যায়িত করা হয়। তারা বলল ঃ "আসমান থেকে এ লোকটি আমাদের জন্যে বাণী নিয়ে এসেছে বলে দাবি করছে।" মুহাম্মদ কারও কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি হুবল দেবতার কাছে কতিপয় লোককে মাথা নত করে থাকতে দেখলেন। তারা তার কাছে তাদের হৃদয়ের আকুতি ও গোপন আশা পূরণার্থে আবেদন জানাচ্ছিল।

মুহাম্মদ কা'বায় প্রবেশ করে যখন 'মহান ও করুণাময় আল্লাহর নামে' কথা কয়টি উচ্চারণ করলেন, তখন সবাই তাঁর দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

মুহাম্মদ বললেন ঃ "তোমরা নির্জীব মূর্তির কাছে মাথা নত করছ। তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে গিয়ে মূর্তির কাছেই তোমাদের আর্জি পেশ করছ।"

মুহাম্মদকে চিনত এমন একজন ব্যক্তি বলল ঃ "আসলে তা নয়, আল্লাহর প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই আমরা মূর্তির সামনে নত হচ্ছি। এ মূর্তিগুলোকে আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের পক্ষ সমর্থক হিসেবেই মনে করি। এগুলো আমাদের আশা পূরণে সহায়তা করে।"

মুহাম্মদ বললেন ঃ "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি নিজেই তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। তিনি তোমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল।"

একথা বলে মুহাম্মদ কা'বা গৃহ ত্যাগ করলেন।

www.pathagar.com

অনেকে মুহাম্মদ-কে অনুসরণ করল। আর অন্যরা কা'বার পার্শ্ববর্তী কুরাইশ প্রধানদের কামরায় গিয়ে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করল। তারা বলল ঃ "মুহাম্মদ আমাদের প্রিয় মূর্তির উপাসনা করতে বাধা দিয়েছে। সে আমাদের ঘৃণা করেছে, হুবল সম্পর্কে মন্দ মন্তব্য করেছে এবং তাঁর আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্য আমাদের অনুরোধ করেছে।"

কুরাইশ প্রধানরা উদ্বেগের সাথে আবু তালিবের কাছে মুহাম্মদ-এর আচরণের বিরুদ্ধে একদল লোক পাঠাল। তারা তাঁকে বলল ঃ "আপনার ভাইপোর কার্যকলাপ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সে কা'বা গৃহে গিয়ে আমাদের উপাসনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। আমাদের খোদাকে সে অবমাননা ও ছোট করেছে। আপনি যদি তাকে না থামান, তা হলে তাকে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য আমাদের নিজস্ব পন্থায় কাজ করার অনুমতি দিন।"

আবু তালিব তাদেরকে নম্র ভাষায় ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে শান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন।

www.pathagar.com

দোযখের আগুন থেকে মুক্ত হও

বণিকদলের জন্যে যে ব্যক্তিকে পানির অন্বেষণে পাঠানো হয়, সে তাদের কাছে কোনদিনই বসে থাকে না।

- মহানবী

কা'বা গৃহে রক্ষিত মূর্তির উপাসনাকারীদের উপাসনায় মুহাম্মদের প্রত্যক্ষ বাধা দান এবং তৎপর মক্কার কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁর আলোচনা শহরে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। বিদ্যুৎগতির মত, বজ্রপাতের মত, পূর্ণ বর্ষণের মত এ সংবাদ শহরের প্রত্যেকটি গৃহে ছড়িয়ে পড়ল। নদীর দু'কূল ছাপিয়ে মরুভূমির বিস্তীর্ণ এলাকায় গড়িয়ে পড়ার মত এ সংবাদ সবকিছুর আগেই মানুষের মুখে মুখে সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়ল। বর্ণনাকারীর কল্পনা ও উদ্ভাবনশক্তিতে অতিরঞ্জিত হয়েও এ সংবাদ ব্যাপ্তি লাভ করল।

ব্যবসা-বাণিজ্য, বিয়ে ও তালাক, খাওয়া-ঘুমান - সব কাজের ওপর এ সংবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করল। অনেকে মুহাম্মদ-এর এ দাবিকে অন্তরের সাথে গ্রহণ করল, আবার অনেকের কাছে তা ক্রোধ ও বিরক্তির সঞ্চার করল। সমাজের শোষিত ও নীচু শ্রেণীর মানুষের কাছে এ আন্দোলন সুখ ও শান্তির বারতা বয়ে নিয়ে এল। তারা বুঝল, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ আন্দোলন একটা কুঠারাঘাত স্বরূপ - যে সমাজ ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য দুঃখ ও হতাশা আর সংখ্যালঘিষ্টের জন্যে আরাম-আয়েশ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হতাশায় নিমজ্জিত এ ব্যক্তিরা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংস কামনা ছাড়া আর কিছু চিন্তা করত না। মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের শোষণ ও বঞ্চনার ওপর এ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

জনতার মধ্য থেকে আলোচনার গুনগুন শব্দ ভেসে আসছিল। মুহাম্মদ-এর প্রত্যেকটি অনুসারী তাঁদের চারপাশের লোকদের হাজারো প্রশ্নে জর্জরিত হচ্ছি-লেন। এসব প্রশ্নের উত্তরে তাঁদের দৃঢ় আস্থা ও মনোবল দেখে প্রশ্নকারীরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। এ দুনিয়া ও এর আরাম-আয়েশ সম্পর্কে উদাসীনতা, সাহসিকতা ও

www.pathagar.com

নিঃস্বার্থপরতা ছাড়াও তাঁদের উত্তরের মধ্যে অন্য কিছু যেন লুকিয়ে ছিল। তাঁদের কথাগুলো ছিল মহানবীর মত - যেন অন্য জগত থেকে তা ভেসে আসছে। আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে অনেকেই তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে। তাঁদের চরম বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্ন উত্থাপন করার প্রবণতা কমে যায়। তারা একটা সন্দেহের দোলায় দুলতে থাকে!

তবে একথা সত্য যে, নতুন এ আন্দোলনে এমন কিছু ছিল, যাতে যুবকরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। গৃহ ও উন্মুক্ত স্থানে এ সম্পর্কে প্রায়ই আলোচনা হয়। এ আলোচনায় একটা বিষয় স্বচ্ছ হয়ে উঠল যে, সাধারণের মত ছিল এ আন্দোলনের অনুকূলে। কিন্তু তাতে লাভ কী? ক্ষমতা ছিল কুরাইশ প্রধান ও নেতৃবৃন্দের হাতে এবং তারাই ছিল মক্কার নেতা। তারা মুহাম্মদ-এর বিরুদ্ধাচরণ করার কোন পথই বাদ রাখে নি। আবু তালিবের কাছে প্রেরিত প্রতিনিধিদলের আলোচনা সফল না হওয়ায় তারা এ আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য নয় সদস্যবিশিষ্ট একটা পরিষদ গঠন করে। তাদের আলোচনা অব্যাহত থাকার সময় আর একটা ঘটনা ঘটে। এ ঘটনাটি ছিল আগে সংঘটিত দু'টো ঘটনার চেয়ে আরও বেশি চমকপ্রদ ও চাঞ্চল্য-কর। এ ঘটনায় তারা আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ে। ঘটনাটি হল, একদিন একটা সংবাদ দ্রুত শহরে ছড়িয়ে পড়ে যে, মুহাম্মদ সাফা পর্বতের পাদদেশে মক্কার জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। অনেকে আবার দাবি করল, এ জনসমাবেশে একমাত্র আবদুল মুত্তালিব গোষ্ঠীর লোকদেরই প্রবেশাধিকার থাকবে। আবার অনেকে বলল, কুরাইশ গোত্রের সবাই এতে যোগ দিতে পারবে।

মক্কার জনগণ গত তিন বছরে মুহাম্মদ-এর প্রতিটি দিনের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত ছিল। নির্ধারিত দিনে তাই তারা আর দেরি না করে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে হাজির হল। শহরের বাইরে প্রত্যেকটি রাস্তাই ছিল জনাকীর্ণ - যুবক-বৃদ্ধ, ছোট-বড়, পুরুষ-মহিলা সবাই একদিনের খাবার রুটি, ডিম, খেজুর ও মাখন নিয়ে গন্তব্যস্থলে গিয়ে হাজির হল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সাফা পর্বতের শিখর থেকে পাদদেশ পর্যন্ত সমগ্র এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। এ উপত্যকায় একমাত্র মানুষের কালো চুল ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মুহাম্মদ-এর ত্রিশজন অনুসারী সর্বাগ্রে ছিলেন। জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার উপযোগী একটা মঞ্চও তাঁরা তৈরি করেছিলেন। তাঁরা সেখানে মুহাম্মদ-এর জন্যে একটা তাঁবু খাটান। এ তাঁবুর চারপাশের স্থান মক্কার কুরাইশ প্রধানদের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়।

মুহাম্মদের অনুসারীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণ-তার অধিকারী। মুহাম্মদ শুধু পন্ডিত ব্যক্তিদেরকেই মোহমুগ্ধ করেছেন বলে তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা যে অপপ্রচার চালায়, তা অবিশ্বাস করা উপস্থিত জনতার পক্ষে অসম্ভব ছিল। জনতার সম্মুখে তাঁরা পবিত্র কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করলেন। এতে তারা মুগ্ধ হয়ে গেল। শান্ত ও মর্মস্পর্শী সুরে তাঁরা যে কুরআন তেলাওয়াত করেন, তা হিমেল হাওয়ার মত তাদের হৃদয় স্পর্শ করল।

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট সময়ে মুহাম্মদকে অল্প দূরেই দেখা গেল। তাঁর সাথে ছিলেন আলী, আরকাম ও কা'ব। জনতার মধ্য থেকে গুঞ্জন শোনা গেল। কেউ কেউ চিৎকার করে বলে উঠল, 'আল্লাহর নবী আসছেন।' এর প্রত্যুত্তরে কুরাইশ নেতারা বলল, 'মহামিথ্যাবাদী আসছে।'

সব লোকই মুহাম্মদ-এর দিকে তাকাল। তিনি আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিলেন। বিভিন্ন লোকের মন্তব্য শোনা যাচ্ছিল। কেউ বলল ঃ 'ইনিই আল্লাহর নবী।' আবার অনেকেই বলল ঃ 'না। এ লোকটিই আরবের জনগণকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে।' কিন্তু সব ছাড়িয়ে আল্লাহর নবী কথাটি প্রাধান্য পেল। বিশেষ করে যুবকদের কাছে এ কথাটি ছিল আস্বাদিত মিষ্টান্ন দ্রব্যের মত।

ছাগলের লোম দ্বারা নির্মিত নির্দিষ্ট তাঁবুর কাছে মুহাম্মদ এগিয়ে গেলেন। কুরাইশ গোত্রের নেতৃবৃন্দ ও সম্মানীয় লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন ঃ

''হে কা'বের পুত্ররা! মূরারের পুত্ররা, আবদুল মুত্তালিব-এর পুত্ররা এবং মক্কার জনগণ, দোযখের আগুন থেকে তোমরা নিজেদের রক্ষা কর। দোযখের আগুন থেকে তোমরা নিজেদের রক্ষা কর। দোযখের আগুন থেকে তোমরা নিজেদের রক্ষা কর। তোমরা জান, জনগণের জন্যে যাকে পানির সন্ধানে পাঠানো হয়েছে, সে কখনও তাদের মধ্যে অবস্থান করবে না। সমস্ত পৃথিবী তোমাদের পক্ষে থাকলেও আমি তোমাদের কাছে কখনই মিথ্যা বলব না। প্রত্যেকে তোমাদের ভুল ও ধ্বংসের পথে পরিচালিত করলেও আমি কখনই তা করব না। সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের ও সকল মানুষের জন্য আল্লাহর বাণীবাহক। আমি তোমাদের বলছি, মৃত্যু হল প্রশান্ত ঘুমের মত। ঘুম থেকে জেগে ওঠার মত একদিন তোমরা মৃত অবস্থা থেকে জেগে উঠবে। সেদিন তোমাদের সব কাজের হিসাব দিতে হবে। ভাল কাজের জন্যে যেমন তোমরা ভাল পুরস্কার পাবে, তেমনি মন্দ কাজের জন্যও তোমরা যোগ্য শাস্তি পাবে। চিরস্থায়ী বেহেশত ও চিরস্থায়ী দোযখ তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্ররা! তোমাদের জন্যে আমার মত ভাল ও সুখের সম্পদ আর কেউ নিয়ে আসে নি। আমি যদি বলি, তোমাদের আক্রমণ করার জন্যে ঘোড়সওয়ার দল পাহাড় থেকে অবতরণ করছে, তা হলে তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে না? আমি তোমাদের আবারও বলছি, তোমরা দোযখের অগ্নিকুন্ড থেকে নিজেদের রক্ষা কর। এছাড়া আমার অন্তরে আর কোন প্রিয় আকাঙ্খা নেই। তোমাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তি অপেক্ষা করছে বলেই আমি তোমাদের সতর্ক করছি। শত্রুর আগমনবার্তা যে ব্যক্তি তার লোকদের কাছে পৌছে দিয়ে বলে ঃ সকাল হয়েছে, সকাল হয়েছে; ওঠ ওঠ, শত্রুরা তোমাদের আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তুত; আমি ঠিক সেই ব্যক্তির মত।

তোমাদের বড় শত্রু হল তোমাদের বিকৃত প্রথা ও দূষিত বিশ্বাস। এ জন্যে আমি আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্যে এ সুসংবাদ নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের

www.pathagar.com

আহ্বান করছি মাত্র দু'টো কথা উচ্চারণ করার জন্যে - কথা দু'টি উচ্চারণ করা খুবই সহজ, তবে বাস্তবে তার অনুসরণ করা খুবই কষ্টসাধ্য। বল ঃ 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ হল আল্লাহর রসূল।'

মুহাম্মদ এ পর্যায়ে ক্ষণিকের জন্য থামলেন, তৎপর বললেন ঃ

"আমার এ আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মত তোমাদের মধ্যে কেউ আছে কি? স্বর্গীয় এ কাজের প্রসারে আমার সাথে যোগ দেওয়ার মত তোমাদের মধ্যে কেউ আছে কি?"

কেউ উত্তর দিল না। এ চ্যালেঞ্জের সামনে দূরের ও কাছের সবাই নীরব রইল। ঘন কুয়াশায় আবৃত অবস্থার মত তাদের চিন্তার অস্বচ্ছতা ও ইতস্তত ভাবের মধ্যে মুহাম্মদ-এর শক্তিশালী আহ্বান পুনরায় ধ্বনিত হল ঃ

"তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে, আমার আহ্বানে সাড়া দেবে এবং স্বর্গীয় কাজের প্রসারে আমার সাথে যোগ দেবে? আল্লাহর আদেশ পালনে অনুকূল সাড়া দেওয়ার মত কেউ কি নেই?"

জনতা আগের মতই নীরব রইল। হঠাৎ এ নীরবতা ভঙ্গ হল ঃ "আমি, হে আল্লাহর নবী! আমি এখানে সবার চেয়ে বয়সে ছোট। আমি আপনার সঙ্গী ও সাহায্যকারী হব।"

সবাই তার দিকে ফিরে তাকাল। তের বছর বয়স্ক একটা ছেলে নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং সামনের দিকে এগিয়ে চলল। কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল 'ছেলেটি হল আবু তালিবের পুত্র আলী'। তিনবার মুহাম্মদ জনতার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানালেন। একমাত্র আলী তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেন।

নদীর স্বচ্ছ পানি যেমন সাগরে গড়িয়ে পড়ে, মুহাম্মদ-এর বাণী তেমনি মানুষের মনে আলোড়ন তুলল। তারা এ বাণীর মর্ম উপলব্ধি করল, কিন্তু যা বুঝল, তার সাথে একীভূত হল না। শুধু তারা তাদের বিকৃত চিন্তাকে বিদূরিত করল। চতুর্দিকে শোরগোল শুরু হল। জনতার মধ্যে কথা কাটাকাটি ও বাদ-প্রতিবাদ চলতে লাগল। কা'ব বললেন ঃ 'আমাদের নবী সত্য কথাই বললেন। তিনি দোযখের আগুন সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে দিলেন।'

আবার অনেকে বলল, সে মিথ্যাবাদী। সে আল্লাহর নবী নয়।

আবু জাহল আবু তালিবের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ "তোমার ভাইপো যে ধর্মের শিক্ষা দিচ্ছে তাতে দেখা যায়, বৃদ্ধরা যুবকদের, তাদের সন্তানদের অধীনে থাকবে।"

সর্বত্রই বৃদ্ধ ও যুবকদের মধ্যে বাগবিতন্ডা চলল।

এ বাগ-বিতন্ডা রক্তপাতে মোড় নিতে পারে ভেবে কুরাইশ নেতারা অবজ্ঞা ভরে জনতার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। সাধারণভাবে তারা আবু সুফিয়ানের গৃহে গিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দ

'তারা ইচ্ছা করে যে, মুখের ফুৎকারে তারা আল্লাহর আলো নিভিয়ে দেয়; কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলোর পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত কিছুই গ্রাহ্য করেন না, যদিও কাফেররা এতে অসন্তুষ্ট হয়।'

- কুরআন - সূরা ৯ ঃ ৩২

নজিরবিহীন এ জনসমাবেশের পর মুহাম্মদ-এর কথা বিদ্যুৎগতির মত সমগ্র শহরে, বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। ইত্যবসরে আবু সুফিয়ানের গৃহে কুরাইশদের নয় সদস্যবিশিষ্ট কাউন্সিলের সভাও অনুষ্ঠিত হল। এ সভার দু'জন প্রধান বক্তা ছিল আবু জাহল ও আবু লাহাব।

তারা অভিমত ব্যক্ত করল, 'আমরা যদি দুর্বলতা দেখাতে থাকি, তা হলে মুহাম্মদ-এর ইন্দ্রজাল সমগ্র শহর ও তার চতুষ্পার্শ্বস্থ গোত্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে।'

এ দু'জন দুর্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর লোক মুহাম্মদকে হত্যা করার পক্ষে রায় দিল। কিন্তু আবু সুফিয়ান এ ব্যাপারটি নিয়ে পুনরায় আবু তালিবের সাথে আলোচনার প্রস্তাব রাখে ঃ 'যে কোন উপায়েই হোক, আবু তালিবকে রাজি করাতে হবে, তিনি যেন তাঁর ভাইপোর কার্যকলাপ বন্ধ করতে সচেষ্ট হন।'

আলোচনা আরও দীর্ঘায়িত হল এবং অনেক বাদ-প্রতিবাদও হল। তবে আবু সুফিয়ানের মতই অবশেষে গৃহীত হল। আবু তালিবকে তাঁর ভাইপোর কার্যকলাপ বন্ধ করাতে তারা যদি তাঁকে রাজি করাতে না পারে, তবে তিনি যেন তাঁর ভাইপোর রক্ষণাবেক্ষণের ভার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন - এ মর্মে তাঁকে অনুরোধ করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

প্রতিনিধি দল আবু তালিবের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করার বাসনা ব্যক্ত করল। আবু তালিব তখন খুব অসুস্থ ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ফাতিমা তাঁর পাশে পাখা হাতে বসেছিলেন। আবু তালিব তাঁর স্ত্রীকে বললেন ঃ "আমি অসুস্থ। তবু তাদের ভেতরে আসতে বল।"

www.pathagar.com

এক দিন আগে সংঘটিত নজিরবিহীন জনসমাগমের প্রেক্ষিতে তিনি কুরাইশ প্রধানদের কাছ থেকে এমন একটা প্রতিক্রিয়ার আশংকা মনে মনে পোষণ করছিলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন ঃ "প্রতিনিধি দলের আগমনে আপনি অস্বস্তি বোধ করছেন কেন?"

আবু তালিব বললেন ঃ "তারা কী চায় আমি তা জানি। তারা নিশ্চয়ই মুহাম্মদ-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব দেবে। তারা এসেছে আমাকে একটা 'চরমপত্র' দেওয়ার জন্যে। হয় আমাকে তাদের সহযোগিতা করতে হবে, আর না হয় আমাকে তাদের পথ থেকে সরে দাঁড়াতে হবে।"

তিনি গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হলেন। তিনি বললেন ঃ "আমি আমার ভাইপোকে কিভাবে ত্যাগ করব? আর তাকে যদি ত্যাগ করি, তা হলে লোকেই বা আমাকে কী বলবে?"

তাঁর স্ত্রী বললেন ঃ "আর আল্লাহই বা তোমাকে কী বলবেন? কারণ আল্লাহ আমাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করছেন।"

আবু তালিব উত্তর দিলেন ঃ "হ্যাঁ, আল্লাহও আছেন। যেভাবেই হোক.......।"

তাঁর স্ত্রী আবু তালিবের কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেন ঃ "যেভাবেই হোক, আপনাকে আল্লাহর পথে চলতে হবে এবং এ পথই মুহাম্মদ অনুসরণ করছে।"

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের বাইরে আওয়াজ শোনা গেল। ফাতিমা বললেন ঃ "ওরা এসেছে" - এই বলে তিনি কামরা ত্যাগ করলেন।

অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দসহ আবু সুফিয়ান ও আবু লাহাব কামরার মধ্যে প্রবেশ করল। আবু তালিবকে অসুস্থ দেখে তারা দুঃখ প্রকাশ করল।

আবু সুফিয়ান বলল ঃ "আবু তালিব, আমাদের গোত্রের মধ্যে আপনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি। বস্তুতঃ আপনিই আমাদের নেতা ও পথপ্রদর্শক। আপনার বংশ মর্যাদা আমাদের সবার চেয়ে উঁচুতে। আপনার ভাইপোর কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য অতীতে আমরা কয়েকবার আপনাকে বলেছি। তৎসত্ত্বেও আমরা দেখছি, সে আমাদের ঘৃণা করছে, আমাদের দেবতাকে সে ছোট করে দেখছে এবং আমাদের ধর্মবিশ্বাস ও আদর্শকে সে উপহাস করেই চলেছে। অবস্থা দেখে মনে হয়, আমাদের অনুরোধে আপনি কর্ণপাত করছেন না। এ ব্যাপারে একটা চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে। গতকাল সাফা পর্বতে সংঘটিত হাঙ্গামা আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন। যুবকরা বৃদ্ধের সাথে ঝগড়া করছিল এবং সত্য সত্যই রক্তপাতের সম্ভাবনা ছিল। বর্তমানে প্রায় সব পরিবারে মতের বিভিন্নতা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থাকে আমরা চলতে দিতে পারি না। এ ধরনের দুঃখজনক ঘটনা রোধ করার জন্যে আমরা শেষবারের মত আপনাকে অনুরোধ করছি। আপনি ভাল করেই জানেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ শহরটি আরবের লোকদের কাছে তীর্থস্থান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কা'বা গৃহে রক্ষিত তিনশ'টি মূর্তি তিনশ'টি

www.pathagar.com

গোত্রের ধর্মবিশ্বাসের প্রতীক। প্রত্যেক বছরই তারা এ শহরে তাদের দেবতার উপাসনা করার জন্যে আসে। শুধুমাত্র এ কারণে মক্কা শহরের প্রসিদ্ধি আছে। তীর্থ যাত্রীদের আগমনে মক্কায় যত লোকের সমাগম হয়, অন্য কোন শহরে তা হয় না। বার্ষিক এই সম্মেলনের সূত্রেই মক্কাবাসীরা ধন-সম্পত্তি অর্জন করে। এটা শুধু তাদের জীবন-ধারণের উপায় হিসেবেই স্বীকৃত নয়, এর জন্য তারা সম্মান ও সামাজিক মর্যাদাও অর্জন করেছে। এ কামরায় আমরা যারা আছি, তারা সবাই যে কোন একটা উপাধি লাভ করেছি - কেউ কা'বা গৃহের পানি সরবরাহকারী, আবার কেউ বা দ্বাররক্ষক। এ ধরনের অনেক উপাধি অনেকে পেয়েছে। এসব সম্মান শুধুমাত্র মূর্তিগুলোর অবস্থিতির জন্যেই অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। অথচ আপনার ভাইপো এসবের মধ্যে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, উপরন্তু সে এসবের প্রতি উপহাস করেই চলেছে। তুচ্ছ আদর্শের জন্যে সে এসব সুযোগ-সুবিধা ধ্বংস করতে এবং আমাদের অস্তিত্বের মূলে কুঠারাঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে।

"তার শিক্ষা, তার বেহেশত ও দোযখ, তার একমাত্র দয়ালু প্রভু এবং তার শয়তানের অজুহাতে সে জনগণের ধর্মবিশ্বাসকে সম্পূর্ণভাবে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। আপনি যদি আমাদের সাথে একমত হন, তা হলে তার কার্যকলাপ ও বাণীর প্রচার বন্ধ করুন এবং পুনরায় মক্কায় শান্তি ফিরিয়ে আনুন। আপনার ভাইপোর ইচ্ছানুযায়ী আমরা তাকে সামাজিক পদ-মর্যাদা ও ধন-সম্পদ দিতে প্রস্তুত আছি। তবে তাকে অবশ্যই তার বর্তমান কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। অপরপক্ষে, এ ধরনের কোন কাজ করতে আপনি যদি অপারগ হন, তা হলে তার রক্ষণাবেক্ষণ থেকে আপনি দূরে থাকুন, যেন আমরা নিজেরাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারি।"

আবু তালিব বললেন ঃ "আমি এখন অসুস্থ। আমি এখন কিছু করতে পারব না।"

আবু লাহাব বলল ঃ "আমরা আপনাকে তিনটি উপায়ের কথা বলছি, এর যে কোন একটা পালন করলেই পরিস্থিতির উন্নতি হবে। প্রথমত তার প্রচার তৎপরতা বন্ধ করার জন্যে আপনার প্রভাব তার ওপর প্রয়োগ করুন। এর পরিবর্তে তার ইচ্ছানুযায়ী সব কিছুই আমরা তাকে দেব। দ্বিতীয়ত সে যদি আপনার আদেশ মেনে চলতে অস্বীকার করে, তা হলে তাকে আপনি আমাদের হাতে অর্পণ করুন। এর পরিবর্তে আপনার সেবার জন্যে আমরা আপনাকে বুদ্ধিমান যুবক আম্মার বিন ইয়াসারকে দিয়ে দেব। তৃতীয়ত এবং সর্বশেষ, এ দু'টো প্রস্তাবের কোনটিই যদি আপনি গ্রহণ না করেন, তা হলে আমাদের সাথে তার একটা আলোচনার ব্যবস্থা করে দিন। এ ব্যাপারে তখন আমরা তার সাথে আলোচনা করে দেখব, আসলে সে কী চায়। এর কোনটিই যদি আপনি গ্রহণ না করেন, তাহলে আপনি তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখুন। আমাদের এ কথা আপনি হাল্কাভাবে নেবেন না। এ ব্যাপারে আমরা আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। আপনি যদি তার কার্যকলাপ বন্ধ করার ব্যবস্থা না করেন বা তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব

www.pathagar.com

থেকে নিজেকে মুক্ত না করেন, তা হলে তার সাথে আমাদের যে বিবাদ চলছে, তাতে আপনাকে ও আপনাদের সবাইকে সংযুক্ত করব। আর এতে আমাদের ও আপনার পরিবারের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হতে পারে এবং তখন আইনের শাসনের স্থান দখল করবে তরবারির আইন।"

কুরাইশ নেতৃবৃন্দের অনমনীয় কথা ও মুহাম্মদের বিরুদ্ধে তাদের ব্যবস্থা গ্রহণের দৃঢ় অভিব্যক্তিতে আবু তালিব গভীরভাবে মর্মাহত হলেন। কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে শত্রুতা করার মত অবস্থা তাঁর ছিল না। অপরপক্ষে, মুহাম্মদ-এর রক্ষণাবেক্ষণ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতেও তাঁর মন সায় দিচ্ছিল না। তাই, কুরাইশ নেতারা চলে যাওয়ার পর আবু তালিব তাদের দেওয়া প্রস্তাবের মধ্যে সবচেয়ে সহজ প্রস্তাবটি কার্যকর করতে মনস্থ করলেন।

তিনি মুহাম্মদকে ডেকে সব কথা খুলে বললেন এবং আপোস-মীমাংসার সম্ভাব্য উপায়ের কথাও তাঁকে জানালেন। তাঁর জীবনকে বিপদের মধ্যে ঠেলে না দেওয়ার জন্য এবং তাঁর সুনাম ক্ষুণ্ন না করার জন্যে তিনি মুহাম্মদকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। বললেন ঃ "তাদেরকে প্রতিহত করার ক্ষমতা তোমার নেই; তুমি নিশ্চয়ই আমাকে এমন কিছু করতে বলবে না, যা আমার ক্ষমতার বাইরে।"

চাচার কথা শুনে মুহাম্মদ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হল, আবু তালিব কুরাইশ নেতৃবৃন্দের পক্ষ সমর্থন করছেন এবং তাঁর আশ্রয় প্রত্যাহার করতে তিনি প্রায় সম্মত হয়েছেন। তাঁর মনে হল, হয়ত তিনি আবু তালিবের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবেন।

কান্না বিজড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন ঃ "আমার প্রিয় চাচা! তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদ এনে দেয়, তবুও আমি তাদের দাবি তথা আমার 'মিশন' ত্যাগের দাবি গ্রহণ করব না।"

কিছুক্ষণ তিনি চুপ রইলেন। তৎপর তিনি পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

'তারা ইচ্ছে করে যে, মুখের ফুৎকারে তারা আল্লাহর আলো নিভিয়ে দেয়; কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলোর পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত কিছুই গ্রাহ্য করেন না, যদিও কাফেররা এতে অসন্তুষ্ট হয়।' কুরআন - সূরা ৯ ঃ ৩২

এরপর তিনি ইতস্তত করে উঠে দাঁড়ালেন এবং কামরা ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন। পবিত্র কুরআনের এ কথায় আবু তালিব অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। মুহাম্মদকে চলে যেতে দেখে তিনি তাঁকে পুনরায় বসতে বললেন। তিনি বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম। আমি তোমাকে কখনই ত্যাগ করব না বা আমার আশ্রয় থেকে তোমাকে বঞ্চিত করব না। তারা তোমার সাথে যে ব্যবহার করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, তা আমি কবরে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হতে দেব না। তবে তাদের শেষোক্ত প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্য আমি তোমাকে অনুরোধ করছি। আমার

www.pathagar.com

গৃহেই তুমি তাদের সাথে আলোচনায় মিলিত হওয়ার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে যাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ চান এ সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং তরবারির পরিবর্তে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি।"

মুহাম্মদ তাঁর চাচার অনুরোধ রক্ষার্থে সম্মত হলেন। আবু তালিব এ খবর কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে কুরাইশ নেতারা আবু তালিবের গৃহে জমায়েত হল। তারা আগেই সিদ্ধান্ত নেয়, তারা মুহাম্মদ-এর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করবে। উৎবা বলল ঃ

"আমার প্রিয় ভাইপো। তুমি আমাদেরই একজন এবং আমরা সবাই তোমার অত্যন্ত আপনজন। তোমার সমৃদ্ধি ও অগ্রগতিতে আমরা উদ্বিগ্ন, যেমন তুমি উদ্বিগ্ন আমাদের জন্য। আমাদের সবার সম্মানিত আবু তালিবের গৃহে আমরা আজ মিলিত হয়েছি। আমরা সবাই আজ অত্যন্ত খোলা মনে আলোচনা করব। তুমি যে পথ অনুসরণ করছ, তার উদ্দেশ্য কী তা আমাদের বল। এর জন্যে আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে তোমাকে সাহায্য করব। তুমি যদি অর্থ ও সম্পদ চাও, আমরা তোমাকে তা দেব। আরব জনগণের মধ্যে আমরা তোমাকে সবচেয়ে ধনী বানিয়ে দেব। তুমি যদি নেতা হতে চাও, আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানাব। আমরা তোমার নির্দেশ গ্রহণ করব ও তা পালন করব। যে ব্যাপারে অভিজ্ঞতা (ওহী) তোমার হচ্ছে, তা যদি তোমার নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত হয়, তা হলে আমরা নামকরা চিকিৎসক ডেকে এনে তোমাকে পরীক্ষা করাব।

দৃষ্টান্ত হিসেবে হারিস বিন কালদার কথা উল্লেখ করা যায়। জুন্দ শাহপুরে সে পারস্যের নামকরা ডাক্তারদের কাছ থেকে এ বিদ্যা অর্জন করেছে। এখান থেকে এক দিনের পথ তায়েফে সে এখন বসবাস করছে। তাকে যদি তোমার পছন্দ না হয়, তা হলে গ্রীক দর্শন ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে পন্ডিত ইবনে আবি রুমাইয়া তামিমিকে নিয়ে আসব। আমরা যা বলতে চাই তা হল, তোমার ইচ্ছানুসারে এ ব্যাপারে আমরা তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। তবে শর্ত হল, তোমাকে এ নতুন জীবন বিধান ত্যাগ করতে হবে। কারণ এর জন্য বহু বিবাদ হয়েছে এবং তুমি অনেকের শত্রু হিসেবে বিবেচিত হয়েছ।"

আবু জাহল বলল ঃ "আমরা তোমার কাছ থেকে মাত্র একটা জিনিস চাই। এর পরিবর্তে তুমি যা চাও, তাই তোমাকে আমরা দেব।"

শায়বা, রাবীআ ও অন্য সবাই এ কথারই প্রতিধ্বনি করল। মুহাম্মদ তাদের সবার কথা অত্যন্ত শিষ্টতার সাথে ও নীরবে শুনলেন।

অবশেষে তিনি বললেন ঃ "আমার প্রতি আপনাদের যে ভালবাসা কথা বললেন, আপনাদের প্রতি আমার স্নেহ-প্রীতি তার চেয়ে অনেক বেশি। তবে একটা কথা বলে রাখা ভাল, আপনাদের ধন-রত্ন বা নেতা হওয়ার বাসনা আমার নেই। আমি আপনাদের নিজের এবং দীর্ঘদিন ধরে লাঞ্ছিত ও শোষিত হতভাগ্য-

www.pathagar.com

দের মঙ্গলের কথা বলি। আমার পরিচালনায় আপনারা সমগ্র আরব জনগণের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হবেন। আপনারা পারস্যবাসীরও আনুগত্য লাভ করবেন। কিন্তু প্রথমে আপনাদের একটা শর্ত মানতে হবে।"

'কী শর্ত?'

'তা হল মাত্র একটা বাক্য।'

'কী সেই বাক্য?'

'বল ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি ....।' মুহাম্মদ তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না।

উন্মত্ত চিৎকার ও প্রতিবাদে সবাই মুখরিত হল। হাজার কথার মধ্যে কোন্‌টি ভাল আর কোন্‌টি মন্দ তা পার্থক্য করা দুস্কর হয়ে পড়ল।

অবশেষে আবু জাহলের কথা স্পষ্টভাবে শোনা গেল ঃ "আবার সেই একই কথা! এখনও তুমি আমাদের দেবতাকে প্রত্যাখ্যান করে তোমার খোদার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করতে বাধ্য করছ?"

আবু জাহলের কথায় মুহাম্মদ-এর কপালের নীল শিরাগুলো যেন ক্রোধে ফুলে উঠল ঃ "কারণ আল্লাহ্ এক এবং আমি তাঁর নবী। তাঁর পবিত্র কিতাব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মুখপাত্র আমি। আর আমার কর্তব্য হল, তা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। মানুষের মধ্যে পৌত্তলিকতার যে বাঁধন রয়েছে তা আমার ভেঙে দেওয়া কর্তব্য। তোমরা যদি এ আসমানী বাণী গ্রহণ কর, তা হলে তা তোমাদের জন্যে এ দুনিয়া ও আখেরাতে মঙ্গল বয়ে আনবে। আল্লাহ্ নিজেই এর প্রতিজ্ঞা করেছেন। কিন্তু তোমরা যদি এ বাণী গ্রহণ না কর, তা হলে আল্লাহ্ যেদিন আমার ও তোমাদের বিচার করবেন, সেই দিন পর্যন্ত আমি ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করব।"

আবু লাহাব ক্রুদ্ধভাবে তার সঙ্গীদেরকে বলল ঃ "চল, আমরা চলে যাই। মুহাম্মদ-এর সাথে কথা বলা আর মরুভূমির কোন স্থান থেকে পানির আশা করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এর মত পাগল আর কোথাও দেখা যায় না।"

আল-আস বিন ওয়ালি বলল ঃ "চল, আমরা চলে যাই। নিজের সাথে প্রতারণাকারী ব্যক্তিকে ত্যাগ করাই ভাল।"

তৎপর তারা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অসুখের ফলে দুর্বল ও বিমর্ষ আবু তালিব ভাইপোর জন্যে ভীষণভাবে উৎকণ্ঠিত হলেন। ঘরের বাইরে কুরাইশ প্রধানদের কর্কশ ও নিন্দাপূর্ণ বাক্য তখনও শোনা যাচ্ছিল। পাহাড়ের চূড়ার মত মুহাম্মদ শান্ত ও অবিচলিত ছিলেন। এ সময় হঠাৎ ওহী নাযিল হল। তিনি উচ্চারণ করলেন ঃ

www.pathagar.com

'....উপদেশপূর্ণ কুরআনের কসম (মুহাম্মদ যা বলছে তা সত্য)। কিন্তু এ কাফেররা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে। এদের পূর্বে কত জনপদ আমি বিনাশ করেছি; তখন তারা উদ্ধার করার জন্যে চিৎকার করেছিল, কিন্তু তাদের উদ্ধারের কোন উপায় ছিল না। এবং এরা আশ্চর্য হয়েছে যে, এদের কাছে এদেরই মধ্য থেকে সাবধানকারী এসেছে এবং এ কাফেররা বলে, 'এ তো এক জাদুকর, মিথ্যাবাদী। সে কি বহু দেব-দেবীর পরিবর্তে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? নিশ্চয়ই, এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার! আর তাদের সর্দাররা (এই বলে) চলে যায় যে, 'তোমরা চলে যাও এবং আপন দেব-দেবীর পূজাতে অবিচলিত থাক। নিশ্চয়ই এতে কোন অভিসন্ধি আছে। আমরা তো শেষ ধর্মবিধানে কখনও এমন কথা শুনিনি, এ তো মনগড়া কথা মাত্র। আমাদের সকলকে বাদ দিয়ে বুঝি তার কাছেই ওহী এসেছে। এরা তো আমার কুরআন সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে আছে। কেননা এরা এখনও পর্যন্ত আমার শাস্তি আস্বাদন করে নি। এদের নিকট কি তোমার মহাক্ষমতাবান দানশীল প্রভুর দয়ার ভান্ডার রয়েছে? আসমান, যমিন এবং এ উভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে, তার সার্বভৌমত্ব কি তাদের হাতে আছে? তবে তারা আকাশে আরোহণের ব্যবস্থা করুক। কিন্তু এখানে বড় বড় সেনাবাহিনী ও লোক-লস্করও পরাজয় স্বীকার করবে। এবং তাদের পূর্বেও বহু জাতি তাদের নবীগণকে মিথ্যা জেনেছিল - নূহ, আদ ও মহাশক্তিধারী ফেরাউনের জাতি। এবং সামূদ জাতি আর লূতের জাতি ও বনের (মানিয়ানের) অধিবাসীরা, ওরাও ছিল এক-একটি বিশাল বাহিনী। এরা সকলেই রসূলদের মিথ্যা জেনেছিল, অতঃপর তাদের ওপরে আমার উচিত শাস্তি নেমে এসেছিল।

'এরা কি শুধু এক মহাআওয়াজের অপেক্ষা করছে, যার কাজে কোন বিরাম বা বিলম্ব হবে না। এবং এরা বলে, 'হে আমাদের প্রভু! হিসাবের দিনের পূর্বেই তুমি আমাদের অংশ শীঘ্র দিয়ে দাও। এরা যা বলছে, তুমি তাতে ধৈর্য ধর এবং আমার বান্দা শক্তিমান দাউদকে স্মরণ কর, নিশ্চয় সে আল্লাহর প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিল। আমি পর্বতকে তার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যায় ও সকালে আমার মহিমা প্রকাশ করতে বশীভূত করেছিলাম। এবং সেসব পাখিকেও, যারা তাঁর নিকট একত্রিত হত; প্রত্যেকেই ছিল তার সংগে আল্লাহর অনুসারী। আর আমি তার রাজ্যকে শক্তিশালী করেছিলাম এবং তাঁর প্রজ্ঞা ও বাগ্মিতা দিয়েছিলাম।'

কুরআন - সূরা ৩৮ ঃ ১-২০

কামরার মধ্যে যখন এর আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তখন ঘরের বারান্দায় ও রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে তা শুনছিল। তাদের পা যেন মাটির সাথে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মদ-এর গলার শব্দ থেমে যাওয়ার পর তারা পরস্পরের দিকে বিরক্তি সহকারে তাকাল, তারপর আস্তে আস্তে নিজ নিজ গৃহের দিকে যাত্রা করল।

www.pathagar.com

পরে আবু সুফিয়ান তাদেরকে নিজ গৃহে আহ্বান জানাল এবং জমায়েতে মদের ব্যবস্থা করা হল। আবু সুফিয়ানের ভৃত্য চীনা মাটির পাত্রে তার প্রিয় 'মধুর মদ' ও 'বার্লির মদ' নিয়ে এল। আরবের অন্যান্য সুস্বাদু খাবার - যেমন তপ্ত পাথরের ওপরে রাখা পোড়া গোশত, চামড়াবিহীন মেষশাবকের ঘাড়, মোটা পঙ্গপালের ভাজি, দুধ, মাখন ইত্যাদি আনা হল সিরিয়া ও পারস্যে নির্মিত পাত্রে করে। আবু তালিব ও মুহাম্মদকে এ ভোজনে প্রধান অতিথি হিসেবে পাওয়ার আশা আবু সুফিয়ান পোষণ করেছিল। নিরানন্দ ঘটনার পরিসমাপ্তি সে এভাবেই করতে চেয়েছিল। তার পরিকল্পনা মাফিক কাজ না হওয়ায় সে দুঃখিত হল। ঐ উৎসব চলল গভীর রাত পর্যন্ত। তাদের মধ্যে একদল লোক মদাসক্ত হয়ে পরদিনই মুহাম্মদকে হত্যা করার এবং তাঁর কাছ থেকে চিরতরে মুক্ত হওয়ার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করল।

এ দলের নেতা ছিল আবু জাহল।

www.pathagar.com

আমার হাতের শক্তি লুপ্ত হয়েছে

'নিশ্চয়ই আমি এদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়ে রেখেছি, ফলে তার ঊর্ধ্বমুখী হয়ে রয়েছে। আর আমি এদের সম্মুখে ও পেছনে অন্তরাল দিয়ে এদেরকে ঘিরে রেখেছি, ফলে এরা দেখতে পায় না।'

- কুরআন - সূরা ৩৬ ঃ ৮-৯

মুহাম্মদ যখন আগের মত কা'বা গৃহে প্রবেশ করে রুকন আল-ইয়ামনি (পবিত্র কা'বা গৃহের একটি কোণা - এখানে দেড় ফুট লম্বা ও দুই ইঞ্চি চওড়া একটা পাথর আছে। মাটিতে প্রোথিত এ পাথরটির উচ্চতা পাঁচ ফুট) ও কালো পাথরের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে ইবাদতে রত থাকবে, তখনই তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ সম্মত হল যে, তারা কা'বা গৃহ সংলগ্ন তাদের কামরায় প্রস্তুত থাকবে এবং আবু জাহল যখন মুহাম্মদকে আক্রমণ করবে, তখন তারা তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। অস্ত্র ছাড়াই ব্যক্তিগত শত্রুতার অজুহাতে গোলমাল বাধাতে হবে। এতে তারা রক্তপণের জন্যে দায়ী হবে না।

পূর্বের মত মুহাম্মদ কা'বা গৃহে এসে তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে ইবাদতে রত হলেন। নতজানু হয়ে তিনি যখন ইবাদতে মশগুল ছিলেন, তখন আবু জাহল একটা বড় পাথর হাতে নিয়ে গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এল। হাত উঁচু করে মুহাম্মদ-এর মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হওয়ার সময় সে হঠাৎ কয়েকটা কথা শুনতে পেল। তার মনে হল, কথাগুলো মুহাম্মদ-এর মুখ থেকেই বেরিয়ে আসছে। কথাগুলো হল ঃ

'নিশ্চয়ই আমি এদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়ে রেখেছি, ফলে তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে রয়েছে। আর আমি এদের সম্মুখে ও পেছনে অন্তরাল দিয়ে এদেরকে ঘিরে রেখেছি, ফলে এরা দেখতে পায় না।' কুরআন - সূরা ৩৬ ঃ ৮-৯

কুসংস্কারজনিত ভয়ে আবু জাহল ভীত হল। সে এক দৃষ্টিতে মুহাম্মদকে দেখতে লাগল। মুহাম্মদ-এর মাথার ওপর উঁচু করা হাত অচল হয়ে রইল। ভয়ে

www.pathagar.com

সে জোরে চিৎকার করে উঠল এবং পাগলের মত দৌড়ে সে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কামরায় গিয়ে উপস্থিত হল।

তারা জিজ্ঞাসা করল ঃ "তোমার কী হয়েছে? মুহাম্মদ-এর মাথায় তুমি পাথর নিক্ষেপ করলে না কেন? আমরা তোমাকে সাহায্য করার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম।"

আবু জাহল উত্তর দিল ঃ "তোমাদের আমি কী বলব। তোমরা তোমাদের কথা রাখবে, তা আমি জানতাম। কিন্তু কিভাবে তোমাদের বিশ্বাস করাব, মুহাম্মদ-এর মাথায় পাথর নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলে আমি কতিপয় অদ্ভুত বাক্য শুনলাম এবং আমি যেন আমার সব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম।"

তারপর সে তার শোনা পবিত্র কুরআনের আয়াত ক'টি আবৃত্তি করল।

"আমি তোমাদের বলতে অক্ষম যে, এ কথা ক'টির বক্তা মুহাম্মদ নিজে, না আর কেউ। কিন্তু আমি দেখলাম, মুহাম্মদ ও আমার মধ্যবর্তী স্থানে একটি আগুনের পরিখা। এ অগ্নিকুন্ড থেকে আগুনের লেলিহান শিখা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ আমার হাত সব শক্তি হারিয়ে ফেলল, আমার মন সাহস হারিয়ে ফেলল। আমি সেখানে ক্ষমতাহীন ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সেই অবস্থা থেকে ছাড়া পেয়ে তোমাদের কাছে আসতে আমাকে বড়ই বেগ পেতে হয়েছে। এ অদ্ভুত অভিজ্ঞতা স্বপ্ন, না বাস্তবে হয়েছে, তা নিয়ে কথা হতে পারে। হুবলের শপথ করে আমি বলছি, আমি এ কথাগুলো নিজের কানে শুনেছি এবং নিজের চোখ দিয়ে আমি সেই আগুনের পরিখা প্রত্যক্ষ করেছি।"

আবু জাহল চুপ করল। অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দের দিকে সে বিমর্ষভাবে তাকিয়ে রইল। কুরাইশ নেতারাও পরস্পরের দিকে বিরক্তভাবে তাকাল। উৎবা সাহস করে ঠাট্টাচ্ছলে বলল ঃ "তাহলে তুমি আবুল হাকাম (মধ্যস্থতাকারীর পিতা) হয়েছিলে?"

এ কথায় সবাই হেসে উঠল।

www.pathagar.com

স্ত্রীলোকটি কখনই আমাকে দেখতে পাবে না

'আর যখন তুমি কুরআন পড়, তখন আমি তোমার মধ্যে ও আখেরাতের ওপর অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দার আবরণ স্থাপন করি।'

- কুরআন - সূরা ১৭ ঃ ৪৫

প্রকাশ্যে মুহাম্মদ-এর প্রচার ও জনগণের প্রতি ইসলাম গ্রহণের আহ্বান থেকে তাঁকে বিরত করা গেল না। অপরপক্ষে কুরাইশ নেতৃবৃন্দও তাঁর বিরোধিতা করার কোন পথই বাকী রাখল না। প্রতিদিনই পবিত্র কুরআনের নতুন নতুন আয়াত মানুষের মুখ থেকে মুখে উচ্চারিত হতে লাগল এবং দলে দলে তারা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল।

একদিন আবু লাহাবকে বলা হল ঃ "মুসলমানরা দাবি করে, তারা আল্লাহর কাছ থেকে তোমার স্ত্রীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে পেরেছে। তোমার স্ত্রী ভবিষ্যতে কাঠকুড়ানী হবে।"

তৎক্ষণাৎ সে মুহাম্মদ-এর একজন অনুগামীর কাছ থেকে কুরআনের সেই আয়াতটি সংগ্রহ করার জন্যে লোক পাঠাল। লোকটি ফিরে এসে সেই আয়াতটি পড়ল ঃ

'আবু লাহাবের দু'হাতই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সে নিজেও ধ্বংস হবে। তার ধন-দৌলত ও সে যা উপার্জন করেছে, তা তার কোন কাজেই আসবে না। শীঘ্রই সে লেলিহান আগুনে জ্বলতে থাকবে এবং তার স্ত্রীও জ্বলবে, সে (দোযখের) ইন্ধন (জ্বালানি) বহন করবে, তার গলায় খেজুরের আঁশের পাকান রশির বেড়ি থাকবে।'

কুরআন - সূরা ১১১ ঃ ১-৫

আবু লাহাব ও তার স্ত্রী আওরা (আবু সুফিয়ানের বোন) এ আয়াত শোনার পর খুবই ক্রোধান্বিত হল। আওরা নিজেই মুহাম্মদকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। অন্তরে এ প্রতিহিংসার বাসনা নিয়ে সে আবু বকরের সাথে দেখা করল এবং মুহাম্মদকে হত্যা করার ইচ্ছা সে তার কাছে ব্যক্ত করল।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ আবু বকরকে বললেন ঃ "ভয় পেয়ো না। সে আক্রমণের চেষ্টা করলেই আল্লাহ তার চোখের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেবেন। আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও সে আমাকে দেখতে পাবে না।"

দিনের পর দিন ঐ কু-স্বভাব ও কুৎসা রটনাকারী মহিলার প্রতিহিংসা আরও বেড়ে গেল। একদিন সে জানতে পারল, আবু বকর ও তাঁর সঙ্গীর সাথে মুহাম্মদ কা'বা গৃহে বসে আছেন। সংবাদ প্রদানকারী বলল ঃ "এ সময় তুমি যদি তাঁকে আক্রমণ কর, তা হলে তুমি সকল পৌত্তলিকের সাহায্য পাবে।"

আওরা তাড়াতাড়ি আবু বকরের কাছে গিয়ে মুহাম্মদকে কোথায় পাওয়া যাবে তা জিজ্ঞাসা করল। সে বলল ঃ "আমি শুনলাম, মুহাম্মদ তোমার সাথে এখানেই আছে।"

আবু বকর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তাঁর সাথে তোমার কী প্রয়োজন?"

সে বলল ঃ "আমি শুনেছি যে, সে আমাকে উপহাস করেছে। আমি এ পাথর দিয়ে তার দাঁত ভেঙে দেব।"

আবু বকরের সঙ্গী উত্তর দিলেন ঃ "তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। মুহাম্মদ কবি নন যে, তিনি তোমাকে ব্যঙ্গ করবেন।"

তাঁর কথায় কান না দিয়ে আওরা পুনরায় আবু বকরের সাথে কথা বলল। আবু বকরকে সে মৃদুভাষী হিসেবে জানত।

সে বলল ঃ "তারকার শপথ, তোমার সঙ্গী মুহাম্মদ কবি হলে আমিও একজন কবি। সে আমাকে উপহাস করেছে, আমিও তাকে উপহাস করব।" এই বলে সে কা'বা গৃহ ত্যাগ করল।

এ দৃশ্য যারা দেখল, তারা অবাক হয়ে গেল। মুহাম্মদ তাদের দু'জনের সাথে বসেছিলেন। অথচ আওরা তাঁকে দেখতে পায়নি। এ ব্যাপারে মুহাম্মদকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ "সে কখনই আমাকে দেখতে পাবে না। যখন আমি কুরআন তেলাওয়াত করি, তখন তার ও আমার মধ্যে পর্দা টাঙ্গানো হয়।"

এরপর তিনি পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি তাঁদের সামনে তেলাওয়াত করলেন ঃ

'আর যখন তুমি কুরআন পড়, তখন আমি তোমার মধ্যে ও আখেরাতের ওপর অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দার আবরণ স্থাপন করি।'

www.pathagar.com

প্রথম স্বদেশ ত্যাগ

'একমাত্র আল্লাহই তোমাদের আশ্রয় ও সমর্থন দেবেন। তোমরা যে দেশে যাচ্ছ, সেখানে অন্যায় ও অত্যাচার তোমাদের স্পর্শ করতে পারবে না।'

- মহানবীর কাছ থেকে শোনা কথা

মুহাম্মদকে আক্রমণ ও হত্যা করার পরিকল্পনা কোন না কোনভাবে বাধা-প্রাপ্ত হতে লাগল। কুরাইশ প্রধান ও তাদের পরিষদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই তারা তাঁর অনুগামীদের ওপর এমন অত্যাচার চালাতে লাগল, যেন তারা দল ত্যাগ করে।

একদিন মক্কাবাসী অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করল, রাস্তায় রাস্তায় ও বাজারে যাওয়ার পথে খোলা তরবারি ও লাঠি হাতে কতিপয় সৈন্যকে। তাদের মুখ আবরণ দিয়ে ঢাকা। তারা সব পথিককে থামাল। 'তুমি মুহাম্মদকে চেন? তার সাথে তোমার কোন সম্পর্ক আছে?' কোন লোকের কথায় যদি প্রমাণ হত যে, সে মুসলমান, তা হলে তারা তাকে মারাত্মকভাবে মারধর করে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তার ধারে ফেলে রাখতে শুরু করল। যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ-মহিলার মধ্যে তারা কোন পার্থক্য করল না। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তাদের মুখ থেকে মুহাম্মদ-এর বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়ানো। কিন্তু এর মধ্যে যেসব লোক মুসলমান ছিলেন, তাঁরা তাঁদের বিশ্বাসে অটল রইলেন। শত অত্যাচারের মুখেও তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর প্রচারিত ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বললেন না।

কুরাইশদের এ নিষ্ঠুরতার নমুনা হিসাবে আবিসিনিয়ার অধিবাসী বেলাল-এর ঘটনাটা উল্লেখ করা যায়।

বেলাল ছিলেন লম্বা ও চিকন। তাঁর মুখে ঘন সাদা দাড়ি ছিল। তিনি ছিলেন নিগ্রো। ইসলাম প্রচার শুরু হওয়ার প্রথম দিকেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী তাঁকে মুয়াযযিন হিসেবে মনোনীত করেন। মক্কায় থাকা অবস্থায় বা ভ্রমণ উপলক্ষে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করতেন। মহানবী গরীব-দুঃখীকে অকাতরে

www.pathagar.com

দান করতেন এবং বেলালের ওপর ছিল এ কাজের দায়িত্ব। কুরাইশ প্রতিনিধিরা বেলালকে রাস্তায় দেখার পর তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁকে বেদম প্রহার করল। বেলাল অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তারপর তাঁরা বেলালের বুকের ওপর একটা ভারী পাথর চাপিয়ে দিল। এতে তাঁর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

এ নিষ্ঠুর কাজের দায়িত্বে ছিল উমাইয়া। সে বেলালের কাছে তার ভয়ংকর মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, 'তুমি যতক্ষণ মুহাম্মদকে অস্বীকার না করবে, তাঁর প্রচারিত ধর্ম ত্যাগ না করবে, পুনরায় লাত ও উজ্জার উপাসনায় আত্ম-নিয়োগ না করবে বা তোমার দেহ থেকে অপবিত্র আত্মা বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত এভাবে রাখা হবে।'

বেলাল নিঃশ্বাস গ্রহণ করার চেষ্টা করছিলেন। ভারী পাথরের চাপে তিনি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলেন। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করলেন, 'আহাদ, আহাদ' অর্থাৎ আল্লাহ এক। তৎপর তিনি ঘোষণা করলেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল।'

এ সময় ঘটনাস্থলে আবু বকর উপস্থিত হন। তাঁর সাথে আলোচনার পর উমাইয়া উপযুক্ত বিনিময়ের পরিবর্তে বেলালকে ছেড়ে দিতে সম্মত হয়। তৎ-ক্ষণাৎই আবু বকর বেলালের মুক্তির ব্যবস্থা করলেন। এভাবে আবু বকর আল্লাহর রাস্তায় ছয়জন ভৃত্যকে মুক্তির ব্যবস্থা করেন। তিনি মহানবীকে প্রায়ই বলতে শুনেছেন যে, ভৃত্য মুক্ত করার আত্মিক পুরস্কার অন্যান্য যে কোন কাজের তুলনায় বেশি। যা হোক, মুহাম্মদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর আচরণ অব্যাহত রইল। তারা তাদের বাড়ির বাইরে যেতে পারত না। অস্ত্রের সাহায্যে আত্মরক্ষার জন্যে তারা মহানবীর অনুমতি প্রার্থনা করল। উত্তরে মহানবী বললেন ঃ ''যুদ্ধ করার আদেশ আমি এখনও পাইনি।''

'যুদ্ধ ও তোমার বিজয় শীঘ্রই আসবে। এখন তোমার ধৈর্যধারণ ও দৃঢ় থাকার সময়।'

কুরাইশদের এ নিষ্ঠুর আচরণে মুহাম্মদ ও খাদীজা যতটা গভীরভাবে মর্মাহত হলেন, ততটা আর কেউ হলেন না। অবশেষে মহানবী তাদেরকে আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করার আদেশ দিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, তথাকার রাজা ন্যায়বিচার ও ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। চারটি পরিবার মক্কা ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হল। এ দলে ছিলেন মুহাম্মদ-এর জামাতা উসমান বিন আফফান ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়া। এ পরিবারটি মক্কায় বেশ প্রসিদ্ধ ছিল এবং জনগণ তাদেরকে ভালবাসত। পরবর্তীকালে মুহাম্মদ-এর দ্বিতীয় কন্যাকে উসমান বিয়ে করেন এবং তখন থেকেই তাঁকে বলা হত 'দু'টি প্রদীপের অধিকারী'।

মোট এগারোজন পুরুষ ও চারজন মহিলার এ যাত্রী দলের জন্যে খাদীজা খাবার তৈরি করে দিলেন। মুহাম্মদ বললেন ঃ ''এক আল্লাহই তোমাদের আশ্রয়-

www.pathagar.com

কারী ও সমর্থন দানকারী। তোমরা এমন একটা দেশে যাচ্ছ, যেখানে অন্যায় ও অত্যাচার তোমাদের স্পর্শ করবে না।”

এ দলের মক্কা ত্যাগের খবর তাদের বিরুদ্ধপক্ষের একগুঁয়েমি ভাবকে প্রশমিত করল না। অপরপক্ষে, এই খবরে বিশ্বাসীদের মনোবলও ভেঙে পড়ল না। কুরাইশ প্রধানরা শহরের চারদিকে প্রচার করল যে, মুহাম্মদ-এর আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটেছে। আজ মুহাম্মদ-এর অনুসারীরা গেছে, কাল মুহাম্মদ নিজেও চলে যাবে। তাঁকে হয় নতুন বিশ্বাস ত্যাগ করতে বাধ্য হতে হবে, আর না হয় তাঁর অনুসারীদের মত তাকেও মক্কা ত্যাগ করতে হবে। তারা আরও প্রচার করল, মক্কা ত্যাগ করলেও তাদের কোন লাভ হবে না, তারা যেখানেই যাবে, কুরাইশরাও তাদের অনুসরণ করবে। তারা বলল ঃ “এমনকি এবারে আমরা আবিসিনিয়ার রাজার কাছে আমাদের প্রতিনিধি আমর বিন-আস ও আবদুল্লাহ বিন রাবী'আকে প্রেরণ করেছি। আমাদের কাছে স্বদেশ ত্যাগকারীদের প্রত্যর্পণ করার জন্যে রাজার কাছে আমরা অনুরোধ করেছি।”

কিন্তু এ গুজব ও প্রচার মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না। মুহাম্মদ-এর দলে থেকেও যারা অন্যের অনুগত ছিল, তাদের মনেই কেবল এ প্রচার সামান্যতম আলোড়ন সৃষ্টি করল। মুসলমানদের গৃহে তাদের নিয়মিত আলোচনায়ও ছেদ পড়ল না। প্রত্যেক আলোচনাই দু'জন পরিচালনা করতেন - এদের মধ্যে একজন বক্তা ও অপরজন হলেন ব্যাখ্যাকারী। প্রথমজন কুরআন তেলাওয়াত করতেন এবং দ্বিতীয়জন তার ব্যাখ্যা করতেন। নতুন ধর্মের প্রতি কারও আগ্রহ কম ছিল না। এ জন্য এ আলোচনা সভায় বহুলোকের সমাগম হত। ইতোমধ্যে মুসলমানদের ওপর অত্যাচারও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলমান পরিবারের মহিলা ও শিশুরাও তাদের আক্রমণ থেকে রেহাই পেল না। কুরাইশ নেতারা নিজেদের সাফল্যে অত্যন্ত খুশি হল এবং একে অপরকে অভিনন্দন জানাতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ দু'টো ঘটনায় তাদের বিজয়ের আনন্দ স্তিমিত হয়ে পড়ল। এ দু'টো নতুন ঘটনা হল হামযা ও উমর বিন আল-খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ।

www.pathagar.com

আসমানের দিকে একবার ক্ষণিক দৃষ্টিপাত

'তুমি দেখতে পাবে, আরব যুবকরা শুধু মরুভূমির পাখি ও সুদৃশ্য দ্রুতগামী মৃগবিশেষ শিকার করে না।'

- হামযা

কুরাইশদের তরবারির নিচে মক্কা যেন ভয়ে কাঁপতে লাগল। একদিন হামযা শিকার থেকে ফিরছিলেন। হামযা ছিলেন ভীষণ সাহসী যুবক এবং শিকার করা ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় শখ। প্রায়ই তিনি বাইরে যেতেন। বাইরে কিছুদিন অবস্থান করার পর তিনি মক্কায় ফিরে এসে প্রথমেই কা'বা গৃহে গিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করতেন। এবার তাঁর অন্য একটা উদ্দেশ্য ছিল, তিনি আবু জাহলের সাথে দেখা করে নিজ অন্তরের জ্বলন্ত অগ্নি নির্বাপিত করতে চাইলেন। সেদিন তিনি মক্কায় আসার পথে আবদুল্লাহ বিন জাদান-এর প্রাসাদের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। প্রাসাদ থেকে একজন মহিলাকে তিনি বেরিয়ে আসতে দেখলেন। হামযাকে শিকারসহ আসতে দেখে মহিলাটি তাঁর দিকে তাকিয়ে ঘৃণা ভরে বলল ঃ "উড়ন্ত পাখিকে ব. মরুভূমির মায়াবী চোখবিশিষ্ট মৃগবিশেষকে ধরা আরবের সাহসী যুবকদের পক্ষে শোভা পায় না। যেসব লোক তাদের পরিবার ও গোত্র সম্পর্কে মন্দ কথা বলে, সাহসী যুবকদের উচিত তাদের খোঁজ করা।"

হামযা তার দিকে তাকালে মহিলাটি পুনরায় ক্রুদ্ধ হয়ে বলল ঃ "গতকাল এ রাস্তার ওপর আবু জাহল মুহাম্মদকে দেখতে পায়। আবু জাহল তাঁকে ভীষণভাবে গালি দেয়। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে সে ও তার সঙ্গীরা মুহাম্মদকে প্রহার করে।"

"মুহাম্মদ কী করলেন?" - হামযা জিজ্ঞাসা করলেন।

উত্তরে মহিলা বলল ঃ "মুহাম্মদ শুধু আসমানের দিকে একবার তাকিয়ে নিজের পথে যাত্রা করলেন।"

মহিলাটি তার কথা শেষ করার আগেই হামযার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল ঃ

"তুমি দেখতে পাবে, আরব যুবকরা শুধু মরুভূমির পাখি ও সুদৃশ্য দ্রুতগামী মৃগবিশেষ শিকার করে না।"

www.pathagar.com

হামযা খুব তাড়াতাড়ি কা'বার পার্শ্বে আবু জাহলের কামরায় গেলেন। তিনি আবু জাহলকে বললেন ঃ

"তুমি আমার ভাইপো মুহাম্মদকে গালি দিয়েছ। তাঁকে একা পেয়ে তুমি ও তোমার সঙ্গীরা তাকে মেরেছ।"

আবু জাহল বলল ঃ "সে আমাদের দেবতাকে মন্দ বলেছে, সে জন্য আমিও তাঁকে ও তাঁর খোদাকে মন্দ বলেছি।"

হামযা তাঁর হাতের ধনুক দিয়ে আবু জাহলের কপালে জোরে আঘাত করলেন। তিনি বললেন ঃ "মুহাম্মদ-এর খোদা আমারও খোদা। আমি তাঁর অনুগামীদের মধ্যে একজন। তোমার যদি কিছু বলার থাকে, আমাকে বল। যুদ্ধ করার সাহস যদি তোমার থাকে, তবে আমার সাথে যুদ্ধ কর।"

বনু মাখজুম গোত্রের কতিপয় লোক আবু জাহলের পক্ষ সমর্থন করল। কিছু লোক হামযাকে সমর্থন করল। তারা সমর্থন করল বন্ধুত্বের জন্য। উভয় পক্ষই তলোয়ার বের করল এবং রক্তপাতের সম্ভাবনা দেখা দিল। স্বাভাবিকভাবেই আবু জাহল একথা অনুধাবন করল। সে তার সমর্থনকারীদের তলোয়ার চালাতে নিষেধ করে বলল ঃ "হামযার কথাই ঠিক। আমিই প্রথমে তার ভাইপোকে মন্দ কথা বলেছি।"

এভাবে সে একটা সম্ভাব্য সংঘর্ষ থামাল। ইত্যবসরে হামযা লক্ষ্য করলেন, তাঁর অন্তরে ইসলামের আলো প্রজ্বলিত হয়েছে। কিছু সময় পর ঐ ঘটনা সমস্ত শহরে আলোচনার বিষয়ে পরিণত হল।

তারা বলল, মুহাম্মদ-এর ধর্মে হামযা দীক্ষিত হয়েছে। সে এখন কুরাইশ নেতাদের বড় রকমের বিরোধী বলে পরিগণিত হবে। তাঁর ইসলাম গ্রহণ কুরাইশ নেতাদের জন্যে ছিল মারাত্মক আঘাতস্বরূপ; অপরপক্ষে মুসলমানদের জন্যে ছিল যেন শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের উৎস।

ঐ ঘটনার প্রতিক্রিয়া রোধ করার জন্য কুরাইশ নেতারা মুহাম্মদ-এর অনুসারীদের ওপর আরও বেশি করে অত্যাচার শুরু করল। এ ব্যাপারে তাদের প্রতিনিধিদের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হল। আবু জাহলের সাথে হামযা যে ব্যবহার করেছে, তার প্রতিশোধ নেওয়া হল মুহাম্মদ-এর অনুসারীদের ওপর।

www.pathagar.com

আমিই এ কাজ করব

শুরুতে পথের ধাপ ছিল হাজার হাজার, তার শেষ
প্রান্ত পাওয়া সম্ভব হল কিভাবে।

- হাফিজ

হামযার ইসলাম গ্রহণের পর তিনদিন অতিক্রান্ত না হতেই শহরের শেষপ্রান্তে আর একটা নতুন ঘটনা ঘটল। মুহাম্মদ-এর জনৈক বৃদ্ধ অনুসারী তার পৌত্রসহ রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় কুরাইশদের মনোনীত ব্যক্তিরা তাকে ধরে বেদম প্রহার করে। তাদের দু'জনেই মারাত্মকভাবে আহত হয়। তারা উভয়েই মাটিতে পড়ে ছিল। ছোট ছেলেটি চিৎকার করে কাঁদছিল। বৃদ্ধ লোকটি তাকে জড়িয়ে ধরে আক্রমণকারীদের আক্রমণ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল।

ঠিক ঐ সময়ে উমর বিন আল-খাত্তাব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। উমর ছিলেন রাগী স্বভাবের লোক। তাঁর ছোটবেলা কাটে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে। তৎকালে প্রচলিত নিয়ম-নিষ্ঠার মধ্যে তাঁর পিতা তাঁকে লালন-পালন করেন। সত্যিকারভাবে তিনি ছিলেন একজন চিন্তাশীল যুবক। তাঁর স্বভাব রূঢ় ও উদ্দীপক হলেও তিনি ছিলেন একজন সরল যুবক। তাঁর গড়ন ছিল পাতলা লম্বা। গায়ের রং জলপাই-এর মত। দেহের ঐ রঙ তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে পান। তিনি সব সময় তাঁর কাছে এমন কি বাড়িতেও ষাঁড়ের চামড়ার একটা চাবুক রাখতেন। একদিন একদল যুবক ও মহিলা রাস্তায় মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের পশ্চাদ্ধাবন করে। উমর তা দেখতে পেয়ে চাবুক দিয়ে তাদের তাড়া করেন।

উমর যখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন, বৃদ্ধটি তখন মাটিতে পড়ে সাহায্য প্রার্থনা করছিল, আর ছোট ছেলেটি চিৎকার করে কাঁদছিল। কতিপয় যুবক খোলা তরবারি হাতে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। উমর রেগে যান এবং তাদের স্থান ত্যাগ করার আদেশ দেন।

যুবকরা বলল ঃ "কুরাইশ নেতাদের আদেশেই আমরা এখানে অবস্থান করছি। যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ, মহিলা নির্বিশেষে মুহাম্মদের অনুসারীদের পাওয়া মাত্র আমরা আক্রমণ করব।"

www.pathagar.com

উমর চিৎকার করে বললেন ঃ "যাও। এ গরীব লোকেরা তোমাদের উদ্বেগের কারণ হতে পারে না। যদি পার তবে মুহাম্মদকে গিয়ে হত্যা কর।" তারপর তিনি সরাসরি কা'বা গৃহে গেলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এ সম্পর্কে কুরাইশ নেতাদের সামনা-সামনি কিছু বলা।

বৃদ্ধ ও ছোট ছেলেটিকে তিনি সাথে নিলেন। তাঁকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অবস্থায় পথ চলতে দেখে অনেকে তাঁর পিছু নিল। তিনি সোজা কা'বা গৃহের পাশে কুরাইশ নেতাদের কামরার সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আবু সুফিয়ানের কামরার পাশে তিনি কতিপয় কুরাইশ নেতাকে দেখতে পেলেন। তারা তাঁর পথ ছেড়ে দিল; তিনি আবু সুফিয়ানের সামনে গিয়ে বললেন ঃ

"তোমরা শহরটাকে হাঙ্গামাপূর্ণ করে তুলেছ কেন? দেখ, এ দু'জন নিরপরাধ লোকের প্রতি তোমরা কেমন নিষ্ঠুর আচরণ করেছ।"

বৃদ্ধ লোকটির মাথা থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল। উমর তার মাথায় হাত বুলিয়ে আহত স্থানটি আবু সুফিয়ানকে দেখালেন।

আবু সুফিয়ান উত্তর দিল ঃ "তাদের যা প্রাপ্য তাই তারা পেয়েছে। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ভুলে গিয়ে যাদুকর মুহাম্মদকে অনুসরণ করছে।"

উমর ক্রুদ্ধস্বরে বললেন ঃ "এ লোকগুলো দিয়ে তোমরা কী করবে? তারা কী এমন পাপ করেছে। এরা তোমাদের আঘাত করেনি।"

আবু জাহল বলল ঃ "আমি তোমাকে আমার নিজের চেহারা দেখাতে চাই। সেদিন কা'বা গৃহে হামযা তার ধনুক দিয়ে আমার কপালে আঘাত করলে লোকজন ভীত হয়ে পড়ে এবং একটা গোত্রীয় সংঘর্ষ বেধে যাওয়ার উপক্রম হয়। তখন আমরা চিন্তা করি যে, মুহাম্মদ যাদেরকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করছে, সেই প্রতারিত গরীব লোকদের আগে বিচ্ছিন্ন করা দরকার। তারপর আমরা মুহাম্মদকে দেখব।"

উমর বললেন ঃ "এটা ভাল নয়। তোমরা দুর্বলের ওপর অত্যাচার করবে আর ক্ষমতাবানদের কিছু করবে না - এটা ঠিক নয়। তোমরা গাছের গোড়া অক্ষত রেখে ডালপালা কেটে ফেলছ। আগে মূলকে আঘাত কর। তারপর দেখবে ডাল-পালা আপনা-আপনি ঝরে পড়বে। তোমাদের লোকজন শুধু দুর্বল ও অসহায়দের মারধর করছে, আর কিছু লোককে স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করছে।"

আবু সুফিয়ান বলল ঃ "আবিসিনিয়ার রাজা স্বদেশত্যাগীদের আমাদের হাতে অর্পণ করলে তাদের স্বদেশ ত্যাগ বন্ধ হয়ে যাবে।"

উমর বললেন ঃ "কতদিন ধরে মক্কায় তোমরা এ ভয়াবহ অবস্থা অব্যাহত রাখবে?"

আবু লাহাব উত্তর দিল ঃ "ঐ লোকটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত।"

উমর বললেন ঃ "যে লোকটি এর সূত্রপাত ঘটিয়েছে, তাকেই শাস্তি দাও না কেন?"

www.pathagar.com

আবু লাহাব বলল ঃ "আমরা কী করব, তাই তুমি বলছ?"

উমর বললেন ঃ "আগে মুহাম্মদ-এর কাছ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা কর।"

আবু লাহাব বলল ঃ "তা আমরা কিভাবে করব। সবাই একই কথা বলে ও সমর্থন করে; কিন্তু ব্যবস্থা গ্রহণের সময় সবাই ভয় পেয়ে যায়। কুরাইশদের জন্যে এবং আমাদের এ সমস্যা ও বিভেদ দূর করার জন্যে কেউ নেই।'

উমর উত্তেজিত হয়ে বললেন ঃ "আমিই এ কাজ করব।"

উপস্থিত লোকগুলো উমরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল ঃ "আমাদের যুবকদের মধ্যে উমর সবচেয়ে বেশি সাহসী। তাঁর বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর হলেও সে আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে।"

তাদের মধ্যে অনেকে বলল ঃ "চল, আমরাও তোমার সাথে যাব।"

উমর বললেন ঃ "প্রয়োজন নেই। আমি একাই এ কাজ করতে পারব। তোমরা আমার সাথে গেলে সে (মুহাম্মদ) পূর্বাহ্নেই আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সতর্ক হয়ে পালাতে পারে।"

www.pathagar.com

একজন কবির প্রয়োজন মদ ও ভালবাসা

বিশ্বের কর্মশালার ফল হল এই এবং আরও।
বিশ্বের ধন-সম্পদের জন্যে মদ নিয়ে এস, আরও মদ।
- হাফিজ

উমর যখন কা'বা গৃহ ত্যাগ করেন, তখন তাঁর সাথে ছিলেন কবি লাবিদ। লাবিদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বন্ধুর উত্তেজনাপূর্ণ কাজে বাধা দেওয়া।

লাবিদ বলল ঃ "তোমার জন্যে আমার ভয় হচ্ছে।"

উমর বললেন ঃ "আমার ভয় লাগছে না।"

লাবিদ বলল ঃ "তুমি একটা সুন্দর জীবনকে অকাজে বিপন্ন করতে উদ্যত হলে কেন?"

উমর উত্তর দিলেন ঃ "আমার মনে হচ্ছে, তুমিই এ কবিতার রচয়িতা, যে কবিতায় বলা হয়েছে, সব আনন্দই ফুরিয়ে যাচ্ছে। এবং তা অবশ্যই ফুরিয়ে যাবে।"

এভাবে আলোচনা করতে করতে তারা সাফা পর্বতে যাওয়ার পথ ধরল। পথেই পড়ে আরকামের বাড়ি। তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, মুহাম্মদ আরকামের বাড়িতেই রয়েছে। তারা মদ ব্যবসায়ী ইসহাকের দোকানের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিল। ইসহাক তাদের সাথে পথ চলার অভিপ্রায় ব্যক্ত করল।

ইসহাক বলল ঃ "হে উমর! দাঁড়াও। তোমার সাথে আমার কথা আছে।"

উমর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কী কথা? আমি এখন খুবই ব্যস্ত। আমার মোটেই সময় নেই।"

ইসহাক বলল ঃ "আমার ব্যবসা এখন ধ্বংসের পথে। তুমি ছাড়া সাহায্য করার মত আমার কেউ নেই।"

তারা দু'জনেই বলল ঃ "তোমার সমস্যা কী তাড়াতাড়ি বল।"

ইসহাক বলল ঃ "এই মুহাম্মদ। সে আবার নিজেকে নবী বলে দাবি করছে। সেই আমাদের জীবন ধারণের উপায় ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। সে আমাদের মহিলা ও ছেলেমেয়েদের আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকার দিয়েছে। সে

www.pathagar.com

তাদের অধিকার নিশ্চিত করেছে। আমাদের চলার পথে সে একটার পর একটা বাধার সৃষ্টি করছে। এমন কি সে আমাদের জীবিকা অর্জনের উপায়ের ওপরও হস্তক্ষেপ করছে।"

উমর বললেন ঃ "এখন সে কী করছে?"

ইসহাক বলল ঃ "আগে তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মদ কি খারাপ?"

উমর উত্তর দিলেন ঃ "আমার নিজের জন্যে তা একেবারে খারাপ নয়।"

লাবিদ বলল ঃ "মদ না থাকলে ভালবাসা থাকে না। আর ভালবাসা না থাকলে কবিতাই বা কোথায় থাকে?"

উমর ইসহাককে বললেন ঃ "মদ যে খারাপ, তা তোমাকে কে বলেছে?"

"মুহাম্মদ একথা বলেছে।"

"মুহাম্মদ?"

ইসহাক উত্তর দিল ঃ "হ্যাঁ, মুহাম্মদ। এটা আবার কোন্ ধরনের ধর্ম, যা আমাদের প্রাত্যহিক জীবন, প্রথা ও আইনের ওপর হস্তক্ষেপ করে? যেদিকেই আমরা তাকাই বা যাই না কেন, তার যে কোন একটা বাণীর সাথে আমাদের সংঘাত বাধবেই। তারা যেন পায়ে বেড়ি দিয়ে আমাদের বেঁধে রেখেছে। সাপের বিষের মত তাঁর বাণী আমাদের দেহ ও মনকে বিষাক্ত করছে। গতকাল আমি আমার কন্যাকে হারিয়েছি, আজ হারাচ্ছি আমার ব্যবসা।"

উমর বললেন ঃ "তোমার কন্যা সেহলা? তার কী হয়েছে?"

ইসহাক বলল ঃ "হ্যাঁ সেহলা, সে মুসলমান হয়েছে। তার বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়েছে বলেও সে ঘোষণা করেছে। সে তার স্বামীকে ত্যাগ করে মুহাম্মদের দলে যোগ দিয়েছে। এখন এসেছে আমার পালা। আজ সকালে আমি আমার দোকানে একটা নোটিশ টাঙানো অবস্থায় পেয়েছি।"

সে তখন দোকানে গিয়ে গরুর চামড়ার ওপর লিখিত নোটিশখানা এনে উমরের হাতে দিল। লাবিদ তা নিজের হাতে নিয়ে জোরে জোরে পড়ল।

'হে বিশ্বাসীগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার দেবী এবং ভাগ্য নির্ণায়ক তীর - এসব অতি অপবিত্র, শয়তানের কাজ, অতএব তা থেকে মুক্ত থাক। তবেই তোমরা মুক্তি পাবে।' কুরআন - সূরা ৫ ঃ ৯০

উমর লাবিদকে ফিস্‌ফিস করে বললেন ঃ "কী সাংঘাতিক ধরনের কথা!"

লাবিদ মন্তব্য করল ঃ "হ্যাঁ, আর বিশেষ করে শেষের বাক্যটিতে 'তা থেকে মুক্ত থাক' কথা ক'টি লক্ষ্য কর। এর চেয়ে আপোষহীন কথা আর কী হতে পারে?"

উমর বললেনঃ "মুহাম্মদ অক্ষরজ্ঞানহীন বলেই সম্ভবত একথা বলা হয়েছে।"

লাবিদ বলল ঃ "এ আবার কোন্ ধরনের কথা? ওহী হল আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া দান, এর সাথে অক্ষর জ্ঞানহীনের কোন সম্পর্ক নেই। আমি নিজেই মদ থেকে অনুপ্রেরণা পাই। কিন্তু মুহাম্মদ.....আমি জানি না কিভাবে সে ওহী লাভ করে।"

www.pathagar.com

উমর ইসহাককে বললেন ঃ "চিন্তা কর না, আনন্দে থাক। তোমার ব্যবসার ব্যাপারে একটা কিছু ফয়সালা করার জন্যেই যাচ্ছি।"

ঠিক সেই সময় সেখানে আবদুল্লাহ বিন নুয়ায়েম উপস্থিত হল। সে উমরকে জিজ্ঞেস করল ঃ "কার ব্যাপারে ফয়সালা করতে যাচ্ছ?"

উমর উত্তর দিলেন ঃ "যে লোকটি মক্কার জীবনযাত্রায় শান্তি ব্যাহত করেছে, তার ব্যাপারেই ফয়সালা করতে যাচ্ছি।"

আবদুল্লাহ বলল ঃ "তোমার সাহসের কাছে তুমি প্রতারিত হয়েছ। মুহাম্মদকে তুমি হত্যা করলে আবদ মানাফ গোত্রের লোকেরা তোমাকে জীবিত রাখবে মনে কর?"

উমর বললেন ঃ "কুরাইশ গোত্রের এ শাখাটি অত্যন্ত বেয়াড়া ধরনের। এ শাখাকে হয় শায়েস্তা করতে হবে, আর না হয় তরবারির আঘাতে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। তাছাড়া তার গোত্রের লোকই আমার পক্ষে রয়েছে।"

আবদুল্লাহ উত্তর দিল ঃ "তুমি ভুল করছ। তোমার সাথে কেউ নেই; এমনকি তোমার পরিবার, তোমার বোন......।"

উমর বিস্ময়ের সাথে বললেন ঃ "তুমি আমার বোন সম্পর্কে কী বলছ?"

আবদুল্লাহ বলল ঃ "হ্যাঁ তোমার বোন ফাতিমা - সা'দ এর স্ত্রী। ঐ দু'জন লোক তোমার সাথে একমত হবে না। তারা আর তোমার সম্পদ নয়। কা'বার মূর্তির সাথে তাদের আর কোন সম্পর্ক নেই। তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর আল্লাহর দলে যোগ দিয়েছে। মুহাম্মদকে আল্লাহর নবী বলে তাঁরা ঘোষণা করেছে। যেখানেই হোক না কেন, তারা মুহাম্মদ-এর শত্রুকে প্রতিহত করবে।"

উমর ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন ঃ "যদি তোমার কথা সত্য হয়, তা হলে আমি তরবারি দিয়ে সর্বাগ্রে তাদের ব্যাপারটা ফয়সালা করব।"

এ কথা বলে তিনি সা'দ-এর বাড়ি অভিমুখে দ্রুত জারুল এলাকায় যাওয়ার পথ ধরলেন।

www.pathagar.com

অনুরাগের মধ্যে রাগের সমাপ্তি

'যখন সে আগুন দেখে তখন তার পরিবারবর্গকে বলল, তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয়ই আমি এক আগুন দেখেছি, আশা করি আমি তা থেকে তোমাদের জন্য একটি জ্বলন্ত কয়লা আনতে পারব বা ঐ আগুনের কাছে গিয়ে কোন পথের সন্ধান পাব।'

- কুরআন - সূরা ২০ ঃ ১০

উমরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য লাবিদ যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল।

উমর বললেন ঃ "আমাকে একা থাকতে দাও। তুমি আমার সুখের দিনের বন্ধু। এ দুঃসহ সময়ের সাথী তোমাকে আমি করতে চাই নে।"

দুপুরের প্রখর রোদের তাপে তাঁর মেজাজ আরও বিগড়ে গেল। সা'দ-এর গৃহে এসে তিনি তরবারি দিয়ে দরজায় আঘাত করলেন। একজন ভৃত্য এসে দরজা খুলে দিল। উমরের ক্রোধোন্মত্ত চেহারা দেখে সে ভীত হয়ে পড়ল।

ভৃত্যটি বলল ঃ "সা'দ বা ফাতিমা কেউ বাড়িতে নেই।"

উমর তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেন এবং তাঁর বোনের ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। দরজার নিকটবর্তী হলে তিনি শুনতে পেলেন পবিত্র কুরআনের একটি মর্মস্পর্শী আয়াত। আয়াতটি এই ঃ

'আমি তোমার নিকট কুরআনকে এ জন্যে নাযিল করিনি যে, তুমি ক্লেশ ভোগ করবে; বরং এটা তাঁর তরফ থেকে নাযিল হয়েছে। যারা তাঁকে ভয় করে, তাদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ। যিনি যমিন ও সমস্ত আকাশমন্ডলী সৃষ্টি করেছেন এটা তাঁর তরফ থেকে নাযিল হয়েছে। তিনি দয়াময়, আরশে সমাসীন। যা কিছু আসমান ও যমিনে আছে, যা কিছু এ উভয়ের অন্তবর্তী স্থানে এবং মাটির নিচে আছে, সব তাঁরই এবং যদি তুমি প্রকাশ্যে কথা বল (তিনি শোনেন), তবে তিনি গোপন কথাও, এমনকি তার চেয়েও যা অধিক গোপনীয় তা-ও অবগত আছেন। আল্লাহ, তিনি ভিন্ন আর কোন ইলাহ নেই; যত সুন্দর নাম, সব তাঁরই।'

কুরআন - সূরা ২০ ঃ ২-৮

www.pathagar.com

উমরের ঘর্মাক্ত দেহ ও ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে ঐ কথাগুলো হিমেল হাওয়ার মত পরশ বুলিয়ে দিল। তিনি অনেকটা শান্ত হলেন। তৎসত্ত্বেও তিনি প্রচন্ড এক টানে দরজা খুলে ফেললেন। তিনি দেখলেন, একজন বৃদ্ধ লোকের সামনে ফাতিমা ও সা'দ হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। ঐ বৃদ্ধ লোকটিই কুরআন পাঠ করছিলেন এবং তাঁর শব্দ উমর বাইরে থেকে শোনেন। তিনজন লোকই উমরের দিকে শংকিত হয়ে তাকালেন। ফাতিমা তাঁর স্থান ত্যাগ করে ভাই নিকটবর্তী হলেন। ভাইয়ের চোখের দিকে তিনি কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইলেন। উমরও তাঁর দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সা'দও তাঁর স্ত্রীর কাছাকাছি গেলেন। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি বসেই রইলেন। আস্তে আস্তে ও নিঃশব্দে তিনি হরিণের চামড়াখানি গুটিয়ে নিলেন। ঐ চামড়ার ওপরেই কুরআনের আয়াত লেখা ছিল।

উমর তাঁর বোনকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "লোকটি কে?"

"ইনি বনু তামিম গোত্রের কা'ব বিন আরস।"

"তিনি কী পাঠ করছিলেন।"

ফাতিমা নীরব রইলেন। অপর দু'জন উপরের দিকে তাকালেন।

উমর তাঁর বোনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

তিনি বললেন ঃ "ফাতিমা, তারা বলে যে তুমিও মুহাম্মদ-এর অনুগামীদের দলে যোগ দিয়েছ। আমি একথা বিশ্বাস করি নি। কিন্তু এখন......।"

তিনি আর কথা বলতে পারলেন না। ফাতিমার মুখে তিনি জোরে চড় মারলেন। তাঁর খোঁপা বাঁধা চুল ধরে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিলেন। সা'দ ও কা'ব দ্রুত এসে উমরের হাত জড়িয়ে ধরলেন।

উমর চিৎকার করে বললেন ঃ "তা হলে তুমি মুসলমান হয়েছ?"

ফাতিমা উত্তর দিলেন ঃ "হ্যাঁ, আমি মুসলমান হয়েছি। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। আল্লাহর রাস্তায় কোন বিপদ আসলে আমরা তা গ্রহণ করে নেব।"

সা'দ বললেন ঃ "হে খাত্তাবের পুত্র! তোমার বোনের ব্যাপারে তুমি কী করবে, আমিই প্রথম মুসলমান হয়েছি। ইচ্ছা হলে আমাকে হত্যা কর এবং মৃত্যুর আনন্দ আমাকেই ভোগ করতে দাও।"

কা'ব মর্মাহত হলেন। তিনি বললেন ঃ "এদের বিরুদ্ধে তোমার কিছু করার নেই। আমিই এদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি। আমিই পবিত্র কুরআন পাঠ করেছি। সুতরাং কিছু বলার থাকলে আমাকে বল, আর শাস্তি দিতে হলে আমাকেই দাও।"

লোকগুলোর আত্মত্যাগের নমুনা দেখে উমর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। মুসলমান হওয়ার দাবিতে তাদের একজন অন্যজনের চেয়ে বেশি সোচ্চার, শাস্তি পাওয়ার জন্যে তারা সবাই নিজেকে বেশি করে প্রকাশ করছে। বিস্ময়, হতবুদ্ধি ও সমবেদনার মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় উমর কী করবেন, তা ভেবে পেলেন না। তাঁর বোন তাঁর কাছেই নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর মাথা দিয়ে রক্ত ঝরছে। তিনি বললেনঃ

www.pathagar.com

"এদের বিরুদ্ধে তোমার কিছুই করার নেই। আমি নিজের ইচ্ছায় মুসলমান হয়েছি। তুমি যদি তরবারি ব্যবহার করতে চাও, তা হলে তা তোমার বোনের বুকেই বসিয়ে দাও।"

বিশ্বাসের এ দৃঢ়তা দেখে উমর মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কা'ব-এর হাত ধরে তিনি বললেন ঃ "এ দলিলটা দেখি।"

কা'ব উত্তর দিলেন ঃ "একমাত্র পবিত্র হাতই আল্লাহর কালাম স্পর্শ করতে পারে।"

ফাতিমা বললেন ঃ "আল্লাহ্র কালাম তাঁর হাতে দিও না। তাঁকে বরং পড়ে শোনাও। আমার জীবনে আমি যে বাণী শুনেছি, তাই পড়ে শোনাও। হতে পারে, এ বাণীই আল্লাহর প্রিয়। মহানবীর মুখে আল্লাহর যে কথা প্রকাশ পেয়েছে, তা তাঁকে পড়ে শোনাও কা'ব। তুমি, আমি বা আমার স্বামী কেউই মৃত্যুকে ভয় করিনে। উমর মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। আমরা তো মৃত্যুকে ভয় করিনে। আমরা ভীত নই।"

বিশ্বাসের ঐ দৃঢ়তার মুখে উমরের শক্তি স্তিমিত হল, তাঁর মনোবল ভেঙে পড়ল। বোনের মাথা থেকে অবিরাম রক্ত পড়া দেখে, এ তিনজন লোকের দৃঢ়তা ও শান্তভাব দেখে উমর বিস্ময়াভিভূত হলেন। তিনি দেওয়ালে হেলান দিলেন, দুর্বলতার জন্যে তাঁর মাথাটা নুয়ে পড়ল। তাঁর মনে যে ঝড় উঠেছে এবং একটা আধ্যাত্মিক পরিবর্তন হয়েছে, তা তাঁর আচরণ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হল। কার্পেটের ওপর বোনের মাথা থেকে পড়া কয়েক ফোঁটা রক্তের দিকে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর তিনি মাথা তুলে কা'ব-এর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'পড়'।

ধীর ও শান্তভাবে কা'ব আগের স্থানে গিয়ে বসার পর ফাতিমা ও সা'দ তাঁর কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলেন। কা'ব-এর গলার শব্দ মধুর সুরে প্রতিধ্বনিত হল ঃ

"আর তোমার কাছে কি মূসার কাহিনী পৌঁছেছে? যখন সে (মাদিয়ান হতে আসার পথে তূর পাহাড়ে) এক আগুন দেখে তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে বলল, 'তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয়ই আমি এক আগুন দেখেছি, আশা করি আমি তা থেকে তোমাদের জন্যে একটি জ্বলন্ত কয়লা আনতে পারব বা এ আগুনের কাছে গিয়ে কোন পথের সন্ধান পাব।' যখন সে আগুনের কাছে উপস্থিত হল, তখন আওয়াজ হল, 'হে মূসা! আমিই তোমার প্রভু, অতএব তোমার জুতা খুলে ফেল, নিশ্চয়ই তুমি পবিত্র 'তোয়া' উপত্যকায় আছ এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব তোমার প্রতি যে ওহী নাযিল করা হয়, তা মনোযোগের সাথে শোন। নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ - আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। অতএব আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণের জন্যে সালাত কায়েম কর। কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমি তার সংঘটন মুহূর্ত গোপন করতে চাই, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মফল ঠিকমত পেতে পারে। অতএব তোমাকে যেন এমন লোকে কিয়ামত হতে নিবৃত্ত না করে, যে এর ওপর ঈমান আনে না এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে; এতে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কী? সে বলল, 'এটা আমার লাঠি, আমি এর ওপর ভর দিয়ে থাকি এবং এর দ্বারা আমার মেষপালের

www.pathagar.com

জন্যে পাতা পেড়ে থাকি এবং এতে আমার আরও উপকার হয়।' আল্লাহ্ বললেন, 'হে মূসা! তুমি ওটা ভূমিতে নিক্ষেপ কর।' তখন সে তা নিক্ষেপ করল এবং সহসা তা অজগর সাপ হয়ে দৌড়াতে লাগল। আল্লাহ্ বললেন, 'একে ধর এবং ভয় কর না, আমি এখনই তাকে তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনব। এখন তুমি তোমার হাতকে বগলে লাগাও; তা নির্মল উজ্জ্বল হয়ে বের হবে সম্পূর্ণ নিভৃতভাবে, যেন আমি তোমাকে আমার মহানিদর্শনসমূহের মধ্যে (দু'টো) দেখাতে পারি। তুমি ফিরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে।' মূসা বলল, 'প্রভু গো! তুমি আমার জন্যে আমার অন্তরকে প্রসারিত করে দাও এবং আমার কর্ম সহজ করে দাও। আমার জিহ্বা হতে জড়তা দূর করে দাও, যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে। এবং আমার জন্যে আমার আত্মীয়গণ হতে একজনকে সাহায্যকারী বানাও - আমার ভাই হারুনকে। তাঁর দ্বারা আমার শক্তি বৃদ্ধি করে দাও, এবং তাঁকে আমার কাজে শরীক করে দাও, যাতে আমরা বেশি করে তোমার মহিমা ঘোষণা করতে পারি। এবং তোমাকে আরও বেশি করে স্মরণ করতে পারি। নিশ্চয়ই তুমি আমাদের সম্যক দেখতে পাচ্ছ।" কুরআন - সূরা ২০ ঃ ৯-৩৫

কা'ব-এর কুরআন পাঠ শেষ হল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে উপস্থিত লোকগুলো যে যেখানেই ছিলেন, চুপ করে বসে রইলেন। তাঁদের মাথা ছিল অবনত। আল্লাহ জানেন, তখন উমরের মনে কী চিন্তার উদ্রেক হয়েছিল, কী চিন্তা তাঁকে নির্বাক করে দিয়েছিল এবং কী জিনিসই বা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়েছিল।

বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি নীরবতা ভাঙলেন ঃ "এ কাহিনীর শেষটুকু পড় কা'ব। আমি এতে আনন্দজনক কিছু পেয়েছি। কবিতার মদ ও কথার মদ-এর প্রতি উৎসর্গিত লাবিদ যদি এখানে থাকত।"

ফাতিমা বললেন ঃ "এগুলো আসমানী বাণী, আল্লাহর কথা, পবিত্র কুরআনের কথা; যদি তুমি বাকিটুকু শোন, তা হলে তুমি তাতে মোহিত হয়ে যাবে।"

কা'ব বললেন ঃ "উমর, শেষবারের মত আমি মহানবীকে তাঁর প্রার্থনার সময় যা বলতে শুনেছি, তা শোন। তিনি বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! উমরকে ইসলামের পতাকাতলে এনে একে শক্তিশালী কর।"

উমর বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "মহানবীকে কি আপনি সত্যই একথা বলতে শুনেছেন?"

কা'ব বললেন ঃ "হ্যাঁ, তুমি ভাল করেই জান যে, আমরা মিথ্যা কথা বলি নে। মুহাম্মদ-এর প্রথম ও প্রধান কথা হল, আমরা যেন মিথ্যা না বলি।"

উমর বললেন ঃ "চলুন।"

"কোথায়।"

"আল্লাহর নবীর কাছে।" কা'বের হাত ধরে উমর বললেন ঃ "সেই লোকটির কাছে, যাঁর মুখে আল্লাহ এমন সুন্দর কথা দিয়েছেন।"

www.pathagar.com

আল্লাহ্ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন

তাঁর মনে কী ছিল তা তারা জানত না; তাঁর মনে
কেমন ঝড় বয়েছে, সে সম্পর্কেও তারা কিছু জানত না।

উমর যখন তাঁর বোনের গৃহে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর হৃদয় ছিল প্রতিশোধ স্পৃহায় পূর্ণ। অথচ ঐ গৃহ্ ত্যাগ করার সময় তাঁর মন পূর্ণ বিশ্বাসে ভরপুর হয়ে ওঠে। মুহাম্মদকে হত্যা করতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। অথচ আল্লাহ তাঁর মত পরিবর্তন করে দিলেন। তাঁর মনে ক্রোধের পরিবর্তে দয়া এবং বিরোধিতার পরিবর্তে অনুগত থাকার স্পৃহা জাগল। এভাবে তাঁর মন যখন পূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহণের উপযোগী হল, ঠিক তখনই তিনি সোজা আরকামের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। উমরের ঘোষণা যারা শুনেছিল, তারা ধারণা করল, উমর তাঁর শিকারের সন্ধানে বেরিয়েছেন। উমরের মনে কী ছিল এবং তাঁর মনের পরিবর্তনের কথা তারা জানত না।

অল্প সময়ের মধ্যেই উমর আরকামের গৃহে পৌঁছে এক খন্ড পাথর দিয়ে দরজায় আঘাত করলেন। ঘরের ভেতর থেকে আরকামের ভৃত্য আল-খাত্তাবের পুত্র উমরকে দেখতে পেয়ে দরজা খুলতে ভয় পেল। মুহাম্মদ ও ইসলামের বিরুদ্ধে উমরের কঠোর মনোভাব সম্পর্কে তারা অবহিত ছিল। বেলাল দৌড়ে মুহাম্মদ-এর কামরায় গেলেন। মুহাম্মদ তখন কয়েকজন অনুসারী পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিলেন। তাঁর সাথে হামযাও গেলেন। তাঁরা চিৎকার করে বললেন ঃ "উমর এসেছে। তাঁর হাতে তরবারি।"

মুহাম্মদ বললেন ঃ "তাঁকে ভেতরে আসতে দাও। আল্লাহ যদি তাঁর মঙ্গল চান, তবে তিনি তাঁকে সরল পথেই পরিচালিত করবেন।"

মহানবীর অনুসারীগণ তখনও উমরকে ঘরের মধ্যে আসতে দেওয়ার ব্যাপারে ইতস্ততঃ করছিলেন। তাদের উদ্দেশ্যে হামযা বলেন ঃ "এ লোকটি যদি ভাল উদ্দেশ্যে এসে থাকে, তাহলে আমরাও তাঁর সমাদর করব। যদি সে অসৎ উদ্দেশ্যে এসে থাকে, তাহলে আমরা তাঁকে তাঁর তরবারি দিয়েই তাড়িয়ে দেব।"

www.pathagar.com

যাহোক, উমরকে ঘরের মধ্যে আসার অনুমতি দেওয়া হল। মুহাম্মদ তাঁর সাথে দেখা করার জন্য বারান্দায় গেলেন।

তিনি বললেন ঃ "এখানে কী জন্যে এসেছো?"

উমর উত্তর দিলেন ঃ "আল্লাহ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। আমি আল্লাহ ও তাঁর নবীর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করার জন্যে এসেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি এক ও তাঁর কোন অংশীদার নেই। এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর রসূল ও দাস।"

উমরের কথা শোনার পর পরই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীগণের প্রশংসাসূচক ধ্বনি উক্ত কামরায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল। মুহাম্মদ উমরকে কাছে ডেকে নিলেন, তাঁর সাথে তিনবার কোলাকুলি করলেন। তিনি প্রার্থনা করলেন ঃ "হে আল্লাহ! উমরের মন থেকে সব কুচিন্তা দূর করে দাও এবং তাঁর বিশ্বাসকে দৃঢ় ও মজবুত করে দাও।"

উমর সেখানে কয়েক ঘন্টা কাটালেন। মহানবীর অনুসারীগণের কুরআন তেলাওয়াত গভীর মনোযোগের সাথে শুনলেন। সেদিন রাতেই উমরের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ আবু সুফিয়ান ও অন্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছে গেল।

উমরের এ আকস্মিকভাবে ইসলাম গ্রহণের প্রতিক্রিয়া শুধু মুসলমানদের মধ্যেই হল না, মক্কাবাসীর ওপরও এর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। পরদিন উমর মুহাম্মদ-এর অনুসারীদের সাথে কা'বা গৃহের প্রাঙ্গণে নামায পড়লেন। উপস্থিত লোকগুলো আঙ্গুল দিয়ে উমর ও হামযাকে দেখাতে লাগল। এ ব্যাপারটি নিয়ে শহরে এমনই আলোড়ন সৃষ্টি হল যে, কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কাউন্সিল হলে গণ-অধিবেশন আয়োজন করার প্রয়োজন বোধ করল। এ কাউন্সিল হল তৎকালে আইন প্রণয়নের স্থান হিসেবে বিবেচিত হত। অনেকদিন ধরে এ স্থানটি ছিল কা'বা গৃহের নিকটবর্তী কিলাব এর পুত্র কুসাই-এর গৃহে। প্রধান প্রধান গোত্রীয় ব্যাপারে এ হলে সাপ্তাহিক আলোচনা হত। গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিবাহ, মারাত্মক ধরনের গোলমালের শান্তিপূর্ণ সমাধান, গোত্রীয় সংঘর্ষ বন্ধ বা যুদ্ধ ঘোষণা ইত্যাদি ব্যাপারে এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে প্রয়োজন-বোধে বিশেষ অধিবেশনও আহ্বান করা হত। গণ-অধিবেশন আহ্বানের সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল এবং কা'বার প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। মুহাম্মদ-এর নিজ গোত্রের যুবক এবং বনু আদি গোত্রের অধিকাংশ লোক মুহাম্মদ-এর পক্ষকে সমর্থন জানাল।

ঐ অধিবেশন সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা আলোচনা করল। প্রত্যেকেই মত প্রকাশ করল, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন এবং ঐদিন থেকেই সম্ভবতঃ রক্তপাতের অবসান ঘটবে। কুরাইশ নেতাদের সিদ্ধান্তের ওপরই অনেক কিছু নির্ভর করছে।

www.pathagar.com

কুরাইশ নেতৃবৃন্দের চুক্তি

'আমি কবি, আমি কেন সব কথা শুনব না? কোন কথা শুনতে আমি ভয় পাবো কেন?'
- তোফায়েল

প্রথা অনুযায়ী আবু সুফিয়ান কাউন্সিল হলে গণ-অধিবেশনের উদ্বোধন করলেন। তিনি বললেন, দু'টো জরুরী ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে তাঁকে এ গণ-অধিবেশনের আহ্বান জানাতে হয়েছে। প্রথম হল উমরের ইসলাম গ্রহণ এবং দ্বিতীয়ত, আবিসিনিয়া থেকে মুহাম্মদ-এর অনুসারীদের প্রত্যাগমন। প্রথম বিষয়টি নিয়ে তিনি বললেন ঃ

''আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, উমরের ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রথাগত ঐতিহ্যে বিশ্বাসীদের অবমূল্যায়ন হয়েছে। আসল ঘটনা হল, আপনাদের বোধ হয় স্মরণ আছে, মুহাম্মদকে হত্যা করার জন্য এ সাহসী যুবক আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়। প্রথমে সে তাঁর বোনের গৃহে যায়। তাঁর বোনও মুসলমান হয়েছে। পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে উমর তাঁর বোনের ধর্মান্তকরণ রহিত করা প্রথম কর্তব্য বলে মনে করে। সেখানে সে কী দেখেছে বা শুনেছে, তা আমরা জানি না। তবে আরকামের বাড়িতে উপস্থিত হয়েই সে ইসলাম গ্রহণ করে। হঠাৎ তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর জনগণের ওপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকেই জানতে চায়, উমরকে কী কথা বলা হয়েছে যার জন্য সে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়। কুরআনের ঐ আয়াতটির নকল সবার কাছে দেওয়া হয়েছে। তারা তা পড়ে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যাও দিয়েছে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মুহাম্মদ-এর বাণী সত্য এবং তা আল্লাহ্ প্রদত্ত বলেই উমর হঠাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ ধারণা এত ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে যে, তাতে জনগণের বিশ্বাস ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটাই উমরের জন্যে যথেষ্ট।

''দ্বিতীয় বিষয়টি হল, আবিসিনিয়া থেকে স্বদেশত্যাগীদের প্রত্যাবর্তন ঃ

''আবিসিনিয়ার রাজসভায় তারা আপ্যায়িত হয়েছিল বলেই মনে হয়। কিন্তু ঐ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু আমার জানা নেই। তবে স্পষ্ট যে, আমাদের প্রেরিত

www.pathagar.com

প্রতিনিধিরা তাদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছে। মুহাম্মদ-এর অনুসারীরা সেখানে কী করেছে বা বলেছে, তা আমরা জানি না। তবে মনে হয়, রাজার কাছে তারা আশ্রয় প্রার্থনা করেছে, এ ব্যাপারে রাজাকে রাজি করিয়েছে এবং তারা তাদের আশ্রয় পাওয়ার সংবাদও প্রকাশ করেছে। রাজার প্রতিজ্ঞায় বা অন্য কোন কারণে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে মক্কায় ফিরে এসেছে। এ অধিবেশনে আমাদের এ দু'টো ব্যাপারেই আলোচনা করতে হবে।"

উৎবা বলল ঃ "আর একটা ঘটনা আছে। সম্ভবতঃ এ ঘটনার কথা অনেকে জানে না। দউস গোত্রের আমরের পুত্র তোফায়েল ইসলাম গ্রহণ করেছে। লোকটি আরবের একজন নামকরা কবি। বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার জন্যেও সে সর্বত্র পরিচিত। আপনি যে দু'টো ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, তার চেয়ে এ ঘটনার প্রতিক্রিয়াও কম মারাত্মক নয়। সে একজন জনপ্রিয় কবি। দেহের জন্যে শীতল পানি যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি তার কবিতাও আরবের মানুষের কাছে সতেজ। আপনাদের মধ্যে অনেকেই তাকে মুহাম্মদ-এর কাছে যেতে নিষেধ করেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে মুহাম্মদ-এর কাছে যাওয়ার পর পরই সে মুসলমান হয়ে যায়।"

বেশ কয়েকজন কুরাইশ নেতা অবাক হয়ে উৎবার কাছাকাছি এসে বসল। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্যে তারা উৎসুক হল।

উৎবা বলল ঃ "আপনাদের হয়ত স্মরণ আছে, কিছুদিন আগে তোফায়েল যখন এ শহরে আসে তখন আমি এবং আরও কতিপয় কুরাইশ নেতা তাঁর কাছে যাই। আমরা তাঁকে সতর্ক করে দেই যে, এমন এক সময়ে সে শহরে আগমন করেছে, যখন মুহাম্মদ আমাদের জন্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। মুহাম্মদ আমাদের মধ্যে যে বিভেদের সৃষ্টি করেছে, পিতা ও পুত্র, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সে যে সংঘাত বাঁধিয়েছে, সে সম্পর্কে আমরা তাঁকে অবহিত করি, তাঁর গোত্রেও যেন এ ধরনের কিছু না ঘটে, সে সম্পর্কে আমরা তাঁকে সতর্ক করে দেই। আমরা তাঁকে মুহাম্মদ-এর সাথে দেখা না করার পরামর্শ দেই। সে আমাদের কথা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে। এমনকি কা'বা গৃহে গিয়ে সে কানে তুলা দিয়ে রাখে যেন মুহাম্মদ-এর কথা শোনা না যায়। কিন্তু একবার সে অসতর্কভাবে কা'বা গৃহে প্রবেশ করে। মুহাম্মদ তখন প্রার্থনারত ছিলেন। মুহাম্মদ-এর কয়েকটা কথা শোনার পর সে তাঁর নিকটবর্তী হয় এবং তাঁর কথা শুনতে থাকে। সে মনে মনে বলে, 'আমি কেন সব কথা শুনব না। আমিও কবি। কোন কথায় আমার ভয় পাওয়া উচিত নয়। তার কথা যদি মহৎ হয়, আমি তা গ্রহণ করব। আর তা যদি মন্দ হয়, আমি তা প্রত্যাখ্যান করব।' সে তার বন্ধুকে যে কথা বলেছে, আমি ঠিক সেই কথাগুলোই আপনাদের কাছে বললাম। মুহাম্মদ-এর প্রার্থনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে কা'বার প্রাঙ্গণেই অপেক্ষা করে। তোফায়েল পরে মুহাম্মদ-এর অনুসরণ করে। আমরা যেসব কথা তাঁকে বলেছিলাম, তা সে মুহাম্মদ-এর কাছে বলে দেয়; আমরা

www.pathagar.com

তাঁকে মুহাম্মদ-এর সাথে সম্পর্ক না রাখার যে উপদেশ দিয়েছিলাম, তাও সে তাঁর কাছে ব্যক্ত করে।"

তিনি বলেন ঃ "কয়েকদিন ধরে আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার বা আপনার কথা শোনার চেষ্টা করিনি। কিন্তু আজ আল্লাহ্ আপনার কথা আমার কানে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আপনার মুখ থেকে আমি আপনার প্রচারিত ধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।"

তৎপর মুহাম্মদ তাঁর কাছে তাঁর ধর্মবিশ্বাসের কতিপয় মূলনীতি ব্যাখ্যা করেন এবং কুরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করেন। তোফায়েল বলেন ঃ "আল্লাহর কসম, এ ধরনের মর্মস্পর্শী কথা আমি আর কোনদিন শুনি নি।" তৎক্ষণাৎ তিনি দু'টো স্বীকারোক্তি পাঠ করে মুসলমান হন এবং মুহাম্মদকে বলেন যে. তাঁর গোত্রের লোকদের ওপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাব আছে। তিনি তাঁর গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাবেন।

তিনি মুহাম্মদ-এর কাছে আবেদন করেন ঃ "আপনি আল্লাহকে বলুন - তিনি যেন আমাকে একটা নিদর্শন দেন, আমার লোকদের মধ্যে ধর্ম প্রচারের সময় তা যেন আমাকে পরিচালিত করতে পারে।"

অতঃপর মুহাম্মদ আসমানের দিকে মাথা উত্তোলন করলেন। তিনি প্রার্থনা করলেন ঃ "হে আল্লাহ! তাঁকে একটা নিদর্শন দিন।"

লোকে বলে যে, মুহাম্মদ-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি তাঁর লোকদের কাছে ফিরে যান। যেসব লোক তাঁর সাক্ষাৎ করে, তারা তাঁর চোখে উজ্জ্বল প্রদীপের মত একটা আলো দেখতে পায়।

তোফায়েল এই ভেবে ভীত হন যে, লোকে তাঁকে পাগল ভাবতে পারে। এজন্য আল্লাহ তাঁর চোখ থেকে সে আলো সরিয়ে নিয়ে তা তাঁর লাঠির মাথায় লাগিয়ে দেন। লাঠির মাথায় তা জ্বলন্ত প্রদীপের মত লোকে দেখতে পায়। একমাত্র আল্লাহই সত্য সম্পর্কে অবগত আছেন।

"আমরা শুনেছি, তোফায়েল শুধু তাঁর পিতা ও স্ত্রীকেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেননি, তিনি তাঁর গোত্রের সব লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছেন।"

উৎবার কথা শেষ হলেও সবাই নীরব হয়ে রইল। আবু জাহলই প্রথম কথা বলল ঃ "এটা যাদু ও ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কিছু নয়। আমি নিশ্চিত যে, মুহাম্মদ একজন যাদুকর। প্রসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা সিথ বা সাতিহ্‌কে (এ দু'জন লোক সম্পর্কে অনেক প্রসিদ্ধ গল্প প্রচলিত আছে। অনেকে বলে, সিথ-এর চেহারা ও কাজ ছিল অদ্ভুত ধরনের। অনেক গল্পের মধ্যে একটা হল ঃ এক রাতে নসর-এর পুত্র মালিক একটা স্বপ্ন দেখে এ দু'জন ভবিষ্যদ্বক্তাকে তা ব্যাখ্যা করার জন্যে ডেকে পাঠায়। সে বলে, 'আমি যে স্বপ্ন দেখেছি তা তোমাদের বলব না। আমি কী স্বপ্ন

www.pathagar.com

দেখেছি তা আমাকে আগে বল এবং পরে তার ব্যাখ্যা বল। এতে বুঝব, জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান আছে।' তারা সত্য সত্যই তার দেখা স্বপ্নের কথা বলে এবং তার ব্যাখ্যাও প্রদান করে) তাঁর বিরুদ্ধে কাজে লাগানোই আমাদের উত্তম পরিকল্পনা হতে পারে।''

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবু জাহল পুনরায় বলল ঃ ''তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের দৈহিক ও আর্থিক শক্তি ফলপ্রসূ হয় নি। তোমাদের হয়ত স্মরণ আছে, কা'বা গৃহে প্রার্থনা করার সময় আমি একটা পাথর দিয়ে তাঁর মাথা ভেঙে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার হাত অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। আমার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যে সহজ কাজ নয়, তা তোমরা জান। তাঁর বিরুদ্ধে উমর কতটা কঠোর ছিল, তা তোমরা জান। অথচ সে তাঁর কাছে গিয়ে মুসলমান হয়েছে এবং সে এখন তাঁর অনুসরণ-কারীদের মধ্যে একজন। গতকাল আমি তাঁর একটা অদ্ভুত কাজ দেখেছি। আমি তা বলতে ইতস্ততঃ বোধ করছি। কারণ তাতে তোমরা আমাকে পাগল মনে করে হাসাহাসি করতে পার।''

আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করল ঃ ''তাহলে তুমি তাঁকে আবার দেখেছো?''

আবু জাহল উত্তর দিল ঃ 'হ্যাঁ, গতকালই আমি তাঁকে আমার নিজ গৃহে দেখেছি।''

অবাক হয়ে আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করল ঃ ''তোমার নিজ গৃহে? মুহাম্মদ তোমার ঘরে এসেছিল? তোমার ঘরে এসে সে কী করেছে?''

আসওয়াদ বিন আবদ গওস হাসতে হাসতে বলল ঃ ''হ্যাঁ, সে সেখানে গিয়েছিল.....। আমিই তাকে পাঠিয়েছিলাম।''

আবু জাহল বলল ঃ ''তাহলে তোমার ঘটনাটাই আগে বল। বাকিটুকু আমি পরে বলব।''

আসওয়াদ বলল ঃ ''আমি ও আমার কয়েকজন বন্ধু আবুল হাকাম-এর সাথে দেখা করতে যাই। আমরা তার বাড়িতে অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময়ে একজন অপরিচিত আরব বেদুইন সেখানে প্রবেশ করল।

সে জিজ্ঞাসা করল ঃ ''তোমরা কি আবুল হাকামের বন্ধু? তোমাদের মধ্যে কেউ কি আমার পক্ষে কিছুটা কাজ করবে? আবুল হাকাম আমার কাছ থেকে একটা উট কিনেছে, অথচ তার মূল্য এখনও দেয় নি। কয়েকদিন ধরে আমি তার কাছে টাকার জন্য আসছি। অথচ সে প্রত্যেকদিনই বলে, পরদিন সে টাকা দেবে। আমি আমার গোত্রের কাছে ফিরে যাব। আমার প্রার্থনা - আপনাদের বন্ধুকে আমার টাকা দিয়ে দেওয়ার জন্যে বলুন। আমার টাকা পেলেই আমি চলে যাবো।

''আমরা যখন আলাপ করছিলাম, তখন সামান্য দূরে মুহাম্মদকে একাকী অবস্থায় দেখতে পেলাম।

আমি রসিকতা করে বললাম ঃ ঐ লোকটির সাথে আবুল হাকামের গভীর বন্ধুত্ব আছে। আবুল হাকামের ওপর তার দাবিও আছে।

www.pathagar.com

“আরব বেদুইন আমার রসিকতা বুঝতে না পেরে সোজা মুহাম্মদ-এর কাছে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করল। মুহাম্মদ তাঁর অনুরোধ গ্রহণ করল এবং তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল। তাদের কথাবার্তা আমরা শুনছিলাম। সে কী করে, তা দেখার জন্যে আমরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করলাম। মুহাম্মদ আমাদের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এল। তাঁর পেছনে ছিল সেই আরব বেদুইন। প্রথমে মনে হল, সে বেদুইনকে আমাদের কাছে অর্পণ করার জন্যে আসছে। কিন্তু আমাদের সাথে কোন কথা না বলে সে সোজা ঘরের দিকে গেল এবং দরজায় করাঘাত করল।

ঘরের মধ্য থেকে আবুল হাকামের স্বর শোনা গেল ঃ ‘কে?’

‘মুহাম্মদ।’

দরজা সামান্য খুলে আবুল হাকাম উঁকি দিয়ে দেখল। মুহাম্মদ বললেন, ‘লোকটির পাওনা টাকা তাড়াতাড়ি দিয়ে তাকে বিদায় করে দাও।’

আবুল হাকাম বলল ঃ ‘এখনই দিচ্ছি।’ এই বলে সে দরজা বন্ধ করে দিল।

মুহাম্মদ ও বেদুইন লোকটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক মিনিটের মধ্যে দরজা আবার খুলে গেল। টাকার একটা থলেসহ আবুল হাকামের হাত দেখা গেল। বেদুইন লোকটি টাকার থলেটা নেওয়ার সাথে সাথে দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

মুহাম্মদ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ‘পাওনা টাকা সব আছে তো?’

বেদুইন লোকটি টাকা গুণে দেখল, সব ঠিক আছে। সে মুহাম্মদ-এর কল্যাণ কামনা করল। তৎপর তারা দু’জনেই তাদের নিজ নিজ গন্তব্যস্থানের দিকে যাত্রা করল। আমরা নির্বাক বিস্ময়ে বসে রইলাম। এমন সময় আবুল হাকাম নিজে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।”

আবু জাহল হাসতে হাসতে বলল ঃ “ঘটনার এ অংশটুকুই আসওয়াদ জানে, বাকি অংশটুকু আমি বলি ঃ আমি যখন জানতে পারলাম যে, মুহাম্মদই দরজায় করাঘাত করছে, তখন আমি ভয়ে কাঁপতে থাকি। আমার মনে তখন বিচ্ছিন্ন চিন্তা ও ভয়। মাত্র কয়েকদিন আগে আমার কাছে কুরআনের একটি আয়াতের কথা বলা হয়েছিল। আয়াতটি হল ঃ ‘যেদিন আমি তোমাদের ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করব, নিশ্চয়ই (সেদিন) আমি প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব।’ (কুরআন-সূরা ৪৪ ঃ ১৬)। এ আয়াতটির ভয়ংকর অর্থ পুনরায় আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। দরজা খুলে আমি তাকে দাঁড়ান অবস্থায় দেখতে পেলাম। মনে হল, আমার দেহ ও মনে কোন শক্তি নেই। সে যখন লোকটির প্রাপ্য টাকা দেওয়ার কথা বলল, তখন আমার মনে হল, তাঁর মাথার কাছে একটা পুরুষ জাতীয় উটের মুখ রয়েছে, আর আমার দিকে তাকিয়ে তা দাঁত কিড়মিড় করছে। লাত ও উজ্জার শপথ, আমি যদি তাঁকে বাধা দিতে যাই, তাহলে সে আমাকে টুকরা টুকরা করে ফেলবে বলে মনে হল। এ দৃশ্য আমি নিজের চোখেই দেখেছি।”

www.pathagar.com

আবু সুফিয়ান শান্তভাবে বলল ঃ "লাত ও উজ্জার শপথ, সেখানে নিশ্চয়ই কোন উট বা দাঁত ছিল না। মুহাম্মদ-এর স্পর্ধার ফলেই তুমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভয়ে ভীত হয়েছ এবং এসব জিনিস কল্পনা করেছ।"

অন্য একজন কুরাইশ উঠে দাঁড়াল। সে বলল ঃ "আবু সুফিয়ান, আমার কথা শোন। আমারও কিছু বলার আছে।"

সমগ্র জনতা তার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। কিন্তু উৎবা বলে উঠল ঃ "আবু সুফিয়ান, তুমি ঠিকই বলেছ। আবুল হাকাম তার বুদ্ধি ও জ্ঞানের জন্যেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়েছে। অন্যের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।"

আল-আস বিন ওয়ালি বলল ঃ "এ কথা সত্য, এ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভয়ের ফলেই মুহাম্মদ-এর ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করেছে। শুধু এ কারণেই সে কা'বা গৃহের উন্মুক্ত স্থানে উপাসনা করতে সাহস পেয়েছে। শুধু এ কারণেই সে মক্কার শত শত যুবক ও বৃদ্ধকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে। মরুভূমির অসংখ্য বালির মত এবং অগণিত তারার মত আরবের কুসংস্কার থেকে খোদা আমাদের রক্ষা করুন। জনগণের ভয় থেকে খোদা আমাদের রক্ষা করুন।"

কয়েক ঘন্টা ধরে কুরাইশদের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন গণ-অধিবেশনে আলোচনা চলল। পরিশেষে তারা একটা লিখিত চুক্তিনামা সই করল। আবু জাহ্‌লের পুত্র ইকরামা হরিণের চামড়ার ওপর চুক্তির শর্তগুলো লিখল। শর্তের প্রধান বিষয়গুলো হল ঃ

১. মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের কাছে কোন খাদ্য বা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করা যাবে না।
২. তাদের কাছ থেকে কোনকিছু ক্রয় করা যাবে না, তাদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যাবে না।
৩. মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের সাথে কোন প্রকার সামাজিক আদান-প্রদান চলবে না।
৪. মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের সাথে কেউ তার কন্যাকে বিয়ে দেবে না বা তাদের কোন কন্যাকে বিয়ে করবে না।
৫. মুহাম্মদ বা তার অনুসারীদের কারও সাথে কোন সংঘর্ষের ক্ষেত্রে কুরাইশরা তাদের শত্রুর বিপক্ষে সমর্থন করবে।

এ চুক্তিনামা সই করার পর আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কা'বা গৃহে গিয়ে উপস্থিত হল। তাদের অনুসরণ করল এক বিরাট জনতা। তারা কা'বা গৃহে এ লিখিত চুক্তিনামা টাঙ্গিয়ে রাখল। মূর্তির সামনে গিয়ে তারা এর সব শর্ত মেনে চলার জন্যে প্রতিজ্ঞা করল এবং কা'বা গৃহে আগমনকারীদের তা মেনে চলার জন্যে স্বাক্ষর সংগ্রহেরও শপথ নিল।

সম্ভবতঃ ৬১৭ খ্রিস্টাব্দে এ ঘটনা ঘটে।

www.pathagar.com

একজন পাগল লোক বা একজন অলৌকিক কর্মী

'তিনি আল্লাহর নূরের সত্যিকারের বাহক। এ নূর মানুষের অন্তরে প্রজ্বলিত হয়েছে, তীব্র আলোকে আমার চোখ ঝলসে গেছে। ফলে এখন আমি আর শয়তানকে দেখতে পাই না।'

কা'বা গৃহে চুক্তির শর্তগুলো টাঙ্গিয়ে দেওয়ার অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরাইশ নেতা স্থান ত্যাগ করল। যে লোকটি অধিবেশনে কিছু বলার জন্যে দাঁড়িয়েছিল অথচ উৎবার জন্যে কিছু বলতে পারেনি, সেই লোকটিই কেবল স্থান ত্যাগ করল না। সম্ভবতঃ আকিক পাথরে নির্মিত কুরাইশদের দেবতা হুবলের কাছে কিছু বলার তার অভিপ্রায় ছিল। এবং সত্য সত্যই এটাই তার অভিপ্রায় ছিল।

যখন সে নিশ্চিত হল, সকলে কা'বা গৃহ ত্যাগ করেছে এবং সে একাই তাদের মহান দেবতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তখন সে সোজা দেবতার কাছে গিয়ে হাজির হল। প্রথাগতভাবে সে দেবতার সামনে মাথা নত করল এবং তৎপর দাঁড়িয়ে দেবতার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মনে হল, সে যেন নীরবেই দেবতার সাথে কথা বলছে। অতঃপর সে জোরে জোরে কথা বলতে শুরু করল ঃ

''এ লোকটি কে, আমাকে বল। হে মহান হুবল! এ লোকটি তোমার ও অন্যান্য দেবতার বিরুদ্ধে। সমগ্র আরববাসীর ওপর এ লোকটি ভীষণ দুর্দৈব হিসেবে আপতিত হয়েছে এবং সে সব প্রথা ও ঐতিহ্যকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। মুহাম্মদ-এর মধ্যে গোপন কিছু আছে বলে অনেকে মনে করে। সে কে? আমাকে বল, সে কে? সে একাই সব লোককে আলোড়িত করছে। সে একাই কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করছে এবং তাদের প্রতিহত করছে। সে সবার মনে ভীতির সঞ্চার করেছে, সৃষ্টি করেছে এক মোহময় জগতের। মানুষের চিন্তা ও আদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সে জয়ী হয়েছে। কুরাইশ নেতারা তাঁকে হত্যা

www.pathagar.com

করতে চেয়েছে। কিন্তু যখনই তারা তা কার্যকর করতে চেয়েছে, তখনই তারা তাঁর অনুগামীতে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেকেই তাঁর সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করে। আবুল হাকাম মনে করে, সে একজন যাদুকর। কবি তোফায়েল মনে করে, তাঁর কথার মধ্যে স্বর্গীয় প্রভাব আছে এবং সে আরো দাবি করে, তাঁর কথাগুলো স্বয়ং আল্লাহর। গরীব ও অসহায়রা মনে করে, সে একজন নবী এবং শোষকের হাত থেকে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্যেই তাঁর আবির্ভাব হয়েছে। যুবকরা মনে করে, ওদেরকে পরিচালিত করার জন্যেই তাঁর আগমন হয়েছে। বৃদ্ধরা মনে করে, আখেরাতের পথ দেখাতে সে আলোকবর্তিকাস্বরূপ। মহিলারা মনে করে, সে তাদের অধিকার রক্ষাকারী। নিগ্রো ও ভৃত্যরা মনে করে, তাদের দাসত্বের শৃংখল ভেঙে দিয়ে তাদের মুক্ত করার জন্যেই তাঁর আগমন হয়েছে। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বলার আছে। কিন্তু..........''

লোকটির কথা আর শোনা গেল না। কেবল তার ঠোঁট নড়তে দেখা গেল।

কা'বা গৃহের উত্তর দিকে দেয়ালে টাঙ্গানো শর্তগুলোর দিকে তাকিয়ে সে পুনরায় বলল ঃ ''প্রত্যেক কুরাইশ প্রধানেরই হাজার হাজার সমর্থক আছে। তবু তারা কাজ না করে লিখিত চুক্তি করে সন্তুষ্ট আছে কেন? মুহাম্মদ-এর প্রতি প্রত্যেকেই ঘৃণা পোষণ করলেও তাঁর গোপন শক্তি সম্পর্কে তারা ভীত বলেই মনে হয়। তাদের ছেলেমেয়েদের সে আকৃষ্ট করেছে। তাঁর কাছে তারা পিতা মনে করেই ছুটে যায়। তারা বলে, তাঁর চেহারায়, কথায় ও কাজে আকর্ষণীয় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু আছে। তাঁর সম্পর্কে এসব কথা শোনার পর আমি নিজেকে তাঁর একজন অনুগত ভক্ত হিসেবে কল্পনা করি। কিন্তু তোমার ও অন্যান্য দেবতা সম্পর্কে তাঁর ঘৃণাপূর্ণ কথায় আমি ভীষণভাবে মর্মাহত হই। এসব কথা চিন্তা করলে তাঁর প্রতি আমার ঘৃণা জন্মে। আগুনের ধ্বংসলীলার মত সে আমাদের বিশ্বাস ও প্রথাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এটাই আমাদের দুঃখের কারণ। এ জন্য আমরা গভীরভাবে ব্যথিত হই। তবু সবাই মনে করে, তাঁর কথা আলোকবর্তিকাস্বরূপ - অন্ধকার নিমজ্জিত মানুষ ও আত্মাকে তা আলোকিত করতে পারে। মনে হয়, একাই সে সবকিছু জানে। আমাদের অস্তিত্বের গোপন চাবিকাঠি তাঁর কাছে যেন অজানা নেই। হে মহান হুবল! এসব কথা কি সত্যি? আমার মনে হয়, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। মুহাম্মদ-এর বাণী ও শিক্ষা আমাদের সকলকে যেভাবে আলোড়িত করছে, তার ভাল ও মন্দ দিকটা চিন্তা করলে আমার মন ভেঙে যায়। মুহাম্মদ-এর জন্যেই আমি এখন সম্পূর্ণ একা। আমার পুত্র ও কন্যা, আমার বোন ও তার স্বামী তাঁর দলে যোগ দিয়েছে। হে প্রিয় হুবল! কেবলমাত্র আমিই তোমার প্রতি বিশ্বস্ত আছি। আমার মন এখন সন্দেহ ও বিশৃংখল অবস্থায় আছে। আমার বোন তাঁর সম্পর্কে আমাকে অনেক কথাই বলেছে। আমার বোন দাবি করে, জন্মের পর ফেরেশতারা তাঁর বুক চিরে শয়তানের আশ্রয়স্থল কালো মাংসপিন্ড সরিয়ে দিয়েছে। ফলে

www.pathagar.com

শয়তান বা অদৃষ্ট জগত তাঁর কাজে বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। তাঁর কথা মনে হলেই সাপ দেখার মত ভয়ে ভীত হয়ে পড়ি। আমি ভীত হই কেন? আমি কখনও তরবারিকে ভয় পাইনি, যুদ্ধক্ষেত্রে আমি মৃত্যুকে কখনও পরোয়া করিনি; সূর্যালোকে তরবারির ঝলকানি আমার কাছে রাতে বিদ্যুৎ চমকানির মতই মনে হয়েছে; তবু কেন আমি মুহাম্মদকে ভয় পাই?"

লোকটি তার দু'হাত হুবলের দিকে বাড়িয়ে দিল এবং পর মুহূর্তেই গুটিয়ে নিয়ে বলল ঃ "আমি নিজের হাতেই তাঁকে গলা টিপে মারব। হে হুবল! তোমার জন্যেই আমি তাঁকে হত্যা করব, আমি তাঁকে হত্যা করব।"

কা'বা গৃহে রক্ষিত মূর্তিগুলোর দিকে সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মূর্তি-গুলোর যে কোন একটির মুখ থেকে বা স্বর্গ থেকে সম্ভবতঃ সে তার প্রশ্নের জবাব প্রত্যাশা করছিল। হঠাৎ সে ছাদের নিচের দিকটার কড়িকাঠের মধ্যে একটা ঘর্ষণ-জনিত শব্দ শুনতে পেল। তার মনে ভীতিপ্রদ চিন্তার উদ্রেক হল। মনে হল, কেউ যেন নিচের দিকে নামছে। শব্দের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই সে দেখল, একটা পাকান কালো দড়ির মত কিছু একটা কড়িকাঠ বেষ্টন করে তা মেঝের দিকে ঝুলে রয়েছে।

'সাপ'! সে ভয়ে চিৎকার করে উঠল। সাপটির জিহ্বা টিকটিকির মত বারবার ভেতর-বাহির হচ্ছিল; ভয় পেয়ে সে একদৃষ্টিতে সাপটির দিকে তাকিয়ে রইল। এ সময় কা'বা গৃহে প্রবেশকারী একজন লোকের পদশব্দও সে শুনতে পেল। যে পা-দানির ওপর হুবলের মূর্তি ছিল, লোকটি ভয় পেয়ে তার পেছনেই আত্মগোপন করল। নজদ-এর জনৈক বৃদ্ধ শেখ বেদুইনের মত পোশাক পরিহিত অবস্থায় কা'বা গৃহে প্রবেশ করল। সে মূর্তিগুলোকে ভাল করে পরখ করে সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল - এসব মূর্তির মুখ থেকে সে যেন কিছু কথা শোনার ইচ্ছা পোষণ করছে বলেই মনে হল। হঠাৎ সে ঝুলন্ত সাপটিকেও দেখতে পেল।

মূর্তির পেছনে লুকিয়ে থাকা ভীত লোকটির মনে হল, সাপটির ছোট মুখে কথা উচ্চারিত হল। সে একটা অদ্ভুত ধরনের কথা শুনতে পেল ঃ "তুমি পোশাক পরিবর্তন করে নজদ-এর শেখ-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও আমি তোমাকে চিনি। তুমি শয়তান।"

বৃদ্ধ লোকটি বলল ঃ "চুপ কর।"

সাপটি পুনরায় বলল ঃ "এখানে এসেছ কেন?"

"এ মূর্তিগুলোর প্রতি ভালবাসার জন্যে এবং তাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি, তার জন্যে। যেখানে পৌত্তলিকতা আছে, আমি সেখানে আছি। সেই খোদাকে অস্বীকার করে আমি এ মূর্তি সৃষ্টি করেছি, যে খোদা আমাকে পীড়ন করেছে এবং তাঁর নয়া সৃষ্টি মানুষকে আরাধনা করার হুকুম দিয়েছে।"

"যে লোকটি তোমার মূর্তিগুলো ভেঙে দিতে চাচ্ছে, তার তুমি কী করবে?"

www.pathagar.com

“তুমি কি মুহাম্মদ-এর কথা বলছ?”

“হ্যাঁ। তুমি তাঁর কী করবে? তুমি কি মনে কর, এ চুক্তি তাঁকে ধ্বংস করবে বা তাঁকে হত্যা করার মতলব তোমার আছে কি?”

“না’ শেখ উত্তর দিল। “আমি আমার জীবন রক্ষা করতে চাই। আমি যেখানে আছি, সেখানে সে থাকতে পারবে না।”

“মুহাম্মদ তোমার কী ক্ষতি করেছে?”

বৃদ্ধ লোকটি বলল ঃ “সে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আমি যে মূর্তি বানিয়েছি, তা সে ভাঙতে চায়।”

“কিভাবে?”

“সে আল্লাহর নূরের সত্যিকারের বাহক। নূর মানুষের অন্তরে প্রজ্বলিত হয়েছে, তীব্র আলোকে আমার চোখ ঝলসে গেছে। ফলে আমি আর দেখতে পাই না।”

“তাহলে তাঁর মনের আলো নিভিয়ে দাও। এতে সব মানুষের মন পুনরায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।”

“তারা তাঁর অন্তর থেকে কালো মাংসপিন্ড সরিয়ে নিয়েছে এবং এ ধরনের অন্তরের ওপর আমার কোন ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব নেই।”

“মানুষের অন্তরে যে কালো মাংসপিন্ড আছে এবং যার মাধ্যমে তুমি কাজ কর - যেমন আমি তোমার প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে কাজ করেছিলাম?”

“তুমি কি বিবি হাওয়ার কথা বলছ?”

“হ্যাঁ। সেই দিনটি কেমন মন্দ ছিল! এ খারাপ দিনেই মানুষ চিরতরে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পতিত হয়।”

শেখ বলল ঃ “তোমার কাজের জন্যে এখনও কি তুমি দুঃখ পাও।”

“হ্যাঁ। কিন্তু এ কাজ করে তোমার কী লাভ হয়েছে?”

শেখ বলল ঃ “শাশ্বত জীবন।”

“সবার অভিশপ্ত ও ঘৃণার্হ জীবন।”

শেখ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। বলল ঃ “আমাদের মধ্যকার বিবাদের অবসান হোক।”

“এ বিবাদের স্রষ্টা তুমি নিজেই।”

শেখ উত্তর দিল ঃ “যারা আমাকে অভিশাপ দেয়, তাদের বিবাদ এবং তাদের জন্যে আমি যে আনন্দোপকরণ দিয়েছি, তাও তাদের অন্তরে আছে। মুহাম্মদ-এর অন্তরে আমি যদি প্রবেশ করতে পারতাম!”

“সে এখন এ লোকগুলোর মতই।”

www.pathagar.com

শেখ উত্তর দিল ঃ "আমি জানি। কিন্তু আমি মুহাম্মদ-এর অন্তরে প্রবেশ করতে না পারলেও তার অনুসারীদের অন্তরে প্রবেশ করার পথ অবশ্যই আমাকে খুঁজে পেতে হবে।"

হঠাৎ সাপটি স্প্রিং-এর মত নিজের পাক খুলল এবং মেঝের ওপর পড়ে গেল। কথা থেমে গেল এবং শেখও চলে গেল।

মূর্তির পশ্চাতে আত্মগোপনকারী লোকটি ভীষণ ভয়ে কাঁপতে লাগল। জোরে চিৎকার করে সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। কা'বা গৃহের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে লোকটিকে অজ্ঞান অবস্থায় পেল। অন্যদিকে তারা কুন্ডলীকৃত একটা সাপও দেখল। প্রথমে তারা ধারণা করল যে, লোকটি সাপের দংশনে মারা গেছে। কিন্তু কা'বা গৃহের বাইরে উন্মুক্ত বায়ুতে নিয়ে যাওয়ার পর সে জ্ঞান ফিরে পেল। তাদের কাছে সে এ ঘটনার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করল। তারা তাকে পাগল সাব্যস্ত করল। মক্কার উষ্ণ আবহাওয়ায় পাগল হওয়ার ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। "তার মাতাপিতা ও পরিবারের সবাই মুহাম্মদ-এর দলে যোগ দেওয়ায় তার মাথা খারাপ হয়েছে" - তারা মন্তব্য করল। তারা তাকে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। তার পাতলা শরীর এমনই ভারী মনে হল যে, তার পা তা বহন করতে হিমশিম খেল। হঠাৎ সে চিৎকার করে কুরআনের আয়াত পাঠ করতে শুরু করে দিল। তার তেলাওয়াত শুনে লোকে তার দিকে অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

"এবং আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদের রূপদান করেছি, অতঃপর ফেরেশতাদের আদেশ দিলাম, 'তোমরা আদমকে সিজদা কর।' তখন তারা সিজদা করল - শয়তান ছাড়া। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল না। (আল্লাহ) প্রশ্ন করলেন, 'আমি যখন তোমাকে হুকুম করলাম, তখন কিসে তোমাকে মানা করল যে, তুমি সিজদা করলে না?' সে বলল, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমাকে তুমি আগুন দিয়ে পয়দা করেছ আর তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি দিয়ে।' আল্লাহ আদেশ দিলেন, '(তুমি) নেমে যাও এ স্থান হতে। তোমার কোন অধিকার নেই যে এখানে অহংকার করে চলবে। অতএব এখান হতে বেরিয়ে যাও। অবশ্যই তুমি অধমদের দলভুক্ত।' সে বলল, 'আমাকে সেদিন পর্যন্ত সময় দাও, যেদিন লোকের পুনরুত্থান হবে।' তিনি বললেন, 'অবশ্যই অবকাশ দিলাম তোমাকে।' সে বলল, 'যেহেতু তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছ, আমিও অবশ্যই তাদের জন্য বসে থাকব তোমার সরল পথে। অবশেষে আমি তাদের নিকট আসব তাদের সম্মুখে, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক হতে এবং তুমি তাদের অধিকাংশকেই শোকর আদায়কারী হিসেবে পাবে না।' তিনি বললেন, 'এ স্থান হতে তুমি লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও; তুমি ও তাদের মধ্যে যারা তোমার তাঁবেদারি করবে, অবশ্যই আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করব।" কুরআন-সূরা ৭ ঃ ১১-১৮

www.pathagar.com

মুহাম্মদ-এর কোন এক অনুসারীর কাছ থেকে শোনা এ আয়াতটি তেলাওয়াত করতে করতে লোকটির মুখ দিয়ে ফেনা বেরোতে লাগল। ধীরে ধীরে তার চারপাশে মাছি ভন ভন করতে লাগল। কতিপয় লোক তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগল। তার কথা সবখানেই আলোচিত হতে লাগল। মুহাম্মদ-এর প্রভাবের আর একটা নযির তারা স্বচক্ষে দেখল।

সত্য বা মিথ্যা হোক, এ ধরনের গল্প লোকদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ত এবং তারা গল্পটির পুরোপুরি বর্ণনা করত। এ ধরনের গল্প দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ত এবং শ্রোতারা তা অবাক হয়ে শুনত। এসব গল্প তাদের মনকে এমনই আকৃষ্ট করে রাখত যে, তারা আর কিছুই দেখতে পেত না। আরবের এ লোকটিকে অনেকে পাগল বলে আখ্যায়িত করল। আবার অনেকে বিশ্বাস করল, সে একজন অলৌকিক কর্মী।

www.pathagar.com

আবিসিনিয়ার রাজার রাজসভা

'প্রার্থনা করল ঃ 'প্রভু আমার! নিশ্চয় আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে আর মস্তকের কেশ বার্ধক্যের জন্যে শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে গেছে এবং হে আমার প্রভু! আমি কখনও তোমার নিকট প্রার্থনা করে বঞ্চিত হইনি।'

- কুরআন - সূরা ১৯ ঃ ৪

আবিসিনিয়ার রাজা তাঁর সিংহাসনে আসীন। তাঁর চারপাশে পারিষদবর্গ রাজকীয় পোশাক পরিহিত অবস্থায় বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে। রাজসভায় এটাই ছিল প্রথাগত আনুষ্ঠানিক নিয়ম। প্রধানমন্ত্রী কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে বললেন ঃ

"হে রাজন! আপনার নির্দেশ মোতাবেক কুরাইশ নেতৃবৃন্দের প্রতিনিধি এবং মক্কা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত আছে। কুরাইশ নেতৃবৃন্দের প্রতিনিধি আমর বিন আস ও আবদুল্লাহ্ বিন রাবী'আ আপনার জন্যে হেজায-এর দাহিস জাতের উত্তম ঘোটক ও মক্কার সবচেয়ে সুন্দর রেশমী কাপড় উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছেন।"

"ধর্মযাজকগণকে আমার সামনে আসতে বলুন।" রাজা নির্দেশ দিলেন।

রাজকীয় পোশাকে সজ্জিত হয়ে তিনজন ধর্মযাজক রাজসভা কক্ষে প্রবেশ করলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "এসব লোকের সাথে আপনারা কি আলাপ করেছেন?"

প্রথম যাজক মাথা অবনত করে বললেন ঃ "হ্যাঁ রাজন। কুরাইশ প্রতিনিধিরা অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু মক্কা থেকে আগত উদ্বাস্তুরা অত্যন্ত সাধারণ লোক। সম্ভবতঃ তারা জনগণকে নষ্ট করার অনুমতি চায়। রাজকীয় সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা তাদের নেই।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তারা দেশ ত্যাগ করেছে কেন?"

একজন ধর্মযাজক বললেন ঃ "জনগণের ধর্মবিশ্বাসকে উপহাস করায় শহর-বাসী তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে।"

"তারা তাদের পূর্ব ধর্মবিশ্বাসকে উপহাস করেছে কেন?"

www.pathagar.com

"মক্কায় মুহাম্মদ নামে একজন লোক আবির্ভূত হয়েছে। জনগণের জন্যে সে একটা নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছে বলে দাবি করছে।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তার ধর্ম কী? সে কী কথা বলে?"

ধর্মযাজকগণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নীরব রইলেন।

"মুহাম্মদ তো মক্কাতেই আছে। তবে কুরাইশ প্রধান ও মক্কার জনগণ তার সাথে কথা না বলে তার অনুসারীদের ওপর (যারা এদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে) অত্যাচার করছে কেন?"

ধর্মযাজকগণ এবারও চুপ করে রইলেন।

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর রাজা বললেন ঃ "কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে আসতে বলুন।"

আমর ও আবদুল্লাহ দরবারে প্রবেশ করার সাথে সাথেই প্রধানমন্ত্রী তাদের নাম ঘোষণা করলেন। তারা দু'জন রাজার সম্মুখে অবনত হল এবং সিংহাসনের পায়া চুম্বন করল।

রাজা বললেন ঃ "হে কুরাইশ প্রতিনিধি! ওঠ, যাজকগণ তোমাদের প্রশংসা করেছে।"

আমর বললেন ঃ "কুরাইশ প্রধানদের অনুরোধ এ সমাবেশে আপনার কাছে পেশ করতে পারায় আমরা ধন্য হয়েছি।"

রাজা বললেন ঃ "তোমাদের কথা বল।"

"কিছুদিন থেকে আমাদের মক্কা শহরে বিভেদ ও সংঘাতের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। মক্কা শহর হল আরবের সব গোত্রের মিলনস্থল। শান্তি ও সমৃদ্ধির এ শহর এখন ঝগড়া-মারামারি ও সংঘাতের শহরে পরিণত হয়েছে। কতিপয় দুর্বৃত্ত ও অজ্ঞ লোক তাদের পিতৃপুরুষের প্রথা ও ধর্মবিশ্বাসকে উপহাস করছে। তারা একটা নতুন ধর্ম প্রচার করছে। এ ধর্ম সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি নে। এ ধর্ম আমাদের নয় - আপনাদের ধর্মও এটা নয়। তারা সব মানুষের ঘৃণা ও শত্রুতার শিকার হয়েছে। ফলে দেশ ছেড়ে তারা আপনার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এ লোক-গুলোকে গ্রেফতার করে মক্কায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে কুরাইশ প্রধানরা আপনার কাছে অনুরোধ জানিয়েছে। এতে তারা তাদের যোগ্য শাস্তি পাবে এবং শান্তি বিনষ্টকারী অন্যদের কাছেও তা দৃষ্টান্ত হিসেবে থাকবে।"

রাজা বললেন ঃ "তোমরা নিজেরাই বললে যে, লোকগুলো এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। স্ত্রী ও ছেলেমেয়েসহ যারা আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের আদেশ দেওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর। রাজ্যের গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিদের এ সমাবেশে আমি তোমাদের অনুরোধ বিবেচনা করব এবং এমন আদেশ প্রদান করব, যা অধিকার ও ন্যায়বিচারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।"

তৎপর তিনি প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "মক্কা থেকে আগত উদ্বাস্তু প্রতিনিধিদের আসতে বলুন।"

www.pathagar.com

কুরাইশ প্রতিনিধিদের কাছে এ আদেশ ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ধর্মযাজক ও পারিষদবর্গের সাথে তাদের পূর্বের আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, উদ্বাস্তু প্রতিনিধিদের রাজ দরবারে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। বিলাসপূর্ণ উপহার সামগ্রী ও উৎকোচ প্রদান করেই তারা তাদেরকে এ ধরনের ব্যবস্থা কার্যকর করাতে রাজী করায়। তারা পারিষদবর্গকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, মুহাম্মদ-এর অনুসারীদের কথায় ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে। এ শক্তির বলে তারা রাজার মনকে প্রভাবিত করতে পারে। রাজার কর্মচারীরা উদ্বাস্তু প্রতিনিধিদের ডাকতে গেলে কুরাইশ প্রতিনিধিরা অস্বস্তির মধ্যে সময় কাটাতে লাগল।

উদ্বাস্তু প্রতিনিধিদের চারজন দরবারে প্রবেশ করলেন। এরা হলেন জাফর বিন আবু তালিব, উসমান বিন আফফান, জুবায়ের বিন আওয়াম এবং আবু হুযায়ফা বিন উৎবা। উদ্বাস্তু প্রতিনিধিদের আগমনে কুরাইশ প্রতিনিধিদের অস্বস্তি আর গোপন রইল না। স্বয়ং রাজাও তা প্রত্যক্ষ করলেন।

উদ্বাস্তু প্রতিনিধিদের দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন ঃ "আমার দেশে তোমাদের আশ্রয় গ্রহণের সংবাদ আমি অবগত আছি। তোমরা আমার কর্মচারীগণকে বলেছ, মক্কায় তোমরা এত বেশি অত্যাচার ও অন্যায়ের শিকার হয়েছ যে, দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে আশ্রয় নিতে তোমরা বাধ্য হয়েছ। কিন্তু কুরাইশ প্রতিনিধিরা আমাদের অন্য কথা শোনাল। তাদের মতে, তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরাই মক্কায় বিভেদ ও সংঘাত সৃষ্টির জন্যে দায়ী। তোমরাই সেখানে মারাত্মক গোলমাল করছ। এ ব্যাপারে আমি তোমাদের মুখ থেকে প্রকৃত ঘটনা শুনতে চাই। প্রথমেই আমি শুনতে চাই, তোমাদের নতুন ধর্মটা কী এবং তোমরা কী বাণী প্রচার করছ।"

জাফর উত্তর দিলেন ঃ "এ ধর্ম সত্য ও সততার ধর্ম।"

রাজা তাঁর দিকে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। বললেন ঃ "তোমাদের পিতা ও পিতৃপুরুষের ধর্ম কি সত্য ও সততার ধর্ম নয়?"

জাফর উত্তর দিলেন ঃ "না, রাজন। আল্লাহ আপনাকে কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করুন। অনুমতি দিলে আমরা সব ঘটনাই বর্ণনা করব।"

রাজা বললেন ঃ "বল।"

"আমাদের লোকগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অজ্ঞতার মধ্যে বাস করছে। পৌত্তলিকতা হল তাদের ধর্মবিশ্বাস। আমরা সব ধরনের মূর্তিকেই পূজা করতাম - তার মধ্যে তিনশ'টি মূর্তি এখনও কা'বা গৃহে আছে। এরাই ছিল আমাদের উপাস্য। অন্য কোন উপায় না থাকায় আমরা এগুলোর ওপর আমাদের অসুখ ভাল করার জন্যে নির্ভর করে থাকতাম। মূর্তির নামেই আমরা শপথ করতাম, তাদের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের সন্তানকেও উৎসর্গ করতাম। আমরা ভয় ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিলাম - একমাত্র খোদা ছাড়া সব কিছুর প্রতিই

www.pathagar.com

অনুগত ছিলাম। এটাই ছিল আমাদের ধর্মীয় অবস্থা। কিন্তু আমাদের জীবন ব্যবস্থা ছিল এর চেয়েও শোচনীয়। একদিকে ছিল দারিদ্র্য এবং অপরদিকে ছিল প্রচুর ধন-সম্পদ। মক্কার প্রত্যেকটি অংশেই সীমাহীন দুর্ভাগ্য ও দুঃখ-দৈন্যের করাল গ্রাসে মানুষ মৃতপ্রায়। মাত্র কয়েকটি পরিবারে স্বচ্ছলতা আছে। তারা সিরিয়ার দামি কাপড় পরে ও সুস্বাদু খাবার খায়।

প্রায় প্রত্যেকটি গৃহেরই রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া নির্গত হয় না, অর্থাৎ রান্না হয় না। কিন্তু দুঃখের ভারী নিঃশ্বাস নির্গত হয়। অথচ ধনী লোকের গৃহে সব সময় রান্না হয় সুস্বাদু খাবার। এসব গৃহে প্রতি রাতেই ভোজসভার আয়োজন হয়; গান, বাদ্য ও গায়িকার আমদানি হয়।

"হে রাজন! আমাদের মধ্যকার বহু লোক এখনও গলিত পচা গোশত খায়, আর এ ঘৃণ্য কাজের জন্যে দোষী সাব্যস্ত হয়। আমাদের মধ্যে বেশ্যাবৃত্তি ও দুর্নীতি ব্যাপক। দারিদ্র্যের ভয়ে এখনও আমরা কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে জীবন্ত কবর দেই। সবল দুর্বলের ওপর কর্তৃত্ব করে। মহিলারা হল পুরুষদের ভোগ-বিলাসের সামগ্রী। ইচ্ছামত যে কেউ যত খুশি স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে। কোন স্ত্রীর প্রতি কেউ বিমুখ হলে সে তার স্ত্রীকে কোন অসম্মানজনক কাজেও নিয়োগ করতে পারে। নতুন স্ত্রী ও সম্পদ সংগ্রহের কাজে আছে লর্ড ও প্রভু শ্রেণী, আর বাকি সবাই ক্রীতদাস। দুর্ভাগ্য ও অত্যাচার থেকে দুর্বল ও মহিলাদের রক্ষা করার জন্যে যেমন কোন পার্থিব আইন নেই, তেমনি নেই কোন স্বর্গীয় আইন। দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষা করারও কোন পদ্ধতিগত আইন নেই। সংক্ষেপে এটাই হল আমাদের জীবনের শোচনীয় অবস্থা। এ পটভূমিতে আল্লাহ আমাদের জন্যে একজন জ্ঞানী নবী প্রেরণ করেছেন; তাঁর ইচ্ছাশক্তি অনমনীয়। তাঁর বংশমর্যাদা সবার জানা। তাঁর সততা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে তাঁর শত্রুরাও উচ্চ ধারণা পোষণ করে। দুঃখ, দৈন্য ও হতাশার ঘূর্ণাবর্ত থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্যে আল্লাহ তাঁকে আমাদের মাঝে প্রেরণ করেছেন।"

জাফরের কথাগুলো ছিল দৃঢ় ধর্মীয় বিশ্বাসেরই স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। উপস্থিত লোকগুলো নীরবে কথাগুলো গভীর মনোযোগের সাথে শ্রবণ করল। পরিশেষে রাজা নীরবতা ভঙ্গ করলেন। জাফরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন ঃ "এ লোকটির নাম কি?"

জাফর উত্তর দিলেন ঃ "মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ।"

চারজন উদ্বাস্তু প্রতিনিধিই একসাথে বলে ওঠলেন, 'আল্লাহর রসূল'।

তাঁদের কথাগুলো দরবারে প্রতিধ্বনিত হল। রাজা পুনরায় জাফরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তাঁর আইন ও শিক্ষা কী? সে কিসের প্রতি তোমাদের আহ্বান জানায়?"

"তিনি আমাদের আল্লাহর একত্বকে স্বীকার করার, মূসা ও ঈসার আল্লাহর ইবাদত করার, সততার পথ অনুসরণ করার, চুক্তির শর্ত মেনে চলার এবং ধন-

www.pathagar.com

সম্পদ ভাগ করে খাওয়ার শিক্ষা দেন। আমাদের স্ত্রী ও কন্যাদের কলংকের বোঝা তিনি অপসারিত করেছেন এবং কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি মিথ্যা বলতে এবং কারও নিন্দা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের জীবনকে পবিত্র ও অর্থবহ করে তুলেছেন।''

তিনি ক্ষণিক চিন্তা করলেন। তারপর বললেন ঃ

''তিনি বলেছেন শাসক ও শাসিত নির্বিশেষে বিশ্বাসীরা পরস্পর ভাই ভাই। পদমর্যাদা, ধন-সম্পদ বা সামাজিক সম্মানের ভিত্তিতে বড়-ছোট নির্ধারিত হয় না। আত্মত্যাগ ও পরহেযগারীই কেবল বিশ্বাসীদের মধ্যে তুলনীয় মাপকাঠি হতে পারে। এসব কথার সাথে আমাদের লোকদের কোন পরিচয় ছিল না। তিনিই এসব আমাদের শিখিয়েছেন। তিনি যে আল্লাহর নবী তা বিশ্বাস করতে শিখিয়ে-ছেন। এ নতুন শিক্ষা আমাদের মধ্যকার কতিপয় নেতার স্বার্থের প্রতিকূল বিধায় তারা আমাদের বিরুদ্ধে সব রকমের অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ শুরু করে। তারা আমাদের শিশু সন্তানকেও তাদের অত্যাচার থেকে রেহাই দিল না। আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু আমাদের নবী তা করতে দিলেন না। আপনার দেশে আসার জন্যে তিনি আমাদের মক্কা ত্যাগ করতে বললেন। তিনি বললেন যে, এখানে একজন ধার্মিক ও ন্যায়বিচারক রাজা আছেন। তিনিই আমা-দের আশ্রয় দেবেন। সেজন্য আমরা দুর্গম ও দীর্ঘ পথ এবং উন্মত্ত সাগর পাড়ি দিয়ে আপনার দেশে এসেছি। আমরা বিশ্বাস করি, আমরা আপনার ন্যায়বিচারের ছায়ায় আশ্রয় পাব। এখন আমরা আছি আপনার কর্তৃত্বাধীন।''

জাফর তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। দরবার কক্ষ তখন ছিল নীরব। কয়েক মুহূর্ত ধরে রাজা চিন্তান্বিত অবস্থায় তাঁর দাড়িতে হাত বুলাতে লাগলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ''তোমাদের নবীর কোন বাণী মনে আছে কি? আমাকে কি কিছু পড়ে শোনাতে পার?''

''হ্যাঁ।''

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে জাফর তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত তিনি এমনভাবে আবৃত্তি করলেন, যার শব্দাবলী দরবার কক্ষে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

'পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে।'

তৎক্ষণাৎ উসমান, জুবায়ের ও আবু হুযায়ফা সম্মানের সাথে এমনভাবে তাদের মাথা অবনত করলেন, যেন আল্লাহ নিজেই হঠাৎ তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছেন।

''এটা তোমার প্রভুর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি তাঁর অনুগ্রহের বর্ণনা। যখন সে গোপনে তাঁর প্রভুকে আহ্বান করল নিভৃতে; প্রার্থনা করল, 'প্রভু আমার! নিশ্চয় আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে আর মস্তকের কেশ বার্ধক্যের জন্যে শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে

www.pathagar.com

গেছে এবং হে আমার প্রভু! পূর্বে আমি কখনও তোমার নিকট প্রার্থনা করে ব্যর্থ-কাম হইনি। এবং নিশ্চয় আমি আমার অবর্তমানে (পরে) আমার আত্মীয়গণ হতে (অধর্মের) ভয় করছি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, অতএব তোমার তরফ হতে আমাকে একজন ওয়ারিস দান কর, যে আমার ও ইয়াকুবের সন্তানদের প্রতিনিধি হবে এবং হে আমার প্রভু! তুমি তাকে সন্তোষভাজন কর। (আল্লাহ বললেন), 'হে যাকারিয়া। আমি তোমাকে এক পুত্রের খোশ-খবর দিচ্ছি, যার নাম হবে ইয়াহইয়া, পূর্বে আমি কাউকেও এ নামে নামকরণ করি নি।' যাকারিয়া বলল, 'হে প্রভু! আমার কী করে পুত্র হবে, যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা আর আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছি।' তিনি বললেন, 'এরূপেই হবে।' তোমার প্রভু বলেন, 'ইহা আমার পক্ষে সহজ, আমি তো পূর্বে তোমাকে পয়দা করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না।' যাকারিয়া বলল, 'হে আমার প্রভু! আমার জন্যে কোন নিদর্শন দেখাও।' তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিন রাত (ও দিন) মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না।' অতঃপর সে মেহরাব (কোঠা) হতে বের হয়ে নিজের লোকদের মধ্যে এল, সে ইশারায় তাদেরকে সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করতে বলল। 'হে ইয়াহইয়া! তুমি কিতাবকে শক্ত করে ধর' এবং শিশুকালেই আমি তাকে জ্ঞান দান করেছিলাম; এবং আমার নিজের তরফ হতে দয়া ও পবিত্রতা। এবং সে ছিল খুব পরহেযগার এবং মা-বাপের প্রতি ভক্তিপরায়ণ এবং সে কখনও অবাধ্য কিংবা আদেশ অমান্যকারী ছিল না। এবং তার প্রতি শান্তি যেদিন সে জন্মলাভ করেছে, যেদিন সে মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন সে মৃত অবস্থা হতে পুনরুত্থিত হবে, এবং এ কিতাবের মধ্যে মরিয়মের কথা স্মরণ কর। একদা যখন সে গোসল করার জন্যে আপন আত্মীয়-স্বজন হতে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে গেল - সে তাদের হতে এক পর্দার আড়ালে রইল। তখন আমি তার নিকট আমার রূহ (জিবরাইলকে) পাঠালাম এবং সে তার নিকট গিয়ে অবিকল এক মানুষের রূপ ধারণ করল। মরিয়ম বলল, '(হে আগন্তুক) আমি অবশ্যই করুণাময়ের নিকট তোমা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদি তুমি নেককার হয়ে থাক। সে বলল, নিশ্চয় আমি তো তোমার প্রভুর তরফ হতে প্রেরিত হয়েছি এ উদ্দেশ্যে যে, আমি তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করব।"

কুরআন - সূরা ১৯ ঃ ২-১৯

এ পর্যায়ে জাফর কান্নায় ভেঙে পড়লেন। পবিত্র কুরআনের এ কাহিনীটি শোনার জন্যে সকলের আগ্রহ দেখা গেল। রাজা নিজেই তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন।

"পড়, পড়তে থাক। এর সবটুকু আমি শুনতে চাই। আমার কাছে আর একটু সরে এস।"

জাফর রাজার দিকে তাকিয়ে একটু সরে বসলেন।

আমর তার পাশে বসা যাজককে ফিসফিস করে বলল ঃ "আমি তোমাকে না এ লোকগুলোকে দরবারে আসতে দিতে নিষেধ করেছিলাম!"

www.pathagar.com

যাজক উত্তর দিলেন ঃ "আমরা তাদের প্রবেশাধিকার দেইনি। আমরা আমাদের সাধ্যমত কাজ করেছি। কিন্তু রাজা নিজেই সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি তাদের সাথে দেখা করবেন।"

আমর উদ্বেগের সাথে বলল ঃ "তুমি কি মনে কর, এ কথা রাজার ওপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে?"

যাজক উত্তর দিলেন ঃ "তাদের কথা আমাদের ওপরও প্রভাব বিস্তার করছে।"

ইত্যবসরে জাফর রাজার কাছাকাছি গিয়ে বসলেন। পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটির বাকি অংশ তাঁর স্মরণ হচ্ছিল না। উসমান বুঝতে পারলেন যে, জাফর আয়াতটির পরবর্তী অংশ ভুলে গিয়েছেন। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, 'সে বলল, আমার কিরূপে পুত্র হবে।' এটুকু শোনার পর আয়াতটি জাফরের মনে হল এবং তিনি পুনরায় সুললিত কণ্ঠে পড়তে শুরু করলেন ঃ

"সে বলল ঃ 'আমার কিরূপে পুত্র হবে? যখন কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি অসতীও নই?' জিবরাইল বলল, 'এরূপেই হবে।' তোমার প্রভু বলেন, ওটা আমার পক্ষে সহজ, আর আমি আমার তরফ হতে মানুষের জন্যে এক নিদর্শন এবং অনুগ্রহস্বরূপ করতে চাই এবং এটা নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। অতঃপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করল এবং তাকে নিয়ে গমন করল এক দূরবর্তী স্থানে। অতঃপর তার প্রসব বেদনা উপস্থিত হল এক খেজুর গাছের গোড়ায়। সে (কেঁদে) বলল, হায়! যদি এর পূর্বে আমার মরণ হত আর আমি একেবারে নামনিশানাশূন্য হয়ে যেতাম! কিন্তু তার নিচে (ভূমি) হতে আওয়াজ আসল, দুঃখ কর না, তোমার নিচেই তোমার প্রভু এক পানির ঝরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তুমি খেজুর গাছের কান্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও; ওটা তোমার কাছে তাজা পাকা খেজুর ফেলবে। এখন তা আহার কর, পান কর এবং (পুত্র দেখে) চক্ষু শীতল কর; অতঃপর যদি তুমি কোন মানুষকে দেখ, তবে বল, নিশ্চয় আমি দয়াময়ের নিকট একটা রোযা মানত করেছি; অতএব আজ আমি কারও সাথে কথা বলব না। অবশেষে সে তার সন্তানকে নিয়ে আপন সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হল। তারা বলল, হে মরিয়ম! তুমি তো জঘন্য ব্যাপার ঘটিয়েছ। হে হারুনের ভগ্নি! তোমার বাপও অসৎ ছিল না এবং তোমার মা-ও তো অসতী ছিল না। তখন সে তার (শিশুর) দিকে ইশারা করল। তারা বলল, কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমনভাবে কথা বলব? (ঈসা) বলল, আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন। এবং তিনি আমাকে মঙ্গলময় করেছেন। আমি যেখানেই থাকি না কেন এবং যতদিন আমি বেঁচে থাকব, সে পর্যন্ত নামায ও যাকাত আদায় সম্বন্ধে আমার প্রতি হুকুম দিয়েছেন। এবং আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং আমাকেও হতভাগা করেননি। এবং যেদিন জন্মেছি ও যেদিন আমি মরব এবং যেদিন আমি জীবিত হয়ে উঠব; সেসব

www.pathagar.com

দিনে আমার প্রতি রয়েছে শান্তি। এরূপই ছিল মরিয়মের পুত্র ঈসা। ইহা সত্য কথা, যার সম্বন্ধে এরা অহেতুক সন্দেহ করছে।" কুরআন - সূরা ১৯ ঃ ২০-৩৪

জাফর চুপ করলেন। এ আয়াত রাজার পারিষদবর্গের ওপর কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে আশংকা করে আমর ও আবদুল্লাহ কিছু কথা বলার উদ্যোগ নিল। কিন্তু রাজা তাদের ইশারায় চুপ থাকতে বললেন। তিনি বললেন ঃ "এ কথাগুলো স্বর্গের মতই পবিত্র ও নিষ্কলুষ এবং দৃষ্টি আচ্ছন্নকারী আলোর মত উজ্জ্বল ও স্পষ্ট।"

একজন যাজক বললেন ঃ "এ কথায় শাশ্বত রূপ বিদ্যমান। উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দান থেকে বঞ্চিত করা রাজার উচিত হবে না। কারণ তাদের একমাত্র অপরাধ হল, তারা একটা পবিত্র ও অকলুষিত ধর্মকে অনুসরণ করছে।"

রাজা গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন।

আবদুল্লাহ ফিসফিস করে করে আমরকে বলল ঃ "আমাদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল। এগুলো কথা নয় - যাদুমন্ত্র।"

আমর বলল ঃ "যে কথা অন্তরে বিদ্যমান থাকে, তা যাদুমন্ত্রের চেয়ে বেশি শক্তিশালী।"

রাজা তাঁর গভীর চিন্তা থেকে মুক্ত হলেন। তিনি কুরাইশ প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বললেন ঃ "তোমাদের দেশের এ দলটি যারা আমার দেশে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের এক আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোন দোষ নেই।"

তিনি সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে কার্পেটের ওপর একটা দাগ কেটে বললেন ঃ "মুহাম্মদ ও আমাদের মধ্যে যে পার্থক্য তা এ ছড়ির দাগের চেয়েও ব্যাপক নয় - এর চেয়ে বেশি নয়।

উদ্বাস্তুদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন ঃ "যাও, আনন্দে থাক। আমার রাজ্যের যে কোন অংশে তোমরা ইচ্ছেমত থাকতে পার। যেখানেই তোমরা থাকবে, তোমরা নিরাপদে থাকবে।"

www.pathagar.com

ইবাদতে সবাই মাথা অবনত করল

'যা সে দেখেছে তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি।'
- কুরআন - সূরা ৫৩ ঃ ১১

রাজার দরবারে সংঘটিত ঘটনার কথা পরদিন আবিসিনিয়ার রাজধানী শহরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল। কোন কথাই আর গোপন রইল না। ক্রোধ ও হতাশায় কুরাইশ প্রতিনিধিরা মক্কা প্রত্যাবর্তন করল। আর উদ্বাস্তুরা আবিসিনিয়ায় থেকে গেল। উদ্বাস্তুরা শহরের একটা আকর্ষণীয় বস্তুতে পরিণত হল। লোকেরা তাদের কাছে গিয়ে মুহাম্মদ-এর ধর্ম, তাঁর বাণী ও জীবন যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করল। উদ্বাস্তুদের প্রতি আবিসিনিয়াবাসীর উৎসাহে তারাও উৎসাহিত হল। তারা রজব, শাবান ও রমযান - এ তিন মাস সেখানে অবস্থান করে। এ ঘটনা সংঘটিত হয় মুহাম্মদ-এর ধর্ম প্রচারের পঞ্চম বছরে।

দিনের পর দিন ও সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতিবাহিত হল। ইত্যবসরে বহু লোক জাফর ও উসমানের সাথে দেখা করল। রমযান মাসে মক্কা থেকে আগত বণিক দল একটা নতুন খবর নিয়ে এল। তারা বলল, মক্কার জনগণ মুহাম্মদ-এর দলে যোগ দিয়ে কা'বা গৃহে এক আল্লাহর ইবাদত করছে। এ খবরে উদ্বাস্তুদের অন্তর আলোকিত হল; তাদের মনে নতুন আশাবাদের সঞ্চার হল। স্বদেশ ত্যাগ করার পর তারা ক্লান্তিকর অবস্থার মধ্যে ছিল। তাই তারা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিল।

মক্কার বণিকদল আবিসিনিয়া গিয়ে যে ঘটনাটি বলে, তা একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না। মুহাম্মদ-এর ধর্ম প্রচারের পঞ্চম বছরের রমযান মাসে মক্কার কতিপয় কুরাইশ নেতা কা'বা গৃহে মুহাম্মদ-এর সাথে দেখা করতে যায়। তারা তাঁর কাছে শান্তি স্থাপন ও মীমাংসার কতিপয় প্রস্তাব দেয়। এ আলোচনা দীর্ঘ সময় ধরে চলে। কিন্তু কোন সমাধানের পরিবর্তে এ আলোচনা শেষ হয় তর্ক-বিতর্ক ও গোলমালের মধ্য দিয়ে। অবশেষে ওহী নাযিল হওয়ার সময় উপস্থিত হয় এবং তিনি আসমানের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। মনে হচ্ছিল, তিনি অন্য কোথাও কিছু দেখছেন।

'শপথ নক্ষত্রের, যখন তা হয় অস্তমিত; তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয় এবং সে মনগড়া কথাও বলে না; কুরআন তো ওহী, যা তার প্রতি

www.pathagar.com

প্রত্যাদিষ্ট হয়; তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী, সহজাত, জিবরাইল; সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল ঊর্ধ্বদিগন্তে, অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী; ফলে তাদের মধ্যে দু'ধনুকের ব্যবধান রইল। তখন আল্লাহ তাঁর দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা প্রত্যাদেশ করলেন। যা সে দেখেছে, তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি। সে যা দেখেছে, তোমরা কি সে বিষয়ে তর্ক করবে? নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল প্রান্তবর্তী বদরিকা বৃক্ষের নিকট, যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান। যখন বৃক্ষটি যদ্বারা শোভিত হবার তদ্বারা ছিল মন্ডিত; তার দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। সে তো তাঁর প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেই ছিল। তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত, উজ্জা সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্বন্ধে?' কুরআন - সূরা ৫৩ ঃ ১-২০

কুরাইশ নেতারা অত্যন্ত শান্তভাবে মুহাম্মদ-এর মুখ থেকে নির্গত বাণী শুনছিল। পুনরায় তিনি কিছু বলার উদ্যোগ নেওয়ার আগেই তাঁর সামনে বসা একজন চিৎকার করে উঠল। তার চিৎকারে মুহাম্মদ-এর কথা শোনা গেল না। সে বলল ঃ "তারা সমুদ্রের পাখি, তারা শীর্ষ আসমানে বিচরণ করে এবং খোদার কাছে তারা গমন করতে পারে।" এ কথা কয়টি যারা শুনতে পেল, তাদের অনেকে ধারণা করল, মুহাম্মদই একথা বলেছেন। জনতার মধ্যে উল্লাস ধ্বনি উঠল এবং একজন চিৎকার করে বলল ঃ "মুহাম্মদ আমাদের খোদাকে মান্য করেছে এবং তাদের প্রতি সে অনুগত হয়েছে।"

মুহাম্মদ তার দিকে এমন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন যে, সে চুপ হয়ে গেল। তাঁর কথায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করার ব্যাপারে কোন কিছুর উল্লেখ না করে মুহাম্মদ পুনরায় পাঠ করলেন ঃ '**তোমরা কি মনে কর পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহর জন্যে? এ প্রকার বন্টন তো অসঙ্গত বন্টন। এগুলো কতগুলো নাম মাত্র, যা তোমাদের পূর্বপুরুষগণ ও তোমরা রেখেছ এবং এর সমর্থনে আল্লাহ** কোন **দলিল প্রেরণ করেননি।** তোমরা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ কর, যদিও তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পথনির্দেশ এসেছে। মানুষ যা চায়, তাই কি পায়? বস্তুতঃ ইহকাল ও পরকাল আল্লাহরই। আকাশে যত ফেরেশতা রয়েছে, ওদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না; যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারাই নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে ফেরেশতাদের, অথচ এ বিষয়ে ওদের জ্ঞান নেই, ওরা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে; সত্যের মোকাবেলায় অনুমানের কোন মূল্য নেই। অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ, তাকে উপেক্ষা করে চল, সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে। ওদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্ত। তোমার প্রতিপালকই ভাল জানেন, কে তার পথ হতে বিচ্যুত, তিনিই ভাল জানেন, কে সৎ পথপ্রাপ্ত। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা আল্লাহরই। যারা মন্দ কর্ম

www.pathagar.com

করে, তাদের তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎকর্ম করে - তাদের দেন উত্তম পুরস্কার। ওরাই বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে, ছোটখাট অপরাধ করলেও। তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম, আল্লাহ্ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত - যখন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছিলেন মৃত্তিকা হতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে অবস্থান কর। অতএব আত্মপ্রশংসা কর না, তিনি সম্যক জানেন, সাবধানী কে? তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এবং দান করে সামান্যই, পরে হয়ে পড়ে পাষাণ হৃদয়। তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে জানবে? তাকে কি অবগত করা হয়নি, যা আছে মূসার কিতাবে এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব? তা এই যে, একে অপরের কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে না এবং মানুষ তাই পায়, যা সে করে; তার কর্ম পরীক্ষিত হবে, অতঃপর তাকে দেওয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান। সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট, তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান, তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল-পুরুষ ও নারী স্খলিত শুক্রবিন্দু হতে। পুনরুত্থান ঘটাবার দায়িত্ব তাঁরই, তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন, তিনি শি'রা নক্ষত্রের মালিক। তিনিই আদি আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে-ছিলেন এবং সামূদ সম্প্রদায়কেও; ওরা ছিল অতিশয় সীমা লংঘনকারী, অবাধ্য। তিনি লূত সম্প্রদায়ের আবাসভূমিকে শূন্যে উত্তোলন করে নিক্ষেপ করেছিলেন, সর্বগ্রাসী শাস্তি তাকে আচ্ছন্ন করে। তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে? অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এ নবীও এক সতর্ককারী। কিয়ামত আসন্ন, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউই তা ঘটাতে সক্ষম নয়। তোমরা কি এ বৃত্তান্তে বিস্ময় বোধ করছ? এবং হাসি-ঠাট্টা করছ? ক্রন্দন করছ না? তোমরা তো উদাসীন। আল্লাহকে সিজদা কর ও তাঁর ইবাদত কর।'

কুরআন - সূরা ৫৩ ঃ ২১-৬২

শেষ বাক্যটি পাঠ করার সময় মুহাম্মদ অবনত হয়ে প্রার্থনা করলেন এবং তাঁর অনুসারীরাও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। জনতার মধ্যে অনেকেই তাদের অনুসরণ করল। অনেকে তাঁর কথায় বিমোহিত হয়ে এবং আবার অনেকে এই ভেবে মাথা অবনত করল যে, মুহাম্মদ তাদের দেবী লাত ও উজ্জাকে স্বীকার করেছে।

কিন্তু এদের মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা পবিত্র বিষয়ে গভীর ধ্যান করে মাথা অবনত করে এবং তৎপর স্থান ত্যাগ করে।

এ দিনই মক্কার বাইরে সংবাদ পৌঁছে যায় যে, মুহাম্মদ-এর বিরোধীরা তাঁর দলে যোগ দিয়েছে। একই সংবাদ আবিসিনিয়ায় নিয়ে যায় মক্কার কতিপয় বণিক। এ সংবাদ শুনেই বাস্তুত্যাগীরা স্বদেশ প্রত্যাগমনের সিদ্ধান্ত নেয়। যাহোক, মক্কার সীমান্ত এলাকায় আসার পর তারা বুঝতে পারে, এ সংবাদ নিতান্তই গুজব এবং এর মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নেই। অপরপক্ষে মুহাম্মদ-এর অনুসারীদের বিরুদ্ধে তারা আগের চেয়ে বেশি অত্যাচার-উৎপীড়ন চালাচ্ছে।

www.pathagar.com

পর্বতমালার একটি কণ্ঠস্বর

'তাঁর মুখে ছিল উজ্জ্বল আলো আর কথায় ছিল যাদু।'

কুরাইশদের চুক্তিনামা স্বাক্ষর ও কা'বা গৃহে তা টাঙ্গানোর পর বেশ কয়েক মাস অতিবাহিত হয়েছে। ঐ চুক্তির মধ্যকার চারটি ধারা তারা অতি কঠোরভাবে পালন করছিল। মুহাম্মদ-এর অনুসারীদের সাথে সব ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক আদান-প্রদান বন্ধ ছিল। তারা তাদেরকে খাদ্য-সামগ্রীও সরবরাহ করত না। এতে তারা ভীষণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে থাকে এবং শেষে শহর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

মক্কার নিকটবর্তী 'আবু তালিবের উপত্যকা' নামে একটা উপত্যকা ছিল। এখানে একটা ছোট অট্টালিকা ছিল। মুহাম্মদ, খাদীজা ও আবু তালিব ঐ উপত্যকায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তাঁর কতিপয় অনুসারী আবিসিনিয়ায় ফিরে গেলেন, পথখরচ বহন করতে অক্ষম কয়েকজন অনুসারী মুহাম্মদ-এর সঙ্গে যোগ দিলেন এবং তাঁবু টাঙ্গিয়ে সেখানে তাঁরা বাস করতে লাগলেন। শহরে তাঁদের বন্ধু-বান্ধবরা তাঁদের জন্যে গোপনে খাদ্য সরবরাহ করত। তারা যে খাবারই নিয়ে আসুক না কেন, মুহাম্মদ তা সবার মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিতেন। একদিকে দিন দিন তাঁদের খাদ্য সরবরাহ কমে যাচ্ছিল, আর অন্যদিকে আল্লাহর প্রতি তাঁদের বিশ্বাস আরও গভীর হচ্ছিল এবং আল্লাহর ইবাদতে তাঁরা আরও বেশি মশগুল হচ্ছিল। সকাল ও সন্ধ্যায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ উপত্যকার আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল এবং জামাতে নামায পড়ার ফলে তাঁদের মনোবলও বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

তাঁদের সাথে কেউ যেন কোন সম্পর্ক রাখতে না পারে, তা নিশ্চিত করার জন্যে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ সব রকমের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এজন্য পাহারাদার নিয়োগ করা হয়। উক্ত উপত্যকার দিকে কেউ গেলে তারা তাদের বাধা দিতে শুরু করল। কাউকে খাদ্য-সামগ্রী বহন করতে দেখতে পেলে তারা তাদের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিতে লাগল এবং কেউ মুহাম্মদ-এর সাথে দেখা

www.pathagar.com

করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তাকে বেদম প্রহার করতে লাগল। ফলে তাঁদের জন্যে খাদ্য সরবরাহ করা একটা কষ্টসাধ্য কাজ হয়ে পড়ল। মুহাম্মদ-এর বন্ধুরা তখন খাদ্য সরবরাহের একটা অভিনব উপায় উদ্ভাবন করল। উটের পিঠে গম, গোশত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী চাপিয়ে গোপনে তারা উক্ত উপত্যকার পথে উটগুলো ছেড়ে দিতে শুরু করল।

মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তিন বছর ধরে ঐ উপত্যকায় বসবাস করতে বাধ্য হলেন। প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবে তাঁরা সবাই দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু দৈহিকভাবে দুর্বল হলেও তাঁরা আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠেন। তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তি দৈহিক শক্তির ক্ষতি পূরণ করে দেয়। এ তিন বছরের মধ্যে তাঁদের মধ্যকার শিশু পুত্র-কন্যাসহ অনেকে মৃত্যুবরণ করে। তাঁরা সব ধরনের কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন - এমনকি নিকট-আত্মীয়দের মৃত্যুর জন্যেও তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। তাঁদের পলায়ন ও দুঃখ-কষ্টের কথা শহরের লোকদের কাছে একটা আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। এমন একটা দিন ছিল না, যেদিন তাঁদের কথা কোন বাড়িতে বা রাস্তায় আলোচিত না হত।

‘তাদের প্রতিরোধ-ক্ষমতা সত্যিই আশ্চর্যজনক। তাদের মিশন নিশ্চয়ই স্বর্গীয়। তা না হলে তারা এতটা ধৈর্যের সাথে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে পারত না। আল্লাহকে ইবাদত করা ছাড়া যাদের আর কোন অপরাধ নেই, তাদের প্রতি এতটা কঠোর আচরণ করা মহৎ কাজ নয়।’

মক্কার লোকদের মনে এ ধরনের অনুভূতির সৃষ্টি হল। অনেকে আবার কুরাইশ নেতৃবৃন্দের আচরণকে পারস্য ও রোমের স্বৈরাচারী শাসকদের কঠোর আচরণের সাথে তুলনা করতে শুরু করল। বস্তুতঃ তাদের এ মনোভাবের মাধ্যমে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি করুণার কথাই প্রকাশ পেল, অন্য কিছু হল না। ঐ উপত্যকায় তাঁদের নিঃসঙ্গ অবস্থান দীর্ঘায়িত হল। পবিত্র কুরআনের আয়াত সকাল-সন্ধ্যায় উপত্যকার আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হল, আর তাঁদের সম্পর্কে নানা খবর ও গুজব প্রতিদিন শহরে আসতে লাগল। কুরাইশদের শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও নানা ছুতায় মক্কার কিছু কিছু লোক প্রতিদিন উপত্যকায় গিয়ে তাদের কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করত, আর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত গভীর মনোযোগের সাথে শ্রবণ করত।

শুক্রবারের সকাল। দু'জন সশস্ত্র ব্যক্তি একটা পাহাড়ের শীর্ষে দাঁড়িয়ে ‘আবু তালিব’ উপত্যকার দিকে তাকিয়ে ছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল ঃ “দেখ জুবায়ের, ওদের কালো তাঁবুগুলো দেখতে পাচ্ছো। ওদের আত্মা আমাদের মত নয়। ওরা কী ধরনের অনুভূতি ও চিন্তা পোষণ করে দেখ। এ বিশাল পৃথিবীর দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে, দুঃখ-কষ্টকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে এবং এ উপত্যকায়

www.pathagar.com

নিঃসঙ্গ অবস্থায় এক নাগাড়ে তিন বছর কাটিয়ে দিতে ওদের কোন্ বস্তু আকৃষ্ট করেছে? ব্যাপারটা একেবারে তুচ্ছ নয়। ওখানে বৃদ্ধ লোক আছে, আছে শিশুরাও। তারা প্রয়োজনীয় খাদ্য পায় না, পানির জন্যেও তারা কষ্ট ভোগ করে। তবুও তারা তাদের ধর্মবিশ্বাসে অটল রয়েছে। এ পর্বতগুলোর চেয়ে তারা আরও বেশি দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমি ওদের কথা চিন্তা না করে পারিনে। আমার সন্তানরা যখন কাঁদে, তখন আমি ওদের সন্তানদের কথা চিন্তা করি।"

অন্যজন উত্তর দিল ঃ "তুমি ঠিক কথাই বলেছো হিশাম। তোমার মাতা আতিকা ও তোমার দাদা আবদুল মুত্তালিবের দয়া ও সহমর্মিতার কথা আরবের লোকদের কাছে সুবিদিত। সব মানুষের প্রতিই তাঁর সহানুভূতি ও দয়া ছিল। এমনকি পাখিদের প্রতিও তাঁর দয়া ছিল এবং এজন্যই সে পাহাড়ের পাদদেশে তাদের জন্যে খাবার রেখে দিয়ে আসত। তোমার দয়া ও সহানুভূতিশীল মনোভাব তাই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। কিন্তু আমরা কী করতে পারি? সেই চুক্তিপত্রটি এখনও কা'বা গৃহে টাঙ্গানো আছে, আর তার নিচে আছে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষর। হিশাম, তুমি বল, এ চুক্তি সম্পর্কে আমরা কী করতে পারি?"

উত্তরে হিশাম বলল ঃ "কী করা যায়? এ ছোট্ট একটা পরিবারের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সব গোত্র যদি প্রচণ্ড আক্রমণের আশ্রয় নেয়, তাহলে আমরাও কি তাদের সাথে যোগ দেবো? মরুভূমির পুত্রদের শৌর্য-বীর্য কি স্তিমিত হয়ে গেছে? তাদের সাহস কি বাতাসে মিলিয়ে গেছে? কখনই না, কখনই না। আত্মার পবিত্রতা ও আত্মত্যাগে এই একটি উপগোত্র অন্যান্য কুরাইশদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।"

হিশাম বলল ঃ "সততা ও সত্যবাদিতার ক্ষেত্রেও।"

"মুহাম্মদ নিজেই একজন বড় দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী।"

এভাবে কথা বলতে বলতে যুবক দু'জন উপত্যকার পাদদেশে নেমে এল। হঠাৎ উপত্যকায় একটা কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

হিশাম বলল ঃ "শোন জুবায়ের। এ শব্দ হল কুরআন তেলাওয়াতের। এর মর্মস্পর্শী সুর আমার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে। শুষ্ক ও তৃষ্ণার্ত মাটিতে পানি পড়লে তা যেমন চুষে নেয়, আমার অন্তরেও এর মর্মস্পর্শী সুর তেমনিভাবে প্রবেশ করে। শোন, এর প্রতিটি কথাই আমার জন্য আনন্দদায়ক। মুসলমানরা এসব কথা মুখস্থ করে। অনেক সময় এসব বাণী স্থায়ীভাবে রাখার জন্যে তাঁরা হরিণের চামড়া ও ভেড়ার চামড়ার ওপরে লিখে রাখে। আমি এ কণ্ঠস্বরকে ভালবাসি।"

জুবায়ের বলল ঃ "এর মধ্যে সত্যি সত্যি আকর্ষণীয় কিছু আছে। আমার ওপরও এসব বিশেষ প্রভাব ফেলেছে।"

পাহাড়ের কাছাকাছি আসায় তারা কুরআন তেলাওয়াতের শব্দ আরও স্পষ্টভাবে শুনতে পেল। তারা থামল। নিকটবর্তী একটা তাঁবু থেকে শোনা গেল ঃ

www.pathagar.com

“তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করা হয়েছে, অতএব তোমার মনে যেন এ সম্পর্কে কোন দ্বিধা না থাকে - এর দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, আর মুমিনদের জন্যে তা নসিহতস্বরূপ। তোমরা তার অনুসরণ কর যা তোমাদের প্রভুর তরফ হতে তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং তিনি ব্যতীত অন্য অভিভাবকদের তাঁবেদারি কর না। তোমরা তো অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। বহু জনপদকেই আমি বিনাশ করেছি; যাদের ওপর আমার শাস্তি এসেছে রাত্রিতে অথবা যখন তারা দ্বিপ্রহরে বিশ্রামরত ছিল। আর যখন তাদের ওপর আমার আযাব আসত, তাদের মুখ হতে শুধু এ কথাই বের হত, অবশ্যই আমরা অন্যায় করেছি। অতঃপর আমি, অবশ্যই যাদের নিকট রসূল পাঠান হয়েছিল, তাদের প্রশ্ন করব এবং রসূলগণকেও। অতঃপর আমি সজ্ঞানে অবশ্যই তাদের নিকট তাদের কার্যাবলী বয়ান করব, কেননা আমি তো কোথাও অনুপস্থিত ছিলাম না। এবং সেদিন ঠিকভাবেই ওজন করা হবে, আর যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের ওজন হাল্কা হবে, তারাই হবে সেসব লোক, যারা নিজে-দের ক্ষতি করছে, কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করত। এবং আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছি এবং তাতে উৎপাদন করেছি তোমাদের জীবিকা; কিন্তু তোমরা অতি অল্পই শোকর আদায় কর। এবং আমিই তোমাদের সৃষ্টি করি, পরে তোমাদের রূপ দান করি। অতঃপর ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ দিলাম, ‘তোমরা আদমকে সিজদা কর। তখন তারা সিজদা করল - শয়তান ছাড়া। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল না। আল্লাহ প্রশ্ন করলেন, ‘আমি যখন তোমাকে হুকুম করলাম - তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল যে, তুমি সিজদা করলে না।’ সে বলল, ‘আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আমাকে তুমি আগুন দিয়ে পয়দা করেছ, আর তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি দিয়ে। আল্লাহ আদেশ দিলেন, (তুমি) এ স্থান হতে নেমে যাও। তোমার কোন অধিকার নেই যে, এখানে অহংকার করে চলবে। অতএব এখান হতে বেরিয়ে যাও। অবশ্যই তুমি অধমদের দলভুক্ত।’ সে বলল, ‘আমাকে সেই দিন পর্যন্ত সময় দাও, যেদিন লোকদের পুনরুত্থান করা হবে।’ তিনি বললেন, ‘অবশ্যই তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ।’ সে বলল, ‘যেহেতু তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছ, আমিও অবশ্যই তোমার সরল পথে মানুষের জন্যে বসে থাকবো। অবশেষে আমি তাদের নিকট আসব তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক হতে এবং তুমি তাদের অধিকাংশকেই শোকর আদায়কারী হিসাবে পাবে না।’ তিনি বললেন, ‘এ স্থান হতে তুমি লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও; তুমি ও তাদের মধ্যে যারা তোমার তাঁবেদারি করবে, অবশ্যই আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করব।’ হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী বেহেশতে বাস কর। অতঃপর যেখান হতে তোমাদের ইচ্ছা খেতে থাক, কিন্তু ঐ বৃক্ষের কাছেও যেও না, কেননা তাহলে তোমরা সীমালংঘনকারীদের দলভুক্ত হবে।

www.pathagar.com

অবশেষে শয়তান তাদের উভয়কে কুমন্ত্রণা দিয়ে তাদের নিকট তাদের যে লজ্জা-স্থান গোপনীয় ছিল, তা তাদের নিকট প্রকাশ করে দিল এবং বলল, তোমাদের প্রভু তোমাদের এ গাছের নিকট যেতে বারণ করেছেন শুধু এ উদ্দেশ্যে যে, যেন তোমরা ফেরেশতা অথবা অমর হতে না পার। এবং তাদের উভয়ের নিকট কসম করে বলল, 'আমি অবশ্যই তোমাদের মঙ্গলকামীদের অন্যতম'। অতঃপর সে তাদেরকে প্রতারণায় ফেলল। যখন তারা ঐ বৃক্ষফলের আস্বাদ গ্রহণ করল, তখন তাদের নিকট তাদের গোপন স্থান প্রকাশ পেয়ে গেল এবং তারা তাদের শরীর বেহেশতের পাতা দিয়ে ঢাকতে শুরু করল। যখন তাদের প্রভু তাদের ডেকে বললেন, 'আমি কি এ গাছ সম্বন্ধে তোমাদের নিষেধ করিনি, আর বলিনি যে, নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু?' তারা বলল, 'প্রভু আমাদের! আমরা আমাদের নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছি এবং তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর আর আমাদের প্রতি দয়া না কর, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।' আল্লাহ্ বললেন, 'তোমরা পরস্পরের দুশমনরূপে নেমে যাও, এবং কিছুকালের জন্যে তোমাদের জমিনে থাকার স্থান ও জীবিকার ব্যবস্থা রইল।' (আরও) বললেন, 'সেখানে তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান হতেই তোমাদের বের করে আনা হবে।" কুরআন - সূরা ৭ ঃ ২-২৫

কুরআন তেলাওয়াতকারী কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং তাঁর শেষের কথাগুলো 'সেখান হতেই তোমাদের বের করে আনা হবে' পাহাড় ও উপত্যকায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ঐ দু'জন লোকের অতৃপ্ত হৃদয়ও তৃপ্ত হল। অন্য কোন কথা তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করল না।

হিশাম বলল ঃ "স্বর্গীয়ভাবে অনুপ্রাণিত না হলে কেউ এভাবে কথা বলতে পারে না।"

"এ ধরনের কথা মানুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তর ও চিন্তায় উজ্জ্বল আলোর মত আঘাত করে।"

জুবায়ের উত্তর দিল ঃ "একথার মধ্যে কী মধুরতা ছড়িয়ে রয়েছে এবং তা কত উন্নত ধরনের! আমার মনের গভীরে এ কথাগুলো উজ্জ্বল তারকার মত জ্বল-জ্বল করছে। আমার চোখের সামনে সুখ ও শান্তির এক নতুন জগত খুলে গেছে।"

তারা উপত্যকায় পৌঁছে নিকটবর্তী একটা তাঁবুর কাছে গেল। একজন যুবক তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে তাঁদের জিজ্ঞাসা করল ঃ "তোমরা কে, কোথা থেকে এসেছ?"

"আমরা মক্কা শহর থেকে এসেছি। আমরা মুহাম্মদ-এর সাথে দেখা করতে চাই।"

যুবকটি আঙ্গুল দিয়ে একটা ছোট ঘর দেখিয়ে দিল। সে বলল ঃ "ওখানেই আল্লাহর নবী আছে। এইমাত্র তিনি প্রার্থনা শেষ করলেন। তাঁর দশজন সঙ্গীও তাঁর সাথে আছেন - এখনও তাঁরা নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে যান নি।"

www.pathagar.com

লোক দু'জন ছোট ঘরটির দিকে গেল। জুবায়ের বলল ঃ "হিশাম, দশজন সঙ্গী বলতে লোকটি কী বোঝাতে চাইল।"

হিশাম উত্তর দিল ঃ "ঐ দশজন লোকই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। এ জন্যেই মহানবী তাঁদেরকে বিশেষভাবে ভালবাসেন। তাঁরা বলেন, তাঁদেরকে বেহেশতের খোশ-খবর দেওয়া হয়েছে।"

জুবায়ের জিজ্ঞাসা করল ঃ "তুমি কি ঐ দশজন লোকের নাম জান?"

"হ্যাঁ। তাঁরা হলেন আলী, আবু বকর, উসমান, তালহা, জুবায়ের, সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস, সাঈদ, আবু উবায়দাহ এবং আবদুর রহমান বিন আউফ।"

জুবায়ের বিস্ময় প্রকাশ করে বলল ঃ "এরা তো দেখছি কুরাইশ গোত্রের অর্ধেক লোক।"

হিশাম উত্তর দিল ঃ "হ্যাঁ, তারা কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মধ্যে অর্ধেক।"

"কিন্তু তাদের গোত্রের সব লোকই ইসলাম গ্রহণ করেনি।"

এভাবে কথা বলতে বলতে লোক দু'জন ছোট ঘরটির মধ্যে প্রবেশ করল এবং দেখল, মুহাম্মদ তাদের সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাদের মনে হল, তাঁর মুখে আলোর ছটা এবং তাঁর কথায় রয়েছে যাদু। তারা বলল ঃ "হে আল্লাহর নবী! আমরা আপনার প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করার এবং আপনাকে সাহায্য করার জন্যে এসেছি।" একথা যে কেন তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, তা তারা বলতে পারল না।

মুহাম্মদ বললেন ঃ "আমার সাথে বল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।"

তৎক্ষণাৎ হিশাম ও তার বন্ধু ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করল এবং হিশাম বলল ঃ "হে আল্লাহ! সাক্ষী থাক, আমরা তোমার নবী আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ-এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম।"

তারপর মুহাম্মদ-এর দিকে তাকিয়ে বলল ঃ "আপনাকে সাহায্য করার জন্য আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। আপনি সত্য পথে আছেন বলে আমরা জানি। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল, কা'বা গৃহে টাঙ্গানো কুরাইশদের চুক্তিনামা ছিঁড়ে ফেলা এবং আপনাকে ও আপনার অনুসারীগণকে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।"

মুহাম্মদ তাদের দিকে তাকিয়ে আস্থার সাথে হাসলেন। তিনি বললেন ঃ "আল্লাহ নিজেই তা ছিঁড়ে ফেলেছেন। তবে তা খুলে ফেলার দায়িত্ব ও ঘোষণা করার দায়িত্ব তোমাদের ওপরই অর্পণ করেছেন।"

ঐ রাত্রে মুহাম্মদ-এর অতিথি হিসেবে তারা দু'জন আলীর সাথে কাটাল। মহানবীর অনুসারীগণের দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস দেখে তারা অভিভূত হল। তাদের মনোবলও বেড়ে গেল। সারারাত ধরে তারা ঘুমোতে পারল না। প্রত্যুষে তারা বেলালের মুখ থেকে নির্গত আযান-ধ্বনি শুনতে পেল। তাঁর এ আহ্বান - 'আল্লাহ

www.pathagar.com

মহান' 'আল্লাহ মহান' কথা কয়টি উপত্যকার আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। বিশ্বাসীরা তাদের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে প্রশস্ত স্থানে জমায়েত হল। এখানেই মুহাম্মদ নামাযে ইমামতি করতেন। এ প্রথম বারের মত হিশাম ও জুবায়ের মহানবীর নেতৃত্বে ও বিশ্বাসীদের সাথে ফজরের নামায আদায় করলেন। এরপর তাঁরা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে। পথিমধ্যে তারা তাদের পরিকল্পনার নীল নকশা ঠিক করে।

মক্কায় পৌঁছেই তারা তাদের তিন বন্ধু মুতইম, আবুল বখতারী ও জাম'আর খোঁজ নিলেন। সারাদিন ও গভীর রাত পর্যন্ত তারা তাদের পরিকল্পনার বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। এ পাঁচজন লোক কী পরিকল্পনা করলেন এবং কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তা কুরাইশ নেতৃবৃন্দ জানতে পারল না।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ - আল্লাহর নবী

'পাহাড়ের ধারে গিয়ে নিজের চোখে দেখ, এ গুরুত্বহীন সম্প্রদায়ের মধ্যে কেমন স্বর্গীয় বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মার সন্ধান পাবে।'

পরদিন কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণকারী এবং কা'বা গৃহে দেব-দেবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী কতিপয় লোক দেখতে পেল, পাঁচজন সশস্ত্র ব্যক্তি কা'বা গৃহে প্রবেশ করছে। লোকগুলো তাদের অনুসরণ করল, তাদেরকে সতর্ক পাহারায় রাখল। তারা কা'বা গৃহকে সাতবার প্রদক্ষিণও করল। জুবায়ের ছিল ভাল বাগ্মী। সে তাদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করল। কা'বা গৃহের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে সে বলল ঃ

"হে মক্কার জনগণ! আমার ভাই। তোমাদের রক্তে এখনও আরববাসীর আবেগ প্রবাহিত হচ্ছে। আমার কথা শোন। আমার কথা যদি তোমাদের পছন্দ হয়, তাহলে আমাদের সাথে যোগ দাও এবং এস, একযোগে আমরা কাজ করি। আমার কথা যদি তোমাদের পছন্দ না হয়, তাহলে তোমরা তোমাদের নিজের কাজে চলে যাও।

আমাদের দেব-দেবীর এ গৃহ, এ কা'বা গৃহের হেফাজতকারী মক্কার সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা তিন বছর হল আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। তারা তাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও যুবক-বৃদ্ধসহ পলায়ন করে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। মক্কার লোকেরা তাদের সাথে সব ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে। তারা তাদের সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের সাথে কাউকে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয় না বা কোন ব্যবসায়ীকে তাদের কাছে কোন খাদ্য সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না।

গত তিন বছর ধরে তারা সেখানে ভীষণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। আর আমরা এখানে বাস করছি সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে। আমরা তাদের ভাগ্য সম্পর্কে কিছুই জানি না। অথচ তারাই আমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও দয়ালু। এ কা'বা গৃহ কি তাদের পরিশ্রমের ফল নয়? এ জমজম কূপ কি আবদুল মুত্তালিবের

www.pathagar.com

স্মৃতিচিহ্ন বহন করে না? আবরাহার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তার প্রতিরোধের কথা কি তোমরা ভুলে গেছ?

সেই ভয়াবহ বন্যায় (যে বন্যায় মক্কায় প্লাবিত হয়েছিল) যখন কা'বা গৃহের ক্ষতি হয়েছিল, তখন কে এ কালো পাথরকে যথার্থ স্থানে স্থাপন করেছিল? সে কি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ নয়? মক্কার লোকদের জন্যে আবু তালিবের দান অতুলনীয়। তার সুযোগ্য পুত্র আলী, আবু বকর ও অন্যান্য সবাইকে কেন তাদের ঘর-বাড়ি থেকে পালিয়ে পাহাড়ে নিঃসঙ্গ ও কষ্টপূর্ণ জীবন যাপন করতে হচ্ছে? এ লোকগুলো কী অপরাধ করেছে, বল? কেন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তাদের বিরুদ্ধে নানা ফাঁদ পেতেছে? আমাদের শহরের এ যোগ্য লোকগুলোকে কেন তারা দূরে রাখার চেষ্টা করছে?

যারা আল্লাহর কথা বলে, যারা ভাল কাজ করে, যারা ধনীদের ধন-সম্পদ গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার কথা বলে, যারা দাসকে মুক্ত করে দেয়, যারা দুর্বলকে সাহায্য করে, যারা আরববাসীকে তাদের স্বর্গীয় লক্ষ্যস্থলের উচ্চতম শিখরে উপনীত করাতে চায়, তারা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করুক, এটা কি যথার্থ? এ অবস্থা অব্যাহত রাখা আমাদের জন্য সত্যি সত্যিই লজ্জার ব্যাপার।

"কুরাইশরা দশটি গোত্রে বিভক্ত। এর মধ্যে পাঁচটি গোত্র মুহাম্মদ-এর দলে যোগ দিয়েছে। তারা এমন একজন লোকের সাথে যোগ দিয়েছে, যার সততা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে তোমাদের কোন দ্বিমত নেই।"

জুবায়ের যখন ভাষণ দিচ্ছিল, আবু জাহল তখন কা'বা গৃহে প্রবেশ করল। উপস্থিত লোকদের ওপর এ ভাষণের প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করে সে চিৎকার করে বলল ঃ "এসব কথা সত্য নয় - সব মিথ্যা।"

কিন্তু জনতা চিৎকার করতে লাগল। তারা তাকে চুপ করার কথা বলল।

"আবুল হাকাম, জুবায়েরকে বলতে দাও। আমরা তার কথা শুনতে চাই।"

জনতার কথায় উৎসাহিত হয়ে জুবায়ের পুনরায় তার ভাষণ শুরু করল।

"বন্ধুরা, আমি তোমাদের কাছে মিথ্যা বলছি না। কুরাইশদের পাঁচটি গোত্রের প্রধান মুহাম্মদ-এর দলে যোগ দিয়েছে। আমি তাদের নাম বলছি শোন - আবু বকর, তালহা, তা'মীম উপগোত্রের নেতৃবৃন্দ, বানু আদি গোত্রের প্রধান উমর, বনু জাহরা গোত্রের প্রধান সা'দ বিন ওয়াক্কাস, বনু জাম'য়া গোত্রের নেতা আবদুর রহমান বিন আউফ এবং কুরাইশ গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বনু হাশিম গোত্রের প্রধান আবু তালিব। এসব লোক মুহাম্মদ-এর দলে যোগ দিয়েছে। পাহাড়ের ধারে গিয়ে নিজের চোখে দেখ, ঐসব সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে কেমন স্বর্গীয় বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মার সন্ধান পাবে! মুহাম্মদ-এর মুখনিঃসৃত বাণী গিয়ে শোন এবং অনুধাবন কর, সেসব কথা জনকল্যাণের জন্যে কত গুরুত্বপূর্ণ! এ লোকগুলোর মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের যে দৃঢ়তা আছে, তা গিয়ে একবার দেখে এস।

www.pathagar.com

“সুতরাং একটা নিষ্প্রাণ দলিল (মুহাম্মদ-এর কথা - যা আল্লাহ আগেই ছিঁড়ে ফেলেছেন), অন্যায় ও শোষণের এ চুক্তি কা'বা গৃহের দেওয়ালে থাকবে কেন? কুরাইশ গোত্রের অর্ধেক নেতৃবৃন্দের ওপর এ দুঃখ-কষ্ট আপতিত হবে কেন? আমার পিতৃস্থানীয় ও বন্ধুরা, কোন আসমানী মুসীবত আসার আগেই চল, আমরা এ ঘৃণিত চুক্তিনামা ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলি, আর ভারমুক্ত হই একটা ঘৃণিত বস্তু থেকে।”

হিশাম ও তার সঙ্গীরা তরবারি কোষমুক্ত করে তা মাথার ওপর ঘোরাতে লাগল। তারা বলল ঃ “চল আমরা যাই, চল আমরা যাই, চল আমরা যাই।”

আবু জাহল চিৎকার করে বলল ঃ “তোমরা এ কাজ করতে পারবে না। কুরাইশ নেতারা যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, তা তোমরা ছিঁড়ে ফেলতে পার না।” কিন্তু হিশাম ও জুবায়েরের সমর্থনে উচ্ছ্বসিত জনতার কথার ভিড়ে হারিয়ে গেল আবু জাহলের চিৎকার ধ্বনি।

পাঁচজন যুবক তখন চলল কা'বা গৃহের দিকে - পশ্চাতে বিরাট জনতা। কা'বা গৃহের দেওয়ালে, উঁচু স্থানে টাঙ্গানো চুক্তিনামার দিকে একজন অঙ্গুলি নির্দেশ করল। কিন্তু এ চুক্তিনামাটি খুব উঁচুতে ছিল বলে তা কেউ নামাতে পারছিল না। একজন লোক দু'হাত একত্র করল, হিশাম তার হাতের ওপর পা রেখে উঁচু হয়ে উঠল এবং এক টানে চুক্তিনামাটি খুলে ফেলল। সে এক লাফে মাটিতে পড়ল। জনতা তাকে ঘিরে ধরল। আবুল বখতারী চিৎকার করে বলল ঃ “দেখ, পিঁপড়ায় এ ঘৃণিত চুক্তির অক্ষরগুলো সব খেয়ে ফেলেছে।” একমাত্র ‘হে আল্লাহ! তোমার নামে' কথাগুলো লেখার স্থান ছাড়া চামড়ার ঐ দলিলখানিতে অসংখ্য ছিদ্র লক্ষ্য করা গেল।

হিশাম বলল ঃ “এ কথাই মুহাম্মদ বলেছিলেন।”

জুবায়ের চিৎকার করে বলতে লাগল ঃ “মুহাম্মদ-এর আল্লাহ, মুহাম্মদ-এর আল্লাহ।”

অন্য একজন বলল ঃ “মুহাম্মদ-এর কথাই ঠিক, তিনি আল্লাহর নবী।”

আরেকজন বলল ঃ “কেমন একটা সুন্দর জিনিসকে আমরা টেনে ছিঁড়ে ফেললাম।”

তৃতীয় এক ব্যক্তি বলল ঃ “এ দলিল ছিঁড়ে না ফেললে আমরা একটা ভয়াবহ সংকটে পতিত হতাম।”

আবু জাহল চিৎকার করে বলল ঃ “এ ধরনের পাগলের কাজে প্রভাবিত হয়ো না।” কিন্তু তার কথা জনতার কথার ভিড়ে হারিয়ে গেল। তার কথায় কেউ প্রভাবিত হল না। কা'বা গৃহের বারান্দায় উপস্থিত লোকেরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় জমায়েত হল। কোমরে ঝুলন্ত তরবারি আঁকড়ে ধরে তারা আনন্দে নাচতে শুরু করে দিল। তাদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হল ঃ “মুহাম্মদ আল্লাহর নবী, মুহাম্মদ আল্লাহর নবী, মুহাম্মদ আল্লাহর নবী।”

www.pathagar.com

তুমি যদি আমাদের মধ্য থেকে চলে যাও

"এদের পূর্বে কত জনপদ আমি বিনাশ করেছি;
তখন তারা উদ্ধার করার জন্য চিৎকার করেছিল।
কিন্তু তাদের উদ্ধারের আর কোন উপায় ছিল না।'

কা'বা গৃহের দেওয়াল থেকে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা টেনে ছিঁড়ে ফেলার সেই নাটকীয় ঘটনার পরদিন মুহাম্মদ ও আবু তালিব মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। বৃদ্ধ বয়সের জন্যেই হোক বা তিন বছর ধরে পাহাড়ে অবস্থান করার জন্যেই হোক, আবু তালিব ও খাদীজা অসুস্থ হয়ে পড়েন। দিন দিন আবু তালিবের অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছিল। হারিস বিন কিনদা ও তামিমি ইবনে আবি রুমাইয়া নামক দু'জন প্রসিদ্ধ ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা করেন। কিন্তু তাদের ব্যবস্থাপত্র কোনই কাজে এল না। সবাই তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিলেন।

মুহাম্মদ-এর বিরোধীরা অবশ্য হুবল দেবতার কাছে আবু তালিবের মৃত্যু কামনা করল। তারা নিশ্চিত ছিল, আবু তালিবের আশ্রয়চ্যুত হয়ে পড়লে মুহাম্মদ অবশ্যই তাদের কব্জায় এসে পড়বে। তাই তারা হুবল ও অন্যান্য দেব-দেবীর কাছে আবু তালিবের মৃত্যু কামনা করল।

আবু জাহল তার সঙ্গীদের বলল ঃ "আবু তালিবের জীবন সায়াহ্নে আমাদের উচিত তাঁর সাথে দেখা করা এবং তাঁর ভাইপোর সাথে বোঝাপড়ার জন্যে পুনরায় তাকে অনুরোধ করা। সম্ভবতঃ চাচার মৃত্যুর পূর্বের উপদেশ মুহাম্মদ ফেলবে না। ফলে আমরা একটা বিশেষ চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাব।"

কথা মত আবু সুফিয়ান একদিন আবু তালিবের গৃহে গেল। তার সাথে ছিল উৎবা, শায়বা, আবু জাহল, উমাইয়া ও অন্যান্য কুরাইশ নেতা। তারা সবাই আবু তালিবের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করল। তৎপর সবার পক্ষ থেকে আবু সুফিয়ান আবু তালিবকে বলল ঃ "আবু তালিব! অনেকদিন ধরে তুমি আমাদের মধ্যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তুমি আমাদের নেতা ও পথ প্রদর্শক। অতীতে সংঘটিত যেসব ঘটনায় আমাদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয়েছিল, তার জন্যে আমরা দুঃখিত

www.pathagar.com

ও ক্ষমাপ্রার্থী। তবে আমাদের অপরাধের চেয়ে তোমার ভাইপো মুহাম্মদ-এর অপরাধই সবচেয়ে বেশি। কারণ সে এ বিভেদ ও সংঘাতের জন্যে দায়ী। আমাদের ভয় হয়, তুমি আমাদের মাঝ থেকে চলে গেলে এ ব্যাপারটি আরও খারাপের দিকে মোড় নেবে এবং সংঘাত ও রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটুক, তা আমরা কোনদিন চাইনি। তাই, এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার এবং মক্কার দায়িত্ব আমাদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার আগে আমরা পুনরায় তোমার কাছে অনুরোধ করছি, আমাদের নিজেদের মধ্যকার শত্রুতা নিরসনে তুমি চেষ্টা কর। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা তোমাকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করছি। তুমি যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ কর না কেন, আমরা তা সানন্দে গ্রহণ করে নেব। আমাদের যদি মুচলেকা দিতে বল, আমরা যে কোন ধরনের মুচলেকা দিতে প্রস্তুত আছি। আমরা শুধু একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাই; তা হল, মুহাম্মদ আর আমাদের দেব-দেবীর সম্পর্কে মন্দ কথা বলবে না, আমাদের ধর্মবিশ্বাস ও প্রথাকে উপহাস করবে না, আর আমাদের ও কুরাইশদের প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে সে জনতাকে ক্ষেপিয়ে তুলবে না। মুহাম্মদকে এখানে ডেকে আনার জন্যে আমরা তোমাকে অনুরোধ করছি। আমরা চাই সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধান এবং তা এখনই। তুমি একথা ভাল করেই জান যে, সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যুক্তির পথ প্রশস্ত হলে বিবেকবান মানুষ আর তরবারি হাতে তুলে নেয় না।''

আবু সুফিয়ান ও অন্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দের আপোসমূলক ও সহানুভূতিশীল মনোভাবের পরিচয় পেয়ে আবু তালিব গভীরভাবে আলোড়িত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মুহাম্মদকে ডেকে পাঠালেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুহাম্মদ দ্রুতগতিতে চাচার ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি মনে করেছিলেন, হয়ত বা তাঁর চাচার অবস্থা খারাপ হয়েছে। আবু তালিবের শয্যার পাশে বসার একটা খালি স্থান ছিল; কিন্তু আবু জাহলের ইচ্ছা ছিল না, মুহাম্মদ অন্যান্য কুরাইশ নেতার চেয়ে অধিক সম্মানীয় স্থানে বসুক। তাই তাড়াতাড়ি সে খালি জায়গায় বসে পড়ল। মুহাম্মদ অত্যন্ত বিনীতভাবে দরজার কাছে বসলেন।

আবু তালিব বললেন ঃ ''প্রিয় ভাতিজা আমার! আমার অবস্থা এখন এমন যে, আমি জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছি। জীবন সায়াহ্নে আমি কেবল তোমার মঙ্গলের চিন্তা করছি। আমি আমার মৃত্যুর জন্য ভয় পাই না। আমি যাকে গভীরভাবে স্নেহ করি, যাকে শুধু ভাতিজা হিসাবেই দেখি না, তার জন্যই আমার সব ভয়। আমি শুধু তোমার কথাই চিন্তা করি। কারণ আমি তোমার মহৎ আত্মা ও উত্তম চরিত্রের কথা জানি। সেজন্য আমি তোমাকে ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে আমার ঘরে একসাথে করে তোমাদের মধ্যে সৃষ্ট গোলমাল মিটিয়ে দেওয়া উচিত বলে মনে করি। আমার মৃত্যু যখন অতি নিকটে, সেই সময় আমার ইচ্ছা পূরণ করতে তথা তোমার সাথে শান্তি স্থাপন ও গোলমাল মিটিয়ে ফেলার জন্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দ রাজি হওয়ায় আমি

www.pathagar.com

অত্যন্ত আনন্দিত। এরা হল তোমার গোত্রের প্রধান ব্যক্তি ও জনগণের নেতা। অতীতে যা ঘটেছে এবং আমাদের ও তাদের মধ্যে সৃষ্ট গোলমালের জন্য তারা দুঃখিত। এসব গোলমালের অবসান করার জন্য তারা আগ্রহী - আমার জীবনের শেষ অধ্যায়ে তারা তোমাকে একটা মুচলেকা দিতে চায় এবং তোমার কাছ থেকে একটা মুচলেকা নিতে চায়। তাদের পক্ষ থেকে তারা প্রতিজ্ঞা করেছে, তুমি যদি অর্থ চাও, ধন-সম্পদ চাও বা নেতৃত্ব চাও, তাহলে তা তারা তোমাকে দেবে। তদুপরি তোমার শিক্ষা ও ধর্মবিশ্বাসের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তুমি জনগণকে যে খোদার প্রতি আহ্বান কর, তার সাথেও তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তোমার কাছ থেকে তারা দাবি করে, তুমি তাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে কোন কিছু বলবে না। এভাবে তোমরা - যারা একই গোত্রের লোক - শান্তিতে একসাথে বসবাস করতে পারবে। এ ব্যাপারে যদি তোমরা সম্মত হও, তাহলে আমি সন্তুষ্ট হৃদয়ে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারব। আর মনে করব, আমার প্রিয় মুহাম্মদ-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। তোমাদের সকলের উচিৎ ঐক্য ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে মক্কার গুরুত্ব ও মর্যাদা রক্ষা করা। সমগ্র আরব জনগণের কাছে এ স্থানটি অতি পবিত্র। আরবের অন্য যে কোন শহরের চেয়ে এর গুরুত্ব অপরিসীম।''

আবু তালিবের কথায় সকলে এমনকি মুহাম্মদও বিমোহিত হলেন। কিছুক্ষণ ধরে তিনি নীরব রইলেন। তাঁর চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। অন্যদিকে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের ধারণা হল, একটা সমাধানে পৌঁছাবার জন্যে সে মনে মনে কিছু একটা চিন্তা করছে।

অবশেষে তিনি বললেন ঃ ''আমার প্রিয় চাচা! অনেকদিন ধরে আমি আপনাদের স্নেহ-ভালবাসা ও আশ্রয়ে আছি। আমার জন্য এবং আল্লাহর পথে আপনি বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। আমার জীবনের অনেক আনন্দের মুহূর্ত আমি আপনাদের সাথে যৌথভাবে ভোগ করেছি। আপনি আমার কাছে শুধু চাচা নন - তার চেয়ে বেশি। আপনার অসুস্থতায় আমি কতটা দুঃখিত ও বিপর্যস্ত, তা আপনি জানেন। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ও আমার মধ্যে বিবাদের কারণও আপনি অবগত আছেন। আমি তাদের কাছ থেকে অর্থ চাই না, ধন-সম্পদ চাই না। আমি তাদের কাছ থেকে মাত্র একটা কথা চাই। এ একটা কথার দ্বারাই তারা সমস্ত আরব জনগণ ও আরবের বাইরের জনগণকে একই ভ্রাতৃত্বের সূত্রে আবদ্ধ করতে পারবে।''

আবু জাহল বিস্ময়ের সাথে বলল ঃ ''মাত্র একটা কথা! আমরা তোমাকে দশটা কথা দিতে রাজি। আমাদের বল কী সেই কথা।''

মুহাম্মদ বললেন ঃ ''বল, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। এ কথা বল এবং তোমাদের পৌত্তলিকতা ত্যাগ কর।''

www.pathagar.com

মুহাম্মদ-এর কথা শেষ না হতেই কুরাইশ নেতৃবৃন্দ হাত উঁচু করে তাঁর কথা থামিয়ে দিল। তারা প্রায় একসাথেই বলে উঠল ঃ "এখনও সেই একই কথা! এখনও আমাদের সব দেব-দেবীর স্থলে তোমার এক আল্লাহকে বসাতে চাও? এর মধ্যে কী অর্থ থাকতে পারে? শত শত লোকের প্রয়োজনকে এক আল্লাহ কিভাবে মিটাতে পারে? একথা ছাড়া অন্য যে কোন কথা বল, আমরা তা গ্রহণ করব।"

কিন্তু ইত্যবসরে মুহাম্মদ মোহাবিষ্ট হলেন এবং তাঁর ওপর ওহী নাযিল হল ঃ "উপদেশপূর্ণ কুরআনের কসম (মুহাম্মদ অবশ্যই সত্যবাদী), কিন্তু এ বেঈমানরা অহংকার ও বিরোধিতায় ডুবে আছে। এদের পূর্বে কত জনপদ আমি বিনাশ করেছি, তখন তারা উদ্ধার করার জন্যে চিৎকার করেছিল। কিন্তু তাদের উদ্ধারের আর কোন উপায় ছিল না। এবং এরা বিস্মিত হয়েছে যে, এদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এসেছে এবং এ বেঈমানরা বলে, এ তো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী। সে কি বহু ইলাহের পরিবর্তে এক ইলাহ করে নিয়েছে? নিশ্চয়, এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার!" কুরআন - সূরা ৩৮ ঃ ১-৫

উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে হঠাৎ আবু জহলের কথা শোনা গেল। তার চিৎকারে মুহাম্মদ-এর কথা আর শোনা গেল না। তিনি থামতে বাধ্য হলেন। আবু জাহল উঠে পড়ল। তার সঙ্গীদেরকেও সে স্থান ত্যাগ করার কথা বলল। সে বলল ঃ "আবু সুফিয়ান, এ পাগল ও মৃগী রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সাথে বিবাদ মীমাংসার কথা চিন্তা করা তোমার ভুল হয়েছে। আমরা কখনই আমাদের দেব-দেবীকে ত্যাগ করব না।"

মুহাম্মদ এক দৃষ্টিতে আবু জাহলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর কপালের নীল শিরা স্পন্দিত হল এবং তা হল স্ফীত। মনে হল, শিরাগুলো এখনই ফেটে যাবে। আবু জাহল তার সঙ্গীদের বলল ঃ "চল যাই। এ লোকটিকে তার নিজের ফিকিরেই থাকতে দাও।"

আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা ঘর ছেড়ে চলে গেল। ইত্যবসরে, মুহাম্মদ ঘরের ছাদের নিচের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি যেন সেখানে কাউকে দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন তখনও মোহাবিষ্ট এবং তাঁর ওপর ওহী নাযিল হল ঃ "আর তাদের প্রধানরা এই বলে চলে যায় যে, তোমরা চলে যাও এবং আপন দেব-দেবীর পূজাতে অবিচলিত থাক। নিশ্চয়ই এতে কোন অভিসন্ধি আছে। আমরা তো শেষ ধর্ম বিধানে কখনও এমন কথা শুনিনি। এ তো মনগড়া কথা মাত্র। আমাদের সকলকে বাদ দিয়ে বুঝি তার কাছেই ওহী এসেছে। ওরা তো প্রকৃতপক্ষে আমার কুরআন সম্বন্ধেই সন্দিহান। এরা এখনও পর্যন্ত আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি।" কুরআন - সূরা ৩৮ ঃ ৬-৮

ইতোমধ্যে কুরাইশ নেতারা আবু তালিবের গৃহ ত্যাগ করায় তারা মুহাম্মদ-এর শেষ কথাগুলো আর শুনতে পেল না। নিজের অসুস্থতার কথা ভুলে গিয়ে আবু

www.pathagar.com

তালিব মুহাম্মদ-এর কথায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। সেদিন মুহাম্মদ তাঁর চাচার সাথেই কাটালেন। আবু তালিবের জীবনের শেষ অধ্যায়ে তাঁরা দু'জন ইসলাম সম্পর্কে দীর্ঘ আলাপ করলেন। কৃতজ্ঞতার ঋণ হিসেবে মুহাম্মদ তাঁর চাচাকে (ইসলাম গ্রহণের) অনুরোধ করলেন। অপরদিক থেকে দৃঢ় ও আস্থাসূচক উত্তর এল এবং তাঁর গর্বিত ও সংবেদনশীল দু'টো মনের বিবাদের প্রকাশ ঘটল। বলা হয়ে থাকে যে, এদিনই কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ 'এটা অবশ্য ঠিক, কাউকে প্রিয় মনে করলে তুমি (মুহাম্মদ) তাকে সুপথে আনতে পার না; কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সুপথে আনতে পারেন।'

এ দিনটি সত্যি সত্যিই আবু তালিবের জীবনের সবচেয়ে বেশি নাটকীয়তাপূর্ণ দিন ছিল। মুহাম্মদ তাঁর চাচার শয্যার পাশে বসে ছিলেন। তাঁর আত্মা আবু কুবাইস পাহাড়ের ওপরে - অনেক ওপরে উঠে গেল। কয়েক ঘন্টা ধরে মুহাম্মদ তাঁর চাচার শয্যার পাশেই বসে রইলেন। মনে হল, তিনি তাঁর সাথে এখনও কথা বলছেন। আবু তালিব উপত্যকা থেকে ফিরে আসার ঠিক আটাশ দিন পর এ দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটে। আবু তালিবের মৃত্যুতে মুহাম্মদ-এর বিরোধীরা অত্যন্ত খুশি হল এই ভেবে, মুহাম্মদ এখন আশ্রয়হীন এবং তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে। কিন্তু সত্যি সত্যিই তিনি কখনই নিঃসঙ্গ ছিলেন না। তাঁর এ চরম দুর্যোগের দিনগুলোতেও তিনি একজনকে নিত্যসঙ্গী হিসেবে পান।

www.pathagar.com

মহানবীর মিশনে খাদীজার অংশগ্রহণ

'খাদীজা মৃত্যুবরণ করেননি, গ্রহণ করেছেন শাশ্বত জীবন।'

মুহাম্মদ-এর কাছে আবু তালিবের মৃত্যু ছিল একটা মারাত্মক আঘাতস্বরূপ। আবু তালিবের কবরের মাটিতে আর্দ্রতা শুকিয়ে না যেতেই মুহাম্মদ তাঁর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া অনুভব করতে লাগলেন। প্রায় সবাই ধরে নিল, অতি অল্পদিনের মধ্যেই মুহাম্মদ কুরাইশদের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন এবং কুরআনের আয়াত ও তাঁর শিক্ষা মরুভূমির বালুর মতই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু এর চেয়েও খারাপ খবর মুহাম্মদ-এর জন্য অপেক্ষা করছিল। আবু তালিবের মৃত্যুর এক বা দু'দিন পর খাদীজা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সারারাত ধরে মুহাম্মদ তাঁর শিয়রে বসে রইলেন। কিন্তু উন্নতির কোন লক্ষণ না দেখে তিনি হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে পড়লেন।

তাঁর দশজন সঙ্গী সব সময় তাঁর গৃহে অবস্থান করে খাদীজার সেবা-শুশ্রূষায় তাঁকে সাহায্য করতেন। তৃতীয় রাতের মাঝামাঝি সময়ে খাদীজার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ে। জীবনের শেষ মুহূর্তে খাদীজার সান্নিধ্যে মুহাম্মদকে একাকী থাকার সুযোগ দেওয়ার জন্য সবাই কামরা ত্যাগ করে এবং অন্য কামরায় গিয়ে নীরবে মাথা নত করে বসে থাকে। তাঁরা সবাই ছিলেন নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন। তাঁদের মধ্যে সম্ভবতঃ আলীই বেশি ভেঙে পড়েন। তিনি নীরবতা ভঙ্গ করে বলেন ঃ "তিনদিন হল একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে। আমার পিতার মৃত্যুতে মুহাম্মদ এখনও শোকাভিভূত। এবার বিশ্বাসীদের মাতা, পুণ্যাত্মা ও মহানবীর প্রিয় স্ত্রী খাদীজার পালা। তিনি হলেন মহানবীর কাছে রহমতের ফেরেশতা। বিশ্বাস কী, তা মুহাম্মদ তাঁর চোখে ও মুখে প্রত্যক্ষ করেছেন। মুহাম্মদ-এর মনের গভীরে তাঁর একটা নিজস্ব স্থান ছিল এবং তাঁর চিন্তার ওপরেও তাঁর (খাদীজার) প্রভাব ছিল যথেষ্ট। তিনিই আল্লাহর নবীর কপালে ধর্ম প্রবর্তক মহাপুরুষের চিহ্ন দেখতে পান। প্রথমে ওহী যেন তাঁর ওপরেই নাযিল হয়েছিল। খাদীজা নিজেই

www.pathagar.com

ছিলেন ধর্ম প্রচার ও মহানবীর মিশনের একজন বিশ্বস্ত সহযোগী। সবার আগেই তিনি মহানবীর কাছে তাঁর সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। দুঃখ-কষ্টের সময় তিনি মহানবীকে অভয় দেন। আজ তিনিই মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। তাঁর মৃত্যুতে আল্লাহর নবীর যে কী ক্ষতি হবে! হে আল্লাহ! আমরা প্রার্থনা করি, তুমি মুহাম্মদকে সান্ত্বনা দাও এবং তাঁর প্রচারিত ইসলাম প্রচারে সাহায্য কর।"

আলী কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

আবু বকর বললেন ঃ "তুমি ঠিকই বলেছ আলী। বিশ্বাসীদের মাতার মৃত্যু আল্লাহর নবীর কাছে হবে একটা দুঃখজনক ঘটনা। তাঁর কাছে এ ঘটনা হবে দ্বিতীয় দুঃখজনক ঘটনা। আবু তালিব ও খাদীজা ছিলেন ইসলামের দু'টো শক্ত খিলানবিশেষ। একমাত্র আল্লাহই খাদীজাকে সুস্থ করে তুলতে পারেন।"

আলী যখন কথা বলছিলেন, তখন খাদীজার কামরা থেকে অশ্রুপূর্ণ চোখে মায়সারা দ্রুতগতিতে বেরিয়ে এল।

আলী দ্রুত খাদীজার কামরায় গেলেন। খবর জানার জন্য মহানবীর দশজন সাথী মায়সারাকে ঘিরে প্রশ্ন করতে লাগলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আলী ফিরে এলেন। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি বললেন ঃ "তিনি এখন মরণাপন্ন অবস্থায় আছেন। এ কুরাইশ মহিলার মহান জীবনের মত তাঁর মৃত্যুও শান্তিময় হয়ে উঠেছে। তাঁর চেহারায় একটা অদ্ভুত আলোকচ্ছটা ও মুখে রয়েছে স্বর্গীয় হাসি। মরণকালে আমরা যে ধরনের প্রত্যয় কামনা করি, তাঁর চেহারায় সেই দৃঢ় বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কখনও কখনও তিনি মুহাম্মদ-এর দিকে তাকাচ্ছেন, আবার কখনও কখনও তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন ঘরের নিচের ছাদের দিকে - যেন বেহেশত থেকে কারও নেমে আসার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন। সবার জন্য মৃত্যু ভয়ংকর কিছু একটা মনে হলেও খাদীজার ঘরে তা একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার বলেই মনে হয়। তাঁর কাছে আমি যখন দাঁড়িয়েছিলাম, তখন একটা জিনিসের কথা আমার মনে আসেনি। তা হল মৃত্যু। খাদীজার মৃত্যু নেই - তিনি লাভ করছেন শাশ্বত জীবন। মুহাম্মদ ও খাদীজার দৃষ্টি বিনিময় প্রত্যক্ষ করলে সবার মনে হবে, তাদের আত্মা একসাথে শাশ্বত জীবনে অবগাহন করছে। মনে হয়, তাঁরা যেন দু'জনেই মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে রয়েছেন। পরবর্তী জীবনের আশ্রয়স্থল খাদীজা সম্ভবতঃ দেখতে পেয়েছেন এবং সেই অনাগত সুখের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর মৃদু হাসির মধ্যে দিয়ে। মৃত্যু তাই লজ্জায় কামরার এক কোণে লুকিয়ে আছে। আমার চোখে অস্বচ্ছ কিছু প্রতিভাত হয়নি - প্রতিভাত হয়েছে উজ্জ্বল ও আলোকময় একটা পৃথিবী। যে কেউ কল্পনা করতে পারে, তাঁর দেহ থেকে আত্মা ঊর্ধ্বাকাশে বেহেশতের পথে যাত্রা করেছে - যাত্রা করেছে পূর্ণত্বের দিকে, যেখানে আছে মুহাম্মদ-এর আইনের রাজত্ব। যেভাবেই হোক

www.pathagar.com

আমার মনে হয়েছে, এ দু'টো মহান আত্মার সাথে আমিও কিছু সময় বেহেশতের উচ্চতম শিখরে অবগাহন করেছি।"

পাশের কামরা থেকে হঠাৎ একটা আওয়াজ কানে ভেসে এল।

"খাদীজা, তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফেরেশতা এসেছে।"

আলী ও মুহাম্মদ-এর সঙ্গীগণ চুপি চুপি একে অপরকে বললেন ঃ "এ কণ্ঠস্বর আল্লাহর নবীর।"

তালহা বললেন ঃ "খাদীজা কত সুখী!"

'এ পৃথিবীতে তিনি মহান স্বামী পেয়েছেন, আখেরাতেও তিনি পেয়েছেন উত্তম স্থান। তিনি তাঁর সব ধন-সম্পদ এবং শক্তি ও ধৈর্য দিয়ে আল্লাহর পথে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।'

আবু বকর মায়সারাকে বললেন ঃ "যাও। দেখ, খাদীজা কেমন আছেন।"

মায়সারা বলল ঃ "এ দুঃখজনক মুহূর্তে তাঁকে দেখার সাহস আমার নেই।"

একমাত্র আলীই খাদীজার কামরায় ফিরে গেলেন।

www.pathagar.com

খাদীজার শেষ চাহনিতে কী ছিল

'আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব।'

মুহাম্মদ-এর হাতের মধ্যে খাদীজার হাত ছিল শক্ত করে ধরা। মহানবী তাঁর দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিলেন যে, তাঁর (খাদীজা) মনে হল, তাঁদের মধ্যে হাজারো কথা আলোচিত হচ্ছে। তাঁরা ছিলেন নির্বাক। অথচ তাদের মনে উদয় হচ্ছিল অতীতের বহু স্মৃতি। কথার চেয়ে নির্বাক অবস্থা যেখানে প্রাধান্য পায়, এ মুহূর্তটি ছিল ঠিক তদ্রূপ। এ অদ্ভুত জগতে কথার কোন স্থান ছিল না। কথার কোন প্রয়োজনও ছিল না। চিন্তা ও স্মৃতি কথার চেয়ে দ্রুত ও স্পষ্টভাবে বহমান ছিল। চীনা মাটির পাত্রে তাঁদের এ চিন্তা ও স্মৃতির গভীর তাৎপর্য ধরে রাখা যায় না। তাঁরা যেন দু'জনেই দু'জনের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছিলেন এবং হাজারো কথার ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিলেন। কথা বলতে সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু এ মুহূর্তে তাঁদের সময় ছিল না। কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই শুরু হবে শাশ্বত জীবনের একটা অধ্যায় - কারণ, খাদীজার জীবনে আর কয়েকটা মাত্র মুহূর্তই ছিল বাকি।

মুহাম্মদ-এর দিকে তিনি এমন শান্ত ও আস্থার সাথে তাকিয়েছিলেন যে, তাঁর চিন্তাধারাও স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছিল। সম্ভবতঃ মুহাম্মদ-এর মত তিনিও অতীত জীবনের ঘটনাবহুল অধ্যায়ের কথা স্মরণ করছিলেন। তাঁর নম্রতা ও ধৈর্য, আল্লাহর রাস্তায় তাঁর দৃঢ়তা ও সহ্যশক্তি - মুহাম্মদ সম্পর্কে যেসব স্মৃতি তাঁর মনে জমা হয়েছিল, তাই যেন একের পর এক তাঁর মানসপটে উদয় হচ্ছিল। দুঃস্থদের প্রতি মুহাম্মদ-এর উদারতা, সবার প্রতি তাঁর নম্র ব্যবহার, তাঁর শান্ত ও চিন্তাশীল বৈশিষ্ট্য, নিজের সুখের চেয়ে তিনি যেভাবে অন্যের দুঃখে কাতর হতেন, তাঁর কথার দৃঢ়তা, ওহী নাযিল হওয়ার সময় তাঁর মোহাবিষ্ট অবস্থা, যে মধুর সুরে তিনি কুরআন তেলাওয়াত করতেন - সম্ভবতঃ এসব স্মৃতি তাঁর মনের মাঝে দোলা দিতে লাগল এবং তাঁর মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি। তিনি যেন অতীতের চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁর যৌবনের কথাও তাঁর মনে হল; মনে হল তাঁর স্বামী আবু হা'লার মৃত্যুর সময়কার কথা।

www.pathagar.com

উত্তম পোশাক পরে এবং চাকরানী পরিবেষ্টিত অবস্থায় তিনি যেদিন তাঁর দ্বিতল গৃহে বসেছিলেন, সেদিনই তিনি প্রথম মুহাম্মদ-এর নাম শোনেন। এ সময় প্রায় প্রতিদিনই কুরাইশ যুবকরা তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে আসত। তিনি তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। একজন মহান মানুষের জন্যই তিনি যেন অপেক্ষা করছিলেন।

ছোটবেলায় তিনি একটা স্বপ্ন দেখেন। চাচাত ভাই ওয়ারাকার কাছে এ স্বপ্ন সম্পর্কে বললে তিনি এর একটা ব্যাখ্যাও দেন। সেই স্বপ্নের কথাও তাঁর মনে হল। সেদিন থেকেই তিনি এ স্বপ্নের বাস্তব প্রতিফলনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ঘনান্ধকার রাত যেমন প্রত্যুষের দিকে এগিয়ে যায়, তিনিও তেমনি সেই সুখের দিনের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

বার্ষিক এক উৎসবে তিনি একবার বান্ধবী পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিলেন। সেদিনের কথাও তাঁর মনে হল। এক বৃদ্ধা মহিলা তাঁর দিকে এগিয়ে এল। তার মুখে ছিল বয়সের ছাপ। অদ্ভুত এক কায়দায় তিনি তাঁর কাছে এসে বলেছিলেন ঃ "হে কুরাইশ কন্যারা! আমাদের মাঝে একজন মহান ব্যক্তি আছেন। তাঁর সাথে তোমরা কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে?"

খাদীজার মনে হল, বৃদ্ধা মহিলার কথা তিনি এখনও শুনছেন। তরঙ্গায়িত পানির মাঝে প্রতিবিম্বিত ছবির মত তাঁর কম্পিত স্মৃতিতেও যেন এ দৃশ্য প্রতিভাত হল। তারপর এল সেই প্রত্যাশিত দিন - আবু তালিব যেদিন মুহাম্মদ-এর কাছে তাঁর (খাদীজার) ব্যবসায়ের ভার অর্পণের প্রস্তাব দিলেন।

মুহাম্মদ যেদিন তাঁর প্রশস্ত বুক, উন্নত কাঁধ, সিঁথি করা পরিচ্ছন্ন চুল, মনোহর রূপ, সুন্দর চোখ ও সাধারণ পোশাক পরে খাদীজার সামনে উপস্থিত হন, সেদিনের কথাও তাঁর মনে হল। সেদিন মুহাম্মদ অবনত দৃষ্টিতে শুধু মাটির দিকেই তাকিয়েছিলেন, খাদীজার মুখের দিকে তাকান নি। সেদিন তাঁর নম্র ব্যবহার, ধীর ও চিন্তাশীল কথা খাদীজার স্মরণ হল। ঘটনাক্রমে তাঁদের দৃষ্টি বিনিময় হয়। খাদীজার হৃদয়ে উষ্ণ শিহরণ অনুভূত হয়, সে কথাও যেন তাঁর মনে হল। পঁচিশ বছরের যুবক এবং আজকের পরিণত বয়স্ক মুহাম্মদকে তিনি যেন চোখের সামনেই প্রত্যক্ষ করছেন। তাঁর চাহনিতে যেন সে কথাই প্রকাশ পাচ্ছিল।

খাদীজার মনে হল, 'মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা। তবে তিনি শুধুমাত্র মানুষ নন - সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক ওপরে। শতাব্দীর শৃংখল তিনি ভেঙে দিয়েছেন তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব দিয়ে। তাঁর জীবন মানবেতিহাসের একটা অধ্যায়।'

সম্ভবতঃ এসব চিন্তা তাঁর মনে যে আনন্দের বারতা বয়ে এনেছিল, তার স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায় তাঁর চেহারায়।

সিরিয়া সফরের সময় মুহাম্মদ-এর দীর্ঘ অনুপস্থিতি, তাঁর ফিরে আসার প্রতীক্ষায় থাকা, তাঁর মাধ্যমে ব্যবসায়ে প্রচুর লাভের কথা, তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর

www.pathagar.com

মায়সারার কাছ থেকে শোনা খ্রিস্টান পাদ্রি বুহাইরার কথা - এসব স্মৃতি তাঁর মনের পর্দায় যেন স্পষ্ট অথচ দ্রুত ভেসে উঠল। মুহাম্মদ-এর কাছে তিনি নাফিসাকে পাঠিয়েছিলেন - মুহাম্মদ তাঁকে বিয়ে করতে রাজি আছেন কিনা তা জিজ্ঞাসা করার জন্য। সেদিনের সেই আনন্দমুখর ঘটনার কথাও তাঁর মনে হল। তাঁর চাচা আসাদের পুত্র উমরের তত্ত্বাবধানে সেদিনকার সেই বিবাহ পরবর্তী ভোজের কথা, সেই ভোজসভায় হামযা ও আবু তালিবের উপস্থিতির কথা তাঁর মনে পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি অনুভব করলেন, মুহাম্মদ-এর হাত তাঁর সাদা চুলের ওপর। আলতোভাবে তিনি চুলের ওপর হাত বুলাচ্ছেন। মুহাম্মদ-এর সাথে বিয়ে হওয়ার পরের কথা - তাঁর সততা ও দয়ার কথা, প্রথম দিকে হেরা পর্বতে তাঁর যাতায়া-তের কথা, ওহী নাযিল হওয়ার প্রথম রাতের কথা, পবিত্র কুরআনের প্রথম আয়াত নাযিল হওয়ার সেই প্রত্যুষের কথা, চাচাত ভাই ওয়ারাকার কথা এবং কুরাইশ-দের মধ্যে অনেকের একে একে ইসলাম গ্রহণের কথা - মুহাম্মদ-এর সাথে তাঁর পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবনের কথা সব যেন একে একে মনে হল তাঁর।

হঠাৎ তিনি দেখলেন, সমস্ত পৃথিবীটা যেন দুলছে এবং এ পৃথিবীর ওপরে খোদিত রয়েছে 'মুহাম্মদ - আল্লাহর নবী'। মনে হল, তাঁর আত্মা দেহ থেকে মুক্ত হল এবং মুহাম্মদ তাঁর আলোকিত হাত দিয়ে তা বেহেশতের দিকে ও তাঁর (খাদীজার) শাশ্বত সৃষ্টিকর্তার দিকে তুলে ধরলেন। খাদীজার মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্গত হল ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই; আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর নবী।"

মুহাম্মদ তাঁর মুখ দিয়ে খাদীজার চিবুক স্পর্শ করলেন ও তাঁর কপাল চুম্বন করলেন। শেষবারের মত খাদীজা মৃদু হাসলেন। তাঁর চোখের পাতা আস্তে আস্তে বুজে এল।

মুহাম্মদ-এর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ল। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হল ঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন (আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব)।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ-এর জীবনের দুঃখের দিনগুলো

'আল্লাহর নবীর বিশ্বাস ও ইচ্ছাশক্তি পরিণামে সব কিছুর ওপর প্রভাব বিস্তার করবে। তিনি তাঁর সম্মুখে, মাথার ওপরে, চলার পথে - সর্বত্রই আল্লাহকে দেখতে পান।'

- আবু বকর

খাদীজার মৃত্যুর সাথে সাথেই মুহাম্মদ-এর গৃহের প্রদীপ নির্বাপিত হল। খাদীজা ও আবু তালিব ছিলেন তাঁর দু'জন শক্তিশালী সমর্থক। একজন তাঁকে আশ্রয় দেন নিজস্ব প্রভাব অক্ষুন্ন রাখতে, আর অন্যজন তাঁকে তাঁর অর্থ ও নৈতিক সম্পদ দিয়ে রক্ষা করেন। এ দু'জনের মৃত্যুতে মুহাম্মদ গভীর দুঃখে পতিত হলেন। পরবর্তীকালে তিনি এ বছরকে আখ্যায়িত করেন 'দুঃখের বছর' বলে। মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখার আগ্রহও তিনি এ সময় হারিয়ে ফেলেন। সব সময় তিনি গৃহে অবস্থান করতেন। প্রয়োজন হলে তাঁর অনুসারীরা তাঁর সাথে এসে দেখা করে যেতেন।

পর পর দু'টো দুঃখজনক মৃত্যুর পরেও তাঁর শত্রুরা চুপ করে বসে ছিল না। তারা এবার সরাসরি তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করল। তারা তাঁকে দেখলেই উপহাস করত, শিশু ও মেয়েদের তারা তাঁর দিকে পাথর নিক্ষেপ ও তাঁর ওপর ময়লা ফেলার জন্য উৎসাহ দিত। এদের দলনেত্রী ছিল আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল। মুহাম্মদকে কষ্ট দেওয়ার জন্য সে তার সব দুরভিসন্ধি কার্যকর করল।

একদিন মুহাম্মদ বাড়ি ফিরলেন। নিত্যদিনের মত সেদিনও তাঁর দেহে ছিল দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনা। তাঁর বিরোধীরা তাঁকে লক্ষ্য করে এসব নিক্ষেপ করেছিল। মাতার শোকে মূহ্যমান ফাতিমা কাছে ছুটে এসে জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললেন। পিতার মুখমন্ডল ও কাপড়ে যেসব ময়লা-আবর্জনা লেগেছিল, তা তিনি সযত্নে মুছে দিলেন।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ বললেন ঃ "ভয় কর না, দুঃখ কর না কন্যা আমার! আল্লাহ তোমার পিতাকে রক্ষা করবেন।" ছোট এ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন হাকিমের কন্যা খাওলা। খাদীজার মৃত্যুর পর তিনিই মুহাম্মদ-এর সংসারের বেশিরভাগ কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন। এ বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর তিনি ঘটনাটি আবু বকর, তালহা ও জুবায়েরের কাছে ব্যক্ত করেন।

আবু বকর বললেন ঃ "আল্লাহর নবীর এ বিশ্বাস ও ইচ্ছাশক্তি পরিণামে সব কিছুর ওপর প্রভাব বিস্তার করবে। তিনি তাঁর সম্মুখে, মাথার ওপর, চলার পথে - সর্বত্রই আল্লাহকে দেখতে পান।"

জুবায়ের বললেন ঃ "তিনি যে পথে একবার যাত্রা করেন, সে পথ থেকে পশ্চাদপসরণ করেন না।"

তালহা বললেন ঃ "নবীরা হলেন আগুনে পরীক্ষিত সোনার মত। নবীদের জন্য দুঃখ-কষ্ট হল তাঁদের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য আগুনে পোড়ার মত।"

আবু তালিব ও খাদীজার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই পরিস্থিতি এমন খারাপের দিকে মোড় নিল যে, মুহাম্মদ-এর একদল অনুসারীকে পুনরায় আবিসিনিয়ার দুর্গম পথে স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হল। ঐ দলে ছিল কমপক্ষে আশিজন লোক। এদের মধ্যে ছিল শিশু ও মহিলা।

মুহাম্মদ তাঁর শহরবাসীর ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেললেন। তাঁর মনে হল, মক্কায় থেকে তখন আর কোন লাভ হবে না। মক্কার বাইরে বিভিন্ন গোত্রের লোকদের মধ্যে গিয়ে তিনি তাদের এক আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

একদিন তিনি তাঁর অনুসারীদের কাউকে কিছু না বলে তায়েফ-এ গেলেন। তায়েফ ছিল হেজাযের একটা আকর্ষণীয় অঞ্চলে অবস্থিত এবং এর আয়তন ছিল মক্কার প্রায় সমান। এ শহরের গাছ, বিশুদ্ধ পানি, প্রচুর ফল, আঙ্গুর বাগান ও অন্যান্য ফলের বাগান এবং ঠান্ডা ও সতেজ আবহাওয়ার জন্য স্থানটি মক্কাবাসী-দের গ্রীষ্মকালীন আবাস হিসেবে পরিগণিত হয়। শহরটি ছিল সমুদ্র স্তর থেকে পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত। মক্কা থেকে শহরটি প্রায় একদিনের পথ।

মক্কার অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকদের এ শহরে ফলের বাগান ছিল। গ্রীষ্মকালে মক্কার শুষ্ক আবহাওয়া থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তারা প্রায়ই সবুজ ও আনন্দপূর্ণ এ 'স্বর্গে' অবকাশ যাপনের জন্য যেত। তারা শুধু শহরের পিচ ফল, আঙ্গুর ও অন্যান্য সুস্বাদু ফলের আস্বাদই গ্রহণ করার সুযোগ পেত না, ঐ শহরের পৃষ্ঠপোষক দেবী লাত-এর উদ্দেশ্যে সম্মান প্রদর্শনেরও তারা সুযোগ পেত। ঐ দেবীর অবস্থানস্থল চিহ্নিতকল্পে তথায় একটা প্রায় চতুষ্কোণ ধরনের পাথরও ছিল। তায়েফ শহরে ধর্মপ্রচারের ইচ্ছা মুহাম্মদ-এর ছিল। ঐ শহরের অধিবাসী ছাকিফ্

www.pathagar.com

গোত্রের মন জয় করার অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল। তাদের সাহায্যেই তিনি মক্কার লোকদের এক আল্লাহর ইবাদত করাতে সমর্থ হবেন বলে আশাও করেছিলেন। অত্যন্ত ভেবে-চিন্তে তিনি তাঁর পরিকল্পনা করেন এবং তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

নিজ শহর মক্কা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এ 'স্বর্গের শহরে' তিনি তিন দিন ও তিন রাত অবস্থান করেন। তায়েফে পৌঁছে তিনি ছাকিফ গোত্রের একজন নেতা আবদ ইয়ালিল-এর গৃহে যান। তাঁকে তৎক্ষণাৎ অতিথিদের জন্য নির্ধারিত কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তখন অনেক লোক বসে ছিল। নতুন একজন লোকের আগমনে তারা সবাই তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। মুহাম্মদ-এর প্রথম অভিবাদন 'আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক' এ কথায় তারা অবাক হল। কারণ এ ধরনের অভিবাদন তাদের কাছে ছিল অপরিচিত।

মুহাম্মদ অত্যন্ত বিনীতভাবে কামরার কোণে গিয়ে বসলেন। আবদ ইয়ালিল তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

মুহাম্মদ আসন গ্রহণ করার পর আবদ ইয়ালিল তাঁকে জিজ্ঞাসা করল ঃ "আপনি কোথা থেকে এসেছেন?"

"মক্কা থেকে।"

"আপনি কোন্ গোত্রের লোক?"

"কুরাইশ গোত্রের।"

"কোন্ গোষ্ঠীর লোক?"

"হাশিম গোষ্ঠীর।"

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইলেন।

আবদ ইয়ালিল জিজ্ঞাসা করল ঃ "আপনার নাম কী?"

"আমি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ।"

আবদ ইয়ালিল তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করল ঃ "যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবি করে, আপনি কি সেই ব্যক্তি? আপনিই কি মক্কা শহরে সব ধরনের গোলমালের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন?"

মুহাম্মদ উত্তর দিলেন ঃ "হ্যাঁ আমিই। আমিই আল্লাহর নবী। আরববাসীকে পরিচালিত করার জন্য আমাকে নিয়োগ করা হয়েছে। একথা মনে করেই আমি আপনাদের কাছে এসেছি। সুখ ও শান্তির পথে চলার জন্য আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি আমাকে অনুসরণ করার।"

ঘরের এক কোণা থেকে একজন বৃদ্ধলোক উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন ঃ

"আপনার কাছে ওয়ালিদ বিন মুগীরা কি জিজ্ঞাসা করেছিল যে, 'কুরাইশ গোত্রের এত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা ছাকিফ গোত্রের সম্মানীয় নেতা মাসুদের পুত্র উরুয়ার কাছে কুরআন অবতীর্ণ না হয়ে আপনার মত একজন লোকের কাছে তা

www.pathagar.com

অবতীর্ণ হল কেন?' একথা কি সত্য, ঐ প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছিলেন ঃ 'কিন্তু সত্য যখন তাদের নিকটে উপস্থিত হল, তারা বলতে লাগল, এ তো যাদু এবং আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। তারা আরও বলল, (মক্কা ও তায়েফ) এ দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী বড় লোকের ওপর এ কুরআন কেন নাযিল হয়নি? এরা কি তোমার প্রভুর দয়া বিতরণ করার অধিকারী? আমিই তাদের মধ্যে এ দুনিয়ায় জীবিকা বন্টন করে দেই এবং তাদের একজনকে অন্যজনের ওপর মর্যাদায় উন্নত করি এ হেতু যে, তারা একে অন্যের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে; কিন্তু (দুনিয়ার ধন-দৌলত) তারা যা জমা করে রাখছে, তোমার প্রভুর দয়া তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর।" কুরআন - সূরা ৪৩ ঃ ৩০-৩২

বৃদ্ধ লোকটি চুপ করলেন।

পরে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "মুহাম্মদ, এসব কথা কি আপনি বলেছিলেন?"

মুহাম্মদ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন ঃ "হ্যাঁ। আপনি যেসব কথা বললেন, তা আল্লাহর কথা - কথাগুলো আমার মুখ থেকেই নির্গত হয়েছিল। আপনি যে কথা বললেন, তার বাকিটা আমার মুখ থেকে শুনুন।"

কয়েক মুহূর্ত তিনি চুপ করে রইলেন। তারপর তিনি তাঁর সুললিত কণ্ঠে পাঠ করলেন ঃ "সত্য প্রত্যাখ্যানে সব লোক একদল হয়ে যাবে, এ আশংকা না থাকলে দয়াময় আল্লাহকে যারা অস্বীকার করছে, তাদেরকে তিনি ওদের গৃহের জন্যে রৌপ্যনির্মিত সিঁড়ি দিতেন; দিতেন রৌপ্য নির্মিত দরজা, বিশ্রামের জন্য পালংক এবং স্বর্ণালংকার। কিন্তু এসব তো এ দুনিয়ার ভোগসম্ভার মাত্র। কিন্তু সাবধানী-গণের জন্য অবশ্য তোমার প্রভুর নিকটে আখেরাতের কল্যাণ রয়েছে। আর যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিযুক্ত করে দেই, তখন সে তার স্থায়ী সঙ্গী হয়ে যায়। এবং এরাই (কুসঙ্গীরা) তাদেরকে সত্য পথ থেকে বিরত রাখে। কিন্তু তারা মনে করে যে, তারা ঠিক পথেই চলছে। অবশেষে যখন তাদের কেউ আমার নিকট আসবে, তখন তারা একজন অপর-জনকে বলবে, 'হায়, আক্ষেপ! যদি তোমার ও তোমার মধ্যে সূর্যোদয়ের স্থল ও অস্তঃস্থলের ব্যবধান হয়ে যেত! তুমি অবশ্যই বড় মন্দ সাথী। আর (তাদের বলা হবে) তোমরা দুনিয়ায় সীমা লংঘন করেছ, আজ তোমাদের এ অনুতাপে কোন ফল হবে না, কারণ তোমাদের উভয়েই তো শাস্তির ব্যাপারে পরস্পর অংশীদার। 'হে মুহাম্মদ! তুমি কি বধিরকে শুনাতে পারবে কিংবা অন্ধকে এবং যে ব্যক্তি সুস্পষ্ট ভুলের মধ্যে আছে, সেই ব্যক্তিকে পথ দেখাতে পারবে? তবে হয় আমি তোমাকে (দুনিয়া হতে) নিয়ে যাব, তৎপর তাদের হতে প্রতিশোধ নেব। অথবা তাদেরকে যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছি, তোমাকে তা দেখাব। কেননা তাদের ওপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। অতএব, তোমার প্রতি যা ওহীযোগে পাঠানো

www.pathagar.com

হয়েছে, তা শক্ত করে ধারণ করে থাক; নিশ্চয় তুমি সরল পথেই আছ। বস্তুতঃ এটা তোমার জন্য ও তোমার জাতির জন্য মহা উপদেশ এবং অবশ্যই তোমাদের সকলকে এ বিষয়ে কৈফিয়ত দিতে হবে।" কুরআন - সূরা ৪৩ ঃ ৩৩-৪৪

আবদ ইয়ালিল ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। যারা এসব কথা শুনল, তাদের ওপর এর প্রভাব হতে পারে চিন্তা করে সে ভীত হল।

বেশ কয়েকজন আরববাসী মুহাম্মদ-এর দিকে এগিয়ে এসে বসল। মুহাম্মদ যে কথা বললেন, তা তারা নিজেদের মধ্যে আস্তে আস্তে আলোচনা করতে লাগল। অনেকে মাথা নত করে পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করল অর্থাৎ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হল।

আবদ ইয়ালিলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যে, মুহাম্মদ-এর যাদুবিদ্যার ক্ষমতা আছে এবং তাঁর কথায় এমন শক্তি আছে, যা পিতা ও পুত্র, ভাই ও বোনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে। মুহাম্মদ-এর কথা উপস্থিত লোকদের ওপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে, তা সে নিজের চোখেই প্রত্যক্ষ করল।

সে চিৎকার করে উঠল। বলল ঃ "যথেষ্ট হয়েছে। তোমার বাকি কথা আর আমি শুনতে চাই নে। আমার আরেকটি প্রশ্ন আছে।"

আবদ ইয়ালিলের রূঢ় ব্যবহারে মুহাম্মদ বিরক্ত হলেন। তিনি নিজেকে সংযত করে আবেগজড়িত কণ্ঠে তাকে তার কথা বলতে বললেন।

আবদ ইয়ালিল উপহাস করে বলল ঃ "আল্লাহ্ কি তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে তোমাকে ছাড়া অন্য কোন ভাল লোককে পান নি?"

আবদ ইয়ালিল-এর এক ভাই বলল ঃ "তুমি কি কা'বা গৃহের আবরণ ছিঁড়ে ফেলনি? আল্লাহ তোমাকে নিয়োগ করল কিভাবে?"

আবদ ইয়ালিল-এর অপর এক ভাই বলল ঃ "তোমার সাথে আমাদের আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি বলছ, তুমি আল্লাহর নবী। একথা যদি সত্যি হয়, তাহলে তুমি এত ওপরের লোক যে, তোমার সাথে আমাদের কথা বলা ঠিক নয়। আর যদি তুমি মিথ্যা কথা বল, আর আল্লাহর নাম বৃথাই উচ্চারণ কর, তাহলে তুমি আমাদের ঘৃণারও অযোগ্য।"

মুহাম্মদ পবিত্র কুরআনের আবেগময় আয়াত পাঠ করে তাদের অন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

ছাকিফ গোত্রের লোকদের পেশা ছিল কাঠ-কয়লা পোড়ানো। সত্যি তাদের অন্তর কয়লার মত কালো হয়ে গিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে আরও বলা হয়ে থাকে, আবরাহা যখন আরব আক্রমণ করে তায়েফে অনুপ্রবেশ করে, তখন তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাবার জন্য এ গোত্রের লোকেরা মাসুদ বিন মু'তাব ও তায়েফের কয়েকজন নেতাকে পাঠিয়েছিল। বিজেতার সম্মুখে অবনত হয়ে মাসুদ বলে ঃ

www.pathagar.com

“আমরা তোমার ভৃত্য, আমরা তোমার আদেশ মেনে চলব, তুমি যা বলবে আমরা তা পালন করব। আমরা তোমাকে অপমান করিনি। তুমি আমাদের ঘর-বাড়ির ওপর অশুভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না বলে আমরা আশা করি। তুমি বরং মক্কায় গিয়ে তাদের ঘর-বাড়ি তাদের মাথার ওপর ভেঙে ফেল। আমরা তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত; মক্কার পথ চিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা তোমাকে একজন পথ প্রদর্শক দেওয়ার জন্যও প্রস্তুত আছি।”

আবরাহার বাহিনীর সাথে জনৈক আবু রিগালকে পথপ্রদর্শক হিসেবে পাঠান হয়। মক্কা শহরের কয়েক মাইল দুরে ‘আল মুগাম্মাস’ নামক স্থান পর্যন্ত সে তাদেরকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যায়। সেই রাতে আবু রিগাল রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করে। এ ঘটনার বেশ কয়েক বছর পরে আরববাসীরা তার কবরে পাথর নিক্ষেপ শুরু করে। এটাই ছিল তায়েফবাসীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মুহাম্মদ যখন শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন, তখন তিনি সেই স্থান ত্যাগ করতে সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি তাদের শুধু একটা অনুরোধ জানালেন। তাঁর আগমন বার্তা অন্য কারও কাছে প্রকাশ না করার জন্য তিনি তাদের অনুরোধ করলেন। তারা মুহাম্মদ-এর অনুরোধ এ শর্তে মানতে রাজি হল যে, তাঁকে অনতিবিলম্বে তায়েফ ত্যাগ করে নিজ শহরে চলে যেতে হবে।

তৎসত্ত্বেও মুহাম্মদ তায়েফে কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং যাকে দেখতে পান, তাকেই ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। কিন্তু কারও কাছে থেকেই তিনি অনুকূল সাড়া পেলেন না। অবশেষে তায়েফের নেতারা তাদের কতিপয় লোককে মুহাম্মদকে শহর থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য পাঠাল।

মুহাম্মদ তায়েফে ঠিক কোন্ স্থানে বাস করতেন, তা আমরা জানিনে। যেখানেই তিনি বাস করুন না কেন, তাঁর প্রত্যাবর্তনের দিন তায়েফের নেতারা রাস্তার দু’ধারে গুন্ডা প্রকৃতির লোক নিয়োগ করে। এ লোকগুলো মুহাম্মদকে ভর্ৎসনা করে ও নানা ধরনের অপমানসূচক কথা বলে। আস্তে আস্তে লোকের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। লোকগুলো মুহাম্মদ-এর দিকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। তারা মুহাম্মদ-এর পায়ের দিকে লক্ষ্য করে পাথর মারে। অচিরেই তাঁর পদদ্বয় থেকে রক্ত ঝরতে থাকে, পায়ের মোজা ও জুতা রক্তে রঞ্জিত হয়। কয়েক স্থানের আঘাত এত বেশি ছিল যে, হাড়ও দেখা যাচ্ছিল। এ উন্মত্ত জনতার মধ্যে আটকে পড়ে মুহাম্মদ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারলেন না, অন্যদিকে পাথরের আঘাতে তিনি ভীষণ যন্ত্রণা পাচ্ছিলেন। হতাশায় তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। এ অবস্থায়ও দুর্বৃত্তরা তাঁকে রেহাই দিল না, তাঁকে একলা রেখেও চলে গেল না। তাঁকে সাহায্য করার ভান করে তারা তাঁকে ঘিরে ধরল ও তাঁকে দাঁড়াতে বাধ্য করল। মুহাম্মদ নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেই আবার পাথর নিক্ষেপ শুরু হল। ছোট-বড় পাথর তাঁর ওপর অবিরামভাবে বর্ষিত হল, সমস্ত

www.pathagar.com

শরীরেই তিনি বেদনা অনুভব করলেন। ছোট ছোট শিশুরাও বড়দের সাহায্য করছিল, নিজেকে রক্ষা করার মুহাম্মদ-এর প্রচেষ্টাকেও তারা উপহাস করল।

যন্ত্রণাকাতর মুহাম্মদ হোঁচট খেতে খেতে চলতে শুরু করলেন। শহর থেকে তাড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত লোকগুলো তাঁকে অনুসরণ করল। পথিককে কুকুর যেমন তাড়া করে, জনতাও তেমনি মুহাম্মদকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল শহরের প্রান্তসীমা পর্যন্ত। শহরের সীমানা পেরিয়ে যাওয়ার পর লোকগুলো আস্তে আস্তে তাঁকে ত্যাগ করল।

এসময় শহরের কয়েকজন বৃদ্ধ লোক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মুহাম্মদ-এর আক্রমণকারীদের তাড়িয়ে দিল। এ স্থান থেকে সামান্য দূরেই ছিল সায়েবা ও উৎবার বিরাট ফলের বাগান। ঐ দু'জন লোককে মুহাম্মদ হঠাৎ দেখতে পেলেন। তারা তাদের বাগানের সামনে দাঁড়িয়ে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিল। উন্মত্ত জনতার হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার চেয়ে মুহাম্মদ ঐ দু'জন লোককে দেখার পর অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। সায়েবা ও উৎবা তাঁর প্রতি যে সব সময় শত্রুভাবাপন্ন ছিল, তা তিনি জানতেন। ঐ দু'জন লোক মুহাম্মদ-এর অন্তরে যে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, তা পায়ের গভীরে ক্ষতের চেয়ে অনেক বেশি বেদনাদায়ক। তিনি আসমানের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন ঃ

'হে প্রভু! আমার অসহায়ত্ব, আমার দুর্বলতা ও মানবজাতির কাছে আমার তুচ্ছতা সম্পর্কে আমি তোমার কাছে ফরিয়াদ করছি। তুমি গরীব ও দুর্বলদের প্রভু, তুমি আমারও প্রভু। কাদের হাতে তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়েছ? সেসব আগন্তুকের হাতে, যারা আমাকে ঘিরে রেখেছে অথবা সেসব শত্রুদের মাঝে, যাদেরকে তুমি আমাদের দেশে আমার ওপর প্রভুত্ব করার অধিকার দিয়েছ? তোমার অভিশাপ আমার ওপর পতিত না হলে আমার উদ্বেগের কোন কারণ নেই। তোমার অনুগ্রহ আমার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। তোমার অনুগ্রহের আলোকে আমাকে আশ্রয় দাও। তুমিই অন্ধকারকে দূর করে দাও, তুমিই শান্তি দাও এ দুনিয়া ও আখেরাতে। তোমার অভিশাপের ভার আমার ওপর চাপিয়ে দিও না, আমার ওপর রাগ কর না। তোমার যেমন রাগ করার ক্ষমতা আছে, তেমনি তুমি সন্তুষ্টও হতে পার। তুমি ছাড়া আমার আর কোন শক্তি নেই, আর কোন আশ্রয় নেই।'

মুহাম্মদ-এর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে আসা এ কথাগুলো আর কেউ শুনতে পেল না। দু'জন বৃদ্ধ লোক মুহাম্মদের হাত ধরে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরাই এ কান্না শুনতে পেলেন। একই সময় আল্লাহ্ উৎবা ও সায়েবার হৃদয়ে মুহাম্মদ-এর দুঃখ বোঝার শক্তি দিলেন এবং তারা তাদের ভৃত্য আদ্দাসকে ডেকে মুহাম্মদ-এর জন্য এক ঝাঁকা আঙ্গুর নিয়ে যাওয়ার কথা বলল। আদ্দাস একটা পাত্রে করে মুহাম্মদ-এর জন্য আঙ্গুর নিয়ে গেল। মুহাম্মদ তা স্পর্শ করার আগে বললেন, 'আল্লাহর নামে'।

আদ্দাস আকৃষ্ট হয়ে মুহাম্মদ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

www.pathagar.com

সে বলল ঃ "এ ধরনের কথা আমাদের শহরে একেবারে অবিদিত।"

মুহাম্মদ বললেন ঃ "কোন্ শহরে, তোমরা কোন্ ধর্মে বিশ্বাসী?"

আদ্দাস উত্তর দিল ঃ "নিনেভে শহরে। আমি খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাসী।"

"মাত্তাই-এর পুত্র ধার্মিক ইউনুসের শহর।"

আদ্দাস অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল ঃ "মাত্তাই-এর পুত্র ইউনুসের কথা আপনি কোথায় শুনেছেন? নিনেভে শহরে আমি এমন দশজন লোককে চিনি নে, যারা মাত্তাই-এর কথা জানে। আপনি অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকের মাঝে বাস করে মাত্তাই-এর পুত্রের কথা জানলেন কী করে? আমি নিশ্চিত, আপনি যেখানে বাস করেন, সেখানকার লোক লিখতে-পড়তে পারে না।"

মুহাম্মদ উত্তর দিলেন ঃ "আমার ভাই ইউনুস হলেন আল্লাহর নবী, যেমন আমি একজন আল্লাহর নবী। একথা সত্য যে, আমি অশিক্ষিত। কিন্তু আমি ইউনুসের কাহিনী জানি। লোকেরা তাঁকে ত্যাগ করলে তিনি তাদের আল্লাহর শাস্তির সংবাদ দেন এবং বলেন, আল্লাহর শাস্তি তাদের ওপর চল্লিশ দিনের মধ্যেই আপতিত হবে। এই বলে তিনি তাদের মধ্যে গেলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহ তাদের অন্তরকে অনুতপ্ত ও বিশ্বাসের আলোকে আলোকিত করলেন।"

মুহাম্মদ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর পাঠ করলেন ঃ

'আর ইউনুস, অবশ্যই আমার রসূলদের মধ্যে ছিল, যখন সে পলায়ন করে বোঝাই জাহাজে পৌঁছল, তখন লটারি করা হলে সে দোষী সাব্যস্ত হল। তখন (তাঁকে জাহাজ হতে দরিয়ায় ফেলে দেওয়া হলে) মাছ তাকে গিলে ফেলল এবং সে নিজেকে তিরস্কার করতে লাগল। অবশ্য যদি সে আল্লাহর পবিত্র মহিমা ঘোষণাকারী না হত, তবে অবশ্যই সে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত সেই মাছের পেটেই থাকত। অতঃপর আমি তাকে নিক্ষেপ করলাম এক নগ্ন তৃণহীন প্রান্তরে তার পীড়িত অবস্থায়, এবং তাকে এক লাখ বা তারও বেশি লোকের নিকট রসূলরূপে পাঠিয়েছিলাম। তখন তারা ঈমান আনল এবং আমিও তাদেরকে কিছুকাল পর্যন্ত জীবন উপভোগ করতে দিলাম।' কুরআন - সূরা ৩৭ ঃ ১৩৯-১৪৮

মুহাম্মদ চুপ করে রইলেন। মনে হল, আপন মনে তিনি সত্যের অনুসন্ধানে রত আছেন।

'নবী হওয়ার বোঝা অত্যন্ত ভারী এবং খুব কম সংখ্যক নবী তা বহন করতে পারেন। নূহ, ইবরাহীম ও মুহাম্মদ-এর মত নবীকেই আল্লাহ এ ভার বহনের ক্ষমতা দিয়েছেন।'

সম্ভবত এ ধরনের চিন্তাই তাঁর মনে স্থান পায়। আদ্দাস-এর দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বললেন ঃ 'তাদের নিকট নূহের বৃত্তান্ত বয়ান কর, যখন সে তার লোকদের বলল, হে আমার কওম! আমার অবস্থিতি এবং আল্লাহর নিদর্শন দ্বারা আমার উপদেশ দেওয়া যদি তোমাদের নিকট অসহ্য হয়, তবে আমি আল্লাহর

www.pathagar.com

প্রতি ভরসা করলাম। তোমরাও যাদেরকে শরীক করেছ, তৎসহ তোমাদের কর্তব্য স্থির করে নাও; পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে। আমার সম্বন্ধে তোমাদের কর্তব্যকর্ম নিষ্পন্ন করে ফেল এবং আমাকে অবসর দিও না।'

কুরআন - সূরা ১০ ঃ ৭১

পুনরায় তিনি কিছুক্ষণ থামলেন।

"আর আমি নূহকে তাঁর জাতির জন্য রসূল করে পাঠালাম। সে বলল, 'আমি তোমাদের স্পষ্টভাবে সতর্ক করতে এসেছি। তা এই যে, তোমরা আল্লাহকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত কর না, কেননা আমি তোমাদের সম্বন্ধে এক ভয়ংকর দিনের শাস্তির আশংকা করছি। তখন তার জাতির কাফের প্রধানরা বলল, তোমাকে তো আমাদের মত মানুষ হিসেবেই দেখতে পাচ্ছি, আর আমাদের মধ্যে বোকা ও ইতর লোকেরাই শুধু না বুঝে তোমার তাবেদারি করছে। তাছাড়া আমরা তোমাদের মধ্যে আমাদের ওপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না, বাস্তবিকপক্ষে আমরা তোমাদের মিথ্যাবাদী মনে করছি।

নূহ বলল ঃ হে আমার কওম! তোমরা বল তো, যদি আমি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর অনুগ্রহ দান করে থাকেন অথচ তোমরা যদি এ বিষয়ে জ্ঞানান্ধ হও, তবে আমি কি জোর করে তোমাদের তাতে বিশ্বাস স্থাপন করাতে পারব, যখন তোমরা তা অপছন্দ করছ? আর হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন ধন-দৌলত চাই না। আমার পুরস্কার শুধু আল্লাহর কাছে। কিন্তু যারা ঈমানদার, আমি তাদের তাড়াতে পারি নে, কেননা তারা তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবে, কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই মুর্খ সম্প্রদায়। এবং হে আমার কওম! আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দেই, তাহলে কে আমাকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করবে? তোমরা কি এতটুকু উপদেশও বোঝ না?

আর আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন-ভান্ডার আছে এবং আমি গায়েবী খবরও জানি না এবং আমি এ-ও বলি না যে, আমি ফেরেশতা এবং যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করছ, আল্লাহ তাদের অমঙ্গল করবেন - আল্লাহই ভাল জানেন তাদের মনে কী আছে। যদি আমি তা করি, তবে আমি অবশ্যই জালিমদের অন্তর্গত হয়ে যাব। তারা জওয়াব দিল, 'হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে বিতর্ক করেছ এবং ঝগড়া করেছ অতিমাত্রায়। সুতরাং তুমি উপস্থিত কর আমাদের নিকট, যার ভয় দেখাচ্ছ; যদি তুমি সত্যবাদী হও। নূহ বলল, আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তাকে উপস্থিত করবেন, যদি তিনি তা ইচ্ছা করেন এবং তখন তোমরা তাকে বাধা দিয়ে বারণ করতে পারবে না। এবং আমার কোন নসীহত তোমাদের কোন কাজে আসবে না, আমি যতই তোমাদের উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি না কেন, যদি আল্লাহ তোমাদের বিপথগামী করতে ইচ্ছা করেন; তিনি

www.pathagar.com

তোমাদের প্রভু এবং তাঁরই নিকট তোমাদের ফিরতে হবে। তারা কি বলছে, সে তা নিজে তৈরি করেছে। তুমি বল, যদি আমি রচনা করে থাকি, তবে আমার পাপের দায়ী আমি, কিন্তু তোমরা যে পাপ করেছ, আমি তা হতে মুক্ত। আর নূহকে ওহী নাযিল করে বলা হল, যারা ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া তোমার সমাজের অন্য কেউ ঈমান আনবে না। অতএব তুমি তাদের কাজকর্মের জন্য দুঃখ কর না। তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার হুকুম অনুসারে একখানা জাহাজ তৈরি কর; কিন্তু যারা জুলুম করেছে, তাদের সম্বন্ধে আর আমাকে অনুরোধ কর না, কেননা তারা তো পানিতে নিমজ্জিত হবেই।

এবং নূহ জাহাজ তৈরি করতে শুরু করল এবং যখনই তার জাতির প্রধান লোকেরা তার নিকট দিয়ে যেত, তাকে ঠাট্টা করত। সে বলত, যদিও তোমরা আমাদের ঠাট্টা করছ, আমরাও তোমাদের এভাবে ঠাট্টা করব, যেমন তোমরা করছ। কিন্তু শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, কার ওপর লাঞ্ছনাজনক শাস্তি আসে এবং চিরস্থায়ী সাজা কার ওপর দেওয়া হয়। অবশেষে যখন আমার হুকুম উপস্থিত হল এবং চুলার পানি সজোরে উথলে উঠল, তখন আমি বললাম, 'তুমি জাহাজে তুলে নাও প্রত্যেক রকমের একজোড়া পুরুষ ও স্ত্রী এবং পরিবারবর্গ ও ঈমান-দারগণ এবং শুধু বাদ পড়বে যার সম্বন্ধে আল্লাহর আযাবের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এবং অতি অল্প লোকই তার সঙ্গে ঈমান এনেছিল। তখন নূহ বলল, 'তোমরা আল্লাহর নামে এতে আরোহণ কর, তা চলুক কিংবা স্থিরই থাকুক। নিশ্চয়ই আমার প্রভু ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। এবং তা তাদের নিয়ে পাহাড়ের মত ঢেউ-এর মধ্যে চলতে লাগল। নূহ তার পুত্রকে ডাক দিল এবং সে ছিল জাহাজের বাইরে, 'হে পুত্র! আমাদের সঙ্গে জাহাজে চড় এবং কাফেরদের সাথে থেক না। সে বলল, 'আমি পাহাড়ে আশ্রয় নিচ্ছি, যা আমাকে বন্যার পানি হতে রক্ষা করবে।' নূহ বলল, 'আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করবেন, সে ছাড়া আল্লাহর শাস্তি হতে আর কারও রক্ষা নেই।' এমন সময় তাদের মধ্যে এক ঢেউ এসে পৌঁছল এবং আর-আর লোকের সাথে সেও ডুবে গেল। তখন বলা হল, হে যমীন! তোমার পানি শুকিয়ে নাও এবং হে আসমান তোমার বৃষ্টি বন্ধ কর। তখন পানি শুকিয়ে গেল এবং কার্য সমাধা হল। এবং জাহাজ গিয়ে জুদী পাহাড়ের ওপর স্থির হল.....।"

কুরআন - সূরা ১১ ঃ ২৫-৪৪

মুহাম্মদ আবার কিছুক্ষণ থামলেন। তারপর আবার পাঠ করলেন ঃ

"এবং আদ জাতির নিকট পাঠিয়েছিলাম তোমাদের এক ভাই হূদকে। সে বলল, হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য কোন মাবুদ নেই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী। হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন পুরস্কার চাই না। আমার পুরস্কার তো তাঁর নিকট পাব, যিনি আমাকে পয়দা করেছেন। তোমরা কি এখনো

www.pathagar.com

বুঝছ না? এবং হে আমার ভাই সকল! তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর নিকট তওবা কর। তিনি আসমানকে তোমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করতে পাঠাবেন এবং তোমাদের শক্তির ওপর আরও শক্তি বাড়িয়ে দেবেন। অতএব, তোমরা ফিরে গিয়ে গুনাহর কাজে লিপ্ত থেক না।' তারা বলল, 'হে হুদ! তুমি তো আমাদের ওপর কোন স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করনি; (কাজেই) আমরা তোমার কথায় আমাদের দেবতাদেরকে ত্যাগ করব না এবং তোমার ওপরেও ঈমান আনব না। আমরা তো বলি যে, আমাদের কোন দেবতা তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে।' সে বলল, আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে, তোমরা আল্লাহ ভিন্ন যার শরীক করছ, আমি তার বিপক্ষে আছি।''

কুরআন - সূরা ১১ ঃ ৫০-৫৪

মুহাম্মদ পুনরায় থামলেন। আদ্দাস তাঁর কথায় বিমোহিত হয়ে গেল। সে কথা বলার উপক্রম করতেই মুহাম্মদ বলতে শুরু করলেন ঃ ''নিশ্চয়ই ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে তোমাদের অনুসরণের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। যখন তারা তাদের জাতিকে বলল, 'নিশ্চয় তোমাদের সাথে এবং খোদা ভিন্ন তোমরা যাদের পূজা করছ, তাদের সাথে আমাদের কখনো কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের ধর্মকে অস্বীকার করছি এবং তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকাল শত্রুতা ও বিদ্বেষ বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ না তোমরা একমাত্র আল্লাহর ওপর ঈমান আন।' কিন্তু তখন ইবরাহীম তার বাপকে বলল, 'আমি নিশ্চয় তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব আল্লাহর কাছে, তোমার জন্য করার মত আর কিছুই নেই। হে আমাদের প্রভু! তোমারই ওপর আমরা ভরসা করেছি এবং তোমারই দিকে আমরা নত মুখে ফিরলাম এবং তোমারই দিকে আমাদের শেষ প্রত্যাবর্তন।''

কুরআন - সূরা ৬০ ঃ ৪

মুহাম্মদ আবার থামলেন। তৎপর বললেন ঃ 'অতএব, তুমি ধৈর্য অবলম্বন কর, যেমন দৃঢ়চিত্ত রসূলগণ ধৈর্য অবলম্বন করেছিলেন এবং এদের শাস্তির জন্য তাড়াতাড়ি কর না। এদেরকে যার ভয় দেখানো হচ্ছে, যেদিন এরা তা দেখবে, (মনে করবে) একদন্ড মাত্র তারা (দুনিয়াতে) অবস্থান করেছিল। এ এক ঘোষণা; কিন্তু যারা এর সীমানার বাইরে যাবে, তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে।''

কুরআন - সূরা ৪৬ ঃ ৩৫

মুহাম্মদ মাথা অবনত করে চুপ করে রইলেন। শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আদ্দাস মুহাম্মদ-এর হাত চুম্বন করল। দূর থেকে উৎবা ও সায়েবা এ দৃশ্য বিশেষ কৌতুকের সাথে উপভোগ করল।

'দেখছ তো, মুহাম্মদ কিভাবে তোমার ভৃত্যকে প্রলোভন দেখিয়ে পথভ্রষ্ট করল?'

তারা আদ্দাসকে ডেকে পাঠাল। আদ্দাস অতি ধীরে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের কাছে ফিরে গেল।

www.pathagar.com

তারা ক্রুদ্ধ হয়ে বলল ঃ "তোমাকে আমরা লোকটাকে এক ঝাঁকা আঙ্গুর দেওয়ার কথা বলেছিলাম। তার কাছে নত হওয়ার বা তার আরাধনা করার কথা বলিনি। তুমি এ কাজ করলে কেন?"

আদ্দাস দৃঢ়তার সাথে বলল ঃ "এ লোকটি একজন মহৎ লোক। সে আমাকে এমন কথা বলেছে, যা কেবল নবীরাই জানে।"

"এ লোকটার কাছে প্রতারিত হয়ো না, লোভের বশবর্তী হয়ে তোমার ধর্ম ত্যাগ কর না। সে একজন যাদুকর। তার ধর্মের চেয়ে তোমার ধর্ম অনেক বেশি মূল্যবান।"

ছাকিফ গোত্রের লোকেরা তাঁর প্রতি যে আচরণ করল, সেই করুণ স্মৃতি নিয়ে মুহাম্মদ তায়েফ ত্যাগ করলেন। মক্কার লোকেরা এ গোত্রের লোককে আরব জনগণের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে মনে করত।

একবার আবদুল্লাহ বিন ইয়াসার মক্কা ত্যাগ করে তায়েফে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ইচ্ছা পোষণ করে। এজন্য তার প্রতিবেশীরা তাকে গালাগালি দেয় ঃ "তোমার পিতৃপুরুষের শহর ত্যাগ করে কুকুর-সম ছাকিফ গোত্রের লোকদের মধ্যে বাস করা পছন্দ করলে কিভাবে?"

আবদুল্লাহ উত্তরে বলল ঃ "আমি আর মক্কায় থাকতে চাই না। এ শহরে কোন মন্দ কাজ করলে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় একশ' গুণ। অথচ ভাল কাজের বিশেষ কোন দাম নেই।"

যাহোক, মুহাম্মদ এক করুণ স্মৃতি নিয়ে তায়েফ ত্যাগ করলেন। কিন্তু নিরাশ হলেন না। এ অভিজ্ঞতার কথা তিনি কোনদিন ভোলেননি। বেশ কয়েক বছর পর আয়েশা ওহুদ যুদ্ধের চেয়ে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বেশি কষ্টদায়ক দিন কোনটি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ 'আবদ ইয়ালিল-এর অনুগ্রহে থাকার সময় তথাকার লোকদের হাতে আমি যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছি, সেই দিনগুলোই আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি কষ্টদায়ক ছিল।'

www.pathagar.com

এ লোকটি সত্য পথের পথিক

'নিশ্চয় আমরা এক আশ্চর্য কুরআনের আবৃত্তি শুনেছি, যা সুপথ দেখিয়ে থাকে। সুতরাং আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি, আর আমরা আপন প্রভুর সাথে কখনও কাউকে শরীক করব না।'

কয়লা প্রস্তুতকারীদের তাড়নায় মুহাম্মদ তায়েফ শহর ত্যাগ করেন এবং নাখলার মরুদ্যানে এসে উপস্থিত হন। মক্কা থেকে স্থানটি এক রাতের পথ। এখানে তাঁকে রাত কাটাতে হয়। সঙ্গীবিহীন একাকী মুহাম্মদ একটা গাছের তলায় শুয়ে পড়েন। প্রত্যুষের সাদা আবরণ দিগন্তে দেখা যাওয়ার পূর্বেই মুহাম্মদ-এর সুললিত কণ্ঠে আবার নীরবতা ভঙ্গ হল ঃ

''বল, ওহীর মাধ্যমে আমি অবগত হয়েছি যে, জিনদের একটি দল কুরআন পাঠ শ্রবণ করেছে এবং তাদের সম্প্রদায়ের নিকট বলেছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি, যা সঠিক পথ নির্দেশ করে, ফলে আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থির করব না। এবং এ-ও বিশ্বাস করেছি, সমুচ্চ আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা, তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি। এবং তাঁর কোন সন্তানও নেই। আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব উক্তি করত। অথচ আমরা মনে করতাম, মানুষ এবং জিন আল্লাহ্ সম্বন্ধে কখনও মিথ্যা বলতে পারে না। ওহীর মাধ্যমে আমি আরো জানতে পেরেছি, কোন কোন মানুষ কতক জিনের স্মরণ নিত, ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত। জিনেরা বলেছিল, তোমাদের মত মানুষও মনে করে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না। এবং তারা পরস্পর বলাবলি করছিল, আমরা চেয়েছিলাম, আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ; পূর্বে আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শোনার জন্য বসতাম, কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার ওপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।

www.pathagar.com

আমরা জানি না, জগতের প্রতিপালক জগদ্বাসীর অমঙ্গল চান, না তাদের মঙ্গল কামনা করেন? এবং আমাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক এর বিপরীত, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী। এখন আমরা বুঝেছি, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাভূত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও ব্যর্থ করতে পারব না তাঁর ক্ষমতাকে। আমরা যখন পথ নির্দেশক কুরআনের বাণী শুনলাম, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস করে, তার পুরস্কার লাঘবের বা শাস্তি বৃদ্ধির কোন আশঙ্কা থাকবে না। আমাদের কতক আত্মসমর্পণ-কারী এবং কতক সীমালংঘনকারী, যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বেছে নেয়। অপরপক্ষে সীমালংঘনকারী তো জাহান্নামেরই ইন্ধন। তারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তাদের আমি প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম। যদ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয়, তিনি তার দুঃসহ শাস্তির বিধান করবেন এবং আমার নিকট এ প্রকার ওহীও এসেছে যে, সিজদার স্থানসমূহ আল্লাহর জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা কাউকেও ডেকো না। ওহীর মাধ্যমে আমি এ-ও অবগত হয়েছি, যখন আল্লাহর দাস তাঁকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হল, তখন বিপুল সংখ্যক জিন কুরআন শ্রবণ করার জন্য তাঁর চারদিকে ভিড় জমাল। বল, 'আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তার সঙ্গে কাউকেও শরীক করি না।' বল, 'আমি তোমাদের ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নই।' বল, 'আল্লাহর শাস্তি হতে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। এবং আল্লাহর প্রতিকূলে আমি কোন আশ্রয়ও পাব না। কেবল আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়ার এবং তাঁর আদেশ প্রচারই আমাকে রক্ষা করবে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা বুঝতে পারবে, কোন্ পক্ষের সমর্থনকারী দুর্বলতর এবং কোন্ পক্ষ সংখ্যায় স্বল্প।' বল, 'আমি জানি না, তোমাদের যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক এর জন্য কোন দীর্ঘমেয়াদ স্থির করবেন। তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেন না তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত। সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ রসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন, রসূলগণ তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন কিনা দেখার জন্য; রসূলগণের নিকট যা আছে, তা তাঁর জ্ঞানগোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।''

কুরআন - সূরা ৭২ ঃ ১২৮

নাখলার মরুদ্যানে রাতের বাতাসে মুহাম্মদ-এর কণ্ঠ ভেসে উঠল। এ মরুদ্যানের আশপাশে বসবাসকারী লোকেরা তাঁর কণ্ঠ অবাক বিস্ময়ে শুনল। তারা শুনেছে, জিন কথা বলে। হেজায ও নজদ-এর অধিবাসীদের মনে জিন সম্পর্কে

www.pathagar.com

একটা ভীতি ছিল। দিনের আগমনে নাখলার অধিবাসীরা একত্রে মিলিত হল। রাতে শোনা আয়াত তারা পরস্পরের কাছে পাঠ করল। সব আয়াত তাদের মনে ছিল না। তাই আংশিকভাবেই তারা আবৃত্তি করল। আয়াতের কথায় তারা যেমন অবাক হল, তেমনি ভয়ও পেল। আরবের অন্যান্য লোকদের মত তারাও জিনে বিশ্বাস করত। জিনের আকৃতি সম্পর্কে প্রত্যেক গোত্রের লোকদের ই নিজস্ব একটা ধারণা ছিল। অনেকের ধারণা ছিল, জিন দেখা যায় না। তারা মানুষকে দেখতে পায়, অথচ মানুষ তাদেরকে দেখতে পায় না। অনেকের ধারণা ছিল, জিনের দেহ আগুনের তৈরি এবং তার চোখ সবার অলক্ষ্যে সতর্কতার সাথে নিকটবর্তী হয়। মানুষের জীবনের মতই জিনের জীবনকাল দীর্ঘায়িত হয়।

দিন-রাত ধরে নাখলার অধিবাসীরা এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করল। কেউ কেউ বলল, নিসিবন শহরের সাতজন জিন কুরআনের বাণীতে মোহিত হয়ে সেই রাতে মুহাম্মদ-এর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। মুহাম্মদকে সাহায্য করার অভিপ্রায়ে তারা এখন জিন বাহিনী সংগ্রহের জন্য এসেছে। তারা দাবি করল, সত্যি সত্যিই সেসব জিন যদি মুহাম্মদ-এর দলে যোগ দেয়, তাহলে তাদের বাধা দেওয়ার কোন ক্ষমতা মানুষের নেই।

মুহাম্মদ কয়েকদিন নাখলায় অবস্থান করলেন। নাখলার মানুষের অন্তরে কুরআনের বাণী ও জিনের ব্যাপারে নানা জল্পনা-কল্পনাও শুরু হল। তৎপর তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথে দেখা হল জায়েদ বিন হারিসের সাথে। জায়েদ জিজ্ঞাসা করল ঃ "যে কুরাইশরা আপনাকে মক্কা শহর থেকে বিতাড়িত করে, সেই শহরে আপনি প্রত্যাবর্তন করছেন?"

উত্তরে মুহাম্মদ বললেন ঃ "এ সমস্যার সমাধান আল্লাহ নিজেই করে দেবেন। তিনি তাঁর ধর্ম ও তাঁর নবীকে রক্ষা করবেন।"

মুহাম্মদ মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু শহরে প্রবেশ না করে তাঁর বিশ্বস্ত আশ্রয়স্থল হেরা পর্বতের পথ ধরলেন। পথে তিনি আখনাস বিন সুরাইখ এবং সুহায়েল বিন আমর-এর খোঁজ করলেন। তাঁর আশা ছিল, মক্কা প্রবেশের পর তারা তাঁকে আশ্রয় দেবে। কিন্তু আখনাস বলল ঃ "কুরাইশদের সাথে আমার সম্পাদিত চুক্তি ও আরবের আইন মোতাবেক আমি কাউকে আশ্রয় দিতে পারব না।"

সুহায়েল উত্তর দিল ঃ "কাব-এর পুত্রদের বিরুদ্ধে আমীর-এর পুত্ররা কোন চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে না।"

অবশেষে মুত'য়িম বিন আদি সম্মত হন, মুহাম্মদ মক্কায় প্রবেশ করলে তিনি তাঁকে আশ্রয় দেবেন। পরদিন মুহাম্মদ মুত'য়িম-এর সাথে মক্কায় প্রবেশ করলেন। সাথে ছিল মুত'য়িম-এর সাত পুত্র - তাদের হাতে ছিল উন্মুক্ত তরবারি। তারা মুহাম্মদ-এর সাথে সোজা কা'বা গৃহে গেল। প্রথাগতভাবে মুহাম্মদ পবিত্র এ গৃহ

www.pathagar.com

প্রদক্ষিণ করলেন এবং নামায পড়লেন। ইত্যবসরে মুত'য়িম জোরে ঘোষণা করলেন ঃ ''হে কুরাইশ জনগণ! মুহাম্মদকে আশ্রয় দেব বলে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। তাঁকে কেউ ক্ষতি কর না।''

যে সময় মহানবী মক্কায় ফিরে আসেন, বছরের সেই সময়টিতে আরবের লোকেরা প্রথানুসারে মক্কায় আসত। মুহাম্মদ অলসভাবে বসে ছিলেন না। মক্কায় আগত লোকদের মধ্যে তিনি প্রচার শুরু করলেন। তাঁর ধারাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

'আমি তোমাদের এক আল্লাহর প্রতি আহ্বান করছি। আমি সতর্ক করে দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবী। আমি যা বলি তা তোমরা গ্রহণ কর এবং আমাকে রক্ষা কর। তাহলে আমাকে আল্লাহ কেন প্রেরণ করেছেন, তা তোমরা নিজেরাই অনুধাবন করতে পারবে।'

তারপর তিনি প্রত্যেক গোত্রের লোকদের উদ্দেশে বললেন ঃ

'হে অমুক গোত্রের পুত্র। আমি আল্লাহর নবী। একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক কর না; তোমাদের পূজ্য দেব-দেবীকে ত্যাগ কর। আমার কথায় বিশ্বাস কর এবং আমাকে সাহায্য কর সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তোমরা নিজেরাই বুঝবে, কেন আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন।'

প্রত্যেক গোত্রের লোকদের মধ্যে গিয়ে মুহাম্মদ যখন এভাবে আহ্বান জানাতেন, তখন একজন লোক তাঁকে অনুসরণ করত। লোকটির চোখ টেরা, মুখমন্ডল লাল ও মাথায় ছিল লম্বা কোঁকড়ানো চুল। এডেন থেকে আনা নতুন পোশাক পরে সে মুহাম্মদকে অনুসরণ করত। মুহাম্মদ-এর আহ্বান শেষ হলেই সে উপস্থিত লোকদের বলত ঃ

'হে অমুক গোত্রের পুত্ররা! এ লোকটি তোমাদের লাত ও উজ্জাকে ত্যাগ করার কথা বলছে, তোমাদের চুক্তি ভঙ্গ করার কথা বলছে এবং তাঁর প্রবর্তিত ভুল শিক্ষা অনুসরণ করার কথা বলছে। তাঁকে অনুসরণ কর না, তাঁর কথা গ্রহণ কর না।'

এ অপ্রিয় লোকটি আর কেউ নয় - সে হল মুহাম্মদ-এর চাচা আবু লাহাব। কিলাব, হানিফা ও আমির গোত্রের লোকদের মুহাম্মদ-এর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করাতে আবু লাহাব সফলও হল। আমির গোত্রের একমাত্র বহিরাই ব্যতিক্রম আচরণ করল। 'খোদার কসম, এ যুবক লোকটিকে আমি যদি কুরাইশদের মধ্য থেকে পৃথক করে আনতে পারি, তাহলে আরবের সব লোককেই আমি আমার শাসনাধীন আনতে পারব।'

এ লোকটিই পরে মুহাম্মদকে বলে ঃ ''আমি যদি আপনাকে অনুসরণ করি ও আপনার প্রতি অনুগত হই এবং আপনি যদি আপনার শত্রুদের ওপর বিজয়ী হন, তাহলে আপনার পরে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আমাদের হাতে আসবে?''

মুহাম্মদ ইতস্ততঃ না করেই জবাব দিলেন ঃ ''ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেন।''

www.pathagar.com

বহিরা বলল ঃ "আপনার আরববাসীকে সরাসরি আক্রমণ করা কি ঠিক হবে? আপনি যেদিন বিজয়ী হবেন, সেদিন আমরা আমাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অন্যের হাতে তুলে দেব, এ কাজ করাও কি ঠিক হবে? তাই যদি হয়, তাহলে আপনাকে অনুসরণ করার বা আপনার কথা মেনে চলার কোন আগ্রহ আমাদের নেই।"

আমির গোত্রের লোকেরা মক্কা ত্যাগ করল। বৃদ্ধ শেখ বয়স ও দুর্বলতার জন্য সেবার তাদের সাথে মক্কায় আসতে ব্যর্থ হয়। বৃদ্ধ শেখের কাছে গিয়ে যখন তারা মুহাম্মদ-এর ধর্ম প্রচার সম্পর্কে বলল, বৃদ্ধ লোকটি তখন দু'হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরল। সে উচ্চকণ্ঠে বলল ঃ

"তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে তোমরা এমন ভুল করেছ, যা কখনই সংশোধন করা যাবে না। এ লোকটি সঠিক পথের পথিক এবং সে তোমাদের সঠিক পথেরই সন্ধান দিয়েছিল।"

কয়েকজন গোত্রীয় নেতা বৃদ্ধ লোকটির কথায় মাথা উঁচু করল, অনেকে আবার তার মুখের দিকে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে রইল।

www.pathagar.com

নৈশ ভ্রমণ ও মি'রাজ

'রাশিচক্রের প্রত্যেকটি অবস্থানের মধ্য দিয়ে চাঁদ আবর্তিত হয় একই রাতে। তুমি তাহলে মহানবীর নৈশভ্রমণে সন্দেহ পোষণ কর কেন? ঢেউ যখন সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তখন তা সাগরে পরিণত হয়। শস্যক্ষেত্রে যখন বীজ বপন করা হয়, তখন তা শস্যের ফসলে পরিণত হয়।'

- জালালুদ্দীন রুমী

মুহাম্মদ-এর তায়েফ থেকে প্রত্যাগমনের সংবাদ মক্কাবাসীদের কাছে আবার এক নয়া আলোচনা ও জল্পনা-কল্পনার সূত্রপাত ঘটাল। গরীব ও দুঃস্থ লোকেরা, ভৃত্য ও কুসংস্কারপূর্ণ ও আদিম ধ্যান-ধারণার জটাজালে আবদ্ধ মানুষ, প্রকাশ্যে কথা বলার ক্ষমতা যাদের নেই অথচ অন্তরে যারা ব্যথা অনুভব করে, যুদ্ধের ভয়াবহতায় যাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, তারা সবাই মুহাম্মদ-এর প্রত্যাবর্তনে খুশি হল। একত্রে মিলিত হয়ে বা বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে তারা জমায়েত হয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াত জোরে জোরে পাঠ করতে শুরু করল। তারা একথা সকলকে বুঝাতে সক্ষম হল, ধনী লোক ও স্বৈরাচারী কুরাইশ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

সন্ধ্যার দিকে মক্কার চতুর্দিকের পাহাড়ের ছায়া যখন বিলম্বিত হয়, সূর্যের প্রখর তাপ যখন কমে যায়, মক্কার লোকেরা তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং কা'বা গৃহের বারান্দায় এসে জমায়েত হয়।

তৎকালে কা'বা গৃহের আঙ্গিনা ব্যবহৃত হত জনগণের জমায়েত হওয়ার স্থান হিসেবে। সব ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যের আদান-প্রদান এ স্থানেই করা হত। স্থানটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়েরও আলোচনাস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হত। শহরের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাদের নির্দিষ্ট কামরায় গিয়ে বসত। গরীব-দুঃখী ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা বারান্দার ওপর যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকত, নিজেদের দুঃখ-

www.pathagar.com

দুর্দশার কথা মনে করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করত, আর অস্পষ্ট ও কুয়াশাচ্ছন্ন আশায় বুক বাঁধত।

প্রত্যেক যুগ ও শতাব্দীতে ধনী ও গরীবদের জন্য পৃথক পৃথক স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে। ঐ সময়ও এর ব্যতিক্রম ছিল না। ধনীরা মত্ত থাকত মুহাম্মদ-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তায়, আর গরীব-দুঃখীরা পবিত্র কুরআনের আয়াত পাঠ করে ও মুহাম্মদ সম্পর্কে তাদের শোনা কাহিনী পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করে সময় কাটাত।

'যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে এবং তা বার বার গণনা করে থাকে এবং মনে করে যে, তার সেই ধন-দৌলত তাকে চিরকাল অমর রাখবে। না, কখনই না। তাকে হুতামায় অবশ্যই নিক্ষেপ করা হবে; আর তুমি কি জান, হুতামা কী? তা আল্লাহর জ্বলন্ত আগুনের দোযখ, নিশ্চয়ই এ আগুন তাদের চারদিকে ঘুরে (বেষ্টন করে) তাদের হৃদয় গ্রাস করে নেবে, লম্বা প্রসারিত থামসমূহের মধ্যে।'

কুরআন - সূরা ১০৪ ঃ ২-৯

বারান্দায় এক প্রান্ত থেকে এ আয়াত কেউ একজন পাঠ করল, অন্য প্রান্ত থেকে অপর এক যুবক হয়ত আবেগভরা কণ্ঠে পাঠ করল ঃ

'যখন স্বীয় ভূমিকম্পে পৃথিবী ভয়ানকরূপে কেঁপে ওঠবে এবং ভেতরে যা কিছু আছে পৃথিবী তা সব বের করে দেবে, আর মানুষ বলাবলি করবে, এর (পৃথিবীর) কী হল? সেদিন পৃথিবী সব খবর বলে দেবে। কারণ তোমার প্রভু তার প্রতি ঐরূপ হুকুমই পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেদিন মানুষ নিজেদের আমলনামা দেখার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দলে আসবে। তখন যে বিন্দু পরিমাণ সৎকাজ করেছে, সে তা দেখতে পাবে, আর যে কেউ বিন্দু পরিমাণ মন্দ কাজ করেছে, সেও তা দেখতে পাবে।'

কুরআন - সূরা ৯৯ ঃ ১-৮

রাতের রহস্যাবৃত ছায়া কা'বা গৃহের আঙিনায় পড়ল। পূর্ব দিকের দরজা দিয়ে একদল লোক আঙ্গিনায় প্রবেশ করল। তাদের মধ্যে একজন জোরে পাঠ করল ঃ

'আমি এ শহরের (মক্কা) কসম করছি, এবং তুমি (মুহাম্মদ) একদিন এ শহরের স্বাধীন অধিবাসী হবে; এবং পিতা ও সন্তানের কসম করছি, নিশ্চয় আমি মানুষকে অবশ্য কষ্টের মধ্যে (কষ্টের ভাগী করে) সৃষ্টি করেছি। সে কি মনে করে যে, তার ওপর কারও ক্ষমতা চলবে না? সে বলে, 'আমি তো রাশি রাশি ধন ব্যয় করেছি।' সে কি এই মনে করেছে, তাকে কেউ দেখে না? আমি কি তাকে দু'চক্ষু দেইনি, এবং এক জিহ্বা ও দু'ঠোঁট দান করিনি? কিন্তু সে তো কঠিন উচ্চ স্থানে আরোহণ করতে চায় না; তুমি কি করে জানবে যে, উচ্চে আরোহণ করা কী বস্তু? তা হল গোলামকে স্বাধীন করে দেওয়া অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান করা, এতিম আত্মীয়কে কিংবা যে কাঙ্গাল মাটিতে পড়ে থাকে তাকে। তারপর সেই

www.pathagar.com

ব্যক্তি সেসব লোকের দলভুক্ত হয়, যারা ঈমান এনেছে ও পরস্পরকে ধৈর্য ও দয়ার উপদেশ দিয়ে থাকে। যারা এসব করে, তারাই বিচারের দিনে ডানপন্থী লোক হবে এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে কাফের রয়েছে, তারাই বামপন্থী লোক। তাদের জন্য রয়েছে চারদিক হতে কুন্ডলীকৃত আগুনের ব্যবস্থা।'

কুরআন - সূরা ৯০ ঃ ১-২০

পবিত্র কুরআন পাঠের এ আওয়াজ কা'বা গৃহের বারান্দায় চতুর্দিক থেকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল। কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কাছে এ আওয়াজ অসহ্য বোধ হল। তারা আয়াত পাঠকারীকে কা'বার আঙ্গিনা থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিল। মুহাম্মদ-এর ওপর থেকে আশ্রয় তুলে নেওয়ার জন্য মুত'য়িম বিন আদির ওপর চাপ প্রয়োগ করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কিন্তু তাদের আলোচনা শেষ না হতেই মুহাম্মদ সম্পর্কে একটা বিস্ময়কর সংবাদে সমগ্র শহরে আলোড়ন দেখা দিল। এ সংবাদটি ছিল মুহাম্মদ-এর জেরুসালেম মসজিদে নৈশ ভ্রমণ এবং তাঁর মি'রাজ সম্পর্কিত।

এ সংবাদের সূত্র হল মুহাম্মদ-এর চাচা আবু তালিবের কন্যা হিন্দ। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন ত্রিশজন লোক। তাঁদের বিস্তারিত বিবরণ হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এ নৈশ ভ্রমণ ও স্বর্গারোহণের মূল উদ্দেশ্য ছিল গরীব ও দুর্বলের ওপর ধনী ও সবলের অত্যাচার রোধ, দুর্নীতি ও বেশ্যাবৃত্তি বন্ধকরণ এবং এ পৃথিবীর পাপ থেকে বিশ্বাসীদের অন্তর পবিত্রকরণ। আরব-বাসীকে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝানো না গেলেও তারা কোন গোপন শক্তির টানে সত্য পথের পথিক হতে পারত। আবু তালিবের কন্যা হিন্দ যে কাহিনী বর্ণনা করেন, তা নিম্নরূপ ঃ

''আল্লাহর নবী আমাদের গৃহে অবস্থান করছিলেন। ২৭ রজব সোমবার সন্ধ্যা-বেলায় নামায পড়ে তিনি শয়ন করেন। আমরাও তাঁর অনুসরণ করে শুয়ে পড়ি। পরদিন সকাল হওয়ার আগেই তিনি ঘুম থেকে উঠে আমাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে দেন। আমরা সকলে একসাথে ফজরের নামাজ পড়ি। এরপর তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'হানীর মাতা, গত রাতে সন্ধ্যাকালীন নামায আমি তোমাদের সাথে পড়েছি, একথা তুমি জান। কিন্তু যে কথা জান না, তা হল, সেই সময়ের পর আমি জেরুসালেমের মসজিদে যাই এবং সেখানে নামায পড়ি। এখন আমি তোমাদের সাথে ফজরের নামায পড়ার জন্য সেখান থেকে ফিরে এসেছি।'

একথা বলে তিনি যাওয়ার উদ্যোগ করলে আমি তাঁর জামা টেনে ধরি। তাঁকে বলি, 'হে আল্লাহর নবী! আমাকে যা বলেছেন, তা কারও কাছে বলবেন না। যদি বলেন, তাহলে তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলবে ও আপনাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে।'

'আল্লাহর কসম, আমি একথা প্রত্যেককে বলবো' - তিনি উত্তর দিলেন।

www.pathagar.com

"একথা বলে তিনি গৃহ ত্যাগ করলেন। আমি আমার আবিসিনীয় মহিলা ভৃত্য নাবাকে ডেকে আল্লাহর নবীর অনুসরণ করতে বললাম। তিনি লোকের উদ্দেশ্যে কী কথা বলেন এবং তারা এ কথার যে জবাব দেয় তাও শোনার কথা বললাম। মহিলা ভৃত্যটি আমাকে জানায়, গৃহ থেকে বহির্গত হওয়ার পর মুহাম্মদ যারই সাক্ষাত পান, তার কাছেই ঐ কথা বলেন। তাঁর কথা শুনে প্রত্যেকেই তাঁর দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। যারা পূর্বে জেরুসালেমের মসজিদে গেছে, তারা তাঁকে তার বিবরণ দেওয়ার কথা বলে। ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর সামনে জিবরাইল আবির্ভূত হন। তাঁর প্রসারিত ডানায় ছিল মসজিদের ছবি অংকিত। সেই ছবির দিকে তাকিয়ে মুহাম্মদ তাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলেন। একমাত্র আল্লাহ্ সত্য সম্পর্কে অবগত আছেন।

আবু বকর ও অপর কয়েকজন লোক, যারা জেরুসালেম শহর সফর করেছেন, তাঁর কথা সত্য বলে সায় দিলেন। তাঁরা নবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর নৈশ ভ্রমণের কোন প্রমাণ আছে কিনা।

তারা বলল ঃ "এ ধরনের কথা আমরা ইতঃপূর্বে শুনিনি।"

মুহাম্মদ উত্তর দিলেন ঃ "আমার কথার প্রমাণ হল, মক্কার উপত্যকায় আমি একটি বণিক দলকে দেখেছি। ঐ দলের একটা উট ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে। আমি তাদেরকে এ সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছি। আমি পুনরায় যাত্রা শুরু করি এবং দাজনান পর্বতে গিয়ে উপস্থিত হই। সেখানে আমি অপর এক বণিক দলকে দেখতে পাই। সেখানে তারা রাত যাপনের জন্য তাঁবু ফেলেছে। প্রধান তাঁবুর বাইরে ছিল একটি পানির কলস এবং এর মুখে একটি ঢাকনা। আমি এ কলসির পানি পান করি ও কলসির মুখে পূর্বের মত ঢাকনা দিয়ে রাখি। এ দলটি বাইদার দিকে আসছে এবং অল্পদিনের মধ্যে মক্কায় পৌঁছবে। এ দলের পুরোভাগে আছে একটা কালো ধূসর উট, তার পিঠে আছে দু'উটের সমান বোঝা, একটা আধা-কালো উট আছে এবং আরও আছে বিভিন্ন রঙের উট।"

শোনা যায়, মক্কার কিছু লোক মক্কার বাইরে গিয়ে একটা বণিক দলকে দেখতে পায়। তাদের কাছে প্রশ্ন করেও তারা একই উত্তর পায়। তারা তাদের কাছে পানির কলসির কথা জিজ্ঞাসা করে। তারা বলে যে, সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দলের লোকেরা পানিশূন্য অবস্থায় ঢাকনাযুক্ত কলসিটা দেখতে পায়। যে বণিক দলের একটা উট পালিয়ে গেছে, সেই দলেরও তারা দেখা পায়। দলের লোকজন স্বীকার করে যে, সেই উপত্যকায় তারা উটের পালিয়ে যাওয়া সম্পর্কে একটা সতর্কবাণী শুনতে পায়। একমাত্র আল্লাহই সত্য সম্পর্কে অবগত আছেন।

এ সম্পর্কে আরেকটি কাহিনী হল ঃ

মুহাম্মদকে জিবরাইল একটা বিশেষ ধরনের অশ্ব প্রদান করেন। ঐ অশ্বে চড়েই মুহাম্মদ এক রাতে মক্কা থেকে জেরুসালেম যান এবং সেখান থেকে

www.pathagar.com

প্রত্যাবর্তন করেন। মক্কা ও জেরুসালেমের দূরত্ব তখন ছিল এক মাসের পথ। 'বুরাক' নামক এ অশ্বের গতি এত দ্রুত যে, চোখের পলকে সে দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করতে সক্ষম। বুরাক-এর মাথা মানুষের মত, দেহ ঘোড়ার মত, আর রং হল বরফের চেয়ে উজ্জ্বল সাদা। এর কেশর কালো। এ অশ্বটি হল ঐতিহাসিক ঘোড়া বারদুনের মত, যার পা ওঠানামার সময় ছোট-বড় হত। বাজপাখির মত বোরাকের দু'টো শক্তিশালী ডানা আছে - এর পালকে আছে সাদা, সবুজ, নীল, লাল ও অন্যান্য রং। সব নবীদের মধ্যে কেবল ঈসা ও মুহাম্মদ এ বুরাকে আরোহণ করেছেন। বুরাক পুং বা স্ত্রী জাতীয় নয়; বরং ফেরেশতার মত অন্য ধরনের একটা জীব। এ বাহনে চড়েই মুহাম্মদ জেরুসালেম সফর করেন। জিবরাইল তার আঙ্গুলের চাপে গীর্জার পাথরের দেওয়াল দু'ভাগ করেন। এখানে তিনি বোরাক বেঁধে রেখে মসজিদে প্রবেশ করেন। এখনও মুসলমানরা জিবরাইলের আঙ্গুলের ছাপের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

ইয়ামনী দরজা দিয়ে মুহাম্মদ মসজিদে প্রবেশ করেন। এ দরজার ওপর সূর্য ও চন্দ্রাতপ রয়েছে। এ দরজা সম্পর্কে আবু সুফিয়ান একটা কাহিনী বলে। ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে মুহাম্মদ সম্পর্কে রোমের রাজার কান ভারী করার জন্য সে সেখানে যায়।

সে বলে ঃ "হে রাজন! তার সম্বন্ধে আজ আমি আপনাকে একটা কাহিনী বলব। এতে প্রমাণিত হবে, সে সত্যিই একজন মিথ্যাবাদী।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কাহিনীটা কী?"

"মুহাম্মদ দাবি করেছে, এক রাতে সে মক্কার মসজিদ থেকে জেরুসালেমে আপনার গীর্জায় ভ্রমণ করেছে।"

দরবারের একজন যাজক বসেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন ঃ

"এ কাহিনী যে সত্য তা আমি স্বীকার করি। গীর্জার সব দরজা রাতে বন্ধ করা আমার দায়িত্ব। কথিত রাতে আমি সব দরজাই বন্ধ করি। কিন্তু একটা দরজা বন্ধ করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। গীর্জার দারোয়ান-ভৃত্যগণকে এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করার আহ্বান জানাই। কিন্তু তারাও এ দরজা নড়াতে ব্যর্থ হয়। ফলে দরজাটি আমরা রাতে খোলা রাখি। পরদিন একজন কাঠমিস্ত্রি ডেকে ঠিক করার কথা আমরা চিন্তা করি। পরদিন সকালে আমি দরজাটি ভালমত পরীক্ষা করলাম। দেখলাম, চৌকাঠে একটা নতুন ছিদ্র; মনে হল, এখানে যেন কিছু বেঁধে রাখা হয়েছিল। তারপর আমি দরজাটি ঠেলা দেই এবং তা তখন এমন অবস্থায় এল, যাতে তালা লাগাতে কোন অসুবিধা হয়নি। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে পড়া একটা ঘটনার কথা তখন আমার মনে হল। একজন নবী এ গীর্জা থেকেই স্বর্গারোহণ করবেন বলে সেখানে উল্লেখ রয়েছে। আমি আমার সঙ্গীদের তখন বলি, দরজাটা বন্ধ করার ব্যর্থতার কারণ সম্ভবতঃ এটাই।"

www.pathagar.com

যাজকের দিকে রাজা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন। তৎপর তিনি আবু সুফিয়ানের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "তোমাদের গোত্রের লোকটি কি ফিলিস্তীনে আসার দাবি করছে?"

আবু সুফিয়ান যে কাহিনীটা বলে, তা নিম্নরূপ ঃ

"মুহাম্মদ যখন জেরুসালেমের মসজিদে উপস্থিত হন, তখন সেখানে সব নবীই একত্রিত হন। তিনি নামাজে দাঁড়ালে তাঁর পেছনে আদম থেকে শুরু করে ঈসা পর্যন্ত আবির্ভূত নবীগণ সাতটি কাতারে দাঁড়ান। প্রথম তিন কাতারে ছিলেন আল্লাহর নবী ও বাণীবাহকগণ এবং পরের চার কাতারে ছিলেন অন্যান্য নবীগণ। মুহাম্মদ-এর ঠিক পেছনেই দাঁড়ান আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীম। তাঁর ডানে ছিলেন ইসমাঈল ও বামে ছিলেন ইসহাক। নবীগণ এ লোকটি সম্পর্কে জিবরাইলের কাছে প্রশ্ন করলে জিবরাইল বলেন ঃ 'ইনি আল্লাহর বাণীবাহক মুহাম্মদ। তিনি আমাদের জন্য সর্বোত্তম ভাই ও সর্বোত্তম উত্তরাধিকার।'

নামায শেষে তাঁর জন্য দু'টি পানীয় ভর্তি পাত্র আনা হয় - এর মধ্যে একটা ছিল সাদা পাত্র এবং অপরটি ছিল লাল পাত্র। মুহাম্মদ সাদা পাত্রের পানীয় পান করলেন। জিবরাইল বললেন ঃ 'আপনি সঠিকভাবে পরিচালিত; আপনি যদি মদ পান করতেন, আপনার অনুসারীরা মাতাল ও দুর্নীতিপরায়ণ হত।

মুহাম্মদ মসজিদের দ্বারপথের চৌকাঠের ওপর বসলেন। জিবরাইল জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'আপনার কি বেহেশতের হূর দেখার ইচ্ছা হয়?' মুহাম্মদ বললেন ঃ 'হ্যাঁ'। তারপর তিনি সেখানে উপস্থিত একদল রমণীর কাছে গেলেন। 'তোমরা কে?' - তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল, 'আমরা মনোনীত রমণী। আমরা পরহেজগার, পবিত্র ও নিষ্কলুষ। আমরা সত্য পথে ছিলাম এবং আমরা বিপথগামী হইনি। আমরা শাশ্বত, আমাদের মৃত্যু নেই।

অতঃপর তারা মুহাম্মদকে গম্বুজের ওপর ওঠাল। এ গম্বুজটি এখন 'স্বর্গারোহণের গম্বুজ' নামে পরিচিত। এ গম্বুজের ডান দিকে একটা বড় পাথর আছে। তারা বলল, 'এ পাথরখানি বেহেশতের মসজিদের ঠিক মাঝখানে শূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। আকাশ যে শক্তির বলে শূন্যে ভাসমান থাকে, পাথরখানি সেই শক্তির বলে শূন্যে ভেসে রয়েছে। এ পাথরের এক পাশে রয়েছে মহানবীর পদচিহ্ন - এর ওপর দাঁড়িয়ে তিনি বোরাকে আরোহণ করেন এবং অপর পাশে আছে ফেরেশতাদের আঙ্গুলের ছাপ - হাত দিয়ে তারা পাথরখানিকে শূন্যে তুলে ধরেন। এসব চিহ্ন এখনও এ পাথরখানিতে রয়েছে। চারপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন এ পাথরখানির নিচে একটা গর্ত আছে; এ গর্তের মধ্যে কেউ প্রবেশ করলে সে দেখতে পায়, পাথরখানি দৃশ্যতঃ কোন সংযোগ ছাড়াই ঝুলে রয়েছে। বলা হয়ে থাকে, পৃথিবীর মধ্য দিয়ে যে বিশুদ্ধ ও শীতল পানি প্রবাহিত হয়, তার উৎস এ পাথরের নিচে।"

www.pathagar.com

আবু সাঈদ খুদরী বিবৃত একটা বর্ণনাও আছে। মুহাম্মদ তাঁর কাছে একথা বলেছেন বলে তিনি লিখেছেন।

"জেরুসালেমের ইবাদতগাহে আনুষ্ঠানিকভাবে নামায পড়ার পর আমি বেহেশতের দরজায় ওঠার জন্য গেলাম। তারা এ গেটকে বলে ফেরেশতাদের সিঁড়ি। এ ইবাদতগাহের ঠিক উল্টোদিকে রয়েছে এ সিঁড়ি। আমার সাথে জিবরাঈল ছিলেন। তিনি আমাকে উঁচু করে ধরলেন, যেন আমি বেহেশতের যে কোন গেটে পৌঁছতে পারি। এ গেটটির নাম 'সংরক্ষণ গেট'। এ গেটে প্রহরারত ফেরেশতার নাম ইসমাঈল। তাঁর অধীনে আছে বারো হাজার ফেরেশতা এবং এ বারো হাজার ফেরেশতার প্রত্যেকের অধীনে আছে বারো হাজার ফেরেশতা। আল্লাহর সৈন্য সংখ্যা যে কত, তা একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না।

আমি গেটের কাছে গেলে দ্বাররক্ষক জিবরাইলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ লোকটি কে?'

'মুহাম্মদ।' জিবরাইল উত্তর দিলেন।

দ্বাররক্ষক ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাঁকে কি আল্লাহ্ প্রেরণ করেছেন?'

জিবরাইল উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ'।

'তৎপর উক্ত ফেরেশতা আমার জন্য প্রার্থনা করলেন।"

এ বর্ণনাটি আবু সাঈদ একটা হাদীস থেকেও উদ্ধৃত করেছেন।

'বেহেশতে ফেরেশতারা আমাকে হাসিমুখে অভিনন্দন জানালেন এবং তারা আমার জন্য দোয়া করলেন। তাদের মধ্যে মাত্র একজন ফেরেশতা আমাকে দেখে হাসলেন না।'

আমি জিবরাইলকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ ফেরেশতা কে? অন্য ফেরেশতারা যা বলেছেন, এ ফেরেশতাটিও তাই বলেছেন; কিন্তু তাঁর মুখে কখনও হাসি দেখলাম না।'

'আপনার পূর্বে বা পরে তিনি যদি কারও দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে দেখতেন, তাহলে তিনি আপনার দিকেও হাসিমুখে তাকাতেন। কিন্তু তিনি কখনও হাসেন না। কারণ তিনি দোযখের রক্ষক।'

মুহাম্মদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'দোযখের আগুন দেখাবার জন্য তাকে বলা কি সম্ভব?'

জিবরাইল বললেন, 'ওহে দোযখের ফেরেশতা, মুহাম্মদকে দোযখের আগুন দেখাও।'

উক্ত ফেরেশতা দোযখের ঢাকনি তুলে দিলেন। আগুনের মত তপ্ত বায়ু বেরিয়ে এল। এর পর্বতের চেয়ে লম্বা অগ্নিশিখা আকাশের দিকে উত্থিত হল। এ অগ্নিশিখা আমাদের গ্রাস করতে পারে ভেবে আমি ভয় পেলাম। জিবরাইলকে বললাম, 'তাকে ঢাকনি লাগিয়ে দিতে বল।' তিনি তাই করলেন। ফলে অগ্নিশিখা স্তিমিত হল।

www.pathagar.com

‘এরপর আমি বেহেশতের এমন একস্থানে উপস্থিত হলাম যে স্থানটি রয়েছে পৃথিবীর লোকদের জন্য সংরক্ষিত। মানুষের আত্মার তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে আমি সেখানে একজন লোককে দেখতে পেলাম। কোন কোন আত্মার দিকে লক্ষ্য করে তাকে বলতে শুনলাম, পবিত্র দেহ থেকে বেরিয়ে আসা পবিত্র আত্মা। আবার কোন কোন আত্মার দিকে তাকানোর পর তাঁর মুখ কালো হয়ে গেল। তিনি বললেন, ‘অপবিত্র দেহ থেকে বেরিয়ে আসা মন্দ আত্মা।’

মুহাম্মদ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এ লোকটি কে?’

‘ইনি হলেন তোমার পিতা আদম। তাঁর কাছেই তাঁর পুত্রদের আত্মা রাখা হয়। কোন বিশ্বাসী আত্মা দেখলে তিনি খুশি হন এবং বলেন, পবিত্র দেহ থেকে পবিত্র আত্মা। কিন্তু অবিশ্বাসীদের আত্মা দেখলে দুঃখ পান এবং বলেন, অপবিত্র দেহ থেকে মন্দ আত্মা।’

‘এরপর আমি কিছু লোককে দেখলাম। তাদের ঠোঁট মোটা ও লম্বা - তৃষ্ণার্ত উটের মত। হাতের তালুর মত বড় কয়লার আগুনের টুকরা বহন করে তা তারা তাদের মুখেই পুরছে।’

‘এরা কারা?’ জিবরাইলকে জিজ্ঞাসা করলাম।

‘এরা সেসব লোক, যারা অন্যায়ভাবে এতিমের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল।’

তৎপর আমি কিছু লোককে দেখলাম, যাদের পেট অত্যন্ত বড় এবং তা নিচের দিকে ঝুলে রয়েছে। তাদেরকে দেখাচ্ছিল স্বৈরাচারী ফেরাউনের পুত্রদের মত।

‘এরা কারা?’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

‘এরা হল মুনাফাখোর ও সুদখোর।’

‘তারপর আমি কিছু লোককে দেখলাম। তাদের সামনে রয়েছে থালাভর্তি সুস্বাদু ও টাটকা গোশত এবং থালাভর্তি পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত গোশত। তারা ভাল গোশতের পরিবর্তে পচা গোশত খাচ্ছে।’

‘এরা কারা?’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

‘এরা হল সেসব লোক, যারা নিজেদের বৈধ স্ত্রী ত্যাগ করে অবৈধ মহিলাদের সাথে মিলিত হত।’

তারপর আমি কতিপয় স্ত্রীলোককে দেখলাম। তাদেরকে উল্টোভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। প্রশ্ন করলাম, ‘এরা কারা?’

‘এরা সেসব নারী, যারা অপরের সন্তান গর্ভে ধারণ করে স্বামীর নামে চালিয়ে দিয়েছে।’

জাফর বিন আমর বলেন, কোন স্ত্রীলোক কোন বিশেষ গোত্রের সন্তান প্রসব করলে এবং সেই সন্তান সত্যিকারভাবে সেই গোত্রের না হলে উক্ত মহিলার জন্য তা অত্যন্ত অপমানজনক বলে মহানবী মনে করতেন। এ ধরনের কাজ উক্ত গোত্রের জন্য ঘৃণার্হ বলে তিনি মনে করতেন।

www.pathagar.com

আবু সাঈদ পুনরায় মহানবীর কাহিনী বলতে শুরু করলেন ঃ

"তৎপর তাঁরা আমাকে দ্বিতীয় আসমানে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি মরিয়মের পুত্র ঈসা ও যাকারিয়ার পুত্র ইয়াহ্ইয়ার সাক্ষাৎ পেলাম। তৃতীয় আসমানে আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম, তাঁর মুখ মাসের চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত উজ্জ্বল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ লোকটি কে?'

জিবরাইল বললেন, 'আপনার ভাই ইউসুফ।'

চতুর্থ আসমানে ইদ্রীসকে দেখলাম। এ নবী সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়া হয়, আমরা তাকে উর্ধ্বে আরোহণ করিয়েছি এবং তাঁকে অত্যন্ত সম্মানিত করেছি।

পঞ্চম আসমানে আমি একজন বৃদ্ধ লোককে দেখলাম। তাঁর চুল-দাড়ি পাকা এবং তা পড়ে যাচ্ছে। আমার জীবনে আমি এ ধরনের সুন্দর বৃদ্ধ লোককে দেখিনি।

'এ লোকটিকে কে?' - জিজ্ঞাসা করলাম।

জিবরাইল উত্তর দিলেন, এ লোকটি ছিলেন জনগণের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। ইনি হলেন ইমরানের পুত্র হারুন।

ষষ্ঠ আসমানে আমি লম্বা ও বিশেষ মুখবিশিষ্ট একজন লোককে দেখলাম। তাঁর নাক বেশ উঁচু। 'লোকটি কে?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'ইনি আপনার ভাই ইমরানের পুত্র মূসা।'

সপ্তম আসমানে আমি আল্লাহর ঘরের দরজায় একজন বৃদ্ধ লোককে বসে থাকতে দেখলাম। এ ইবাদত ঘরে প্রত্যেকদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা যাতায়াত করে।

'এ লোকটি কে?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'ইনি আপনার পিতা ইবরাহীম।'

অতঃপর জিবরাইল আমাকে বেহেশতে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি লাল ঠোঁটবিশিষ্ট একজন মহিলাকে দেখলাম। তাকে দেখে আমি আনন্দিত হলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কার স্ত্রী?'

'আমি হারিসের পুত্র জায়েদের স্ত্রী।'

ফিরে এসে মুহাম্মদ জায়েদকে এ সুসংবাদ দেন যে, তার স্ত্রী বেহেশতে বিশেষ সম্মানের সাথে আছে।

এ ধরনের কাহিনী মক্কার লোকদের মুখে মুখে ফিরল - প্রত্যেকেই নিজের মত করে তার ব্যাখ্যাও দিল। মুহাম্মদ-এর বিরোধীরা তাদের বিদ্রূপ করল। তাঁর অনুসারীরাও সন্দেহ ও অস্পষ্টতার মধ্যে আবর্তিত হল। সন্দেহ ও বিদ্রূপ সত্ত্বেও প্রত্যেক মানুষের মনে মুহাম্মদ-এর প্রতি এমন এক আকর্ষণের সৃষ্টি হল, যাকে বিশ্বাস হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। অথচ তারা তাদের মনোভাব ভাষায় প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়।

সব ঘটনাতেই বিশ্বাসীরা নবীর ওপর বিশ্বাস করত গভীরভাবে। মহানবীর নৈশ ভ্রমণ ও স্বর্গারোহণ সম্পর্কে তাদের সত্যিকার বিশ্বাস ও অতিরঞ্জনও প্রকাশ

www.pathagar.com

পেল। অনেকে এ ঘটনাকে আধ্যাত্মিক ব্যাপার বলে মনে করল। আবার অনেকে মনে করল, দৈহিকভাবেই তা সম্পন্ন হয়েছে। এখন দেখা যাক, মুহাম্মদ নিজে এ সম্পর্কে কী বলেন। পবিত্র কুরআনের মাত্র দু'স্থানে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে ঃ

'পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে এক রাতে মক্কার পবিত্র মসজিদ হতে (বায়তুল মুকাদ্দাসের) দূরবর্তী মসজিদে নিয়ে গেছেন। যার চারপাশকে আমি মঙ্গলময় করে রেখেছি এ উদ্দেশ্যে যে, আমি তাকে দেখাই আমার মহিমার কিছু নিদর্শন। নিশ্চয় তিনি সব শোনেন সব দেখেন।'

কুরআন - সূরা ১৭ ঃ ১

অন্য এক স্থানে মি'রাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

'আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি, তা ও কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ শুধু মানুষের পরীক্ষার জন্য দেখিয়েছি.........'। কুরআন - সূরা ১৭ ঃ ৬০

এ দু'টি আয়াত ছাড়া পবিত্র কুরআনে মুহাম্মদ-এর নৈশ ভ্রমণ ও মি'রাজ সম্পর্কে আর কোন উল্লেখ নেই।

www.pathagar.com

মক্কায় ইসলামের আলো

'হে নবী! বিশ্বাসী নারীগণ যখন একথার ওপর অঙ্গীকার করতে তোমার নিকট উপস্থিত হয় যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, আপন সন্তানদের খুন করবে না, কোন অবৈধ সন্তান আনবে না - যাকে নিজের হাত পায়ের মধ্যবর্তী (দাবি করে খাঁটি সন্তান) বানাবে এবং সঙ্গত বিষয়ে তোমার হুকুম অমান্য করবে না, তখন তুমি তাদের (অঙ্গীকার) গ্রহণ কর.....।'

- কুরআন - সূরা ৬০ ঃ ১২

প্রতি বছর রজব মাসে আরবের লোকেরা পঙ্গপালের মত মক্কায় এসে একত্রিত হয়। উকাজ ও আল-মুজানার বাজারে বেচাকেনা শেষে তারা তাদের লাভের অংশ সংগ্রহ করে, তাদের আনীত দ্রব্য বিক্রি করে ও অন্য দ্রব্য ক্রয় করে এবং শেষে তারা মক্কায় গিয়ে প্রথাগত উপায়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার পরও মুহাম্মদ এসব আনুষ্ঠানিকতা ইসলামের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে রেখে দেন। বার্ষিক এ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের (কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ) মধ্য দিয়ে নজদ ও হেজাযের মত দূরবর্তী এলাকার অধিবাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটে। এ বছরও তারা আগের মত হুবল ও অন্যান্য দেবতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য জমায়েত হয় এবং তাদের মাধ্যমে অদৃশ্য জগতের সুখ-সুবিধা পাওয়ার জন্যও প্রার্থনা করে। তাদের আগমনে মক্কা ও আশপাশের এলাকা সম্পূর্ণ ভরে যায় - কোথাও একটু স্থানও খালি থাকে না। দৃষ্টিসীমার মধ্যে শুধু দেখা যায় কালো তাঁবু, আর মক্কার বাতাস ভরে ওঠে উট ও ঘোড়ার ডাকে।

সন্ধ্যার আগমনে আবু কুবাইস ও কাইকান পর্বতের আড়ালে ধীরে ধীরে সূর্য ডুবে গেল। উপত্যকা ও পাহাড়ের ধারে টাঙ্গান প্রত্যেকটি তাঁবুর সামনে রান্নার জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা সন্ধ্যার অন্ধকারে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা দিল। আরবের

www.pathagar.com

বিভিন্ন গোত্রের লোকদের বছরে একবার এ মৌসুমে মক্কায় আগমন ও কা'বা গৃহে রক্ষিত দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন মক্কার ধনী-গরীব নির্বিশেষে সব লোকের কাছে ছিল আশীর্বাদস্বরূপ। বছরের এ কয়টি দিনে তারা তাদের সারা বছরের জীবিকা জোগাড় করে। সকাল-সন্ধ্যায় মক্কার ব্যবসায়ীরা তাঁবুর সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করে, তাঁবুর লোকদের কাছে তাদের দ্রব্য বিক্রি করে, প্রয়োজন মত দ্রব্য ক্রয় করে, নানা লোকের কাছ থেকে গল্প শোনে, কবিতা আবৃত্তি করে, আবার অন্যের কবিতা আবৃত্তি শোনে।

তাদের ভাষায়, মরুভূমির বালুকার মত এসব গোষ্ঠীর লোক ছিল অসংখ্য। এদের মধ্যে জাগতিক ও অপার্থিব সুখ ও সম্পদ ভোগ করত কতিপয় গোষ্ঠীনেতা। আরবের বুকে আরও একজন লোক ছিলেন। প্রত্যেক গোত্রের নেতার কাছেই তিনি যেতেন। কিন্তু তাদের সাথে তাঁর কোন ব্যবসায়িক কথা হত না; তিনি শুধু তাদেরকে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করার আহ্বান জানাতেন। অন্যের মত তিনিও সময় কাটাতেন আল্লাহর ওপর তাঁর বিশ্বাস ও ইবাদতের ব্যাখ্যা প্রদান করে। তিনি বলতেন ঃ 'আল্লাহ্ তোমাদের যা করতে নিষেধ করেছেন, তা তোমরা শোন। তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক কর না। তোমাদের পিতামাতাকে সম্মান কর, দারিদ্র্যের জন্য তোমরা তোমাদের সন্তানকে হত্যা কর না, কারণ আল্লাহই তোমার ও তাদের জীবিকা প্রদান করবে। গোপন বা প্রকাশ্যে দুর্নীতি ও ব্যভিচার থেকে মুক্ত থাক, সত্যের পথে তোমাদের জন্য যার মৃত্যু আল্লাহ্ বৈধ করেছেন, তা ছাড়া আর কাউকে হত্যা কর না - এটাই আল্লাহর নির্দেশ এবং এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে তোমাদের কল্যাণ।'

মক্কায় ব্যবসায়ীদের সাথে আরববাসীরা শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য, লাভ-লোকসান ও যুদ্ধ-বিবাদ করতেই অভ্যস্ত ছিল। এ লোকটিকে তারা এমন কথা বলতে শুনল, যাতে তাদের কোন লাভ নেই, নেই কোন সুযোগ-সুবিধা। এজন্য তারা সত্যি বিস্মিত হল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, হয় তারা তাঁর কথায় আমল দিচ্ছে না বা আবু লাহাবের কাছ থেকে শোনা কথারই - যথা 'তাঁর কথায় আমল দিও না, সে পাগল' - প্রতিধ্বনি করছে।

সাধারণ লোকের মত হল, অন্য কারও চেয়ে তাঁর গোত্রের লোকই তাঁকে ভাল করে চেনে। অনেকে তাঁর দিকে উপহাসের দৃষ্টিতে তাকাল, বিড়বিড় করে উচ্চারণও করল, 'নিজের গোত্রের লোকদের বিকৃতি ঘটিয়ে সে কি আমাদের সংশোধন করতে পারবে?'

এমনকি প্রথমে যারা তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করতে আগ্রহী ছিল, তারা শেষে বলল ঃ 'এ পৃথিবীতে যে ধরনের কথা বলা হয়, আয়াতের কথা সেই রকম নয়। তা যদি হত, তাহলে আমরা তা সহজেই বুঝতে পারতাম।'

www.pathagar.com

অনেকে আবার মুহাম্মদ-এর কাছে প্রতিজ্ঞা করল, মক্কা থেকে ফিরে গিয়ে তারা তাদের গোত্রের লোকদের কাছে তাঁর কথা বলবে; তাঁকে অনুসরণ করার এবং তাঁর দলে যোগ দেওয়ার জন্যও তারা তাদের অনুরোধ করবে।

মুহাম্মদ বললেন ঃ 'আমার তরফ থেকে তোমাদের গোত্রের লোকদের কাছে বলবে যে, আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন সব মানুষের একত্রে ন্যায় ও সত্য পথে চলতে, এতিমকে সাহায্য ও উপকার করতে। দুর্নীতি এবং মন্দ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ্ তোমাদের সাবধান করে দিয়েছেন।' মাত্র একটি বাক্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ইসলামের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের মূল ভিত্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

সত্য কথা বলতে কি, এসব গোত্রের লোকদের মধ্যে কেউই মুহাম্মদ-এর আহ্বানে সাড়া দিল না। মক্কায় আগত কিলাব, হানিফা, আমির ও অন্যান্য গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদকে প্রত্যাখ্যান করল। কিন্তু বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েও মুহাম্মদ হতাশ হলেন না। তিনি তাঁর অনুগামীদের বললেন ঃ 'কোন কাজ করতে আমি কাউকে কখনই বাধ্য করব না। কেউ যদি আনন্দের সাথে আমার নীতি গ্রহণ করে, তবে তা সুখের কথা। কিন্তু কেউ যদি তা প্রত্যাখ্যান্ করে, তাহলে আমি তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য করব না। আমার উদ্দেশ্য হল রক্তপাত এড়ান, এতে আমি প্রত্যেকের কাছেই আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিতে পারব।'

তারপর তিনি অন্যান্য গোত্র ও উপজাতীয় লোকদের তাঁবুর সামনে পর্যায়ক্রমে গিয়ে দাঁড়ালেন, তাদের কাছে সবকিছু ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। এমনকি তারা যখন চুল আঁচড়াচ্ছিল, সেই সময়ও তিনি তাদেরকে সব কিছু বুঝিয়ে বললেন। এ কাজে আলী ও আবু বকর অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা হয় মুহাম্মদ-এর বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দিলেন, আর না হয় তাদের নেতাকে মুহাম্মদ-এর কাছে ডেকে নিয়ে এলেন। তাঁর বাণী মেনে চলতে কেউ অস্বীকার করলেও তিনি হতাশ হলেন না বা ভেঙে পড়লেন না। কারও কাছ থেকে তিনি চাতুর্যপূর্ণ উত্তর পেলে তা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতেন। শায়বান বিন তালাবা উপজাতির মাফরুখ-এর সাথে তাঁর আলোচনার খবর সবার মুখে মুখে ফিরতে লাগল। সুদর্শন, শক্তিশালী ও বুদ্ধিমত্তার জন্য মাফরুখ-এর প্রসিদ্ধি ছিল। মাফরুখ মুহাম্মদ-এর কথা অত্যন্ত বিনীত ও মনোযোগের সাথে শ্রবণ করেন এবং শেষে বলেন ঃ "খোদার কসম, আপনি আমাদের উত্তম নৈতিক শিক্ষা ও মহৎ কাজ সম্পাদনের কথাই বলছেন। আপনার পশ্চাতে আপনার সম্পর্কে যারা মন্দ বলে, তারা সত্য কথা বলে না। তারা শুধু আপনার শত্রুদেরকেই সাহায্য করছে। আপনি যদি আমাদের সাহায্য কামনা করেন, তাহলে আমাদের শেখ, দলপতি ও নেতা হানী বিন কাবিসার সাথে কথা বলা প্রয়োজন।"

পরামর্শ অনুযায়ী মুহাম্মদ হানীর সাথেও অত্যন্ত আগ্রহভরে কথা বললেন।

www.pathagar.com

হানী বললেন ঃ "আমার কুরাইশ ভ্রাতা! সংক্ষিপ্ত এ আলোচনার পর আমরা আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ত্যাগ করে আপনার ধর্ম গ্রহণ করব - এটা অসম্ভব। হতে পারে, আমরা ভুল পথে আছি। তাড়াতাড়ি কাজ করলে ভুল হয় ও তাতে প্রকাশ পায় অদূরদর্শিতার। আমরা একটা বড় গোত্রের প্রতিনিধি। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা কিছু করলে তারা তাতে সম্মতি দেবে না। তাদের পক্ষে আমরা কোন চুক্তিও করতে পারিনে। আমাদের লোকদের মধ্যে ফিরে এ ব্যাপারে আমরা চিন্তা-ভাবনা করব - আপনিও চিন্তা-ভাবনা করুন। আমরা আল মুসান্না বিন হারিসকে আমাদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে রেখে যাচ্ছি।"

মুহাম্মদ-এর সাথে মুসান্নাও একই সুরে কথা বললেন। তিনি আরও একটু বাড়িয়ে বললেন ঃ "আরববাসী ও পারস্যের সম্রাটের বিরুদ্ধে আপনি যদি আমাদের সাহায্য কামনা করেন, আমরা তা করতে ইচ্ছুক। তবু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, সম্রাটের সাথে আমাদের চুক্তি আছে এবং আমরা হঠকারিতার সাথে কাজ করতে পারিনে। আমরা বিশ্বাস করি, আপনি আমাদের কাছে যে ধরনের দাবি জানাচ্ছেন, তাতে সম্রাট অসম্মতি জানাবে।"

মুহাম্মদ বললেন ঃ "আপনি প্রজ্ঞার সাথে জবাব দিয়েছেন। আপনার কথা আপনি সুন্দরভাবে ও সততার সাথে ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীর সাহায্য যে কেউ করতে পারে এবং যে কোনভাবেই হোক, সে একে রক্ষা করতে পারে।"

তার সহযোগী নু'মান বললেন ঃ "হ্যাঁ, আপনি সত্যি কথাই বলেছেন।"

অতঃপর আল্লাহর নবী তাদের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন ঃ

"হে নবী! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে একজন সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী পথপ্রদর্শকরূপে পাঠিয়েছি এবং আল্লাহর অনুমতি অনুসারে তাঁর দিকে মানুষকে আহ্বানকারীরূপে এবং ধর্মের উজ্জ্বল বাতিস্বরূপ হিসেবে। আর তুমি মুসলিমদের সুসংবাদ দাও, তাদের জন্য আল্লাহর তরফ হতে এক মহা অনুগ্রহ রয়েছে।"

কুরআন - সূরা ৩৩ ঃ ৪৫-৪৭

তায়েফ থেকে প্রত্যাগমনের পর মুহাম্মদ বিভিন্ন জনসমাবেশে ইসলাম প্রচারে বেশ সময় অতিবাহিত করেন। তাঁর বিরোধী পক্ষের বিরোধিতায় তিনি হতাশ হননি এবং ইসলাম প্রচারে তিনি তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন। এ রজব মাসে - আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা যখন আগের মত মক্কায় এসে জমায়েত হয় - তিনি ইয়াছরিব শহরের বারোজন নেতার মনোযোগ আকর্ষণ করতে এবং তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করতে সমর্থ হন। 'আকাবা' নামক স্থানে তিনি তাদেরকে তাঁর প্রতি অনুগত থাকার প্রতিজ্ঞা করার আহ্বান জানান এবং অনুগত থাকার এ প্রতিজ্ঞা 'আকাবার প্রথম প্রতিজ্ঞা' বলে খ্যাত।

www.pathagar.com

মক্কা থেকে মিনা যাওয়ার পথে 'আকাবা' স্থানটি বাঁদিকে পড়ে। এ স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এ মসজিদটি 'আনুগত্যের মসজিদ' বলে পরিচিত। আনুগত্যের এ প্রতিজ্ঞাকে অনেক সময় 'মহিলাদের আনুগত্য' বলে গণ্য করা হয়। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"হে নবী! বিশ্বাসী নারীগণ যখন একথার ওপর অঙ্গীকার করতে তোমার নিকট উপস্থিত হয় যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, আপন সন্তানদের খুন করবে না, কোন অবৈধ সন্তান আনবে না, যাকে নিজের হাত-পায়ের মধ্যবর্তী (দাবি করে খাঁটি সন্তান) বানাবে এবং সঙ্গত বিষয়ে তোমার হুকুম অমান্য করবে না, তখন তুমি তাদের (অঙ্গীকার) গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।"

এ 'আনুগত্য' অন্য সব 'আনুগত্যের' আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং হেজায, নজদ ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশে এ ধরনের যেসব ঘটনা ঘটে, তার ভিত্তি হিসেবেও এ 'আনুগত্য' প্রতিভাত হয়। ইয়াছরিব শহরের নেতৃস্থানীয় এ লোকগুলো তাদের শহরে ফিরে যাওয়ার সময় তাদের সাথে একজন লোককে পাঠানোর জন্য মুহাম্মদকে অনুরোধ করেন, যিনি তাদের কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাবেন, তাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করবেন এবং ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে তাদের শিক্ষা দেবেন। মুহাম্মদ তাদের সাথে মু'সাব বিন উমায়েরকে প্রেরণ করেন।

www.pathagar.com

রাতের মাঝে

'তারাই হবে অধিকারী। যারা ফিরদাউস বেহেশতের
অধিকারী হবে, তারা চিরকাল তথায় বাস করবে।'
- কুরআন - সূরা ২৩ ঃ ১০-১১

৬২২ খ্রিস্টাব্দের জিলহজ্জ মাস। এ বছরেই মুহাম্মদ চিরতরে মক্কা ত্যাগ করেন এবং মানুষের ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। এ বছর থেকেই শুরু হয় হিজরী সন। এ মাসের মধ্যে মক্কায় আগত তীর্থযাত্রীরা আরব-বাসীর মধ্যে প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠান সমাপ্ত করে। হযরত ইবরাহীমের সময় থেকে প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠান পরবর্তী পর্যায়ে ইসলাম প্রবর্তিত কতিপয় নতুন ধর্মানুষ্ঠানের অংশরূপেও চিহ্নিত হয়।

ধর্মানুষ্ঠান সমাপ্তির পর প্রতিটি তাঁবুর সামনে ড্রাম পেটানোর শব্দ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাদের মক্কা ত্যাগের সময় হয়েছে। একের পর এক বিভিন্ন গোত্র তাদের পতাকা উত্তোলন করে শহর ত্যাগ করল, মক্কা থেকে বহির্গত হওয়ার অনেকগুলো পথের মধ্যে তারা তাদের সুবিধামত পথ অনুসরণ করল। প্রত্যেকটি দলের অগ্রভাগে ছিল উন্নত জাতের ঘোড়া - অশান্তভাবে তারা লাফাচ্ছিল। শহর থেকে বহির্গত হওয়ার প্রতিটি রাস্তা ছিল ঘোড়সওয়ার ও পথ চলা মানুষে পূর্ণ। মানুষের কোলাহল ও ঘোড়ার ডাকের শব্দ বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। বিষাদভরা চোখে মক্কাবাসীরা তাদের প্রত্যাগমন প্রত্যক্ষ করছিল। কারণ প্রত্যেক বছর এ লোকগুলোই তাদের আনন্দ ও লাভবান করার একটা সুযোগ এনে দেয়। পরবর্তী বছরের তীর্থযাত্রার সময়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। প্রবল উল্লাস ও উত্তেজনার পর মক্কায় আবার নেমে আসে নিস্তব্ধতা। আশপাশের পাহাড়েও নেমে এল নীরবতা। প্রত্যেক গোত্রের তীর্থযাত্রীরা মরুভূমির মধ্যে তাদের নিজের গৃহেই ফিরে গেল। ইয়াছরিব, তায়েফ প্রভৃতি শহরের কতিপয় শহরবাসী শহরের দিকেই ফিরে গেল।

www.pathagar.com

প্রত্যাগত লোকগুলোর মধ্যে শেষ দলটির জনসংখ্যা ছিল দু'জন মহিলাসহ মাত্র পঁচাত্তর জন। তারা মিনার পথে যাত্রা করে। মক্কা থেকে মিনার দূরত্ব মাত্র বারো মাইল। প্রথাগত পদ্ধতিতে মক্কায় তারা সব ধর্মানুষ্ঠান পালন করে। এরপর তারা কেন মিনার পথ ধরল, তা কেউ ধারণা করতে পারল না। এ দলের লোকেরা ছিল ইয়াছরিবের আউস ও খাযরাজ গোত্রের খ্যাতনামা লোক। এ গোত্র দু'টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দু'ভাই। 'আউস'-এর অর্থ 'উপহার' এবং 'খাযরাজ'-এর অর্থ 'পশ্চিমা বায়ু।' অন্যান্য গোত্রের মত 'পশ্চিমা বায়ু'র লোকদের সাথে 'উপহার' গোত্রের লোকদের শত্রুতা ছিল নিয়মিত। তাদের পারস্পরিক এ শত্রুতা ছিল একশ' বছরের এবং এতে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে। বলা হয়ে থাকে, ইয়াছরিবের ইহুদীদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সিরিয়ার খ্রিস্টানরা ইয়াছরিব আগমন করলে এ গোত্রের লোকেরাই তাদের সাহায্য করে। তারা বহু ইহুদীকে হত্যা করে, তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে ও তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। ইহুদীদের ওপর এ আঘাত ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে তারা তাদের সব শক্তি-সাহস দিয়ে যুদ্ধ করেও ব্যর্থ হয়। এজন্য তারা চালাকি ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। তারা এ দু'গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা দু'ভাইকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। তাদের আশা ছিল, এ দু'টি গোত্র পরস্পরকে শত্রু ভাবলে উভয় গোত্রই অন্যের ধ্বংস সাধনে তৎপর হবে।

আবার অনেকে মনে করেন, যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল এবং এজন্য সুযোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টায় তাদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। খাযরাজ গোত্রের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে আউস গোত্রের লোক কর্তৃক আঘাত পায়নি। একই-ভাবে, আউস গোত্রের মধ্যে এমন লোক ছিল না যে নাকি খাযরাজ গোত্রের লোক কর্তৃক আঘাত পায়নি।

এ দু'টি গোত্রের মধ্যকার শত্রুতা বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে এবং শেষে 'বাথ' যুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে। এ যুদ্ধে আউস গোত্রের লোকেরা পরাজয়ের মুহূর্তে জয়ী হয়। আউস গোত্রের লোকেরা যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে, তখন তাদের নেতা হুদিরা নিজের উরুতে তীর ঢুকিয়ে দেয় এবং মাটিতে গড়াতে গড়াতে চিৎকার করে বলতে থাকে ঃ "তোমরা যদি পালিয়ে যাও, তাহলে শত্রুর কাছে আমার আত্মসমর্পণের অপমান চিরকাল তোমাদের সহ্য করতে হবে।" এ আহ্বানে তার গোত্রের পলায়নপর লোকেরা একত্রিত হয় এবং অমিত বিক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা খাযরাজ গোত্রের লোকদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে ও তাদের ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। পরাজিত গোত্রের সব যুবকদের হত্যা করা হয় এবং প্রতিটি পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। এ সময় তারা আবু কায়েসের কথার সত্যতা অনুধাবন করে। আবু কায়েস সর্বদা তাদের যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতেন। যুদ্ধে লাভবান হয় ইয়াছরিবের ইহুদীরা। এ যুদ্ধের

www.pathagar.com

পরে তারা তাদের হৃত গৌরব ও সম্মান ফিরে পায়। এ দু'গোত্রের লোক তখন তাদের মধ্য থেকে এমন একজন নেতা নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেয়, যিনি তাদেরকে পরিচালিত করবেন, তাদের শাসন করবেন এবং তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে যে সখ্য ছিল, তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন।

দু'জন মহিলাসহ ইয়াসরিবের পঁচাত্তর জন লোক মক্কায় আসে। তীর্থযাত্রা এবং মক্কার সব প্রথাগত ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করার পর কেন যে তারা 'মিনা'র পথ ধরল, তা অন্য সবার কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেল। একটা বড় পাহাড়ের পাদদেশে 'আকাবা' নামক স্থানে তারা তাঁবু খাটাল। তারা বিশ্রাম নিল, উটের বাঁধন খুলে দিল এবং উঁচু জাতের ঘোড়া বেঁধে তাদের সামনে খাবার দিল। বার্লির রুটি সেঁকতে ও অন্যান্য খাবার গরম করার জন্য তারা আগুন জ্বালাল - প্রজ্বলিত আগুনের শিখায় স্থানটি আলোকিত হল। অনন্ত আকাশের দিগন্তে দেখা গেল ১০ই জিলহজ্জ রাতের চাঁদ।

যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাই রাতের শীতল পরশ ও মৃদু চন্দ্রালোক উপভোগ করল। রাতের হিমেল হাওয়া তাদের উত্তপ্ত দেহে পরশ বুলিয়ে দিল। তবে কেউ তাদের তাঁবু থেকে খুব দূরে গেল না। এভাবে তিনটে রাত কেটে গেল। রাতের অর্ধাংশের বেশি সময় জেগে থাকা মরুভূমির সন্তানদের কাছে একটা অজ্ঞাত ব্যাপার। অবশ্য বিশেষ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় তারা এভাবে জেগে রাত কাটিয়েছে। পর্যায়ক্রমে তারা উমায়েরের পুত্র মু'সাবের তাঁবুতে এসে দেখা করতে লাগল। এভাবেই তাঁর সাথে দেখা করার জন্য মু'সাব তাদের নির্দেশ দেন। তাঁর সঙ্গী কাব তাঁকে আকাবার অসমতলবিশিষ্ট নির্দিষ্ট স্থানের পথ দেখিয়ে দেয়। স্থানটি ছিল উপত্যকার একপাশে। অপর চারজন লোক, দু'জন করে একসাথে - তাদের অনুসরণ করে। মু'সাব ও কাবকে প্রথম অনুসরণ করেন আসাদ ও মালিক।

আসাদ বললেন ঃ "প্রথম যখন আমরা বারোজন লোক এ স্থানে আসি, সে কথা কি আপনার স্মরণ আছে? সেই বারোজনের সবাই আজ এখানে উপস্থিত আছে। আমাদের শপথের কথা কি আপনার মনে আছে? আমরা কল্পনাও করিনি যে, পরবর্তী বছরে আমাদের সংখ্যা পঁচাত্তরে দাঁড়াবে। এ তারা, চাঁদ ও মরুভূমি অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করেছে, ভবিষ্যতেও অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করবে। মু'সাবের সাহায্যে ইয়াছরিবে আমরা অনেক সাথী পেয়েছি এবং ঐ শহরে আমাদের প্রথম মিলনের দিনই আমরা চল্লিশজন সঙ্গীকে পাই। তাদের অনেকেই আজ আমাদের সাথে আছে।"

কাব বললেন ঃ "হ্যাঁ, আনুগত্যের সেই শপথের উপজাত ফল হল আজকের এ জমায়েত। এ রাতের জমায়েতের পর কী ঘটবে, তা কেউ বলতে পারে না। আপনার স্মরণ আছে, ইহুদীরা আমাদের প্রায়ই বলত, আমাদের মাঝে একজন নবী আবির্ভূত হবেন। তারা তাঁকে অনুসরণ করবেন এবং ইয়াছরিবে ইহুদীর

www.pathagar.com

অস্তিত্বের আর কোন চিহ্নই থাকবে না। তাদের ওপর আমাদের প্রাধান্য বজায় রেখে আমরা ভাল কাজই করেছি। তাঁর প্রতি আমরা আনুগত্যের শপথ নিয়েই আমরা তাদের পরাভূত করব।”

এ ধরনের আলোচনা করতে করতে তাঁরা দু'জন উপত্যকার দিকে অগ্রসর হলেন। সামান্য পথ অতিক্রম করতেই তারা আকাবার অসমতল ভূমিতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। অন্যান্য স্থানের মত এ স্থানেও হজ্জযাত্রীরা গিয়ে পাথর নিক্ষেপ করেন। এ স্থানটি উপত্যকার একপাশে অবস্থিত। যে সময়ের কথা আমরা বলছি, তখন ঐ স্থানে অনেকগুলো গাছ ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে পঁচাত্তরজন লোক সেখানে জমায়েত হল। তারা সেখানে দলে দলে দাঁড়িয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করল। মাঝে মাঝে তারা এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখছিল। মনে হল, তারা যেন কারও অপেক্ষায় আছে। অল্পকিছু সময় পর তারা অদূরে কয়েকজন লোকের ছায়া দেখতে পেল। তারা আকাবার দিকেই আসছে। তারা ক'জন লোকের আগমন অপেক্ষায় ছিল। তবু অদূরে ছায়া দেখতে পেয়ে তারা ভয়ে তরবারির বাঁটে হাত রাখল। মু'সাব ও অপর কয়েকজন লোক নবাগতদের সাথে দেখা করতে এগিয়ে গেলেন। কিছুদূর গিয়েই মু'সাব চিৎকার করে উঠলেন, 'আল্লাহর নবী, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।' নবাগতদের মধ্যে ছিলেন মুহাম্মদ। তাঁর সাথে ছিলেন আলী, আবু বকর ও মহানবীর চাচা আব্বাস।

তিনিও আন্তরিকতার সাথে বললেন ঃ “হে মুসলমানদের ভাই! তোমাদের ওপরও শান্তি।”

মুহাম্মদ-এর সাথে তাদের এ নৈশ মিলনের ঘটনা আকস্মিক কোন ঘটনা ছিল না। পূর্ববর্তী বছরে এ গোত্রের বারোজন লোক তাদের শত্রু ইহুদীদের বিরুদ্ধে বন্ধুর তালাশে ও মৈত্রী স্থাপন করতে মক্কায় আসে। কিন্তু আমোদপ্রিয় মক্কার নেতৃ-বৃন্দ তাদের কথায় কর্ণপাত করে না। কিন্তু মুহাম্মদ এ নীতিতে বিশ্বাস করতেন যে, কোন মানুষের যা কিছু আছে, তা তার স্বীয় প্রচেষ্টারই ফল। আল্লাহর বাহিনী জোগাড় করার কথা তাঁর মনে সব সময়ই জাগরুক থাকত। শহরে নবাগতদের কাছে তিনি তাঁর কথা বলতেন এবং এ কাজ ছিল তাঁর কাছে রুটিনমাফিক। এ কাজের মাধ্যমেই তিনি এ দলের সংস্পর্শে আসেন। তিনি তাদের সানন্দে গ্রহণ করেন ও তাদের সমস্যা ও দুঃখের কথা মনোযোগের সাথে শোনেন। তিনি বললেন ঃ “একমাত্র আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তোমরা তোমাদের দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে পার।” তারা প্রতিজ্ঞা করল, পরবর্তী বছরে তারা তাঁর কাছে আরও বেশি সংখ্যায় আসবে। তৎপর তারা ইয়াছরিবে ফিরে গিয়ে ইসলাম প্রচার শুরু করে। সেখানে সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমরা পূর্বেই দেখেছি, তারা মুহাম্মদ-এর কাছে একজন লোক পাঠানোর আবেদন করেছে, যিনি তাদের কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাবেন ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা দেবেন।

www.pathagar.com

মহানবী মু'সাবকে সেখানে পাঠান। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি কুরআন পাঠকারী পদবী লাভ করেন। আরও কথিত আছে, মহানবী উম্মে মাকসুমের পুত্র ও খাদীজার চাচাত ভাই আমরকে সেখানে পাঠান এবং তিনিই সেখানে মুসলমানদের প্রথম জমায়েতের ব্যবস্থা করেন। আবদুল মুত্তালিব-এর সাথে কোন পারিবারিক সূত্রে সম্পর্কিত নাজ্জার গোত্রের লোকেরা এ ব্যাপারে সহায়তা করে। সেজন্যেই এ রাতে দু'জন মহিলাসহ পঁচাত্তর জনের একটি দল মুহাম্মদ-এর প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করার জন্য উপস্থিত হয়।

মুহাম্মদ একটা উঁচু স্থানে আসন গ্রহণ করেন। পূর্ববর্তী বছরে যে বারোজন তাঁর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন, তারা তাঁর চারপাশে বসেন। বাকী লোকগুলো তাদের চারদিকে গোলাকার হয়ে বসে। আলী এবং আবু বকর দূরে তাঁদের আসন গ্রহণ করলেন। একজন উপত্যকার এক প্রান্তে এবং অপরজন অন্যদিকে একটা পাথরের ওপর বসে আকাবার পথের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন।

আসাদ বিন জুরারই প্রথম কথা বললেন ঃ "হে আল্লাহর নবী! গত বছর আমরা আপনার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করি। সেই সময় থেকে আমরা আমাদের শহরে ইসলাম প্রচারে সর্বশক্তি নিয়োগ করি। আমাদের সাথে আমাদের একদল বন্ধু-বান্ধব উপস্থিত হয়েছে। তারাও আপনার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করতে চায়। আপনার মনে কী আছে, তা তাদের বলে দিন।"

আব্বাস বললেন ঃ "আমার ভাইপো কিছু বলার আগে খাযরাজ গোত্রের লোকদের উদ্দেশ্যে আমার কিছু বলা উচিত বলে মনে করি। তোমরা রাতের আঁধারে মুহাম্মদ-এর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করার জন্য উপস্থিত হয়েছ। কিন্তু তোমরা কেন এ কাজ করছ তা কি স্পষ্টভাবে জান?"

জনতা একসাথে বলে উঠল ঃ "হ্যাঁ, আমরা জানি।"

আব্বাস বললেন ঃ "আমি ঘোষণা করছি, এ আনুগত্যের ফলে তোমাদের ওপর সীমাহীন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তোমাদের সম্পত্তি, এমনকি জীবন বিসর্জন দেওয়ার আহ্বানও জানান হতে পারে। রক্তক্ষয়ী ও ভয়াবহ যুদ্ধের জন্যেও তোমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তোমরা যদি প্রস্তুত থাক, তাহলে নবীর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা কর। তোমাদের নবী তোমাদের শহরেও যাবেন। তিনি আমাদের মাঝেই থাকবেন। অতীতে আমরা যেমন তাঁকে সমর্থন করেছি, ভবিষ্যতেও তেমনি আমরা তাঁকে সমর্থন করে যাব। তোমাদের প্রতিজ্ঞা ও মুচলেকার ওপর ভিত্তি করে মুহাম্মদ তোমাদের শহরে যাবেন, আর শত্রুর চাপে পড়ে তোমরা তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে, এ ধরনের কোন কাজের অনুমতি দেওয়া যায় না। এ ধরনের কাজ চিরদিন তোমাদের সম্মানের প্রতি কলঙ্ক হয়ে থাকবে। আমি তোমাদের এজন্য একথা বলছি যে, শেষ মুহূর্তে তোমাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হতে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে তোমরা চিন্তা কর এবং তারপরই তোমরা মন স্থির কর।"

www.pathagar.com

ক্ষণিকের জন্য সবাই নীরব হয়ে রইল। ধূসর চন্দ্রালোকে মুহাম্মদও চুপ করে প্রত্যেকটি লোকের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হল, তিনি যেন প্রত্যেকটি লোকের অন্তর ও তাদের চিন্তাধারাকে অনুধাবন করছেন। অবশেষে বারা বিন মারুর নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

তিনি বললেন ঃ "হে আব্বাস! আমরা আপনার কথা শুনলাম। মহানবীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশে আমাদের সঙ্গীদের মনে যদি সামান্যতম সন্দেহ থাকত, তাহলে এতক্ষণে তারা তা প্রকাশ করত। আমাদের মনে যদি এ ধরনের কোন চিন্তার উদ্রেক হত, তা-ও আমরা প্রকাশ করতাম।"

কাব বিন মালিক বললেন ঃ "মহানবীর প্রতি আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তাঁর সেবায় আমরা আমাদের জীবন, সম্পত্তি, গোত্র, জীবিকা নির্বাহের উপায় - এমনকি আমাদের আত্মাকেও উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছি।"

জনতার মধ্য থেকেও আওয়াজ উঠল ঃ "হে আল্লাহর নবী! আমাদের যা কিছু আছে, তার সবকিছুই আমরা আপনার সেবায় উৎসর্গ করলাম।"

জনতার মধ্য থেকে একজন লোক বলল ঃ "আমাদের প্রার্থনা, আমাদের উদ্দেশ্যে মহানবী কিছু বলুন। আমরা তাঁর নিজের কথা শুনতে চাই।"

অপর এক ব্যক্তি বলল ঃ "হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ ও আপনার জন্য আমাদের কী করতে হবে তা বলুন।"

মুহাম্মদ শুরু করলেন ঃ "করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।"

উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে একজন চিৎকার করে উঠল ঃ "সবাই চুপ কর। মহানবী আমাদের সামনে আল্লাহর বাণী উচ্চারণ করছেন।"

মুহাম্মদ বললেন ঃ

"করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। অবশ্যই সফলকাম হয়েছে বিশ্বাসীরা, যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে, যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে, যারা যাকাত দানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে - তবে পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তারা নিন্দনীয় হবে না, এবং কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান, তারাই হবে অধিকারী, অধিকারী হবে ফিরদাউসের, যেখানে তারা স্থায়ী হবে। আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে, অতঃপর আমি তা শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে, পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তেতে, অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে, অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা, অবশেষে তাকে আরও এক রূপ দান করি। সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! এরপর তোমরা

www.pathagar.com

অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে, অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে। আমি তো তোমাদের ঊর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সপ্তাকাশ এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অনবধান নই, এবং আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে, অতঃপর আমি মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি, আমি তা অপসারিত করতেও সক্ষম। অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খর্জূর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি; এতে তোমা-দের জন্য আছে প্রচুর ফল; আর তা হতে তোমরা আহার করে থাক; এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ, যা জন্মায় সিনাই পর্বতে, এতে হয় মানুষের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন। এবং তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে আনআমে, তোমাদের আমি পান করাই তাদের উদরে যা আছে তা হতে এবং তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা; তোমরা আনআমের গোশত ভক্ষণ কর, এবং তোমরা উষ্ট্রে ও জলযানে আরোহণও করে থাক। আমি তো নূহকে পাঠিয়েছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে, সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?' তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানগণ যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা লোকদের বলল, 'এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, তোমাদের ওপর নেতৃত্ব করতে চাচ্ছে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে ফেরেশতাই পাঠাতেন, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের কালে এরূপ ঘটেছে, একথা শুনিনি। এ তো এক উন্মাদ, সুতরাং এর বিষয়ে কিছুকাল অপেক্ষা কর।' নূহ বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর, কারণ ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।' অতঃপর আমি তাঁর নিকট প্রত্যাদেশ করলাম, 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর, অতঃপর যখন আমার আদেশ আসবে ও ভূ-পৃষ্ঠ প্লাবিত হবে, তখন উঠিয়ে নিও প্রত্যেক জীবের এক-এক জোড়া এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বসিদ্ধান্ত হয়েছে, তাদেরকে ব্যতীত, এবং যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বল না, তারা নিমজ্জিত হবে। যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা জলযানে আরোহণ করবে, তখন বল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন জালিম সম্প্রদায় হতে।' আরও বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে নামিয়ে দাও, যা হবে কল্যাণকর, এ ব্যাপারে তুমিই শ্রেষ্ঠ।' এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। আমি তো ওদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম। পরে অন্য এক সম্প্রদায়কে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম, এবং ওদের একজনকে ওদের নিকট রসূল করে পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?' তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল ও পরলোকের সাক্ষাৎকারকে অস্বীকার করেছিল এবং যাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগসম্ভার, তারা বলেছিল, 'এ তো তোমাদেরই

www.pathagar.com

মত একজন মানুষ, তোমরা যা আহার কর সে তো তাই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে। যদি তোমরা তোমাদের মত একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে কি তোমাদের এ প্রতি-শ্রুতি দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে ও তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলে তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে? তোমাদের যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা কদাচ ঘটবে না, কদাচ ঘটবে না। একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না। সে তো এমন এক ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ সমন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করার নই।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর, কারণ ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।' আল্লাহ বললেন, 'অচিরেই ওরা অনুতপ্ত হবে।' অতঃপর সত্য সত্যই এক মহানাদ ওদেরকে আঘাত করল এবং আমি ওদেরকে তরঙ্গ-তাড়িত আবর্জনাসদৃশ করে দিলাম। সুতরাং ধ্বংস হয়ে গেল সীমালজ্ঘনকারী সম্প্রদায়।"

কুরআন - সূরা ২৩ ঃ ১-৪১

মু'সাব ও আরও কয়েকজন প্রায় একসাথে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, 'ক্ষমতাবান ও মর্যাদাপূর্ণ আল্লাহ সত্য কথাই বলেছেন।' রাতের নীরবতার মাঝে উপস্থিত আরববাসীরা আল্লাহর বাণী শুনছিল গভীর মনোযোগের সাথে। যে কোন লোকের ধারণা হতে পারে যে, এ পঁচাত্তরজন লোক একজন লোকে রূপান্তরিত হয়েছে - এমন কি সেই একজন লোকও শ্বাস-প্রশ্বাস এমন নিঃশব্দে ত্যাগ করছিল যে, সে নিজেই তা বুঝতে পারছিল না।

মুহাম্মদ একটু থামলেন। তারপর আবার বললেন ঃ "হে খাযরাজ গোত্রের লোক! আল্লাহর যে কথা আমি তোমাদের সামনে উচ্চারণ করেছি, তা কেবল দৃষ্টান্ত ও সতর্কতাস্বরূপ। কিন্তু তোমাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আমার যা বলা উচিত ও আমি যা মনে করি, তা হল, তোমাদের এক আল্লাহ্র ইবাদত করা উচিত ও তাঁর আইন মেনে চলা উচিত। আমার জন্য আমি তোমাদের কাছ থেকে যা চাই, তা হল, ইসলাম প্রচারে এবং মানুষের মধ্য থেকে অন্যায় ও অত্যাচার দূর করতে আমাকে সাহায্য কর। এজন্য তোমরা নিজেদের মত আমাকেও সাহায্য করবে।"

ইবনে রাওয়াহা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "এ কাজ করলে আমরা কি পুরস্কার পাব?"

মুহাম্মদ বললেন ঃ "তোমরা পাবে বেহেশত।"

উপস্থিত সবাই একযোগে উচ্চকণ্ঠে বলল ঃ "আমরা আপনার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করতে প্রস্তুত।"

মুহাম্মদ বললেন ঃ "তোমাদের এ আনুগত্য ভাল কাজের ওপর ভিত্তিশীল হতে হবে এবং মন্দ কাজ ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আল্লাহ্ যে নির্দেশ দেন, তা তোমাদের মানতে হবে, কুৎসা রটনাকারী ও নিন্দুকের কথায় তোমরা

www.pathagar.com

দুঃখ করবে না এবং তোমরা তোমাদের সন্তান ও পরিবারের আশ্রয়ের জন্য যা করবে, আমার জন্য তাই করবে।”

তারা একযোগে বলল ঃ “আমরা আমাদের ও আমাদের সন্তানের জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা করছি।”

তৎপর বারা বিন মারুর এগিয়ে এলেন। মুহাম্মদ-এর হাতে হাত রেখে তিনি বললেন ঃ “আল্লাহ্‌র কসম, তিনি আপনাকে সত্য ধর্মের পথিক ও পুণ্যবান করে পাঠিয়েছেন। আমাদের স্ত্রী ও সন্তানকে যেভাবে আশ্রয় দেই, আপনাকেও আমরা সে রকম আশ্রয় দেব। আল্লাহর কসম, আমরা যোদ্ধা এবং তলোয়ার হাতে নেওয়ার উপযুক্ত। আমাদের পূর্বসূরিদের কাছ থেকে এ গুণ আমরা দু'টো গোত্রই লাভ করেছি।”

আব্বাস তাঁকে সতর্ক করে দিলেন ঃ “আস্তে কথা বল। রাতের এ আঁধারে আমাদের গতিবিধি কেউ পর্যবেক্ষণ করতে পারে।”

আবুল হায়শাম বললেন ঃ “হে আল্লাহ্‌র নবী, ইহুদী ও আমাদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের চুক্তি ও মৈত্রীবন্ধন রয়েছে। আমরা সেসব চুক্তি ও মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন করার পর যদি আপনি বিজয়ী হন এবং তৎপর আমাদের ছেড়ে আপনার লোকদের মধ্যে ফিরে যান, তখন আমাদের উপায় কি হবে?”

মুহাম্মদ মৃদু হাসলেন। বললেন ঃ “তোমাদের রক্ত আমার রক্তের মত, তোমাদের পরিবার আমার পরিবারের মত - তোমরা আমার, আর আমি তোমাদের। তোমাদের শত্রুর সাথে আমি যুদ্ধে লিপ্ত ও তোমাদের বন্ধুর সাথে আমি শান্তির মধ্যে রয়েছি।”

আব্বাস বললেন ঃ “আপনি নবীর মতই কথা বললেন। আপনার প্রতি এ আনুগত্য আল্লাহর প্রতি আনুগত্যেরই মত এবং আল্লাহর সাথে চুক্তি আপনার সাথেই করা হল। এ পবিত্র মাসে ও পবিত্র স্থানে আপনারা প্রতিজ্ঞা করলেন। আপনারা মনে রাখবেন, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। আপনারা মুহাম্মদ-এর বিজয়ের জন্য সচেষ্ট হন এবং লক্ষ্য অর্জনে আপনাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করুন।”

উপস্থিত জনতা বলল ঃ “আমরা সব শুনলাম ও দেখলাম।”

অতঃপর আব্বাস আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ “হে স্রষ্টা! আপনি আমাদের সাক্ষী। আমাদের কথা আপনি শুনেছেন। এ লোকদের প্রতি আমার ভাইপো ওয়াদা করেছে এবং তারাও তা গ্রহণ করেছে। হে আল্লাহ! আমার ভাইপোর তরফ থেকে আপনি এ লোকগুলোর সামনে সাক্ষী থাকুন।”

মুহাম্মদ বললেন ঃ “এ আনুগত্যের শপথের পশ্চাতে যে নীতি রয়েছে, এখন আমি তার ব্যাখ্যা দিচ্ছি। এতে তোমরা এর গুরুত্ব অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারবে ও তোমাদের হৃদয়ে তা গেঁথে রাখতে পারবে।”

তারা বলল ঃ “হে আল্লাহ্‌র নবী, আপনি বলুন।”

www.pathagar.com

“আমার সাথে সাথে তোমরা এ কথাগুলো উচ্চারণ কর ঃ আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমরা আল্লাহর সাথে কোন অংশীদার নিয়োগ করব না। আমরা চুরি করব না, আমরা ব্যভিচার করব না, আমরা আমাদের সন্তানকে হত্যা করব না, আমরা আমাদের স্ত্রী, পরিবারের সদস্য ও অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করব না এবং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করব না।”

মুহাম্মদ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আবার বললেন ঃ “তোমরা যদি এ কাজ কর, তাহলে বেহেশতে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম স্থান নির্ধারিত থাকবে। কিন্তু এ কাজ করতে তোমরা যদি প্রবঞ্চনা বা চালাকির আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহলে তোমাদের ভাগ্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপরই নির্ভর করবে - উপযুক্ত মনে করলে তিনি তোমাদের মাফ করে দেবেন।”

উপস্থিত সবাই নবীর একথা গভীর মনোযোগ ও বিশ্বাসের সাথে উচ্চারণ করল। তৎপর তারা একে একে নবীর সামনে গিয়ে বলল, ‘হে আল্লাহর নবী! আপনার হাত প্রসারিত করুন।’ তারা নবীর হাত ধরে চুম্বন করল।

উপস্থিত লোকদের মধ্যে আসাদ বিন জুরারা ছিল বয়সে সবার চেয়ে কম। তিনি মুহাম্মদ-এর হাত ধরে তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ

“হে, ইয়াছরিববাসী! আমরা এ লোকটির সাথে যোগ দিয়েছি। কারণ আমরা জানি, তিনি আল্লাহর নবী। কিন্তু এজন্য আমাদের সমগ্র আরব জনগণের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হল এবং আমরা উৎসর্গ করলাম আমাদের যৌবনকাল। সব ধরনের দুর্যোগের মধ্যেও যদি তোমরা ধৈর্য ধর ও কষ্ট ভোগ কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে। কিন্তু তোমাদের জীবন সম্পর্কে তোমরা যদি ভয় পাও, তাহলে তোমরা এ লোকটিকে ত্যাগ কর ও তাঁকে তাঁর নিজের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দাও। এর জন্য তোমরা হয়ত মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর ক্ষমা পেতে পার।”

উপস্থিত লোকদের মধ্যে এ ভাষণের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। প্রায় একসাথেই তারা চিৎকার করে বলল ঃ ‘আল্লাহর কসম, আমাদের আনুগত্য প্রত্যাহার করব না বা তাঁকেও তাঁর নিজের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেব না।’

মুহাম্মদ-এর প্রতি প্রথম আনুগত্য ঘোষণা করেন আবুল হায়শাম বিন আল তাইহান। তিনি নবীর হাত ধরে বললেন ঃ “হে আল্লাহর নবী! ইসরাইলের বারো জন লোক মূসা বিন ইমরানের প্রতি যেমন আনুগত্য ঘোষণা করেছিল, তেমনি আমিও আপনার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করছি।”

আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা এগিয়ে এলেন। মুহাম্মদ-এর হাত ধরে তিনি বললেন ঃ “হে আল্লাহর নবী! মরিয়মের পুত্র ঈসার প্রতিনিধিগণ যেমন তাঁর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছিল, আমিও তেমনিভাবে আপনার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করলাম।”

www.pathagar.com

আসাদ বিন জুরারা এগিয়ে এসে নবীর হাত ধরলেন এবং বললেন ঃ “হে আল্লাহর নবী! আমি আল্লাহ ও আপনার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করছি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব এবং আমার কথা ও কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না।”

নুমান বিন হারিস নবীর হাত ধরে বললেন ঃ “আমি মহামহিম আল্লাহ ও আপনার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করছি। আমি সর্বদা আল্লাহর পথে চলব ও তাঁর কাজ করব। আমি আমার ও অন্যের মধ্যে কোন পার্থক্য করব না।”

উবাদা এগিয়ে এসে মুহাম্মদ-এর হাত ধরে বললেন ঃ “হে আল্লাহর নবী, আমি আপনার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করছি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, কুৎসা রটনাকারীদের কথায় আমি কর্ণপাত করব না।”

সা'দ বিন আল রা'বি বললেন ঃ “আমি আল্লাহ ও আপনার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করছি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, কখনই আমি আপনার নির্দেশ অমান্য করব না বা অস্বীকার করব না।”

দু'জন মহিলাসহ পঁচাত্তরজন লোকই এভাবে তাঁদের আনুগত্য ঘোষণা করল। হঠাৎ দূর থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল।

‘হে মিনার জনগণ! তোমরা কি অবগত আছ, আমাদের দেব-দেবীর দুর্নাম রটনাকারী ও তার সঙ্গীরা এ গভীর রাতে এখানে উপস্থিত হয়ে তোমাদের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করছে এবং তোমাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধের পরিকল্পনা করছে?’

রাতের অন্ধকার ভেদ করে এ কথাগুলো যেন বিদ্যুতের ঝলকানির মতই ভেসে এল এবং সবার মনেই ভয়ের সঞ্চার হল। যেদিক থেকে একথা ভেসে এল সেদিকে সবাই তাকাল, অনেকে আবার তরবারি হাতে তুলে নিল। বেশ কিছুক্ষণ অসহ্য নীরবতায় কাটল। এরপর শোনা গেল মুহাম্মদ-এর দৃঢ় কণ্ঠস্বরঃ “এ কথায় তোমরা ভীত হয়ো না। একথা হল আল্লাহর শত্রু (লা'নাতুল্লাহি) ইবলিসের। তার কথা কেউ শুনবে না।”

আব্বাস বিন উবাদা বললেন ঃ “হে আল্লাহর নবী! এক আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমরা এসব কথায় ভয় পাই না। আপনি অনুমতি দিলে আমরা মিনা আক্রমণ করে এখনই তা ধ্বংস করে দিতে পারি।”

মুহাম্মদ উত্তর দিলেন ঃ “না। আমাকে এখনও যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। শান্তিপূর্ণভাবে তোমরা তোমাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন কর।”

www.pathagar.com

ভয়ে অন্তর কেঁপে গেল

'যারা কাফের দ্বারা যুদ্ধে আক্রান্ত হয়, তাদের জন্যে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল; কেননা তাদের প্রতি অবশ্যই জুলুম করা হয়েছে এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের বিজয়ী করার ক্ষমতা রাখেন।'

- কুরআন - সূরা ২২ ঃ ৩৯

খাযরাজ ও আউস গোত্রের এ আনুগত্য ঘোষণার কথা বিদ্যুৎগতির ন্যায় মক্কায় ছড়িয়ে পড়ল। সবার মুখে মুখে একই কথা আলোচিত হল - কেউ কোন কথা বাদ দিল না। অনেকের মতে, তারা ছিল সামান্য কয়েকজন লোক। আবার অনেকে উপস্থিত লোকের সংখ্যা এত বেশি ধারণা করল যে, বাস্তবের সাথে তার কোন মিল ছিল না। এ ঘটনায় অন্য কারও চেয়ে মক্কার কুরাইশ নেতৃবৃন্দ স্বভাবতই উদ্বিগ্ন হল বেশি। তারা খাযরাজ গোত্রের কতিপয় লোকের সাথে দেখা করল এবং তাদের এ কাজের নিন্দা করল। কিন্তু তারা এ ঘটনাকে অস্বীকার করল। শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যকার কয়েকজন পৌত্তলিককে হুবল দেবতার সামনে ঘোষণা করার জন্য পাঠাল যে, এ ঘটনার মধ্যে সত্যতা বলতে কিছু নেই। তৎসত্ত্বেও কুরাইশ নেতৃবৃন্দ সন্তুষ্ট হল না। তারা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা জোরদার করল।

এতদিন তারা মুহাম্মদকে দেখেছিল তাদের প্রথা ও রীতি-নীতির ধ্বংসকারী হিসেবে। কিন্তু এখন তারা বুঝল, মুহাম্মদ তাদের অস্তিত্বকেই ধ্বংস করে দিতে চায়। এতদিন তারা মুহাম্মদকে দেখেছে আসমান ও এক আল্লাহর দিকে হাত প্রসারিত করতে। কিন্তু এ নতুন ঘটনায় তারা ইয়াছরিবের সশস্ত্র গোত্রের দিকে মুহাম্মদ-এর হাত প্রসারিত হতে দেখল। তাছাড়া শহরে আরও রটল যে, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশসূচক নতুন ওহীও মুহাম্মদ পেয়েছে। যে ওহী সম্পর্কে শহরে আলোচনা হল তা এই ঃ

"যারা কাফের দ্বারা যুদ্ধে আক্রান্ত হয়, তাদের জন্য যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল, কেননা তাদের প্রতি অবশ্যই জুলুম করা হয়েছে এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের

www.pathagar.com

বিজয়ী করার ক্ষমতা রাখেন। যাদের অন্যায়ভাবে গৃহ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কেবল এ কারণে যে, তারা বলে, 'আল্লাহই আমাদের একমাত্র প্রভু।' যদি আল্লাহ্ মানুষের এক দল্‌কে দিয়ে অন্য দলকে দমন না করতেন, তবে তারা নিশ্চয় ধ্বংস করে ফেলত আশ্রম ও গীর্জা, নামাযের ঘর এবং মসজিদ, যেখানে হামেশা আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করবেন, যে আল্লাহ্‌কে সাহায্য করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমতাশালী, শক্তিমান।"

কুরআন - সূরা ২২ ঃ ৩৯-৪০

এ আয়াতগুলো যখন মানুষের মুখে মুখে ফিরল, ঠিক তখনই তারা দেখল, মুসলমানরা পরিবার-পরিজন ও অন্যান্য সামগ্রীসহ মক্কা ত্যাগ করছে। মুহাম্মদ-এর নির্দেশে তারা ইয়াছরিবে যাত্রা করছে। সেখানে তাদের স্থায়ীভাবে বসবাস করার ইচ্ছাই প্রকাশ পেল। মক্কা ত্যাগ করার আগে তারা কা'বা গৃহে গেল, প্রথা-গত উপায়ে কা'বা প্রদক্ষিণ করল, নামায পড়ল এবং তারপর উট ও ঘোড়ার পিঠে উঠে শহর ত্যাগ করল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ্ এবং মাসের পর মাস অতিবাহিত হল। প্রতি সপ্তাহেই মুহাম্মদ-এর অনুসারীরা দল বেঁধে মক্কা ত্যাগ করতে লাগল। শেষে দেখা গেল, মুহাম্মদ ও তাঁর কয়েকজন অনুসারী ছাড়া মক্কায় আর কোন মুসলমান নেই। বিভিন্ন স্থানে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, অতি শীঘ্র মুহাম্মদও মক্কা ত্যাগ করবেন। মক্কার কুরাইশ নেতৃবৃন্দ মুহাম্মদ-এর মক্কা ত্যাগের পূর্বেই তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা কাউন্সিল হলে একটি মিটিংও করল। আবু সুফিয়ান, উৎবা ও শায়বা দীর্ঘ বক্তৃতা দিল ঃ 'আমরা যদি এ সুযোগ হারাই, আর মুহাম্মদ যদি আমাদের হাতের বাইরে চলে যায়, তাহলে পুনরায় আমরা তাকে আমাদের কব্জায় আনতে পারব না। সে যদি তার পরি- কল্পনায় সফল হয়, তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে সে তার সর্বশক্তি দিয়ে লড়বে।'

মুন্নাবা বিন হাজ্জাজ বলল ঃ "তোমরা সবাই জানো, আকাবা উপত্যকায় খাযরাজ গোত্রের লোকদের সাথে মুহাম্মদ-এর মিলনের আমিই প্রত্যক্ষদর্শী এবং আমিই চিৎকার করে বলেছিলাম, 'ওহে মিনার জনগণ! তোমরা কি অবগত আছ যে, আমাদের দেব-দেবীর প্রধান নিন্দুক ও তার সঙ্গীরা এ গভীর রাতে সমবেত হয়ে একে একে সবার কাছ থেকে আনুগত্য আদায় করছে ও তোমাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধের পরিকল্পনা করছে'। সেই রাতের পর কয়েক মাস গত হয়েছে, অথচ এ ব্যাপারে তোমরা কিছুই করলে না। সেদিন আমি যা প্রত্যক্ষ করেছিলাম, তা তোমাদের কাছে বলি। তবু তোমরা ইতস্ততঃ করলে, অনর্থক দেরি করলে। বাস্তব কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তোমরা খাযরাজ গোত্রের প্রধান ব্যক্তিবর্গের কাছে কৈফিয়ত চেয়ে পাঠালে। তোমরা তাদের কাছে কৈফিয়ত তলব করলেও তারা তোমাদের ছোট শিশুর মত প্ররোচিত করল। এমনকি সেই ঘটনার পরও তোমরা ইতস্ততঃ করলে, মুহাম্মদ-এর সঙ্গীদের যেতে দেবে, না দেবে না - একথা চিন্তা

www.pathagar.com

করে। কিছু লোককে তোমরা মক্কা ত্যাগ করার অনুমতি দিলে এ কারণে যে, তাদের সাথে মক্কার কুরাইশদের চুক্তি আছে। অন্যের ব্যাপারে তোমরা চিন্তা করলে, খামাখা ঝগড়া করে লাভ কি! আমি নিশ্চিত যে, আজকের মিটিংও আলোচনা ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হবে। তোমরা মক্কার কুরাইশদের বড় বড় নেতা। অথচ মুহাম্মদ-এর যে মনের জোর আছে, তার হাজার ভাগের এক ভাগও তোমাদের নেই। তোমরা মনে মনে তাকে এমন ভয় পাও যে, আগে তোমরা ভয় পেতে আসমানে তার খোদাকে, আর এখন তোমাদের মোকাবেলা করতে হচ্ছে তার অনুগামী ও বন্ধুদের তরবারি।"

হাজ্জাজের কথায় জুবায়ের বিন মুত'য়িম ক্রুদ্ধ হল। সে বলল ঃ "তোমার কথা ঠিক নয়। আমরা কাউকে ভয় পাইনে। আমরা যেমন তার আসমানের আল্লাহকে ভয় পাইনে, তেমনি ভয় পাইনে খাযরাজ গোত্রের ভোঁতা তরবারিকে। আমাদের গোত্রগুলোর মধ্যে একটা গৃহযুদ্ধ বাধুক - এটা আমরা চাইনি। যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে আমরা এ কার্যকলাপ বন্ধ করতে চেয়েছিলাম। আকাবায় আনুগত্য ঘোষণার পর আবদুল্লাহ আবু সালাম তার পরিবার-পরিজনসহ প্রথম ইয়াছরিব যাত্রা করতে চায়। তোমরা কি জান না, কিভাবে তার গোত্রের লোকেরা তাকে এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে? এবং সে পরিবার-পরিজন রেখে একাই মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।"

হারিস বিন আমির বলল ঃ "তাতে এমন কী উপকার হয়েছে। তার স্ত্রী ও পুত্র সেদিন যায় নি। কিন্তু পরে তারা মক্কা ত্যাগ করেছে। আমি জানি নে, এটা কী ধরনের যাদু, মুহাম্মদ তার অনুসারীদের অন্তরে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে যে, কোন রকম দুঃখ-দুর্দশা বা দুর্ভাগ্যেও তারা হতাশ হয় না। ঐ মহিলাকে তারা জোর করে না পাঠান পর্যন্ত সে মাসের পর মাস ধরে বাড়িতে ও কা'বা গৃহে ক্রন্দন করে।"

আবু সুফিয়ান বলল ঃ "অতীতের কথা আলোচনা করে কোন লাভ নেই। এখন আমাদের একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমি জানতে পেরেছি, অদূর ভবিষ্যতে মুহাম্মদও মক্কা ত্যাগ করবে। আবু বকর ছয়'শ দিরহাম দিয়ে দু'টো দ্রুতগামী উট ক্রয় করেছে। উট দু'টিকে সে একটা ঘরে রেখে দিয়েছে। মুহাম্মদ-এর অনুসারীদের মধ্যে আলী, আবু বকর ও বাকী কয়েকজন ছাড়া মক্কায় আর কেউ নেই। তোমরা যা করতে চাও তার সিদ্ধান্ত আজ বা আগামীকালের মধ্যেই দিতে হবে।"

আবুল বখতারী বিন হিশাম বলল ঃ "আমার মনে হয়, তাকে এ মুহূর্তে ধরে একটা ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা উচিত। তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাকে আমরা রুটি ও পানি থেকেও বঞ্চিত করব। কবি জুবায়র ও নবিযা যে ধরনের কষ্ট ভোগ করেছিল, তাকেও সেই ধরনের কষ্ট দেওয়া উচিত।"

www.pathagar.com

আসওয়াদ বিন রাবিয়া বলল ঃ "আমার মনে হয়, সে যদি যেতে চায়, তাকে যেতে দেওয়াই উচিত। অন্য যে কোন শহরে গিয়ে সে খুশিমত তার যাদু বা ইন্দ্রজাল বা তার আল্লাহর উপাসনা বা অন্য যা কিছু ইচ্ছে সে করুক।"

নজদের জনৈক শেখ কাউন্সিল হলে নিকৃষ্ট ধরনের একটা গরম কাপড় পরে দাঁড়িয়েছিল। উত্থাপিত প্রস্তাব মূল্যহীন বলে সে তা বাতিল করে দিল। এ মিটিং-এ কুরাইশ নেতৃবৃন্দ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিল। উক্ত শেখ তাদের আলোচনায় অধৈর্য হয়ে পড়ল। তারা বলল ঃ "আমাদের কী করা উচিত বলে মনে কর?"

নজদের শেখ ও আবু জাহল একসাথে বলল ঃ "মুহাম্মদকে হত্যা কর এবং এ উপদ্রব থেকে আমাদের চিরকালের জন্য মুক্ত কর।"

পরে শোনা যায়, নজদের শেখ-এর ছদ্মবেশে উক্ত জমায়েতে শয়তান যোগ দিয়েছিল। একমাত্র আল্লাহই সত্য সম্পর্কে অবগত আছেন।

করতালির মাধ্যমে উপস্থিত লোকগুলো এ প্রস্তাবের পক্ষে রায় দিল। সেই রাতে মুহাম্মদ-এর গৃহে একযোগে আক্রমণের ও তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। প্রথমেই আঘাত করার ইচ্ছা প্রকাশ করল উৎবা। সে বলল ঃ "লাঠির এক আঘাতেই আমি তার মাথার ঘিলু বের করে দেব।"

জামাইয়া বলল ঃ "আমার তলোয়ার দিয়ে আমি তার গলা কেটে দেব।"

হাকাম বিন আল-আস বলল ঃ "আমি তার অনিষ্টকর চোখ দু'টো তুলে নেব।"

উত্তেজনাকর এসব কথায় আবু সুফিয়ানও যোগ দিল। সে বলল ঃ "তোমাদের হাত অটল রাখবে এবং তার ভয়ের কথা ভুলে যাবে। স্মরণ রাখবে, সে তোমাদের মত একজন মানুষ। আসমানে তার যেমন কোন সৈন্যবাহিনী নেই, তেমনি পৃথিবীতেও তার কোন বাহিনী নেই।"

নজদ-এর শেখ বলল ঃ "তোমরা যাই কর না কেন, এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও যে, মুহাম্মদ যেন পরদিন সূর্যোদয় দেখতে না পায়।"

আবু জাহল বলল ঃ "প্রত্যেক গোত্র থেকেই একজন সাহসী যুবক বাছাই কর। তাদের প্রত্যেকেই যদি একটা করে তরবারি নেয় এবং তারা যদি একসাথে আঘাত করে, তাহলে মুহাম্মদ-এর রক্তের জন্য কোন গোত্রকেই এককভাবে দায়ী হতে হবে না। আর সব গোত্রের বিরুদ্ধে আবদ মানাফ গোত্র যুদ্ধ করতে সমর্থ হবে না এবং শেষে তারা যুক্তি-তর্কের পথ অনুসরণ করতে বাধ্য হবে ও আমাদের কাছ থেকে তার শোণিত পণ গ্রহণ করবে।"

নজদ-এর শেখ বলল ঃ "এটা একটা উত্তম প্রস্তাব।" অন্যেরাও এ প্রস্তাবে রাজি হল।

আবু সুফিয়ান বলল ঃ "আজ রাতেই এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। প্রত্যেক গোত্রের মনোনীত ব্যক্তিরা আজকের গোধূলি সন্ধ্যায় মুহাম্মদ-এর বাড়িতে যাবে।

www.pathagar.com

আমি সেখানেই থাকব। আমি সংবাদ পেয়েছি যে, মুহাম্মদ এখন বাড়িতেই আছে। দিনে দু'বার - সকাল ও সন্ধ্যায় সে তার বাগদত্তা আয়েশাকে দেখার জন্য আবু বকরের বাড়িতে যায়। আজ দুপুরে সে সেখানেই ছিল। কিন্তু শেষ বিকালের দিকে সে তার নিজের বাড়ি ফিরে গিয়েছে। আমার লোকজন তাকে সর্বক্ষণ পাহারায় রেখেছে।"

আবু সুফিয়ানের এ কথার পর কাউন্সিল হলের মিটিং সমাপ্ত হল। কুরাইশ নেতারা এ প্রতিজ্ঞা করে বাড়িতে গেল যে, নির্দিষ্ট সময়ে তারা সশস্ত্র অবস্থায় মুহাম্মদ-এর বাড়িতে উপস্থিত থাকবে। রাতের ঐ সময় মক্কার অন্যান্য লোকেরা তখন ঘুমে থাকবে অচেতন, সুখ ও দুঃখের স্বপ্ন দেখবে, আর স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যা মোতাবেক তারা জীবিকা অর্জনের জন্য থাকবে মত্ত।

নির্দিষ্ট সময়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মনোনীত ব্যক্তিরা মুহাম্মদ-এর বাড়ির চারপাশে জমায়েত হতে লাগল। বিভিন্ন রাস্তা ও ছোট গলির মুখে তারা পাহারা দিতে শুরু করল। আবু জাহল ও উৎবা মুহাম্মদ-এর বাড়িতে প্রথম আসে। বাড়ির দু'পাশে তারা দু'জন সামান্য ব্যবধান রেখে অপেক্ষা করতে লাগল। আবু সুফিয়ান দাঁড়িয়েছিল আরও একটু দূরে। যেসব কুরাইশ যুবক তখনও ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়নি, সে তাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

আবু জাহল চুপি চুপি উৎবার কাছে কিছু বলছিল। আবু সুফিয়ান একটু এগিয়ে আবু জাহলের কথা শোনার চেষ্টা করল।

আবু জাহল তার সঙ্গীকে অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে বলল ঃ "মুহাম্মদ বলে, তার অনুসরণকারীরা সমগ্র আরব জনগণ ও পারস্যবাসীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে। সে বলে, মৃত্যুর পরে সবাই পুনরুজ্জীবিত হবে এবং বেহেশতের বাগানে প্রবেশ করবে। আর যদি তাকে অনুসরণ না কর, তাহলে তোমাদের শুধু হত্যাই করা হবে না, তোমরা যখন পুনরুজ্জীবিত হবে, তখন তোমরা অগ্নিদগ্ধ হবে অগ্নিশিখায়।"

সে যখন কথা বলছিল, তখন মুহাম্মদ-এর ঘরের দরজা খুলে গেল। কেউ যেন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। রাতের আঁধারে রাস্তা থেকে শুধু তার ছায়াই দেখা গেল। তার সাথে আর কেউ ছিল না। দরজার বাইরে এসেই সে আবু জাহলের মুখোমুখি হল।

"হ্যাঁ, একথা আল্লাহ ও আমি বলেছি।" এই বলে লোকটি আবু জাহলের মুখে এক মুঠো ধুলো নিক্ষেপ করে নিজের পথ ধরল। যন্ত্রণায় আবু জাহল চিৎকার করে উঠল এবং হাত দিয়ে সে চোখ ঘষতে লাগল। ইত্যবসরে ছায়ার মত মানুষটি এ আয়াতটি পড়তে পড়তে ছোট গলির ওপর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল ঃ

"জ্ঞানময় কুরআনের কসম, নিশ্চয় তুমি প্রেরিত রসূলগণের অন্তর্গত; সরল পথে আছ। মহাশক্তিমান দয়াময় এটা নাযিল করেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, তুমি সেই

www.pathagar.com

জাতিকে সতর্ক করে পথ দেখাও, যাদের পূর্বপুরুষদের সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা অজ্ঞতার অন্ধকারে রয়েছে। নিশ্চয়, এদের অনেকের বিরুদ্ধে আল্লাহর কথা ঠিক হয়ে গেছে; সুতরাং এরা ঈমান আনবে না। নিশ্চয়ই আমি এদের ঘাড়ে মোটা বেড়ি পরিয়েছি, তা তাদের চিবুক পর্যন্ত পৌঁছেছে, ফলে তারা মাথা উঁচু করে রয়েছে। আর আমি এদের সম্মুখে ও পেছনে প্রাচীর দিয়ে আবৃত করে রেখেছি, ফলে তারা দেখতে পায় না।" কুরআন - সূরা ৩৬ ঃ ২-৯

পবিত্র কুরআনের এ আয়াত পাঠ করতে করতে রহস্যময় ঐ ছায়াটি দৃষ্টি-সীমার বাইরে চলে গেল। আবু সুফিয়ান, উৎবা ও আরও কয়েকজন আবু জাহলের কাছে এসে তার চোখ থেকে ধুলা ঝেড়ে দিতে সাহায্য করল। তারা জিজ্ঞাসা করল ঃ "লোকটি কি মুহাম্মদ?"

আবু জাহল বলল ঃ "না। লোকটির কণ্ঠস্বর মুহাম্মদ-এর মত হলেও সে মুহাম্মদ নয়।"

আবু সুফিয়ান বলল ঃ "আবুল হাকাম, কা'বা গৃহে একদিন মুহাম্মদ-এর মাথায় পাথর নিক্ষেপ করতে গিয়ে তোমার হাত কেঁপে উঠেছিল। আজও তুমি অন্তরে ভয় পেয়েছো, কারণ তার গলা ধরে টেনে আনতে তুমি ব্যর্থ হয়েছ। তোমার চিৎকারে আমরা সবাই তোমার সাহায্যে ছুটে এসেছি, আর এ সুযোগে সে পালাতে সমর্থ হয়েছে।"

উৎবা বলল ঃ "আবু সুফিয়ান, আমি দেখলাম লোকটি মুহাম্মদই। কিন্তু মনে হয়, আমার হাতে শক্তি নেই এবং তা যেন আমার পায়ের সাথে বাঁধা।"

আবুল হাকাম বিন আল-আস বলল ঃ "ঘরের দরজা খোলার সাথে সাথেই আমার ধারণা হল, লোকটি মুহাম্মদ নয়; তাই আমি যদি অপরিচিত এ লোকটিকে আঘাত করি, তাহলে মুহাম্মদ সতর্ক হয়ে পালাতে পারে বলে আমার ভয় হল।"

জামাইয়া বলল ঃ "এর মধ্যে একটা অদ্ভুত রহস্য দেখা যাচ্ছে। এর ব্যাখ্যা করতে গেলে সত্যি ভয় লাগে। তার চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা সবাই পৃথক পৃথক ধারণা লাভ করলাম - এটা কী করে সম্ভব? তার যাদু বা তার অমিত সাহস বা তার বেহেশতের খোদা ও দোযখ আমাদের মস্তিষ্ক স্থবির করে দিয়েছে।"

এক এক করে সেখানে কুরাইশদের অন্যান্য লোকও জমায়েত হল। তাদের সংখ্যা একশ' ছাড়িয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন পথিক গলিপথ দিয়ে এল। বেশ কিছু লোকের জটলা দেখে সে জিজ্ঞাসা করল ঃ "তোমরা কার জন্য অপেক্ষা করছো?"

আবু জাহল বলল ঃ "মুহাম্মদ-এর জন্য।"

পথিক উত্তর দিল ঃ "মুহাম্মদ চলে গেছে। সে যেখানে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল, সম্ভবতঃ এখন সে সেখানেই অবস্থান করছে।"

www.pathagar.com

অনেকের ধারণা হল, লোকটি মিথ্যা কথা বলছে। তাই তারা মুহাম্মদ-এর ঘরে যাওয়ার বা কমপক্ষে দরজা দিয়ে উঁকি মারার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। শেষে তাদের অনেকে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল এবং সোজা তাঁর শোবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। সবুজ আলখেল্লায় আপাদমস্তক ঢাকা মুহাম্মদকে খাটের ওপর শায়িত দেখে তারা উল্লাসে ফেটে পড়ল।

আবু সুফিয়ান বলল ঃ "ওহী নাযিল হওয়ার সময় মুহাম্মদ এ আলখেল্লাটি পরে।"

আবুল হাকাম বিন আল-আস বলল ঃ "সিংহ এখন তার খাঁচার মধ্যে আছে।"

ঘুমন্ত লোকটি হঠাৎ জেগে উঠল। চিৎকার করে সে বলল ঃ "কে ওখানে?"

তারা বিস্ময় প্রকাশ করে বলল ঃ "এ যে আলী বিন আবু তালিব! তাহলে মুহাম্মদ কোথায়?"

আলী বললেন ঃ "আল্লাহর নবীকে পাহারা দেওয়ার জন্য তোমরা কি আমাকে পাহারাদার নিযুক্ত করেছ?"

আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলঃ "তুমি মুহাম্মদ-এর স্থানে ঘুমিয়ে রয়েছ কেন?"

"তাঁর কাছে গচ্ছিত জিনিসপত্র প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে এ ঘরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।"

আলী কিসের সম্পর্কে কথা বলছে, কুরাইশ নেতারা তা বুঝতে পারল। মূল্যবান জিনিসপত্রের নিরাপত্তার জন্যে মক্কার লোকেরা তা মুহাম্মদ-এর কাছে গচ্ছিত রাখত। মুহাম্মদ-এর বিশ্বস্ততার খ্যাতি ছিল অমলিন। তাই তাঁর কাছে মূল্যবান জিনিস গচ্ছিত রাখা একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়।

আবু জাহল বলল ঃ "গচ্ছিত জিনিসগুলো কোথায়?" কিন্তু আবু সুফিয়ান তাকে নিবৃত্ত করল।

"চল, আবু বকরের গৃহে যাই, মুহাম্মদ নিশ্চয়ই সেখানে আছে।"

www.pathagar.com

নতুন ও পুরনো পৃথিবীর মাঝে

'এবং স্মরণ কর, যখন কাফেররা তোমাকে বন্দী করার কিংবা খুন করার কিংবা তোমাকে নির্বাসন দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছিল, তারা প্রতারণা করছিল এবং আল্লাহও কৌশল করেছিলেন এবং আল্লাহই শ্রেষ্ঠ কৌশলী।'

- কুরআন - সূরা ৮ ঃ ৩০

এভাবে মুহাম্মদ দৃঢ়তার সাথে মক্কার কুরাইশ যোদ্ধাদের মধ্য দিয়ে আবু বকরের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে আবু বকরের কন্যাদ্বয় - আয়েশা ও আসমা - অবাক হলেন। তাঁরা কখনও মুহাম্মদকে এত গভীর রাতে তাদের বাড়িতে দেখেননি। আবু বকর তাঁর কক্ষ থেকেই দরজায় শোরগোল শুনতে পেলেন। কিন্তু তিনি কল্পনাও করেননি যে, আল্লাহর নবী এসেছেন। তাই কে এসেছে জানার জন্য তিনি কক্ষ থেকে বেরুতে একটু দেরিই করলেন।

মুহাম্মদ যে ঘরে ছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ করেই আবু বকর বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন ঃ "আল্লাহর নবী এত রাতে আপনি এসেছেন! আমি নিশ্চিত যে, কিছু একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে।"

মহানবী বললেন ঃ "ঘর থেকে সব ভৃত্য ও অন্য সবাইকে চলে যেতে বলুন।"

"ঘরে আমার দু'কন্যা ছাড়া আর কেউ নেই।"

মুহাম্মদ বললেন ঃ "আল্লাহ্ আমাকে মক্কা ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন।"

আবু বকর বললেন ঃ "তাহলে আমিও আপনার সাথে যাব। কিছুদিন আগে আমি যে দু'টি উট কিনেছিলাম, তা প্রস্তুত রয়েছে।"

"হ্যাঁ, আপনিই হবেন আমার এ সফরের সাথী।"

মুহাম্মদ কক্ষ ত্যাগ করলেন। আবু বকর তাঁর কন্যাদ্বয়ের উদ্দেশ্যে কয়েকটা কথা বলে আল্লাহর নবীর অনুসরণ করলেন। গৃহের পেছনের দিকের ছোট দরজা দিয়ে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন এবং অল্পক্ষণ পরেই তাঁরা রাতের আঁধারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

আয়েশা ও আসমা কিছুক্ষণ ধরে আলোচনা করলেন। তারপর তাঁরা শুতে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতেই দরজায় জোরে করাঘাত শুনলেন। দরজা খুলে দিতেই এক বিরাট জনতা ঘরের মধ্যে জোর করে ঢুকে পড়ল। তারা দু'বোনকে আটকে মুহাম্মদ ও আবু বকর কোথায় আছেন তা জিজ্ঞাসা করল।

দু'বোন উত্তর দিলেন ঃ "তাঁরা বাড়িতে নেই। কোথায় গেছে, তা-ও আমরা জানিনে।"

লোকগুলো বাড়ির ওপর-নিচে তন্ন তন্ন করে দেখল, কেউ কেউ আবার বাড়ির আশপাশের অলিগলি খুঁজে দেখল। কিন্তু কোথাও তারা তাঁদের সন্ধান পেল না। মুহাম্মদ ও আবু বকরকে খুঁজে না পেয়ে আবু জাহল আয়েশা ও আসমার কাছে ফিরে গেল। কুরাইশ যুবকরা তাদের দু'বোনকে বন্দী করে রেখেছিল। আসমার ঘাড় ধরে জোরে ধাক্কা দিয়ে আবু জাহল বলল ঃ "তোমার পিতা কোথায়, বল।"

আগের মত আসমা বললেন ঃ "আমি জানিনে।"

আবু জাহল তাঁর মুখে এক ঘুষি মারল। আসমা মাটিতে পড়ে গেলেন।

আসমা চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন ঃ "আবু জাহল, তোমার হাত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক।"

সেই রাতে মুহাম্মদকে খুঁজে পাওয়ার জন্য কুরাইশ নেতারা বিভিন্ন স্থানে তন্ন তন্ন করে বেড়াল। কিন্তু কোথাও তাঁকে না পেয়ে তারা প্রত্যুষে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিল। মরুভূমিতে পদচিহ্ন অনুসরণ করার কাজে অভিজ্ঞ একজন লোককেও সাথে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হল। মক্কা থেকে যেসব রাস্তা বাইরের দিকে গেছে, সেসব রাস্তা তার সাহায্যে পরীক্ষা করার কথাও তারা ভাবল।

পরদিন সকালে সব মক্কাবাসী জানতে পারল, মুহাম্মদ মক্কা ত্যাগ করেছে। শহরের চারপাশে ঘোষণা করার জন্য কুরাইশ নেতারা লোক পাঠাল। তারা ঘোষণা করল, মুহাম্মদকে কেউ ধরে দিতে পারলে তাকে কা'বায় রক্ষিত দেব-দেবীর পক্ষ থেকে একশ' উট পুরস্কার দেওয়া হবে। তাছাড়া হুবল দেবতা তার প্রার্থনা অনুগ্রহ করে শুনবে ও তা কার্যকর করবে। একজন আরববাসীর কাছে একশ' উটের মালিক হওয়ার অর্থই ছিল প্রভূত ধন-সম্পদের মালিক হওয়া। কারণ তাদের মধ্যে অনেকেই দু'টো উট দিয়ে সারা বছরের জীবিকা অর্জন করত। শীঘ্রই দেখা গেল, মক্কা থেকে বহির্গত রাস্তার ওপর ঘোড়া ও দ্রুতগামী উটের অস্থির চঞ্চল দৃশ্য।

একশ' উট পুরস্কারের ঘোষণা মক্কার লোকদের মধ্যে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ল। যেসব লোক জীবনে এত সম্পদের মালিক হওয়ার কথা স্বপ্নে ভাবেনি, তারাও মুহাম্মদ-এর খোঁজ পাওয়া যায় কিনা এ আশায় আবার মক্কার পার্শ্ববর্তী পর্বতের দিকেও গেল। কতিপয় সশস্ত্র ব্যক্তিকে সঙ্গে করে উমাইয়া মক্কার নিম্নভূমি

www.pathagar.com

এলাকার জেলাসমূহের দিকে গেল এবং শেষ পর্যন্ত সওর পর্বতের কাছাকাছি পর্যন্ত পৌছল। তাদের সাথে ছিল আরবের সেই প্রসিদ্ধ পদচিহ্ন অনুসরণকারী। হঠাৎ সে আবিষ্কার করল, গত রাতে এ পথ দিয়েই কেউ একজন মক্কা ত্যাগ করেছে।

সে বলল ঃ "মুহাম্মদ ও আবু বকর এ স্থান পর্যন্ত এসেছে। এরপর তারা সামনের দিকে যায়নি।" লোকটি পর্বতের চতুর্দিকের এলাকাটি গভীর মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করে রায় দিল, এ পর্বতের পাশে 'সওর' গুহা নামে পরিচিত গুহায় তারা লুকিয়ে আছে।

উমাইয়া বলল ঃ "তুমি নিশ্চিত যে, তারা এ গুহার মধ্যে আছে?"

"হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত, তারা এখানেই আছে।"

পদচিহ্ন অনুসরণকারী ভুল করেনি। মুহাম্মদ ও আবু বকর ঐ গুহার গভীরে লুকিয়েছিলেন। ঐ রাতে তাঁরা উট ও পথ নির্দেশকের সাথে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু রাতে ইয়াছরিবের পথে যেতে মুহাম্মদ অস্বীকার করেন। সাময়িকভাবে উক্ত গুহায় আশ্রয় নেওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। এ গুহায় তিনি তিন রাত অবস্থানের ইচ্ছাও ব্যক্ত করেন। সোজা ইয়াছরিবের পথে যাত্রা করলে কুরাইশ ঘোড়সওয়াররা তাঁদেরকে পথিমধ্যে ধরে ফেলতে পারে, এমন একটা সম্ভাবনার সংবাদ অবশ্যই তিনি পূর্বে জ্ঞাত হন।

তারপর আবু বকর তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে সাময়িকভাবে মক্কায় থাকার জন্য ফেরত পাঠান। মক্কায় কী হচ্ছে তা মাঝে মাঝে তাঁদেরকে জানানোর কথাও তিনি তাঁকে বলেন। রাস্তায় আবদুল্লাহর পদচিহ্ন যেন না দেখা যায়, সেজন্য তিনি পুত্রের মাধ্যমে তাঁর মেষপালক আমিরকে সকালে সেই পথে মেষের পাল আনারও নির্দেশ দেন।

মুহাম্মদ ও আবু বকর তিন দিনের খাবার নিয়ে গুহার মধ্যে অবস্থান করেন। কিন্তু উমাইয়া তাদের চেয়েও দ্রুত পর্বতের নিকটে গিয়ে উপস্থিত হয়। আরবের সেই পদচিহ্ন অনুসরণকারীর সহায়তায় সে গুহার কাছে যাও: র পথও আবিষ্কার করতে সফল হয়।

আবু বকর গুহার মুখে কয়েকজন লোকের কথা শুনতে পেলেন। তারা তখন গুহার প্রবেশপথ পরীক্ষা করছিল এবং ভেতরে প্রবেশ করবে কি করবে না, সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছিল। তাদের কথা শুনে আবু বকরের মনে হল, সবকিছুই যেন নিষ্ফল হল। তাঁর হৃদয়ের স্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে গেল। তিনি ভয়ে পাতার মত কাঁপতে লাগলেন। তারা যখন অন্ধকার গুহার মধ্যে উঁকি মারছিল, তখন আবু বকরের মনে হল, তিনি যেমন তাদের দেখতে পাচ্ছেন তারাও যেন তাঁদের দেখতে পাচ্ছে।

মুহাম্মদ-এর কাছে তিনি চুপি চুপি বললেন ঃ "তারা আমাদের দেখে ফেলেছে। আমি তাদেরকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। হে আল্লাহ্! আমাদের ওপর দয়া করুন।"

www.pathagar.com

মুহাম্মদ বললেন ঃ "শান্ত হোন, উদ্বিগ্ন হবেন না। আমাদের সাথে আল্লাহ্ আছেন।"

আবু বকর বললেন ঃ "হে আল্লাহর নবী! তারা আসছে। আরবের সেই পদচিহ্ন অনুসরণকারী গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। আপনি দেখছেন ও হয়ত......। আশ্রয়ের জন্য আমরা কোথায় যাব? কোথায়?"

মুহাম্মদ তখন কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

"এবং স্মরণ কর, যখন কাফেররা তোমাকে বন্দী করার কিংবা খুন করার কিংবা তোমাকে নির্বাসন দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছিল; তারা প্রতারণা করছিল এবং আল্লাহ্ও কৌশল করেছিলেন এবং আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ কৌশলী।"

কুরআন - সূরা ৮ ঃ ৩০

আরবের যে লোকটি গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছিল, সে হঠাৎ অনুভব করল, কী যেন একটা জিনিস তার পায়ের কাছে নড়ে উঠল এবং তারপর সেই জিনিসটা তার পা জড়িয়ে ধরল।

ভীত হয়ে সে চিৎকার করে উঠল, 'সাপ!'

উমাইয়া বলল ঃ "সাবধান হও। গুহার মধ্যে সাপ থাকতে পারে, এমনকি বিষধর সাপও থাকতে পারে। মুহাম্মদ এখানে নেই - এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। সে যদি পালাবার ইচ্ছা করত, তাহলে মক্কার যে কোন বাড়িতে সে পালাতে পারত। এ ধরনের একটা ভয়ঙ্কর স্থান সে পালাবার জন্য নিশ্চয়ই বেছে নিত না। কারণ এ স্থানে তাঁর বন্য পশুর শিকার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।"

পদচিহ্ন অনুসরণকারী উত্তর দিল ঃ "হুবলের কসম, তারা এখানেই আছে। তাদের পদচিহ্ন সোজা এ গুহার মধ্যে গিয়ে মিশে গেছে। এখানে ছাড়া অন্য কোথাও তারা যায়নি। তাদের যদি পাখা থাকত, তাহলে হয়ত তারা আকাশে উড়ে যেতে পারত।"

সে পুনরায় গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। আবু বকর বললেন ঃ "হে আল্লাহর নবী! আমরা ধরা পড়ে গেছি। এ লোকটিকে আমি চিনি। তার পেশায় সে অত্যন্ত পারদর্শী এবং একগুঁয়ে স্বভাবের। আমি আমার নিজের জন্য ভয় পাই না, আমি ভীত হচ্ছি আপনার জন্য।"

মুহাম্মদ উত্তর দিলেন ঃ "আমি না আপনাকে ভয় পেতে নিষেধ করেছি! আমরা এখানে দু'জন লোক আছি, আল্লাহ্ও আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন। আমাদের সংখ্যা এখন তিন। তারা একদিক থেকে গুহার মধ্যে প্রবেশ করলে আমরা গুহার অপরদিক দিয়ে বেরিয়ে যাব। গুহার অপর মুখ আল্লাহ আমাদের জন্য খুলে দেবেন।"

গুহার অপরদিকে আবু বকর ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে ওঠেন ঃ 'আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।'

www.pathagar.com

এ সময় তিনি যা দেখেছিলেন, পরে তিনি তা তাঁর বন্ধুদেরকে বলেন। তিনি দেখেন, গুহার অপর আশে একটা বড় সাগর এবং সেই সাগরের তীরে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে একটা পাল তোলা নৌকা।

ইত্যবসরে উমাইয়াও গুহার মুখ ভালমত পরীক্ষা করল।

পদচিহ্ন অনুসরণকারীকে সে বলল ঃ "উঠে এস। আর আমাদের সময় নষ্ট কর না। আমি এখানে কী দেখেছি, তা তুমিও দেখ। এই দেখ, গুহার মুখে একটা মাকড়সার জাল, মাঝখানে একটা ঝোপ, ডানপাশে একটা কবুতর, সে একটা ডিম পেড়েছে। গুহার মধ্যে কেউ যে প্রবেশ করে নি, এসব তার স্পষ্ট নিদর্শন। চল, অন্য কোথাও গিয়ে তাদের খোঁজ করি। এ ধরনের কাজে সময় নষ্ট করলে তারা তাদের লুকান স্থান থেকে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে পারে।"

সে তার সঙ্গী অপর একজন কুরাইশ যুবকের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ "চল, আমরা হুনায়ন পর্বতে গিয়ে তাদের খোঁজ করি।"

তারা চলে গেলে আবু বকর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। তিনি বললেন ঃ "আল্লাহ্‌র প্রশংসা, যিনি দু'জগতের মালিক। তারা চলে গেছে। হে আল্লাহর নবী! তারা চলে গেছে।"

এভাবে মুহাম্মদ ও আবু বকর তিন দিন ও তিন রাত গুহার মধ্যে আরামে কাটালেন। খাবার ও খবর নিয়ে রাতে আসত আবদুল্লাহ্‌, আর দিনে আমির তার মেষপাল নিয়ে আসত আবদুল্লাহ্‌র পদচিহ্ন মুছে দেওয়ার জন্য।

www.pathagar.com

নবযুগের সূচনা

'যিনি আপনার ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তিনি একদিন পুনরায় আপনাকে মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন।'

তিন দিন ও তিন রাত মুহাম্মদ ও আবু বকর গুহার মধ্যে লুকিয়ে রইলেন। অন্যদিকে কুরাইশ নেতারা তাঁদের সর্বত্র খুঁজে ব্যর্থ হল। তাঁদের অবস্থানের তৃতীয় দিনটি ছিল সোমবার। এদিকে আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা কা'বা গৃহের বারান্দায় মিলিত হল। মুহাম্মদকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা বিস্মিত হল ও হতাশা প্রকাশ করল। অনেকে আশা প্রকাশ করল, তাঁর পলায়নের পর লোকে তাঁকে ভুলে যাবে এবং মক্কার লোকদের মধ্যকার বিভেদেরও অবসান হবে। বেশ কয়েকজন ঘোড়সওয়ার ইয়াছরিবের পথে মুহাম্মদকে ধরার জন্য গিয়েছিল। কিন্তু মুহাম্মদকে না পেয়ে তারাও ফিরে এল। সবার কাছে স্পষ্ট হল যে, মুহাম্মদ ইয়াছরিবে যাননি।

আবু সুফিয়ান সিদ্ধান্ত নিল, জাদা ও ইয়েমেনের দিকে যেসব ঘোড়সওয়ার মুহাম্মদ-এর খোঁজে গিয়েছে, তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত অন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত হবে না।

সোমবার সকালে মুহাম্মদ গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন - তিনি দীর্ঘ সফরের জন্যও প্রস্তুতি নিলেন। তাঁর বাহিনী ও সফরসঙ্গীর সংখ্যা ছিল মাত্র তিনজন। তিনি উটের কাছে গিয়ে তার নাক, মুখ ও কালো নরম চোখে আদর করে হাত বুলিয়ে দিলেন। জন্তুটি তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। উটের পিঠে ওঠার আগে তিনি মক্কার দিকে তাকালেন। শহরের সবকিছুই যেন তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। ক্ষণিকের জন্য তিনি নীরবে সেদিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হৃদয়বিদারক কণ্ঠে বললেন ঃ 'এ পৃথিবীর সমস্ত জায়গার চেয়ে তুমি আমার কাছে সুন্দর মনে হলেও তোমাকে আমার ছেড়ে যেতে হচ্ছে। তোমার লোকগুলো যদি আমাকে তাড়িয়ে না দিত, আমি কখনই তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।' এরপর তিনি উটের পিঠে উঠলেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

www.pathagar.com

'যিনি আপনার ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তিনি আপনাকে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন।'

আবু বকর তাঁর পশ্চাতে উঠে বসলেন। চালকসহ উটটি পাহাড় ত্যাগ করার পূর্বেই মুহাম্মদ মক্কার দিকে একবার শেষবারের মত তাকালেন।

'হে আল্লাহ! পৃথিবীর সব শহরের মধ্যে যে শহরটাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি, সেই মক্কা থেকে আপনি আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন। আপনি আমাকে এমন একটা শহরে নিয়ে যান, যে শহরটি আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।'

তাঁদের পথনির্দেশক ইবনে উরিকাত ও আমির অন্য একটা উটে ছিলেন। উটের সাথে আবু বকরের কন্যা বেশ কিছু খাবার বেঁধে দিয়েছিলেন। ছোট এ দলটি গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা শুরু করল। সকালের এ গুরুত্বহীন সফরের সাথে যে দুনিয়া কাঁপানো ঘটনা জড়িয়ে থাকতে পারে, তা কে তখন কল্পনা করেছিল। কত গোত্র, উপগোত্র, কত লোক ও জাতি এই একজন মাত্র লোকের আদর্শ অনুসরণ করবে, তাই বা কে ধারণা করেছিল। এ লোকটিই এখন কপর্দকহীন অবস্থায় নিজের ক্ষুদ্র শহরের গন্ডি পেরিয়ে প্রবেশ করলেন বৃহত্তর পৃথিবীর মাঝে। এ সময় পৃথিবীর শক্তিশালী শাসকরাও এ লোকটির ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা করতে পারেনি। সাধারণ একটা উটে চড়ে যে লোকটি একটা নতুন জীবনে পদার্পণ করতে যাচ্ছেন, সেই লোকটিই যে অদূর ভবিষ্যতে তাদের জাগতিক শক্তি ও সুনামকে ম্লান করে দেবে, তা তারা ধারণা করতে পারেনি। এ ঘটনা বা ভবিষ্যতের বহু ঘটনার পরিণতি মুহাম্মদ-এর অনুকূলে ছিল এবং তা খোদিত ছিল শাশ্বত নীতির মধ্যে। তবু সাধারণ লোক সে সম্পর্কে ছিল বেখেয়াল! এ ধরনের ঘটনা অবশ্যই ঘটবে এবং মানবেতিহাসে একটা নবযুগের সূচনা অবশ্যই হবে; এ নবযুগ আমাদের কাছে এখন হিজরী সাল হিসেবেই পরিচিত।

ইবনে উরিকাতের তত্ত্বাবধানে ছোট এ দলটি ইয়াছরিবের পথে যাত্রা করল। সাধারণতঃ সবাই যে পথ দিয়ে ইয়াছরিবে যাতায়াত করে, তাঁরা সে পথে না গিয়ে অন্য পথ ধরলেন। প্রথমে তাঁরা গেলেন দক্ষিণ দিকে, তারপর তারা তিহামা গোত্রের এলাকা অতিক্রম করে লোহিত সাগরের দিকে গেলেন এবং তৎপর একটা মোড় ঘুরে ইয়াছরিবে এসে উপস্থিত হলেন। এ দু'টো উট দীর্ঘ এ যাত্রায় ক্ষণিকের জন্যও থামেনি। মাঝে মাঝে তারা মরুভূমির ক্লান্তিকর সফরে অবসাদগ্রস্ত হয়েছে, তবু তাদের যাত্রায় ছেদ পড়েনি। উটের আরোহীরাও চলন্ত অবস্থায় তাদের খাবার খেয়েছেন এবং যাত্রা করেছেন শূন্য দিগন্তের দিকে। প্রথম দিন এবং রাত তাঁরা একনাগাড়ে যাত্রা করেছেন এবং প্রত্যক্ষ করেছেন সূর্যাস্ত ও পরদিনের সূর্যোদয়। এ সময়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে খুবই কম। মাঝে মাঝে সীমাহীন সমুদ্রের মত রাতের মরুভূমির অসীম নীরবতায় মুহাম্মদ তাঁর সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করেছেন। এতে তাঁর সঙ্গীরা খুশি হয়েছেন, কুরআনের বাণী তাঁদের

www.pathagar.com

হৃদয়ে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিয়েছে। পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটিই তিনি প্রথম পাঠ করেন ঃ

"আর যে নগর (বাসী) তোমাকে বিতাড়িত করে দিয়েছে, তার চেয়ে অধিকতর শক্তিমান কত নগর (বাসীকে) আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তখন কেউই তাদের সাহায্যকারী হয়নি। যে ব্যক্তি আপন প্রভু হতে স্পষ্ট দলিলের ওপর আছে, সে কি সেই ব্যক্তির মত, যার নিকট তার কুকর্মসমূহ সুশোভিত করা হয়েছে এবং যারা আপন ইচ্ছার অনুসরণ করছে? নেককার মানুষের জন্য যে বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার অবস্থা এই যে, তথায় বিশুদ্ধ পানির নহরসমূহ আছে এবং এমন দুধের নহরসমূহ আছে যে, তার আস্বাদ পরিবর্তিত হয় না এবং এমন শরাবের নহরসমূহ আছে যে, তা পানকারীর জন্য সুস্বাদু হবে এবং আরও বহু নহর রয়েছে খাঁটি মধুর এবং তাদের জন্য সব রকমের মেওয়া রয়েছে ও তাদের প্রভুর তরফ হতে তথায় তাদের জন্য ক্ষমা রয়েছে। তারা কি ওদের মত হতে পারে, যারা চিরকাল দোযখে থাকবে এবং এমন ফুটন্ত পানি পান করান হবে যে, তা তাদের নাড়িভুঁড়ি কেটে ফেলবে।" কুরআন - সূরা ৪৭ ঃ ১৩-১৫

দ্বিতীয় রাতে উট দু'টো ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ইবনে উরিকাত তখন তাদের চাঙ্গা করার জন্যে আরবের সেই প্রসিদ্ধ উটের গান গাইতে শুরু করলেন। এ গানের সুরে উট দু'টো যেন তাদের হারান শক্তি ফিরে পেল এবং প্রথমদিনের উদ্যম নিয়েই তারা আবার চলতে শুরু করল। দ্বিতীয় দিনে অন্ধকার থেকে সূর্যের আলো দেখা যাওয়ার পর উরিকাত নবীর দিকে ফিরে বললেন ঃ "হে আল্লাহর নবী! আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে দু'দিন ও দু'রাত পথ চলেছি। এখন আমরা মক্কা ও ভয়ের সীমার অনেক দূরে।"

আবু বকর বললেন ঃ "তবু আমি নিশ্চিত যে, কুরাইশরা কখনই আমাদের খুঁজে পাওয়ার আশা ত্যাগ করবে না।"

উরিকাত বললেন ঃ "আজকের দিনটা যদি আমাদের নিরাপদে কাটে, তাহলে কুরাইশরা আমাদের আর কখনই খুঁজে পাবে না।"

মাঝে মাঝে আবু বকর পশ্চাতের দিকে তাকিয়ে শূন্য স্বচ্ছ দিগন্তের শোভা উপভোগ করছিলেন। দুপুরের দিকে তিনি যখন পশ্চাতের দিকে তাকালেন, তখন দেখলেন, দিগন্তের কাছাকাছি থেকে একদল ঘোড়সওয়ার তাঁদের দিকেই এগিয়ে আসছে। অনেকক্ষণ ধরে তিনি সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর উদ্বেগের সাথে উরিকাতকে বললেন ঃ "দেখ, আমাদের পশ্চাতে ধুলা দেখা যাচ্ছে। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ?"

ইবনে উরিকাত বললেন ঃ "হ্যাঁ আমিও দেখতে পাচ্ছি।" তাঁরা দু'জনেই তখন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এবং বেশ কিছুক্ষণ ধরে পেছনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

www.pathagar.com

'একজন বা দু'জন ঘোড়সওয়ার অথবা উষ্ট্রারোহীর একটা বড় দল আসছে বলেই মনে হয়।'

যে দিকটায় ধূলি উড়ছে, সেদিকটায় ভাল মত নজর রাখার জন্য উরিকাত উটের পিঠে পেছন ফিরে বসলেন। মনে হল, দিগন্তের পরপারে কী হয়েছে, তা তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন ঃ ''দু'জন ঘোড়সওয়ার খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে।'' উরিকাত ভুল করেননি।

সুরাকা তার প্রিয় কালো রঙের ভৃত্যকে নিয়ে মুহাম্মদ-এর খোঁজে বেরিয়ে-ছিল। এ ভৃত্যটি এত সাহসী যে, একাই সে একশ'জনের মোকাবেলা করতে সমর্থ ছিল। এ কাজের জন্য তাই কুরাইশ নেতারা তাকেই মনোনীত করে। দু'দিন দু'রাত তারা ঘোড়ার পিঠেই মরুভূমির মধ্যে কাটিয়েছে - এ দু'দিন তারা নিজেরা পানি পান করেনি, ঘোড়া দু'টোকেও পানি খাওয়াতে পারেনি। যাই হোক না কেন, তারা মুহাম্মদকে ধরার শেষ চেষ্টা করছিল এবং ঘোষিত একশ' উট পুরস্কার হিসেবে পাওয়ার আশায় ছিল। একশ' উটের জন্য জীবন দিয়ে যে কোন ধরনের বাজি ধরা যায় - যে কোন একটা ছোট ঘটনা নিয়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। শুধুমাত্র শ্রম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে একসাথে এত বড় একটা পুরস্কার পাওয়া একটা বিরাট ঘটনা বৈকি! আবু বকর তাদের দেখার আগেই এ দু'জন লোক - বিশেষ করে কালো রঙের ভৃত্যটি ছোট দলটিকে দেখতে পায়। কালো ভৃত্যটি তার বিচক্ষণতার জন্য সুবিদিত ছিল। তারা বুঝতে পারে, সামনের দিকে যে উড়ন্ত ধূলি দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাদের প্রার্থিত লোক। দু'দিন-দু'রাতের ক্লান্তিকর সফর শেষে এখন তারা পুরস্কার পাওয়ার প্রান্তসীমায় উপনীত হয়েছে। তারা যদি তাদের অবসাদগ্রস্ত ঘোড়াকে হারায় তবু মুহাম্মদকে পাওয়া বা তাকে হত্যা করার পুরস্কার ঘোড়া দু'টির চেয়ে অনেক বেশি, এ আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে তারা ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারল। এর ফলও পাওয়া গেল। ঘোড়া দু'টো ছুটল আরও দ্রুত গতিতে। তারা দু'টো উট এবং উটের পিঠে পশ্চাদমুখী হয়ে বসা একজন আরোহীকেও দেখতে পেল। এ আরোহীটি তাদের দিকেই এক-দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে সুরাকার ঘোড়া হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এবং যে ধুলা উড়ল, তাতে ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারকে আর দেখা গেল না। আবু বকর তখনও তাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন।

তিনি বললেন ঃ ''হে আল্লাহর নবী! প্রথম ঘোড়সওয়ার মাটিতে পড়ে গেছে।''

উরিকাত বললেন ঃ ''দ্বিতীয় ঘোড়সওয়ার ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তাকে সাহায্য করছে। ঘোড়াটি আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। আমাদের আরও দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন। আল্লাহর নবীর নিরাপত্তার জন্য আমি ভীষণ ভয় পাচ্ছি।''

www.pathagar.com

মুহাম্মদ বললেন ঃ "আমার জন্য ভয় কর না। আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী।"

এরপর তাঁরা একটা উঁচু স্থানে উঠলেন এবং তারপর ঢালু রাস্তা দিয়ে নিচের দিকে নেমে গেলেন। ফলে পেছনের ঘোড়সওয়ারদের আর দেখা গেল না। ইবনে উরিকাত চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন, আর কোন পালাবার জায়গা আছে কিনা। কিন্তু না। চারপাশে তিনি দেখলেন, সমান্তরাল সমুদ্রের মত শুধু মরুভূমি। যে উঁচু স্থানটি তাঁরা এইমাত্র অতিক্রম করলেন, সেই ধরনের উঁচু স্থান আর দেখা গেল না। তাঁরা বেশ দ্রুত এগিয়ে চললেন। পশ্চাতের অশ্বারোহীদের আর দেখা গেল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার দেখা গেল, তাঁদের অতিক্রম করা উঁচু স্থানের কাছে ধুলো উড়ছে।

ইবনে উরিকাত বললেন ঃ "আবার তাদের দেখা যাচ্ছে। তারা খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে।"

আবু বকর বললেন ঃ "তারা যে কুরাইশদের লোক, এতে কোন সন্দেহ নেই। তারা পনের মিনিটের মধ্যেই আমাদের নাগাল পাবে।"

ইবনে উরিকাত বললেন ঃ "তারা কুরাইশদের লোক হলেও তাদের সংখ্যা মাত্র দুই। আর সশস্ত্র না হলেও আমাদের সংখ্যা চার।"

আবু বকর বললেন ঃ "আল্লাহর নবীর মনোবল যে কোন ধরনের অস্ত্রের চেয়ে বেশি।"

ইবনে উরিকাত বললেন ঃ "আবু বকর, আপনি দেখতে পাচ্ছেন, তারা দু'জনেই সশস্ত্র। আমাদের দিকে তারা বর্শা তাক করে আছে। আমি তাদেরকে চিনি। একজন সুরাকা ও অপরজন তার কুখ্যাত কালো ভৃত্য। তার মনের সাহস এ মরুভূমির মতই ব্যাপক।"

মুহাম্মদ-এর দিকে তাকিয়ে আবু বকর বললেন ঃ "হে আল্লাহর নবী! এখন আমরা কী করব?"

এতসব কথার মধ্যেও মুহাম্মদ ছিলেন নীরব। তিনি কিছু বলার আগেই সুরাকার ঘোড়া দ্বিতীয়বারের মত পড়ে গেল।

আবু বকর খুশি হয়ে বললেন ঃ "ঘোড়াটি আবার মাটিতে পড়ে গেছে। উরিকাত, তুমি দেখতে পেয়েছ? তাকে সাহায্য করার জন্যে ভৃত্যটি আবার ঘোড়া থেকে নেমেছে। ঘোড়াটি আবার দাঁড়িয়ে গেছে।"

ইবনে উরিকাত বললেন ঃ "এটা অদ্ভুত ব্যাপার। অল্প সময়ের মধ্যে ঘোড়াটি দু'বার মাটিতে পড়ে গেল। ঘোড়াটি তৃষ্ণার্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে বলেই মনে হয়।"

আবু বকর বললেন ঃ "কালো ভৃত্যটি ঘোড়াটিকে উঠতে সাহায্য করল।"

www.pathagar.com

"হ্যাঁ, ঘোড়াটি আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল।"

আবু বকর উদ্বেগের সাথে তাকিয়ে দেখলেন। তিনি ভীত হলেন।

মুহাম্মদ বললেন ঃ "ভয় পাবেন না। ভয় হল শয়তানের ছায়া, আর বিশ্বাস হল আল্লাহর নূর। আমি আপনাকে বলছি, আস্থাশীল হোন এবং মনের মধ্য থেকে শয়তানের ছায়া দূর করে দিন।"

সুরাকা ও তার ভৃত্য ঘোড়ায় চেপে আবার দ্রুত এগিয়ে এল। তারা এত কাছাকাছি এসে পড়ল যে, তাদের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দও স্পষ্টভাবে শোনা গেল।

আমির আবু বকরকে বললেন ঃ "আমি অবতরণ করি। তাদের সাথে আমাদের অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে।"

আবু বকর বললেন ঃ "আল্লাহর নবী যা আদেশ দেন তা আমাদের অবশ্যই করতে হবে। হে আল্লাহর নবী! এ লোক দু'টো এখন আমাদের অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়েছে। এখন আমাদের কী করা উচিত?"

লোক দু'জন মুহাম্মদ-এর দিকে বর্শা তাক করল। অশ্বতাড়নী দিয়ে আঘাত করায় ঘোড়া দু'টি বিকট শব্দ করল। হঠাৎ তৃতীয় বারের মত সুরাকার ঘোড়া মাটিতে পড়ে গেল এবং তা মাটির ওপর গড়াগড়ি করতে লাগল। সুরাকা এক পাশে পড়ে গিয়ে আস্তে আস্তে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। সে চিৎকার করে বলল ঃ "হে মুহাম্মদ! আমি আর আপনাকে বিরক্ত করব না। তিনবার আমার ঘোড়া মাটিতে পড়ে গেছে। আমি নিশ্চিত যে, আপনার পবিত্র আত্মাই এ ঘটনা ঘটিয়েছে।"

মুহাম্মদ তাঁর উট থামালেন। আবু বকর ও উরিকাত বললেন ঃ "হে আল্লাহর নবী! উট থামাবেন না। এ লোকগুলো চতুর ও মিথ্যাবাদী।"

মুহাম্মদ তাঁদের কথায় কর্ণপাত না করে উটের লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'হে ঘোড়সওয়ার! তুমি কী বলতে চাও?'

সুরাকা বলল ঃ "হে আল্লাহর নবী! আমার ঘোড়া যেন আবার উঠে দাঁড়ায়, তার জন্য দোয়া করুন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি আপনার সেবা করব।"

মুহাম্মদ হাতের লাগাম ফেলে দিয়ে আসমানের দিকে হাত উঠালেন।

তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহ! এ লোকটি যা বলছে, তা যদি সত্য হয়, তাহলে তার ঘোড়ার পায়ের বাঁধন মুক্ত করে দাও।" আবু বকর, ইবনে উরিকাত, আমির একসাথে বললেন ঃ "আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই।"

সুরাকা মুহাম্মদ-এর উটের কাছে এগিয়ে এসে বলল ঃ "হে আল্লাহর নবী! আপনাকে ধন্যবাদ। আমি আপনার কাছে আরেকটি অনুরোধ করব।"

মুহাম্মদ বললেন ঃ "কী অনুরোধ বল।"

www.pathagar.com

“আমি স্বীকার করছি, একশ’ উটের লোভে গত দু’দিন-দু’রাত আমি ও আমার ভৃত্য আমাদের ঘোড়া দু’টোকে আহার ও বিশ্রামের সুযোগ দেইনি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল আপনাকে ধরা বা হত্যা করা। দু’দিন-দু’রাত পর অদূরে যখন আমরা আপনাদের দেখতে পেলাম, তখন আমাদের মন পার্থিব সম্পদ পাওয়ার আশায় ভরে গেল। প্রথমবার যখন আমার ঘোড়াটি মাটিতে পড়ে যায়, তখন তা একটা অশুভ লক্ষণ বলেই ধরে নেই। আপনার পশ্চাদ্ধাবন করা উচিত কি উচিত না, তা নির্ধারণ করার জন্য আমি তীরের সাহায্যে ভবিষ্যদ্বাণী করি। আমার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল আমারই প্রতিকূলে। তবু একশ’ উটের লোভে আমি সবকিছুই প্রত্যাখ্যান করি এবং আমার লোভই সবকিছুর ওপর জয়ী হয়। সেজন্য আমি আপনাদের ধরার জন্য আমার যাত্রা অব্যাহত রাখি। আমার ঘোড়াটি আবার মাটিতে পড়ে গেল। ক্ষণিকের জন্য আমার নিজেরই প্রতিকূল ভবিষ্যদ্বাণী ও উটের লোভ আমাকে মোহাবিষ্ট করে তুলল। কিন্তু তৃতীয়বারের মত আমার ঘোড়াটি মাটিতে এমনভাবে পড়ে গেল যে, সে আর উঠতে পারল না। আপনি দোয়া করার পর ঘোড়াটি উঠে দাঁড়াতে সমর্থ হলেও তার পা দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল অবিরাম- ভাবে। আমার কাছে তখন স্পষ্ট হল, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পাওয়া শক্তিতেই আপনি ক্ষমতাবান। সেজন্য আমি ঠিক করেছি, আমি আর আপনার পশ্চাদ্ধাবন না করে বাড়িতে ফিরে যাব। কিন্তু তার আগে আপনার কাছে একটা অনুরোধ করব। আমাকে কিছু পানি দিন এবং আপনারা আমাদের খাদ্য গ্রহণ করুন।”

মুহাম্মদ উত্তর দিলেন ঃ “আমি তোমাকে কিছু পানি দেব। কিন্তু তোমার খাদ্যের আমার কোন প্রয়োজন নেই।”

সুরাকা বলল ঃ “তাহলে আপনি আমার এ তীর-ধনুক গ্রহণ করুন। পথিমধ্যে আমার গোত্রের লোকদের সাথে আপনার সাক্ষাত হলে তাদের এটা দেখাবেন, তারা আপনাকে আপনার প্রার্থিত জিনিস দিয়ে সাহায্য করবে।”

মুহাম্মদ বললেন ঃ “এটাও আমি গ্রহণ করতে পারি না।”

সুরাকা বলল ঃ “তাহলে আমার এ শেষ অনুরোধ অন্তত গ্রহণ করুন। আমাকে একটা পত্র দিন। যদি কোনদিন আমি আপনার সাহায্য কামনা করি, আপনি আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। আমি নিশ্চিত, আপনি আপনার ‘মিশনে’ একদিন অবশ্যই সফল হবেন এবং সব গোত্রই আপনাকে অনুসরণ করবে। আপনার দেওয়া পত্র একদিন আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস বলে পরিগণিত হবে।”

মুহাম্মদ আবু বকরকে বললেন ঃ “একটা পত্র লিখে তাকে দিন।”

সুরাকা তার প্রকৃতি প্রদত্ত বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে সক্ষম হয় যে, একদিন তার এ ধরনের একটা পত্রের প্রয়োজন হবে। এবং কার্যতঃ তাই হয়েছিল। তায়েফ যুদ্ধের বেশ কয়েক বছর পর এক জনসভায় সুরাকা মুহাম্মদ-এর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়। কিন্তু

www.pathagar.com

তাঁর অনুগামীরা তাকে তাঁর কাছে যেতে বাধা দেয়। তারপর সে এ পত্রখানি মুহাম্মদ-এর কাছে পাঠায়। মুহাম্মদ পত্রখানি দেখে বলেন ঃ "চুক্তি পূর্ণ করার সময় এসেছে। তাকে আসতে দাও এবং তাকে অনুরোধ করার সুযোগ দাও।"

আবু বকরের হাত থেকে পত্রখানি নিয়ে সুরাকা মুহাম্মদ-এর দিকে ফিরে বলল ঃ "হে মুহাম্মদ! এখান থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে কাউকে যদি আপনার খোঁজে আসতে দেখি, আমি তাকে ফিরিয়ে দেব।"

তারপর মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা যাত্রা শুরু করলেন।

তৃতীয় দিনের সূর্য যখন মরুভূমির দিগন্তরেখায় ডুবু ডুবু হচ্ছিল, ঠিক তখনই তাঁরা অদূরে দেখতে পেলেন, কয়েকটা কালো রঙের তাঁবু।

আবু বকর ইবনে উরিকাত-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এ কালো রঙের তাবুগুলো কাদের?"

'উম্মে মা'বাদ-এর।'

আবু বকর মুহাম্মদকে বললেন ঃ "হে আল্লার নবী! চলুন, আমরা এ তাঁবুর কাছে যাই।"

মুহাম্মদ বললেন ঃ "খুব ভাল কথা।"

তারা তাঁবুর কাছে পৌঁছলে তাঁবুর মধ্য থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে এল। মহানবী তাকে অভিনন্দন জানালেন।

ইবনে উরিকাত বললেন ঃ "এ তাঁবুগুলোর মালিক কে?"

মহিলাটি উত্তর দিল ঃ "আমার স্বামী আবু মা'বাদ।"

'আমাদেরকে দেওয়ার মত তোমার ঘরে কোন খাবার আছে?'

উম্মে মা'বাদ বলল ঃ "ঘরে যদি খাবার থাকত, তাহলে চাওয়ার আগেই আমি আপনাদের দিতাম।"

মুহাম্মদ বললেন ঃ "তোমার এ ভেড়াটি কি দুধ দেয়?"

মহিলাটি উত্তর দিল ঃ "না, ভেড়াটি এখনও দুধ দেয় না।"

মুহাম্মদ বললেন ঃ "আমাকে ভেড়াটির দুধ দোহন করার অনুমতি দাও।"

উম্মে মা'বাদ তাঁকে সবিস্ময়ে বলল ঃ "দোহন করবে? কিন্তু এর তো দুধ নেই।"

মুহাম্মদ ভেড়াটির বাঁট নিজের হাত দিয়ে ধরলেন। 'করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! এ বাঁটের ওপর তোমার রহমত বর্ষণ কর।' তৎপর তিনি ভেড়াটির দুধ দোহন করতে শুরু করলেন। ভেড়াটির বাঁট থেকে দুধ পড়তে দেখে মহিলাটি দ্রুত একটা পাত্র নিয়ে এল এবং তা বাঁটের নিচে রেখে দিল। একমাত্র আল্লাহই সত্য সম্পর্কে অবগত আছেন।

মুহাম্মদ যখন দোহন করছিলেন, মহিলাটি তখন বিস্ময় প্রকাশ করে বলল ঃ "হে অপরিচিত পথিক! এ ভেড়াটি যে আপনার জন্য দুধ দিতে পারে, তা দেখে আমি অবাক হচ্ছি। তবে এটা স্পষ্ট যে, আপনার হাতে খোদার রহমত বর্ষিত হয়েছে।"

www.pathagar.com

মুহাম্মদ প্রথম দুধের পাত্রটি মহিলাকে দিলেন, দ্বিতীয় পাত্রটি তৃষ্ণার্ত আবু বকরকে দিলেন এবং তৎপর নিজে সামান্য একটু দুধ পান করলেন। তারপর তিনি মহিলার দিকে ফিরে বললেন ঃ "আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দেবেন।"

মহিলাটি বলল ঃ "আপনার সফর মঙ্গলময় হোক - খোদার কাছে এ প্রার্থনা করি।"

মুহাম্মদ পুনরায় উটের পিঠে আরোহণ করলেন। তাঁরা মরুভূমির পথ দিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলেন। মহিলাটি তাদের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ ধরে। সন্দেহ ও বিস্ময়ের দোলায় দোদুল্যমান মহিলাটি তখন দুধের পাত্রটির দিকে তাকাল। দেখল, তখনও সামান্য একটু দুধ পাত্রের মধ্যে রয়েছে। তার স্বামী মরুভূমিতে ছাগল চরিয়ে তাঁবুতে ফিরলে সে তাকে বলল ঃ "আপনি আসার আগে এ পথ দিয়ে একজন অদ্ভুত লোক অতিক্রম করেছে।"

আবু মা'বাদ বলল ঃ "তারা কি উটের পিঠে ছিল? আমি দূর থেকে তাদের দেখেছি?"

"হ্যাঁ।" তার স্ত্রী জবাব দিল।

"তারা কে?"

"আমি তাদের চিনি না।"

আবু মা'বাদ বলল ঃ "তার সম্পর্কে অদ্ভুত ব্যাপারের কী দেখলে?"

"লোকটি আমার কাছে দুধ প্রার্থনা করল।" স্ত্রী জবাব দিল।

"কিন্তু তোমার তাঁবুতে তো দুধ ছিল না।"

"সেই কথাই আমি তাঁকে বলি। কিন্তু লোকটি আমার এ ভেড়া দোহন করার অনুমতি চায়।"

"তারপর?"

মহিলাটি উত্তর দিল ঃ "আগন্তুক ভেড়াটির দুধ দোহন করল। ভেড়াটির বাঁট দিয়ে দুধ বেরিয়ে এল।"

তার স্বামী তাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ "তুমি কি নিজের চোখে তা দেখেছ?"

"প্রথমে লোকটি আমাকে কিছু দুধ পান করতে দেয়, তারপর আরও দুধ দোহন করে তা তার সঙ্গীকে দেয়, তারপর নিজে পান করে এবং তারপর তার অপর সঙ্গীদ্বয়কে দেয়। পাত্রে এখনও কিছু দুধ অবশিষ্ট আছে।" এই বলে মহিলাটি দুধের পাত্রটি তার স্বামীর সামনে রাখল।

আবু মা'বাদ দুধের পাত্রটি হাতে নিল এবং তৎপর কিছু দুধ মুখের মধ্যে ঢেলে দিয়ে তার স্বাদ গ্রহণ করল।

সে বলল ঃ "সত্যিই এটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার। এ লোকটি দেখতে কেমন?"

"উজ্জ্বল মুখ বর্ণের এ লোকটি দেখতে অত্যন্ত সুন্দর, তাঁর আচরণ ভাল ও ভদ্র। তাঁর মুখ লম্বাও নয়, গোলও নয়। তাঁর চুল কালো, তাঁর মেরুদন্ড সোজা এবং

www.pathagar.com

লম্বা। ঘন দাড়ি। তিনি হাঁটেন সহজভাবে। তাঁকে দেখলে মনে হয় যেন খুব ভারী নয়। নীরব থাকার সময় তাঁকে গম্ভীর দেখায়। যখন কথা বলেন, তখন যেন আদেশের ভঙ্গিতেই কথা বলেন। তাঁর আচরণ এমনই যে, সবাই তাঁকে মান্য করতে চায়। তাঁর কথা আবেগময় মনোমুগ্ধকর। তাঁর কথা দীর্ঘও নয়, আবার কমও নয়। তাঁর অপর তিনজন সঙ্গীর তুলনায় তিনি দেখতে সুন্দর এবং সম্মানের অধিকারী।"

আবু মা'বাদ বলল ঃ "মক্কায় যে ব্যক্তির আবির্ভাবের কথা লোকে বলে এবং যে নিজেকে আল্লাহর নবী বলে দাবি করে, এ লোকটি নিশ্চয়ই সেই লোক। আমি দুঃখিত যে, আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম না। উপস্থিত থাকলে আমি তাঁর সাথেই যাত্রা করতাম।"

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তৃতীয় খন্ড

www.pathagar.com

একটি ক্ষুদ্র মরুযাত্রী দল

'আর যে নগর (বাসী) তোমাকে বিতাড়িত করে দিয়েছে, তার চেয়ে অধিকতর শক্তিমান কত নগর (বাসীকে) আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তখন কেউ তাদের সাহায্যকারী হয়নি। যে ব্যক্তি আপন প্রভু হতে স্পষ্ট দলিলের ওপর আছে, সে কি সেই ব্যক্তির মত, যার কাছে তার কুকর্মসমূহ সুশোভিত করা হয়েছে এবং যারা আপন ইচ্ছার অনুসরণ করছে?

- কুরআন - সূরা ৪৭ ঃ ১৩-১৪

সূর্যাস্তের সময় চারজনের একটা ক্ষুদ্র মরুযাত্রী দল তাঁদের গন্তব্য পথে যাত্রা শুরু করলেন। তাঁদের কাছে দু'টো উট, কয়েকটা খেজুর ও রুটি ছাড়া জীবিকা নির্বাহের আর কোন উপায় ছিল না। রাত্রি আগমনের সাথে বসন্তের চাঁদের আলো তাঁদের পথকে আলোকিত করে দিল এবং তাঁরা দ্রুত পথ চললেন। চাঁদ অস্তমিত হলে গভীর অন্ধকারে তাঁরা তারার বিবর্ণ আলোয় এগিয়ে চললেন। তাঁদের ক্লান্ত দেহে রাতের মৃদুমন্দ বাতাস শীতল পরশ বুলিয়ে দিচ্ছিল এবং দিনের বেলায় তাঁরা যে তৃণহীন ও পানিশূন্য মরুভূমি অতিক্রম করেছিলেন, সেই মরুভূমির ঝলসানো তাপকে ভুলিয়ে দিতে সাহায্য করছিল।

মাঝে মাঝে ইবন উরিকাত-এর সুমিষ্ট উচ্চকণ্ঠ মরুভূমির নীরবতাকে ভাঙিয়ে দিচ্ছিল। তাঁর উটের গান এবং গীতিধর্মীমূলক ভালবাসার বিলাপ যেন অদম্য শক্তি হয়ে তাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে চলার আহ্বান জানাচ্ছিল।

আরববাসীদের জীবনে রাত্রির গভীরতার মধ্যে গোপন কিছু লুকিয়ে আছে। তাদের পাণ্ডিত্যের বহিঃপ্রকাশ কবিতা ও গান সাধারণতঃ রাতকে উদ্দেশ্য করেই রচিত। তাদের হৃদয়ের কল্পনা, গোপন কামনা, আনন্দ ও দুঃখ, তাদের ভালবাসা, ভাবাবেগ এবং আশা-নিরাশা সবকিছুই তারা রাতে আলোচনা করে এবং রাতকে নিয়েই আলোচনা করে। তারা রাতের সাথে এমনভাবে কথা বলে, যেন এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাথেই কথা বলছে। তারা রাতের কথা ও প্রত্যাদেশ শোনে - রাতে

www.pathagar.com

তাদের মন ও অন্তর জাগ্রত ও আলোকিত হয়। তারা অন্ধকার রাতের সীমাহীন আকাশে গোপন লেখা দেখতে পায়। তাদের আত্মিক ও ধর্মীয় জীবন প্রবাহে এটা একটা ব্যবস্থা। এ কারণেই সাধারণত তাদের সুমধুর গানের কথা হয় 'ইয়া লাইল - হে আমার রাত!'

আরববাসীদের কাছে জুলাই-আগস্ট মাস সুখ ও দুর্দশার চরম সময়। রাতের শীতলতা ও দিনের ঝলসানো তাপ সুখ ও দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তৃণহীন মরুভূমিতে তারা যখন উত্তপ্ত বাতাসের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করে, তখন তারা দিনের অগ্নিবৎ শ্বাস-প্রশ্বাস অনুভব করে - দোজখের আগুনে মানুষের গোশত গলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা যেন তারা প্রত্যক্ষ করে। নযদ ও হেজাযের মরুভূমির ওপর দিয়ে এ ধরনের অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হাওয়া প্রবাহিত হয়। এ হাওয়া তরবারির মত কেটে ফেলে এবং আগুনের মত পুড়িয়ে দেয়। আরবরা একে বলে 'মৃত্যুর বাতাস'। কিন্তু রাতের আগমনে মরুভূমিতে শীতল মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হয় এবং দিনের সেই ভয়াবহ তাপ মাটিতে চাপা পড়ে যায়। ফলে জীবনের অধিকারী সৃষ্ট জীব পুনরায় জীবনের আনন্দ অনুভব করে। এ সময় মরুভূমির বন্য পশুরা তাদের বাসস্থান থেকে বেরিয়ে রাতের শীতল সাগরে নিজেদেরকে মগ্ন করে রাখে।

চারজন লোক হয়ত দিনের একটি অংশ কাটা ঝোঁপের পাশে বা ছোট পাহাড়ের ধারে বা এমনকি তাদের উটের পাশে গাদাগাদি করে কাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সূর্য তার প্রচন্ডতার কিছু অংশ হারিয়ে ফেলার পর এবং সূর্যাস্তের লক্ষ্যে আকাশের নিচের দিকে যাওয়ার সিঁড়ি বেয়ে নিম্নগামী হতে শুরু করার পর মুহাম্মদ এবং আবু বকর একটা উটের ওপর, আর ইবন উরিকাত ও আমীর অন্য একটা উটের পিঠে উঠে ইয়াছরিবের পথে যাত্রা শুরু করলেন। ইয়াছরিব যাওয়ার এ পথ চিহ্নিত হয়েছিল আকাশে, মাটিতে নয়; তারকাপুঞ্জের মধ্যে, পাথরের মধ্যে নয়। এ পথ কেবলমাত্র পথ প্রদর্শকের পক্ষেই চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল - অন্য কারও পক্ষে নয়।

ক্ষুদ্র এ মরুযাত্রী দল আটবার সূর্য ও চন্দ্রকে উঠতে, অস্ত যেতে দেখেছে এবং প্রতিবারই তারা প্রত্যক্ষ করেছে চন্দ্র না ওঠা পর্যন্ত রাতের বেশিরভাগ অংশ গভীর অন্ধকারে ঢাকা। একই সাথে আল্লাহর নবী ও তাঁর সঙ্গীদের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়েছে এবং তা উজ্জ্বলতায় পূর্ণ হয়েছে।

বনি সাহাম গোত্রের এলাকায় তাঁরা পৌঁছার পর গোত্র প্রধান তাঁদেরকে সাদরে গ্রহণ করলেন। চারজন লোকের মন থেকে উদ্বেগ দূর করে দিতে এবং তাঁদের মনে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিতে এ সাদর অভ্যর্থনা যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। ইয়াছরিব থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত কুবা নামক গ্রামটি এখান থেকে খুব দূরে ছিল না। বেশ কয়েকদিন ধরে সাহায্যকারী হিসেবে পরিচিত ইয়াছরিবের ধর্মান্তরিত ও হিজরতকারী ব্যক্তিসহ কুবা ও ইয়াছরিবে মুহাম্মদের অনুসারীরা

www.pathagar.com

তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য মক্কাগামী রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। প্রতিদিন তারা তাল জাতীয় তরুবীথি তলে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বসে থাকত এবং রাস্তার দিকে আশাপূর্ণ ও সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। মধ্যাহ্ন গগনে সূর্য এসে উপস্থিত হলে তারা বাড়িতে ফিরে যেত। এ কয়দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার দূর থেকে অশ্বারোহীদের আসতে দেখে তাদের উত্তেজনা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। কিন্তু বেশ দূর থেকেই তারা দেখতে পেয়েছে, অশ্বারোহীরা অন্য পথিক। তাদের হিসাব মতে, মহানবীর আগমন বিলম্বিত হয়েছে। এ বিলম্বের কারণ তাদের জানা ছিল না। তাই তারা উদ্বিগ্ন হয় ও সময় অতিবাহিত করে নানা আশংকায়।

অভ্যর্থনা দলের মধ্যে আসাদ বিন জুরারা, আমর বিন আউফ, উসায়েদ বিন হুদায়ের, কুলসুম বিন হাদাম এবং সা'দ বিন খুসিমা রাস্তার ধারে যতদূর পর্যন্ত গাছের ছায়া ছিল, ততদূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। সূর্যের তাপ অসহনীয় হওয়ার পর তারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। অবশেষে রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখে দিগন্ত রেখা থেকে এক তীর পরিমাণ উঁচুতে সূর্য ওঠার পূর্বেই দূর থেকে একখণ্ড ধূলার মেঘ তাদের দৃষ্টিগোচর হল।

অপেক্ষারত লোকেরা তা দেখে বলল ঃ 'ইনিই আল্লাহর নবী।' কিন্তু পথিকরা নিকটবর্তী হলে তারা দেখতে পেল, সেটা ছিল ইয়াছরিবমুখী আরববাসীদের একটি বড় মরুযাত্রী দল। ফলে তারা সূর্য মধ্য গগনে না যাওয়া পর্যন্ত এবং তাদের ছায়া ক্রমে মাটি থেকে বিলীন হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল। গৃহে ফেরার পথে কুলসুম বিন হাদাম সা'দ বিন খুসিমার সাথে কথা বললেন ঃ

"আমাদের মধ্যে যদি ঝগড়া হয় তাহলে তা হবে খুবই দুঃখজনক। আল্লাহর নবী আমাদের সাথে থাকবেন এতে আপনার মত আছে?"

এ ধরনের একটা প্রতিযোগিতা বিশ্বাসীদের মধ্যে বেশ কিছু দিন থেকেই চলে আসছিল। প্রত্যেকেই স্বাভাবিকভাবে আশা করছিলেন, মহানবী তাঁর সাথেই থাকবেন।

উত্তরে সা'দ বললেন ঃ "আমাদের বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা ইতোমধ্যেই করে রেখেছি। যাহোক, তাঁকে এ ব্যাপারে অনুরোধ না করাই উত্তম এবং এ সম্পর্কে মহানবীকে সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাঁর যেখানে ইচ্ছা, সেখানেই তাঁকে থাকার সিদ্ধান্ত নিতে দিন।"

অভ্যর্থনাকারী দল গৃহে প্রত্যাবর্তন করার অল্পক্ষণ পরেই দূর দিগন্তে দু'টি উট দেখা গেল। তারা ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছিল এবং খুব নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে ইয়াছরিবের একজন ইহুদী শহরের একটা দেওয়ালের ওপর উঠে চিৎকার করে বলতে শুরু করল ঃ "হে আরববাসী! ওহে আউস ও খাযরাজ গোত্রের কাইলার পুত্রগণ! সুখ ও সৌভাগ্য তোমাদের ওপর পতিত হয়েছে। তোমরা যে লোকটির জন্য অপেক্ষা করছিলে, তিনি এসেছেন।"

www.pathagar.com

কয়েক মিনিট পর উটযাত্রীগণ এসে উপস্থিত হলেন এবং একটা গাছের নিচে তাঁরা উটের ওপর থেকে অবতরণ করলেন। আল্লাহর নবী এসেছেন - এ সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে সমগ্র শহরে ছড়িয়ে পড়ল। হিজরতকারী এবং সাহায্যকারীগণ দ্রুত তাঁদের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারা ক্ষুদ্র দলটির দিকে এগিয়ে গেলেন। আরবের প্রথা অনুযায়ী তারা প্রথমে মুহাম্মদ এবং তারপর আবু বকরের হাত চুম্বন করতে চাইল। কিন্তু মহানবী এ প্রথার প্রতি মনোযোগী না হয়ে যারা তাঁর হাতে চুম্বন দিতে এগিয়ে এসেছিল, তাদের কাছ থেকে হাত সরিয়ে নিলেন। অভ্যর্থনা দলের সব কয়জন সদস্য মহানবীর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করল এবং অতঃপর তারা মহানবী ও তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে শহরে প্রবেশ করলেন। আউস গোত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী আওফ-এর পুত্র আমরের গোত্রের লোকজনও তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে এসেছিল। সর্বমোট প্রায় একশ' লোক সেখানে উপস্থিত হয়েছিল।

'আল্লাহর নবী এসেছেন, আল্লাহর নবী এসেছেন' - তারা চিৎকার করতে থাকল।

মহানবী কুলসুমের গৃহকে তাঁর বাসস্থান এবং সা'দ-এর গৃহকে অভ্যর্থনার স্থান হিসেবে পছন্দ করলেন। এভাবে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত ও আগ্রহী সমর্থক দু'ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করলেন। তাঁরা দু'জনেই আল্লাহর নবীকে খেদমত করার সম্মান পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

দু'ধরনের সাহস

'আল্লাহ আমার অন্তরে যে আস্থা ও দৈহিক সাহস দেন, তা গত চব্বিশ বছরের জীবনে আমি প্রত্যক্ষ করিনি।'

- আলী

ইয়াছরিব শহরের সম্ভবতঃ পাঁচশ' মুসলমান আল্লাহর নবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কুবায় এল এবং তেরোই রবিউল আউয়াল তারা সা'দ-এর বাড়িতে এসে জমায়েত হল। তাদের প্রত্যেকেই মুহাম্মদের বিকশিত উজ্জ্বল মুখমণ্ডল, তাঁর শান্ত ও দৃঢ় বিশ্বাসপূর্ণ কথা ও তাঁর চোখের তীক্ষ্ণতায় মন্ত্রমুগ্ধ হল। এখান থেকে তারা তাদের নিকট ও দূরবর্তী বন্ধু-বান্ধব ও ভালবাসার লোকদের জন্য উত্তম সংবাদ বহন করে নিয়ে গেল। মুহাম্মদ তাঁর অনুগত এ দলকে সাথে নিয়ে রানুনা উপত্যকায় গেলেন এবং সকল মুসলমানের সহায়তায় সেখানে তিনি প্রথম মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করলেন।

তিনি নিজ হাতে কাজ করে তাঁর অনুসারীদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তিনি কিবলার দিক তথা প্রার্থনার দিক-নির্দেশ করার জন্য নিজের হাতে প্রথম পাথর বসালেন। তাঁর অনুসারীরা লক্ষ্য করল, পাথর তুলতে তাঁর বেশ অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু তারা যখন তাঁকে সাহায্য করতে দ্রুত এগিয়ে এল, তিনি তাদের ভর্ৎসনা করলেন। তিনি বললেন ঃ 'আমাকে সাহায্য করার পরিবর্তে নিজের হাতে আরও পাথর নিয়ে এস।' মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা নিজের হাতে ইবাদতের যে স্থানটি নির্মাণ করলেন, সেটাই প্রথম মসজিদ এবং এ স্থানেই মুসলমানরা তাদের প্রথম নামাজ আদায় করেন। মহানবীর কুবা ত্যাগ করার সামান্য পূর্বে আবু তালিবের পুত্র আলী মক্কা থেকে আগমন করেন। সা'দ-এর গৃহে তিনি প্রবেশ করে দেখেন জানালা, দরজা ও বড় উঠানটি লোকে পূর্ণ। তিনি মানুষের মধ্যে দিয়ে সোজা এগিয়ে গেলেন এবং কামরার পূর্ব কোণে বসা আল্লাহর নবীকে দেখতে পেলেন।

www.pathagar.com

“আমার যুবক চাচাত ভাই-এর ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক” - আল্লাহর নবী তাঁকে স্নেহ আলিঙ্গন করে বললেন ঃ “তুমি কি সকল আমানত তাদের মালিকদের কাছে ফেরত দিয়েছ?”

আলী উত্তরে বললেন ঃ “হ্যাঁ, হে আল্লাহর নবী! আমি নিজের হাতেই সব কিছু ফেরত দিয়েছি।”

আলী মক্কা থেকে পায়ে হেঁটে কুবায় আসেন। তিনি সাধারণত রাতে ভ্রমণ করেন, তবু দিনের বেলায়ও তিনি পথ অতিক্রম করেছেন। তাঁর পদদ্বয় বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং সেখান থেকে রক্ত ঝরছিল। মুহাম্মদ তাঁর পায়ের ক্ষত দেখলেন। যুবক আলীর আচরণ ও মুখাবয়বে পরিস্ফুটিত তাঁর বিশ্বাস ও আন্তরিকতা দেখে তিনি গভীরভাবে বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না। আবেগে অভিভূত হয়ে তিনি আঙ্গুল দিয়ে তা আলতোভাবে মুছে ফেললেন, নিজের মুখের থু থু নিয়ে তিনি তাঁর ক্ষত স্থানে মলমের মত করে লাগিয়ে দিলেন।

আলী আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন। আল্লাহর নবীর হাত চুম্বন করার সময় তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর মহানবী তাঁকে মক্কার ঘটনা, কুরাইশ-দের কার্যকলাপ এবং তাঁর ভ্রমণের ক্লেশ ও অসুবিধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। অকপট ও আন্তরিকতার সাথে আলী এসব প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

তাঁদের চারপাশে বসেছিল মহানবীর অনুসারীরা। তারা তাদের কথাবার্তা গভীর মনোযোগের সাথে শুনছিল; কখনও তারা আলীকে এবং কখনও তারা মহানবীকে নিরীক্ষণ করছিল। মহানবীকে যেসব তথ্য জানানোর প্রয়োজন ছিল আলীর বক্তব্যে তার সবকিছুই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

আলী বললেন, “আপনি যখন গৃহ ত্যাগ করেন, আমি তখন আপনার নির্দেশ অনুসারে আপনার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। গৃহের চারপাশে তখন অস্ত্র সজ্জিত কুরাইশরা ছিল। কিন্তু তাদের কথা মনে হওয়ায় আমার মনে ভীতির উদ্রেক হল না। আল্লাহ এ সময় আমার হৃদয়ে যে প্রশান্তি ও সাহস দিয়েছিলেন, তা আমার চব্বিশ বছরের জীবনে কোনদিন অনুভব করিনি। হঠাৎ অস্ত্রসজ্জিত লোকগুলো ঘরের মধ্যে ঢুকে আমার মুখের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে ফেলল। তারা বিছানায় আমাকে দেখে অবাক হল। তারা ক্রুদ্ধ স্বরে আমাকে আল্লাহর নবী সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল। আমি অত্যন্ত সাহসের সাথে তাদের প্রশ্নের জবাব দিলাম। কারণ আমার বিশ্বাস ছিল আল্লাহ ও আল্লাহর নবীর ওপর। প্রধান চক্রান্তকারী আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে রক্তপিপাসু ও অস্ত্রসজ্জিত ছোট এ দলটি আমার কাছে এমনই তুচ্ছ ও অবজ্ঞার পাত্র বলে মনে হল যে, আমি আমার তরবারি দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম বলে মনে হল। একমাত্র আল্লাহই আমাকে এ তেজস্বিতা দান করেন এবং তাদেরকে আমার দৃষ্টিতে তুচ্ছ প্রতিপন্ন

www.pathagar.com

করেন। আমার কাছ থেকে তীক্ষ্ণ এবং অনমনীয় জবাব পাওয়ার পর আবু সুফিয়ান তার জোয়ানদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে সরাসরি আবু বকরের বাড়িতে যাওয়ার নির্দেশ দিল। তারা নিশ্চিত ছিল, সেখানেই তারা মহানবীকে খুঁজে পাবে।"

শ্রোতাদের মুখে বিজয় ধ্বনি উচ্চারিত হল ঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল।"

ক্ষণিক বিরতির পর আলী বললেন ঃ "মক্কা শহরে এ মর্মে ঘোষণা জারী করা হল, যে কেউ মুহাম্মদকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় আনবে, তাকে একশ' উট পুরস্কার দেওয়া হবে। কুরাইশ প্রধানরা পরিষদ হলে মিটিং-এর আয়োজন করল। সুরাকা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আপনাকে ধরার কাজে এগিয়ে এল। সকলেই নিশ্চিত ছিল, এ লোকটি তার দুর্ধর্ষ কালো ভৃত্যসহ আল্লাহর নবীকে খুঁজে বের করতে সমর্থ হবে। কুরাইশ প্রধানরা আশা ও আনন্দে মেতে রইল। কিন্তু তাদের আশার আলো কয়েকদিনের মধ্যেই মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। কয়েক দিন ও রাত মরুভূমিতে অবস্থান করে সুরাকা ফিরে এল। সে তার ব্যর্থতার কথা যেভাবে ব্যাখ্যা করল তাতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল, সে যেন আল্লাহর নবীর একজন পক্ষভুক্ত লোক। কুরাইশ প্রধানদের ওপর জনগণের যে আস্থা ও বিশ্বাস ছিল না, এটা তার একটা বড় প্রমাণ। মূর্তি পূজার প্রতি তাদের আস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তারা অনুভব করে, একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলোকচ্ছটায় তারা যেন ক্রমেই ইসলামের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে পড়ছে।"

আলীর এ বর্ণনায় শ্রোতারা বিস্ময়করভাবে প্রভাবিত হল। এমনকি মহানবীর নিজের মধ্যেও মোহাবিষ্টের মত অবস্থার সৃষ্টি হল। আলী এ অবস্থার সাথে পরিচিত ছিলেন। তিনি জানতেন, ওহী আসার পূর্বে মহানবীর সব সময় এ ধরনের অবস্থা হয়। উথলে পড়া হৃদয়ের অবাধ্য আবেগ ও স্বর্গীয় প্রভাবে অনুপ্রাণিত চিন্তাধারার অবিরত সংঘাতে মুহাম্মদের মন উত্তেজনায় ভরে উঠল।

মুহাম্মদ তাঁর কালো তীক্ষ্ণ চোখ দু'টো আকাশমুখী করে আবৃত্তি করলেন ঃ "করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। যা কিছু আসমানসমূহে ও যা কিছু জমিনে আছে, সকলেই আল্লাহর প্রশংসা করছে, তাঁরই শাসন এবং তাঁরই সমস্ত প্রশংসা, আর তিনি প্রত্যেক বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনিই, যিনি তোমাদের সৃজন করেছেন তথাপি তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কাফের এবং কেউ কেউ মোমেন হয়েছে, কিন্তু তোমরা যা কিছু করে থাক, আল্লাহ তা দেখছেন। তিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে সঠিকভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে (সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে) উত্তম করে গড়েছেন এবং তারই কাছে শেষকালে ফিরে যেতে হবে। আসমানসমূহ ও জমিনে যা আছে, তিনি তা জানেন এবং তোমরা যা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর, তা-ও জানেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অবশ্য অন্তরের কথাও জানেন। তোমাদের কাছে কি ঐসব লোকের সংবাদ পৌঁছেনি, যারা পূর্বে কাফের হয়েছিল? ফলে

www.pathagar.com

নিজেদের কৃতকর্মের কুফল আস্বাদন করেছিল, আর তাদের জন্য (আখেরাতে) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিও রয়েছে। এটাও এজন্য যে, যখনই তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট দলিলসহ উপস্থিত হত, তখন তারা বলত, 'সে কী! মানুষ আমাদের ঠিক পথ দেখাবে? অবশেষে তারা কাফের হল ও মুখ ফিরাল, আর আল্লাহও তাদের কোন পরোয়া করেন না। বস্তুতঃ আল্লাহ অবশ্যই অভাবহীন, প্রশংসাভাজন। যারা কাফের হয়েছে, তারা মনে করছে, তাদেরকে কখনও পুনরায় জীবিত করে ওঠানো হবে না। তুমি বল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমার প্রভুর কসম! নিশ্চয়ই তোমাদের ওঠান হবে, তৎপর তোমরা (দুনিয়াতে) যা কিছু করেছ, তার সংবাদ তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে, আর তা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। অতএব আল্লাহ, তাঁর রসূল আর আমি যে নূর (আলো) নাযিল করেছি, তার ওপর ঈমান আন। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা অবশ্য অবগত আছেন। (স্মরণ কর সেদিনের কথা) যেদিন তিনি একত্রে জমা করার দিন তোমাদের সকলকে একত্রিত করবেন, ওটাই হবে হার-জিতের (লাভ-লোকসানের) দিন। আর যে কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তিনি তার সমস্ত গোনাহ দূর করে দেবেন এবং তাকে এমন বেহেশতে দাখিল করাবেন, যার নিচে দিয়ে নহরসমূহ বইছে, তথায় তারা চিরকাল অবস্থান করবে, তাই হবে মহা লাভ। কিন্তু যারা কাফের হয়েছে ও আমার নিদর্শন সকলকে মিথ্যা গণ্য করছে তারা অবশ্যই দোজখের অধিবাসী, চিরকাল তথায় থাকবে। আর তা বড় মন্দ ঠিকানা। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন বিপদ উপস্থিত হয় না, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, তিনি তার অন্তরকে হেদায়েত করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছু অবগত আছেন। আর তোমরা আল্লাহর হুকুম মেনে চল ও রসূলের কথাও মেনে চল। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে লও, তবে আমার রসূলের কর্তব্য শুধু সংবাদকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেওয়া। আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, আর মু'মিনগণ, অবশ্যই জেনো, কেবলমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা করে।"

কুরআন - সূরা ৬৪ ঃ ১-১৩

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতগুলো মহানবীর আবেগভরা কণ্ঠে এমনভাবে বাঙময় হয়ে উঠল যে, প্রত্যাদেশের অবস্থা প্রথম প্রত্যক্ষকারী লোকগুলোর মনে তা বিস্ময়কর ও গভীরভাবে রেখাপাত করল। তাদের মুখাবয়বে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল, যে লোকটি তাদের ভালবাসা, বিশ্বাস ও অনুরাগের প্রতিনিধিত্ব করছে, তাঁর জন্য তারা তাদের রক্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। মহানবীর অনুগামীদের অভ্যর্থনার সমাপ্তি ঘটল আনন্দের মধ্য দিয়ে। যুবক আলীকে কাছে টেনে নিয়ে মুহাম্মদ বললেন ঃ "আমি যে গৃহটি আমার আব াস্থল করেছি, সেই গৃহে তুমিও থাকবে এবং আগের মত তুমি সব সময় আমার কাছেই থাকবে।"

www.pathagar.com

প্রথম পবিত্রকরণ

'তোমরা সংযমী ও ধার্মিক হও - একজন মুসলমান অন্যের জন্য যে দোয়া করতে পারে, তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে মহৎ।'

- মুহাম্মদ

মুহাম্মদ কুবায় যে কয়েকদিন অবস্থান করেন, সেই ক'দিনের মধ্যে ইয়াছরিব ও তার আশপাশের এলাকায় এমন কোন মুসলমান ছিল না, যারা তাঁর সাথে দেখা করেনি। মহানবীর আগমনের সাথে অন্যান্য সকলের আগমন ও প্রস্থান ছোট এ শহরটার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা একটি বড় ঘটনা। সূরা তাগাবুন-এর আয়াত-গুলো মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকল এবং তাদের অনেকেই এ সূরার অধিকাংশ আয়াত মুখস্থ করে ফেলল। বিশ্বাসীদের প্রধান অবলম্বন ছিল এই একটি মাত্র আয়াত, "যা কিছু আসমানসমূহে এবং যা কিছু জমিনে আছে, সকলেই আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করছে; তাঁরই শাসন এবং তাঁরই সমস্ত প্রশংসা, আর তিনি প্রত্যেক বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান।" কূরআন - সূরা ৬৪ : ১

এ দিনগুলোতে মুসলমানদের প্রধান কাজ ছিল কু'বায় একটি মসজিদ নির্মাণ করা। সন্ধ্যায় তারা সকলে মহানবীর চারপাশে বসে তাঁকে অতি ঘনিষ্ঠতায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত। তাদের প্রশ্ন এ জগৎ ও পরবর্তী জগৎ নিয়েই আবর্তিত হত। জ্ঞানী ইহুদীরাও মহানবীর কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করাবার জন্য প্রশ্ন নির্দিষ্ট করে দিয়ে লোক পাঠাত। এসব কারণে মহানবীর সময় কাটত অতি ব্যস্ততার মধ্যে। এভাবে কুবায় সময় অতিবাহিত হওয়ার পঞ্চম দিনে শুক্রবার উপস্থিত হল। মহানবীর সাহাবীগণকে খবর দেওয়া হল, সলিম গোত্রের জেলায় প্রশস্ত রানুনা উপত্যকায় উক্ত গোত্রের লোকদের দ্বারা নির্মিত মসজিদে মহানবী জুমার নামাজ পড়াবেন। সারাদিন ধরে সেখানে দলে দলে লোক গিয়ে উপস্থিত হল। উপত্যকার এ মসজিদের চারপাশে নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, মুসলমান-অমুসলমান সবাই এসে জমায়েত হল। মহানবী কিভাবে ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতা পালন করেন এবং জুমার

www.pathagar.com

নামাজ পড়ান, তা দেখার জন্য লোক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল। দুপুর নাগাদ মহানবী তাঁর সাহাবীগণসহ উপত্যকায় উপস্থিত হলেন। মসজিদে তাঁর জন্য পূর্বেই একটি উঁচু স্থান নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রথাগত নিয়ম এই যে, জুমার নামাজে মুসল্লিগণ ইমামকে অনুসরণ করেন এবং জোহরের নামাজের পরিবর্তে মাত্র দু'রাকাত নামাজ পড়া হয়। বাকী দু'রাকাত নামাজের পরিবর্তে ইমাম দু'টি ভাষণ দেন। মহানবী জুমার নামাজ আদায় করার পর নির্মিত উঁচু স্থানের সোপানে আরোহণ করলেন। তিনি তাঁর প্রথম ভাষণ শুরু করার সাথে সাথে সর্বত্রই পিন-পতন নীরবতা বিরাজ করল।

''করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। স্রষ্টার প্রশংসা করা উত্তম। আমি তাঁরই ইবাদত করি। তাঁরই সাহায্য কামনা করি এবং তাঁরই করুণা প্রার্থনা করি। তাঁর কাছে নির্দেশ কামনা করি, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি, তাঁর কাছ থেকে আমি মুখ ফিরিয়ে নেব না এবং তাঁর কাছ থেকে যে কেউ মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করব। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর দাস ও বিনীত বাণীবাহক। আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছেন লোককে পথনির্দেশ ও তাদের অন্তরকে আলোকিত করার জন্য এবং তাদেরকে উপদেশ প্রদান ও সতর্ক করার জন্য। নবীর আগমন বন্ধ হয়ে গেলে জ্ঞান অন্তর্হিত হবে এবং লোক অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। যে সময় মানুষ নিয়তির দাসে পরিণত হবে, সেই সময় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুসরণ-কারীরাই কেবল নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যে অনুগত নয়, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ধ্বংস হবে স্থায়ী এবং সে চিরদিন সংশয় ও হতাশার মধ্যে দিন অতিবাহিত করবে। আমি তোমাদের সংযমী ও ধার্মিক হওয়ার উপদেশ দিচ্ছি। এটাই সবচেয়ে বড় অনুরোধ, যা একজন মুসলমান অন্যজনকে করতে পারে। সর্বদা পর জগতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার জন্য সে তাকে উৎসাহিত করতে পারে এবং সংযমী হওয়ার আহ্বান জানাতে পারে। আল্লাহ যা কিছু তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন, তা পরিত্যাগ কর। তোমাদের দেওয়ার মত এর চেয়ে বড় উপদেশ বা নিষেধ আমার আর কিছু নেই। এর চেয়ে আর কোন বড় উপদেশ নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তার কাজ সমাধা করে, তার কাছে সংযম সর্বোত্তম সাথী ও সহায়ক। পরজগতে সে যা কামনা করে, তার সবকিছুই সংযম তাকে এনে দেবে। যে ব্যক্তি তার সকল কাজ ও চিন্তাকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত করে এবং সকল কাজের জন্য একমাত্র আল্লাহরই সাহায্য কামনা করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পার্থিব বিষয়ে এবং মৃত্যুর পর পরজগতে সফলতা লাভ করবে। সে সময় কোন লোক তার জন্য আয়োজিত সব বস্তু প্রত্যক্ষ করে দেখবে, তার জন্য স্বর্গীয় সম্পদেরই আয়োজন করা হয়েছে। আল্লাহকে ভয় কর। একথা মনে রেখো, তিনি তাঁর দাসদের প্রতি দয়ালু এবং তাঁর কথা সত্য। তাঁর প্রতিশ্রুতি

www.pathagar.com

অবশ্যই পূরণ করা হবে এবং তার মধ্যে কোন বৈপরীত্য থাকবে না। এসব সেই মহান স্রষ্টার বাক্য, যাঁর কাছে কোন বাক্যই পরিবর্তিত হবে না এবং যিনি তাঁর দাসদের প্রতি কখনই অন্যায় করেন না। হে জনগণ! তোমরা তোমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল গোপন বা প্রকাশ্য কাজে সংযমী হও। যে ব্যক্তি সংযমী, আল্লাহ তার সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তার পুরস্কার বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহর দৃষ্টিতে সংযমী ব্যক্তি তার হৃদয়ের সর্বোচ্চ প্রশান্তি লাভ করবে। সংযম তোমাকে ক্রোধ এবং আল্লাহর অভিশাপ ও অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা করবে। সংযম আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে এবং একজন মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে বাড়িয়ে দেবে। তোমার ভরণ-পোষণের জন্য যা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা ভোগ কর এবং বাহুল্য ব্যয় ত্যাগ কর। আল্লাহ তাঁর কিতাব সম্পর্কে তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাঁর পথে চলার জন্য পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, যেন যারা তাঁকে বিশ্বাস করে, তারা এ সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং যারা অবিশ্বাসী, তারা শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ তোমার প্রতি যেমন সদয়, তেমনি তুমিও সদয় হও। তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ কর এবং তাঁর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ কর। তিনি তোমাদের পছন্দ করেছেন এবং তোমাদের মুসলমান হিসেবে অভিহিত করেছেন। যারা ধ্বংসের যোগ্য, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং যারা বেঁচে থাকার যোগ্য, তারা বেঁচে থাকবে। তিনি সকল শক্তির আধার। তোমার মনে সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ রাখবে এবং তোমার ভবিষ্যতের জন্য কাজ করবে। যে ব্যক্তি তার সকল কিছুর মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করে, সেই ব্যক্তি মানুষের মধ্যে আল্লাহর আশ্রয় লাভ করবে। কারণ আল্লাহ মানুষের কাজের বিচার করেন এবং সে আল্লাহর কাজের বিচার করে না। সকল মানুষ তাঁর অধীন; কিন্তু তিনি তাদের অধীন নন। সকল মহত্ত্ব আল্লাহরই এবং শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সর্বশক্তিমান আল্লাহ ছাড়া আর কোন শক্তি নেই।”

এ ভাষণের সময় এমন এক নীরবতা বিরাজিত ছিল, যা আরববাসীদের কাছে ছিল অবিদিত। পরে বিশ্বাসীরা তাদের পরিবারবর্গ ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে এ দিনের ঘটনা বিবৃত করার সময় একটি মন্তব্য করে ঃ “আজ মহানবী তাঁর ভাষণ ও জুমার নামাজের মাধ্যমে আমাদের অতীত মূল্যহীন কাজসমূহকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন এবং ঝর্ণার পানি দিয়ে তা ধুয়ে দিয়েছেন।”

www.pathagar.com

আমার গৃহ, ইবাদত ও স্থায়ী বিশ্রামের স্থান

'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এমন একটি শহর থেকে বের করে এনেছ, যে শহরটি আমার কাছে সকল শহরের চেয়ে প্রিয়। এখন তোমার কাছে আমার প্রার্থনা, আমাকে তুমি এমন একটি শহরে আমার বাসস্থান করে দাও, যে শহরটি তোমার কাছে সকল শহরের চেয়ে প্রিয়।'

- মুহাম্মদ

প্রথম জুমার নামাজ আদায় করার এবং কুবা মসজিদে ভাষণ দেওয়ার পর মহানবী তাঁর সাহাবীগণকে ঐদিন বিকেলে সফরের জন্য প্রস্তুত থাকার কথা বললেন। ১৬ই রবিউল আউয়ালের সূর্যাস্তের তিন ঘন্টা পূর্বে মহানবী তাঁর উট কাসওয়ায় আরোহণ করে ইয়াছরিবের পথে যাত্রা করলেন। তাঁর কয়েক শত নারী-পুরুষ অনুসারী কেউ উটে চড়ে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে এবং অনেকে পায়ে হেঁটে তাঁকে অনুসরণ করল।

আমর বিন আউফ গোত্রের সদস্যরা সর্বদাই এ আশা পোষণ করে যে, মহানবী তাদের কাছেই অবস্থান করবেন। সেজন্য তারা মহানবীর উটের সামনে এমনভাবে ভিড় জমাল, যেন উট থেমে যেতে বাধ্য হয়।

'হে আল্লাহর নবী! আপনি কি আমাদের মাঝে অবস্থান করে অস্বস্তি বোধ করছেন অথবা আপনি কি আমাদের চেয়ে অন্য কোন উত্তম বাসস্থানের সন্ধান পেয়েছেন?' - তারা জিজ্ঞেস করল।

মহানবী উত্তর দিলেন ঃ "আমাকে এমন একটা শহরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যে শহরটি অন্যান্য সব শহরের ওপর শাসন করবে এবং সেই শহরের কাছে সব শহর অনুগত থাকবে।"

অতঃপর তিনি তাঁর হাতের ডালিম গাছের কোমল ডালটি দিয়ে উটের ঘাড়ে মৃদু স্পর্শ করলেন এবং লাগামে টান দিলেন।

www.pathagar.com

আমর গোত্রের প্রধান তৎক্ষণাৎ পথ ছেড়ে দিলেন এবং খোলা রাস্তা পেয়ে উট সম্মুখ পানে যাত্রা শুরু করল। তাঁর পেছনে ছিল এক বিরাট জনতা। অশ্বারোহী ও মানুষের ভিড়ে ঘোড়াগুলো উত্তেজনায় মৃদু হ্রেষাধ্বনি করছিল এবং অশ্বারোহীদের হাতে শক্ত করে ধরে রাখা ঘোড়ার মুখে প্রবিষ্ট লাগামের অংশের সাথে সংযুক্ত রশির বাঁধন থেকে তারা মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছিল। আরববাসীরা সাধারণত তাদের উৎকৃষ্ট জাতের ঘোড়ার মুখে লৌহযুক্ত লাগাম ব্যবহার করত না।

উট ও অশ্বারোহী এবং পায়ে হেঁটে চলা মানুষের প্রবাহ মহানবীকে অনুসরণ করে চলছিল। তারা মনে করছিল, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সৈন্যবাহিনী। তাদের মধ্যে ছোট-বড় সকলেই বিশ্বাস করে নিয়েছিল, তাদের নেতা স্বর্গীয় এবং তিনি অপরিজ্ঞাত জগৎ ও আল্লাহর বিশ্ব সরাসরি দেখতে পারেন। তিনি আল্লাহর সাথে কথা বলেন, তাঁর কথা শোনেন এবং শোনা কথা মানুষের কাছে বলেন। তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তাঁকে ক্ষমতা দিয়েছেন এবং তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। এর বিনিময়ে তারা তাদের উভয় জগতকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেছে। তারা বিশ্বাস করেছে, তাদের ঈমান তাদেরকে অপার্থিব জগতে সুখ ও আনন্দ নিশ্চিত করবে। তাদের দৃঢ় প্রত্যয় যে, অপার্থিব জগতের অধিকর্তা তাদের নেতার বন্ধু এবং তিনি তাদের শান্তিপূর্ণ অপার্থিব জগত নিশ্চিত করবেন। তাদের কাছে তাই অপার্থিব জগতের জন্য পার্থিব জগতের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করা লাভজনক ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক ছিল।

কুবা থেকে ইয়াছরিব ঘোড়ায় চড়ে যেতে সময় লাগে পৌনে এক ঘন্টা। শহরের দক্ষিণে কুবা অবস্থিত এবং এর মধ্যে রয়েছে রানুনা উপত্যকা। কুবা থেকে ইয়াছরিব যাওয়ার রাস্তার দু'ধারে ছিল বহু বাগান ও শাখাহীন বৃক্ষকুঞ্জ। ঐসব বাগানে পানি সেচের সুবিধার জন্য মাটির দেওয়াল ছিল। ঐ এলাকার মাটি কিছুটা লবণাক্ত হলেও এখানে খেজুর গাছ ভাল জন্মে এবং উৎপাদিত ফলও হয় মিষ্টি।

বেশ কয়েকজন কৃষক খেজুর সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিল। তাদের কোমরও গাছের সাথে চওড়া চামড়ার বেল্ট দিয়ে বাঁধা ছিল। তারা খেজুর সংগ্রহ করে তা তাদের সামনে দড়ির সাহায্যে ঝুলিয়ে রাখা আয়তাকার ঝুড়ির মধ্যে রাখছিল। এ সময় তারা মহানবী ও তাঁর অনুসরণকারী আল্লাহর সৈন্যবাহিনীর মত বিরাট জনতাকে দেখতে পেল। তাদের মধ্যে অনেকে জনতার মধ্যে খেজুর ছুঁড়ে দিল এবং অনেকে খেজুরের আঁশ খেয়ে শুধু আঁটি ছুড়ে মারল। তাদের মধ্যে একজন খুব দ্রুত গাছ থেকে নেমে দৌড়ে গলিতে গিয়ে উপস্থিত হল। অন্যান্য কৃষকের শরীরের কর্কশ চামড়া ও রৌদ্রে পোড়া রঙের চেয়ে এ লোকটার গায়ের রং ছিল ফ্যাকাশে। তার চেহারা ছিল আরববাসীর মত। বাগানের গেটে সে পৌঁছানোর পর দূর থেকে বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী একজন বৃদ্ধ তাকে লক্ষ্য করে বলল ঃ

"সালমান, তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

www.pathagar.com

"তারা যাকে আল্লাহর নবী বলছে, আমি সেই লোকটার কাছে যাচ্ছি আমার শ্রদ্ধা জানাবার জন্য।"

"এখানে এস, সালমান।"

সালমান ফিরে বৃদ্ধ লোকটার দিকে গেলেন। নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথেই বৃদ্ধ লোকটি তার কানে একটা চড় মারল এবং বলল ঃ "এসব কথায় তোমার কোন কাজ নেই। তুমি তোমার নিজের কাজ কর।"

সালমান তার আদেশ অমান্য করতে পারলেন না। এমনকি তিনি এ নির্দয় ব্যবহারের কোন প্রতিবাদও করতে পারলেন না। কারণ, সে যুগে ভৃত্য ও ক্রীত-দাসরা তাদের মনিবদের সাথে বাদানুবাদ করতে পারত না। তিনি নীরব রইলেন; কিন্তু তার হৃদয় ছিল পূর্ণভাবে আলোকিত। তিনি মনে মনে বললেন ঃ 'নিশ্চয়ই আমি সুযোগ বুঝে ঐ মহৎ লোকটির কাছে যাব, যিনি আমার অন্তরকে আলোকিত করেছেন এবং আমার আবেগকে বেগবান করেছেন।' এ চিন্তা তাকে মনিবের ঈর্ষা-পরায়ণ ব্যবহার ধৈর্যের সাথে সহ্য করার সহায়ক হল এবং তিনি নীরবে কাজে ফিরে গেলেন।

এ সময় কয়েকদিন ধরে মক্কা থেকে মহানবীর আসন্ন আগমন নিয়ে শহরে বেশ গুজব ছড়িয়ে পড়ে এবং ইয়াছরিব শহরের আশপাশের গ্রামের অধিবাসী ও বাগানের লোকজনদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। প্রত্যেকেই তাঁর আগমনের অপেক্ষায় দিন গুণছিল।

বিশ্বাসী মরুযাত্রী দল ইয়াছরিবের দিকে যাত্রা শুরু করলে প্রত্যেকে তার প্রতিবেশীকে খবরটা জানিয়ে দিল, আল্লাহর নবী আগমন করছেন এবং তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাদের বাইরে যাওয়া উচিত। মরুযাত্রী দলের নেতৃত্বে ছিল মহানবীর উট। উটের লাগাম ধরার জন্য সবাই সচেষ্ট হওয়ায় উটটি বস্তুতঃ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হল। সব কৃষক নারী ও পুরুষ তাদের বাগানের ফটকে চলে এল, তারা তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে মাটির দেওয়ালের ওপরে বসিয়ে দিল, যেন তারা মহানবীকে ভাল করে দেখার সুযোগ পায়। প্রত্যেকেই আল্লাহর নবীকে দেখতে চায়। মহানবীর অনুসারীদের কথা মোতাবেক তারা তাঁর মুখমন্ডল থেকে বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটা দু'চোখ ভরে দেখতে চায়। এ জনগণ মহানবী ও তাঁর এখানকার প্রচারিত ধর্ম সম্পর্কে অনেক অস্পষ্ট গল্প শুনেছিল। অর্ধ বর্বর এ লোকগুলো জীবনে আশা বা সাফল্যের মুখ দেখেনি। সে কারণে তাদের দৃষ্টিতে নতুন কিছু এলেই তারা আশান্বিত হয়ে উঠত। সাম্প্রতিককালে তাদের গোচরীভূত হয় ইসলাম ধর্ম। এ ধর্ম তাদের এই মর্মে আশান্বিত করে যে, কৃষ্ণ দাসরা মুক্তি পাবে এবং গরীবরা দারিদ্র্য ও হতভাগ্য জীবন থেকে মুক্তি লাভ করবে। ধনীদের ধন-সম্পদ নিয়ে তা গরীবদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হবে, পরবর্তী জীবনেও তারা বেহেশতে স্থান পাবে - বেহেশতে থাকবে মৃদুমন্দ বাতাস, সুমিষ্ট ফল, শীতল পানি, প্রবহমান নদী, দুধ ও মধু।

www.pathagar.com

কুবা থেকে সারা পথ এবং বাগানের ফটকগুলোতে বিভিন্ন গোত্রের গোত্র প্রধানগণ তাঁদের যুবক যোদ্ধাগণসহ দাঁড়িয়ে ছিলেন। একের পর এক তাঁরা মহানবীর উটের রশি ধরেন আন্তরিকতার সাথে। "হে আল্লাহর নবী! তাঁরা বললেন, "আপনি আমাদের মাঝে অবস্থান করুন। আমরা আপনাকে যোদ্ধা সরবরাহ করব, আমরা আপনাকে ধন-সম্পদ দেব এবং আমরা আপনাকে নিরাপত্তা দেব।"

"উটকে তার আপন ইচ্ছায় চলতে দাও" - মহানবী বললেন, "সে-ই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।"

মহানবীর আগমন পথে বসবাসকারী পাঁচটি গোত্রের প্রত্যেক গোত্রই তাঁকে পাঁচবার থামাল। এ গোত্রগুলো হল - সালিম, বায়াজা, সাঈদা, হারিছ এবং আদ'ই। প্রত্যেক গোত্রই মহানবীকে উট থেকে অবতরণ করার এবং তাদের মাঝে অবস্থান করার আবেদন জানাল। মহানবী তাদেরকে একই জবাব দিলেন।

ইত্যবসরে মহানবীর উট কাসওয়া মাথা উঁচু করে রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধ-ভাবে দাঁড়ান লোকগুলোর দিকে গভীর দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়ান লোকগুলো তাঁকে সাদর অভিনন্দন ও সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছিল এবং বার বার একই কথার প্রতিধ্বনি করছিল, 'আপনার ওপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক'। এর উত্তরে মহানবীর ঠোঁটে মৃদু হাসি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

জনতার মিছিল ক্রমান্বয়ে শহরের নিকটবর্তী হল। আল্লাহর নবীর কথানুযায়ী সকল সময়ের জন্য শ্রেষ্ঠ এ শহরের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে কম করে হলেও সত্তর ধরনের খেজুর জন্মে। শহরটি তখনও ইয়াছরিব নামে পরিচিত ছিল। মহানবী তথায় হিজরত করার পর এর নাম হয় 'মদীনাতুন্নবী' (নবীর শহর)। ইয়াছরিব শহরটি ছিল সমতল ভূমির ওপর অবস্থিত এবং তা ছিল দু'টি অংশে বিভক্ত। দু'অংশের মধ্যে দক্ষিণাংশ ছিল উত্তরাংশ অপেক্ষা নিচু। দক্ষিণাংশ ছিল কুবা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং উত্তরাংশ ছিল ওহুদ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। কুবা থেকে ওহুদ পর্যন্ত দূরত্ব প্রায় দশ মাইল।

শহরের পূর্ব ও পশ্চিমে ছিল কালো পাথর মিশ্রিত হারা'র অনুর্বর ভূমি। কিন্তু শহরের পূর্বাংশে অনুর্বর ভূমি ছিল শহর থেকে বেশ দূরে। শহর ও অনুর্বর ভূমির মধ্যবর্তী অংশে ছিল উর্বর ভূমি। শহরের পূর্ব দিকে প্রথম সীমানা ছিল কালো পাথরের সারি। যতদূর চোখ যায়, দক্ষিণ দিক ছিল মরুভূমি। এ শহরের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এখানে পর্যাপ্ত পানি ছিল। শহরটির সব পানির প্রবাহ দক্ষিণ এবং হারা'র দিক থেকে প্রবহমান ছিল এবং সব প্রবাহ এক সাথে মিলিত হয় শহরের উত্তরে অবস্থিত জারগাবা। বর্ষাকালে পানির স্রোত বন্যার রূপ পরিগ্রহ করত এবং মানাকা অঞ্চলে তা হ্রদ-এ পরিণত হত। ইয়াছরিবের আশপাশে বহু পানির স্রোত ছিল এবং এসব পানি ভূমি ও বাগানে সেচ কাজের জন্য ব্যবহৃত হত। শহরের চারপাশে একটি পুরাতন দেওয়াল ছিল। আমরা যে সময়ের কথা

www.pathagar.com

বলছি, সে সময় তা সংস্কারের অভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শহরের অভ্যন্তরে আনবেরিয়া অঞ্চল ছিল এ ধ্বংসপ্রাপ্ত দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত।

এ এলাকাটি সংরক্ষিত ছিল উটের চারণভূমি এবং তাদের ভরণ-পোষণের ভূমি হিসেবে। ঐতিহ্যগতভাবে এলাকাটি ইবাদতের স্থান তথা 'মুসাল্লা' হিসেবে সুপরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে 'সত্তর ধরনের খেজুরের শহর'-এর অনুরূপ অনেক কাহিনী এ শহর সম্পর্কে প্রচলিত হয়। হিজরতের পর এ শহরের কমপক্ষে ঊনত্রিশটি নাম দেওয়া হয়, যার প্রতিটি নামেরই অর্থ ভিন্ন। 'সকল শহরের ভক্ষক', 'শহরের প্রতি অসৎ উদ্দেশ্যে আগত ব্যক্তির ধ্বংসকারী' ইত্যাদি নামেও একে অভিহিত করা হত। এ শহর সম্পর্কে একথাও বলা হত, কর্মকার যেমন হাপরে লোহা দিয়ে লোহাকে খাঁটি করে নেয়, তেমনি এ শহর মানুষের মন্দ ও অসৎ মনোবৃত্তিকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়।

মহানবী এ শহরকে অভিহিত করেন প্রীতিকর ও মনোরম শহর বলে। কারণ, এখানে যাঁরা অবস্থান করেছেন, তাঁরাই এর সুমিষ্টতায় প্রীতি লাভ করেছেন। এর আবহাওয়া সব সময় নির্মল ও সতেজ এবং এখানে কখনও মহামারী বা সংক্রামক রোগের বিস্তার ঘটেনি। এখানে কোনদিন কুষ্ঠ রোগ দেখা যায়নি। কারণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে, এখানকার মাটি এ রোগের নিরাময়ক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লোক মুখে প্রচলিত এসব কাহিনী যদি আমরা বিস্মৃত হই, তবু মহানবী শেষ বারের মত মক্কা ত্যাগ করার সময় যে কথা উচ্চারণ করেছিলেন, তা আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত। মক্কা শহরকে পশ্চাতে রেখে ইয়াছরিবের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি এমন একটা শহর থেকে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন, যা আমার কাছে সব শহরের চেয়ে প্রিয়। এখন আমার প্রার্থনা, আপনি এমন একটা শহরে আমার বসবাসের স্থান করে দিন, যা আপনার কাছে সব শহরের চেয়ে প্রিয়।'

আল্লাহর পছন্দ করা শহর হল ইয়াছরিব। পাঁচ মাইল বা তদূর্ধ্ব ব্যবধানে শহরটি সবুজ ও পত্রবিশিষ্ট বাগান দ্বারা পরিবেষ্টিত।

যে সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সময়ে এ শহরে তিনটি প্রসিদ্ধ গোত্র বাস করত। এর মধ্যে আউস ও খাযরাজ গোত্রের পূর্বপুরুষরা এসেছিল ইয়েমেন থেকে। তৃতীয় গোত্রের লোকেরা ছিল ইহুদী এবং তারা অতি প্রাচীনকাল থেকেই এখানে বসবাস করত। ইহুদীরা ছিল বিভিন্ন উপগোত্রে বিভক্ত এবং তারা অপর দুই সমন্বিত গোত্রের তুলনায় ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ। তবে সম্পদ, সম্পত্তি ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে তাদের প্রতিপত্তি ছিল প্রবল। আরবের এ গোত্র দু'টি বাহ্যিকভাবে ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ ছিল; কিন্তু ইহুদীদের প্ররোচনায় উভয় গোত্রের মধ্যে সংঘটিত রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের পর তারা অনুরূপ চক্রান্ত থেকে নিজেদের রক্ষা করার ব্যাপারে সতর্ক ছিল। আকাবায় যখন তারা মুহাম্মদের প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করে এবং তাঁকে ইয়াছরিবে

www.pathagar.com

আসার আমন্ত্রণ জানায়, তখন তাদের মনে সম্ভবতঃ ইহুদীদের বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তিশালী করার একটা বাসনাও ছিল। মুহাম্মদের সাথে এ চুক্তি সম্পর্কে ইহুদীরা অবহিত ছিল না। তাদের মধ্যে অনেকেই এ স্মরণীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করার মানসে জনসমুদ্রে মিশে যায়।

সাহাবাসহ মুহাম্মদ যখন ইয়াছরিবের গলিপথে ঢুকলেন, তখন ব'রিদ গোত্রের এক গোত্রপ্রধান তাঁর মাথার পাগড়ি খুলে একটা বল্লমে বেঁধে তা মহানবীর উটের সামনে উঁচু করে ধরলেন। তাঁর হয়ত ইচ্ছা ছিল না, মহানবী কোন পতাকা ছাড়াই সামনের দিকে অগ্রসর হোক। এভাবে তিনি জনগণের সামনে স্পষ্ট করে দিলেন, ইনিই মহানবী। উটে আরোহণকারী ও পায়ে হেঁটে অগ্রসরমান সাহাবীগণও তাঁদের মাথার ওপর খোলা তরবারি ঘোরাতে থাকেন এবং বলতে থাকেন ঃ 'আমরা আল্লাহর নবীকে রক্ষা করব।' তাঁরা মহানবীর মাথার ওপর তাল ও খেজুর পাতার একটি চাঁদোয়াও ধরে রাখলেন।

শহরের নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে মিছিলের পরিধিও বেড়ে যাচ্ছিল। শেষে মুহাম্মদ ইয়াছরিবের অপ্রশস্ত গলি পথের শেষপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন। আশপাশের বাড়ি-ঘরের জানালা ও ছাদে দর্শকের ভিড়। বিশেষ করে গরীব ও দুঃস্থদের, এমনকি অমুসলিমদের জন্যও এটা ছিল একটা আনন্দঘন প্রত্যাশা। এ ঘটনা তাদের কাছে নতুন আশা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের বারতা নিয়ে আসে। বলা হয়ে থাকে যে, মহানবী শহরে পদার্পণ করার সাথে সাথে শহরের প্রতিটি এলাকা এক অদ্ভুত আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কালো চোখ ও ফর্সা রঙের মেয়েরা ছাদের ওপর ছুটে গিয়ে নাচতে নাচতে গাইতে শুরু করল ঃ

উদিত হয়েছে চাঁদ
বি'দা পর্বতের উপত্যকা থেকে,
যতদিন মানুষ ইবাদত করবে আল্লাহকে
ততদিন পর্যন্ত তাঁকে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

ছাদের ওপর ও রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো অনতিবিলম্বে এ গানের সুর ও কথার প্রতিধ্বনি করল এবং তারা একসঙ্গে তা সুর করে গাইতে শুরু করল।

মহানবীর উট কাসওয়া তখনও দৃঢ় পদক্ষেপে এবং রাস্তায়, ছাদের ওপর ও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর দিকে সম্ভ্রমের সাথে উঁচু করে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে যাচ্ছিল। উটের ওপর যিনি বসেছিলেন, তাঁর দু'হাত এবং মাথার বিনীত ভঙ্গিতে জনগণের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসার প্রকাশ পাচ্ছিল।

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি, কিভাবে ইয়াছরিবের প্রধান প্রধান গোত্রের গোত্রপ্রধানগণ ক্রমান্বয়ে মহানবীর উট থামিয়ে তাঁকে তাদের মাঝে অবস্থান করার প্রার্থনা জানিয়েছিল। 'আমরা আমাদের জনসংখ্যা, সম্পদ ও যোদ্ধাদের দিয়ে

www.pathagar.com

আপনাকে সাহায্য করব।' কিন্তু প্রতিবারই মহানবী উত্তর দেন ঃ 'উটকে তার নিজের ইচ্ছায় পথ চলতে দাও, সে নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে।' এমনকি আদ'ইর পুত্র-গণের বাড়ির সামনে, যারা মহানবীর চাচা ছিলেন, তাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতেও তিনি একই জবাব দেন। ফলে উটটি মালিক বিন নাজ্জার-এর বাড়িতে এসে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত পথ চলতে থাকে। এখানে উপস্থিত হওয়ার পর কাসওয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল এবং অতঃপর সামনের পায়ের হাঁটু ভেঙে বসতে গিয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর সে কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে পুনরায় আগের স্থানে ফিরে এল। এ সময় সে হাঁটু ভেঙে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

মুহাম্মদ উটের ওপর থেকে অবতরণ করে চারবার এ বাক্যটি উচ্চারণ করলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমাকে এমন একটি গৃহে বিশ্রামের স্থান করে দিন, যে গৃহ আপনার রহমতপ্রাপ্ত; কারণ আপনিই মানুষকে শান্তি দেওয়ার জন্য সর্বোত্তম।' তারপর তিনি নিকটবর্তী গৃহের দিকে হেঁটে গেলেন। এ গৃহের মালিক হলেন আবু আইউব। আবু আইউব মহানবীর জিন তুলে নিয়ে নিজের ঘাড়ে চাপালেন এবং তা নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। মুহাম্মদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "এ ভূমিখন্ডটি কি তোমার?"

আবু আইউব উত্তর দিলেন ঃ " এখানে একটি খেজুরের গুদাম-ঘর আছে। এর মালিক দু'টি এতিম শিশু। নাম সাহল ও সুহায়েল। তারা আমার অভিভাবকত্বে আছে।"

মুহাম্মদ উত্তর দিলেন ঃ "এটাই হবে আমার গৃহ, আমার ইবাদতের স্থান এবং আমার চিরস্থায়ী বিশ্রামের স্থান।" এবং পরবর্তীকালে তাই হয়েছিল। এখানে মহানবী একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যা পরবর্তীকালে তাঁর স্থায়ী বিশ্রামের স্থান হয় এবং যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের তীর্থস্থানের মধ্যমণি হিসেবে বিরাজিত রয়েছে।

www.pathagar.com

'বল, হে সালমান!'

'হে নবী! আমি সত্যের আলোর সন্ধানে আমার দেশ থেকে এ শহরে এসেছি। আমি আপনার মধ্যে এবং আপনার কথায় সত্যের জ্যোতি লক্ষ্য করেছি। আপনি আমার কাহিনী শুনুন।'.......

- সালমান

আবু আইউবের গৃহটি ছিল দ্বিতল। মুহাম্মদ নিচতলা পছন্দ করে নিলেন। আবু আইউব ও তাঁর স্ত্রী মহানবীকে ওপর তলায় থাকার অনুরোধ জানালেন। তাঁরা বললেন, মহানবী নিচতলায় থাকবেন এবং তাঁরা ওপর তলায় থাকবেন, এটা অন্যায়। কিন্তু মহানবী তাঁদের কথায় সম্মত হলেন না।

রাত গভীর না হওয়া পর্যন্ত আবু আইউবের গৃহে বহু লোকের আনাগোনা চলতে থাকল। মহানবী খেজুরের গুদাম ঘর হিসেবে পরিচিত ভূমিখন্ডটি ক্রয় করার এবং তার ওপর একটি আল্লাহর ঘর নির্মাণ করার নির্দেশ দিলেন। তিনি দান হিসেবে ভূমিখন্ডটি নিতে তাঁর অনিচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন এবং সে কারণে পাঁচ দিনার দিয়ে ভূমিখন্ডটুকু কিনে নিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে মহানবী ও তাঁর সাহাবীগণ উক্ত ভূমিখন্ডের ওপর গিয়ে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করলেন। মুহাম্মদ নিজে কিবলার দেওয়ালের রেখা ঠিক করে দিলেন এবং অন্যেরা উক্ত দেওয়ালের বিভিন্ন অংশ নির্মাণের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেন। মহানবী তাঁর নিজের জামায় করে উক্ত দেওয়ালের জন্য ইট ও পাথর বহন করে আনেন। মাত্র কিছুদিন আগে আগত পাঁচশ'জন শক্তি-শালী হিজরতকারী এবং মদীনার সাহায্যকারীগণ তাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সমর্থক ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মিলিত হন এবং তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় সর্বমোট এক হাজারে। তাঁরা সবাই একসাথে উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কাজ করলেন। একজন ইট তৈরি করছেন, অন্যজন পাথর নিয়ে আসছেন, অপরজন কাদা মিশিয়ে দিচ্ছেন এবং অন্যরা দেওয়াল নির্মাণ করছেন। আল্লাহর প্রশংসাসূচক গান গেয়ে

www.pathagar.com

তাঁরা কাজ করছিল। অনেক লোক তাদের কাজ দেখতে এসে শেষ পর্যন্ত তারাও কাজে অংশ গ্রহণ করছিল। তাঁরা বিভিন্ন ধরনের কবিতা গানের সুরে গাচ্ছিলেন। এর মধ্যে ছিল ঃ "আমরা বসে থাকব এবং মহানবী একাকী কাজ করবেন - এটা আমাদের জন্য অসম্মান ও লজ্জাজনক। যারা মসজিদ নির্মাণে কষ্ট স্বীকার করছে এবং ধুলি ও ময়লার ভয়ে যারা কাজ করছে না, তারা এক নয়। আমাদের জন্য পরজগতের সুখ ও শান্তি ছাড়া আর কিছুই নেই। হিজরতকারী এবং সাহায্যকারী-গণের প্রতি আল্লাহ দয়াবান ও সহানুভূতিশীল।"

নির্মীয়মান মসজিদের প্রশস্ত এলাকায় কাজ করার সময় কর্মরত লোকগুলো এ ধরনের গান গাইতেন। সূর্যোদয়ের আগে থেকে সূর্যাস্তের পর পর্যন্ত তাঁরা দিনের পর দিন গভীর ভালবাসা ও উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে থাকেন। আম্মার বিন ইয়াছির-এর কাজ ছিল দেওয়ালের কাছে ইট বহন করে আনা। একদিন তাঁর ঘাড়ে এমন বেশি বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় যে, তাঁর পক্ষে তা বহন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহর নবী! লোকগুলো আমাকে মেরে ফেলবে। নিজেরা যা বহন করতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশি বোঝা তারা আমার ঘাড়ে চাপিয়েছে।"

আল্লাহর নবী তাঁর কাজ বন্ধ না করেই কপাল থেকে চুল সরিয়ে বললেন ঃ "আম্মার, তোমার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। এ লোকগুলো তোমাকে মেরে ফেলবে না। তোমার মৃত্যু হবে বিভ্রান্ত ও বিদ্রোহী লোকদের হাতে।"

প্রতিদিনই নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহের মধ্যে কাজ চলতে থাকল। মুহাম্মদ-ই সকালে সবার আগে কর্মস্থলে গিয়ে উপস্থিত হন এবং সবার শেষে রাতে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। পরে তিনি সেখানে বিভিন্ন লোকের সাথে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন এবং অতঃপর ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে আবু আইউবের গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। মাঝে মাঝে আবু আইউব মহানবীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অন্যদের নানা কথা শোনাতেন।

তিনি বললেন, "এক রাতে আমাদের ঘরের কোণায় রাখা বড় কলসিটায় আঘাত লাগে এবং তা ভেঙে যায়। আমাদের কামরায় কলসির পানি ছড়িয়ে পড়ে। আমি ও আমার স্ত্রী খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ি। আমরা একটা বড় কম্বল নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব পানি মুছে ফেলার চেষ্টা করি, যেন পানি চুইয়ে মহানবীর কামরায় গিয়ে না পড়ে।"

আবু আইউবের স্ত্রী নিজের হাতে মহানবীর খাবার রান্না করতেন। এ খাবার ছিল অতি সাধারণ - গোশত, ভাত, মধু, মাখন এবং দুধ। প্রত্যেক রাতে তিনি একটি থালায় করে মহানবীর খাবার নিয়ে নিচতলায় আসতেন। মহানবীর খাওয়ার পর থালায় যা অবশিষ্ট থাকত, আবু আইউব ও তাঁর স্ত্রী তা আহার করতেন এই ভেবে যে, তাঁরা মহানবীর আশীর্বাদের অংশীদার হচ্ছেন। এক রাতে উম্মে আইউব গোশতকে সুগন্ধিযুক্ত করার জন্য তাতে কিছুটা রসুন দেন। সেই রাতে মহানবীর

www.pathagar.com

সব খাবার ফেরত দেওয়া হল। আবু আইউব খুব ব্যথিত হয়ে স্ত্রীর সাথে কথা বললেন। তাঁরা উভয়ে অনতিবিলম্বে নিচতলায় নেমে এলেন।

তাঁরা বললেন ঃ "হে আল্লাহর নবী! কী ত্রুটি হয়েছে যে, আপনি রাতের খাবার গ্রহণ করেননি?"

মহানবী বললেন ঃ "আমি খাবারের মধ্যে রসুনের গন্ধ পেয়েছি। আমি খাবার খেতে ইতস্ততঃ করেছি এ কারণে যে, লোকেরা তাদের দুঃখ-কষ্ট ও উদ্বেগের কথা বলার জন্য আমার নিকটবর্তী হয় এবং যখন তারা আমার কানের কাছে আস্তে আস্তে কথা বলবে, তারা তখন এ গন্ধে নিশ্চয়ই অস্বস্তি বোধ করবে। এ কারণে আমি খাবার খাইনি। কিন্তু তোমাদের তা না খাওয়ার কোন কারণ নেই।"

মসজিদের দেওয়াল ক্রমে ক্রমে উঁচু হতে থাকল। প্রতি রাতে মহানবী দেওয়াল ঘেরা মসজিদের উন্মুক্ত প্রশস্ত স্থানে লোকজনের সাথে দেখা করে কথা বলতেন। দিকচক্রবালে সূর্য ডোবার সামান্য পূর্বে মুসলমানরা তাঁদের কাজ বন্ধ করে দিয়ে মসজিদের মাঝখানে খননকৃত কূয়ার পানিতে হাত ও মুখমন্ডল ধুয়ে নিতেন এবং মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে মহানবীর বসার জন্য নির্দিষ্ট স্থানের চারপাশে তাঁরা গোলাকার হয়ে বসতেন। প্রতি রাতে সেখানে বহু লোকের সমাগম হত। তাঁরা মহানবীর কথা শুনতেন এবং তাঁর কাছে তাঁদের আশা-আকাংখা ও উদ্বেগের কথা নিবেদন করতেন। মাঝে মাঝে তাঁরা মহানবীর জনৈক সাহাবীর উচ্চ কণ্ঠে পবিত্র কুরআন পাঠ শুনতেন। অতঃপর মহানবী আবু আইউবের গৃহে বিশ্রামের জন্য যেতেন এবং অন্যেরা নিজ নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে স্থান ত্যাগ করতেন।

এক সন্ধ্যায় আগের মত মুসলমানরা তাদের কাজ বন্ধ করে মহানবীর চারপাশে সমবেত হওয়ার পর একজন বৃদ্ধ লোক তাদের সাথে যোগ দেন। তাঁর গায়ের রং ফর্সা, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং তাঁর কথার উচ্চারণভঙ্গি একজন বিদেশীর মত। মহানবীর মদীনায় আগমনের পর এ লোকটি বহুবার এ সমাবেশে যোগ দিয়ে মহানবীকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। মহানবীর একজন সাহাবী জানান, তিনি তাঁকে কুবায়ও একবার দেখেছেন। লোকটি ঐ সন্ধ্যায় তাঁর প্রথানুযায়ী বুকের ওপর হাত রেখে মহানবীর কাছে বসে পড়েন। মহানবী যা বলছিলেন এবং করছিলেন, তা তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শুনছিলেন এবং লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর কাছে অন্যরা যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করছিলেন, তা-ও তিনি গভীর মনোযোগের সাথে শুনছিলেন। কুরআন পাঠক তাঁর কুরআন পাঠ শুরু করলেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠ উচ্চকিত হওয়ার পর মহানবী তাঁর মাথা নত করে গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। অন্যরাও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল।

'দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে; যে অর্থ জমায় ও তা বার বার গণনা করে; সে ধারণা করে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত

www.pathagar.com

হবে হুতামায়; তুমি কি জান হুতামা কী? এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত হুতাশন, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে, নিশ্চয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।'

কুরআন - সূরা ১০৪ ঃ ১-৯

শেষ বাক্যটি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে কেউ কোন কথা বলার পূর্বেই বিদেশী লোকটি উঠে সোজা মহানবীর কাছে গেলেন। রুক্ষ্ম মরুভূমির আরববাসী-দের কাছে সম্পূর্ণ অজানা নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে হাঁটু ভেঙে মহানবীর সামনে বসে তিনি তাঁর হাঁটুতে চুম্বন দিলেন। মহানবী তাঁর মাথায় আদরের সাথে হাত রাখলেন।

"হে আল্লাহর নবী!" বিদেশী লোকটি বললেন, "আপনার কাছে একটা আবেদন আছে। কিন্তু প্রথমেই আমাকে বলুন, কিভাবে আপনার ভাষায় ঈমানের দু'টি স্বীকৃতি করতে হয়।"

মহানবী দু'টি স্বীকৃতি ঘোষণা করলেন এবং বিদেশী লোকটি তাঁকে অনুসরণ করলেন। "হে আল্লাহর নবী! আমার নাম সালমান; আমি পারস্যের অধিবাসী। আমি নিজের দেশ ছেড়ে এ শহরে এসেছি সত্যের জ্যোতির অনুসন্ধানে। আমি আপনার মধ্যে এবং আপনার কথায় সত্যের জ্যোতি প্রত্যক্ষ করেছি। এখন আপনার কাছে আমার কথা বলার অনুমতি দিন।"

সদয়ভাবে মুহাম্মদ জবাব দিলেন ঃ "বল সালমান, বল। আল্লাহ্ তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।"

www.pathagar.com

সালমান বললেন

পারস্যের জনগণের সংবাদ কী? ইহুদীদের কাছ থেকে মুক্তিলাভ সম্পর্কিত চুক্তির ব্যাপারে সে কী করেছে?

- মুহাম্মদ

কিছুক্ষণের জন্য সালমান চিন্তামগ্ন রইলেন। কোন্ কথা দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করবেন, সম্ভবতঃ তাই তিনি চিন্তা করছিলেন। তাঁর মনে বহু চিন্তা, আবেগ ও অনুভূতির সমাবেশ ঘটায় তিনি কোথা থেকে শুরু করবেন, তা ঠিক করতে পারছিলেন না। বহু বছর থেকে এ শহরে বসবাস করার ফলে তিনি আরবী ভাষায় জ্ঞান লাভ করেন এবং আরবীতে অনর্গল কথা বলতে পারতেন। তবে তাঁর উচ্চারণভঙ্গি ছিল বিদেশী। মুহাম্মদ তাঁর দিকে সদয় দৃষ্টিতে তাকালেন এবং তাঁর কথা শোনার জন্য অপেক্ষায় রইলেন।

"হে আল্লাহর নবী!" অবশেষে সালমান বলতে শুরু করলেন। "আমার আত্মা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত, আমি আপনার কাছে আমার জীবনের সব ঘটনা তুলে ধরতে চাই। আমি এ দিনটির জন্য বহুদিন ধরে প্রতীক্ষায় আছি, যেদিন আমি আল্লাহর নবীর দৃষ্টিতে এসে নিজেকে ধন্য মনে করব এবং যেদিন আমি তাঁর কাছে আমার জীবনের সত্যানুসন্ধানের সব ঘটনা তুলে ধরতে পারব। আমি 'জি' গ্রামের নিকটবর্তী ইস্পাহানের বাসিন্দা। আমার পিতা গ্রামের একজন দলপতি। তিনি সৃষ্ট জীবের সকল কিছুর চেয়ে আমাকে ভালবাসতেন। আমার জন্য তাঁর স্নেহ এত প্রবল ছিল যে, আমার প্রতিপালনের জন্য তিনি সর্বোচ্চ নজর দিতেন। দক্ষতা না আসা পর্যন্ত আমি জ্ঞানার্জনের সময় জোরোয়াস্টার (Zoroaster)-এর বিশ্বাস ও তাঁর ধর্মমতের প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলাম। আমি সব সময় পবিত্র অগ্নির দিকে তাকিয়ে থাকতাম এবং এক মুহূর্তের জন্যও তা নির্বাপিত হতে দিতাম না।"

তিনি কিছুক্ষণের জন্য থামলেন।

www.pathagar.com

''আমার পিতার অগাধ সম্পত্তি ছিল। একটা নতুন দালান নির্মাণে ভীষণ ব্যস্ত থাকার সময় একদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। 'এ দালান নির্মাণের কাজে আমি এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, আমি গ্রামের কোন বিষয় ও ভূ-সম্পত্তি দেখাশোনা করতে পারছি না। গ্রামের বাইরে আমার যে ভূ-সম্পত্তি আছে তা তুমি এমনভাবে দেখাশোনা কর, যেন আমাকে সে ব্যাপারে কোন চিন্তা করতে না হয়।' আমি কথিত ভূ-সম্পত্তি দেখাশোনা করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। পথিমধ্যে আমি খ্রিস্টানদের একটি গির্জা অতিক্রম করি। এ সময় তাদের প্রার্থনা ও প্রশংসাসূচক স্তবগানের ধ্বনি শুনতে পাই। এ সময় জগৎ সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল খুবই সীমিত। কারণ, সব সময় আমি ঘরেই আবদ্ধ ছিলাম। এ ধ্বনি ছিল আমার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং সে কারণে আমি গির্জার মধ্যে প্রবেশ করি। তাদের প্রার্থনা ও প্রশংসাসূচক বাক্যে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আমি মনে মনে বলি, 'খোদার কসম, আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের চেয়ে এটা উত্তম।' সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি গির্জায় অবস্থান করি এবং আমার পিতার ভূ-সম্পত্তির নিকটবর্তীও হইনি। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি, 'এ ধর্ম বিশ্বাসের উৎসভূমি কোথায়?' তারা উত্তরে জানায় 'সিরিয়ার ফিলিস্তীন'। সন্ধ্যায় আমি গৃহে প্রত্যাবর্তন করি। সময় মত গৃহে প্রত্যাবর্তনে আমার ব্যর্থতার জন্য আমার পিতা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর সব কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে আমার সন্ধানে লোক পাঠান।

আমাকে দেখামাত্রই তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ 'তুমি কোথায় ছিলে? অন্য কোথাও না যাওয়ার জন্য আমি কি তোমাকে স্পষ্ট করে বলে দেইনি?'

উত্তরে আমি তাঁকে জানাই ঃ 'ভূ-সম্পত্তিতে যাওয়ার পথে আমি একটা গির্জা অতিক্রম করার সময় সেখানে বহু লোককে প্রার্থনারত অবস্থায় প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করতে শুনি। আমি যা দেখেছি ও শুনেছি, তাতে মুগ্ধ হয়ে যাই এবং সেই কারণেই সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করি।'

আমার পিতা বললেন ঃ 'আমার প্রিয় সালমান, তাদের ধর্মবিশ্বাসে উত্তম কিছু নেই; আমার ও তোমার পিতৃপুরুষের ধর্ম বিশ্বাস অনেক ভাল।' আমি উত্তর দিলাম ঃ 'কখনই না, তাদের ধর্মবিশ্বাস অনেক ভাল। তারা ঈশ্বরকে উপাসনা করে এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা জানায়। অথচ আপনারা পূজা করেন আগুনকে, যা আপনারা নিজেরাই প্রজ্বলিত করেন এবং আপনাদের অনুপস্থিতিতে যা আপনা-আপনিই নিভে যায়।'

''আমার চিন্তাধারায় পিতা অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েন। তিনি আমাকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখেন এবং আমার দুই পা এমনভাবে বেঁধে রাখেন, যেন আমি একজন বন্দী। আমি খ্রিস্টানদের কাছে সংবাদ পাঠাই যে, আমি তাদের ধর্ম গ্রহণ করেছি। তাদের কাছে অনুরোধ করি, সিরিয়া থেকে কোন পথিক এলে আমি যেন খবর পাই। একদিন তারা আমার কাছে খবর পাঠায়, সিরিয়া থেকে একদল পথিক

www.pathagar.com

ও ব্যবসায়ী এসে উপস্থিত হয়েছে। আমি তাদেরকে জানাই 'তাদের কাজ শেষ হওয়ার পর এবং তাদের প্রত্যাবর্তন করার পূর্ব মুহূর্তে আমাকে যেন খবর দেওয়া হয়।' তাদের কাছ থেকে সংবাদ পাওয়ার পর আমি বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে আমার পায়ের বাঁধন খুলে ফেলি এবং ব্যবসায়ী দলের সাথে মিলিত হয়ে সিরিয়া গমন করি। সিরিয়ায় উপস্থিত হওয়ার পর আমি আমার মনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করতে থাকি।

"আমি জিজ্ঞেস করি, খ্রিস্টানদের মধ্যে সর্বোত্তম জ্ঞানী ব্যক্তি কে? তারা আমাকে গির্জার যাজকের কাছে নিয়ে যায়। আমি তাঁকে বলি, 'আমি আপনাদের ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েছি। আমি আপনার কাছে থাকার এবং গির্জায় কাজ করার জন্য খুবই আগ্রহী। এর ফলে আমি আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারব। আপনার সাথে উপাসনা করতে পারব এবং আপনার জ্ঞানের ছায়ায় অবস্থান করতে পারব।'

"তিনি আমার আবেদন গ্রহণ করেন এবং আমি তার সাথে অবস্থান করতে থাকি। কিন্তু কিছুদিন তার সাথে অবস্থান করার পর বুঝতে পারি, তিনি মন্দ ও অসৎ লোক। তিনি মানুষকে ভিক্ষা প্রদানের জন্য অনুরোধ ও উৎসাহিত করেন। কিন্তু তারা তাদের ধন-সম্পত্তি জোগাড় করে তার কাছে নিয়ে এলে তিনি তার কিছু অংশ নিজের জন্য ব্যবহার করেন, কিছু অংশ লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু গরীবদের জন্য একটা পয়সাও খরচ করেন না। তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ সাতটি চৌবাচ্চাপূর্ণ স্বর্ণের সমান। আমি তার এ আচরণে অত্যন্ত ব্যথিত হই। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ অসৎ কর্ম থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে খ্রিস্টানরা সমবেত হন। কারণ তাদের কাছে তিনি ছিলেন একজন মহৎ ও প্রিয় যাজক। এ সময় আমি নিজেকে সংযত করতে ব্যর্থ হই। 'এ লোকটি আপনাদের ভিক্ষা দেওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন ও নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আপনারা ধন-সম্পদ তার কাছে নিয়ে আসার পর তার একটা মুদ্রাও গরীবদের জন্য তিনি ব্যয় করেননি।'

"তার বন্ধু-বান্ধব ও অনুসারীগণ বিস্মিত হন। আমার কাছে কোন প্রমাণ আছে কিনা তাঁরা জানতে চান।

"হ্যাঁ, আমি আপনাদের তাঁর গোপন ধনাগারের সন্ধান দিতে পারি। আমি তাদেরকে তার ধনাগার দেখিয়ে দেই এবং তারা সেখান থেকে সাতটি চৌবাচ্চা পূর্ণ স্বর্ণ উদ্ধার করেন। তাঁরা এ সম্পদ প্রত্যক্ষ করে ঘোষণা করেন, তাঁরা তার মৃতদেহ সমাহিত করবে না। তাঁরা তার মৃতদেহকে ঝুলিয়ে রাখে এবং মৃতদেহের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। তাঁর স্থলে তারা অপর একজনকে যাজক নিযুক্ত করে। তিনি ছিলেন সংযমী এবং ধার্মিক। তার মত উৎসর্গীকৃত এবং ঈশ্বরভক্ত লোক আমি কখনও দেখিনি। দিন-রাত সব সময় তিনি প্রার্থনা ও ঈশ্বরের

www.pathagar.com

আরাধনায় কাটাতেন। আমার জানাশোনা লোকের মধ্যে তাঁকেই আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসতাম। তাঁর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বহু বছর আমি তাঁর সংস্রবে কাটাই। তাঁর মৃত্যুর পর আমি কার কাছে যাব, একদিন তাঁকে আমি একথা জিজ্ঞেস করি। তিনি উত্তর দেন, 'তুমি নিজেকে সমর্পণ করতে পার, এমন কোন ব্যক্তির সন্ধান আমার কাছে নেই। মানুষের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে, অতীতে তাদের যে ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল, এখন আর তা নেই। ঈশ্বরের সত্যিকার উপাসনাকারী এক ব্যক্তি মসূলে আছে বলে আমি শুনেছি।' তিনি আমাকে লোকটির নাম ও ঠিকানা দেন। মহৎ এ বৃদ্ধের মৃত্যুর পর আমি দামেস্ক ত্যাগ করে মসূল-এ উপস্থিত হই। আমি সেই বৃদ্ধ লোকের সন্ধান পাই। আমি তাঁকে জানাই, দামেস্কের যাজক মৃত্যুর সময় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আমাকে পরামর্শ দেন। আমি আপনার সেবা করতে চাই, আমি তাঁকে অনুরোধ জানাই। আমি কিছুদিন তাঁর সাথে কাটাই এবং তৎপর তিনি আমাকে নিসিবিন-এর জনৈক ব্যক্তির নিকট পাঠান। সেখান থেকে আমি আমুরিয়া নামক স্থানে একজন লোকের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই। তাঁর সাহচর্যে আমি কিছুদিন কাটাই। এ সময় আমি আমার নিজের চেষ্টায় বেশ কয়েকটি ভেড়া এবং অন্যান্য গবাদি পশু সংগ্রহ করি। নির্দিষ্ট সময়ে এ বৃদ্ধ লোকটিও জীবনের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হন। আমি পার্শিয়া থেকে সেই স্থান পর্যন্ত আমার দুর্ভোগের কথা তাঁর কাছে নিবেদন করি এবং বলি, 'আমি সত্যানুসন্ধানে উন্মুখ। আপনার মৃত্যুর পর আমি কী করব এবং কার কাছে যাব?'

"তিনি উত্তরে বললেন, 'কার কাছে আমি তোমাকে যাওয়ার কথা বলব, যেখানে তুমি নিজেকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে না। এমন কোন লোক আর জীবিত নেই। দয়া এবং একাগ্রতা আমাদের সম্প্রদায় থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তোমাকে জানাচ্ছি, একজন নবীর আগমনের সময় উপস্থিত হয়েছে, তিনি ইবরাহীমের ধর্ম নিয়ে আবির্ভূত হবেন। তিনি আরববাসীদের মাঝে আবির্ভূত হবেন এবং এমন একটি শহরে তিনি হিজরত করবেন যা কালো পাথর দ্বারা ঢাকা দু'টি দেশের মধ্যে অবস্থিত। সেই স্থানে আছে অনেক খেজুর গাছ। এ নবী বহু নিদর্শন এবং স্বীয় পরিচিতির নিদর্শন নিয়ে আসবেন। তার মধ্যে একটি হল এই যে, তিনি উপহার সামগ্রী গ্রহণ করবেন, কিন্তু ভিক্ষা গ্রহণ করবেন না। তাঁর দু'কাঁধের মাঝে আছে নবুয়তের চিহ্ন। তুমি যদি সেই দেশে যেতে পার, তাহলে শীঘ্র চলে যাও।'

"বৃদ্ধ লোকটি মারা গেলে আমি নিঃসঙ্গ অবস্থায় আমুরিয়ায় অবস্থান করি। নিঃসঙ্গতার দুঃখ আমার আত্মাকে ক্ষমতাহীন এবং চেতনাকে নিরাশ করে দেয়। আমি যখন নিরাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম, তখন কালব গোত্রের একদল ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ পাই। আমি তাদেরকে তাদের সাথে আমাকে আরব দেশে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানাই। এর পরিবর্তে আমি তাদেরকে আমার ভেড়াগুলো এবং অন্যান্য গবাদি পশু দিতে সম্মত হই। আমার দেওয়া শর্তাবলী তাদের কাছে

www.pathagar.com

গৃহীত হয় এবং আমাকে তারা সাথে করে নিয়ে যায়। কিন্তু 'ওয়াদি-উল কুরা'য় এসে তারা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাকে জনৈক ইহুদীর কাছে ভৃত্য হিসেবে বিক্রি করে দেয়। আমি তার সাথে অবস্থান করার সময় চিন্তা করতে থাকি যে, এ শহরে যেহেতু শাখাহীন বৃক্ষের বাগান আছে, সেহেতু বৃদ্ধ লোকটি যে শহরের কথা বলেছিলেন, সম্ভবত এটিই সেই শহর। তার সাথে একদিন অবস্থান করার আগেই আমার প্রভুর আত্মীয় বনি কুরায়জা গোত্রের এক লোক সেখানে আসে এবং তার কাছ থেকে আমাকে কিনে নিয়ে এ স্থানে চলে আসে।

''এ শহর দেখার পরই আমি নিশ্চিত হই যে, এ শহরের কথাই আমাকে বলা হয়েছিল। সেদিন থেকেই আমি আমার প্রভুর বাগানে মালী হিসাবে কাজ করে আসছি, কিন্তু কোনদিন নিরাশ হইনি। আমার মালিক ইহুদী। অন্যান্য ক্রীতদাসের সাথে সে যে ব্যবহার করত, আমার সাথেও সে সেই ব্যবহার করত। আমি সবচেয়ে কঠিন ও বিপজ্জনক কাজ করতাম দীর্ঘ সময় ধরে। কিন্তু এর বদলে আমাকে কোন মজুরি দেওয়া হত না, কারণ আমি ছিলাম তার ভৃত্য এবং একজন ভৃত্য ছিল তার মালিকের যত্নহীন হাতিয়ার। দীর্ঘদিন পরে আমি শুনতে পাই, মক্কা থেকে একজন নবী মদীনা এসে কুবায় অবস্থান করছেন। সে সময় আমি একটি খেজুর গাছের ওপরে উঠে খেজুর পাড়ছিলাম এবং আমার মালিক খেজুর গাছের তলায় বসে ছিল। আকস্মিকভাবে আমার মালিকের চাচাত ভাই বাগানের ভেতরে প্রবেশ করে। সে উচ্চস্বরে বলে, 'আউস ও খাযরায গোত্রের পুত্রদের ঈশ্বর ধ্বংস করে দিক। তারা সবাই মক্কা থেকে কুবায় সদ্য আগত একজন লোকের চারপাশে ভিড় করে আছে। তারা দাবি করছে, লোকটি আল্লাহর নবী।'

''যে মুহূর্তে আমি এ কথাগুলো শুনতে পাই, সেই মুহূর্ত থেকে আমি ভীষণ ভয়ে ভীত হয়ে পড়ি। কারণ এ সম্পর্কে পূর্বেই আমার ধারণা ছিল। আমি আমার পায়ের শক্তি হারিয়ে ফেলি এবং গাছের ওপর থেকে মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হই। অতি কষ্টে আমি গাছ থেকে নেমে এসে লোকটিকে ঐ সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলার অনুরোধ করি। কিন্তু আমার মালিক আমার কানে একটা প্রচন্ড ঘুষি মেরে বলে, 'এ কথায় তোমার কাজ কী? যাও, তোমার কাজে ফিরে যাও।' আমার দেহ কাজে ফিরে যায়, কিন্তু আমার মন আলোকিত হয়ে ওঠে। মনে মনে বলি, 'যে লোকটিকে তারা আল্লাহর নবী বলে আখ্যায়িত করছে এবং যিনি আমার অন্তরে আশা ও আলো প্রজ্বলিত করেছেন, তাঁকে নিশ্চয়ই একদিন দেখার সুযোগ পাব।'

''আমার প্রত্যাশা মনের মাঝে প্রদীপের ন্যায় জ্বলন্ত অবস্থায় ছিল। ফলে মালিকের নিষ্ঠুরতা সহ্য করা আমার কাছে সহজ হয়ে পড়ে। রাতে আমার কাজ যখন শেষ হয়ে যায় এবং আমার মালিকের অপূর্ণ চাহিদা যখন তার সাথে ঘুমিয়ে পড়ে, আমি তখন কুবার পথে যাত্রা করি। আমি যখন আপনার কাছে এসে উপস্থিত হই, তখন সকাল হয়ে যায় এবং আপনার চারপাশে সাহাবীগণকে দেখতে

www.pathagar.com

পাই। আমি সাথে করে যথেষ্ট খাদ্য এনেছিলাম। আমি বলি, আমি শুনেছি, আপনি এ শহরে নতুন এসেছেন এবং আপনি একজন আগন্তুক। আপনার সঙ্গীরাও আগন্তুক। আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন। আমি ভিক্ষার জন্য একটি মুদ্রা পৃথক করে রেখেছিলাম এবং খাদ্য ক্রয় করে তা আপনার জন্য এনেছিলাম। এরপর আমি আপনার ও আপনার সাহাবীগণের সামনে দস্তুরখানা বিছিয়ে দিয়েছিলাম। আপনি আপনার সাহাবীগণকে খাদ্য গ্রহণের কথা বললেন, কিন্তু আপনি নিজে স্পর্শ করেননি। এ অবস্থা দেখার পর আমি ভয়ে কেঁপে উঠি। আমি মনে মনে বলি, 'বৃদ্ধ লোকটির দ্বিতীয় কথাটি সত্যে পরিণত হল।' ইয়াছরিবে আসার পর আমি প্রতিদিন আপনাকে দেখতে আসি। একদিন আমি আপনাকে বলি, 'আমি আপনাকে কিছু উপহার সামগ্রী প্রদান করতে চাই। এটা উপহার, ভিক্ষা নয়।'

"আমি আপনার সামনে কিছু খাদ্য রাখি। আপনি কিছুটা গ্রহণ করেন এবং বাকীটুকু আপনি আপনার সাহাবীগণকে দিয়ে দেন। আপনার এ কাজের মাধ্যমে আমি পুনরায় সেই বৃদ্ধ লোকের কথার প্রমাণ পাই। আর একদিন আপনি যখন আপনার সাহাবীগণসহ জানাজা নামাজ পড়ছিলেন, তখন আপনার পাশ দিয়ে অতিক্রম করি। আপনার পরিধানে দুই টুকরা কাপড় ছিল, এক টুকরা ছিল কোমরে এবং অপর টুকরাটি ছিল মাথায়। আপনাকে সম্মান প্রদর্শন করে আমি আপনার পেছনে গিয়ে দাঁড়াই। আমি মনে করি, আপনি নিশ্চয়ই আমার উদ্দেশ্য অনুমান করতে পেরেছিলেন। সে কারণে আপনি আপনার কাপড় টেনে নেন। জ্ঞানী বৃদ্ধ লোকটি নবুয়তের বৈশিষ্ট্যের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তার আলোকে আমার চোখ দু'টি আলোকিত হয়ে ওঠে।"

এ পর্যায়ে সালমান কিছু সময়ের জন্য নীরব রইলেন।

"আমি এখন আপনার দলভুক্ত। আমি আপনার ভাষায় উচ্চারণ করে আমার স্বীকারোক্তি প্রদান করেছি। আমি এখন এ কারণে সুখী যে, বহু বছর ধরে আমি যে সত্য ও আলোর সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছি, তা আমি পেয়েছি। কিন্তু এখনও আমি ভৃত্য এবং উক্ত ইহুদীর ক্রীতদাস। তার জন্য আমাকে কষ্টকর ও শাস্তিমূলক কাজ করতে হয়।"

সালমান তাঁর কথা শেষ করে চুপ করলেন। মুহাম্মদের সামনে একটি চর্বির বাতি ছিল। সেই বাতির আলোয় সালমান দেখতে পেলেন, মুহাম্মদের চোখের পানি চিক চিক করছে। তিনি শুনেছিলেন, মুহাম্মদের হৃদয় দশ বছরের একটি শিশুর চেয়েও সহানুভূতিশীল। তিনি হিজরতকারী ও মহানবীর সাহাবীগণের কাছ থেকে একথা শুনেছিলেন। মুহাম্মদ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মাথা নত করে রইলেন। অতঃপর সালমানের কথা শোনার জন্য তাঁর নিকটে বসা আবু বকর, আলী এবং অন্যান্য সাহাবীকে লক্ষ্য করে তিনি আবেগভরা কণ্ঠে বললেন ঃ "যখন

www.pathagar.com

কোন ব্যক্তি কোন ভৃত্যকে মুক্ত করে, তখন আল্লাহ মুক্ত ভৃত্যের প্রতিটি অঙ্গের বদলে মুক্তি প্রদানকারী ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গ দোজখের আগুন থেকে মুক্ত করে দেন।"

কিছুক্ষণের জন্য সকলে চুপ করে রইল। তারপর মহানবী আদেশের স্বরে বললেন ঃ "সালমান, উক্ত ইহুদীর কাছে যাও এবং তোমার মুক্তির ব্যাপারে তার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও।"

পরদিন সালমান তাঁর ইহুদী মালিকের কাছে গেলেন এবং তিনি আবেদন ও সনির্বন্ধ অনুরোধের মাধ্যমে তার কাছ থেকে দাসত্ব হতে মুক্তির ব্যাপারে চুক্তির শর্ত আদায়ে সক্ষম হলেন। প্রথমে, তাঁকে তিন শত খেজুর গাছের চারা কিনতে হবে এবং মালিকের নির্দেশিত জমিতে উক্ত চারা তাকে রোপণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাঁকে ৪০টি রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করতে হবে। তিনি মালিকের দেওয়া এ কঠিন শর্তের কথা মহানবীর সামনে পেশ করলে মহানবী তাঁর সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ "তোমরা তোমাদের বিশ্বাসী ভাইকে সাহায্য কর।" মহানবীর সাহাবীগণ সালমানের চারপাশে একত্রিত হলেন। একজন তাঁকে ৩০টি খেজুর গাছের চারা প্রদানের কথা বললেন। এরপর একজন ২০টি, তৃতীয় জন ১৫টি এবং চতুর্থ জন ১০টি চারা দেওয়ার কথা বললেন। এভাবে ৩০০টি চারা জোগাড় না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সকলে তা প্রদান করার কথা বললেন।

মহানবী বললেন ঃ "সালমান, এখন তোমার নিজে গিয়ে চারা গাছগুলোর জন্য গর্ত খোঁড়া উচিৎ এবং এ কাজে তোমার বিশ্বাসী ভাইয়েরা তোমাকে সাহায্য করবে। সব চারাগাছের জন্য গর্ত খোঁড়ার কাজ শেষ হলে আমাকে অবহিত করবে, যেন আমি গিয়ে চারা গাছ রোপণ করতে পারি।"

নির্দেশ অনুযায়ী সালমান-এর ইহুদী মালিকের দেওয়া জমিতে তাঁরা তিনশ' খেজুর চারা রোপণের জন্য গর্ত খোঁড়ার কাজ শেষ করলেন। এরপর সালমান আল্লাহর নবীকে আনার জন্য তাঁর কাছে গেলেন।

সালমান খেজুরের চারা গর্তের কাছে এনে দিলেন এবং মহানবী তা নিজের হাতে রোপণ করলেন। এভাবে তিনি তিনশ' চারাগাছই নিজের হাতে রোপণ কর-লেন। পরে সালমান তাঁর বন্ধু আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের কাছে বলেন ঃ "আল্লাহর নবী যে কয়টি চারা রোপণ করেছিলেন, তার কোনটিই মারা যায়নি।" বস্তুতপক্ষে ছোট চারা রোপণের পর ব্যতিক্রম ছাড়া শিকড় গজায় না এবং সেক্ষেত্রে অনেক চারাই মারা যায়। যাহোক, চারাগাছ রোপণের পর ইহুদী তার জমির অধিকার বুঝে নিল। কিন্তু তাকে সালমান যে অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তখনও বাকী ছিল। পরদিন সালমানকে বলা হয়, মহানবী এ ব্যাপারে তাঁর সাহাবীগণের সাথে আলাপ করেছেন। তিনি বলেন ঃ "সেই পারস্যবাসীর খবর কী? তাঁর চুক্তি সম্পর্কে সে কী করেছে?"

www.pathagar.com

সালমান কালবিলম্ব না করে মহানবীর কাছে গেলেন। মুহাম্মদ তাঁকে দেখার সাথে সাথে তাঁকে ডিমের আকারের মত এক খন্ড স্বর্ণ দিলেন। তিনি বলেন ঃ "এটা নাও এবং ইহুদীর সাথে তোমার চুক্তির বাকী অংশ এটা দিয়ে পরিশোধ কর।"

সালমান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "ইহুদীর কাছে আমার যে ঋণ আছে তা কি এ সোনা দিয়ে পরিশোধ করা যাবে?"

মহানবী বললেন ঃ "এটা নাও, আল্লাহ্ এটাকে তোমার ঋণের পরিমাণ করে দেবেন।"

সালমান সোনার টুকরাটি নিলেন এবং তা ওজন করার পর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন ঃ "যাঁর হাতে সালমানের জীবন তাঁর কসম, এ স্বর্ণখন্ডের দাম ৪০টি রৌপ্যখন্ডের দামের সমান ছিল।"

অবিলম্বে সালমান সেই ইহুদীর কাছে গিয়ে তাকে ঋণ মুক্তির অর্থ প্রদান করলেন এবং তার বিনিময়ে তাঁকে মুক্ত করা সম্পর্কিত দলিল গ্রহণ করলেন। এভাবে তিনি দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি পাওয়ার পর মহানবী তাঁর সম্পর্কে একদিন বলেন ঃ "সালমান আমাদের এবং আমাদের পরিবারেরই একজন।"

মুক্তি লাভের পর সালমান ইসলামের সাধকগণের মধ্যে অতি উঁচু স্তরের মর্যাদা লাভ করেন। এমন কি মুহাম্মদ তাঁর ইন্তেকালের একবছর পূর্বে তাঁর ভাই সাহাদ বিন ফারাহ্ বিন মাহিয়ারকে সালমান সম্পর্কে এক পত্র লেখেন। এ পত্র লিখিত হয় আবু তালিবের পুত্র আলীর হাতে। পত্রের বিষয়বস্তু হল ঃ

"আবদুল্লাহর পুত্র এবং আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সালমানকে এ পত্র দেন। কারণ তিনি আল্লাহর নবীর কাছে এ মর্মে সুপারিশ প্রার্থনা করেন, যেন তিনি তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর ভাই সাহাদ বিন ফারাহ্, তাঁর পরিবার ও পুত্র-কন্যার কাছে এবং তাদের মত যাঁরা মুসলমান হবেন এবং তাঁদের ধর্মের প্রতি যাঁরা আস্থাশীল থাকবেন, তাঁদের কাছে তা হস্তান্তর করতে পারেন।

আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই এবং আল্লাহর প্রশংসা ঘোষণা করি, যিনি আমাকে একথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং তাঁর কোন অংশীদার নেই। এ সত্য গ্রহণ করার জন্য আমি মানুষকে আহ্বান জানাই। মানুষ হল আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাদের উচিৎ তাঁকে ছাড়া আর কাউকে না মানা।

তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই মানুষের মৃত্যু ঘটাবেন এবং তিনিই তাদেরকে পুনরায় মৃত অবস্থা থেকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। সবকিছুই তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করে; সবকিছুই অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং সকল অস্তিত্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। প্রত্যেকটি জীবিত প্রাণী মৃত্যু ও ধ্বংসের স্বাদ গ্রহণ করবে। যারা আল্লাহ ও রসূলে বিশ্বাস করে, তারাই কেবল পরজগতে নিরাপদে থাকবে। তথাপি যারা নিজের ধর্ম ও বিশ্বাসে অবিচল থাকতে চায় তাদেরকে সেইভাবে থাকতে দাও। কারণ ধর্ম ও বিশ্বাসে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

www.pathagar.com

"এ পত্র সালমানের পরিবারের জন্য আল্লাহর নিরাপত্তা ও চুক্তি এবং আমার নিরাপত্তা ও চুক্তির অধীনে সে নিরাপদ থাকবে। তারা সমভূমি বা পর্বত, উন্মুক্ত স্থান বা ঝর্ণার কাছে বসবাস করুক না কেন, তাদের জীবন ও সম্পত্তি আল্লাহর নিরাপত্তায় ও আমার নিরাপত্তায় নিরাপদ থাকবে। তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বা তারা অত্যাচারিত বা নির্যাতিত হবে না! আমার এ পত্র যে পড়বে - সে নারী বা পুরুষ হোক না কেন - সে সালমান ও তাঁর পরিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তাদের পাশে দাঁড়াবে এবং তাদের কোন ক্ষতি বা অপকার করবে না।

"আমি তাদেরকে সব রকমের কর বা রাজস্ব বা খাজনা বা উৎপন্ন দ্রব্যের দশমাংশ বা অনুরূপ কোন কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দিলাম। তারা যদি তোমা-দের কাছে কোন কিছু চায়, তা মঞ্জুর কর; তারা যদি তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তা প্রদান কর; তারা যদি তোমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তাদের ক্ষমা কর এবং তাদের ওজর গ্রহণ কর; এবং কেউ যদি তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে চায়, তাদেরকে রক্ষা কর। তারা সরকারি কোষাগার থেকে প্রতি বছর রজব মাসে একশ' এবং কুরবানীর উৎসবের সময় একশ' পূর্ণ পোশাক পাওয়ার অধিকারী। সালমানের জন্য এটা আমাদের কাছে প্রাপ্য এবং তার যোগ্যতা প্রায় সব বিশ্বাসী-দের চেয়ে বেশি। একথা আমার কাছে বলা হয়েছে যে, সালমান বেহেশত পাওয়ার জন্য যা করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি করে বেহেশত তাকে পাওয়ার অপেক্ষায় আছে। সে আমার বয়স্য, আমার বিশ্বস্ত, আমার খাঁটি ও মহানুভব বন্ধু। সে আল্লাহর নবীর এবং বিশ্বাসীগণের পরামর্শদাতা। সে আমার পরিবারের একজন। আমার এ উইল কেউ অমান্য করতে পারবে না বা আমি এ উইলে যা নির্দেশ করেছি, তা কেউ অবহেলা করতে পারবে না; এবং কেউ যদি আল্লাহ ও আল্লাহর নবীর এ উইল অমান্য করে তাহলে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তার ওপর আল্লাহর গজব পড়বে। তাদের প্রতি যারা সদয় হবে ও মহানুভবতা দেখাবে, তারা বস্তুতঃ আমার প্রতি সদয় হবে ও মহানুভবতা দেখাবে এবং তারা আল্লাহর কাছ থেকে বড় ধরনের পুরস্কার পাবে। কিন্তু তাদের কেউ ক্ষতি করলে তা বস্তুতঃ আমারই ক্ষতি করা হবে এবং আমি শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তার শত্রু হয়ে থাকব; এবং অতঃপর তার ভাগ্যে দোজখের আগুনই জুটবে।

"সকল মুসলমানের প্রতি অভিনন্দন।"

হিজরী নবম বছরের রজব মাসে আল্লাহর নবীর নির্দেশক্রমে আবু তালিবের পুত্র আলী এ পত্র লেখেন এবং তা প্রত্যক্ষ করেন সালমান, আবু জর, আম্মার, বেলাল এবং অন্যান্য কয়েকজন মুসলমান।

www.pathagar.com

আয়েশা

'এরা তোমার পরিবারের সদস্য। তাদের মধ্যে আল্লাহ তোমাকে রহমত করুন এবং তোমার উপস্থিতিতে আল্লাহ তাদের ওপর রহমত করুন।'

- আবু বকর

মদীনায় মুহাম্মদের অবস্থানের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে তাঁর এবং তাঁর সাহাবীগণের দৃষ্টি মসজিদ এবং তার চারপাশে ঘর নির্মাণের দিকে নিবদ্ধ থাকে। ক্রমে ক্রমে মক্কা থেকে মুসলমান ও মুহাম্মদের অনুসারীগণ মদীনায় আসতে থাকেন এবং এভাবে তাঁরা সবাই চলে আসেন। মক্কায় যারা থেকে যায়, তারা হয় বিপথগামী অথবা তাদেরকে বন্দী করা হয় অথবা তাদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে থাকতে হয়। হিজরতকারীদের মধ্যে কয়েকজন তাঁদের সাথে তাঁদের পরিবার-পরিজন ও অর্থ-সম্পদ আনতে সক্ষম হন। প্রসিদ্ধ কুরাইশ উপজাতি বনি উমাইয়ার সাথে যাদের যোগাযোগ ছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই এ সুযোগ পায় এবং তারা তাদের ঘরের দরজায় তালা মেরে চলে আসে। এতদসত্ত্বেও তাদের মধ্যে একজনের ঘর-বাড়ি আবু সুফিয়ান বিন হারব বাজেয়াপ্ত করে। এ সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত মালিক আবদুল্লাহ বিন জাহাশ মহানবীকে সব কথা অবহিত করেন।

মহানবী তাঁকে বলেন ঃ "হে আবদুল্লাহ! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও, আল্লাহ তোমাকে বেহেশতে এর চেয়ে উত্তম একটি ঘর দিয়েছেন।"

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নবী, নিশ্চয়ই আমি সন্তুষ্ট", আবদুল্লাহ জবাব দেন।

কয়েক সপ্তাহ পরে মহানবী তাঁর দত্তক পুত্র জায়েদকে মক্কায় গিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যগণকে আনার নির্দেশ দেন। সেই সময় তাঁর কন্যা ফাতিমা ও স্ত্রী সওদা একত্রে তাঁর গৃহে অবস্থান করছিলেন।

মহানবীর সাথে সওদা ও আয়েশার বাগদান একই তারিখে হয়। তবে আয়েশার বিবাহ তখনো সম্পন্ন হয়নি এবং তিনি মক্কায় তাঁর পিতা আবু বকরের গৃহে অবস্থান করছিলেন। এজন্য আবু বকর তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে মক্কায় পাঠান তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আনার জন্য। তাঁর অপর পুত্র আবদুর রহমান

www.pathagar.com

পৌত্তলিকতা নিয়ে মেতে থাকে এবং মক্কা ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে আবু বকরের স্ত্রী উম্মে রুমান, তাঁর দুই কন্যা আয়েশা এবং আসমা এবং আবু বকরের চাচাত ভাই তালহা বিন আবদুল্লাহ এক সাথে ইয়াছরিবে চলে আসেন।

খাদীজার ইন্তেকালের পর মুহাম্মদ তখনও অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি। বেশ কয়েক মাস ধরে তিনি একমাত্র কন্যা ফাতিমাকে নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন। ফাতিমার উপস্থিতি তাঁকে খাদীজার কথা স্মরণ করিয়ে দিত। ফাতিমার মুখাবয়ব তাঁকে খাদীজার বহু কথা স্মরণ করিয়ে দিত এবং এ কারণে মুহাম্মদ ফাতিমাকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। মুহাম্মদের ব্যক্তিগত জীবনে হাকিমের কন্যা এবং তাঁর মায়ের বোন খাওলাই কিছুটা হস্তক্ষেপ করতেন।

মুহাম্মদ ও আবু বকরের মধ্যে এমনই সম্পর্ক গড়ে ওঠে যে, তাঁদের মধ্যে একটা আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রস্তাব উত্থাপনের ব্যাপারে উভয়ে উভয়ের পক্ষ থেকে অপেক্ষা করছিলেন। অবশেষে খাওলাই নীরবতা ভঙ্গ করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তুমি বিয়ে করে এ গৃহকে নীরব বিলাপ থেকে মুক্ত করছ না কেন মুহাম্মদ?"

মুহাম্মদ উত্তর দিলেন ঃ "কাকে বিয়ে করব? মহিলা হিসেবে আপনি এ ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ।"

খাওলা বললেন ঃ "তুমি যদি স্ত্রী হিসেবে একজন কুমারীকে চাও, তাহলে আবু বকরের সুন্দরী কন্যা আয়েশা আছে। তুমি যদি পরিণত বয়সের স্ত্রী চাও, তাহলে জামা'আর সুন্দরী কন্যা সওদা আছে। সওদা ইসলাম গ্রহণ করে তোমার অনুসারী হয়েছে এবং তোমার জন্য সে উপযুক্ত।"

মুহাম্মদ এ দু'প্রস্তাবই গ্রহণ করলেন। খাওলা প্রথমে আবু বকরের গৃহে গিয়ে আয়েশার মায়ের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করলেন। তিনি বিষয়টি তাঁর স্বামী আবু বকরকে অবহিত করেন। সব কথা শোনার পর আবু বকর অত্যন্ত খুশি হন। কিন্তু তাঁর সামনে কয়েকটা বিপত্তি দেখা দেয়। প্রথমে, তিনি ছিলেন আল্লাহর নবীর সম্পর্কীয় ভাই। এক ভাই তার অপর ভাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করবে, এটা আপাত-দৃষ্টিতে সম্ভব ছিল না। তাঁরা বিষয়টি নিয়ে মুহাম্মদের সাথে আলোচনা করলেন। মুহাম্মদ উত্তর দিলেন ঃ "আবু বকর আমার বিশ্বাসী ভাই, সত্যিকার ভাই নয়।"

আরও একটা অসুবিধা অবশ্য ছিল। আবু বকরের গোত্রে মুত'ইম বিন-আদ'ইর সুদর্শন পুত্র জুবায়ের-এর সাথে আয়েশার বাগদান হয়। এ বাগদান ভঙ্গ করার জন্য কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। বিষয়টি কিভাবে নিষ্পত্তি করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনার জন্য আবু বকর মুতইম-এর বাড়িতে যান। সৌভাগ্যবশত জুবায়েরের মাতা নিজেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। তিনি এ কারণে বাগদানের বিরোধিতা করলেন যে, তাঁর পুত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না-ও করতে পারে। তাঁর স্বামী মুত'ইমও স্ত্রীর বিরোধিতা সমর্থন করলেন। এভাবে আল্লাহ্ আবু

www.pathagar.com

বকরকে তাঁর চুক্তি থেকে মুক্ত করে দিলেন। এসব অসুবিধা দূর হওয়ার পর আবু বকর ও মুহাম্মদ বাগদানের একটা দিন নির্ধারিত করেন। মুহাম্মদ এবং অন্যান্য কয়েকজন লোক আবু বকরের গৃহে উপস্থিত হন। এ সম্পর্কে পূর্বে উম্মে রুমানকে কিছু বলা হয়নি। ফলে তিনি অবাক হলেন। তিনি দ্রুত আয়েশার খোঁজে বের হন। আয়েশা তখন তাঁদের বাগানের এক কোণায় তাঁর কয়েকজন সাথীসহ দোলনায় দোল খাচ্ছিলেন। তাঁদের হাসির শব্দ দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল। যারা এ হাসির শব্দ শুনেছিল, তারা কৌতুক ও আনন্দ অনুভব করছিল। আয়েশার মুগ্ধকর মুখমন্ডল, হৃদয়গ্রাহী কালো চোখ, মাঝখানে হাল্কা চুল দ্বারা সংযুক্ত দু'টি ঘন ভ্রু এবং তাঁর হাল্কা গোলাপী ও সাদা মুখমন্ডল এমনই মনোমুগ্ধকর ছিল, একবার কেউ দেখলে তাঁকে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার দেখার লোভ সে সম্বরণ করতে পারত না। তিনি ছিলেন লম্বা এবং নমনীয়। তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত এবং উৎফুল্ল। তাঁর বান্ধবী ও খেলার সাথীদের - যারা তাঁকে ভালবাসত ও মান্য করত - তুলনায় তিনি ছিলেন প্রত্যেকটি ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ। মাকে তাঁর দিকে দ্রুত আসতে দেখে তিনি দোলনা থেকে লাফিয়ে মাটিতে পড়লেন এবং মাকে ডাক দিলেন। তাঁর মা তাঁকে কিছুই না বলে তাঁর হাত ধরে দ্রুত বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

কামরার দরজার কাছে তাঁর মা তাঁকে ক্ষণিকের জন্য থামালেন, যেন তিনি দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক হন। তিনি তাঁর কপালের ঘাম মুছে দিলেন এবং মুখমন্ডল পানি দিয়ে ধুয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি তাঁকে কামরার মধ্যে নিয়ে গেলেন। কামরার মধ্যে যেসব মহিলা ছিলেন, তাঁরা তাঁকে এই বলে অভিনন্দন জানালেন ঃ ''সৌভাগ্য, রহমত এবং সবচেয়ে উত্তম ভাগ্য তোমারই।''

মহিলারা নিজ নিজ কাজে যোগ দিলে আয়েশার মা তাঁকে বড় অভ্যর্থনা কামরায় নিয়ে গেলেন এবং মুহাম্মদের পায়ের কাছে তাঁকে বসিয়ে দিলেন। তার-পর তিনি বাগদানের জন্য সাধারণতঃ যে কথা বলা হয়, তা উচ্চারণ করলেন ঃ

''এটাই তোমার পরিবার; আল্লাহ তোমার ওপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তোমার উপস্থিতিতে আল্লাহ তাদের ওপরও রহমত বর্ষণ করুন।''

মুহাম্মদ তাঁর হাত ধরলেন। আয়েশার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। আয়েশা ছিলেন বুদ্ধিমতী, তাঁর মুগ্ধকর আচরণ ও প্রাণবন্ততা ছিল কমনীয়, তাঁর চলাফেরা চটপটে। সেদিন বাগদান অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর তিনি গৃহ প্রাঙ্গণে ফিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গীদের সাথে খেলা শুরু করলেও এ ঘটনার গুরুত্ব তিনি পুরোপুরি উপলব্ধি করেন। তিনি জানতেন, তাঁকে আল্লাহর নবীর সাথে বাগদান করা হয়েছে। একই দিনে খাওলা আরেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি সওদাকে এনে আল্লাহর নবীর সাথে তাঁর বাগদান সম্পন্ন করেন।

শেষ পর্যন্ত আয়েশা ও তাঁর মা যখন ইয়াছরিবে আসেন, তখন মুহাম্মদ আয়েশাকে এমন কোন ইঙ্গিত দেননি, তিনি যেন তাঁর সাথেই বসবাস করেন।

www.pathagar.com

ফলে শহরের বাইরে আবু বকরের গৃহে যাওয়া ছাড়া আয়েশার আর কোন উপায় ছিল না। মুহাম্মদের সাথে তাঁর একমাত্র কন্যা ফাতিমা ও স্ত্রী সওদা আবু আইউবের গৃহে যান। এ ঘটনায় আবু বকর কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়েন। কিছুদিন তিনি নীরব থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং মহানবীকে বিয়ে স্থগিত রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করেন।

মুহাম্মদ বিয়ের অনুষ্ঠান স্থগিত রাখতে এ কারণে বাধ্য হন যে, বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন ও কনের সাজ-সজ্জার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তাঁর কাছে ছিল না। অন্য কারও কাছ থেকে এসব জিনিস উপহার হিসাবে গ্রহণ করার ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। আবু বকর যখন তাঁকে এজন্য অনুরোধ জানান, তখন তিনি অর্থ উপার্জনের জন্য কঠোর থেকে কঠোরতর পরিশ্রম করতে থাকেন। ইয়াছরিবে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীগণের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা এবং একটি একক সম্প্রদায় ও একটি নতুন বিশ্ব গঠনসহ অন্যান্য সাংগঠনিক কাজে এমন ব্যস্ত ছিলেন যে, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার সময় পেতেন না। এতদসত্ত্বেও আবু বকরের পরিবার ও দশ বছরের আয়েশা তাঁর মন থেকে কখনই দূরে ছিল না। তিনি যখনই সুযোগ পেতেন, আয়েশাকে দেখার জন্য যেতেন এবং তাঁর সাথে সদয়ভাবে কথা বলতেন।

আয়েশা ইতোমধ্যে যৌবনে পদার্পণ করেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় ও মন তখনও ছিল একজন শিশুর মত। শিশুর দৃষ্টিতে দৃশ্যমান বিশ্বকে এবং উদ্বেগহীন আনন্দপূর্ণ সময়কে বিদায় জানাবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। সাধারণতঃ মুহাম্মদ যখন আয়েশাকে দেখতে যেতেন, তখন তিনি তাঁকে হয় পুতুল নিয়ে অথবা তাঁর খেলার সাথীদের সাথে খেলতে দেখতেন। একদিন তিনি তাঁর সামনে বেশ কয়েকটি পুতুল দেখতে পান।

"এগুলো কী, আয়েশা?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

আয়েশা উত্তর দিলেন ঃ "এগুলো হল সলোমনের ঘোড়া, অথবা সম্ভবতঃ আমার পুতুলের কন্যা।"

মুহাম্মদ কৌতুক অনুভব করে সদয়ভাবে মৃদু হাসেন এবং তাঁকে পুতুলের সাথে খেলা অবস্থায় রেখে চলে আসেন।

কয়েকদিন পর তিনি পুনরায় আয়েশাকে দেখতে যান। তিনি গৃহে প্রবেশ করে দেখতে পান, আয়েশার চারপাশে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বসে রয়েছে। আল্লাহর নবীকে দেখার সাথে সাথে ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটে কামরার বিভিন্ন কোণায় লুকিয়ে পড়ে। শিশুদের প্রতি সব সময় সদয় ও দয়াশীল আল্লাহর নবী তাদেরকে ডেকে আদর করে বললেন ঃ "এস খেলা কর। আমিও তোমাদের সাথে খেলব।"

www.pathagar.com

ভ্রাতৃত্বের সন্ধি

'এ লোকটিও আমার ভাই'।

- মুহাম্মদ

ইয়াছরিবের নাম পরিবর্তিত হয়ে পরিচিত হল মহানবীর শহর হিসেবে। নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের কেন্দ্রে পরিণত হল এ শহরটি। সেই থেকে শহরের লোকেরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সময় একটি নতুন সম্প্রদায় ক্রমে আবির্ভূত হতে থাকে। এ সম্প্রদায়ের নাম মুসলিম সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল আউস ও খাযরাজ গোত্র। এছাড়া অনেক গোত্র ও উপগোত্রের লোক তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রথা ও আচার-আচরণ ত্যাগ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের অনুগত সদস্য হল।

তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলাম বলতে কী বোঝাত? আল্লাহর একত্ববাদে স্বীকার এবং মুহাম্মদ তাঁর নবী এর স্বীকৃতি। একজন নবী আল্লাহর কাছ থেকে আদেশ, ফরমান ও আইন নিয়ে আসেন। তাই প্রকৃত আইন প্রণেতা হলেন আল্লাহ এবং মুহাম্মদ হলেন তাঁর মুখপাত্র এবং তাঁর নির্দেশের ব্যাখ্যা দানকারী। ঐ সকল আইন ও নির্দেশের পরিপূর্ণ রূপ বাস্তবায়িত করা ছিল মুসলমানদের কাজ। যেসব উপজাতি ও গোত্র নিয়ে এ সম্প্রদায় গঠিত হয়, তাদের স্থানীয় স্বদেশপ্রেম বা ভৌগোলিক সীমারেখা ছিল না; রাজা ছিল না, মন্ত্রী ছিল না। এটা ছিল একটা সমাজ, একটা সম্প্রদায়, যে সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রধান হলেন স্বয়ং আল্লাহ। অন্য কথায়, পৌত্তলিকতা ও বিধর্মীদের আচরণের মাঝে মুসলমানদের বিশ্বাস শুধুমাত্র আল্লাহর একত্ববাদের ধারণাই প্রতিষ্ঠিত করল না, এ বিশ্বাস সম্প্রদায় ও সৃষ্ট জীবের ঐক্য ঘোষণা করল। সবাই এক এবং সবকিছুর সম্মিলনের রূপ পেল একক কাঠামোর মধ্যে।

কুরাইশদের প্রবল শত্রুতা ও বাধা-বিপত্তির মুখে মুহাম্মদ তের বছর ধরে মক্কায় এ নতুন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেন। ঐ শহরে মুহাম্মদের কাছে যে নব্বইটি সূরা নাজিল হয়, তার প্রদীপ্ত আলোকচ্ছটা শহর ও শহরের আশপাশের

www.pathagar.com

উপজাতি ও গোত্রের মানুষদের কাছে ছড়িয়ে পড়ে। ইয়াছরিবেও মুহাম্মদ ঐ অবকাঠামো ও সমাজ পদ্ধতি গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। তিনি উদ্বাস্তু হিসেবে এ শহরে প্রবেশ করেননি, তিনি প্রবেশ করেছিলেন স্বর্গীয় বিজেতা হিসেবে। কারণ এ শহরের বহু প্রভাবশালী গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিল এবং তাদের অনুরোধেই তিনি এ শহরে প্রবেশ করেন। এজন্য তিনি নজিরবিহীন পদ্ধতিতে সংবর্ধিত হন। এ নতুন সমাজ সকল বিশ্বাসীকে একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশিয়ে দেয়, যদিও তারা ছিল বিভিন্ন এলাকার এবং উপজাতির লোক। বস্তুতঃ ইসলাম এমনই একটি ধর্ম, যার সত্যিকার দৃঢ় ঐক্যের শক্তি প্রথমে উপজাতি ও গোত্রকে এবং অতঃপর বিদেশী নাগরিক ও জাতিকে একতাবদ্ধ করে এবং তাদের মনে এ প্রত্যয়ের সৃষ্টি করে যে, তারা একটি একক শক্তি ও একক সম্প্রদায় গঠন করতে সক্ষম। এ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ছিল সুবিধা প্রাপ্ত বিশ্ব এবং প্রভু-ভৃত্যের শাসনের বিরুদ্ধে। কোন শক্তিই এ সম্প্রদায়কে বিভক্ত করতে পারে না। তাদের মধ্যে কোন রাষ্ট্র বা জাতি ছিল না। কারণ, জনগণের মত রাষ্ট্রও কুরআনের প্রতি অনুগত ছিল। তাদের মধ্যে রাজা এবং মন্ত্রী, গভর্নর এবং শাসনকর্তার অস্তিত্ব ছিল না। কারণ আল্লাহর এ বাণী ও তাঁর নবীর কণ্ঠস্বর সব সময় তাদের কানের কাছে ধ্বনিত হত - 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংযমী।' এ সত্য সব সময় তাদের হৃদয় ও মনকে শাসন করত।

মুহাম্মদ যেদিন ইয়াছরিবে আগমন করেন, সেদিন তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা পাঁচশ' অতিক্রম করেনি। তাঁর প্রথম নির্দেশ ছিল, তারা যেন জীবিকা নির্বাহের জন্য নিজেরাই ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং নিজেদেরকে কোন প্রয়োজনীয় পেশায় নিয়োজিত রাখে। তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের সহায়-সম্পত্তি মক্কায় রেখে খালি হাতে চলে আসে। একমাত্র উমাইয়া গোত্রের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি এবং মহানবীর জামাতা উসমান মক্কা থেকে তাঁর সম্পদ নিয়ে আসতে সক্ষম হন। ইয়াছরিবে আসার পরপরই তিনি একজন ইহুদীর কাছ থেকে চার হাজার দিনার দিয়ে 'রয়না'র সব ঝর্ণা কিনে নেন। মহানবীর নির্দেশ মোতাবেক তিনি সব হিজরতকারীকে ঐসব ঝর্ণার দায়িত্বে নিয়োগ করেন। নিজের এবং হিজরতকারীদের প্রচেষ্টায় পরবর্তী পর্যায়ে উসমান এমন একজন সম্পদশালী ব্যক্তি হন যে, মহানবীর ইন্তেকালের দু'বছর পূর্বে তাবুকের যুদ্ধে তাঁর জীবনের সর্বশেষ অভিযানের যাবতীয় খরচ তিনি একাই বহন করতে সমর্থ হন।

মুহাম্মদ সব সময় মদীনার সাহায্যকারীগণকে তাদের হিজরতকারী ভাইদের সহায়তা করার আহ্বান জানাতেন এজন্য যে, তারা তাদের সম্পদ মক্কায় রেখে এসেছে। আবদুর রহমান বিন আউফ মদীনায় আসে একটি দিনারও সাথে না নিয়ে। মদীনার সাঈদ নামে এক ব্যক্তি ভ্রাতৃত্বের চুক্তি সম্পাদনের সময় তাঁর রক্ত

www.pathagar.com

সম্পর্কীয় ভাই হন এবং তিনি তাঁর সব সম্পদ এমনকি তাঁর স্ত্রীগণকেও তাঁর হেফাজতে দিয়ে দেন। কিন্তু আবদুর রহমান তাঁর এ প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন ঃ "আমাকে শুধুমাত্র বাজারের পথ দেখিয়ে দিন এবং প্রত্যেকটি পাথরের নিচে আমি সম্পদ খুঁজে নেব।"

নিজের চেষ্টা ও ক্ষমতার ওপর তাঁর এমনই আস্থা ছিল, তিনি মনে করতেন, তাঁর জন্য কারও সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তাঁর এ দৃঢ় বিশ্বাসই তাঁকে সফল করে। তিনি তেল ও পনির ক্রয়-বিক্রয়ের মত সামান্য কাজ দিয়েই ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু ক্রমে তাঁর ব্যবসা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, মদীনা ও দামেস্ক-এর মাঝে পণ্যদ্রব্য আনা-নেওয়ার জন্য কয়েকশ' উটসহ বাণিজ্যিক গাড়ির প্রয়োজন হয়। হিজরতকারীরা শহরের কেন্দ্রস্থলে ইহুদীদের সাথে প্রতিযোগিতা করার লক্ষ্যে একটি মার্কেট গড়ে তোলে। তাদের এ প্রচেষ্টা সফল হয় এবং তাদেরকে আর পরনির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয় না। হিজরতকারীদের অনেকেই কৃষিকাজে নিযুক্ত হন। মদীনাবাসীরা তাদের কৃষিভূমি হিজরতকারীদের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেন উৎপন্ন দ্রব্যের সামান্য একাংশের বিনিময়ে।

আলী বিন আবু তালিব, সা'দ বিন মালিক, আবদুল্লাহ বিন মাসুদ, আবু বকর ও তাঁর পরিবার, উমর ইবন শিরিন এবং অন্যান্যরা বিভিন্ন লোকের সাথে কৃষি-কাজের চুক্তি সম্পাদন করে কাজ শুরু করেন। জীবন যাত্রার জন্য সাধারণ ও দীন-হীন অবস্থায়ও সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত মুসলমানরা সন্তুষ্ট থাকতেন।

আবু বকরের কন্যা আসমা ও তাঁর স্বামী জুবায়েরের একমাত্র মূলধন ছিল একটি ঘোড়া ও একটি উট। তাঁদের একখন্ড জমি দেওয়া হয় এবং তাঁরা ঐ জমিতে চাষবাসের কাজেই নিয়োজিত থাকেন। আসমা নিজেই ঘোড়ার জন্য খাবার বয়ে আনতেন, পানি আনতেন, দুধ ও মাখন রাখার জন্য চামড়ার থলের তালি লাগাতেন, মাঠ থেকে সব্জি তুলে তাঁর নিজের মাথায় করে বাজারে নিয়ে যেতেন। তিনি ভেজা ময়দার তাল তৈরি করতেন। কিন্তু নিজে রুটি তৈরি করতে পারতেন না, এজন্য তিনি তাঁর এক বান্ধবীর সাহায্য গ্রহণ করতেন।

একদিন তিনি একটা ভারী বোঝা মাথায় করে নিয়ে বাসায় ফিরছিলেন। এ সময় তিনি রাস্তায় মুহাম্মদ ও তাঁর কয়েকজন সাহাবীকে দেখতে পান। মুহাম্মদ তাঁর উট থামিয়ে তাকে তাঁর পেছনে ওঠার আহ্বান জানান। কিন্তু আসমা জানতেন, তাঁর স্বামী কী রকম ঈর্ষাপরায়ণ। এজন্য তিনি মুহাম্মদের আহ্বানে উটের পিঠে উঠতে অস্বীকার করেন। বাড়ি পৌঁছানোর পর একথা তিনি তাঁর স্বামীকে বলার পর তিনি তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলেন ঃ "মাথায় ভারী বোঝা নিয়ে আসার পরিবর্তে তোমার আল্লাহর নবীর সাথে উটের পিঠে ওঠা উচিত ছিল।"

আবু বকর ও উমর উভয়ে ছিলেন মুহাম্মদের একান্ত আপনজন। মুহাম্মদ তাঁদের সাথে আপনজনের মতই আচরণ করতেন এবং সব সময় তাঁদের দু'জনের

www.pathagar.com

মধ্যে একটা ভারসাম্যের নীতি অক্ষুণ্ন রাখতেন। এ দু'জনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল পৃথক ধরনের। উমর ছিলেন কর্তব্য পালনে অনমনীয় এবং আবেগপূর্ণ, কিন্তু আবু বকর ছিলেন নম্র এবং কূটনীতিজ্ঞ। উমর ছিলেন উদ্যমী এবং দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। তিনি ছিলেন খুব লম্বা। তাঁর গায়ের রং ছিল জলপাই ফলের রঙের মত এবং এ রং তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন তাঁর নিগ্রো মায়ের কাছ থেকে।

মহানবীর সব সাহাবীই কঠোর পরিশ্রমের কাজে জড়িয়ে পড়েন। তাঁদের জীবিকা নির্বাহের কাজ এবং মহানবীর নির্দেশ বাস্তবায়ন ও মসজিদ নির্মাণের মত কাজে তাঁদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। প্রতি রাতে তাঁরা উন্মুক্ত মসজিদে মুহাম্মদ-এর চারপাশে এসে বসতেন এবং কুরআন পাঠ ও মহানবীর আদেশ-নির্দেশ মনোযোগের সাথে শুনতেন।

ইয়াছরিবে অবস্থানের প্রথম কয়েক সপ্তাহে মুহাম্মদ মক্কা থেকে আগত হিজরতকারী ও মদীনার সাহায্যকারীগণের মধ্যে ঘনায়মান সন্দেহ ও শত্রুতা নিরসন করার কাজে তাঁর সব প্রয়াস নিয়োজিত করেন। তিনি তাঁদেরকে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ করে তোলার এবং নতুন সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য যা প্রয়োজন, তার সবকিছুই করেন। তিনি একথা ভাল করেই জানতেন যে, ছোট ছোট শক্তির সমবায়েই কেবল একটা বড় শক্তি গঠন করা যেতে পারে।

একদিন মুহাম্মদ-এর তরফ থেকে সকল মুসলমান ও তাঁর সমর্থকদের প্রতি নির্দেশ জারী করা হয়, তারা যেন মাগরিব-এর নামাজের সময় মসজিদে সমবেত হন। মুসলমানরা সব সময় মুহাম্মদ-এর সাথে দেখা করার এবং প্রতি রাতে মসজিদ তাঁর সাথে ইবাদত করার জন্য সমবেত হতেন। কিন্তু যখন এ বিশেষ ঘোষণা প্রচারিত হয়, তখন তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন। নির্দিষ্ট রাতে তাঁরা মসজিদে সমবেত হয়ে মুহাম্মদ-এর সাথে ইবাদতে শামিল হন। নামাজের পর সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি বক্তৃতা করেন। তিনি এক আল্লাহর কথা বললেন, তিনি তাঁর মিশনের কথা বললেন, ভাল কাজ ও মহৎ উদ্দেশ্যের কথা বললেন। মুসলমানদের আত্মিক ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে তিনি ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের কথা বললেন। অতঃপর ইসলামের প্রতি সেবার জন্য হিজরতকারী ও মদীনার সাহায্যকারীদের জন্য কী পুরস্কার রয়েছে, তা তিনি বর্ণনা করলেন।

তিনি বললেন ঃ ''হে মুসলমান, হে বিশ্বাসীগণ। তোমাদের মধ্যে অনেকে মক্কায় গিয়ে রাতে আকাবায় আমার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছিল। সেই সময় তোমরা আমাকে তোমাদের শহরে আসার আমন্ত্রণ করেছিলে। তোমাদের মধ্যে অন্যান্যরা ইসলাম প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে-ছিল এবং ইসলাম প্রচারের কাজে সব ধরনের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছিল। এভাবে

www.pathagar.com

তোমরা তোমাদের ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি তোমাদের আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছ। এখন আমি তোমাদের কাছে ঘোষণা দিচ্ছি, হিজরতকারী ও মদীনাবাসী সকলেই পরস্পরের ভাই। তোমাদের এ ভ্রাতৃত্ব বেহেশতে সযত্নে রক্ষিত আছে। স্বর্গীয় জ্ঞানের চিরন্তন বাণীতে যা খোদিত আছে, তা এখন আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ করলাম। এখন এ জমায়েত থেকে তোমরা তোমাদের ভাইকে পছন্দ করে নাও।''

উপস্থিত সকলের কাছে এ ঘোষণা বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। প্রভু-ভৃত্য, ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকলেই পরস্পরের ভাই হয়ে গেল এবং তাদের গুঞ্জনধ্বনি কলরবে মুখরিত হল। মহানবীর চাচা হামযা তাঁর মুক্ত দাস হারিসের পুত্র জায়েদের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। পারস্যের সালমান সবেমাত্র তাঁর ইহুদী প্রভুর দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন। তিনি ভাই হলেন আবু দারদার। আবু বকরের ভৃত্য বেলাল ভাই হলেন আবু রুওয়াইহার। রুওয়াইহা পরে মক্কা বিজয়ের সময় ইসলামের পতাকা বহন করে নিয়ে যান। সেই সময় মহানবী বলেন ঃ 'আবু রুওয়াইহার পতাকাতলে যারা এসেছে, তারা নিরাপদ।'

ঘটনাস্থলে সবাই তাঁর ভাইকে পছন্দ করে নিলেন। পাঁচশ' লোকের এ জমা-য়েতে তাঁরা এমন সহযোগিতা ও আন্তরিকতার মনোভাব প্রকাশ করলেন যে, তাঁরা তাদের ধর্মীয় ভাইকে নিজের ধন-সম্পদের অংশীদার হিসেবেই গণ্য করলেন। সবশেষে মুহাম্মদ নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। ভিড়ের মধ্য থেকে তিনি যুবক আলীকে কাছে নিয়ে এসে দৃঢ় এবং নির্দেশের স্বরে ঘোষণা করলেন ঃ ''এবং ইনিই আমার ভাই।''

www.pathagar.com

আংটি এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের সিলমোহর

এ কন্যারাই তাদের পিতামাতাকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করবে।

- মুহাম্মদ

মদীনায় মুহাম্মদ-এর অবস্থান দীর্ঘায়িত হওয়ার সাথে সাথে মানুষের চিন্তা ও চেতনায় তাঁর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হতে থাকে। প্রতিদিন তাঁর কথা আলোচিত হয় না, এমন কোন পরিবারই ছিল না। তাঁর আচার-আচরণ, তাঁর সাহাবী এবং যাঁরা তাঁর গৃহে যাতায়াত করতেন, এমন মুসলমান নারী-পুরুষ সম্পর্কে তাঁরা আলাপ-আলোচনা করতেন।

ইয়াছরিবের জনগণ মোটামুটিভাবে তিনভাগে বিভক্ত ছিল। একদিকে ছিল বিশ্বাসী জনগণ। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশ'। তাঁরা তাঁদের সকল বিশ্বাস, ভালবাসা ও আন্তরিকতা ঢেলে দিয়েছিল মহানবীর প্রতি। অপরদিকে আউস, খাযরাজ গোত্রের এবং ইহুদীদের একদল লোক মুহাম্মদ ও ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাত। এ দুই দলের মধ্যবর্তী দলীয় লোকেরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তারা বিস্ময়ের সাথে অনুকূল-প্রতিকূল পরস্পরবিরোধী মতামত শুনত। বিশ্বাসী-দের জমায়েতে প্রতিদিন পবিত্র কুরআনের আয়াতবিশেষ এলহানের সাথে এবং যথাযথ উচ্চারণে পাঠ করা হত। এসব আয়াত হরিণের চামড়া ও কাপড়ের ওপর লিখে রাখা হত এবং এভাবে হাতে হাতে তা মানুষের কাছে বিলি করা হত। এসব লিখিত আয়াতের চাহিদা ছিল প্রচুর। এমন কি ইসলাম বিরোধীরাও তা আগ্রহ সহকারে পড়ত।

হিজরতকারী ও মদীনার সাহায্যকারীগণ আল্লাহর নবীর প্রতি বিশ্বস্ত ও সততার সাথে পুরোপুরিভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং তাদের এ একাগ্রতা ছিল সত্যিকারভাবে আন্তরিক। প্রতিটি জমায়েত ও সভায় তাঁরা মহানবীর প্রশংসা বর্ণনা করত। এমনই এক জমায়েতে মহানবীর বিনম্র আচরণ সম্পর্কে আনাস বিন মালিক বলেন ঃ ‘‘আমি তাঁর গৃহে দশ বছর কাজ করেছি। কিন্তু মহানবী আমার সাথে

www.pathagar.com

কর্কশ ব্যবহার করেছেন বা অন্যায় কাজ করার জন্য সমালোচনা করেছেন এমন কোন একক ঘটনাও আমার স্মরণে নেই।" মদীনার জনৈক সাহায্যকারীর গৃহে অনুষ্ঠিত এক সভায় মহানবীর একজন সাহাবীকে মহানবীর চরিত্র সম্পর্কে বলতে শোনা যায় ঃ "মহানবী সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করতেন যে কোন ধরনের কপটা-চারিতা ও অসার অনুষ্ঠানকে। একদিন আমি তাঁকে নিজে নিজে বলতে শুনেছি, 'খ্রিস্টানরা যেভাবে মরিয়মের পুত্র ঈসাকে প্রশংসা ও অতিরিক্ত প্রশংসা করে, তেমনিভাবে আমার প্রশংসা বা অতিরিক্ত প্রশংসা কর না। আমি আল্লাহর দাস, সুতরাং আমাকে আল্লাহর দাস ও তাঁর নবী হিসেবে আখ্যায়িত কর।"

একদিন তিনি একদল সাহাবীর নিকটবর্তী হলে তাঁরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে। মহানবী তাঁদের ঘাড়ে হাত দিয়ে তাঁদেরকে পুনরায় বসিয়ে দেন। তিনি বলেন ঃ "আমাকে সম্মান দেখানোর জন্য উঠে দাঁড়িও না। কাউকে অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শনের জন্য যারা উঠে দাঁড়ায়, তাদের মত কর না।"

যখন তিনি সাহাবীগণের সাথে কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য যেতেন, তখন তিনি কামরার এক কোণায় গিয়ে অত্যন্ত সাধারণ একজন লোকের মত বসতেন। তাঁদের সাথে তিনি আলাপ করতেন এবং অনেক সময় তাঁদের সাথে তামাশাও করতেন। কামরায় যদি তাঁদের ছেলেমেয়েরা থাকত, তাহলে তিনি তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করতেন, তাদেরকে পাশে নিয়ে বা তাদেরকে কোলে নিয়ে বসতেন। নামাজ পড়ার সময় তিনি তাঁর নিজের নাতি-নাতনিদের ঘাড়ে ওঠার অনুমতি দিয়েছিলেন। যখন তিনি সিজদা থেকে উঠতেন, তখন তারা যাতে না পড়ে যায়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। তিনি যে স্থানে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন তার সিঁড়িতে তাঁর নাতি-নাতনিরা খেলা করলেও তিনি কিছু মনে করতেন না। একদিন মহানবী একটি ছোট মেয়েকে তার গায়ের হলুদ রঙের জামার প্রশংসা করছিলেন। মেয়েটি সে সময় মহানবীর পিঠের একটি লোমশযুক্ত আঁচিল নিয়ে খেলা করছিল। এটাই 'নবীর মোহর' নামে পরিচিত ছিল। মেয়েটির মা তাকে বকা দিলে মহানবী তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন ঃ "তার ব্যাপারে মাথা ঘামিও না।" অতঃপর তিনি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "খুব জোরে ঘর্ষণ করে দেখ এটাকে মুছে ফেলতে পার কিনা।"

অন্য আরেকদিন তিনি দু'টি এতীম শিশুকে গলার হার ও হাতের বালা উপহার দেন এবং নিজের হাতে তা তাদের গলায় ও হাতে পরিয়ে দেন। একদিন তিনি জায়েদের শিশু পুত্রকে বলেন ঃ "তুমি মেয়ে হলে আমি তোমার সর্বাঙ্গ গহনা দিয়ে সাজিয়ে দিতাম।"

মহানবীর ভৃত্য আনাস বিন মালিক শিশুদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালবাসা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, তিনি মহানবীকে বলতে শুনেছেন ঃ "আমি নামাজ পড়তে শুরু করে তা সাধারণ সময়ের চেয়ে দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা করি। কিন্তু হঠাৎ আমি একটা শিশুর কান্না শুনে নামাজ থেকে বিরত থাকি। কোন মা তার শিশুর

www.pathagar.com

কান্না শুনে যেভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে, আমিও সেই ধরনের অনুভূতি উপলব্ধি করি।" মরু আরববাসীরা তাদের কন্যা সন্তানকে কোলে তুলে না নেওয়ার জন্য বা তাদেরকে আদর না করার জন্য তিনি প্রায়ই বিস্ময় প্রকাশ করতেন। তিনি বলতেন ঃ "এ কন্যারাই তাদের পিতামাতাকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচাবে।" অপর এক ঘটনায় তিনি বলেন ঃ "মেয়েরা হল পুরুষদের কাছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে জিম্মাবিশেষ। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার করে, সেই তোমাদের মধ্যে উত্তম।"

মুহাম্মদ মরু আরববাসীকে সভ্য করার এবং তাঁর নয়া সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণে তাদেরকে উৎসাহী করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। আরবদের ঐতিহ্যগত চিন্তা ও চেতনার সাথে এ নয়া সামাজিক ব্যবস্থার একটা তীব্র বিরোধ ছিল। একজন মরু আরববাসীকে ইয়াছরিবে থাকার কথা বলা হলে সে আত্মহত্যা করে, অন্য একজন মসজিদে প্রস্রাব করতে শুরু করে। কিন্তু সাহাবীগণ যখন তাকে এ কাজ করা থেকে নিবৃত্ত করতে এবং তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়, তখন মহানবী তাঁদেরকে বাধা দিয়ে বলেন ঃ "তাকে শেষ করতে দাও এবং তারপর উক্ত স্থানে এক বালতি পানি ঢেলে দাও।"

একদিন মুহাম্মদ মসজিদে আসছিলেন। তাঁর পিছে পিছে একজন আরববাসীও আসছিল। লোকটি পেছন দিক থেকে তাঁর জামা এমনভাবে জাপটে ধরে যে, মুহাম্মদ-এর গায়ে নখের আঁচড় লাগে। মহানবী ফিরে তাকালে লোকটি চিৎকার করে বলে ঃ "মুহাম্মদ, আল্লাহর যে সম্পত্তি তুমি ধরে রেখেছ, তা থেকে তাদেরকে আমাকে কিছু দিতে বল।"

মুহাম্মদ মৃদু হাসলেন এবং লোকটির আবেদন মোতাবেক কাজ করলেন।

আরবদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ফাঁকা অহমিকাবোধ, বিশ্বাস ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা এবং অত্যধিক আত্ম-প্রচারণা প্রকাশ পেত। মুহাম্মদ সব সময় এসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ঝগড়া-বিবাদ ও পৌত্তলিকতার ক্ষেত্রে আরবরা ছিল অত্যন্ত অনমনীয়। তারা ছিল অজ্ঞ, চিন্তাহীন এবং ধর্মীয় বিচার-বিবেচনা ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অগভীর চিন্তার অধিকারী। তাদের স্ত্রীরা পুত্র সন্তান প্রসব করলে বা তাদের ঘোড়া বাচ্চা দিলে তারা মনে করত, মুহাম্মদ ও তাঁর ধর্ম ইসলামের জন্যই এটা হয়েছে। তারা চিৎকার করে বলত ঃ 'ইসলাম উত্তম ধর্ম।' কিন্তু তাদের স্ত্রীরা বা তাদের ঘোড়া পুত্র সন্তান বা পুরুষ বাচ্চা প্রসব না করলে তারা ঘোষণা দিত, ইসলাম মন্দ ধর্ম। এ অজ্ঞতা ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মোকাবেলা করেই মুহাম্মদকে তাঁর অতি উচ্চ সভ্য মিশনের দাবি মেটাতে হয়েছিল।

একদিন তারা আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করে, মুহাম্মদ বাড়িতে ফিরে এসে কী করেন। আয়েশা উত্তর দেন ঃ "অন্য যে কোন লোকের মতই তিনি কাজ করেন।

www.pathagar.com

তিনি গৃহের কাজ করেন, কামরা পরিপাটি করেন এবং ঝাড়ু দেন। তিনি তাঁর কাপড়-চোপড় ও জুতা সেলাই করেন, তিনি ভেড়া ও ছাগলের দুধ দোহন করেন, তিনি বিড়ালের জন্য ঘরের দরজা খুলে দেন, রুগ্ন মুরগির তিনি যত্ন নেন, তিনি নিজের জামার কাপড় দিয়ে ঘোড়ার ঘাম মুছে দেন।" একদা আয়েশা বলেন, তিনি উটের পিঠে করে যাচ্ছিলেন এবং কঠোরতার সাথে উট পরিচালনা করছিলেন। মুহাম্মদ তিরস্কার করে বলেন ঃ "পশুদের প্রতি তোমার সব সময় সদয় হওয়া উচিত।"

আলী বিন আবু তালিব তাঁর নিজের মুখে বার বার যে কথা বলতেন, সেই কথার মধ্যেই মুহাম্মদ-এর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সহজ-সরল বক্তব্য বিধৃত। তিনি বলতেন ঃ "জ্ঞান আমার মূলধন, যুক্তি আমার বিশ্বাসের ভিত্তি, ভালবাসা আমার কাজের ভিত্তি, উৎসাহ আমার গতি, আল্লাহ্ আমার বন্ধু, আস্থা আমার কোষাগার, দুঃখ আমার সাথী, জ্ঞান আমার অস্ত্র, ধৈর্য আমার আচ্ছাদন, সন্তুষ্টি আমার মুনাফা, দারিদ্র্য আমার গর্ব, সংযম আমার পেশা, নিশ্চয়তা আমার শক্তি, সত্য আমার পক্ষে সমর্থক, ইবাদত আমার পূর্ণতার সূত্র, চেষ্টা আমার স্বভাব, আমি যখন ইবাদতে থাকি, তখন আমার মধ্যে থাকে আনন্দ ও সুখ।"

মহানবী সব সময় এই ভেবে উদ্বিগ্ন থাকতেন, তাঁকে যেন কেউ অত্যাচারী শাসক বা গভর্নর মনে না করে। তিনি সব সময় তাঁর অনুসারীগণকে তাঁর সম্মানে কোন উপাধি ও সম্মানীয় খেতাব দিতে নিষেধ করতেন। তাঁর কোন সভাষদ বা মন্ত্রী ছিল না। তাঁর ছিল কয়েকজন উপদেষ্টা ও সচিব এবং একটি মোহর, যার ওপর খোদিত ছিল 'আল্লাহর নবী মুহাম্মদ।' এটাই ছিল তাঁর আংটির মোহর। তাঁর ব্যক্তিত্বের মোহর বিধৃত হয়েছিল তাঁর আদর্শ, বিশ্বাস ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাঝে এবং তাঁর সম্পর্কে ইয়াছরিব ও মক্কার সর্বত্র লোকদের মুখে এ বৈশিষ্ট্যের কথাই প্রচারিত হয়।

www.pathagar.com

একটি একক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা

'আল্লাহর চুক্তি ও সন্ধি এক। মুসলমানদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিও সকল মুসলমানের ওপর বাধ্যতামূলক। কিন্তু এ চুক্তি অত্যাচারী ও অপরাধীকে রক্ষা করে না।'

- মহানবী ও ইহুদীদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি থেকে

ভ্রাতৃত্বের সন্ধির মাধ্যমে মুহাম্মদ মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে সম্ভাব্য সর্বাধিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন এবং আউস ও খাযরাজ গোত্রের মুসলমান, হিজরতকারী ও মদীনার সাহায্যকারীগণের মধ্যকার সুসম্পর্ক নস্যাৎ করার জন্য মুনাফেকদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেন। এ পর্যায়ে মুহাম্মদ তাঁর কাজের সফলতা সম্পর্কে পুরোপুরি আস্থাবান হওয়ার পর তিনি আউস ও খাযরাজ গোত্রের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। এ সময় এ দু'গোত্রের সব লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। মুহাম্মদ-এর বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্তে নিয়োজিত কয়েকটি ইহুদী গোত্রের দিকেও তিনি মনোনিবেশ করেন। একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও সমাজ সচেতন ব্যক্তি হিসেবে তিনি তাঁর পরিকল্পনা কার্যকর করেন। তিনি নগরে শান্তি এবং বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইহুদী প্রধানদের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। ইহুদীরা খোদার উপাসনা করত এবং তাদের ছিল আসমানী কিতাব। মুহাম্মদ তাদের প্রতি এমন সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ ও বন্ধুত্ব প্রদর্শন করেন যে, আবদুল্লাহ্ বিন সালাম এবং কয়েকজন ধার্মিক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইহুদীরা যেভাবে রোযা রাখত, তিনিও সেভাবে রোযা রাখেন এবং মুসলমানদের জেরুসালেমের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার নির্দেশ দেন। তাঁর এ কাজের ফলে ইহুদীদের কাছ থেকে অনুকূল সাড়া পাওয়া যায় এবং মুহাম্মদ-এর সাথে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার হয়। তাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করত, ইহুদী ধর্মের একটি শাখা হল ইসলাম। মুহাম্মদ-এর প্রভাব ও জনপ্রিয়তা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে তারা তাঁর প্রস্তাব মোতাবেক বন্ধুত্ব, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ধর্মীয় স্বাধীনতার ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হয়।

www.pathagar.com

এ চুক্তি, এ ঐতিহাসিক দলিলকে সেই সময়ে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারের দৃঢ় ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। মুহাম্মদ নিজেই এ চুক্তির খসড়া প্রণয়ন করে তা ইহুদী ও ইয়াছরিবের অন্যান্য গোত্রের সাথে বিনিময় করেন ঃ

"পরম করুণাময় ও দয়াময় আল্লাহর নামে। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ কর্তৃক বিশ্বাসী, কুরাইশ ও মদীনার মুসলমান এবং তাদের অনুসারী, সমর্থনকারী এবং জেহাদে অংশগ্রহণকারী এবং যারা অন্যান্য লোক থেকে পৃথক একটি সম্প্রদায়, তাদের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি। প্রবাসী কুরাইশরা আগের মতই তাদের প্রথাসমূহ পালন করবে এবং তারা একত্রে তাদের রক্তের ঋণ প্রদান করবে। তারা বন্দীর মুক্তিপণ দেবে। বিশ্বাসীদের মধ্যেও তা সমানভাবে এবং ন্যায়বিচারের সাথে প্রতিপালিত হবে। বনি আউফ গোত্রের লোকেরাও তাদের প্রথাসমূহ পালন করবে এবং তাদের যে কোন ব্যক্তির 'রক্তের অর্থের' জন্য তারা দায়ী থাকবে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ দেবে এবং তা সমানভাবে ও ন্যায়বিচারের সাথে বিশ্বাসীদের মধ্যে ভাগ করে দেবে (এখানে সাইদা, হারিস, জুসাম, নাজ্জার, আমর বিন আউফ, নাবিত ও আউস গোত্রসহ সকল গোত্রের নাম চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়)।

বিশ্বাসীরা তাদের পরিবারের কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করবে না এবং মুক্তিপণ বা রক্তের অর্থ যথাযথভাবে এবং সততার সাথে প্রদান করবে। কোন বিশ্বাসী ব্যক্তির বিশ্বাসী ভৃত্য তার মালিকের অনুমতি ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তির সাথে চুক্তি করতে পারবে না।

কোন ব্যক্তি, সে কোন বিশ্বাসীর পুত্রও হলেও, যদি অত্যাচারী হয় বা অন্যায়-ভাবে কাজ করে অথবা অপরাধ বা আইন অমান্যের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয় অথবা বিশ্বাসীদের মধ্যে মতভেদ ও দুর্নীতির উৎসাহ যোগায়, তাহলে আল্লাহ-ভক্ত বিশ্বাসীরা তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে।

কোন বিধর্মীকে হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে কোন বিশ্বাসী অপর কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করবে না অথবা কোন বিশ্বাসীর বিরুদ্ধে কোন অবিশ্বাসীকে সাহায্য করবে না। আল্লাহর চুক্তি ও সন্ধি একটাই। এ চুক্তি ও সন্ধির সীমার মধ্যে মুসলমানদের মধ্যে নগণ্য কেউ কোন চুক্তি সম্পাদন করলে তা সবার ওপর প্রযোজ্য হবে। বিশ্বাসীরা সবাই একে অন্যের বন্ধু এবং অন্য কারও সাথে তাদের কিছু করার নেই। ইহুদীদের মধ্যে কেউ মুসলমানদের অনুসরণ করলে সে একজন বিশ্বাসীর মতই সাহায্য, সহযোগিতা ও সমান সুযোগ পাবে। কেউ তার ক্ষতি করতে পারবে না এবং তার বিরুদ্ধে আমরা কারও সাহায্য করব না। কারণ, বিশ্বাসীদের শান্তি একক ও অবিভাজ্য। কোন বিশ্বাসী অপর কোন বিশ্বাসীর সাথে মতৈক্য ছাড়া শান্তি চুক্তি সম্পাদন করবে না। কারণ, উভয়েই আল্লাহর পথে বিবাদে উপনীত হয়েছে। অবশ্যই ন্যায়বিচার ও সমতার ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

www.pathagar.com

আমাদের সাথে যোগদানকারী একটি গোত্রের সকল সদস্যই যুদ্ধে যোগদান করবে। বিশ্বাসীরা একে অন্যের জামিনদার। কারণ, সব রক্তপাত আল্লাহর সেবার উদ্দেশ্যেই। আল্লাহ-বিশ্বাসীরা সঠিক পথ ও নির্দেশের অনুসারী। কোন বিধর্মী কুরাইশদের কোন সম্পত্তি বা ব্যক্তিকে নিজের নিরাপত্তায় নেওয়ার অধিকারী নয় এবং কোন বিশ্বাসীকেও তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কোন বিশ্বাসীকে কেউ অন্যায়ভাবে হত্যা করলে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণে তা নিশ্চিত হওয়ার পর তাকে হত্যা করা যাবে, যদি নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন সন্তুষ্ট না হয়। যদি সন্তুষ্ট না হয় তাহলে সকল বিশ্বাসীই তার বিরুদ্ধে একযোগে কাজ করবে, কারণ তাদের জন্য উপযুক্ত আর কোন উপায় নেই। এ চুক্তি মোতাবেক আল্লাহ ও শেষ বিচার-দিনের ওপর বিশ্বাসী কেউ ধর্মে নতুন প্রথা সংযোজনকারী কাউকে সাহায্য করার অধিকারী নয়। এ ধরনের কোন লোককে কেউ সাহায্য করলে বা আশ্রয় দিলে শেষ বিচারের দিন তাকে ক্রোধান্বিত আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে এবং সেদিন কোন মুক্তিপণ বা অনুতাপ গৃহীত হবে না। কোন ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে মহান আল্লাহ ও তাঁর নবীর শরণাপন্ন হবে। ইহুদীরা যখন যুদ্ধে মুসলমানদের সাথী হবে, তখন তারা নিজেদের খরচ নিয়ে আসবে। আউফ গোত্রের ইহুদীরা মুসলমান সম্প্রদায়ের আইনের অধীন থাকবে। কিন্তু তারা তাদের ধর্ম অনুসরণ করবে এবং মুসলমানরা অনুসরণ করবে তাদের ধর্ম।

তাদের ক্রীতদাস ও ভৃত্যরা একই আইনের অধীনে থাকবে। তবে যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ করে বা কোন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়, সে এ আইনের অধীন থাকবে না। এরূপ ক্ষেত্রে সে এবং তার পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। নাজ্জার গোত্রের ইহুদীদের আউফ গোত্রের মত মনে করতে হবে এবং একইভাবে মনে করতে হবে কুসাম ও সালাবা গোত্রের ইহুদীদেরকে। তারা সবাই মুসলমানদের মত একই সম্প্রদায়ের আইনের অধীন। তবে যারা অন্যায় কাজ করে বা কোন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়, তাদের কথা ভিন্ন। এরূপ ক্ষেত্রে তারা এবং তাদের পরিবারবর্গকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে।

জাফনা গোত্রকে সালাবা গোত্রের একটি শাখা হিসেবে গণ্য করে তাদেরকে সেভাবেই দেখতে হবে এবং আউফ গোত্রের মত দেখতে হবে সাতিবা গোত্রকে। মুসলমানদের মত তারা একই সম্প্রদায়ের আইনের অধীন বলে গণ্য হবে। সালাবা গোত্রের ক্রীতদাসদের একই ধরনের আইনের অধীন বলে গণ্য করতে হবে। সালাবা গোত্রের ক্রীতদাসদের ওপর একই ধরনের আইন প্রযোজ্য হবে এবং ইহুদীদের পরিবারবর্গ ও তাদের সহযোগীরা থাকবে তাদের আইনের অধীন। মুহাম্মদের প্রকাশ্য অনুমতি ব্যতীত কেউই তাদের সীমানার বাইরে যেতে পারবে না। তাদের কারও রক্ত বৈধ হবে না এবং কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির রক্ত

www.pathagar.com

ঝরালে সেই ব্যক্তিকে উক্ত ব্যক্তির পরিবারের কাছে তার নিজের জীবনকে দন্ড হিসেবে প্রদান করতে হবে, যদি না সেই ব্যক্তি তাদের হাতে দন্ড ভোগ করে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহই সেই কাজের জন্য অনুমোদন দেবেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে ইহুদীরা তাদের নিজের খরচের জন্য দায়ী থাকবে এবং মুসলমানরা দায়ী থাকবে তাদের নিজের খরচের জন্য। এ দলিলে উল্লিখিত কোন গোত্রের বিরুদ্ধে কোন গোত্র যুদ্ধ ঘোষণা করলে তারা তাকে এবং পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং তাদের মধ্যে আলোচনা ও নিরপেক্ষ আচরণ করবে এবং অন্যায়ভাবে রক্ত ঝরান থেকে বিরত থাকতে হবে। চুক্তিবদ্ধ কোন লোকের সাথে অন্যায় আচরণ করা যাবে না এবং অন্যায় ও অবিচারের শিকার হয়েছে এমন ব্যক্তিকে প্রত্যেকেরই সাহায্য করতে হবে। যুদ্ধ চলা অবস্থায় ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে একসাথে বাইরে যাবে। এ সন্ধির অনুসারীগণকে ইয়াছরিব নগরীকে নিরাপদ এলাকা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সেখানে কেউ যুদ্ধ করতে পারবে না, প্রতিবেশীকে নিজের মতই উত্তম বলে গণ্য করতে হবে এবং এটা যথার্থ নয় যে, সে তার প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করবে। কাউকে তার আত্মীয়-স্বজনের অনুমতি ছাড়া আশ্রয় দেওয়া যাবে না। এ সন্ধির অনুসারীদের মধ্যকার সব মতপার্থক্য ও বিবাদ মীমাংসার জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর নবী মুহাম্মদ-এর শরণাপন্ন হতে হবে। এ দলিলে যা আছে তাতে আল্লাহ্ সম্মতি দেবেন।

কুরাইশ ও তাদের অনুসারীদের সাহায্য ও আশ্রয় দেওয়া যাবে না। এ দলিলের অনুসারীরা ইয়াছরিব আক্রমণকারী যে কোন লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং এর প্রতিরক্ষায় সাহায্য করবে। তাদেরকে শান্তির আহ্বান জানান হলে তাদের তা গ্রহণ করা উচিৎ এবং তারা যদি নিজেরাই শান্তি কামনা করে, তাহলে যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত, সেই ব্যক্তি ছাড়া বিশ্বাসীদের সেই প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে।

আউস গোত্রের ইহুদী, তাদের দাস-দাসী ও পরিবারের সদস্যবর্গ এ দলিল স্বাক্ষরকারীগণের মত সম-অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন এবং তাদের প্রতি উত্তম আচরণ করতে হবে। যে কোন ব্যবসায়ী এ চুক্তির সুবিধা ভোগ করবেন এবং আল্লাহ নিজেই এ দলিল দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ও সৎ পদ্ধতি অনুমোদন করবেন।

অত্যাচারী ও অন্যায়কারীকে এ পত্র রক্ষা করবে না। অত্যাচারী ও অন্যায়-কারী ছাড়া যে কেউ মদীনায় থাকবে তারা নিরাপদে থাকবে, আল্লাহ ও তাঁর নবী মুহাম্মদ ধার্মিক ও সঠিক পথের অনুসারীদের নিরাপত্তা প্রদান করবেন।"

বিভিন্ন গোত্র ও উপ-গোত্রের প্রধান ও নেতৃবৃন্দ যেদিন এ সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন, সেদিন বিশ্বাসীরা খুবই আনন্দিত হয়। প্রত্যেকটি গোত্রের প্রধান এর একটা কপি রেখে দেয় এবং ইয়াছরিবের অন্যান্য গোত্রের লোকদের কাছে এর কপি

www.pathagar.com

বিতরণ করা হয়। তারা এ কপিকে অতি মূল্যবান দলিল হিসেবে সংরক্ষণ করে। বিশ্বাসীদের মিটিং ও জমায়েতে এ সন্ধির কথা আলোচিত হয়। এই প্রথমবারের মত আরব গোত্রের একটি অংশ একটি একক সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য হয় এবং তারা একে অন্যের সাথে দৃঢ় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এর আগে আরবরা কখনই কোন চুক্তিতে এমন দৃঢ় ও স্থির সংকল্পে মতৈক্যে উপনীত হতে পারেনি। ভ্রাতৃত্ব ও প্রতিরক্ষার এ চুক্তি অতি কম সময়ের মধ্যেই সম্পাদিত হয়। ফলে বিশ্বাসীদের মন একদিকে যেমন বিত্তশালী কুরাইশদের আক্রমণ সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হয়, তেমনি তারা তাদের নবীর মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বর্গীয় নির্দেশাবলীর বাস্ত- বায়ন ও অভ্যন্তরীণ বিধি প্রণয়নে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখার সুযোগ পায়। এ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরই অধিকাংশ বিধি ও নির্দেশ নাযিল হয়। দান-খয়রাত করা ও রোযা রাখা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। কোন্টা অনুমোদিত এবং কোন্টা অননুমোদিত, তার বিধানাবলী বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। ইবাদতের জন্য মসজিদে জমায়েত হওয়া এবং মহানবীর সাথে জামাতে নামাজ আদায় নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। প্রথমদিকে মক্কায় দু'বার এবং পরবর্তী পর্যায়ে তিনবার দীর্ঘ এবং দু'বার স্বল্প মোট পাঁচবার নামাজ আদায় কার্যকর হয়।

মুহাম্মদ-এর ইয়াছরিব আগমনের পর মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাদেরকে একসাথে জড়ো করার জন্য ডাক দেওয়ার পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। খ্রিস্টানরা শিঙ্গা ফুঁকে বা ঘন্টা বাজিয়ে যেভাবে লোক জড়ো করত, মুহাম্মদ তা অনুসরণ করতে চাননি। তিনি চিন্তা করলেন, মুসলমান-দের কর্তব্যের কথা একটা কথার মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। প্রতি ওয়াক্ত নামাজের সময় মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে সেই আহ্বানের কথা ধ্বনিত হবে। এভাবেই আযান প্রবর্তিত হয়, যা এখনও প্রচলিত আছে। বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের অধিকারী বেলালকে এ দায়িত্বে প্রথম নিয়োগ করা হয়।

একদা এক সূর্যাস্তের সময় সর্বপ্রথম বেলালের কণ্ঠে আযানের এ ধ্বনি শোনা যায়। তিনি একজন মুসলমান, সম্ভবতঃ আবু আইউবের গৃহের ছাদ থেকে আযান দেন। আযানের এ বাক্যগুলো মানুষের মুখে মুখে, এক হৃদয় থেকে আরেক হৃদয়ে প্রবাহিত হতে থাকে এবং পরদিন নামাজের সময় বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা ও পুরুষ আযান শোনার জন্য উক্ত বাড়ির কাছে গিয়ে জমায়েত হয় ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ (২ বার), আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ (২ বার) হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ (২ বার) হাইয়্যা আলাল ফালাহ (২ বার) আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।

সেদিনের পর থেকে আযান ধ্বনি প্রচারিত হওয়ার সময় একক এ সম্প্রদায়ের রক্তপ্রবাহে নতুন ধর্ম ও বিশ্বাসের ধাবমান গতি দ্রুত ও দৃঢ়তার সাথে বিস্তৃত হতে থাকে।

www.pathagar.com

ইহুদী সম্প্রদায়ের মাঝে

'এ লোকটি মহৎ। কালের ললাটে তাঁর উপস্থিতি সর্বদা আলোকোজ্জ্বল ও দীপ্তিময় হয়ে থাকবে এবং চরম লক্ষ্যের প্রান্তসীমায় তিনি অর্জন করবেন সর্বোচ্চ গৌরব ও সম্মান - আমরা তাঁর সহযোগী হই বা না হই।'

ইয়াছরিবের ইহুদীরা শহর এলাকায় ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী। তারা মুহাম্মদ-এর কার্যকলাপ অত্যন্ত কাছে থেকে এবং গভীর মনোযোগের সাথে প্রত্যক্ষ করে। তারা ভালি করেই জানত, এ লোকটির বিপ্লবী আন্দোলনের ফল অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী হবে। তারা তাঁর সাথে যোগ দিতে চায়নি এবং তাঁর সাথে গোলমাল করার ইচ্ছাও পোষণ করেনি। তাদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় পরিষদের কাজ ছিল ইসরাইল, ইয়াছরিব ও আরব দেশগুলোর লোকদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করা। ইয়াছরিবে মুহাম্মদ-এর আগমনের পর এ পরিষদ একাধিক আলোচনা সভায় মিলিত হয়। কিন্তু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তারা বার বার শান্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পথই অনুসরণ করে। মুহাম্মদ যেদিন তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সন্ধি স্থাপন করেন, সেদিনও ইহুদীরা এক বৈঠকে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে।

সালাম বিন মিসকাস বলল ঃ "বর্তমান সময়ে আরবরা তাদের সকল শক্তি মুহাম্মদ-এর হাতেই ন্যস্ত করেছে। আমাদের মধ্য থেকে শুনেছি, একজন নবী আবির্ভূত হবেন। তাঁর উপস্থিতির সকল উপকার লাভে তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়েছে। অপরপক্ষে মুহাম্মদও তাদেরকে ব্যবহার করে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছেন। ধর্মের বিস্তারে তিনি এ সম্প্রদায়কে আরও শক্তিশালী করতে চান।"

ইয়াছরিবে বিরাট ভূ-সম্পত্তি ও বাগানের মালিক আজর এ কথায় সম্মতি দিয়ে বলল ঃ "মুহাম্মদ আমার ভৃত্য সালমান পারসীকে নিয়ে গেছে। আমি তার দাস মুক্তির জন্য সম্ভাব্য সকল কঠিন শর্ত আরোপ করেছিলাম। কিন্তু সালমান

www.pathagar.com

মুহাম্মদ এর অনুসারীদের সাহায্য ও সহযোগিতায় তার সব ক'টি পূরণ করেছে। মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের তাঁকে তিনশ' খেজুর চারা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি নিজে চল্লিশটি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেছেন। আর এখন তিনি আবু দারদা নামক এক ব্যক্তিকে তার ভাই মনোনীত করে দিয়েছেন। আপন ভাই হিসেবে সালমান তার সম্পত্তিরও অংশ লাভ করবে।"

কিনানা বিন রা'বি বলল ঃ "তিনি মিথ্যা নবী উমাইয়ার মত। তিনি ইবরাহীম ও ইসমাইল সম্পর্কে কথা বলেন, মূর্তিকে ঘৃণা করেন এবং তিনি একই পন্থায় ঐশ্বরিক নবীত্বের দাবি করেন - আমি নিশ্চিত, তিনি তাঁর পূর্বগামীদের মত সমভাগ্য বরণ করবেন।"

তোরা গোত্রের নামকরা ইহুদী পন্ডিত আবদুল্লাহ বিন সুরাইয়া এ জমায়েতের মাঝে বসেছিলেন। তাঁকে সকলে তাঁর পান্ডিত্যের জন্য সম্মান করত। মুহাম্মদ-এর প্রতি তার বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল অনমনীয়। তবু এ ধরনের তুলনামূলক আলোচনায় তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন বলে স্পষ্ট বোঝা গেল। "না, তিনি তার থেকে পৃথক ধরনের লোক," তিনি আস্তে আস্তে বললেন। "নবীর খোদাভক্তির প্রতীকরূপে ব্যবহৃত ঢিলা পোশাক সেই মিথ্যা নবী পরিধান করতেন না, তাঁর সাহস বা স্বদেশানুরাগ কোনটাই ছিল না।"

"তাঁর অধিকাংশ বাণীই আমাদের বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ", হাজ্জাজ বিন আমর বললেন, "তিনি আল্লাহর মহত্ত্ব ও তাঁর অসীম ক্ষমতার কথা বলেন; বেহেশত, দোজখ ও পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলেন এবং বলেন বিচার দিবস, হিসাব-নিকাশ ও ওজনের কথা। তিনি মূর্তিপূজা প্রত্যাখ্যান করেন এবং মূর্তি ভেঙে ফেলেন।"

আজিজ বিন আজিজ তাঁর কথায় একমত হলেন। তিনি বললেন ঃ "মক্কায় থাকার সময় মুহাম্মদ কখনও রোযা রাখার কথা বলেননি। কিন্তু ইয়াছরিবে তিনি যখন দেখতে পান, আমরা ইহুদীরা আশুরার সময় মহররম মাসে দশ দিন রোযা রাখি, তখন তিনি কয়েকজন ইহুদীকে এ রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে তারা তাঁকে জানায়, এ ক'দিন মূসা রোযা রাখতেন, এ দিনগুলোতে আল্লাহ ইসরাইলের শিশুদের তাদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং ফেরাউনের লোকদের সাগরে ডুবিয়ে মারেন। 'আমি তোমাদের চেয়ে মূসা-এর নিকটবর্তী' - মুহাম্মদ বলেন এবং পরদিন তিনি নিজে রোযা রাখেন ও তাঁর অনুসারীদের নির্দেশ দেন, তারা যেন আশুরার সময় মহররম মাসে দশদিন রোযা রাখে।"

আজিজ কিছু সময়ের জন্য থামেন, তিনি ছিলেন চিন্তামগ্ন। "পরে আমি শুনি, আমাদের খাদ্য মুসলমানদের জন্য বৈধ এবং আমাদের কন্যাদের বিয়ে করার অনুমতিসহ একটি আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ ".......যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল ও তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ ও মুমিন সচ্চরিত্রা নারী, তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল....।" কুরআন - সূরা ৫ ঃ ৫

www.pathagar.com

হাসিন বিন সালাম বললেন ঃ "আমার মতে, তাঁর ধর্মের নীতি আমাদের ধর্মীয় নীতির প্রায় সমান। এ দু'ধর্মের মধ্যে কী পার্থক্য আছে? ধর্মের অর্থ হল আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার উদ্দেশ্যে ঐশ্বরিক নির্দেশ মোতাবেক কার্য সম্পাদন এবং এ নির্দেশ মূসা বা মুহাম্মদ-এর মুখ থেকে আসুক না কেন, সেটা বড় কথা নয়। আমাদের প্রতি মূ'সার যেমন আকর্ষণ ছিল, তেমনি আরবদের প্রতিও মুহাম্মদ-এর আকর্ষণ আছে। তিনি যখন মক্কায় ছিলেন, তখনও আমরা তাঁর বাণী শুনেছি। মু'সাব বিন উমায়ের যখন খাযরাজ গোত্রের লোকদের সাথে এসে আমাদের কাছে কুরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনান, তখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাঁর আন্দোলন নিখুঁত ও অভ্রান্ত এবং তাঁর ধর্ম জ্ঞানা-লোকের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর উদ্দেশ্য আরবদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা, লোকদের এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করা এবং তাদের চিন্তাধারাকে মূসার শিক্ষার দিকে পরিচালিত করা। এখন তিনি আমাদের মধ্যে আছেন এবং আমরা নিজেরাই এসব বিষয় এখন তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করছি। মরুভূমিতে বসবাসরত লোভী রক্ত-পিপাসু আরবদের চেয়ে তিনি আমাদের ও আমাদের ধর্মের অনেক নিকটবর্তী। তাঁর লোকদের নিয়ন্ত্রণ করে সঠিক পথে পরিচালিত করতে এবং তাদেরকে দৃঢ় স্থায়ীভাবে শহরে বসবাসে উৎসাহ দিন।"

এ পর্যায়ে আবদুল্লাহ বিন সাইফ তাঁর কথায় বাধা দিলেন ঃ "সম্ভবত শেষ পর্যায়ে মুহাম্মদ আমাদের ধর্মমত গ্রহণ করবেন।"

আবদুল্লাহ বিন সুরিয়া মৃদুভাবে হেসে উঠলেন। তার হাসি ছিল ঘৃণাপূর্ণ।

"মুহাম্মদ আমাদের ধর্মে যোগ দেবে! আমি তাঁর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি এবং ইয়াছরিবে তিনি যে বুদ্ধিমত্তা ও কৌশল প্রদর্শন করেছেন, তাতে তিনি আমাদের ধর্মমত গ্রহণ করবেন বলে মনে হয় না। বরং তিনি হয় তোমাদের সকলকে নির্মূল করে দেবেন, আর না হয় তিনি তোমাদের সকলকে তাঁর অনুগত অনুসারী করে তুলবেন।"

উপস্থিত সকলে তাঁর কথা অধীর আগ্রহে শুনছিল। সুরিয়া তাঁর বক্তব্য থামিয়ে চিন্তামগ্ন হলেন। অতঃপর বললেন ঃ "মূসা ও তাঁর বাণী থেকে মুহাম্মদ বিশেষ-ভাবে অনুপ্রাণিত হন, হতে পারে তা নিজের সুবিধার জন্য অথবা খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। তিনি নবী হওয়ার প্রথম বছরে সূরা কাহাফ-এর যে আয়াতসমূহের ঘোষণা দেন, তার সাথে 'ডালমুহ'-এ বর্ণিত গুহার লোকদের কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। অথবা কুরআনের এ আয়াতটি দেখুন ঃ '...যদি এ কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে আর তোমরা এতে অবিশ্বাস কর, উপরন্তু বনী ইসরাইলের একজন এর অনুরূপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করল অথচ তোমরা কর ঔদ্ধত্য প্রকাশ, তাহলে তোমাদের পরিণাম কী হবে? আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের সৎপথে পরিচালিত করেন না।" কুরআন - সূরা ৪৬ ঃ ১০

www.pathagar.com

বৃদ্ধ ইহুদী পুনরায় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। তিনি তাঁর লম্বা সাদা দাড়িতে হাত বুলাচ্ছিলেন। উপস্থিত ইহুদীরা তাঁর দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে ছিলেন।

"তের বছর পূর্বে মুহাম্মদ মক্কায় বিশেষ ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করার সময় সেখানে ইহুদীদের চেয়ে খ্রিস্টানদের সংখ্যা বেশি ছিল। তবু মুহাম্মদ ঈসা ও কুরআনের শিক্ষা সম্পর্কে খুব কম বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁর নবী হওয়ার দশম বছরে তিনি মরিয়মের পুত্র ঈসা সম্পর্কে কম-বেশি বক্তব্য রাখেন। এ সম্পর্কে আমি গভীরভাবে চিন্তা করেও কোন কারণ খুঁজে পাইনি। হতে পারে, ঈসার শিক্ষার চেয়ে আরবদের কাছে ইহুদীদের শিক্ষা অধিক গ্রহণীয় ছিল। সাধারণভাবে আরবরা খ্রিস্টান ধর্মের চেয়ে আমাদের ধর্মের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। আত্মিক-ভাবেও তারা আমাদের চিন্তাধারার সাথে জড়িত। আমরা আমাদের ধর্মীয় নীতি সম্পর্কে তাদের কাছে অনেক বলেছি এবং সেই কারণে তারা আমাদের ধর্মীয় নীতির সাথে বিশেষভাবে পরিচিত। অতি সম্প্রতি আমি তাঁর মুখে কুরআনের একটি আয়াত শুনেছি, যেখানে আরবদের এ মর্মে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, তারা যদি আল্লাহর নির্দেশের ওপর বিশ্বাস স্থাপন না করে, তাহলে তিনি ফিরাউনের জনগণের ওপর আপতিত প্লেগ দ্বারা তাদেরকে নির্মূল করে দেবেন।"

তিনি কুরআনের আয়াতটি মনে করার চেষ্টা করলেন এবং তৎপর আবৃত্তি করলেন ঃ "আমি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি এক রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী-স্বরূপ, যেমন রসূল পাঠিয়েছিলাম ফিরাউনের নিকট, কিন্তু ফিরাউন সেই রসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম।"

কুরআন - সূরা ৭৩ ঃ ১৫-১৬

"কিছুদিন আগে কুরাইশরা মক্কা থেকে কাতার বিন হারিছ এবং উকবা বিন আবু মুইতকে আমার কাছে পাঠায়। তারা মুহাম্মদ-এর কাছে পেশ করার জন্য আমাকে কয়েকটি প্রশ্নের একটি তালিকা প্রস্তুত করার কথা বলে। আমি মুহাম্মদ-এর চিন্তার গতিধারা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফের আয়াতের পুরো কপি আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা জানাই।

"কুরআন শরীফের আয়াতগুলো আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার পর আমি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তা পাঠ করি। এ আয়াতগুলোর মধ্যে ছিল মূসা ও তাঁর লাঠির কথা, ফেরাউন ও তাঁর স্ত্রীর কাহিনী এবং ফিরাউনের জনগণকে সতর্ক করে মূসার মাধ্যমে আল্লাহ যে নয়টি অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করেন তার বিবরণ। এছাড়া এ আয়াতের মধ্যে ছিল রোযা, নামাজ, বিয়ের বাগদান ও ইজারা প্রদানের নিয়মাবলী। কুরআন ও তওরাতের মধ্যে আমি বিরাট সাদৃশ্য লক্ষ্য করলাম। বস্তুতঃ মুহাম্মদ-এর নির্দেশ শুধুমাত্র তওরাতের মত ছিল না, সত্যিকারভাবে এগুলো ছিল তওরাতের অস্পষ্ট প্রকাশ। আরও লক্ষ্যণীয়, কুরআনের কয়েকশ' আয়াতে মূসার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ঈসার নাম সেই তুলনায় পাঁচ

www.pathagar.com

ভাগের একভাগও করা হয়নি। সেই কারণে মুসলমানদের আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে আমার অনীহা থাকা সত্ত্বেও আমি মনে করি, মুহাম্মদ-এর সাথে শত্রুতার পরিবর্তে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলাই শ্রেয়।''

বৈঠকের আলোচনা মহানবীর অনুকূলে যায়। এমনকি কয়েকদিন পর মহানবী যখন সারমর্মসহ তাঁর পত্র এবং তাঁর তৈরি সন্ধির বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপিত করেন, তখন তা গ্রহণ করা হবে কি হবে না, এ নিয়ে উচ্চ পরিষদে প্রচন্ড বিতর্ক শুরু হয়।

বিরোধী পক্ষের বক্তব্য উত্থাপন করেন আজল বিন স্যামুয়েল। তাঁর বক্তব্য ছিল, এ সন্ধির মাধ্যমে মুহাম্মদ একটি একক সম্প্রদায় ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং সকলের ওপর তাঁর ধর্ম চাপিয়ে দেবেন। অপরদিকে তালমুদ বলেন, 'কারও ওপর আমরা আমাদের ধর্ম চাপিয়ে দেব না।'

অনেকে এ সন্ধির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখে। তারা দাবি করে, ইহুদী সম্প্রদায় এখন যদি তাকে (মুহাম্মদকে) শক্তিশালী করে, তাহলে এমন একদিন আসবে, যখন মুহাম্মদ তাদের ওপর প্রভুত্ব কায়েম করবে।

আজলের বক্তব্যের জবাবে হাসিন বিন সালাম বললেন ঃ

''এ দলিলে (বা সন্ধিতে) ধর্মের কথা বা ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার কোন কথা নেই। এতে স্পষ্ট করে বলা আছে, প্রত্যেকে তার নিজের ধর্ম পালন করবে এবং কেউ অন্যের ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাবে না। অন্যদিকে এ সন্ধি আমাদের আরবদের থেকে, আমাদের জীবিকার ওপর তাদের আক্রমণ থেকে এবং ঝগড়া-বিবাদের পরিণতি যুদ্ধ থেকে রক্ষা করবে। এ শহরের কোন শক্তি যদি শহরবাসীর কল্যাণ, নিরাপত্তা ও জনগণের অধিকার রক্ষা করে তাহলে সেই শক্তি আমাদের সমর্থন ও সহযোগিতা পাবে। এ শহরের সম্পদ, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি সবই আমাদের হাতে। আমরা শহরের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন করেছি, আমরা ফলের গাছ লাগিয়েছি, আমরা কৃষি ব্যবস্থায় নতুন পদ্ধতি সংযোজন করেছি, চাষ কাজের জন্য উচ্চ ভূমিতে কুয়া খননের জন্য আমরা যন্ত্রপাতির উন্নয়ন করেছি। আমাদের জনগণ শহরের কৃষি ও শিল্প নিয়ন্ত্রণ করে এবং আমাদের মহিলারা সর্বোত্তম বস্ত্র বুনন করে। কায়নুকা এলাকায় সঞ্চিত রয়েছে আরবদেশগুলোর সোনা ও রূপা। তাছাড়া হেজাযের উত্তরাঞ্চলের সব খেজুর, বার্লি ও গমের ব্যবসা আমাদের হাতে। আমরা যা চাই, তা হল, শান্তি ও নিরাপত্তা এবং তা নিশ্চিত করতে পারলে আমরা মক্কা ও তার ব্যবসাকে করায়ত্ত করতে পারব। মুহাম্মদ যে সন্ধির প্রস্তাব দিয়েছেন, তা কার্যকর হলে ইয়াছরিবের মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বিশ্বের সব শহরকে অতিক্রম করবে, এমনকি তা ঈসার আবির্ভাবের পূর্বের শতাব্দীতে রোমান সম্পদে সম্পদশালী প্যালেস্টাইনের গৌরবকেও অতিক্রম করবে। ঐ সময় আমাদের পবিত্র শহর উন্নত সভ্যতার অধিকারী হয় এবং শহরের জনসংখ্যা ছিল

www.pathagar.com

তখন প্রায় চার মিলিয়ন। তোমার দাবির মধ্যে কোন যুক্তি নেই যে, মুহাম্মদ-এর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তাঁকে শক্তিশালী করলে ভবিষ্যতে তাঁকে নিবৃত্ত করার কোন ক্ষমতা আমাদের থাকবে না। ক্ষমতা আমাদের হাতে। আমরা অস্ত্র তৈরি করি - শহরের ইহুদী জনগণ তরবারি, বর্ম এবং যুদ্ধের অন্যান্য অস্ত্র তৈরি করে। সুতরাং তিনি তাঁর ইচ্ছামত আমাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হবেন বা আমরা তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারব না, এমন কোন ভয়ে ভীত হওয়ার কারণ নেই।"

আবদুল্লাহ্ বিন সুরিয়া বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন ঃ "ক্ষমতা থাকে অন্তরে, তরবারিতে নয়। আর অন্তর বলশালী হয় ধর্মীয় বিশ্বাসে। মুহাম্মদ-এর এ দু'টো জিনিসই আছে।"

হাসিন বললেন ঃ "সুরিয়ার বক্তব্যের সাথে আমি মতৈক্য পোষণ করি। বেশ কয়েকদিন পূর্বে আমরা কয়েকজন আমাদের সবচেয়ে বড় রাবী'র (ধর্মীয় পন্ডিত ব্যক্তি) সাথে কথা বলি। সুরিয়াও আমাদের দলে ছিল। আমরা মুহাম্মদ ও তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করি। উত্তরে তিনি আমাদের তিরস্কার করেন এবং মুহাম্মদ-এর সাথে সন্ধি করার বিষয়টি সমর্থন করেন। পরিশেষে তিনি মুহাম্মদ-এর জন্ম তারিখের ওপর ভিত্তি করে যে কোষ্ঠী গণনা করেছেন, তার ফলাফল আমাদের জানান। ইনি একজন মহান ব্যক্তি। আমার মতে, তাঁর উপস্থিতি কালের কপোলে আলো ও উজ্জ্বলতার চিহ্নস্বরূপ এবং ভাগ্যের প্রান্তসীমায় সম্মান ও গৌরবের সর্বোচ্চ চূড়াবিশেষ। তিনি ইতিহাসের গতিধারায় একটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করবেন। তোমরা তাঁর সাথে যোগ দাও অথবা না দাও, সময় ও কালের এ বিপ্লবে তিনি তাঁর আলোকচ্ছটা বিকিরণ করবেন! দুর্ভাগ্যবশত এটাই ঘটবে।"

হাসিন কিছুক্ষণ নীরব রইলেন।

"এ বৃদ্ধ রাবী এমন দৃঢ়তার সাথে তাঁর বক্তব্য উত্থাপন করেন যে, এ সম্পর্কে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। এখন তোমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত, তোমরা মুহাম্মদ-এর সন্ধি গ্রহণ করবে কি করবে না।"

জমায়েতে আগত ইহুদী নেতৃবৃন্দের মধ্যে গভীর নীরবতা বিরাজ করতে থাকে। বিরুদ্ধ পক্ষ থেকে আর একটা কথাও উত্থাপন করা হল না। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বেই বৈঠকের সমাপ্তি হল। বৈঠক ত্যাগ করার সময় তাদের মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল ঃ "তাঁর উপস্থিতি কালের কপোলে আলো ও উজ্জ্বলতার প্রতীকস্বরূপ এবং ভাগ্যের প্রান্তসীমায় সম্মান ও গৌরবের সর্বোচ্চ চূড়াবিশেষ। তোমরা তাঁর সাথে যোগ দাও অথবা না দাও, সময় ও কালের এ বিপ্লবে তিনি তাঁর আলোকচ্ছটা বিকিরণ করবেন। দুর্ভাগ্যবশত এটাই ঘটবে।"

পরদিন ইহুদী নেতৃবৃন্দ হরিণের চামড়ার ওপর লিখিত মুহাম্মদ-এর প্রস্তাবিত সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন।

www.pathagar.com

আল্লাহর কসম, তাঁর চেয়ে উত্তম কাউকে কখনো আমি জানি নি

'আয়েশা, খোদার কসম, তাঁর চেয়ে উত্তম কাউকে আমি কখনও জানি নি। আল্লাহ বেহেশতে খাদীজার জন্য একখানি মুক্তার ঘর তৈরি করেছেন। সেখানে কখনও ঝগড়া-বিবাদ বা উচ্চ স্বর ধ্বনিত হবে না।'

- মহানবী

বারো মাস পরে মসজিদ নির্মাণ ও আল্লাহর নবীর আবাসগৃহ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়। মসজিদের ছাদ ছিল খেজুর গাছের গুঁড়ি দ্বারা আচ্ছাদিত এবং কিবলা ছিল জেরুসালেমের দিকে। পরে যখন মুসলমানদের কিবলা কা'বার দিকে পরিবর্তিত হয়, তখন এ মসজিদের কিবলা ছিল দু'টি, এজন্যই এ মসজিদটি 'দু'কিবলার মসজিদ' বলে পরিচিত।

মসজিদের আচ্ছাদিত অংশের এক কোণায় কয়েকটি কামরা মহানবীর আবাসগৃহের জন্য রাখা হয়। খাদীজার পর মহানবীর প্রথম স্ত্রী সওদা এরই একটা কামরায় থাকতেন।

আয়েশা যখন আবু বকরের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে উটের বহরে মদীনায় আসেন, তখন মহানবী মসজিদের আবাসগৃহে তাঁকে নিয়ে আসেননি। এ সময়ের কয়েক মাস পরও তাঁদের বিয়ে হয়নি। এ স্থানে মহানবীর জন্য সর্বমোট নয়টি কামরা তৈরি করা হয়। এ কামরাগুলোর অধিকাংশই ছিল মাটির তৈরি এবং ছাদ ছিল খেজুর গাছের গুঁড়ি দ্বারা আচ্ছাদিত। অবশ্য কয়েকটি কামরার দেওয়াল ছিল পাথরের। প্রত্যেকটি কামরার উচ্চতা ছিল খুব কম এবং তা হাত দিয়ে স্পর্শ করা যেত। দরজায় কোন ঘন্টা ছিল না। ফলে আগন্তুককে আঙ্গুল দিয়ে আঘাত করতে হত। মহানবীর কামরায় ছিল একটি বিছানা। বিছানাটি ছিল খেজুর গাছের পাতলা ফালির সাথে চামড়ার পাতলা ফালি দ্বারা বাঁধা। মহানবীর ইন্তেকালের পর এবং উমাইয়া বংশের ক্ষমতা গ্রহণের সময় এ কামরাগুলো মসজিদের সাথে

www.pathagar.com

একীভূত করা হয় এবং মহানবীর বিছানা চার হাজার দিরহাম দিয়ে একজন মুসলমান ক্রয় করে নেন।

মদীনায় হিজরত করার সাত মাস পরে মহানবী আবু বকরের বাড়িতে আয়েশাকে বিয়ে করেন। আবু বকর-এর বাড়ি ছিল সুনায় - মদীনার কেন্দ্র থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। আয়েশা ছিলেন দ্বিতীয় স্ত্রী, যিনি মসজিদ সংলগ্ন কামরায় অবস্থান করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল দশ বছর। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী এবং উৎসুক মনের অধিকারিণী। তাঁর বাকভঙ্গি এবং শব্দের উচ্চারণভঙ্গি ছিল প্রীতিপূর্ণ এবং জীবন্ত। তিনি হিজরতকারী ও আনসারদের স্ত্রীদের সাথে অবাধে মেলামেশা করতেন এবং তাদের জমায়েতে যোগ দিতেন। তাঁর কাছে গল্প, উপকথা এবং কবিতা ছিল খুবই প্রিয়। মুসলিম মহিলাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর বান্ধবী ছিল। এর মধ্যে একজনের নাম উম্মে দারাহ। এ মহিলা ছিলেন আয়েশার সার্বক্ষণিক সাথী এবং সমবয়সী। তিনি সব সময় তাঁর পাশে থাকতেন। তিনি আয়েশার চুলের ঘ্রাণ গ্রহণ করতেন এবং অতি সযত্নে তাঁর চুল আঁচড়িয়ে দিতেন। আয়েশা তাঁর স্বীয় ব্যক্তিত্ব প্রকাশে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। একদিন এক মুসলিম মহিলা তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করেন।

"আমি তোমার মা নই," আয়েশা খুব তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন, "আমি তোমাদের জনগণের মা।"

তিনি মহানবীর সাথে মাত্র নয় বছর বসবাস করেন এবং মহানবী যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তাঁর বয়স আঠার বছরের বেশি ছিল না। মহানবীর ইন্তিকালের পর তিনি মহানবী সম্পর্কে বহু ঘটনা বর্ণনা করেন। নিচের কাহিনীটি দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হল। তিনি বলেন ঃ "আল্লাহর নবীর স্ত্রীগণের মধ্যে আমি কেন শ্রেষ্ঠ, তার দশটি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে আমিই ছিলাম কুমারী। দ্বিতীয়তঃ আমিই একমাত্র স্ত্রী, যাঁর পিতামাতা তাঁর সাথে হিজরত করেন। তৃতীয়তঃ আমার বিরুদ্ধে যে অপবাদ দেওয়া হয়, সে সম্পর্কে আমার নির্দোষিতার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ স্বয়ং আয়াত নাজিল করেন। চতুর্থতঃ জিবরাইল বেহেশত থেকে সাদা সিল্কের কাপড়ের ওপর আমার ছবি এনে মহানবীকে দেখান এবং আমাকে বিয়ে করার কথা বলেন। পঞ্চমতঃ তিনি এবং আমি একই পাত্রের পানিতে গোসল করেছি, যা তিনি অন্য কোন স্ত্রীর সাথে করেননি। ষষ্ঠতঃ তিনি যখন ইবাদতে রত থাকতেন, তখন আমি গৃহস্থালি কাজ করতাম। এসব কাজ সম্পন্ন করার জন্য তিনি অন্য কোন স্ত্রীকে অনুমতি দেননি। সপ্তমতঃ তিনি যখন আমার সাথে এবং আমার গৃহে অবস্থান করতেন, তখন তাঁর কাছে ওহী নাযিল হত। অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে থাকার সময় এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। অষ্টমতঃ আল্লাহ যখন তাঁর আত্মাকে বেহেশত নিয়ে যান, তখন তিনি আমার বাহুর ওপর ছিলেন, তাঁর মাথা ছিল আমার বুকের ওপর এবং তাঁর মুখ ছিল আমার হৃদয়ের দিকে

www.pathagar.com

ফেরান। নবমতঃ আমার কাছে আসার পালার সময় তাঁর ইন্তেকাল হয় এবং তিনি আমার সাথে আমার গৃহেই ছিলেন। দশমতঃ তাঁকে আমার গৃহেই সমাহিত করা হয়।"

মহানবীর ইন্তেকালের পর আয়েশা সম্পর্কে এ ধরনের অনেক কাহিনী বর্ণিত হয়।

একদিন কয়েকজন মুসলিম মহিলা তাঁর গৃহে এসে হাজির হয়। উম্মে দারাহ বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন যে, আয়েশা তাঁদের সাথে কথা বলুক।

তিনি বললেন ঃ "আপনি হলেন নযদ ও হেজাযের সবচেয়ে সুখী মহিলা। যা কিছু ভাল, তার সবকিছুই আপনার আছে। আপনি কি আপনার বিবাহ সম্পর্কে আমাদের কিছু বলবেন? হিজরতকারিণী ও স্থানীয় মহিলারা এ বিষয়ে শুনতে বিশেষভাবে আগ্রহী।"

আয়েশা তাঁর কালো চুলে অঙ্গুলি পরিচালনা করলেন। বললেন ঃ "আপনারা কি সত্যিই শুনতে আগ্রহী? তাহলে শুনুন।

"দু'বছর আগে আমার মা আমার বান্ধবীদের কাছ থেকে ডেকে নিয়ে একটা কামরার মধ্যে পাঠিয়ে দিলেন। আমি এসময় আমার বান্ধবীদের সাথে খেলা করছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি আল্লাহর নবীর স্ত্রী হবে। এ বিবাহ তোমার এবং আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক।'

"এটা ছিল শাওয়াল মাস। একই দিনে আল্লাহর নবীর সাথে আমাদের বাগদান সম্পন্ন হয়। আমি শুনেছিলাম, ঐ বছরটা ছিল মহানবীর নবী হওয়ার দশম বছর। পরে মুহাম্মদ মক্কায় আমাদের বাড়িতে শেষবারের মত এসে অন্য ঘরে আমার পিতার সাথে গোপনে কী কথা বলেন, তা আমি জানতে পারিনি। যা আমি জানতে পেরেছিলাম তা হল, মুহাম্মদ এবং আমার পিতা গৃহ ত্যাগ করেন এবং কয়েকদিন পর আমাকে বলা হয়, তাঁরা ইয়াছরিবে পৌঁছেছেন। আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম এবং মায়ের সাথে ইয়াছরিবে যেতে চাইলাম। অবশেষে আমার পিতা আমাদের মক্কা থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তালহার ওপর ভার দেন। আমাকে একটা উটে করে নিয়ে যাওয়া হয়। মরুভূমি ও আপাতদৃষ্টিতে সীমাহীন ঝিকিমিকি তারা সজ্জিত আকাশ দেখে আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ি। এটাই ছিল আমার প্রথম সফর। নক্ষত্রখচিত আকাশের নিচে আমরা কয়েকটা রাত মরুভূমিতে কাটাই। অবশেষে ইয়াছরিবের খেজুর গাছ আমাদের কাছে এ বার্তা বয়ে আনে যে, অতি শীঘ্রই আমরা মহানবীকে দেখতে পাব। কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আমি গোপনে আমার পিতামাতার কথোকথন শুনতে পাই। তাঁরা আমার বিয়ে সম্পর্কে কথা বলছিলেন।

"আমার পিতা বলেন, আমি আল্লাহর নবীকে বিবাহ স্থগিত রাখার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় মহরের অর্থ নেই। অতঃপর আমার পিতা তাঁকে বিয়ের খরচের অংশ হিসেবে বারোটি নির্ধারিত পরিমাণ রৌপ্য খন্ড পাঠিয়ে দেন। মহানবী বিয়ের যৌতুক হিসেবে সেই অর্থ ফেরত পাঠান এবং

www.pathagar.com

অতি অল্পদিনের মধ্যেই এখন যে বাড়িতে আছি, সেই বাড়িতে আমাদের বিয়ে হয়। আপনাদের শহরে মহানবী হিজরত করার সাত মাস পর এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।"

আয়েশা ক্ষণিকের জন্য চিন্তা করলেন। "মুত'ইম-এর পুত্র জুবায়ের-এর সাথে আমার প্রথম বাগদান হয়। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে তাঁর নবীর জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আল্লাহ স্বয়ং একটা সিল্কের কাপড়ের ওপরে আমার চিত্র তাঁকে দেখান। একাধিক বার তিনি আমাকে স্বপ্নে দেখেন এবং একজনকে বলতে শোনেন, ইনিই আপনার স্ত্রী। নবীগণের স্বপ্ন সব সময় সত্য হয়।"

আয়েশা পুনরায় চিন্তামগ্ন হলেন। "শিশুদের সাথে খেলা করার দিনটি এখনও আমার ভালমত স্মরণ আছে। আমার মা এসে আমার হাত ধরে প্রাঙ্গণ থেকে আমাকে কামরায় নিয়ে যান। তিনি আমার মুখমন্ডল ধুয়ে দেন, সিল্কের কাপড়ে ঘোমটা পরিয়ে দেন এবং অতঃপর আল্লাহর নবী যে ঘরে বসেছিলেন, সেই ঘরে নিয়ে যান। আমার কালো চুল কোমর পর্যন্ত ঝুলে ছিল। আপনাদের শহরে তারা যখন আমাকে মহানবীর সাথে বিয়ের জন্য নিয়ে যেতে প্রস্তুত হন, তখনও আমি শিশুদের সাথে খেলা করছিলাম এবং দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম। এটা ছিল আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়।"

মদীনার একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আয়েশা, মহানবীর কাছে কিভাবে ওহী নাযিল হত, তা আমাদের কাছে বলুন।"

"সে অবস্থা তাঁর জন্য অত্যন্ত ক্লেশকর এবং সকলের জন্য পরীক্ষাবিশেষ। তিনি ভীত হয়ে পড়তেন এবং তাঁর শরীর ঘেমে যেত।"

মদীনার মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "এ সময় আপনি কী করতেন?"

"এ সময় আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তাম। কারণ এ সময় মহানবীর মধ্যে সম্পূর্ণ পরিবর্তন দেখা যেত।"

অন্য আরেকজন জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আপনি কি জিবরাইলকে দেখতে পেতেন?"

"মুহাম্মদের আল্লাহর কসম, হ্যাঁ।" আয়েশা জবাব দিলেন, "একবার আমি তাঁকে দেখেছি।" আয়েশা যখন খুশি হতেন, তখন তিনি আল্লাহর নামে কসম করতেন। কিন্তু যখন তিনি রাগান্বিত হতেন, তখন ইবরাহীমের আল্লাহর নামে কসম করতেন।

মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কোন্ অবয়বে তিনি আবির্ভূত হতেন।"

"তিনি আবির্ভূত হতেন দি'য়া কালবীর (Dihya Kalbi) অবয়বে এবং তিনি মাথায় পাগড়ি পরিধান করতেন। আল্লাহর নবী বলেন, ইনি জিবরাইল।"

উম্মে দারাহ উপস্থিত মহিলাদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ "মহানবী আয়েশাকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন তাঁর প্রিয় স্ত্রী।"

আয়েশা বললেন ঃ "মহানবী নিজেই বলেছেন, তাঁরা একখন্ড সিল্কের কাপড়ের ওপর আমার মুখচ্ছবি তাঁকে দেখান।"

www.pathagar.com

আয়েশা যখন কথা বলছিলেন, সেই সময় আল্লাহর নবী সেই স্থানে প্রবেশ করেন।

তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্যগত স্নেহশীল স্বরে বললেন ঃ "অবশেষে তুমি মহিলাদের সাথে মিশতে শুরু করেছ।"

আয়েশা বললেন ঃ "আমি এখনও শিশুদের সাথে খেলতে পছন্দ করি। আমি তাদের সাথে দোলনায় দোল খেতে চাই।"

আগত মহিলারা চলে গেলেন। আয়েশাও মহানবীর সাথে প্রস্থান করলেন। তাঁর চোখে ছিল বিশেষ এক চাহনি। তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহর নবী, আমি কি আপনার প্রিয় স্ত্রী নই? আমি জানি, আমি আপনার প্রিয় স্ত্রী, কিন্তু একথা আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।"

মহানবী উত্তর দিলেন ঃ "তুমি আমার বর্তমান স্ত্রীগণের মধ্যে প্রিয়।"

আয়েশার তৎক্ষণাৎ স্মরণ হল, মুহাম্মদ সবসময় খাদীজার কথা চিন্তা করেন। এমন একদিন প্রায় নেই, যেদিন মহানবী গৃহ ত্যাগ করার সময় প্রশংসার সাথে খাদীজার কথা বলেন না। খাদীজার কথা এখনও তাঁর চিন্তায় আছে কিনা সে কথা আয়েশা জানতে চাইলেন।

তিনি বললেন ঃ "আমি কি আপনার অতীত এবং বর্তমান স্ত্রীগণের মধ্যে প্রিয় নই?"

"আমার অতীত স্ত্রীগণের মধ্যে প্রিয়? না।"

আয়েশা বললেন ঃ "আপনার জীবন থেকে আল্লাহ খাদীজাকে সরিয়ে নিয়েছেন। তাঁকে কি আপনি এখনও ভালবাসেন? আল্লাহ কি তাঁর চেয়ে উত্তম একজন স্ত্রী আপনাকে দেননি? আমি কি খাদীজার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই?"

মুহাম্মদ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন ঃ "না। তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমি কাউকে কখনও জানিনে। প্রত্যেকে যখন আমাকে প্রত্যাখ্যান করে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন সেই আমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। প্রত্যেকে যখন আমাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করে, তখন সেই আমাকে সত্যবাদী হিসেবে জানত। সব লোক যখন আমাকে সবকিছু থেকে বঞ্চিত করে, তখন সেই তাঁর সব সম্পদ আমার কর্তৃত্বে প্রদান করে। আল্লাহ আমাকে খাদীজার ঔরসে সন্তান দিয়েছেন, অন্য কোন স্ত্রীর কাছ থেকে দেননি। না, আয়েশা, আল্লাহর কসম, তাঁর চেয়ে উত্তম আমি কখনও কাউকে জানিনে। আল্লাহ খাদীজার জন্য বেহেশতে মুক্তার একটি ঘর তৈরি করেছেন।"

মহানবী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাঁর কথা বলে কামরা ত্যাগ করলেন। কিছু সময় ধরে আয়েশা মুহাম্মদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ-এর অস্তিত্বের দলিল গুটিয়ে ফেলি

'যাদেরকে তওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কত নিকৃষ্ট সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত, যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে। আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।'

- কুরআন - সূরা ৬২ ঃ ৫

মদীনা শহরে ইসলাম ধর্ম নতুন আলোর সন্ধান দেয়। হৃদয় থেকে হৃদয়ে এবং গৃহ থেকে গৃহে এ ধর্মের বাণী ছড়িয়ে পড়ে। উৎসাহী ও সংবেদনশীল যুবক-যুবতী এবং তাদের মধ্যে যারা শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার জন্য খ্যাত ছিল, তারাই এ নতুন ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আকাবায় যে পঁচাত্তর জন লোক আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেই কোন পরিবার বা গোত্রের প্রতিনিধি ছিলেন। ঐসব ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুনাফেক ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক ছিলেন সৎ এবং অকপট। মদীনায় প্রথম বছর মুসলমানদের সংখ্যা কত ছিল, তা ঠিক করে বলা যায় না। তবে সাধারণ ধারণা এই যে, এ সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল কয়েকশ'। তাঁরা অতুলনীয় উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। মুসলমানদের প্রত্যেকটি জমায়েতে তাঁরা তাঁদের মধুর ও সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন। পবিত্র কুরআনের এসব আয়াত ছিল সহজ, সরল এবং অর্থপূর্ণ। এ কারণে তাঁরা বার বার তা শোনার আগ্রহ প্রকাশ করতেন।

প্রতিদিনই এসব জমায়েতে আগত লোকের সংখ্যা বেড়ে যেত। কতিপয় প্রভাবশালী ও সম্পদশালী ইহুদীও এতে যোগ দিত। তাদের মধ্যে অনেকেই নিজের ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মদ-এর প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করে। আবদুল্লাহ বিন সালাম নামে একজন ইহুদী পন্ডিত তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কাহিনী এভাবে লিপিবদ্ধ করেন ঃ

www.pathagar.com

‘আল্লাহর নবীর আগমন সম্পর্কে আমি অনেক কথা শুনেছি এবং তাঁর নাম ও চেহারার বিবরণ সম্পর্কে আমি যথার্থভাবে জানতাম। তিনি কখন আমাদের মাঝে আগমন করবেন, তা-ও আমি জানতাম। কিন্তু কোনকিছুই আমি প্রকাশ করতাম না এবং মদীনায় তিনি আগমন করার পূর্বে এ সম্পর্কে কাউকে কিছু আমি বলিনি। কু’বায় যেদিন তিনি আমর ও আউফ গোত্রের মাঝে আগমন করেন, সেদিন একজন লোক আমাদের বাগানে এসে তাঁর আগমনের কথা বলে। সে সময় আমি ছিলাম খেজুর গাছের মাথায় এবং আমার চাচী খালিদা ছিলেন ঐ গাছের নিচে। আমি এ সংবাদ শোনার পর পরই উচ্চ স্বরে আল্লাহর প্রশংসা ঘোষণা করলাম। আমার চাচী খালিদা আমার কথা শুনে বললেন ঃ ‘তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। মূসার আগমন বার্তা পেয়ে তুমি যেভাবে খুশি হতে, তার চেয়ে বেশি খুশি হওয়া তোমার উচিৎ হয়নি।’

‘‘আল্লাহর কসম’’, আমি বললাম, ‘‘তিনি মূসার ভাই এবং একই ধর্ম ও বিশ্বাসে আস্থাবান। মূসার মত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে।’’ আমার চাচী বললেন ঃ ‘বর্তমানকালে আবির্ভূত যে নবীর কথা লোকে বলে, তিনি কি সেই নবী?’ আমি বললাম ঃ ‘‘হ্যাঁ, তিনিই সেই নবী।’’

‘‘আমি আল্লাহর নবীর গৃহে গিয়ে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করলাম। অতঃপর সেখান থেকে সোজা বাড়িতে গিয়ে আমার পরিবারের সদস্যবর্গকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করাই। কিন্তু আমার ইসলাম গ্রহণের কথা আমি ইহুদীদের কাছে গোপন রাখি। আমি মহানবীকে জানাই, ইহুদীরা অপদার্থ ও কুৎসা রটনাকারী। আমি মহানবীর কাছে তাঁর একটা ঘরে আমাকে লুকিয়ে রাখার প্রার্থনা জানিয়ে তাঁকে বলি ঃ ‘‘ইহুদীদের কাউকে ডেকে এনে আমার সম্পর্কে তাদের মতামত জিজ্ঞাসা করুন। কারণ, যখনই তারা জানতে পারবে যে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি তখনই তারা আমার দোষ-ক্রটি অনুসন্ধান করবে।

‘‘অতঃপর মহানবী আমাকে তাঁর গৃহে রেখে ইহুদীদের কয়েকজন লোককে ডেকে পাঠান। তারপর তাদের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি আমার নাম উচ্চারণ করে বলেন ঃ ‘আবদুল্লাহ বিন সালাম কী ধরনের লোক?’ তারা উত্তরে বলে ঃ ‘তিনি আমাদের সর্দার এবং আমাদের এক সর্দারের পুত্র।’

‘‘আমার সম্পর্কে তারা তাদের মন্তব্য প্রকাশ করার সাথে সাথে আমি কামরার মধ্যে প্রবেশ করি। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আমি বললাম ঃ হে ইহুদী! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের প্রতি তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা গ্রহণ কর। আল্লাহর কসম, তোমরা ভাল করেই জান, এ লোকটি আল্লাহর নবী। একথা তোমাদের পবিত্র গ্রন্থ তওরাতে নাম ও উপাধিসহ লেখা আছে। সেই কারণে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর নবী। আমি তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, আমি তাঁর কথা সত্য বলে গ্রহণ করেছি এবং আমি তাঁর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করেছি।

www.pathagar.com

“হঠাৎ করে গর্জনধ্বনি শোনা গেল। তারা চিৎকার করে বলল ঃ ‘তুমি মিথ্যাবাদী।’ অতঃপর তারা আমাকে গালি দিল ও আমার নানা দোষ-ক্রুটি উল্লেখ করল। আমি মহানবীকে উদ্দেশ্য করে বললাম ঃ ‘আমি কি আপনাকে বলিনি, তারা অপদার্থ ও কুৎসা রটনাকারী?’ তারা প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী ও লম্পট। অতঃপর আমি তাঁদের কাছে আমার, আমার স্ত্রী ও আমার চাচী খালিদার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করি।”

আবদুল্লাহর ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা পুরান হতে না হতেই মুখায়রিক-এর ঘটনা মদীনার লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী ইহুদী ও সম্পদশালী ব্যক্তি। তাঁর ছিল বহু খেজুর বাগান ও প্রভূত সম্পদ। তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘটনা ইহুদীদের মধ্যে বিস্ময়কর আলোড়ন সৃষ্টি করে। ‘ইহুদীদের মধ্যে মুখায়রিখ সর্বোত্তম’ তাঁর সম্পর্কে মহানবীর এ উক্তি শুনে তারা বিশেষভাবে ব্যথিত হয়!

ওহুদ যুদ্ধে তিনি তাঁর বিশ্বাস ও আনুগত্যের সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটান। ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয় শনিবারে। মুখায়রিখ ইহুদীদের উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ “তোমরা সব ভাল করেই জান, মহানবীকে বিজয়ী করার জন্য তোমরা সহযোগিতা করতে বাধ্য।” “আজ শনিবার” - তারা অভিযোগ করে। তিনি উত্তরে বলেন ঃ “এ ধরনের কাজে শনিবার বা অন্য কোন দিনের মধ্যে পার্থক্য নেই।”

অতঃপর তিনি অস্ত্র হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে মহানবীর কাছে যান। তিনি ঘোষণা করলেন ঃ “আমি যদি নিহত হই, আমার সব সম্পদ হবে মুহাম্মদ-এর এবং তিনি তাঁর খুশিমত তা ব্যবহার করতে পারবেন।” তারপর তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে শহীদ হন।

এ ধরনের প্রভাবশালী ইহুদীদের মুহাম্মদ-এর প্রতি আনুগত্য এবং মদীনার অন্যান্য গোত্রে ঐ লোকদের কাছে দ্রুত ইসলাম প্রচার ইহুদী নেতৃবৃন্দকে ভাবিয়ে তোলে। তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা সাধারণ সভা আহ্বানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সভায় কুবায়দা গোত্রের কা’ব বিন আশরাফ এভাবে ঘটনার বিবরণ দেন ঃ

“তোমাদের স্মরণ আছে, একটি একক সম্প্রদায় গঠনের নিমিত্তে আরব গোত্রগুলোর সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর মুহাম্মদ এ সন্ধিতে ইহুদীদের যোগ দেওয়ার কথা বললে আমি এবং আরও কয়েকজন উল্লেখ করি, মুহাম্মদ তাঁর মর্যাদা ও ধর্মকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই প্রস্তাবসমূহ উত্থাপন করেছে। আমরা তোমাদের কাছে আরও বলেছিলাম, তাঁর এ কার্য ব্যবস্থা শুধুমাত্র ইসরাইলের জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কিন্তু কেউ কেউ তাঁর সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করে। ফলে যা ঘটার কথা নয়, তাই ঘটে যায় এবং একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এখন আমার মনে হয়, এ চুক্তির ফলে যে ক্ষতি হচ্ছে, তা অন্যরাও বুঝতে সক্ষম হয়েছে। তারা স্পষ্টভাবে মুহাম্মদ ও ইসলাম থেকে

www.pathagar.com

বিপদের আশংকা করছে। প্রত্যেকে অনুধাবন করতে পেরেছে, মুহাম্মদ তাঁর নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করছেন এবং একই সাথে আমাদের লোকগুলোকে তাঁর ধর্মে দীক্ষিত করছেন।"

বনি নাযির গোত্রের হাজ্জাজ বিন আমর একই কথার প্রতিধ্বনি করে বলল ঃ "হ্যাঁ। তিনি ইসরাইলের লোকদেরকে তাঁর ধর্মের প্রতি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন। তাঁর সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে, ইহুদীদের মধ্যে দশজন যদি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহলে তাদের মধ্যে বাকী সকলেই একমত হয়ে তাদের অনুসরণ করবে।"

একই গোত্রের রাবী বিন রাবী দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন ঃ "অনেক বোকা ইহুদী কল্পনা করে, মুহাম্মদ-এর শিক্ষা তাদের নিজের ধর্ম প্রচারকে উৎসাহ যোগাবে। কারণ, উভয় ধর্মের ভিত্তিই হল মূসা ও ইবরাহীমের ধর্ম। কিন্তু তাঁরা এখন আস্তে আস্তে উপলব্ধি করছে, মুহাম্মদ তাঁর পূর্বপুরুষদের ধর্মকে বাতিল করে নিজের নতুন আইন প্রতিষ্ঠিত করছে। নামাজের সময় তারা আযানের প্রবর্তন করেছে, তারা আমাদের দশ দিন উপবাসের পরিবর্তে রমযান মাসে এক মাস রোযার প্রবর্তন করেছে। তিনি দান-কর প্রবর্তন করেছেন, কোন্টা করণীয় এবং কোন্টা বর্জনীয় তা নির্ধারণ করেছেন। তিনি নতুন দন্ড আইন প্রবর্তন করেছেন এবং ভবিষ্যতে তোমরা দেখবে, তিনি আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।"

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে সকলের অনুভূতি উত্তেজনার পর্যায়ে উপনীত হয় এবং বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

১. কয়েকজন ইহুদী মুহাম্মদ-এর কাছে গিয়ে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা করবে, কিন্তু গোপনে তারা তাদের নিজের লোকদের জন্য কাজ করবে। সা'দ বিন হানিফ এবং জায়েদ বিন লতিফকে এ কাজের ভার দেওয়া হয়।

২. তারা আউস ও খাযরাজ গোত্রের পুরাতন শত্রুতাকে পুনরুজ্জীবিত করবে। এ দু'গোত্র ও অন্যান্য অনুসারীদের সহযোগিতায় মুহাম্মদ একক সম্প্রদায় গঠন সমাপ্ত করেছেন। এভাবে ঐক্যশক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। এ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় কা'বকে।

৩. তারা মুহাম্মদ-এর কতিপয় অনুসারীকে অর্থের প্রলোভনে দলছাড়া করবে।

এ তিনটি বিষয়ে তাদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা হয়। তদুপরি তারা আরও সিদ্ধান্ত নেয়, পূর্ব সম্পর্কের সূত্র ধরে মদীনার আনসারদের নিজেদের দলে আনার জন্য তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। এ বিষয়ে রাফা'আ উপস্থিত সকলকে কতিপয় নতুন তথ্য সরবরাহ করে এবং এ বক্তব্যের মাধ্যমে তার বক্তৃতা সমাপ্ত করে ঃ "মদীনার আনসাররা মুহাম্মদ-এর প্রতি দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল নয়। ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা ও লাভের আশায় তারা তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। আমরা যদি তাদের জন্য এ ধরনের সুযোগ নিশ্চিত করতে পারি, তাহলে তারা সহজে আমাদের এজেন্ট

www.pathagar.com

হিসেবে কাজ করবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আবদুল্লাহ বিন উবাই আমাদের হাতে আছে। গোপনে গোপনে সে আমাদের চেয়ে বেশি মুহাম্মদ-এর বিপক্ষে। সে বিশ্বাস করে, আকাবার আনুগত্য যদি ঘোষণা না করা হত, তাহলে মুহাম্মদ এ শহরে কখনও আসতেন না এবং আউস ও খাযরাজ গোত্র তাকেই রাজা ও শাসক হিসেবে গ্রহণ করত। অভ্যন্তরীণ শত্রুদের কাছ থেকে যে ফল পাওয়া যায়, বাইরের শত্রুদের কাছ থেকে সে ধরনের ফল পাওয়া যায় না। মুহাম্মদ-এর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শত্রু মক্কার কুরাইশদের সাথে আমাদের কিছুটা যোগাযোগ আছে। এভাবে আমরা ভেতর ও বাইরে থেকে তাঁকে আঘাত করতে পারি। ইসরাইলের জনগণের শত শত শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা যা করেছি, সেভাবে তিনি আমাদের ধ্বংস করার পূর্বেই আমাদের উচিত, তাঁর অস্তিত্বের দলিল গুটিয়ে ফেলে তা মরুভূমির বালির গভীরে প্রোথিত করা।''

www.pathagar.com

এ হাড়টি আমাদের গলায় বিঁধে আছে

'এবং ওদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা নবীকে
ক্লেশ দেয় এবং বলে, 'সে তো কর্ণপাতকারী।' বল,
'তাঁর কান তোমাদের জন্য যা মঙ্গল তাই শোনে।'
- কুরআন - সূরা ৯ ঃ ৬১

একক সম্প্রদায় গঠন সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনের পর বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হলেও ইহুদীরা এমন ভাব প্রকাশ করে যে, তারা মুহাম্মদ-এর ধর্মের অগ্রগতি ও সাফল্যের ব্যাপারে আর অবিচলিত নয়। এ ধর্ম স্পষ্ট ও দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। দিনের পর দিন তা স্পষ্টতর ও বেগবান হয়ে ওঠে। এ ধর্মে কোন নেতি-বাচক দৃষ্টিভঙ্গি নেই, ভুল ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে করণীয় বিষয়ই এর প্রতিপাদ্য নয়। মুহাম্মদ-এর আবির্ভাব সম্পর্কে ইহুদীদের ঐশী পুস্তকে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে, তার সমন্বয়ে তিনি তাঁর 'মিশন' সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পান। কিন্তু তিনি কখনও ইহুদীদের ত্রাণকর্তা হিসেবে দাবি করেননি। ঈসা আবির্ভূত হন ইহুদীদের ত্রাণকর্তা হিসেবে। কিন্তু তাঁকে ইহুদীরা বর্জন করেছে। কিন্তু মুহাম্মদ ছিলেন একজন মহান নবী, যাঁর সম্পর্কে ইহুদীদের পুস্তকে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে।

এসব কথা ইহুদীরা ভাল করেই জানত। তবু তারা মুহাম্মদ-এর বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করে এবং ইহুদী ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়। যারা অল্পদিনের কোন প্রয়োজনে তাঁর পক্ষাবলম্বন করে, তারাও শত্রুতা শুরু করে এবং তাঁর কাজ ও ধর্মকে ধ্বংস করতে প্রয়াস পায়। এ কাজে ইহুদীরা অর্থ ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে, তারা যাদু ও যাদুমন্ত্রকে কাজে লাগায়। তারা দাবি করে, তারা মুসলমানদেরকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে। ফলে তারা আর সন্তানের পিতামাতা হতে পারবে না। তাদের এ দাবির অল্প কয়েকদিন পরেই হিজরতকারী জুবায়েরের একটি পুত্র সন্তান হওয়ায় সবকিছু মিথ্যা প্রমাণিত হয়। মুসলমানরা এ দিনটি অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে পালন করে।

www.pathagar.com

মক্কার কুরাইশদের মদীনা আক্রমণে উৎসাহিত করার জন্য ইহুদীরা তাদের কিছু লোককে মক্কায় প্রেরণ করে। তারা কুরাইশদের এ প্রতিশ্রুতি দেয় যে তারা মদীনার উপকণ্ঠে উপনীত হলে ইহুদীরা ভেতর থেকে মুহাম্মদকে আক্রমণ করে তাদের সহযোগিতা করবে। তারা মদীনার ক্ষুব্ধ সাহায্যকারীদের মধ্যে এজেন্ট পাঠিয়ে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করে, মুহাম্মদ হিজরতকারীদের প্রতি যতটা সদয় ও সহানুভূতিশীল, তাদের প্রতি তিনি কখনও সেরূপ হবেন না।

ক্রমান্বয়ে ইহুদীদের এ কূটকৌশল মদীনার বিভিন্ন গোত্রের দুর্বল লোকদের মধ্যে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে। তাদের আধা-ধর্মীয় বিশ্বাস বিলুপ্ত হয় এবং তারা মুহাম্মদ ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ঠাট্টা-তামাশায় মেতে ওঠে। বাহ্যত তারা নিজে-দেরকে মুসলমান হিসেবে চিহ্নিত করে; কিন্তু গোপনে তারা মুহাম্মদ-এর বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করে। একদিন মুহাম্মদ-এর উটটি হারিয়ে যায়। প্রত্যেকে উটের তালাশ করতে থাকে। জায়েদ বিন লাসিত বলে, "মুহাম্মদ দাবি করেন, তাঁর কাছে বেহেশত থেকে সংবাদ আসে। অথচ তাঁর নাকের ডগায় উটটির সংবাদ তিনি জানেন না এবং কোথায় খুঁজতে হবে তা-ও তাঁর জানা নেই।"

আল্লাহর নবীর কাছে কতিপয় লোক লাসিতের এ মন্তব্যের কথা বলে। উত্তরে তিনি বলেন ঃ "আল্লাহর কসম, আল্লাহ যা শিক্ষা দেন, তার বেশি আমি কিছুই জানিনে। কিন্তু এখন আমি জানতে পারলাম, আমার উটটি শা'ব উপত্যকায় রয়েছে এবং তার লাগাম একটি গাছের সাথে আটকে গেছে।" এবং সত্য সত্যই মুসলমানরা নির্ধারিত স্থানে গিয়ে উটটিকে সেই অবস্থায় দেখতে পায়।

দলত্যাগীদের কার্যকলাপ ভন্ডামি হিসেবে বিবেচিত এবং তাদের গোপন সমা-লোচনা মহানবীকে দারুণভাবে মানসিক পীড়া দেয়। হিজরতের প্রথম বছরে এবং পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর চরম শত্রুদের সাথে মোকাবেলার চেয়েও দলত্যাগীদের ভন্ডামিপূর্ণ কাজে বিশেষভাবে ব্যথিত হন। এ লোকগুলো ছিল বাহ্যিকভাবে মুসলমান, তারা মসজিদে জমায়েত হত, মুসলমানদের সাথে আলোচনায় মিলিত হত এবং অতঃপর তারা মুসলিমদের পশ্চাতে হাসি-ঠাট্টা করত ও তাদের সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করত। একদিন মসজিদে এক বড় জমায়েতে তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মুসলমানদের সাথে বসেছিল এবং তারা একটা ঘটনা ঘটাবার চিন্তায় ছিল। এটা প্রকাশ পাওয়ায় মহানবী তাদেরকে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এ লোকদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ৬৩ নম্বর সূরা 'মুনাফিকুন' এবং ২ নম্বর সূরা 'বাক্বারা'র প্রথম দিককার একশ' আয়াত পর্যন্ত নাযিল হয়। পবিত্র কুরআনের এ আয়াতগুলোর মধ্যে লোকগুলোর কথা, কাজ ও উদ্দেশ্য এবং মহানবীর ব্যথিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের ঐসব আয়াতে যে বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে, তা হল তাদের মিথ্যা কথন ও আনুগত্যহীনতা, ধর্মান্তরিত হওয়ার পর ধর্মত্যাগ, পবিত্র

www.pathagar.com

যুদ্ধের সময় অজুহাত প্রদর্শন এবং তাদের অন্যান্য কার্যাবলী। মহানবী এসব লোককে আখ্যায়িত করেন অসুস্থ ও রুগ্ন হৃদয়ের অধিকারী হিসেবে।

এ মুনাফেক দলের নেতা ছিল আবদুলাহ বিন উবাই। সূরা মুনাফিকুন-এর অধিকাংশ আয়াত তার সম্পর্কেই নাযিল হয় বলে কথিত আছে। তাদের এক গোপন জমায়েতে উবাই ইহুদীদের প্রতি নির্দেশসূচক এক ভাষণে বলে ঃ "তাদের প্রতি মুহাম্মদ-এর কোন আস্থা নেই।" ইহুদীদের উত্তেজিত করার জন্যই সে একথা বলে। সে বলে ঃ "তাঁর (মুহাম্মদ) দৃষ্টি, আশা ও আস্থা হিজরতকারী ও সাহাবীদের জন্যই এবং তিনি তাঁদেরকে মূল অনুসরণকারী হিসেবেই গণ্য করেন। সার্বিক বিজয় অর্জন করার পর তিনি তোমাদের এখান থেকে তাড়িয়ে দেবেন।"

রুওয়াই বিন হারিছ তার একথা সমর্থন করে বলে যে দামেস্ক সড়ক বরাবর এবং মক্কাভিমুখী কুরাইশদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার জন্য যেসব দল গঠন করা হয়েছে, তার সব ক'টিতে রয়েছে হিজরতকারী। এসব দলে একজন মদীনা-বাসীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সে বলতে থাকে ঃ "তোমাদের কি স্মরণ আছে, মক্কায় কুরাইশ কর্তৃক আটক-কৃত দু'জন অনুসারীকে উদ্ধার করার জন্য তিনি কী ধরনের কষ্ট স্বীকার করেছিলেন? আমাকে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র হিজরতকারীদের এক জমায়েতে তিনি খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনি চিৎকার করে বলেন, 'তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য কে তাঁর সাথে যোগ দেবে? ওয়ালিদ বিন মুগীরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসেন। তিনি মক্কায় গিয়ে একজন মহিলার সাহায্যে জানতে পারেন, কোথায় তাদের আটকে রাখা হয়েছে এবং রাতেই তাদেরকে মুক্ত করে তিনি ফিরে আসেন।' সুতরাং আমি যা বলি, তা মন দিয়ে শোন। তোমাদের নিজের জীবনের ভিত্তিকে তোমরা নষ্ট কর না। বরং সময় অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই তোমাদের ওপর আপতিত বিপদ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ কর।"

নাবতাল বিন হারিছ তাদের মত সমর্থন করে। সে বলল ঃ "আমি জানি, তোমার সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের লজ্জাকর বিষয় তাঁকে বলা হয়েছে এবং তাঁর মনকে বিষাক্ত করা হয়েছে। তিনি গুজবের প্রতি বিশেষ নজর দেন এবং যা শোনেন, তা বিশ্বাস করেন।"

উমিদ বিন সা'দ বলল ঃ "আমি শুনেছি, মুহাম্মদ একথা বলেছেন, যদি কেউ শয়তানকে দেখতে চাও, তাহলে নাবতালকে দেখ। মুহাম্মদ গুজবে কান দেন বলে যে মন্তব্য তুমি করেছ, সে সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ 'এবং ওদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে 'সে তো কর্ণপাত-কারী।' বল, 'তার কান তোমাদের জন্য যা মঙ্গল, তাই শোনে।' সে আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং মু'মিনদের বিশ্বাস করে, তোমাদের মধ্যে যারা মু'মিন, সে তাদের জন্য রহমত এবং যারা আল্লাহর রসূলকে ক্লেশ দেয়, তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।" কুরআন - সূরা ৯ ঃ ৬১

www.pathagar.com

হারিছ বিন সুয়াইদ বলল ঃ "আমিও শুনেছি, মুহাম্মদ একদা বলেছেন যে, জিবরাইল তাঁকে একথা বলেছেন, 'একজন লোক আপনার পাশে বসবে। লম্বা, কালো, কোকড়ানো চুল এবং রক্তিম গাল। তার রক্তিম চোখ তামার পাত্রের মত লাল এবং তার মন গাধার চেয়ে কঠিন। সে আপনার সব কথা মুনাফেকদের কাছে বলে দেবে। সুতরাং তাকে এড়িয়ে চলুন।'

"তাঁর অনুসারীরা একথা আপনার কাছে বলতে বলেছে। কিন্তু এসব কথা আমাদের এখন বিবেচ্য নয়। আবদুল্লাহ্ বিন উবাই যা বলেছে, সেকথা সমর্থন করে আমি আরও কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কয়েক মাস আগে মুহাম্মদ এখানে আসার পর যেসব ঘটনা ঘটেছে, তা আপনাদের স্মরণে আছে। স্মরণ করুন, তিনি কিভাবে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও সমঝোতা-মূলক মনোভাবের কথা এবং ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের কথা বলতেন। তিনি আরববাসী ও ইহুদীদের মধ্যে সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা করেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তাঁর কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে। গত মাসের (শীতকাল) মাঝামাঝি সময়ে তিনি দামেস্ক বরাবর সড়ক পাহারা দেওয়ার জন্য হামযার নেতৃত্বে ত্রিশজন হিজরতকারীকে পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল সিরিয়া প্রত্যাগত আবু জাহলের নেতৃত্বে উটের বহরকে বাধা দেওয়া এবং সম্পদ লুণ্ঠন করা। কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারে, কুরাইশদের সংখ্যা তিনশ' এবং তাদের চেয়ে শক্তিতে বেশি, তখন তারা একজন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে শান্তি আলোচনা করে। ফলে একটা অনিবার্য যুদ্ধ এড়ান সম্ভব হয়। মুসলমানদের এ দলে মুহাম্মদ মদীনার একজন সাহায্যকারীকেও অন্তর্ভুক্ত করেননি। এক মাস পর মুহাম্মদ উবায়েদ বিন হারিসের নেতৃত্বে আগের তুলনায় দ্বিগুণ সংখ্যক লোকের এক দলকে পাঠান। কিন্তু এদের মধ্যেও কোন মদীনাবাসী সাহায্যকারী ছিল না। তারা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে দু'শ লোকের একটি দলের মোকাবেলা করে। ছোট ধরনের একটা যুদ্ধ সংঘটিত হয়; কিন্তু মুসলমানরা যুদ্ধলব্ধ মাল অধিকার করতে ব্যর্থ হয় এবং তারা খালি হাতে প্রত্যাবর্তন করে।

"সা'দ বিন ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে কুড়িজনের যে একটি শক্তিশালী দল গঠন করা হয়, সেখানেও কোন মদীনাবাসী সাহায্যকারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

"সুতরাং তোমাদের ওপর যার আস্থা নেই, সেই লোকটিকে তোমরা সাহায্য করছ কেন?"

এ ধরনের কথার প্রভাব পড়তে দেখা যায়। প্রায় পঞ্চাশজন মুনাফেক লোকের এ সমাবেশে নীরবতা বিরাজ করে। অবশেষে হাদান বিন খালিদ নীরবতা ভঙ্গ করে ঃ "ভ্রাতৃপ্রতিম ইহুদীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে একটি সমন্বিত প্রয়াস চালানোর ব্যাপারে আমাদের আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করা উচিত নয়। সুযোগ থাকতেই আমাদের এ কাজ করতে হবে।"

www.pathagar.com

অন্য যারা বৈঠকে উপস্থিত ছিল, তারা সবাই এ কথা সমর্থন করে। নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য তারা তাদের প্রতিনিধি নিয়োগ করে। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, মুহাম্মদ-এর অনুগত বাহিনী আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে হবে। শায়িজ বিন কায়েস নিজেই এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ইহুদীদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ লোক বলল ঃ "আমাদের কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে যদি নিশ্চিত হতে পারি, তাহলে বাইরে থেকে কুরাইশ এবং ভেতর থেকে আমাদের সমন্বিত আক্রমণে মুহাম্মদের বিষয়টি চিরতরে নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। আমরাও তখন আমাদের গলা থেকে হাড়টি তুলে ফেলতে পারব।"

www.pathagar.com

তরবারি নয়, অশ্রুর ঝলকানি

'কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। আর আল্লাহ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁর পানেই তোমরা সবাই ফিরে যাবে।'

- কুরআন - সূরা ২ ঃ ২৪৫

এ গোত্র দু'টির ওপর যে আঘাত হানা হয়েছিল, তা সম্প্রতি তারা সামলে ওঠে। ইসলামের বাণী তাদেরকে ধর্মীয় বিশ্বাসে বলীয়ান করে তোলে এবং তাদের মধ্যে তারা ঐক্য গড়ে তোলে। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে তারা দেখতে পায় এক নূর, এক বেহেশত, এক আল্লাহ এবং এক জীবন; যে জীবনের শুরু ও সমাপ্তি একই ধরনের ও একই বর্ণের। তদুপরি একক সম্প্রদায়ের গঠন ও ভ্রাতৃত্বের সন্ধি তাদের প্রত্যেকের ওপর এক ভিন্ন ধরনের প্রভাব বিস্তার করে।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও শায়িজ বিন কায়েস তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত হয়নি। সে তার দায়িত্ব পালনে এতটুকু ইতস্তত করেনি বা কর্তব্য কাজ থেকে পিছপা হয়নি। সে উভয় গোত্রের দোদুল্যমান সদস্যদের মাধ্যমে কাজ শুরু করে, তাদের যুবক দলের বৈঠকে যোগদান করে, সে বিভিন্ন ধরনের চক্রান্তে লিপ্ত হয়। ইহুদীদের যে বৈঠকের কথা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি, সেই বৈঠক সমাপ্তির কিছুদিন পর সে তার সাথে যোগদান করা খারেজীদের নিয়ে দু'টো সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করার কাজে আত্মনিয়োগ করে।

একদিন তাদের মধ্যে কয়েকজন ইসলামের আলো ও আল্লাহর নূর নিয়ে আলাপ করছিল। হঠাৎ সেখানে আউস গোত্রের একজন বৃদ্ধ লোক উপস্থিত হল। তিনি বললেন ঃ "আমার খারেজী ভাইয়েরা! আমি তোমাদের সাহায্য চাই। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে, কয়েকজন কর্মঠ লোককে আমার জমিতে কাজ করার জন্য প্রদান করতে পার? গত মহামারীতে আমি আমার একমাত্র পুত্রকে হারিয়েছি। আমি আমার উট ও গরু একজন ইহুদীর কাছে বন্ধক দিয়েছি। আমি যদি তার ঋণ পরিশোধ করতে না পারি, তাহলে আমি আমার সব সম্পদ হারাব।"

www.pathagar.com

তাঁর কথা প্রত্যেকে সহানুভূতির সাথে শুনল এবং তাঁর অনুরোধ রক্ষায় সম্মত হল। তারা তাঁকে কয়েকজন যুবক লোককে দেখিয়ে তার মধ্য থেকে তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী লোক গ্রহণ করার অনুরোধ জানাল। ইহুদীর কাছ থেকে উট ও গরু ফিরিয়ে আনার জন্যও তারা তাঁকে অর্থ দিল। তাদের মধ্যে অনেকে তাদের পকেট থেকে রোমান ও পার্শিয়ান মুদ্রা বের করে বৃদ্ধ লোকটিকে প্রদান করল। অতঃপর একজন খারেজী পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত উচ্চস্বরে পাঠ করল এবং অন্য সকলেই অবনত মস্তকে তা শ্রবণ করল ঃ "কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? তিনি তার জন্য তার বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। আর আল্লাহ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁর পানেই তোমরা সবাই ফিরে যাবে।"

কুরআন - সূরা ২ ঃ ২৪৫

শায়িজ তার ইহুদী সঙ্গীদের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

সে বলল ঃ "গোত্রের লোকগুলো যখন এমনই ঐক্যবদ্ধ এবং একে অন্যের প্রতি উদার মনোভাবাপন্ন, তখন আল্লাহর কসম, আমাদের জন্য আশার কিছু নেই।"

শায়িজ এ দলটির সাথে যত বেশি সম্ভব মেলামেশার নির্দেশ দিয়ে ইহুদীদের বলে, তারা যেন তাদের কাছে ক্রমাগতভাবে 'বুয়াস'-এর দিনের কথা (উভয় গোত্রের মধ্যে সংঘটিত বিখ্যাত যুদ্ধ) উল্লেখ করে এবং উভয় গোত্রের ঐতিহ্যগত বীরগাথামূলক কবিতা আবৃত্তি করে। ফলে তাদের মধ্যকার ঘৃণা ও প্রতিশোধমূলক স্পৃহা পুনরায় জাগ্রত হতে পারে এবং সত্যি সত্যিই তা একবার ঘটে যায়। কয়েকজন সহযোগীর সহযোগিতায় এ ইহুদী উভয় গোত্রের মধ্যকার অসন্তোষকে বাড়িয়ে দেয় এবং তাদের যুবক দলের এক বৈঠকে উভয় গোত্রের অতীত যুদ্ধ এবং একই সাথে উভয় গোত্রের বীরত্বব্যঞ্জক কাজও আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়। আউস গোত্রের একজন লোককে শায়িজ উভয় গোত্রের সংঘর্ষের পুরো ঘটনা শুরু থেকে বর্ণনা করার আহ্বান জানায়।

ঐ কাহিনী উভয় গোত্রের লোকদের অনুভূতিকে উত্তেজিত করে। কারণ সে উভয় গোত্রের বীরদের স্মরণে রচিত বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা আবৃত্তি করে। উভয় গোত্রের কয়েকজন বৃদ্ধ লোক অতীতের ঘটনা নিয়ে বেশি আলোচনা না করার এবং তাদের পূর্বপুরুষদের মতবিরোধের কথা ভুলে যাওয়ার আহ্বান জানাল।

তারা বলল ঃ "অন্যান্য মুসলমানের মত আজ উভয় গোত্রই এক এবং একক সম্প্রদায়।"

ইহুদী উত্তর দিল ঃ "তা হতে পারে না। প্রত্যেক গোত্রই তার আপন অতীত গৌরব নিয়ে বেঁচে থাকে। আরবদের ঐতিহ্য সংরক্ষণের অর্থই হল প্রাচীন বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীর স্মৃতি সংরক্ষণ।"

একজন খারেজীর দিকে তাকিয়ে সে পুনরায় বলতে শুরু করল ঃ "বুয়াস যুদ্ধ সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন। আউস ও আপনাদের গোত্রের মধ্যে চল্লিশ দিনব্যাপী সংঘটিত ঐ যুদ্ধ কি সবচেয়ে বড় যুদ্ধ ছিল না?"

www.pathagar.com

খারেজী উত্তর দিল ঃ "যুদ্ধের শুরুতে বিজয় আমাদেরই পক্ষে ছিল। সূর্যের কিরণে আমাদের তরবারির ঝলকানি দেখতে পাওয়ার সাথে সাথে তারা তাদের চোখের সম্মুখে আমাদের প্রতিহিংসার চক্ষুও দেখতে পায়। যুদ্ধে আমাদের লোকদের তুলনাহীন সাহস তারা লক্ষ্য করে। মরুভূমির অসংখ্য বালুকণার মত তারা যখন তাদের লোকদের মৃতদেহ দেখতে পায়, তখন আউস গোত্রের লোকেরা পালিয়ে যায়। তারা নযদগামী আরিস্-এর পথ অনুসরণ করে।"

আউস গোত্রের একজন বলল ঃ "কিন্তু বিজয়ের মুহূর্তে তারা পরাজিত হয়।"

খারেজী উত্তর দিল ঃ "হুদায়ের যদি না থাকত এবং সে যদি মরিয়া হয়ে শেষ পন্থা অবলম্বন না করত, তোমাদের সকলেই ধ্বংস হয়ে যেত।"

ইহুদী লোকটি জিজ্ঞাসা করল ঃ "শেষ উপায় কী?"

খারেজী লোকটি উত্তর দিল ঃ "আউস গোত্রের লোকেরা যখন পালিয়ে যেতে উদ্যত হয়, আমাদের যোদ্ধারা তখন বিদ্রূপ করে বলে, 'তোমরা কোথায় পালাচ্ছ, নযদই কেবল তোমাদের জন্য নিরাপদ।' কিন্তু এ সময় তাদের তেজস্বী ও সাহসী দলনেতা হুদায়ের পরিস্থিতি লক্ষ্য করে গভীরভাবে মর্মাহত হন এবং নিজের উরুতে তিনি তাঁর বল্লম দিয়ে আঘাত করেন। অতঃপর তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে যান। তিনি চিৎকার করে বলেন ঃ 'আমি এখানেই মৃত্যুবরণ করব। আউস গোত্রের লোকেরা, তোমরা যদি চাও আমি শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করি তাহলে তোমরা পালিয়ে যাও।' এ ঘটনায় আউস গোত্রের লোকেরা ফিরে দাঁড়ায় এবং পুনরায় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। এমন মরিয়া হয়ে তারা যুদ্ধ করে যে, তারা বিজয়ী হয়। তারা সাহসী নয়, তাদের সাহসিকতা উদ্রেক করার জন্য প্রয়োজন ছিল বাহ্যিকভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপনের।"

আউস গোত্রের একজন লোক চিৎকার করে বলল ঃ "তুমি সম্পূর্ণ ভুল বলছ। আমরা এখানে এবং এখনই বুয়াস যুদ্ধ পুনরুজ্জীবিত করার জন্য প্রস্তুত আছি। আমরা তোমাদের দেখাতে পারি, আমাদের সাহস স্বাভাবিক এবং এর জন্য কোন উৎসাহের প্রয়োজন হয় না।"

খাযরাজ গোত্রের একজন যুবক প্রত্যুত্তরে বলল ঃ "তাহলে আমরাও প্রস্তুত আছি।"

আউস গোত্রের একজন বলল ঃ "আগামীকাল এক যুদ্ধে আমরা আমাদের সাহস তোমাদের দেখাব।"

খাযরাজ গোত্রের একজন ক্রুদ্ধ হয়ে বলল ঃ "এটা আমাদের গোত্রের প্রতি অপমানজনক কথা।"

আউস গোত্রের একজন চিৎকার করে বলল ঃ আমরা আমাদের রক্ত দিয়ে যে কোন লজ্জা বা অপমানকে মুছে ফেলব।"

আউস গোত্র থেকে আউস বিন কায়িজি এবং খাযরাজ গোত্র থেকে জব্বার বিন সাখার পরস্পরকে চ্যালেঞ্জ করে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। তারা তাদের ঘোড়ার

www.pathagar.com

দিকে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে বলতে থাকে ঃ "আগামীকাল আমরা জাহিরাতে মিলিত হব।" উপস্থিত লোকেরাও চিৎকার করল ঃ "জাহিরা, জাহিরা।" খাযরাজ গোত্রের লোকেরা বলল ঃ "তোমরা তোমাদের সাথে অস্ত্র নিয়ে এস।" আউস গোত্রের লোকেরাও উত্তর দিল ঃ "অস্ত্র নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে।"

যুবক যোদ্ধারা যখন গৃহে ফিরে যায় তখন তাদের মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা লক্ষ্য করা গেল। সারারাত ধরে অস্ত্রে ধার দেওয়া হল। দীর্ঘ সময় ধরে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় যুবকরা অস্থির হয়ে উঠল।

পরদিন তারা সবাই একটা স্থানে এসে মিলিত হল। তারা ছিল অস্ত্র সজ্জিত এবং তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিল। প্রত্যেকে তাদের বিপক্ষ দলের লোককে বেছে নিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে মুহাম্মদ তাঁর কয়েকজন সঙ্গীসহ ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি একটি উঁচু পাথরের ওপরে দাঁড়ালে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সবাই তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল।

মুহাম্মদ উচ্চস্বরে বললেন ঃ "হে মুসলমান! আল্লাহর কসম, আমি এখানে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তোমরা কি জাহেলিয়াতের যুগে ফিরে যাবে? আল্লাহ যখন তোমাদের ইসলামের পথে পরিচালিত করেছেন তখনও তোমরা কি জাহেলিয়াতের যুগে ফিরে যাবে? তিনি তোমাদেরকে উপহার হিসেবে ইসলাম দিয়েছেন। তিনি জাহেলিয়া যুগের প্রথা ও অভ্যাসকে বাতিল করেছেন। তিনি তোমাদের পৌত্তলিকতা থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি তোমাদের অন্তরকে দয়া ও ভালবাসা দিয়ে পূর্ণ করেছেন।"

তাঁর প্রতিটি কথাই ছিল সূর্যের আলোকরশ্মির মত শাণিত এবং তা তাদের অন্তর থেকে প্রতিশোধ ও ভ্রাতৃঘাতীমূলক কালো মেঘকে বিদূরিত করল। তারা তাদের তরবারি নামিয়ে ফেলল। তারা বুঝতে পারল, তাদের শত্রুর ধ্বংসাত্মক কাজের ফলেই তাদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। আউস ও খাযরাজ গোত্রের সকলেই একে অন্যকে আলিঙ্গন করে কাঁদতে শুরু করে দিল। আল্লাহর নবী তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন ও তাদের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর তিনি শহরে ফিরে এলেন। তাঁকে অনুসরণ করল উভয় গোত্রের যুবক যোদ্ধারা। এভাবেই অস্ত্রের ঝলকানি তাদের আনন্দাশ্রুর পথ করে দিল। শায়িজ বিন কায়েস চক্রান্তের যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তা নির্বাপিত হল।

www.pathagar.com

নবীর শহরে কী ঘটেছিল

'পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পুণ্য নেই। তিনিই পুণ্যবান, যিনি আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন....।'

- কুরআন - সূরা ২ ঃ ১৭৭

হিজরতের পর আমরা এখন দ্বিতীয় বছরে উপনীত হয়েছি। পূর্বের সব দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের পর হিজরতের প্রথম ছয় মাস মুহাম্মদ-এর জীবন ছিল শান্তিপূর্ণ। মুহাম্মদ-এর তেইশ বছরের মিশনারী জীবনে এ ছয় মাসই ছিল একমাত্র শান্তিপূর্ণ। সত্য প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর ইবাদতের জন্য পুনরায় সংঘর্ষ ও যুদ্ধের সূচনা হয়। মুহাম্মদ-এর শত্রু ও ইসলামের বিরুদ্ধাচারীদের সংখ্যা ছিল অনেক। এ শত্রুদের মধ্যে ছিল ইহুদী, মুনাফেক ও মক্কার কুরাইশরা। এরা ছিল শক্তিশালী ও প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী। মুহাম্মদ ও তাঁর শিক্ষাকে ধ্বংস করার জন্য তারা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু মুহাম্মদ তাঁর মিশন সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে আস্থাবান ছিলেন। কোন শক্তি তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসকে ধ্বংস করতে পারবে না। তিনি মৃত্যুকেও পরাভূত করার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কাজ ছিল মুসলমান সম্প্রদায়কে একটি স্থায়ী কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত করা। বাস্তবিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে, মুহাম্মদ মরেন না, মরবেন না। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর অনুসারীর সংখ্যা কখনও চল্লিশ হাজার অতিক্রম করেনি। এখন এ সংখ্যা চারশ' মিলিয়নের ওপর। পরবর্তী এক হাজার বছরে এ সংখ্যা এক হাজার মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে। যতদিন মানব জাতির অস্তিত্ব থাকবে ততদিন তাঁর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ও থাকবে।

সত্যের ক্ষমতা এমনই হয়। সকল শক্তি, এমন কি সময়ের চেয়েও বেশি শ্রেষ্ঠ হল সত্য। সত্য সবকিছুকে ধ্বংস করে, সবকিছু প্রতিবন্ধক বা বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাভূত করে। মুহাম্মদ-এর ইসলাম ছিল এ শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী। চৌদ্দশ' বছর ধরে তিনি মানব জীবনকে প্রভাবিত করেছেন এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

www.pathagar.com

হিজরতের দু'বছরের মধ্যে নবীর শহরে কী ঘটেছিল, তা জানার জন্য পাঠকদের কৌতূহল হতে পারে। তাঁরা লক্ষ্য করবেন, এ সময়ে ইসলামের নীতি ও বিশ্বাস এবং বিশ্বাসীগণের জাগতিক উন্নতি কতটা পরিব্যাপ্ত ও উন্নত হয়েছিল। প্রথমেই লক্ষ্য করা যাক পবিত্র কুরআনের দিকে। তাঁর পাশে জমায়েত হওয়া ক্ষুদ্র এ দলের লোকদের তিনি কি শিক্ষা ও উপদেশ দিয়েছিলেন।

হিজরতের প্রথম বছরে ৪টি সূরা নাযিল হয় - ১. সূরা কদর, ২. সূরা জুম'আ, ৩. সূরা মুনাফিকুন এবং ৪. সূরা তালাক। হিজরতের দ্বিতীয় বছরে অর্থাৎ বদর যুদ্ধের বছরে নাযিল হয় তিনটি সূরা - ১. সূরা সাফ্‌ফ, ২. সূরা হাদীদ এবং ৩. সূরা বাইয়্যিনা। সূরা কদর-এ কদর রাতের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। এ রাতেই পবিত্র কুরআন নাযিল হয় এবং এ রাতেই একটি আলোর শিখা সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করে দেয়। "সেই রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে, তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।" কুরআন - সূরা ৯৭ ঃ ৪

সূরা জুম্‌'আ তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে বলা হয়েছে, আল্লাহ লোকদের মধ্যে একজন নবী প্রেরণ করেছেন যিনি প্রথম অনুসারীদের পবিত্র করবেন এবং পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেবেন আর এ নিশ্চয়তা প্রদান করবেন যে, যারা এ দলে শামিল হবে তারা উপকৃত হবেন। দ্বিতীয় অংশে মুসলমানদেরকে ইহুদীদের পতন সম্পর্ক বলা হয়েছে। 'যাদেরকে তওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল অতঃপর তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হল পুস্তক বহনকারী গর্দভ! কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর, আয়াতকে মিথ্যা বলে.....।' (কুরআন - সূরা ৬২ ঃ ৫১)। তৃতীয় অংশে একত্রে নামাজ পড়া সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'হে মু'মিনগণ! জুমার দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর।' কুরআন - সূরা ৬২ ঃ ৯

সূরা মুনাফিকুন-এ সেই দলের লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা অন্য সবার চেয়ে মুহাম্মদকে বেশি আঘাত করেছিল। নবীর ব্যাপারে তাদের মিথ্যা সাক্ষ্য সম্পর্কে প্রথম অংশে দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে '........আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, মুনাফেকগণ অবশ্যই মিথ্যাবাদী।' (কুরআন - সূরা ৬৩ ঃ ১) তারা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে শুধুমাত্র তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য। বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেও তারা পৌত্তলিকতা অনুসরণ করতে থাকে। 'এটা এজন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেওয়া হয়েছে, পরিণামে তারা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।' কুরআন - সূরা ৬৩ ঃ ৩

সূরা তালাক এ ঘোষণা দিয়ে শুরু হয়েছে - 'তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফের এবং কেউ মুমিন....।' (কুরআন - সূরা ৬৪ ঃ ২)। অবিশ্বাসীদেরকে তাদের মন্দ কাজের জন্য সতর্ক করে দেওয়া

www.pathagar.com

হয়েছে, আর বিশ্বাসীদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে আত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করার জন্য। আত্মিক দিক থেকে পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য তাদেরকে জাগতিক বিষয়ে আত্মনিয়োগ না করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এ সূরার দ্বিতীয় অংশে আল্লাহ বিশ্বাসীদের উপদেশ দিয়েছেন আল্লাহর নবীকে মেনে চলার জন্য। তিনি তাদেরকে জাগতিক চক্রান্তে খারাপ পথে না চলারও আহ্বান জানিয়েছেন। 'তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর, শোন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণে, যারা অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

কুরআন - সূরা ৬৪ ঃ ১৬-১৮

সূরা সাফ্ফ নাযিল হয় দ্বিতীয় হিজরীতে। এ সূরায় বিশেষভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রাখা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে। 'যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।' (কুরআন - সূরা ৬১ ঃ ৪)। এ সূরার প্রথম অংশে মূসা ও ঈসার পয়গম্বরী সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাঁরা উভয়ে জনগণের কাছে আল্লাহর বাণী নিয়ে আসেন। ঈসা আরও একটি আনন্দের সংবাদ নিয়ে আসেন, তা হল, তাঁর পর একজন নবী আসবেন, যাঁর নাম মুহাম্মদ হবে। সূরার দ্বিতীয় অংশে সত্য ও আল্লাহর পথে মানুষকে যুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। 'হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদের রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি হতে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে। এই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে।' কুরআন - সূরা ১৬১ ঃ ১০-১১

সূরা হাদীদ-এ সর্বপ্রথম আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রশংসার কথা বলা হয়। 'আকাশ-মন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই; তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।' (কুরআন - সূরা ৫৭ ঃ ১-৩)। অতঃপর তিনি মুসলমানদের আসন্ন বিজয় সম্পর্কে আভাস দেন এবং মহানবীর কয়েকজন অনুসারীর উদ্দেশ্যে মৃদু ভর্ৎসনা করেন ঃ "তোমরা আল্লাহর পথে কেন ব্যয় করবে না? আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ওদের অপেক্ষা,

www.pathagar.com

যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।' (কুরআন - সূরা ৫৭ ঃ ১০)। এ সূরার দ্বিতীয় অংশে আল্লাহ মুনাফেক নারী ও পুরুষদের সম্পর্কে বলেছেন. 'সেদিন মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারী মুমিনদের বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যেন আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি।' বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর।' অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর, যেখানে একটি দরজা থাকবে, তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি। মুমিনদেরকে ডেকে মুনাফেকরা জিজ্ঞেস করবে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ'। কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ, তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং অলীক আকাংখা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল আল্লাহর হুকুম না আসা পর্যন্ত; আর মহাপ্রতারক তোমাদের প্রতারিত করেছিল আল্লাহ সম্পর্কে।' (কুরআন - সূরা ৫৭ ঃ ১৩-১৪)। এ সূরার তৃতীয় অংশে জাগতিক আনন্দের অস্থায়ী প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং এসব আনন্দ যে সত্য ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করবে, সে সম্পর্কে সতর্কবাণী করা হয়েছে। 'তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ও ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়; এর উপমা বৃষ্টি, যদ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদের চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।'

কুরআন - সূরা ৫৭ ঃ ২০

সাতটি সূরার সর্বশেষ সূরা বায়্যিনায় আল্লাহ পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তাঁরা জনগণের নিকট প্রেরিত হন এবং তাঁদের ওপর কিতাবও নাযিল হয়। 'তাঁরা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে, এটাই সঠিক দ্বীন।' কুরআন - সূরা ৯৮ ঃ ৫

হিজরতের প্রথম দু'বছরে নাযিলকৃত সূরাগুলো সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব, ঐসব সূরার মধ্যে দু'টি মৌলিক নীতি রয়েছে। একটি হল ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য মূলনীতি ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা এবং অপরটি হল তাদের আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যকে উজ্জীবিত করা, যেন তারা তাদের সম্মুখে যেসব যুদ্ধ আছে, তার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে। এসব যুদ্ধই তাদের তের বছরের ধৈর্য ও নীরবতার অবসান ঘটায়। এ দু'বছরে যেসব মৌলিক নীতি ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়, তা এরূপ ঃ

www.pathagar.com

১. প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। পূর্বে দু'ওয়াক্ত নামাজ এবং সফরের সময় সংক্ষিপ্ত নামাজের অনুমতি ছিল।

২. নামাজের পূর্বে পানি বা বালু দিয়ে প্রয়োজনীয় অজু করা।

৩. শুক্রবার জুমআর নামাজ।

৪. প্রথম বছর জেরুসালেমের দিকে মুখ করে নামাজ পড়া এবং পরবর্তী পর্যায়ে মক্কার দিকে কিবলা পরিবর্তন।

৫. প্রথম বছরে দশ দিন রোযা পালন এবং দ্বিতীয় বছরে পুরো রমযান মাসে রোযা পালন।

৬. ঈদুল ফিতর উৎসবের প্রতিষ্ঠা। উৎসবের সময় প্রত্যেক মুসলমানকে গরীবদের ফিতরা দিতে হত।

৭. নামাজের পূর্বে আযান শুরু।

৮. ঈদুল-আযহা উৎসবের শুরু এবং হজ্জের অংশ হিসেবে কুরবানী করা।

৯. যাকাত। প্রত্যেককে তার সম্পদ থেকে গরীবদের জন্য নগদ অর্থ বা মাল দিতে হত।

ঐ সময় এ ধরনের মৌলিক নীতি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। একই সময় ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুসলমানদের প্রতি মহানবী আহ্বান জানাতেন। পবিত্র কুরআনেও এ ধরনের আহ্বান জানানো হয়।

দশ বছর ধরে মুহাম্মদ মক্কায় কুরাইশদের অপমান ও আক্রমণ সহ্য করেন। পবিত্র কুরআনে তাঁর অনুসারীগণকে বার বার তাগিদ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেন তাঁদের বাহ্যিক আচরণ ও কথাবার্তায় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে। তাঁরা তাঁদের অস্ত্র ব্যবহারের জন্য কতটা আগ্রহী ছিল, সেটা বড় কথা নয়। কারণ, মুহাম্মদ তাদের অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেননি। কিন্তু দুষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে চিরদিন তাঁদের পক্ষে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব ছিল না। শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতের অপরাধে তাদের পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের হত্যা করা হয়েছে, লুণ্ঠন করা হয়েছে এবং নিজ নিজ গৃহ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। এসব দেখে তাঁরা শান্ত থাকবে - এমন আশা করা ঠিক নয়।

মুহাম্মদ সব সময় ঘোষণা করতেন, আল্লাহর ইবাদতে কোন জোর বা বাধ্য-বাধকতা নেই। প্রত্যেককে তার নিজ বিশ্বাস ও শিক্ষা অনুযায়ী ধর্ম বেছে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত। কিন্তু কুরাইশরা এ ধর্মীয় স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে নেয়নি। তারা ঘোষণা করে, হুবল এবং কা'বার অন্যান্য মূর্তি সব সময় তাদের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন থাকবে এবং তাদের উপাসনায় কোন গাফেলতি চলবে না।

মুহাম্মদ যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন নবীর শহর ও মূর্তির শহরের মধ্যে খোলাখুলি যুদ্ধ বেঁধে যায়। কুরাইশরা মদীনা আক্রমণের জন্য অর্থ ও যোদ্ধা সংগ্রহের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মুসলমানরা কখনো তাদের বিশ্বাস হারায়নি এবং

www.pathagar.com

আল্লাহর ইবাদতের জন্য তারা যুদ্ধ ও আত্মবিসর্জনের প্রস্তুতি নিতে থাকে। দিনের পর দিন মুহাম্মদ-এর অনুসারীদের প্রতি কুরাইশদের অমানবিক আচরণ তীব্রতর হয়। একই সাথে পবিত্র কুরআন ও মুহাম্মদ-এর উজ্জীবিত বাণী বিশ্বাসীদেরকে আত্মরক্ষা ও আল্লাহর ধর্মকে রক্ষা করার জন্য উৎসাহিত করে। 'আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাঁদের জন্য দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছ সেই সওদার জন্য আনন্দ কর এবং তাই মহাসাফল্য।' (কুরআন-সূরা ৯ ঃ ১১১)। 'তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে, যা তারা জমা করে, আল্লাহর ক্ষমা এবং দয়া অবশ্য তা অপেক্ষা শ্রেয়।' কুরআন - সূরা ৩ ঃ ১৫৭

এরপর আছে মুহাম্মদ-এর নিজের মুখ নিঃসৃত বাণী। 'তরবারির মাধ্যমে বেহেশত অর্জন করা যাবে।' 'দু'মাস রোযা পালন ও ইবাদত করার চেয়ে একরাত অস্ত্র হাতে কাটান উত্তম।' পবিত্র কুরআনের আয়াত ও মুহাম্মদ-এর বাণী তাদের চিন্তা ও আবেগকে কর্মমুখর করে তোলে। ফলে কুরাইশদের বিরাট মরুযাত্রী দলের সাথে মুসলমানদের মাঝে মাঝে খন্ড যুদ্ধ হতে থাকে। কুরাইশদের ছিল সম্পদ ও লোকবল। কিন্তু মুসলমানদের ছিল ধর্ম ও বিশ্বাস এবং মুহাম্মদ-এর আধ্যাত্মিক প্রভাব।

www.pathagar.com

পয়গম্বরী নূর সারা বিশ্বকে আলোকিত করল

'আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ, যেগুলোর বাসিন্দা ছিল সীমালংঘনকারী, এসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও।.....এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল সীমালংঘনকারী, অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।'

- কুরআন - সূরা ২২ ঃ ৪৫, ৪৮

সীমাহীন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার ওপর দিয়ে গভীর রাতে একটা ছোট জাহাজ সাহসের সাথে পাড়ি দিচ্ছিল। এ রাতটা ছিল অজ্ঞতার রাত, উত্তাল তরঙ্গমালা হল নিয়ন্ত্রণহীন ক্রোধ এবং অজ্ঞ জনগণের ইচ্ছা।

সীমাহীন সমুদ্র হল আরবের বর্বর জনগণ এবং ছোট জাহাজটি হল আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর নবী - এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী কতিপয় লোক। এ ছোট দলটিতে পাঁচশ' লোকও ছিল না। তাদের হৃদয় ছিল ইসলামের প্রতি ভালবাসায় উদ্ভাসিত এবং তাদের মন আলোকিত হয়েছিল আল্লাহ ও বেহেশতের নূরে। ঘন কৃষ্ণ সাগরসম আরববাসীর মাঝে তারা ছিল দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত পাথরের মত - নিজের আলোকেই তারা আলোকিত হয়েছিল। দিনের পর দিন এ উপদ্বীপটি মনোরম এবং এর আলো ক্রমেই দীপ্তিময় হচ্ছিল। তাদের অগ্রগতি ও প্রসারমান আলোর প্রভা সম্পর্কে সবাই অবহিত ছিল। কিন্তু তাদের ইহুদী, মুনাফেক ও কুরাইশ শত্রুরা এ প্রসারিত আলো নিভিয়ে ফেলার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের উপায় অবলম্বন করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিশ্বাসীরা মহানবীর দু'আঙ্গুলের মাঝ দিয়ে বেহেশতের স্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখে শত্রুদের বিরুদ্ধে দৃঢ় মনোবল পোষণ করে এবং তাদের আন্দোলন ও শিক্ষাকে ব্যাপৃত করার লক্ষ্যে ধৈর্যের সাথে কঠোর পরিশ্রম করতে থাকে।

www.pathagar.com

মদীনা শহরের চারপাশের গোত্র ও উপগোত্রগুলোর মাঝে এ আন্দোলন প্রসারিত করার সুযোগ দেখা গেল। ঐসব গোত্রের প্রতিনিধিদলের শহরে স্বাভাবিক আগমন অথবা মহানবীকে দেখার জন্য বিশেষভাবে আগমন ঘটতে লাগল। তারা মহানবীর সাথে দেখা করে এবং কথা বলে চলে যাওয়ার সময় তারা তাঁকে বিরাট আশা ও দৃঢ় আশ্বাস দিতে লাগল। **ইহজগত ও পরজগতের ওপর গভীর বিশ্বাসের কারণেই মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীগণকে উৎসাহী করতে সমর্থ হন এবং এটাই ছিল তাদের সব বিজয়ের মূল শক্তি।** অন্যদিকে পবিত্র কুরআনের আয়াত গোত্রপতি ও শহরবাসীদের ওপর ঐন্দ্রজালিকের মত প্রভাব বিস্তার করে।

এ সময় আরবদের কবিতা ছিল পূর্ণতার উচ্চ শিখরে। তাঁবু এবং শহরে বসবাসকারী আরববাসীদের স্পর্শকাতর অনুভূতির কাছে এর আবেদন ছিল অত্যন্ত কার্যকর। কবিতার বিষয়ে তাদের গৌরবময় ঐতিহ্য ছিল। এতদসত্ত্বেও পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সময় প্রত্যেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কবিতার কৃত্রিমতা থেকে পবিত্র কুরআন ও স্বর্গীয় সত্যের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তাদের কাছে কুরআন নাযিল হওয়া ছিল নতুন এবং একটা বড় ঘটনা। তারা মহানবীর এক হাতে জ্ঞানের সমাহার কুরআন দেখতে পেল এবং অন্য হাতকে তারা চিহ্নিত করল সত্য ও আল্লাহর তরবারি হিসেবে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত জীবন যাপন পদ্ধতি তারা সতর্কতার সাথে অনুসরণ করল এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করতে চাইল। ইহজগত ও পরজগতে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তাতে তারা ভীত হয়ে পড়ল।

তারা কবিতা ত্যাগ করে পবিত্র কুরআনের শাশ্বত সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হল। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত তারা একে অন্যকে বলতে শুরু করল ঃ 'এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা, যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখনি, তারা উদভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? এবং যা করে না তা বলে।'

কুরআন - সূরা ২৬ ঃ ২২৪-২২৬

পবিত্র কুরআনের এ বাণী তাদের ওপর এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করে যে, সে সময়কার নামকরা কবিরাও এ বাণীর দ্বারা মোহিত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে দু'জন বড় কবির নাম উল্লেখ করা যায়। এদের দু'জনই ইসলামের প্রতি অনুগত ছিল। ইসলামের প্রতি একজনের ছিল প্রবল আপত্তি এবং অন্যজন প্রদর্শন করে বিনম্র ভাব। তারা উভয়ে নতুন ধর্মে আত্মসমর্পণ করে। আমরের কন্যা খানসা ছিলেন তাঁর সময়ে সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা। বার্নিশ করা তামার রঙের মত হেজায ও নযদ্-এর মহিলাদের একে অন্যের মধ্যে তুলনা করা চলে সিপিয়া রঙের আলোকচিত্রের সাথে। যুবতী ও বৃদ্ধার মধ্যে তুলনা করা কারও পক্ষে প্রায় সম্ভব ছিল না। কিন্তু মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে এমন সুন্দরীর আবির্ভাব হত, যার কালো চোখ ও উজ্জ্বল রং বিশেষভাবে মোহনীয় হত। খানসা ছিলেন এমনই এক মহিলা,

www.pathagar.com

যাঁর দেহ ও মুখমন্ডলের সৌন্দর্য শিল্প ও কবিতার জন্য ছিল বাড়তি আকর্ষণ। আরবে তিনি ছিলেন নামকরা কবিদের মধ্যে একজন। তাঁর অনুভূতি এমন প্রখর ছিল যে, তাঁর বিষাদময় ও বিষণ্ন কবিতাগুলো এখনও প্রবাদের মত। তাঁর দু'ভাই মুয়াবিয়া ও শাকর এক যুদ্ধে মারা যায়। এর ওপর ভিত্তি করে তিনি যে বিষাদময় কবিতা লেখেন, তা নযদ ও হেজায-এর গোত্রের লোকদের মুখে মুখে ফিরত। শাকর-এর সাথে তার বস্তুগত ও আত্মিক সম্পর্ক গভীর ছিল। এ কারণে তার সম্পর্কে রচিত বিষাদময় কবিতাটি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়।

দু'ভাইয়ের মৃত্যুতে সুন্দরী এ মহিলাটি এত বেশি ক্রন্দন করেন যে, তাঁর প্রিয় দু'টো আকর্ষণীয় চোখ অন্ধ হয়ে যায়। অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গীতিকাব্য রচনা করেন ঃ

'হে আমার চোখ, সদয় হও
কখনও শুকিয়ে যেয়ো না
ভোরের শিশির বিন্দুর মত
শাকর-এর মৃত্যুতে অশ্রুপাত কর।'

যৌবনকালে এ মেয়েটিকে পাওয়ার জন্য কয়েকশ' লোক প্রার্থী হয়। কিন্তু একমাত্র দুরাইদ একসময় তাঁর সদয় ও মাধুর্যময় হৃদয়কে জয় করতে সমর্থ হয়। কিন্তু বহুদিন পর তিনি বুঝতে পারেন, এ লোকটি তাঁর ভালবাসার যোগ্য নয়। অতঃপর তিনি তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন এবং তার নিজের লোকদের মধ্যে ফিরে আসেন। একদিন তিনি তাঁর গোত্রের লোকদের সাথে মুহাম্মদকে দেখার জন্য মদীনায় আসেন। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি মুহাম্মদ-এর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রভাবে এবং পবিত্র কুরআনের বিস্ময়কর বাণীতে প্রভাবিত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

মহানবী তাঁর কবিতা খুব ভালবাসতেন এবং প্রায়ই তাঁকে তাঁর কবিতা আবৃত্তি করে শোনানোর কথা বলতেন। কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর সমপর্যায়ের কেউ ছিল না। এমনকি ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে বা পরে তাঁর সমপর্যায়ের কোন মহিলা কবির কথা খুব কমই শোনা গেছে।

প্রসিদ্ধ আরব অন্ধ কবি বেস্‌সার বিশ্বাস করতেন, কোন মহিলা ত্রুটিহীন কবিতা লিখতে পারে না। কিন্তু তিনি স্বীকার করেন, খানসা একমাত্র মহিলা কবি যিনি পুরুষ কবিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন এবং তাঁর কবিতা শুধুমাত্র ইসলামী যুগে নয়, অজ্ঞতার যুগেও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল।

প্রসিদ্ধ কবি নাবিগার কবিতা মহিলাদের কাছে খুবই প্রিয় ছিল। তিনি 'উকাজ' মেলায় প্রথম তাঁর এ গীতিকাব্যটি শোনেন ঃ ''তোমার চোখে কি কষ্ট আছে! তুমি কি অন্ধ অথবা তুমি কি গৃহত্যাগকারীদের অনুপস্থিতিতে তোমার চোখের সব অশ্রু ফেলেছো।''

www.pathagar.com

নাবিগা বলেন ঃ "আবু বশির যদি তোমার আগে আমার কাছে তার কবিতা না আবৃত্তি করত, তাহলে আমি হয়ত তোমাকেই 'উকাজে'র শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে আখ্যায়িত করতাম।"

জারিদ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ কবি। লোকে খানসা সম্পর্কে তার কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ "খানসার কথা না হলে বলতাম, আমিই শ্রেষ্ঠ।"

তারা জিজ্ঞেস করল ঃ "কোন্ গুণের জন্য খানসা আপনার চেয়েও শ্রেষ্ঠ?"

"এ গীতিকাব্যের জন্য," তিনি উত্তর দেন। "সময় এবং যা হারিয়ে গেছে, তার মধ্যে অনেক বস্তু আছে, একথা অবশ্যই বলতে হবে।"

এ মহিলা কবি ইসলাম ও বিশ্বাসে এমনই অনুগত ছিলেন যে, কাদিসা যুদ্ধে তিনি তাঁর চার পুত্রকে যুদ্ধে পাঠান। তিনি তাদেরকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে ধৈর্য অবলম্বন ও দৃঢ়সংকল্প থাকার উপদেশ দেন। তাঁর চারটি পুত্রই যুদ্ধে শহীদ হয়।

আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন ঃ "আল্লাহকে ধন্যবাদ। তাঁর সেবার জন্য আমার চারটি পুত্র হারানোর সম্মান ও গৌরব তিনি আমাকে দিয়েছেন।"

কথিত আছে, তিনি তাঁর পুত্রদের মৃত্যুর চেয়ে তার ভাইদের মৃত্যুতে বেশি আঘাত পান। কারণ, তাঁর পুত্ররা ইসলামের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে।

অজ্ঞতার যুগের একজন বড় কবি কা'ব বিন জুহায়ের ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারের পুরুষ ও মহিলা সবাই ছিলেন কবি। কথিত আছে, জুহায়ের একটি গীতিকবিতা রচনা করেন চার মাসে, চার মাস ধরে তা ঠিক করেন এবং চার মাস ধরে তা জনসভায় আবৃত্তি করেন। এ কারণেই তাঁর গীতিকাব্যগুলোকে বলা হয় 'বার্ষিক'। কা'ব তাঁর পিতার মতই কবিতার শালীনতা, বক্তব্যের গভীরতা, অনুভূতির পান্ডিত্যপূর্ণ প্রকাশ ও স্বীয় দর্শনের অধিকারী ছিলেন।

ইসলাম আবির্ভাবের পরে কা'ব নতুন ধর্মে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর ভাই প্রথমে মহানবীর কাছে গিয়ে তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পিত করেন। এতে কা'ব খুব রেগে যায় এবং একটি কবিতায় তিনি তাঁর ভাই ও নবীর প্রতি বিরাগ প্রকাশ করেন। এতে তাঁর ভাই তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, সব মুসলমান ও বিশ্বাসী তাঁর আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং তাঁর জীবন এখন তাঁদের হাতে সংকটাপন্ন। তাঁর বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হল মহানবীর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের আশ্রয়ে নিজেকে সমর্পণ করা। কিন্তু কা'ব তাঁর ভাইয়ের উপদেশ উপেক্ষা করে মরুভূমির মধ্যে যাত্রা শুরু

www.pathagar.com

করেন। তিনি বিভিন্ন গোত্রের লোকদের কাছে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু কেউ তাঁর প্রার্থনায় অনুকূল সাড়া দেয়নি। কিন্তু তিনি তাঁর চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। শেষে তিনি এ ভবঘুরে জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন এবং মুসলমানদের কাছে গিয়ে তাঁদের নেতার আশ্রয় প্রার্থনা করার সিদ্ধান্ত নেন।

তিনি এক রাত ও এক দিন গভীরভাবে চিন্তা করেন। খুব ভোরে তিনি ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। তিনি মনস্থির করে উটের পিঠে চড়ে মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন। তিনি তাঁর এক বন্ধুর খোঁজ করতে থাকেন এবং অবশেষে তাঁর সাথে তিনি একটা মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে বহু মুসলমানকে দেখতে পান। তাঁর বন্ধু তাঁকে ইশারা করে তাঁদের মধ্যে উপস্থিত মহানবীকে দেখিয়ে দেন। তিনি তখন বিভিন্ন লোকের সাথে কথা বলছিলেন। ঘটনাক্রমে সেই দিনই ইহুদীরা তাদের একদল পন্ডিতকে মহানবীর কাছে প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য সেই মসজিদে পাঠায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, মহানবীকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে তাঁকে বিরক্ত করা। ঠিক ঐ সময়ে কা'ব সেখানে উপস্থিত হন এবং মহানবীকে ঘিরে বসে থাকা আরববাসীদের পাশে গিয়ে বসেন। তিনি ছিলেন নীরব ও মনোযোগী। তিনি উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। তিনি বুঝতে পারেন, মুহাম্মদ এবং তাঁর বিরুদ্ধ দলের লোকদের মনোভাব তুলনা করার এটাই উপযুক্ত সময়। ইহুদী পন্ডিতরা আগে থেকে প্রশ্ন তৈরি করে রেখেছিল। তারা প্রথম সারিতে গিয়ে বসে। মহানবীর অনুসারীগণ তাদের পশ্চাতে আসন গ্রহণ করেন।

রাফা'আ বললেন ঃ "হে মুহাম্মদ! আমি এবং অন্য কয়েকজন ইহুদী নাযির, কুরাইজা এবং কায়নুকা গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে এখানে এসেছি। আপনি যে ধর্ম ও শিক্ষা প্রচার করছেন, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই। এ উদ্দেশ্যে আমরা কয়েকটি প্রশ্নের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছি। আপনি যদি সেসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেন, তাহলে আমরা আপনার ধর্ম গ্রহণ করব। প্রথমত আপনি কি এ পত্র খায়বার-এর ইহুদীদের কাছে লিখেছিলেন?"

মুহাম্মদ উত্তর দিলেন ঃ "পত্রখানি পড় এবং আমাকে দেখাও।"

অতঃপর রাফা'আ সুতি বস্ত্রের ওপর লিখিত পত্রখানা পড়তে শুরু করলেন ঃ

"এ পত্রখানি মূসার ভাই ও বন্ধু এবং আল্লাহর নবী মুহাম্মদ-এর কাছ থেকে প্রেরিত, যিনি মূসার মিশনে বিশ্বাসী। 'হে তওরাত-এর অনুসারী জনগণ! আল্লাহ নিজেই তোমাদের বলেছেন এবং তোমরা তোমাদের পবিত্র গ্রন্থে দেখতে পাবে, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল, তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদের রুকূ ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখমন্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে, তওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইঞ্জীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা

www.pathagar.com

থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কান্ডের ওপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।'

কুরআন - সূরা ৪৮ ঃ ২৯

"আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তার কসম করে বলছি, সেই আল্লাহর কসম করে বলছি, যে আল্লাহ তোমাদের গোত্রের প্রাচীন লোকদের 'মান্না' ও 'মধু' খাওয়াতেন, সেই আল্লাহর কসম করে বলছি, যে আল্লাহ ফেরাউন ও তার দলের লোকদের কাছ থেকে পলায়নের জন্য তোমাদের পূর্বপুরুষদের জন্য সাগর শুকিয়ে দিয়েছিলেন এবং এসব ঘটনার উল্লেখ করে তোমরা শপথ করে আমাকে সত্য করে বল, তোমাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে, তাতে কি আল্লাহ ঘোষণা করেননি, তোমরা মুহাম্মদ-এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে? এসব কথা যদি তোমাদের পবিত্র গ্রন্থে না থাকে, তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে বলার কিছুই নেই এবং অচিরেই তোমরা মিথ্যা পথের পরিবর্তে সত্য পথের সন্ধান পাবে। আমি তোমাদের আল্লাহর ইবাদত করার ও তাঁর নবীকে মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি।"

পত্র পাঠ শেষ হলে সবাই মুহাম্মদ-এর দিকে তাকিয়ে রইল।

"হ্যাঁ, এ পত্র আমার কাছ থেকে প্রেরিত হয়েছে", আল্লাহর নবী দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন।

রাফা'আ বললেন ঃ "তাহলে প্রথমে আপনার কাছে আমাদের জিজ্ঞাস্য, কী কারণে আপনি জেরুসালেমকে বাদ দিয়ে নতুন দিকে কিবলা পরিবর্তন করলেন?"

উত্তরে মহানবী কিবলা পরিবর্তন সম্পর্কিত কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন ঃ "নির্বোধ লোকেরা বলবে, তারা এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করে আসছিল, তা থেকে কিসে তাদের ফিরিয়ে দিল? বল, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। এভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী-স্বরূপ এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে। তুমি এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করছিলে, তাকে এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, যেন জানতে পারি, কে রসূলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরে যায়। আল্লাহ যাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন, তারা ব্যতীত অপরের নিকট এটা নিশ্চয় কঠিন। আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্যই লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা তুমি পছন্দ

www.pathagar.com

কর। অতএব তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তার দিকে মুখ ফিরাও।"

একটু অপেক্ষা করে মুহাম্মদ পুনরায় পাঠ করলেন ঃ "যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তারা নিশ্চিতভাবে জানে, তা তাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য। তারা যা করে, সে সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নন।" কুরআন - সূরা ২ ঃ ১৪২-১৪৪

কারদাম বিন আমর বললেন ঃ "এটা স্পষ্ট, আপনি আর আমাদের কিবলার দিকে মুখ ফেরাবেন না। আপনি তাহলে কিছু অত্যাশ্চর্য ঘটনা আমাদের দেখান, যেন আপনার ওপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি।"

মুহাম্মদ পবিত্র কুরআনের অপর একটি আয়াত উদ্ধৃত করে জবাব দিলেন ঃ "কিতাবীগণ তোমাকে তাদের জন্য আসমান থেকে কিতাব অবতীর্ণ করতে বলে; কিন্তু তারা মূসার কাছে এ অপেক্ষাও বড় দাবি করেছিল। তারা বলেছিল, 'প্রকাশ্যে আমাদের আল্লাহ্ দেখাও'। তাদের সীমালংঘনের জন্য তারা বজ্রাহত হয়েছিল; অতঃপর স্পষ্ট প্রমাণ তাদের নিকট প্রকাশ হওয়ার পরও তারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল.........।" কুরআন - সূরা ৪ ঃ ১৫৩

সাকিন বললেন ঃ "হে মুহাম্মদ! আমরা ভাল করেই জানি, মূসার পর আল্লাহ কারও ওপর ওহী নাযিল করেননি।"

মুহাম্মদ পুনরায় কুরআন থেকে পাঠ করলেন ঃ "তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম, ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন এবং সুলায়মানের নিকট 'ওহী' প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে যবুর দিয়েছিলাম। অনেক রসূল, প্রেরণ করেছি, যাদের কথা পূর্বে তোমাকে বলেছি এবং অনেক রসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি। এবং মূসার সাথে আল্লাহ সাক্ষাতে বাক্যালাপ করেছিলেন। সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী রসূল প্রেরণ করেছি, যেন রসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। তোমার প্রতি আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তিনি জেনেশুনে করেছেন। আল্লাহ্ এর সাক্ষী এবং ফেরেশতাগণও সাক্ষী এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।" কুরআন - সূরা ৪ ঃ ১৬৩-১৬৬

কা'ব বললেন ঃ "আমাদের আরও তিনটি প্রশ্ন আপনার কাছে জিজ্ঞেস করার আছে। আপনি যদি সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারেন, তাহলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করব এবং আপনাকে অনুসরণ করব। প্রথমত, আমাদের বলুন, আপনার ঘুম কিসের মত? দ্বিতীয়ত, ইসরাইল নিজের জন্য কী জিনিস অবৈধ করেছিল? পরিশেষে, রূহ সম্পর্কে আমাদের কিছু বলবেন?"

www.pathagar.com

মুহাম্মদ বললেন ঃ "তোমরা যদি আমার উত্তর সঠিক মনে কর, তাহলে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করবে - এ ধরনের প্রতিজ্ঞা তোমরা কি তোমাদের আল্লাহর সাথে করবে?"

"হ্যাঁ," তারা সবাই উত্তর দিলেন।

মুহাম্মদ বললেন ঃ "তাহলে শোন তোমাদের প্রশ্নের উত্তর। প্রথমত, তোমরা যা কল্পনা কর, সে ধরনের ঘুম আমার নয়। আমার চোখ বন্ধ থাকে, কিন্তু আমার অন্তর সব সময় জেগে থাকে। দ্বিতীয়ত, ইসরাইলের প্রিয় খাদ্য ছিল দুধ এবং উটের গোশত। তিনি আল্লাহর কাছে একটা অনুরোধ করেন এবং আল্লাহ তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন। আল্লাহর দয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত তিনি তাঁর প্রিয় খাদ্য ত্যাগ করেন। তৃতীয়ত, তোমরা ভাল করেই জান, আল্লাহর ওহী ছাড়া রূহ আর কিছুই নয় এবং তা জিবরাইল আমার কাছে নিয়ে আসে। 'তোমাকে ওরা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত। এবং তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে।" কুরআন - সূরা ১৭ ঃ ৮৫

তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ "জিবরাইল কি অনিষ্ট ও হত্যার বার্তা নিয়ে আসে?"

মুহাম্মদ উত্তর দিলেন ঃ "বল, যে কেউ জিবরাইলের শত্রু এজন্য যে, সে আল্লাহর নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌছিয়ে দিয়েছে.........।"

কুরআন - সূরা ২ ঃ ৯৭

মুসলমানরা মুহাম্মদ-এর চারপাশে বসে মনোযোগের সাথে এ প্রশ্নোত্তর শোনেন। প্রত্যেকেই তাঁর মুখের কথা অনুসরণ করে এবং অজ্ঞাত জগতের সাথে তাঁর যোগাযোগ লক্ষ্য করে। অন্য সবার চেয়ে বেশি কা'ব তাঁর কথায় গভীরভাবে অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি ক্রমেই তাঁর নিকটবর্তী হতে থাকেন। প্রশ্নোত্তর শেষ হওয়ার পর কা'ব নিজেকে তাঁর মুখোমুখি দেখতে পান। তিনি তাঁর হাত ধরে বললেন ঃ "হে আল্লাহর নবী! কা'ব বিন জুহায়ের আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষার জন্য এসেছে। আপনি কি তার ত্রুটি উপেক্ষা করবেন?"

মুহাম্মদ উত্তর দিলেন ঃ "তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে তোমার সব দোষ-ত্রুটি ভুলে যাওয়া হবে।"

কা'ব উত্তর দিলেন ঃ "আমি কা'ব, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর নবী।"

প্রত্যেকে চিনতে পারলেন, ইনিই সেই জনপ্রিয় এবং বিখ্যাত কবি। কিন্তু কা'ব তাদের কোন কথা বলতে দিলেন না। তিনি উচ্চস্বরে একটি গীতিকবিতা আবৃত্তি করলেন, যার শুরু ছিল - "সু'য়াদ চলে গেছে, কিন্তু আমার হৃদয় তার ভালবাসায় ব্যথিত।"

www.pathagar.com

কা'ব তাঁর গীতিকবিতা আবৃত্তি শেষ করলে মহানবীর অনুসারীগণ এবং উপস্থিত সকলেই তাঁকে অভিনন্দন জানাল। মহানবীও তাঁর জন্য অনেক কিছু করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে তাঁর ডোরা-কাটা পোশাকটি দিয়ে দিলেন। পবিত্র সম্পদ হিসেবে কা'ব-এর পরিবারে এটা বহুকাল সংরক্ষিত ছিল। বহু বছর পর তাঁর পরিবারের সদস্যরা দশ হাজার দিরহামে এটা খলিফা মুয়াবিয়ার কাছে বিক্রি করেন। অবশেষে খলিফা মনসুর তা চল্লিশ হাজার দিরহাম দিয়ে ক্রয় করেন।

রাত তখনও গভীর হয়নি। মহানবীর অনুসারীগণ তাঁদের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী মসজিদ ছেড়ে বাসায় ফিরে যান। যাওয়ার সময় তাঁরা কা'ব-এর কবিতার দু'টো লাইন একে অপরকে পড়ে শোনায় ঃ

"পয়গম্বরী নূর সারা বিশ্বকে আলোকিত করল এবং তিনি আল্লাহর খোলা তরবারির মধ্যে একটি তরবারি।"

www.pathagar.com

প্রতিশোধের স্পৃহা তাদেরকে উৎসাহিত করল

'পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে। বল, এ মাসে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেওয়া এবং এর বাসিন্দাকে এর থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট তদাপেক্ষা অধিক অন্যায়; ফিতনা হত্যা অপেক্ষা ভীষণতর অন্যায়।'

- কুরআন - সূরা ২ ঃ ২১৭

মদীনায় হিজরতকারী হিসেবে পরিচিত মক্কার আদি মুসলমানরা দীর্ঘদিন ধরে দুঃখ-কষ্ট ও হতাশা, ক্লান্তি ও ক্লেশকর অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে থাকে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে যারা মক্কার কুরাইশদের কাছে নিজেদের সহায়-সম্পত্তি হারিয়েছে, তারা ক্রমেই তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে শুরু করে। তাদের অসন্তুষ্টির কারণ হল, মহানবী তাদেরকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তলোয়ারের আশ্রয় নেওয়ার অনুমতি দেননি। মদীনার মুসলমানরা অর্থাৎ আনসাররা ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের জন্য আকাবায় মহানবীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। একই কারণে অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের জন্য তারা মহানবীকে তাদের শহরে আমন্ত্রণ জানায়। এখন তারাও অসন্তুষ্ট। শত্রুদের ওপর বিজয়ের ক্ষেত্রে তারা ইহকালের সম্পদের অংশীদার হওয়ার আশা করেছিল। শহীদ হলে তারা পরকালে বেহেশতের সুশীতল বাতাস, দুধ, মধু, হুর ও দাস-দাসী পাওয়ার আশা করেছিল। এসব কথা চিন্তা করে তারা যুদ্ধ করার জন্য মহানবীর ওপর চাপ সৃষ্টি করল। অগত্যা তারা শীত ও গ্রীষ্মে মরুভূমির উন্মুক্ত স্থান দিয়ে যাতায়াতকারী কুরাইশ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাদের সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য মহানবীর অনুমতি প্রার্থনা করে।

মক্কার তের বছর জীবনে মুহাম্মদ সমঝোতা, বন্ধুত্ব, প্রচার এবং প্রদর্শকের পথ অনুসরণ করেন। কিন্তু পরিবর্তে তিনি দেখতে পান, তিনি ও তাঁর অনুসারীদের

www.pathagar.com

প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখানো হয়েছে এবং তাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়েছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে এগিয়ে চলার জন্য তাঁর অনুসারীদেরকে অনুরোধ করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু আল্লাহ নিজেই মুহাম্মদ-এর অনুসারী নির্যাতিত মুসলমানদের পক্ষ নিলেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কুদসীতে বর্ণনা রয়েছে ঃ

"আল্লাহ তাদেরকে বিশেষভাবে ভালবাসেন, যারা মহানবীকে সেবা করে এবং অগ্নি প্রতিরোধের ন্যায় যারা শত্রুর বিরুদ্ধে স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকে।"

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনই মৃত মনে কর না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত।"

কুরআন - সূরা ৩ ঃ ১৬৯

পবিত্র কুরআনের এ ধরনের আয়াত ও মহানবীর বাণী জনগণকে উৎসাহিত করে। প্রত্যেকে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদের সাথে আছেন এবং তিনি তাদেরকে সাহায্য করবেন। মহানবী তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ফলে তাদের চিন্তাধারা একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে উপনীত হয় এবং একদিন তাদের মধ্যে একদল লোক মরুভূমির দিকে যাত্রা শুরু করে। হামযার নেতৃত্বে ত্রিশজন হিজরতকারীর একটি দল সমুদ্র উপকূল ধরে যাত্রা শুরু করে। অপরদিকে, মুহাম্মদ-এর চাচা উবায়দা বিন হারিছ বিপরীত দিকে মরুভূমির দিকে যাত্রা করেন। যাত্রা পথে হামযা আবু জাহলের নেতৃত্বে আগত একটি উট যাত্রীদলের মুখোমুখি হন। যেসব ঘোড়সওয়ার এ যাত্রীদলকে পাহারা দিচ্ছিল, তাদের সংখ্যা তাঁর বাহিনীর চেয়ে অনেক বেশি। জুহায়না গোত্রের প্রধান উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ প্রতিহত করেন এবং এ কাজ করে তিনি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। অপরদিকে উবায়দা মরুভূমিতে একটা বিরাট দল দেখতে পান। ঐ দলের নেতৃত্বে ছিল আবু সুফিয়ান এবং ঐ দলে পাহারারত ঘোড়সওয়ারের সংখ্যা ছিল দু'শ। মুসলমানরা তাদের প্রতি অসংখ্য তীর নিক্ষেপ করে। মক্কার কুরাইশরা একদল লোকের উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হয় এবং মনে করে, ঐ দলে হয়ত হাজার হাজার সশস্ত্র লোক আছে। ফলে তারা ভীত হয়ে পড়ে এবং অতি দ্রুত মরুভূমির অন্য একটি পথ দিয়ে চলে যায়। তাদের মধ্যে দু'জন লোক গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা উবায়দার বাহিনীকে দেখতে পেয়ে তাদের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ হস্ত প্রসারিত করে।

এ ঘটনার এক মাস পর মুসলমান কমান্ডারদের মধ্যে কনিষ্ঠতম সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস-এর পালা আসে। তিনি বিশজন চৌকস ঘোড়সওয়ারকে নিয়ে মদীনা ত্যাগ করেন। দিন-রাত পথ চলেও তারা কারও সাক্ষাত পাননি। অবশেষে তাঁরা বুঝতে পারেন, তাদের উপস্থিতির স্থান দিয়ে কুরাইশ দলের অতিক্রম করার সময় এসেছে।

www.pathagar.com

মহানবী নিজেও এ ধরনের রাতের যাত্রায় তিনবার মদীনা থেকে বের হন। একবার তিনি যাত্রা করেন 'আবওয়া' নামক স্থানের দিকে। এখানেই তাঁর মায়ের কবর। এখানে তাঁরা কোন মরুযাত্রী দলের সাক্ষাৎ পাননি। তবে তিনি স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হন। মদীনার বাইরে মুহাম্মদ-এর সম্পর্ক স্থাপন এটাই প্রথম। পনের দিন অনুপস্থিতির পর তাঁরা মদীনা ফিরে আসেন এবং এক মাস পরে মুহাম্মদ বুয়াত-এর দিকে যাত্রা করেন। এ সময় তাঁর সাথে লোক ছিল দু'শ জন। তৃতীয়বার তিনি সম-সংখ্যক লোক নিয়ে উশায়রার দিকে যাত্রা করেন। কুরাইশদের একটি বিরাট দল ঐ পথ দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। ঐ দলে দু'হাজার উটের পিঠে মালপত্র বোঝাই ছিল এবং তার পাহারায় ছিল সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার। কথিত আছে, ঐ দলে পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ হাজার সোনার দিরহাম মূল্যের। মক্কার প্রতিটি ধনী ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর প্রত্যেকের অংশ ও স্বার্থ ঐ বণিক দলে ছিল। একমাত্র উমাইয়া পরিবারের মালামালের পরিমাণ ছিল চল্লিশ হাজার দিনার। এর মধ্যে ত্রিশ হাজার ছিল আবু উমাইয়ার। এ লোকটি তার ক্রেতাদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লাভের আশা দিয়ে তার সব সম্পদ এতে খাটিয়েছিল।

উমাইয়া পরিবারের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবু সুফিয়ান ঐ বণিক দলের নেতা ছিলেন। তদুপরি তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদার জন্য যাবতীয় ব্যবসায়িক বিষয় পরিচালনার দায়িত্বও তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল। এ ছাড়াও তাঁর ওপর ছিল পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব। যে কোন বণিক দলের কাছে এ দায়িত্ব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনি বণিক দলের যাত্রাপথ নির্ধারণ করেন, মরুভূমির রাস্তার কোন্ স্থানে থামতে হবে, তা-ও তিনি ঠিক করে দেন। সাধারণত যেখানে পানির কুয়া আছে, সেখানেই বণিক দল যাত্রা বিরতি করে। এ বণিক দলকে প্রতিহত করার জন্য মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীগণ মদীনা ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁরা 'উশায়রা' নামক স্থানে উপস্থিত হন বণিক দল সেই স্থান ত্যাগ করার একদিন পর। সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের আগে ঐ বণিকদলকে 'বদর' নামক স্থানে প্রতিহত করা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইত্যবসরে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীগণ মদীনায় ফিরে আসেন এবং বণিক দলের আগমন অপেক্ষায় থাকেন। ইতোমধ্যে বেশ কয়েক মাস অতিবাহিত হয় এবং অন্য ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় সমগ্র আরবে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ঐ ঘটনাটি হল তথাকথিত 'নাখলা'র ঘটনা। ঐ ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন আবদুল্লাহ বিন জাহাশ।

মুহাম্মদ তাঁকে মক্কার দিকে প্রেরণ করেন এবং তিনি তায়েফ পর্যন্ত গমন করেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল কুরাইশদের গতিবিধি ও তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করা এবং সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করা। এটা ছিল একটা কঠিন কাজ। একটা বন্ধ চিঠিতে মুহাম্মদ আবদুল্লাহকে কয়েকটি নির্দেশ দেন এবং তাঁকে যাত্রা শুরু করার আগে চিঠি না খোলার কথা বলেন। আবদুল্লাহ সাতজন সঙ্গী নিয়ে তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। সময়মত তিনি বন্ধ করা চিঠি খুলে তাঁর

www.pathagar.com

সঙ্গীদেরকে চিঠির মর্ম অবহিত করলেন। ঐ চিঠিতে তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, মক্কার শহরতলীতে যাওয়ার অথবা তৎক্ষণাৎ মদীনায় ফিরে আসার। তারা সবাই আবদুল্লাহর সঙ্গী হওয়ার জন্য অনুরোধ করল। তারা বলল, "যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু আমাদের জন্য সত্যিকার শাশ্বত জীবন। আমাদের দৃষ্টিতে বিছানায় মৃত্যু লজ্জাকর।"

ফলে দুর্বার উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে তাঁরা তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। অবশেষে তাঁরা শহরের একটা বাগানের কাছে এসে উপনীত হলেন। বাগানে কৃষকরা গাছ থেকে ফল সংগ্রহ এবং রোদে আঙ্গুর শুকাচ্ছিল। একই দিন তাঁরা লক্ষ্য করলেন, ইবনে হাদরামীর নেতৃত্বে কুরাইশদের একটা ছোট দল শুকনা আঙ্গুর ও কিশমিশ নিয়ে তায়েফ থেকে মক্কার পথে যাত্রা করছে। তাদের জন্য এটা ছিল একটা লোভনীয় খবর। আবদুল্লাহ ও তাঁর সঙ্গীগণ তাদেরকে আক্রমণ করার ও তাদের সামগ্রী লুণ্ঠন করার লোভ সামলাতে পারলেন না। তাঁদের অস্তিত্বের জন্য এ ধরনের একটা ছোটখাট আক্রমণ অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। তদুপরি কুরাইশদের ওপর তাদের প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছাও ছিল প্রবল। যারা তাদের মক্কার গৃহ থেকে বিতাড়িত করেছে, তাদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগল। তাঁরা যে সম্পদ হারিয়েছেন, তার কিছু অংশ পুনরুদ্ধারে তাদের উৎসাহ দেখা গেল। এ সময় ছিল রজব মাস। তাঁরা জানতেন, অন্য পবিত্র মাসের মত রজব মাসেও মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। বহু শতাব্দী ধরে আরবরা এ নিয়ম পালন করে আসছিল।

তাঁরা কয়েক ঘন্টা ধরে ইতস্তত করলেন। কিন্তু তাঁদের প্রতিশোধের স্পৃহা ও যুদ্ধলব্ধ মাল পাওয়ার সম্ভাবনা তাঁদেরকে আক্রমণে উৎসাহিত করল। এ আক্রমণে কুরাইশদের একজন নিহত ও দু'জন বন্দী হয়। আবদুল্লাহ লুণ্ঠিত ও যুদ্ধলব্ধ মালের সবই তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন এবং এক-পঞ্চমাংশ মহানবীর জন্য রেখে দিলেন। অতঃপর তাঁরা মদীনার পথে যাত্রা করলেন। এ ঘটনা মক্কায় ব্যাপকভাবে আলোড়িত হয়। তারা বলাবলি করল, মুহাম্মদ-এর অনুসারীরা পবিত্র শহরের পবিত্রতা নষ্ট করেছে। এ রক্তপাতের কারণে সমগ্র তিহামা এলাকায় অসন্তোষ বিরাজ করতে থাকে।

আবদুল্লাহ যখন যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশ মহানবীর সামনে রাখলেন, তখন তিনি তা গ্রহণে অস্বীকার করলেন। তিনি আবদুল্লাহ ও তাঁর সঙ্গীগণকে তিরস্কার করলেন। তিনি তাঁদেরকে এমন কঠোরভাবে বললেন যে, তাঁরা সবাই গভীরভাবে বিচলিত হয়ে পড়ল। এর পরপরই নাযিল হল ঃ "পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, বল, এ মাসে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেওয়া এবং এর বাসিন্দাকে এর থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়; ফিতনা হত্যা অপেক্ষা ভীষণতর অন্যায়.......।"

কুরআন - সূরা ২ ঃ ২১৭

www.pathagar.com

মক্কার ক্ষমতার উৎস

'সেই ব্যক্তি শহীদ, যে তার জীবনকে জাগতিক সম্পদ ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য উৎসর্গ করে।'

- মহানবীর বাণী

মহানবীর মদীনায় প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাস পর দামেস্কগামী বণিক দল বাণিজ্য শেষে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। এ বণিক দলটি ছিল খুবই বড় এবং এতে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ ছিল। (সিরিয়া থেকে মক্কাবাসী অস্ত্র কিনে নিয়ে যেত। সিরিয়ার সাথে মক্কার যোগাযোগ ছিন্ন করা হলে তা মদীনার মুসলমানদের অনুকূল হয়। এ সিদ্ধান্ত ছিল রাজনৈতিক এবং সে কারণে কুরাইশ বণিক দলকে বাধা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয় - অনুবাদক)। এ বণিক দলের সংবাদ জানার জন্য মুহাম্মদ তাঁর দু'জন অনুসারীকে মক্কাগামী রাস্তার দিকে পাঠান। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন সংবাদ দিতে না পারলেও বণিক দলের আগমনের তারিখ তাঁরা জানতে পারেন। মহানবী সবাইকে ডেকে বললেন ঃ

"কিছুদিন আগে যে কুরাইশ বণিক দলটি দামেস্কে গিয়েছিল, তারা এখন ফেরার পথে। এর নেতৃত্বে আছে আবু সুফিয়ান। বণিক দলে আছে মাল বোঝাই এক হাজার উট এবং পাহারায় আছে অসংখ্য ঘোড়সওয়ার। বণিক দলের ওপর বিজয়ের অর্থ হল পৌত্তলিকতার ওপর ইসলামের বিজয়। এ ধরনের একটা যুদ্ধের পর ইসলামের বাণী সর্বত্র প্রচারিত হবে এবং এটাই হবে অন্যান্য বড় বিজয়ের সূচনা। নির্দিষ্ট স্থানে এবং নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমাদের আগামী ৮ই রমযান যাত্রা করা উচিত।"

হিজরতকারী ও সাহায্যকারী সবাই গভীর মনোযোগ ও উৎসাহের সাথে মহানবীর কথা শুনলেন। তাঁরা মহানবীর প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলেন।

৮ই রমযান সকালে মহানবী আমর বিন উম্মে কুলসুমকে মুসলমানদের নামাজ পড়াবার এবং আবু লুবাবাকে শহরে প্রশাসন ব্যবস্থা দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিলেন। অতঃপর তিনি মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে শহর ত্যাগ করলেন।

www.pathagar.com

মদীনার সব লোক তা প্রত্যক্ষ করল। মুহাম্মদ-এর বাহিনীতে ছিল তিনশ' তের-জন (মতান্তরে তিনশ' পাঁচজন) মুহাজের ও আনসার। তাদের ছিল সত্তরটি উট এবং দু'টি (মতান্তরে তিনটি) ঘোড়া, প্রত্যেক ছোট দলে ছিল একটি করে চড়ার উট। এ উটে তারা পালাক্রমে চড়ছিল। মহানবী-এর উটে চড়ছিলেন আলী বিন আবু তালিব এবং অপর একজন অনুসারী। অর্থাৎ, একজন উটে চড়ার সুযোগ পাচ্ছিলেন এবং দু'জনকে হাঁটতে হচ্ছিল। আইনের দৃষ্টিতে সব মানুষই সমান - এ নীতি ইসলাম প্রচারে মুহাম্মদ-এর সফলতার অন্যতম কারণ। আল্লাহর নবী ছিলেন অন্যান্য লোকের সমপর্যায়ের। স্বৈরাচারী সরকারের কথা দূরে থাকুক, উন্নত গণতান্ত্রিক সরকারের ক্ষেত্রেও এ ধরনের সাম্য প্রায় দেখা যায় না।

মহানবীর সামনে ছিল দু'টো পতাকা। একটা ছিল 'ঈগল পক্ষী' পতাকা। এর রং ছিল কালো। হিজরতকারীদের এ পতাকা বহন করছিলেন আলী। অন্য পতাকাটি ছিল সাদা এবং বহন করছিলেন মুসা'ব। ছোট এ দলটি মদীনা ত্যাগ করে বণিক দলের গমনের রাস্তায় যাওয়ার সোজা পথে যাত্রা শুরু করে। মরুভূমিতে কিছু দূর যাওয়ার পর তারা মক্কার দিক থেকে আগত একজন আরববাসীকে দেখতে পেল। তারা তাকে কুরাইশদের সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু সে সঠিক তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হল। মক্কার বণিক দল বা কুরাইশদের বাহিনী সম্পর্কে সে কিছু জানে না বলে জানাল।

পরদিন ভোরবেলা এ ক্ষুদ্র দলের সদস্যদের মন উৎসাহ ও আস্থায় উদ্ভাসিত হল। তারা শাহাজ-এর দিকে এগিয়ে চলল। এখানেই আছে প্রসিদ্ধ কুয়া 'রুহা'। সামান্য দূর অগ্রসর হওয়ার পর তারা মক্কাগামী রাস্তা বাম হাতে রেখে ডানদিকে নাজিয়াগামী রাস্তা ধরল এবং 'রিহকান' নামে একটি উপত্যকা অতিক্রম করল। এসব এলাকার গোত্রপ্রধান ও নেতৃবৃন্দ বিশ্বাসীদের সৈন্যবাহিনীতে ছিল। তারা বিভিন্ন রাস্তা ও আবু সুফিয়ানের দলের গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করল। অবশেষে তারা দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে 'সাফরা' নামে একটি ছোট গ্রামে এসে পৌঁছাল।

মুহাম্মদ জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এ দু'টো পাহাড়ের নাম কী?"

"একটার নাম মুসাল্লা এবং অপরটির নাম মুখাররা।"

মহানবী জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এখানে কোন্ কোন্ গোত্র বাস করে?" "একটা পাহাড়ের ঢালুর দিকে বাস করে 'নার' গোত্র অর্থাৎ 'আগুনের পুত্র'। অন্যদিকে বাস করে 'হিরাক' গোত্র অর্থাৎ 'অগ্নিপূজক'। এ গোত্র তাঁবু খাটিয়েছে।"

মুহাম্মদ গোত্র দু'টির নাম শুনে অসন্তোষ প্রকাশ করে তাঁর অনুসারীদেরকে 'সাফরা' ত্যাগ করে 'ধাপরান'-এর পথে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সেখানেই তারা রাত্রি যাপন করল। তারা জানতে পারল যে, কুরাইশরা তাদের বণিক দলের সাথে মিলিত হওয়ার ও তাদের নিরাপত্তার জন্য মক্কা থেকে একটা বিরাট বাহিনী প্রেরণ

www.pathagar.com

করেছে। প্রথা অনুযায়ী মহানবী তাঁর সঙ্গীদের মধ্য থেকে একটা পরিষদ গঠন করেছিলেন। আবু বকর, উমর, মিকদাদ এবং অন্য সকলে দাঁড়িয়ে তাঁদের মতামত প্রকাশ করলেন।

"আল্লাহ আপনার জন্য যে পথ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, সেই পথই অনুসরণ করুন। আমরা আপনাকে অনুসরণ করব।"

মিকদাদ বললেন ঃ "আল্লাহর কসম, মূসার প্রতি ইসরাইলের সন্তানরা যে কথা বলেছিল, সে কথা আমরা কখনই বলব না। তারা মূসাকে একাকী যেতে এবং যুদ্ধ করতে বলেছিল। যে আল্লাহ সত্যসহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন সেই আল্লাহর কসম, আপনি কোথায় আমাদের প্রেরণ করবেন সেটা বড় কথা নয়, যুদ্ধের জন্য আমরা আপনাকে অনুসরণ করব।"

মহানবী তাঁদের কথায় গভীরভাবে অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন ঃ "ভাল কথা, আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করুন।"

মুহাম্মদ অতঃপর মদীনাবাসী সাহায্যকারীদের দিকে তাকিয়ে কোন কিছু গোপন না করে তাদের মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার আহ্বান জানালেন। আকাবায় আনুগত্য প্রকাশের দিন তারা মহানবীকে তাদের শহরকে রক্ষা করার যে প্রতিজ্ঞা করেছিল সে কথাও তাঁর মনে হল। এখন তারা অবশ্য মদীনা শহরের বাইরে। সুতরাং তারা বলতে পারে, তাদের প্রতিজ্ঞা এখানে কার্যকর নয়। কিন্তু সা'দ বিন মুয়াদ তাঁর সব সন্দেহের অবসান ঘটালেন।

তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহর নবী! আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি এবং আপনার ওপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমরা দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল এবং আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনার মিশন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণেই আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এবং আপনার প্রতি অনুগত হয়েছিলাম। এখনও আমরা আপনার কথা মেনে চলব এবং আপনাকে অনুসরণ করব। আপনি আপনার খুশিমত যেখানেই যান, আমরা আপনাকে অনুসরণ করব। যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম করে বলছি, কোন সাগরের কিনারায় এসে আপনি যদি তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন, আমরাও আপনাকে অনুসরণ করব। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে আপনাকে অমান্য করবে। আগামীকালও যদি আমাদের শত্রুর মোকাবেলা করতে হয়, তাহলে করব। এজন্য আমাদের কোন চিন্তা নেই। যুদ্ধের জন্য আমরা প্রস্তুত। কারণ চিন্তাধারায় আমরা সৎ ও সত্যবাদী। আমরা আশাবাদী, আপনার সন্তুষ্টির জন্য আমরা যে কাজ করব, আল্লাহ সে কাজে সাহায্য করবেন। আপনি আপনার ইচ্ছামত স্থানে আমাদের প্রেরণ করুন। আল্লাহর রহমত ও বিজয় আমাদের সাথেই রয়েছে।"

মহানবী তাদের এসব ঘোষণা এবং আন্তরিকতাপূর্ণ কথায় অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ "তোমাদের সঙ্গীদের এ সুসংবাদ দাও -

www.pathagar.com

সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাকে দু'দলের মধ্যে এক দলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং এমন কি এখনও আমি আমার চোখের সামনে তাদের ধ্বংস দেখতে পাচ্ছি।"

সূর্য অস্তমিত হওয়ার সামান্য পূর্বে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীগণ 'ধাপরান' থেকে যাত্রা শুরু করলেন। ডান দিকে 'হুনান' নামে একটি বড় পাহাড় রেখে তাঁরা বদর নামক গ্রামের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। এদিন ছিল মুহাম্মদ-এর উটে চড়ার পালা। তাঁর পশ্চাতে ছিলেন অপর একজন সঙ্গী। এ সময় তাঁরা একজন আরববাসী শেখ-এর সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কুরাইশ, মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের খবর কী?"

লোকটি উত্তর দিল ঃ "আপনাদের বলার মত কোন সংবাদ আমার কাছে নেই। আপনারা কোত্থেকে এসেছেন?"

মুহাম্মদ বললেন ঃ "আগে বল, তুমি কী জান। তারপর আমরা বলব আমরা কোথা থেকে এসেছি।"

শেখ জিজ্ঞেস করল ঃ "এটা কী শর্তসাপেক্ষ?"

মুহাম্মদ দৃঢ়তার সাথে বললেন ঃ "হ্যাঁ।"

"আমি শুনেছি, মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীগণ অমুক দিন অমুক সময় মদীনা ত্যাগ করেছেন। এ গুজব যদি সত্য হয়, তাহলে তাদের এখন অমুক জেলার অমুক স্থানে থাকার কথা।" (মহানবী যে স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই স্থানের কথা সে উল্লেখ করল।) শেখ আরও বলল ঃ "আমি আরও শুনেছি, কুরাইশরা অমুক দিন অমুক সময় মক্কা ত্যাগ করেছে। এ গুজব যদি সত্য হয়, তাহলে কুরাইশরা এখনও অমুক জেলার অমুক স্থানে অবস্থান করছে।"

কুরাইশরা কোথায় অবস্থান করছে, সে সম্পর্কে সে পুনরায় ইঙ্গিত প্রদান করল।

অতঃপর সে তার কথা শেষ করে বলল ঃ "এখন বলুন, আপনারা কোন্ গোত্র এবং কোথা থেকে এসেছেন?"

মহানবী উত্তর দিলেন ঃ "আমরা পানির এলাকা (অর্থাৎ মদীনা) থেকে এসেছি।" অতঃপর তিনি যাত্রা শুরু করলেন।

রাতে মহানবী কুরাইশ বণিক দল বা বাহিনী সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য পাহাড়ের অপরদিকে বদর উপত্যকার ধারে আলী, জুবায়ের, সা'দ এবং অপর কয়েকজনকে পাঠালেন। মদীনা থেকে প্রায় একশ' মাইল দূরে বদর প্রান্তর। এর ঝর্ণার পানি এমন স্বচ্ছ ছিল যে, পানিতে চাঁদের প্রতিবিম্ব পরিষ্কারভাবে দেখা যেত। কথিত আছে যে, এজন্যই এ স্থানের নাম হয় বদর অর্থাৎ পূর্ণ চাঁদ। অথবা এমনও হতে পারে, যে লোকটি এ কূপ প্রথম খুঁজে পায়, তার নাম ছিল বদর।

মদীনা থেকে যে রাস্তাটি মক্কা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে মিলিত হয়েছে সেই স্থানটির পাশেই বদর গ্রামটি অবস্থিত। এস্থানে আছে বহু পানির কূপ এবং এর উত্তর-পূর্ব দিকে রয়েছে বহু উঁচু-নিচু পাহাড়। দক্ষিণ দিকে রয়েছে পাথুরে একটি

www.pathagar.com

জলাধার। এর পানি দিয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকায় সেচকার্য সম্পাদন করা হত। প্রতি বছর বদর-এ একটি মেলা বসত। এ মেলায় হেজাযের গোত্রগুলো তাদের পণ্য বিনিময় করত। গভীর রাতে আলী এবং তাঁর সঙ্গীরা পার্শ্ববর্তী পাহাড় ঘুরে-ফিরে আসেন। আসার সময় তাঁরা দু'জন লোক ও একটি উট ধরে নিয়ে আসেন। সকালবেলা তাঁরা প্রতিদিনের মত মহানবীর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। মহানবীর সঙ্গীগণ দু'জন লোককে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করলেন। তারা বলল, তারা কুরাইশ'বাহিনীর গুপ্তচর এবং তারা পানির সন্ধানে সেখানে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এ উত্তরে জিজ্ঞাসাবাদকারীরা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাঁরা ধারণা করে-ছিলেন, লোক দু'জন বণিক দলের গুপ্তচর।

তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন ঃ "তোমরা মিথ্যা বলছ।" তারা বণিক দলের গুপ্তচর একথা স্বীকার না করা পর্যন্ত তারা তাদের মারলেন। ইতোমধ্যে মহানবী তাঁর নামাজ শেষ করেছেন। তিনি বললেন ঃ "লোক দু'জন যখন সত্য কথা বলল তখন তোমরা তাদের মারলে। তারা মিথ্যা বলা শুরু করলে তোমরা মার থামালে। আল্লাহর কসম, এ লোক দু'জন যখন বলছিল তারা কুরাইশ বাহিনীর লোক তখন তারা সত্য কথাই বলেছিল।"

অতঃপর তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ "কুরাইশ ও তাদের বাহিনী সম্পর্কে কী জান আমাকে বল।"

"দিগন্ত রেখার পাশে যে পাহাড়টি আপনি দেখতে পাচ্ছেন, তারা সেখানেই রয়েছে।"

মহানবী জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তারা কতজন?"

"অনেক"।

"তাদের কাছে কী পরিমাণ অস্ত্র আছে?"

তারা উভয়ে উত্তর দিল ঃ "আমরা জানি না।"

মহানবী জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তারা প্রতিদিন কতটা উট জবাই করে?"

"একদিন নয়টা এবং অন্যদিন দশটা উট তারা জবাই করে।"

মহানবী সামান্য চিন্তা করে বললেন ঃ "তাদের সংখ্যা তাহলে নয়শ' থেকে এক হাজারের মধ্যে হবে।"

মুহাম্মদ বললেন ঃ "এ কুরাইশ দলে কারা আছে?"

"উৎবা, সাইবা, রাবি'আর পুত্ররা, আবুল বখতারী, হিশাম-এর পুত্র, হাকিম বিন হিজাম, ইয়াজিদ বিন খুয়ালিদ, হারিছ বিন আল-আমির, নাদর, জামা'আ, আবু জাহল, উমাইয়া, নাবিহ, মুনাব্বা, সুহায়েল, আমর বিন আবদু এবং অন্যান্যরা।"

মহানবী তাঁর সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "মক্কা তোমাদের কাছে তার ক্ষমতার উৎস কয়েকজনকে পাঠিয়েছে।"

www.pathagar.com

চিরকালের জন্য পৌত্তলিকতাকে কবর দেওয়া হয়েছে

'হে আল্লাহ! আপনি প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুন।'

- মুহাম্মদ-এর মুনাজাত থেকে

মক্কা থেকে বিরাট একটি কুরাইশ বাহিনী যাত্রা শুরু করল। তেজস্বী ও দ্রুত-গতিসম্পন্ন ঘোড়ায় চড়ে হুবলের যুবক যোদ্ধারা যখন খোলা তরবারি ও উজ্জ্বল তীর নিয়ে যাত্রা শুরু করে তখন মক্কার অধিবাসীরা তাদের দিকে তাকিয়েছিল। প্রত্যেকেই দৃঢ়ভাবে আশাবাদী ছিল, এ বিরাট বাহিনী বিজয়ী হবে এবং হেজায ও নযদের ইতিহাস থেকে মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের আন্দোলন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শহরের ভিড়ের মধ্যে পণ্যসামগ্রীসহ ফেরীওয়ালাদেরও দেখা গেল। প্রশংসা করার জন্যও লোক জমায়েত হল। এর মধ্যে এলোমেলো চুলওয়ালা একজন বৃদ্ধা মহিলা যাদুকরও ছিল। তার সামনে ছিল ভাগ্য গণনা করার যাবতীয় সামগ্রী। সিল্ক কাপড়ের একটা ছোট টুকরা এবং খেজুরের আটির মত পাথর নিয়ে সে তখন ভাগ্য গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী করার কাজে ব্যস্ত ছিল। তাকে ঘিরে বেশ ভিড় জমে উঠল। প্রত্যেকেই তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং কুরাইশ বণিক দলকে রক্ষা ও মুহাম্মদকে ধ্বংস করার জন্য যে বিরাট বাহিনী যাত্রা করেছে তার ভবিষ্যত সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাইল। ভবিষ্যদ্বক্তা বৃদ্ধা তাদের কথার জবাব দিয়ে চলল স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সে নিশ্চুপ হয়ে গেল। নিশ্চুপ হয়ে যাওয়ায় তাকে সবাই উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাল। কিন্তু তার ঠোঁট দু'টো যেন বন্ধ হয়ে আছে। সে তার এ রহস্যজনক নীরবতা ভঙ্গ করতে পারল না। কিন্তু তাদের অনুরোধ ও জেদ যখন অসহ্য হয়ে উঠল, তখন সে তার প্রসারিত ও কুঞ্চিত ঠোঁট খুলল। তার পাশে দাঁড়িয়ে লোকদের দিকে তাকিয়ে সে শান্তভাবে বলল ঃ

www.pathagar.com

"তোমরা আমাকে অনুরোধ করছ কেন? তোমাদের যুবকদের গিয়ে বল, তারা যেন মৃত্যুর মুখে যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি না করে।"

একথাগুলো উপস্থিত কিছু লোকের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করল। কিন্তু যারা কুরাইশ প্রধানদের বিরোধিতা করেছিল তারা এবং শহরের নির্যাতিত ব্যক্তিরা একথায় খুশি হল। তারা বহুদিন ধরে অপেক্ষায় ছিল, মুহাম্মদ-এর আল্লাহ কুরাইশ মুনাফাখোর ও তাদের নির্দয় শাসনকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

ভবিষ্যদ্বক্তার একথা সেদিনই বিভিন্ন লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

কতিপয় কুরাইশ প্রধান ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকদের সমন্বয়ে গঠিত এ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক হাজার। মুহাম্মদ সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে এমনই একটা ধারণা করেছিলেন। তাদের কাছে ছিল প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং খাওয়া ও পরিবহনের জন্য ব্যবহারযোগ্য সাতশ' উট। দ্রুত চলাচলের জন্য তাদের কাছে নযদ ও হেজাযের দু'শ দ্রুতগামী ঘোড়া ছিল। প্রত্যেক অশ্বারোহীর কাছে ছিল তরবারি ও বল্লম। এ বাহিনীর সম্মুখে ছিল রণসংগীত গায়ক দল। রণসঙ্গীতের তালে তালে এ বিরাট বাহিনী মক্কা ত্যাগ করে। তারা যখন ইয়াছরিব অভিমুখে যাত্রা শুরু করে তখন তাদের যুদ্ধের উন্মাদনা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। গায়ক ও নৃত্যরত লোকদের কোলাহল এবং রণভেরী ও ড্রামের শব্দ যুবক-বৃদ্ধ সবাইকে মাতিয়ে তোলে।

তারা প্রতিদিন সকালে যাত্রা শুরু করে এবং সন্ধ্যায় স্বচ্ছ পানির কুয়ার ধারে তাদের তাঁবু খাটায়। অর্থাৎ দিনের বেলায় কুরাইশ বাহিনী বিজয়ী হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাসে আনন্দের সাথে পথ চলে এবং নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে রাতের অধিকাংশ সময় মদ, উটের গোশত, নাচ ও গানে মত্ত হয়ে কাটায়।

জাহফা উপত্যকায় পৌছার পর তারা সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করে বণিক দলের সংবাদ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়। কুরাইশদের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ জুহরা নামের একটি গোত্র এ এলাকায় বাস করত। এ কারণে অন্যান্য যে কোন স্থান থেকে এ স্থানটিতে সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত নিশ্চিন্তে ও আরামে ছিল। কিন্তু হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তাদের প্রাত্যহিক সাধারণ জীবনে তারা ভয় পায় এবং কিছুটা রহস্যেরও ইঙ্গিত পায়। এ ঘটনা তাদের সবার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করল।

জুহরা গোত্রের শেখ ও যোদ্ধাদের সাথে আনন্দপূর্ণ রাত্রি যাপনের পর কুরাইশ প্রধান ও নেতৃবৃন্দ যাত্রা করার পূর্বে খুব ভোরে আগের মতই কোন গোত্র প্রধান বা কারও তাঁবুতে ছোট ছোট দলে মিলিত হল। কয়েকজন বন্ধুসহ জাহিম গেল সুহায়েলের তাঁবুতে। সুহায়েল বন্ধুত্বপূর্ণ ভঙ্গীতে তাদের উষ্ণ অভিনন্দন জানাল। কিন্তু তার মনে হল, জাহিমের মনে কিছু কথা বলার আছে। প্রথমদিকে জাহিম কিছু বলতে ইতস্তত করছিল। কিন্তু সুহায়েল ও অন্যরা অনুরোধ করলে সে বলে, গতরাতে সে একটি স্বপ্ন দেখেছে এবং তার ফলে সে অস্বস্তি বোধ করছে।

www.pathagar.com

সুহায়েল জিজ্ঞেস করল ঃ "এটা কি কোন ভাল লক্ষণ?"

জাহিম উত্তর দিল ঃ "আমি জানি না, এটা ভাল কি মন্দ। কিন্তু একথা সত্য, এ স্বপ্ন দেখার পর থেকে আমি অস্বস্তি বোধ করছি।" তারা সবাই তাকে স্বপ্নটি বলার অনুরোধ জানাল।

"গত রাতের শেষ দিকে আমি আধা ঘুম আধা জাগ্রত অবস্থায় ছিলাম। আমি একজন লোককে ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখলাম। তার সামনে ছিল একটা উট। লোকটি সরাসরি আমার কাছে এসে দাঁড়াল এবং হঠাৎ চিৎকার করে বলল, 'উৎবা বিন রাবি'আ নিহত হয়েছে, সাইবা নিহত হয়েছে, আবুল হাকাম এবং উমাইয়া বিন খালাফ নিহত হয়েছে। এক এক করে সেসব কুরাইশ প্রধানের নাম ধরে বলল, যারা সবাই নিহত হয়েছে। অতঃপর আমি তাকে তার বল্লম দিয়ে উটের গলায় আঘাত করতে এবং আমাদের সৈন্যবাহিনীর দিকে তাকে যাত্রা করতে দেখলাম। ক্রুদ্ধ হয়ে উটটি প্রত্যেক তাঁবুতে রক্ত ঝরাতে লাগল।"

কথা শেষ করে জাহিম প্রত্যেকের দিকে বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে তাকাল। এ স্বপ্নের কথায় সবাই প্রভাবিত হয়েছে মনে হল। তারা সবাই নীরব রইল। কিছুক্ষণ পর তারা সবাই এক এক করে তাঁবু ত্যাগ করল এবং যাদের সাক্ষাত পেল তাদেরকে স্বপ্নের কথা জানিয়ে দিল।

আবু জাহল তাদের বিজয় সম্পর্কে মোটামুটিভাবে নিশ্চিত ছিল। এ স্বপ্নের কথা শুনে সেও কিছুটা বিমর্ষ হল। অন্যকে এর প্রভাবমুক্ত করার জন্য সে অবজ্ঞা ভরে বলল ঃ "মুত্তালিব গোত্রে আর একজন নবী এসেছে। কাল যখন আমরা মুহাম্মদ-এর লোকদের সাক্ষাত পাব তখন দেখা যাবে কে কাকে হত্যা করে।"

সেদিনই আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে একজন লোক এসে তাদের বলল যে, বণিক দলের যাত্রাপথ পরিবর্তন হয়েছে। তারা সমুদ্রোপকূল ধরে পশ্চিম দিকের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মুহাম্মদ-এর থেকে নিরাপদ থাকার জন্য এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সে কুরাইশ প্রধানদের মক্কায় ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে মুহাম্মদ-এর সাথে সংঘর্ষে যাওয়ার ঝুঁকি গ্রহণ না করার পরামর্শ দিল। কারণ এর ফল সন্দেহমুক্ত নয়। সংবাদবাহক উৎবা ও সা'ইবার তাঁবুতে কুরাইশ প্রধানদের কাছে এ সংবাদ দিল এবং প্রত্যেকে নীরবে মাথা নত করল।

সম্ভবত তারা জাহিমের স্বপ্নের কথা চিন্তা করছিল। আবু জাহলই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করল। জনগণকে ভয়মুক্ত করার জন্য সে বলল ঃ "আমরা এতটা পথ মিছামিছি আসিনি। আজ আমাদের যে বিরাট একটি বাহিনী আছে তা আমরা প্রতিদিনই গড়তে পারব না। আমাদের অবশ্যই মুহাম্মদ-এর ওপর চরম বিজয় অর্জন করতে হবে এবং তারপর আমরা স্থায়ীভাবে নিশ্চিন্তে থাকব। এ উপত্যকার বদর নামক স্থানটি হল সাধারণের মিলনস্থল এবং আরববাসীদের ব্যবসায়ের

www.pathagar.com

কেন্দ্র। সেখানে উপস্থিত হয়ে আমরা তিন দিন ও তিন রাত বিজয় উৎসব পালন করব, মদ পান করব এবং নাচ-গান উপভোগ করব। এতে আরবের সব গোত্র বুঝতে পারবে যে, মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা আরব জাতির জীবনের পাতা থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।”

প্রায় মাতাল অবস্থায় লাল চুলের অধিকারী আবু জাহল চমকপ্রদভাবে কথাগুলো বলে নিজের তরবারি উন্মুক্ত করে তা মাথার ওপরে রেখে যুদ্ধের কবিতা আবৃত্তি করল। সে বলল ঃ “আমি সত্তর বছরের বৃদ্ধ হলেও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমি কোনদিন পিছপা হইনি। কারণ শুধুমাত্র যুদ্ধের জন্যই আমার মা আমাকে এ পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে।”

কিন্তু এ উৎসাহ ও বীরত্ব প্রদর্শন তার ভীত-সন্ত্রস্ত লোকদেরকে শান্ত করতে পারল না। তারা পরবর্তী যুদ্ধকে ভয় ও উদ্বেগের সাথে গ্রহণ করল। পরদিন এ বিরাট বাহিনী বদর-এর উদ্দেশ্যে জাহফা ত্যাগ করল। জুহরা গোত্র এ যুদ্ধে তাদের সঙ্গী হওয়ার জন্য প্রস্তুত না থাকায় তারা সরাসরি বদর-এর পথ ধরল। মরুভূমিতে আশ্চর্য রকমের কর্মতৎপরতা শুরু হয়ে গেল। একদিকে ছিল কুরাইশ বণিক দল এবং অন্যদিকে তাদের রক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল বিরাট কুরাইশ বাহিনী। আর এ দু'বাহিনীর মধ্যবর্তী স্থানে ছিল মুহাম্মদ-এর অনুসারীগণ। প্রথম দু'দলের ছিল অর্থ, সম্পদ এবং জগতের উত্তম জিনিস। এ সম্পদ ও নিজেদের বিশ্বাসকে রক্ষার জন্যই তারা নিয়োজিত ছিল। তৃতীয় দলের লোকদের ছিল ঈমান এবং পরজগত। আল্লাহর ধর্ম রক্ষায় তারা আল্লাহর বাহিনী হিসেবে নিয়োজিত ছিল। এ লোকগুলোর কাছে পৃথিবীর ধন-সম্পদের চেয়ে ধর্মই ছিল প্রিয়। সমগ্র মরুভূমিতে গুপ্তচরের আনাগোনা ছিল ব্যাপক এবং তারা সংবাদ সংগ্রহের কাজে লিপ্ত ছিল।

আবু সুফিয়ানের লোকেরা মরুভূমির পথে উটের পিঠ থেকে পড়ে যাওয়া খেজুরের আটি পরীক্ষা করে বুঝতে পারল, তারা মদীনা থেকে এসেছে। এ চিহ্ন দেখে তারা মুহাম্মদ-এর যাত্রাপথ নির্ধারণ করল। মরুভূমির 'সত্যিকার খেকশিয়াল' হিসেবে পরিচিত আবু সুফিয়ান অনতিবিলম্বে তার যাত্রাপথ পরিবর্তন করে সমুদ্রোপকূলের ধার দিয়ে পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরল। মুহাম্মদ-এর বাহিনী দাব্বা থেকে অগ্রসর হল এবং জাহফা থেকে যাত্রা করল কুরাইশ বাহিনী। উভয় বাহিনীই ছিল বদর অভিমুখী। তাদের যাত্রার রাতে সমগ্র হেজাযে বজ্রপাতসহ প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হয়। মুহাম্মদ যে পথ দিয়ে রওনা হন সেই পথের যাত্রীদের জন্য এ বারিপাত আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। কারণ ঐ এলাকায় ছিল নরম বালু। বৃষ্টির পানিতে বালু শক্ত হয় এবং মানুষ ও ঘোড়ার চলাচল সহজতর হয়।

“নীলাকাশ থেকে আল্লাহ বারি বর্ষণ করেছেন যা তোমাদের পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে তুলবে।”

www.pathagar.com

অশ্বারোহী ও পদাতিক উভয় বাহিনীর সৈন্যদের কাছে এ শক্ত বালির ওপর দিয়ে অগ্রযাত্রা সহজতর হয়। কিন্তু কুরাইশ বাহিনী যে পথ দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, সেই পথে বৃষ্টি ও বন্যার পানি তাদের চলাচলের জন্য বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে কুরাইশ বাহিনীর বহু পূর্বে মুহাম্মদ-এর বাহিনী বদর প্রান্তরের প্রথম পানির কূপের কাছে পৌঁছে যায়। মহানবী এ কূপের ধারে তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দেন। কিন্তু খাবাব-এর ইচ্ছা ছিল আরও কিছুদূর এগিয়ে যাওয়া। তাই তিনি মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আল্লাহ্ কি এ সম্পর্কে কোন ওহী প্রেরণ করেছেন? যদি তাই হয়, তাহলে অন্য কোন স্থানে যাওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। কিন্তু যদি যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করা হয় তাহলে আমাদের এখানে অবস্থান না করে পানির কাছাকাছি যাওয়াই শ্রেয়। প্রয়োজনবোধে সেখানে আমরা একটা গর্ত খুঁড়ে তা পানিতে পূর্ণ করে দেব। শত্রুর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা নিয়মিতভাবে পানি পাব অথচ শত্রুরা এখানে আসতে পারবে না।" অতঃপর মুহাম্মদ-এর বাহিনী আরও সামনের দিকে অগ্রসর হয় এবং সর্ব-শেষ কুয়াটির ধারে তাঁরা তাঁবু ফেলে। ঘোড়া ও উটের হ্রেষা রব ও গর্জন ধ্বনিতে বাতাস প্রকম্পিত হল। তাঁবুর পাশে কাঠের আগুন জ্বালানো হল এবং চুলায় আগুন দিয়ে রুটি সেঁকার ব্যবস্থা করা হল। অল্পক্ষণের মধ্যে লাল ও হলুদ বর্ণের অগ্নিশিখা ও বিভিন্ন রঙের ধোঁয়া মরুভূমির আকাশে প্রতিভাত হল। হলুদ, লাল ও ধূসর বর্ণের ডোরাকাটা কালো কাপড়ের চিহ্নের মত মাঝে মাঝে নীলাভ বাষ্পের ফিনকি ছুটতে দেখা গেল। সুস্বাদু রুটির ঘ্রাণ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। ছোট ছোট দলে বসে মুহাম্মদ-এর অনুসারীরা রাতের খাবার খেল।

মহানবী যে দলে ছিলেন, সেই দলে সা'দ বিন মু'য়াদ ছিলেন। তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহর নবী! খেজুর গাছের গুঁড়ি দিয়ে আপনার জন্য একটা আশ্রয়স্থল তৈরি করি। এটা একটা তাঁবুও হবে এবং আপনার জন্য একটা কামরাও হবে। কুরাইশ-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে আমরা দু'টো দ্রুতগামী ঘোড়া এখানে রেখে যাব। তাদের ওপর আল্লাহ্ যদি আমাদের বিজয়ী করেন, তাহলে তো কোন কথাই নেই। কিন্তু আমরা যদি পরাজিত হই, তাহলে আপনি এবং আপনার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহচর এ ঘোড়ায় চড়ে মদীনায় চলে যেতে পারবেন। আপনাকে নিরাপদে রাখার মত সেখানে অনেক লোক আছে। আপনার প্রতি তাদের বন্ধুত্ব ও ভালবাসা আমাদের কারও চেয়ে কম নয়। পবিত্র যুদ্ধের জন্য তাদের উৎসাহ ও প্রত্যয় আমাদের চেয়ে মোটেই কম নয়।"

মহানবী সমগ্র বাহিনীর সফলতা ও বিজয় এবং তাঁর নিজের জন্য উত্থাপিত প্রস্তাবগুলো অনুমোদন করলেন। একটা প্রশস্ত স্থানে একটি আশ্রয় শিবির তৈরি করা হল এবং তা পাহারা দেওয়ার দায়িত্বে থাকলেন আলী, আবু বকর ও সা'দ বিন মু'য়াদ। ঐ রাতে মুসলমানরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও তাদের নেতার প্রতি

www.pathagar.com

ভালবাসায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। পরদিন শত্রুর সাথে মোকাবেলা করার জন্য অধীর আগ্রহে তারা অপেক্ষা করল এবং জয়ী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গভীর ঘুমে মগ্ন হল। পরদিন সকালে মুহাম্মদ নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তিনি দূরে ধুলা ওড়া লক্ষ্য করলেন। এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কুরাইশ বাহিনী বদর-এর দিকে এগিয়ে আসছে। এ বাহিনীর সম্মুখে ছিল অশ্বারোহী বাহিনী। প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন সৈন্যদলের পৃথক পৃথক পতাকা ছিল। তারা সবাই ছিল অস্ত্র সজ্জিত। এ ধরনের আটটি উটের বাহিনী অত্যন্ত সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আসছিল। তাদের আগমন ছিল আড়ম্বরপূর্ণ এবং তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল গর্বে ভরা ও বাহ্যিকভাবে আক্রোশপূর্ণ। মুসলমানদের মনে ঈমানের জোর যদি ইস্পাতের চেয়ে কঠিন না হত তাহলে এ বাহিনীর আগমন দৃশ্য তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে ফেলত এবং যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তারা পালিয়ে যেত। কিন্তু সেখানে ছিল বিশ্বাস, ছিলেন মুহাম্মদ এবং ছিল সমঝোতা। মুহাম্মদ অগ্রগামী সৈন্য দলকে দেখলেন। অতঃপর তিনি তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে ফেরালেন। তিনি প্রার্থনা করলেন ঃ

"হে আল্লাহ! কুরাইশদের মধ্যে যারা শক্তিশালী তারা এখন তাদের সকল অশ্বারোহী নিয়ে গর্ব ও জাঁকজমকের সাথে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তারা আসছে তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য, তোমার আদেশ প্রত্যাখ্যান করার জন্য এবং তোমার নবীকে অস্বীকার করার জন্য। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি বিজয় ও সাফল্যের, যার প্রতিশ্রুতি তুমি আমাকে দিয়েছ। হে আল্লাহ! তুমিই এ কিতাব আমার ওপর অবতীর্ণ করেছ এবং আমাকে দৃঢ় ও স্থির থাকার নির্দেশ দিয়েছ। আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে, কুরাইশ তথা পৌত্তলিক বাহিনীকে পরাজিত করতে তুমি আমাদের সাহায্য করবে। এটাই তোমার প্রতিজ্ঞা এবং তুমি কখনও তা ভঙ্গ করবে না। হে আল্লাহ! এ লোকগুলোর কাছে ফেরাউন হিসেবে পরিচিত আবু জাহলকে আমাদের হাত থেকে রক্ষা কর না। জামা'আ, ইসহাক ও সুহায়েলকে আমাদের হাত থেকে মুক্ত কর না। তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ হে আল্লাহ এবং তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর।"

সবাই নীরবে মহানবীর এ প্রার্থনা শুনছিল। তাঁর প্রার্থনার প্রত্যেকটি কথা ছিল গভীর ও বাগ্মিতাপূর্ণ এবং আন্তরিক। সবাই হঠাৎ লক্ষ্য করল যে, মুহাম্মদ তাঁর লাঠি দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থানের খেজুর গাছের দিকে দিক-নির্দেশ করে বলছেন ঃ "এখানে আবু জাহলের পতন হবে। এখানে সাইবা। এখানে জামা'আর রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে থাকবে। ওখানে উৎবাকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দেওয়া হবে এবং এখানেই পৌত্তলিকতা ও মুনাফেকী, অত্যাচার ও শত্রুতাকে চিরতরে কবর দেওয়া হবে।"

www.pathagar.com

চল আমরা যাই এবং তাদেরকে দেখাই

'মুহাম্মদ-এর শিবিরে আমি যাদের দেখেছি তারা তাদের কাঁধে মৃত্যুকে বহন করছিল!'

- উমায়ের

নির্দিষ্ট সময়ে কুরাইশ বাহিনী মুহাম্মদ-এর বিপরীত দিকে বদর প্রান্তরের শেষ দিকের কুয়ার ধারে অবস্থান গ্রহণ করল। কালো একটি ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে একজন অশ্বারোহী মুহাম্মদ-এর বাহিনীর দিকে এগিয়ে এল। তার কপালে ছিল সাদা কাপড়ের উজ্জ্বল চিহ্ন। সে এল দ্রুতগতিতে এবং অত্যন্ত সাহসের সাথে ও মুহাম্মদ-এর বাহিনীর এক পাশ ঘুরে অতিক্রম করে চলে গেল। সবাই তাকে তাকিয়ে দেখল।

এ লোকটি সম্পর্কে সবাই নানা ধরনের কথা বলতে শুরু করল। কেউ ঘোড়াটি যেভাবে তার লেজ উঁচু করেছিল তার প্রশংসা করল। অনেকে আবার অশ্বারোহীর প্রশংসা করল। এ লোকটির নাম উমায়ের বিন ওহাব বলে তারা মত প্রকাশ করল। লোকটির আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা সবাই চিন্তা করল। ইতোমধ্যে লোকটি অর্ধ বৃত্তাকারে মুহাম্মদ-এর বাহিনী অতিক্রম করে কুরাইশদের মাঝে ফিরে গেল।

কুরাইশ প্রধানরা তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ "মুহাম্মদ-এর বাহিনীতে কতজন লোক আছে?"

"তাদের সংখ্যা কম বেশি তিনশ'। আমাকে আর কয়েক মিনিট সময় দাও। আমি মুহাম্মদ-এর বাহিনীর চারপাশ একবার ঘুরে আসি। দেখি, তাদের পশ্চাতে অতিরিক্ত কোন সৈন্যদল আছে কি-না।"

উমায়ের আবার ঘোড়ায় আরোহণ করল এবং দ্রুতগতিতে মুহাম্মদ-এর বাহিনীকে চারদিক থেকে দেখার জন্য বেরিয়ে পড়ল।

ফিরে এসে সে বলল ঃ "তাদের অতিরিক্ত কোন সৈন্যদল নেই। আমি আগে যা বলেছি, তাদের সংখ্যা ঠিক তাই।"

www.pathagar.com

আবু জাহল শপথ করে বলল ঃ "তাহলে আজই আমরা তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে মুহাম্মদকে বন্দী করব।"

উমায়ের তাকে সতর্ক করে বলল ঃ "মুহাম্মদ-এর বাহিনীতে আমি যাদের দেখেছি সবাই বিশ্বস্ত উটের মত এবং তারা নিজের কাঁধে মৃত্যুকে বহন করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ইয়াছরিবের উট ও ঘোড়াগুলো তাদের পিঠে করে মৃত্যুকে বহন করে এনেছে। সত্যিকার সাহসী লোকেরা সব সময় নীরব থাকে। সাপ যেমন হঠাৎ করে ছোবল মারে, তারাও তেমনি হঠাৎ করে আঘাত হানে। পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যাওয়ার চিন্তা তাদের মাথায় নেই। এ লোকগুলোর মনে যেমন অগাধ বিশ্বাস আছে তেমনি আছে প্রতিশোধের স্পৃহা। এসব লোক তরবারি ছাড়া অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করে না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাদের প্রত্যেকে বেশি না হলেও অন্তত একজন করে আমাদের লোককে হত্যা করবে। তারা যদি তাদের সংখ্যার চেয়ে আমাদের বেশি সংখ্যক লোককে হত্যা করতে নাও পারে, তাহলে তোমাদের জীবনের নিরাপত্তা কোথায়? তোমরা যা ভাল মনে কর তাই কর। এটা যুদ্ধক্ষেত্র এবং তোমরা সবাই আছ। আমি যা অনুভব করেছি, শুধুমাত্র সেকথাই তোমাদের কাছে বললাম।"

পূর্বে উল্লিখিত স্বপ্ন ও কুসংস্কারের কারণে কুরাইশদের মনোবল ভেঙে পড়েছিল। উমায়েরের একথায় তারা মানসিক দিক থেকে আরও দুর্বল হয়ে পড়ল। হাকিম বিন হিজাম উৎবা বিন রাবি'আর দিকে ফিরে বলল ঃ "হে ওয়ালিদের পিতা! তুমি কুরাইশদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং তাদের নেতা। তোমার কথা সবাই মেনে নেবে। তুমি কি এমন একটি ভাল কাজ করবে যার জন্য লোকে তোমাকে চিরদিন ভাল বলবে?"

উৎবা জিজ্ঞেস করল ঃ "আমি কী করব?"

"লোকগুলোকে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও এবং এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটাও।" আর কোন কথা না বলে উৎবা একটা উঁচু পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল ঃ "হে কুরাইশ জনগণ! তোমাদের সম্মুখে মুহাম্মদ-এর বাহিনী দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা কি করছ? যুদ্ধে যদি তোমরা তাদের ওপর জয়ী হও তাহলেও তোমরা কিছুই লাভ করতে পারবে না। তোমরা শুধুমাত্র তোমাদের চাচাত-মামাত ভাই ও তোমাদের গোত্রের লোকদেরই হত্যা করবে। অতঃপর তোমরা কোন লোকের মুখে শুধুমাত্র শত্রুতার চিহ্নই দেখতে পাবে। এখনই ফিরে চল এবং আরবের অন্যান্য গোত্র মুহাম্মদ-এর সাথে বোঝাপড়া করুক। তারা যদি তাঁকে পরাজিত করতে পারে তাহলে তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। কিন্তু তিনি যদি বিজয়ী হন তাহলেও তিনি তোমাদের কোন ক্ষতি করবেন না। তোমরা এ কাজই কর। লোকে যদি তোমাদের ঘৃণা করে বা অপমানিত করে, তাহলে আমি তার মোকাবেলা করব। তোমরা তাদেরকে বলবে, উৎবার বিরোধিতার কারণে

www.pathagar.com

তোমরা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছ। তোমরা একথা ভাল করেই জান, আমি তোমাদের মত দুর্বল নই।"

এ ভাষণ সকলকে গভীরভাবে প্রভাবিত করল। তারা সবাই উৎবাকে তাদের নেতা হিসাবে গণ্য করে এবং তারা সবাই বুঝতে পারল, সে নির্জলা সত্য কথাই বলছে। জনৈক ব্যক্তি আপত্তি উত্থাপন করে বলল ঃ "কিন্তু আবুল হাকাম এটা সমর্থন করবে না। সে চায় যে, যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে এবং মুহাম্মদ, তাঁর সঙ্গী ও বাহিনীকে ধ্বংস করতে হবে।"

অপর একজন বলল ঃ "তাহলে চল আবুল হাকামের তাঁবুতে যাই এবং আমাদের সিদ্ধান্তের সাথে তাকে একমত হওয়ার কথা বলি।" হাকিম, উৎবা এবং অন্যান্য সবাই আবুল হাকামের (আবু জাহল) তাঁবুতে গেল। তারা যখন আবু জাহলের তাঁবুতে প্রবেশ করল, তখন সে নিজেকে অস্ত্র সজ্জিত করছিল। তাদের আগমনে সে আনন্দ প্রকাশ করল। কিন্তু তাদের আগমনের উদ্দেশ্যের কথা জানতে পেরে সে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। চিৎকার করে বলল ঃ "উৎবা একটা দুর্বল লোক। মুহাম্মদ-এর একটি ছোট বাহিনী দেখেই তার রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেছে। মুহাম্মদ-এর বাহিনীতে কর্মরত তার পুত্র আবু হোজায়ফার জন্য সে ভীত হয়ে পড়েছে। না, এটা হতে পারে না। আমরা একটা পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছি, যেখানে হয় আমরা ধ্বংস হব, আর না হয় মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ধ্বংস হবে। উৎবা যদি তার সন্তানের কথা চিন্তা করে তাহলে তার রক্তমূল্যের জন্য হাদরামির পুত্র আমিরকে নিয়ে এস।"

হাকিম বলল ঃ "আমি তার রক্তমূল্য প্রদান করব।"

আবু জাহল জিজ্ঞেস করল ঃ "তার সম্পত্তির মূল্য কত?"

আবু জাহলের কথায় বাধা দিয়ে হাকিম বলল ঃ "এসব সমস্যা সৃষ্টি কর না। তুমি যদি সম্মত হও, এমন রক্তাক্ত অধ্যায়ের সূচনা হবে না, তাহলে আমি তার সম্পত্তির মূল্যও দিয়ে দেব।"

কেউ কেউ আমিরকে ধরে আনতে গেল। অন্যরা সবাই আলোচনা ও সমালোচনায় লিপ্ত হল। কেউ এক পক্ষ নিল, কেউ অন্য পক্ষ নিল। লোকজনের মধ্যে একটা প্রচন্ড ভাব লক্ষ্য করে আবু জাহল ভয় পেয়ে গেল। এ ভেদাভেদকে কিভাবে কাটিয়ে ওঠা যায় তার সুরাহা সে করতে পারল না। কিন্তু এটা সে উপলব্ধি করল, যুদ্ধের অগ্নিকে প্রজ্বলিত করা যাবে না। আমিরকে আনা হল। মানুষগুলোর উত্তেজিত চেহারা ও একটা ধূমায়িত অসন্তোষ লক্ষ্য করে আমির অস্বস্তি বোধ করল। আবু জাহল তাকে সব ঘটনা বলল। উৎবা ও হাকিম এবং তাদের কয়েকজন অনুসারী কিভাবে তার কাছে এসে শেষ মুহূর্তে সৈন্যবাহিনীকে প্রত্যাহার করে মক্কা নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে এবং কিভাবে তাদের আওতায় ছোট একটা বাহিনীকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলেছে, তা সে খুলে বলল। সে আরও বলল,

www.pathagar.com

তাদের হাতের মুঠোয় এ বাহিনীকে হুবল ঠেলে দিয়েছে। অতঃপর মুহাম্মদ-এর বাহিনীর দিকে তাকিয়ে সে বলল ঃ "তোমার ভাইয়ের হত্যাকারীরা ওখানে আছে। যদি তোমার ভাইকে ভালবাস এবং আরববাসীর প্রতিশোধ স্পৃহা যদি তোমার অন্তরে এখনও নির্বাপিত না হয়ে থাকে তাহলে গাত্রোত্থান কর এবং অগ্রসর হও। যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত কর। আমরা তোমার সাথে আছি এবং তোমাকেই অনুকরণ করব।"

আমির যা দেখল ও শুনল, তাতে তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তার মাথায় যে কাপড় ও রজ্জু ছিল তা সে ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দিল। জনতার মাঝে গিয়ে সে চিৎকার করে বলল ঃ "ওহে কুরাইশ যুবক ও বৃদ্ধ! চল, আমার ও তোমাদের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করি। চল, মুহাম্মদ-এর ছোট বাহিনীকে আমরা দেখিয়ে দিয়ে আসি যে, তারা আমাদের লোককে হত্যা করতে এবং আমাদের সম্পত্তি লুট করতে পারে না। চল, আমরা এখনই যাই। হুবল আমাদের সাহায্য করবে।"

www.pathagar.com

আস্থা ও সন্দেহের তুলনা

'তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন, যেন তারা তাদের বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাস দৃঢ় করে নেয়। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।'

- কুরআন - সূরা ৪৮ ঃ ৪

হিজরী দ্বিতীয় বছরের ১৭ই রমযান মাসের (৬২৪ খ্রিস্টাব্দ) শুক্রবার সন্ধ্যায় ছোট ও বড় এ দু'টি বাহিনী পরদিন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করল। কুরাইশ বাহিনীর সংখ্যা ছিল বহু। তাদের ছিল প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতেও তারা ছিল আকর্ষণীয়। কিন্তু তাদের মনে ছিল ভয়, উদ্বেগ, বিপদের সংকেত এবং ইতস্তত ভাব ও সন্দেহ। অন্যদিকে কুরাইশ বাহিনীর সংখ্যা, অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামের তুলনায় মুহাম্মদ-এর বাহিনীর সংখ্যা ছিল এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু তাদের অন্তরে ছিল অদমনীয় বিশ্বাস এবং পূর্ণ আস্থা। উমায়ের সত্যই বলেছিল, তারা মৃত্যু বহনকারী।

প্রত্যুষে মুহাম্মদ আগের মতই তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে জামাতে নামাজ পড়লেন। অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গীদের এমনভাবে সাজিয়ে দিলেন যেন তারা তিনটি পতাকা বহন করতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল হিজরতকারীদের পতাকা। এ পতাকাটি ছিল মুসা'ব-এর হাতে। খাযরাজ গোত্রের পতাকা ছিল খাবাব-এর হাতে এবং আউস গোত্রের পতাকা ছিল সুয়াদ-এর হাতে।

যুদ্ধক্ষেত্রে এবং সম্মুখ সমরে তারা যেন পরস্পরকে চিনতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য তিনটি শ্লোগান ঠিক করা হয় ঃ হিজরতকারীদের জন্য 'হে বনী আবদুর রহমান!', খাযরাজ গোত্রের জন্য 'হে বনী আবদুল্লাহ!' এবং সমগ্র বাহিনীর জন্য 'সে জয়ী হোক'।

যুদ্ধের জন্য তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালে মুহাম্মদ তাঁর বাহিনীর লোকদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং জোরে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

www.pathagar.com

"হে নবী! মুমিনদের সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ কর, তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ'জনের ওপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশ'জন থাকলে এক সহস্র কাফেরের ওপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই।" কুরআন - সূরা ৮ ঃ ৬৫

মক্কার কুরাইশরাও শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। তাদের অস্ত্র, বর্ম, বল্লম ও তরবারি ছিল অত্যন্ত মূল্যবান এবং যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত আধুনিক। মাখজুম গোত্রের আসওয়াদ বিন আবদুল্লাহ ছিল অত্যন্ত সাহসী এবং তেজস্বী পুরুষ। সে তাদের দল থেকে বেরিয়ে এসে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে দাঁড়াল। "আমি খোদার কাছে শপথ করছি, আমি একাই গিয়ে শত্রু বাহিনীর জলাধার থেকে পানি পান করব এবং ঐ জলাধার নষ্ট করে দেব। এ কাজে যদি ব্যর্থ হই তাহলে সেখানেই মৃত্যুবরণ করব।" একথা বলে সে মুহাম্মদ-এর বাহিনীর দিকে অশ্ব পরিচালনা করল।

মুহাম্মদ-এর বাহিনী থেকে হামযা তাকে মোকাবেলা করার জন্য এগিয়ে গেলেন। আসওয়াদ জলাধারের দিকে যাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করল। কিন্তু হামযা তার পায়ের দিকে লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি তাঁর তরবারি দিয়ে তার পায়ে এমন জোরে আঘাত করলেন যে, রক্ত ও গোশতের মধ্যে থেকে তার পায়ের হাড় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। তবু আসওয়াদ তার মিশন পূর্ণ করতে ইতস্তত করেনি। সে জলাধারের কাছে পৌছাতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়বার হামযার কাছ থেকে আঘাত আসলে সে মাটিতে পড়ে গেল। উৎবা বিন রাবি'আ, তার পুত্র ওয়ালিদ এবং তার ভাই সাইবা ছিল মূল্যবান ও আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। তারা সবাই ঘোড়ায় চড়ে কুরাইশ বাহিনী থেকে বেরিয়ে এসে মুহাম্মদ-এর বাহিনীর যুবক যোদ্ধাদের একক যুদ্ধে আহ্বান জানাল। মুহাম্মদ-এর বাহিনী থেকে অনতিবিলম্বে তিনজন যুবক বেরিয়ে এলেন। উৎবা তাদের নাম জিজ্ঞেস করল এবং জানতে পারল, তারা সবাই মদীনার অধিবাসী সাহায্যকারী সম্প্রদায়ের সদস্য।

বিদ্রূপ করে উৎবা বলল ঃ "আমার সাথে যুদ্ধ করার যোগ্য তোমরা নও।" অতঃপর মুসলিম বাহিনীর দিকে তাকিয়ে সে বলল ঃ "মুহাম্মদ আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমাদেরই গোত্রের লোকদের পাঠাও - তারাই কেবল আমাদের সাথে যুদ্ধ করার যোগ্য।"

হিজরতকারী দলের সবাই যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু মুহাম্মদ তাদের থামিয়ে দিলেন।

"উবায়দা, হামযা এবং আলী যুদ্ধক্ষেত্রে যাও।"

অতঃপর এ তিনজন শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য এগিয়ে গেলেন। তারা তাদের নাম ও পরিচয় বললেন। হামযা সাইবার সাথে, আলী ওয়ালিদের সাথে এবং উবায়দা উৎবার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। এ তিন জোড়ার মধ্যে অবিরাম-

www.pathagar.com

ভাবে প্রচন্ড যুদ্ধ চলল। উভয় পক্ষের সৈন্যরা ফলাফল দেখার জন্য অপেক্ষায় ছিল। অবশেষে হামযা সাইবাকে পরাজিত করলেন এবং আলী পরাজিত করলেন ওয়ালিদকে। তারা এমন মারাত্মকভাবে আহত হল যে, তারা মাটিতে পড়ে গেল এবং বদর উপত্যকার বাতাসের সাথে তাদের শেষ নিঃশ্বাস মিলিয়ে গেল। উভয় সৈন্যদলের পক্ষে বিশ্বাস করা প্রায় অসম্ভব ছিল যে, কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যোদ্ধা তার পুত্রসহ এত সহজে নিহত হয়ে গেল।

উবায়দা ও উৎবার যুদ্ধ তখনও অব্যাহত ছিল। তাদের দু'জনই মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল, কিন্তু কেউই যুদ্ধ ত্যাগ করল না। শেষে উৎবা উবায়দার পায়ে এমন জোরে আঘাত করল যে, তার পা কেটে গেল এবং তিনি আবার মাটিতে পড়ে গেলেন। এ সময় হামযা ও আলী তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন। উৎবার সাথে হামযা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন এবং আলী উবায়দাকে ঘাড়ে করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। দীর্ঘ সময় ধরে হামযা এবং উৎবা উভয়ে উভয়কে অব্যাহতভাবে প্রচন্ড আঘাত হানতে লাগলেন। কিন্তু অবশেষে উৎবা হামযার এক আঘাতে মাটিতে পড়ে গেল। তার ছোরার আঘাতে উৎবা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। ফলে কুরাইশদের তৃতীয় বিজয়ী যোদ্ধাও নিহত হল। এ বিপর্যয় লক্ষ্য করে কুরাইশরা সাধারণ আক্রমণের নির্দেশ দিল। ফলে সমগ্র কুরাইশ বাহিনী - পদাতিক ও অশ্বারোহী - মুহাম্মদ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল।

এতক্ষণ ধরে মুহাম্মদ তাঁর কাঠের কুঁড়েঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর দু'পাশে ছিলেন আবু বকর এবং সা'দ বিন মু'য়াজ। তাঁদের হাতে ছিল উন্মুক্ত তরবারি। কুরাইশরা যখন একযোগে আক্রমণ পরিচালনা করল, তখন মুহাম্মদ তাঁর সামরিক কমান্ডারের যোগ্যতা প্রমাণ করলেন। "যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ কর না, পশ্চাদপসরণ কর না, তোমাদের তীর ব্যবহার কর।" অতঃপর তিনি আকাশের দিকে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করলেন ঃ "হে আল্লাহ! তোমার এ ক'জন ইবাদতকারী যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে তোমার ইবাদত করার মত আর কেউ থাকবে না।" মহানবী একথা শেষ করতে না করতেই হঠাৎ করে মাটিতে বসে পড়লেন এবং তিনি সম্মোহিত হয়ে পড়লেন। ঘুম বা মোহাবিষ্টের এ অবস্থা ওহী নাযিল হওয়ার সময় হত। সামান্য কয়েক মিনিট এ অবস্থায় থাকার পর পুনরায় তিনি চোখ খুললেন। তিনি বললেন ঃ "হে আবু বকর! আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি, আল্লাহর বিজয় এসে গেছে। জিবরাইল এখানে আছেন। তিনি তাঁর ঘোড়ায় লাগাম ধরে আছেন।"

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে, তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি তোমাদের সাহায্য করব এক সহস্র ফেরেশতা দ্বারা, যারা একের পর এক আসবে। আল্লাহ এমন করেন কেবল শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এ উদ্দেশ্যে, যেন তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে;

www.pathagar.com

এবং সাহায্য তো শুধু আল্লাহর নিকট হতেই আসে, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" কুরআন - সূরা ৮ ঃ ৯-১০

মুহাম্মদ আরেকবার শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়ানো বিশ্বাসী বাহিনীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তাদেরকে উদ্দেশ্য করে জোর গলায় বললেন ঃ "যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, আজ যুদ্ধে যারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও সাহসিকতার পরিচয় দেবে এবং যারা পশ্চাতে নয় সামনে আঘাতপ্রাপ্ত হবে, যদি সে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে বেহেশতে স্থান পাবে।"

উমায়ের বিন হিশাম একটা জলাশয়ের ধারে দাঁড়িয়ে খেজুর খাচ্ছিলেন। মহানবীর কথা শুনে তিনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন ঃ "সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার, বেহেশতে যাওয়ার জন্য যা প্রয়োজন, তা হল শত্রুর হাতে তাকে নিহত হতে হবে।" তিনি তাঁর খেজুর সরিয়ে রাখলেন, তরবারি হাতে নিলেন এবং অত্যন্ত খুশির সাথে কুরাইশ বাহিনীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি আঘাত করে বেশ কয়েকজনকে মাটিতে ফেলে দিলেন, কয়েকজনকে আহত করলেন এবং বেশ কয়েকজনকে নিহত করলেন। অবশেষে তিনি নিজেই শহীদ হলেন। তিনি যখন মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন, তিনি মারা যাবেন। তৃপ্তির হাসি তাঁর মুখে ফুটে উঠল। "এখন আমি বেহেশতে যাচ্ছি। আল্লাহর নবীই এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

আউফ বিন হারিছ মুহাম্মদ-এর কাছে দৌড়ে এলেন। তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহর নবী! আমাকে বলুন, কোন্ কাজ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে এবং তিনি মৃদু হাসবেন।"

"বর্ম ছাড়া কেউ শুধুমাত্র ঈমানের অস্ত্র নিয়ে শত্রুদের মাঝে ঢুকে সাহস ও ঈমানের সাথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে।"

তৎক্ষণাৎ আউফ তাঁর বর্ম খুলে তা একপাশে সরিয়ে রাখলেন এবং তরবারি হাতে নিয়ে অগ্নিশিখার মত শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর হিংস্র আক্রমণে সবাই ভয়ে পিছিয়ে গেল। তিনি বেশ কয়েকজন শত্রু সৈন্যকে প্রচন্ডভাবে আঘাত করে নিহত করলেন এবং পরে তিনি নিজেও শহীদ হলেন। এ সময় মুহাম্মদ মাটি থেকে কিছু ধূলি নিয়ে তা কুরাইশ বাহিনীর দিকে নিক্ষেপ করলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন ঃ 'তোমাদের মুখমন্ডল মন্দ ও কালো হোক'। অতঃপর তিনি তাঁর অনুসারীদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "যুদ্ধকে বেগবান কর এবং তোমাদের জয় হবে।"

যুদ্ধ ক্রমেই প্রচন্ড থেকে প্রচন্ডতর হল। মুহাম্মদ-এর বাহিনী শুনতে পেয়েছিল, বেহেশত থেকে এক হাজার ফেরেশতা তাদের সাহায্যে আসছেন। ফলে তাঁরা তাঁদের চরম সাহস ও ধৈর্য প্রদর্শন করলেন। এ চিন্তায় তাঁরা আরও উৎসাহিত হলেন যে, এ পৃথিবীতে তাঁদের পাশে থাকবেন ফেরেশতাগণ। পরজগতেও তাঁরা বেহেশতের সব আনন্দোপকরণ ভোগ করবেন। একথা মহানবীই তাঁদেরকে বলেছেন।

www.pathagar.com

যুদ্ধরত দু'বাহিনীর যোদ্ধাদের মধ্যে একপক্ষের যোদ্ধাদের ছিল ধর্ম ও ঈমান এবং অন্যপক্ষের যোদ্ধাদের ছিল লাভ ও ইহজগতের হিসাব। এ জীবনের জন্যই প্রয়োজন লাভ ও হিসাব। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবন থাকে ততক্ষণ পর্যন্তই এসবের দিকে নজর দেওয়া মূল্যবান হয়ে পড়ে। কিন্তু মুহাম্মদ-এর লোকেরা বিশ্বাস করতেন, তারা যদি জয়ী হন, তাহলে তারা ইহজগতের জীবন উপভোগ করবেন এবং যদি পরাজিত ও নিহত হন, তাহলে পরজগতের শাশ্বত জীবনও তাঁদের। ফলে উভয় পক্ষই মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং তাদের মধ্যে প্রচন্ড হাতাহাতি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

উমায়েরের পুত্র মুয়াজ তাঁর সামনে আবু জাহলকে দেখতে পেয়ে তার পায়ে তরবারি দিয়ে প্রচন্ড আঘাত করলেন। ফলে তার পা কেটে দু'ভাগ হয়ে গেল। আবু জাহলের পুত্র ইকরামা তার সাহায্যে এগিয়ে এল। সে মুয়াজের বাম বাহুতে এমন জোরে আঘাত করল, তাঁর হাতটা শুধু একখন্ড চামড়া ও মাংসে আটকে ঝুলতে থাকল। তবু মুয়াজ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে চললেন। তিনি দেখলেন, তাঁর ঝুলন্ত হাত তাঁকে অসুবিধায় ফেলছে। ফলে তিনি তা নিজেই কেটে মাটিতে ফেলে দিলেন। অতঃপর যুদ্ধের দিকে তিনি মনোনিবেশ করলেন। কথিত আছে, এ লোকটি যুদ্ধের পর থেকে খলিফা উসমানের সময় পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বছর জীবিত ছিলেন। মুহাম্মদ-এর লোকদের এ ধৈর্য, ঈমান ও আত্মত্যাগ তাদের বিরুদ্ধ পক্ষের ওপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করল। কুরাইশরা এমন ভীত হয়ে পড়ল যে, তারা বাধা দেওয়ার কথা ভুলে গেল; তারা তাদের প্রতিরোধ ব্যূহ ও যুদ্ধ ত্যাগ করল এবং একই সাথে পশ্চাদপসরণ শুরু করল। মুসলমানরা যখন বুঝতে পারল, শত্রুরা পলায়ন করার উদ্যোগ নিয়েছে, তখন তাদের 'আল্লাহু আকবর' 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি উপত্যকার আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। এতে শত্রুরা আরও বেশি ভীত হয়ে পড়ল। অবশেষে কুরাইশ বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করল। সারাটা সময় ধরে মুহাম্মদ পবিত্র কুরআনের আয়াত ও সাহসি- কতাপূর্ণ কথা বলে তাঁর লোকদের উৎসাহিত করছিলেন। তাঁর কথা আবার শোনা গেল ঃ "হে মুসলিম জনগণ! তোমরা আবুল বখতারীকে পেলে তাকে হত্যা কর না।

সা'দ বিন মুয়াজ তাঁর সঙ্গীদের বললেন ঃ "মহানবীর প্রতি অনুগত থাক।"

"কা'বা শরীফে কুরাইশদের চুক্তিনামা ছুড়ে ফেলে এ লোকটি, ঐ কাজের পরিবর্তে সে আজ তার জীবন রক্ষা করতে পারছে।"

"তার উদারতা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।"

ইত্যবসরে মুসলমানরা কুরাইশ বাহিনীকে পেছন দিক থেকে তাড়া করে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে মুজ্‌জির পরাজিত কুরাইশ বাহিনীর পিছে পিছে অগ্রসর হচ্ছি-লেন। হঠাৎ তিনি আবুল বখতারীকে তার উটের পিঠে দেখতে পেলেন। তার পিছে অন্য একজন লোকও ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাদেরকে থামতে বললেন। আবুল বখতারীকে তিনি বললেন ঃ "ভয় পাবেন না। আমি আপনাকে হত্যা করব না। আপনার জীবন রক্ষার জন্য মহানবী আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।"

www.pathagar.com

আবুল বখতারী জিজ্ঞেস করলেন ঃ “আমার সঙ্গীর কী হবে?”

“তাকে ছেড়ে দেওয়ার কোন নির্দেশ নেই।”

আবুল বখতারী বললেন ঃ “তাহলে আমাকেও রেহাই দিও না। কারণ নিজের নিরাপত্তার জন্য একজন লোক তার সাথীকে ত্যাগ করেছে, মক্কার মহিলারা একথা বলুক, এটা আমি চাইনে।”

অতঃপর তিনি মুজ্‌জিরকে আক্রমণ করলেন একথা বলে ঃ “সাহসী লোক তার বন্ধুকে আত্মসমর্পণ করায় না। হয় সে তার সাথে নিহত হয় অথবা তাকে রক্ষা করে।”

দু'জনের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হল। এক প্রচন্ড আঘাতে আবুল বখতারী ধরাশায়ী ও নিহত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলল।

যুদ্ধের রেশ সারাদিন ধরেই চলল। বেশ কয়েকজন কুরাইশ আত্মসমর্পণ করল এবং অনেকে পালিয়ে গেল। আবু জাহলসহ বেশ কয়েকজন কুরাইশ প্রধান নিহত হল। অবশেষে মরুভূমিতে যুদ্ধের অবসান হল এবং উভয় পক্ষই যখন যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল, বদর প্রান্তরের পাশে পর্বতের ওপরে বসে থাকা গাফফার গোত্রের একজন পৌত্তলিক তখনও সেখানে বসে রইল। সেখানে বসেই সে যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছিল। সম্ভবত সে মৃত সৈনিকদের মালামাল অপহরণের অপেক্ষায় ছিল। প্রত্যেকে ধারণা করেছিল, কুরাইশরা এ যুদ্ধে জয়ী হবে। কিন্তু তাদের চূড়ান্ত পরাজয় লক্ষ্য করে সে তার থেকে একটু দূরে বসে থাকা সঙ্গীকে লক্ষ্য করে বললঃ

“তুমি কি লক্ষ্য করেছ?”

“কী?”

“যুদ্ধক্ষেত্রের ওপরে ঝুলে থাকা মেঘ এবং ঐ মেঘের মধ্য থেকে শ্রুত ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি, আর একজন লোকের ‘এগিয়ে যাও’ চিৎকার ধ্বনি।”

রাতে মুসলমানরা মহানবীর সম্মুখে যুদ্ধলব্ধ মালামাল এনে জড়ো করল। এর মধ্যে ছিল একশ' পনেরটি উট, চৌদ্দটি ঘোড়া, বহু সংখ্যক তাঁবু, কার্পেট, চামড়া এবং অস্ত্র। মহানবী সবকিছুই মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। রাতে যখন হিজরতকারী ও সাহায্যকারীরা তাদের তাঁবুতে ফিরে ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিচ্ছিলেন তখন তাঁরা সেই দিনের স্মৃতি ও তারা যেসব বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন। তাঁরা সবাই স্বীকার করলেন, আল্লাহ বেহেশত থেকে সৈন্য পাঠিয়ে শত্রুদের ওপর তাদের বিজয়ী করেছেন।

হামযা সত্তরজন যুদ্ধবন্দীকে নিয়ে মহানবীর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। মুহাম্মদ নির্দেশ দিলেন ঃ “সাহাবীদের তাঁবুতে তাদের স্থান করে দাও। তোমরা অবশ্যই যুদ্ধবন্দীদের সম্মান করবে এবং তাদের প্রতি মানবিক আচরণ করবে।”

www.pathagar.com

প্রথমে যুদ্ধবন্দীদের উদ্ধার, পরে প্রতিশোধ

'আমরা আমাদের সম্মুখে একদল লোককে দেখলাম। তাদের কাছে আমরা মাথা নত করতে বাধ্য হলাম এবং তাদের অনুমতি দিলাম, তারা ইচ্ছা করলে আমাদের হত্যা করতে পারে অথবা বন্দী করতে পারে।'

- মুগীরা

প্রতিদিন মক্কার লোকেরা কা'বা শরীফের চত্বরে এসে জমায়েত হত কুরাইশ বাহিনী ও মুহাম্মদ-এর মধ্যে যুদ্ধের খবর জানার জন্য। অধিকাংশ লোকের ধারণা ছিল, অতিশীঘ্র কুরাইশ বাহিনী মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের হাত থেকে আরব বিশ্বকে মুক্ত করে বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করবে। কুরাইশ বাহিনীর অবস্থান, তাদের অগ্রযাত্রা এবং সৈন্যদের উৎসাহ সম্পর্কে তারা প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় খবর পেত। আকস্মিকভাবে মক্কায় একটা জোর গুজব রটে গেল। গুজবটা হল, মুহাম্মদ নিহত হয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গীরা মদীনায় ফিরে গেছে। মুহাম্মদ-এর কথায় যারা নবজীবনের সন্ধান পেত সেসব গরীব, ভৃত্য, ক্রীতদাস ও শোষিত শ্রেণীর লোকের কাছে এ গুজব ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কিন্তু দু'-একদিন পরেই এটা স্পষ্ট হয়ে গেল, ঐ গুজব আবু লাহাবই প্রচার করেছে।

বদর যুদ্ধ শেষ হওয়ার নবম দিন অর্থাৎ শনিবার সন্ধ্যার দিকে মক্কার লোকেরা কা'বার চত্বরে এসে জমায়েত হচ্ছিল। হঠাৎ শহরের বিভিন্ন রাস্তায় গোলমাল শোনা গেল। এ সময় হিসমান নামে এক ব্যক্তি খালি মাথায় শহরে প্রবেশ করে। তার মাথা ছিল ধুলামাটিতে পূর্ণ। তার উটের সারা দেহেও ছিল ধুলা ও মাটি। শহরের গলি পথ দিয়ে সে যখন এগিয়ে যাচ্ছিল তখন সে বিষাদমাখা কণ্ঠে একই কথার প্রতিধ্বনি করছিল ঃ

"সাইবা নিহত হয়েছে, উৎবা নিহত হয়েছে, আবুল হাকাম নিহত হয়েছে, উমাইয়া নিহত হয়েছে....।"

www.pathagar.com

বিভিন্ন বাড়ি থেকে অসংখ্য লোক পিঁপড়া বা পঙ্গপালের মত বাইরে এসে লোকটিকে ঘিরে ধরল এবং তার সাথে সাথে কা'বার দিকে যাত্রা করল।

লোকটি আবার বলল ঃ "উমাইয়া বিন খালাফ নিহত হয়েছে। সা'দ বিন আসওয়াদ নিহত হয়েছে। নাবিহ ও মুনাব্বিহ নিহত হয়েছে। আবুল বখতারী নিহত হয়েছে।"

লোকটির পশ্চাতে কান্না ও অনুতাপরত মানুষের ভিড় ক্রমেই বেড়ে চলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের উপস্থিতিতে কা'বার চত্বর পূর্ণ হয়ে গেল। এক হাজার লোকের সব পরিবারের ছোট-বড় সবাই সেখানে জমায়েত হল। তাদের কান্না ও বিলাপে এক অবর্ণনীয় দৃশ্যের অবতারণা হল। সবাই হতাশায় ভেঙে পড়ল। শহরে যেন আলোড়নের সৃষ্টি হল। কি ঘটনা ঘটেছে তা জানার জন্য সবাই হিসমানের কাছে ভিড় জমালো।

তাকে মন্ত্রণা পরিষদের হল ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। তার কাছ থেকে আবু লাহাব সব ঘটনা জেনে নিল। তার জবাব স্বাভাবিক বলে মনে হল না। ফলে আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে তারা আরও বেশি সতর্ক হয়ে গেল। অন্যান্য রাতের চেয়ে গভীর রাত পর্যন্ত তারা কা'বায় অবস্থান করল। পরের দিন এবং তার পরের দিন বদর প্রান্তর থেকে বহু লোক এসে উপস্থিত হল এবং তারা ঘটনার পুরো ও বিস্তারিত বিবরণ দিল।

আবু লাহাবের কাছে ঘটনার পুরো বিবরণ দিল মুগীরা। এ বিবরণের অংশ-বিশেষ উল্লেখ করা হল ঃ

"আমাদের সম্মুখে একদল লোককে দেখতে পেলাম, যাদের কাছে আমরা এমনভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলাম, যেন তারা ইচ্ছা করলে আমাদের হত্যা করতে অথবা বন্দী করতে পারে। আমরা আকাশ ও মাটির মধ্যবর্তী স্থানে দু'রকম রঙের ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় সাদা পোশাক পরিহিত লোককে দেখতে পেয়েছি। তাদেরকে দেখেছি মুহাম্মদ-এর বাহিনীকে সাহায্য করতে এবং আঘাত করে আমাদের মাটিতে ফেলে দিতে।"

প্রথমদিন কান্না ও বিলাপের পর কুরাইশ পরিবারবর্গ সিদ্ধান্ত নেয়, তারা তাদের মৃত ব্যক্তিদের জন্য আর বিলাপ করবে না। কারণ এ খবর মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের কাছে পৌঁছালে তাঁরা এর জন্য তাদেরকে নিন্দা ও দোষারোপ করবে। আসওয়াদ বিন মুত্তালিব এ যুদ্ধে তাঁর তিনটি পুত্রকে হারায়। সবখানেই সে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে থাকে। তার চোখ দিয়ে ঝরতে থাকে অবিরাম অশ্রু। কিন্তু সে এ সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কান্না থেকে বিরত রইল। হঠাৎ সে একজনের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল। নিজের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলার কারণে সে তার ভৃত্যকে এ কান্না বৈধ কিনা তা দেখার জন্য বলল। 'কান্না যদি বৈধ হয়

www.pathagar.com

তাহলে আমি উচ্চস্বরে চিৎকার করে আমার বিষাদময় অনুভূতি প্রকাশ করব। কারণ আমার মধ্যকার প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা আমাকে পুড়িয়ে মারছে।'

এক কি দু'সপ্তাহ পর আবু সুফিয়ান বিন হরব্-এর নেতৃত্বে মক্কার বণিক দল তাদের মাল-সামগ্রীসহ শহরে প্রবেশ করল। প্রতিটি স্থানেই লোকেরা গভীর দুঃখে আচ্ছন্ন ছিল। অনেকে বলল যে, সব দোষ আবু সুফিয়ানের। কুরাইশদের ওপর এ বিপর্যয় আপতিত হওয়ার জন্য নিহত সব কুরাইশের রক্তমূল্য আবু সুফিয়ানকে দিতে হবে। অনেকে আবার বলল যে, আবু সুফিয়ানের দোষ দেওয়া ঠিক নয়। কারণ সে তো কুরাইশ বাহিনীকে মক্কায় ফিরে যাওয়ার কথা বলেছিল এবং যুদ্ধে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। যুদ্ধের পরিণাম তার জানা ছিল না। আবু সুফিয়ান কুরাইশ প্রধানদের এক বৈঠকে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল, আপাতত যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করার জন্য তারা মুক্তিপণ প্রদান করবে এবং পরে তারা প্রতিশোধ গ্রহণের কথা চিন্তা করবে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ কোন্ জিনিস সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন?

'ফলবান বৃক্ষকে কখনও মাটি থেকে উপড়ে ফেলবে না এবং যতদূর সম্ভব মানুষের সম্মান করবে। সবচেয়ে উত্তম বিজয়ের চেয়ে মানুষের আত্মা অধিক প্রিয় এবং উত্তম।'

- মুহাম্মদ

যুদ্ধবন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করার অনুমতি মহানবী দেন নি। এমনকি কুরাইশরা যা করেছে, তার প্রতিশোধ হিসেবে তিনি যুদ্ধবন্দীদের দৈহিক বা মানসিক যন্ত্রণা দেওয়ার অনুমতিও বিশ্বাসীদের দেন নি।

প্রত্যেক যুদ্ধের পূর্বে মহানবী সবাইকে এ নির্দেশ দিতেন ঃ "তোমরা অবশ্যই শিশু, মহিলা, দুর্বল ও বৃদ্ধ লোকদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে। ফলবান কোন বৃক্ষকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলবে না এবং মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। সবচেয়ে মূল্যবান বিজয়ের চেয়ে মানুষের আত্মা অধিক প্রিয় এবং উত্তম।" তিনি আরও নির্দেশ দিতেন, যুদ্ধবন্দীদের বিভক্ত করার সময় শিশুদেরকে মায়েদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে না। যুদ্ধলব্ধ মালের বন্টন নিয়ে মহানবীর সঙ্গীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা গেছে। এর তাৎক্ষণিক সমাধান অনেক ক্ষেত্রে করা যায়নি। ফলে তা পরবর্তী সময়ে সমাধানের জন্য মুলতবি রাখা হয়েছে। সাফরা নামক স্থানে যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন করা হয়। সব মালের এক-পঞ্চমাংশ গরীব ও দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে মহানবীর জন্য রেখে বাকী সব মাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের সূরা আনফাল-এর অধিকাংশ আয়াতে এ বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এর নিরিখে তিনি তাঁর অনুসারীদের মধ্যকার মতবিরোধ নিরসন করতে সক্ষম হন।

মহানবী তিন দিন ও তিন রাত বদর-এ অবস্থান করেন। তাঁর অধিকাংশ সময় ব্যয় হয় মৃত ব্যক্তিদের কবর দেওয়ার কাজে। বদর থেকে বিদায়ের দিন তিনি মৃত ব্যক্তিদের সাধারণ কবরস্থানে যান এবং বিভিন্ন কবরের পাশে উচ্ছ্বাস ভরা

www.pathagar.com

মন নিয়ে ঘুরে বেড়ান। "হে কবরবাসী! তোমরা এখন বুঝতে পারছ, আমি তোমাদের যা বলেছিলাম, তা সত্য। কিন্তু মূর্তিগুলো যা প্রতিজ্ঞা করেছিল, কাফেররা এখন তা পাচ্ছে না। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মুসলমানরা বেহেশতে প্রবেশ করেছে।"

অতঃপর মহানবী বিজয়ী বাহিনী নিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন। পূর্বেই তিনি বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে প্রখ্যাত কবি আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা ও জায়েদ বিন হারিছকে মদীনায় পাঠান।

মদীনায় মুহাম্মদ ও তাঁর বাহিনীর প্রত্যাগমনের পর মুসলমানদের চেয়েও ইহুদী ও মুনাফেকদের মনে দোযখ সম্পর্কে ভয় বেড়ে গেল। সেদিনই বহু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করল এবং মসজিদে অস্বাভাবিক ভিড় লক্ষ্য করা গেল। কয়েকদিনের মধ্যেই মক্কা থেকে মদীনায় কুরাইশ প্রতিনিধিরা তাদের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে মুক্তিপণের প্রস্তাব নিয়ে এল। সম্পদশালী লোকদের জন্য মুক্তিপণের পরিমাণ ধরা হল চার হাজার দিরহাম। কিন্তু যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল যাদের এ পরিমাণ মুক্তিপণ দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না। এ ধরনের লোকের বিষয়টি মহানবীর কাছে বলা হল।

তিনি বললেন ঃ "তাদের ক্ষেত্রে এ শর্ত আরোপ কর, তারা আর কোনদিন ইসলামের শত্রুদের সাথে মিলে কোন কিছু করবে না এবং তাদের মধ্যে যদি কেউ শিক্ষিত লোক থাকে তাহলে তাদেরকে মদীনার কমপক্ষে দশজন যুবককে শিক্ষা দিতে হবে, অতঃপর তারা মুক্তি পাবে।"

মহানবী জায়েদ বিন সাবিতকে হিব্রু ভাষা শিক্ষার নির্দেশ দেন যেন তিনি মহানবীর সাথে ইহুদীদের যোগাযোগ রক্ষা করতে সক্ষম হন।

একদিন মুয়াজ একজন আরববাসীকে নিয়ে মসজিদে মহানবীর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন ঃ "এ আরববাসী মক্কা থেকে এসেছে।" অতঃপর তার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন ঃ "তোমার কথা বল।"

আরববাসী লোকটি ভিড়ের মধ্যে চারদিকে তাকাল। সে জিজ্ঞেস করল ঃ "তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নবী মুহাম্মদ কে?"

সবাই মহানবীকে দেখিয়ে দিল।

লোকটি বলল ঃ "হে আল্লাহর নবী! আপনার কন্যা জয়নাব তার স্বামী আবুল আস-এর মুক্তির জন্য মুক্তিপণ দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। এই তার মুক্তিপণ। এছাড়া তারা আপনার জন্য আরও কিছু আমার কাছে দিয়েছে।"

অতঃপর লোকটি তার পকেট থেকে একটি হার বের করে তা মহানবীর হাতে দিল। হারটি দেখে মহানবী কেঁদে উঠলেন। তাঁর কম্পিত হাতের মধ্যে হারটির দিকে একদৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে রইলেন। এ দৃশ্যে সাহাবীগণও গভীরভাবে মর্মাহত

www.pathagar.com

হলেন। আলী মুসা'বকে আস্তে আস্তে বললেন ঃ "এ হারটি হল স্মৃতি-উপহার, যা খাদীজা তাঁর কন্যা জয়নাবকে দিয়েছিলেন।"

আবুল আস ছিল খারাসের তত্ত্বাবধানে। আবেগ ভরা কণ্ঠে মহানবী খারাসকে বললেন ঃ "তুমি কি এ অর্থ নিয়ে আবুল আসকে মুক্তি দিয়ে তাকে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দিতে সম্মত আছ?" খারাস সম্মত হলে মহানবী আবুল আসকে মুক্তি দে'ওয়ার নির্দেশ দিলেন।

পরদিন সকালে উমর বিন খাত্তাব একজন আরববাসীকে মহানবীর কাছে নিয়ে আসেন। তাদের সাথে সাথে বহু লোক আসে।

উমর বললেন ঃ 'হে আল্লাহর নবী! আমি এ বিপজ্জনক ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছি। লোকটি এখনই মদীনায় এসেছে। তার ব্যাপারে কি করব নির্দেশ দিন। লোকটির নাম উমায়ের বিন ওহাব।"

মুহাম্মদ তাকে এগিয়ে আসতে বললেন। লোকটি মুহাম্মদকে অভিবাদন জানাল - 'শুভ সকাল'।

মহানবী উত্তর দিলেন ঃ "অজ্ঞতার যুগে অভিবাদন করার যে পদ্ধতি ছিল আল্লাহ তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন-পদ্ধতি আমাদের উপহার দিয়েছেন - তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।" অতঃপর তিনি উমায়েরের চোখের দিকে এমন গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন যেন উমায়ের বুঝতে পারে, মুহাম্মদ-এর দৃষ্টিতে তার সব চিন্তা-ভাবনা উদ্ভাসিত হয়ে পড়েছে।

মহানবী জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি মদীনায় এসেছ কেন?"

উমায়ের উত্তর দিল ঃ "আমি আমার পুত্র ওহাবকে মুক্ত করার জন্য এসেছি।"

মহানবী বললেন ঃ "এটা একটা ওজর ছাড়া আর কিছু নয়। তুমি যদি সত্য কথা না বল, তাহলে আমি সব কথা বলে দেব।"

উমায়েরের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল এবং সে কোন কথাই বলতে পারল না। তাঁদের চারপাশে যেসব সাহাবী ছিলেন, তাঁরা কিছু শোনার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠলেন।

মহানবী বললেন ঃ "তুমি যেহেতু কিছু বলবে না, সেহেতু আমিই বলি। কুরাইশদের নিহত হওয়ার ব্যাপারে তুমি ও সাফওয়ান একসাথে কা'বার চত্বরে আলাপ করেছিলে। তুমি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলে যে, এরপর জীবনের কোন অর্থ হয় না। এখন তুমি নিজেই তোমার বাকী কথা বল।"

উমায়ের বলল ঃ "আমি জানার কে? আপনি সবকিছুই জানেন, সুতরাং আপনিই বলুন।"

মুহাম্মদ বললেন ঃ "তুমি বলেছিলে, 'তারা আমার পুত্রকে বন্দী করে নিয়ে গেছে। আমি যদি ঋণে জর্জরিত হয়ে না থাকতাম এবং যদি এ ভয়ে ভীত না

www.pathagar.com

থাকতাম যে, আমার মৃত্যুর পর আমার পরিবারের সদস্যরা ক্ষুধায় মারা যাবে, তাহলে আমি আজই মদীনা যেতাম এবং আমার তরফ থেকে ও তোমাদের সকলের তরফ থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতাম। আমি মুহাম্মদ-এর জীবন শেষ করে দিতাম, আমার বিষাক্ত ছোরা তাঁর দেহে বিদ্ধ করে দিতাম।' সাফওয়ান বলেছিল, 'আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করে দেব এবং আমি তোমার পরিবারের সদস্যদের আমার নিজের পরিবারের সদস্যদের মতই দেখাশুনা করব।' সেদিন থেকেই তুমি এ ভ্রমণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাক। তোমার ছোরা তুমি ধারাল ও বিষাক্ত করেছ এবং তুমি এখানে এসেছ আমাকে হত্যা করার জন্য। তুমি বুঝতে পারনি, তোমার ও আমার মধ্যে আল্লাহ হস্তক্ষেপ করেছেন।"

মুহাম্মদ-এর এ স্পষ্ট ও অভ্রান্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে উমায়ের নিজেকে সংবরণ করতে পারছিল না। সে দৌড়ে মুহাম্মদ-এর কাছে গিয়ে তাঁর পায়ের ওপর পড়ল এবং ভীতকণ্ঠে বলল ঃ "এটাই যথেষ্ট। আপনি সবকিছুই জানেন, আপনি আল্লাহর নবী। স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় আপনি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন। একথা আর কেউই জানে না। আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এসব গোপন কথা জানতে পেরেছেন। আমি এখন আপনার আল্লাহ ও আপনার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম। আমাকে কুরআন শিখিয়ে দিন।"

তার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল, চোখ দিয়ে পানি ঝরছিল।

"আমাকে কুরআন শিখিয়ে দিন।"

সে তার মাথার কাপড় ও রজ্জু খুলে ফেলল এবং খালি মাথা মুহাম্মদ-এর পায়ের কাছে রাখল। অতঃপর সে বিড়বিড় করে কি যে বলল তার কিছুই বোধগম্য হল না।

মুহাম্মদ তাঁর বৈশিষ্ট্যমন্ডিত মর্যাদার সাথে তার দিকে ঝুঁকে পড়লেন এবং তার মাথার এলোমেলো চুলের ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন। সাহাবীগণ এগিয়ে এসে উমায়েরকে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

মুহাম্মদ তাঁর সঙ্গীদের বললেন ঃ "তোমাদের এ ধর্মীয় ভাইকে কুরআন পাঠ করে শোনাও এবং তাঁর ছেলেকে মুক্ত করে দাও।"

নির্দিষ্ট সময়ে মুসলমানদের সৌভাগ্য ও রহমতের মাস রমযান শেষ হয়ে এল। সব মুসলমানকে জানানো হল, মহানবী ঈদুল ফিতর-এর নামাজ আদায় করবেন। ঈদ-উৎসবের দিন সকালে মহানবী তাঁর সকল সাহাবীকে নিয়ে মসজিদের চত্বর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। একজন সাহাবী ছোট একটা বল্লম হাতে নিয়ে মহানবীর আগে আগে চললেন। এ বল্লমটি আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী জুবায়ের বিন

www.pathagar.com

আওয়ামকে আবিসিনিয়ার সম্রাট উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। প্রত্যেক উৎসবের সময় এ বল্লমটি মুহাম্মদ-এর সামনে উপস্থিত করা হত। মুসাল্লার পাশে এবং মুহাম্মদ-এর সামনে তাঁরা এ বল্লমটি মাটিতে পুঁতে দিলেন। তিনি নামাজের জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং নামাজ শেষ করলেন। ঈদুল ফিতরের এ নামাজ যেহেতু প্রথমবারের মত পড়া হল, সেহেতু মুহাম্মদ খুৎবা পড়ার জন্য নির্মিত উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ "আল্লাহর কাছে শুধু রোযা রাখাই গুরুত্বপূর্ণ নয়, ঈদুল ফিতরের দিনে তোমরা অবশ্যই ফিতরা দেওয়ার কথা ভুলবে না। প্রত্যেকের ওপর এটা বাধ্যতামূলক কর্তব্য। প্রত্যেক পরিবারের পিতার দায়িত্ব হল তার নিজের পক্ষে এবং পরিবারের যুবক, বৃদ্ধ, ক্রীতদাস বা স্বাধীন সদস্যদের পক্ষে গরীবদেরকে এক মণ বার্লি বা কিশমিশ প্রদান করা। এভাবে যাদের সম্পদ আছে তারা তাদের একটি অংশ বিলিয়ে দেবে এবং **যাদের সম্পদ নেই তারা অন্যের সম্পদের অংশীদার হবে। পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা এবং বড়-ছোটকে সাহায্য করছে - এটা দেখে আল্লাহ খুশি হন। একইভাবে আমাদের সম্প্রদায় থেকে শত্রুতা, হিংসা, দ্বেষ দূর হয়ে যাবে এবং আমরা একটা একক সংঘবদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হব।"**

www.pathagar.com

জয় এবং পরাজয়

'আমাদের গলায় মুক্তা আছে, আমাদের চুলে সুগন্ধি ও কস্তুরি আছে, আর আমাদের হৃদয়ে আছে ভালবাসা ও আনন্দ।'

- হিন্দ (আবু সুফিয়ানের স্ত্রী)

বদর যুদ্ধের বিজয় মক্কা ও মদীনার শহরগুলোতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। হেজায ও নযদের দূরবর্তী গোত্রগুলোর মধ্যেও এ সংবাদ দ্রুত পৌঁছে যায় এবং আরব মরুভূমির সরলমনা ও জ্ঞানী লোকদের ওপর এর প্রভাব পড়ে গভীরভাবে। মক্কার পরিবারগুলোতে বিরাজ করছিল বিষাদময় পরিবেশ। তাদের হৃদয় ছিল প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় পূর্ণ। ইসলামের অনুকূলে এবং পৌত্তলিকতা ও প্রাচীন আরবের অন্ধকার যুগের প্রতিকূলে এটা ছিল একটা মৌলিক এবং চূড়ান্ত আঘাত। মদীনার ইহুদীরাও মক্কার কুরাইশদের চেয়ে কম উদ্বিগ্ন ও বিপদের মধ্যে ছিল না। তারা পুনরায় মুহাম্মদ-এর বিরুদ্ধে কুরাইশদের উত্তেজিত করার পরিকল্পনা করতে শুরু করল। কিন্তু মুহাম্মদ তাঁর চারপাশে যা ঘটছিল তা অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করছিলেন এবং প্রত্যেকটি ঘটনাকে ইসলামের অনুকূলে ব্যবহারের সম্ভাব্য সর্বাধিক সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।

একবার ইহুদী পাড়ায় একটা ছোট ঘটনা ঘটে। ঐ ঘটনার সাথে জড়িত ছিল একজন মুসলিম মহিলা। একজন ইহুদী ঐ মহিলার পেছনের দিকের কাপড় এমনভাবে পিন দিয়ে আটকে দেয় যেন সে দাঁড়ালে তার দেহের পেছনের অংশ উলঙ্গ হয়ে যায়। এ কাজের প্রতিশোধ হিসেবে মুহাম্মদ কায়নুকা গোত্রের ওপর পনের দিনের অবরোধ আরোপ করেন এবং পরিশেষে তাদের সবাইকে মদীনা থেকে বের করে দেন। তাদের অস্ত্র, স্বর্ণ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এভাবে বদর যুদ্ধ বিজয়ের পর এক বছর কেটে গেল। এ সময়ে মুসলমানরা কখনও তাদের মহৎ কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বেখেয়াল ছিল না। এ সময়ের কয়েকটি ঘটনা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আরও সতর্ক করে দেয়। এসব

www.pathagar.com

ঘটনার মধ্যে ছিল সলিম ও গাতফান গোত্রের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আক্রমণ এবং কা'ব বিন আশরাফের হত্যা। সলিম ও গাতফান গোত্রের সাথে কুরাইশদের বন্ধুত্ব ছিল এবং তারা মদীনা আক্রমণের হুমকি দিয়েছিল।

তৃতীয় হিজরী সালের শাওয়াল মাস (৬২৫ খ্রিঃ)। একদিন মুহাম্মদ কুবার মসজিদে ছিলেন। তিনি যখন মসজিদের বারান্দা অতিক্রম করছিলেন তখন একজন আরববাসী তাঁর সামনে এসে একখানা পত্র দিল। লোকটি ছিল মহানবীর চাচা আব্বাসের পত্রবাহক। পত্র বিলি করার জন্যই তাকে মক্কা থেকে মদীনায় পাঠানো হয়েছিল। আব্বাস তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং তখনও তিনি ছিলেন কুরাইশদের প্রাচীন ধর্মের অনুসারী। এতদসত্ত্বেও ভাইপোর জন্য তাঁর অত্যধিক স্নেহ ছিল। যখন তিনি জানতে পারলেন, মুহাম্মদ ও মুসলিম সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কুরাইশরা নব-শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মক্কা থেকে পুনরায় যাত্রা শুরু করেছে তখন তিনি মদীনায় এ পত্র বাহককে পাঠান।

আব্বাসের দেওয়া তথ্য ছিল সঠিক। তিন হাজার যোদ্ধার একটি দল ইতো-মধ্যে মক্কা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। এ বাহিনীর মধ্যে ছিল দু'শ অশ্বারোহী, পদাতিক দল এবং সাতশ' অস্ত্রসজ্জিত সৈন্য। সৈন্যদের আরোহণ ও খাবার জন্য ছিল তিন হাজার উট। তাদের সাথে ছিল পনরজন সাহসী মহিলা। এদের মধ্যে দু'জন ছিল আবু সুফিয়ানের স্ত্রী। দু'জন স্ত্রীর মধ্যে একজনের নাম হিন্দ। তাদের সাথে তারা কা'বা ঘর থেকে একটি মূর্তিও নিয়েছিল। এ মূর্তিটি তাদের কাছে ছিল অত্যন্ত প্রিয়। তারা একটা ডুলির মধ্যে এটা রেখে উটের পিঠে রেখে দেয়। প্রত্যেক মহিলার কাছে একটি করে তাম্বুরা ছিল। কুরাইশ যোদ্ধাদের উৎসাহিত করার জন্য তারা এটা দিয়ে রণসঙ্গীতের সুর বাজাচ্ছিল। উৎবার কন্যা এবং আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দের মনে যে দুঃখ ছিল তা কখনও লাঘব হওয়ার নয়। বদর যুদ্ধে তার পিতা, ভাই ও চাচা নিহত হয় হামযা, আলী ও উবায়দার হাতে। তার মনে ছিল অনির্বাণ আগুনের মত প্রতিশোধ স্পৃহা। অন্য আর অনেকের মত হিন্দ মুহাম্মদ-এর বিষয়টা চিরতরে নিষ্পত্তির জন্য পুনরায় যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কুরাইশদের উত্তেজিত করে। সে নিজেও এ অভিযানে অংশগ্রহণ করে। সে তার লম্বা নখ ও দাঁত দিয়ে হামযাকে টুকরা টুকরা করার বাসনা পোষণ করে। নিষ্ঠুর হিসেবে পরিচিত আবিসিনিয়ার একজন ভৃত্যকেও সে ভাড়া করে। এ ভৃত্যটি কুরাইশ বাহিনীর সাথে ছিল। তার দায়িত্ব ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে হামযার গতিবিধি লক্ষ্য করা এবং সুযোগমত তার বিষাক্ত ছোরা দিয়ে হামযার পেট চিরে ফেলে হিন্দের জন্য কলিজা বের করে আনা। এভাবে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে কুরাইশ বাহিনী মক্কা থেকে যাত্রা শুরু করে এবং সমুদ্রোপকূলের পথ অনুসরণ করে।

এ সংবাদ মুহাম্মদ-এর কাছে পৌঁছালে তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে এক বৈঠকে বসেন। আব্বাসের কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার পর তিনি তার কয়েকজন দক্ষ

www.pathagar.com

ঘোড়সওয়ারকে মক্কাগামী পথে পাঠান এবং কুরাইশ বাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলেন। মক্কাবাসীদের এ অভিযানের কথা বেশি দিন গোপন রইল না। মদীনার লোকজনও তা অবিলম্বে জেনে গেল। তাদের শত্রুদের বিরাট বাহিনীর কথা লোকমুখে প্রচারিত হতে লাগল। মুহাম্মদ-এর দু'জন গুপ্তচর আনাস এবং মুনিস ফিরে এসে কুরাইশ বাহিনী সম্পর্কে বিপজ্জনক তথ্য দিলেন। এ বাহিনীর নেতৃত্বে রয়েছেন আবু সুফিয়ান। পদাতিক বাহিনীর নেতা হলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ। পরবর্তী বছরগুলোতে এ খ্যাতনামা জেনারেল ইসলামের জন্য বহু বিখ্যাত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। মুহাম্মদ তাঁর সঙ্গীদের একসাথে ডাকলেন এবং শহর রক্ষার ব্যাপারে তাঁদের সাথে খোলাখুলি আলোচনা করলেন।

তাঁদের মধ্যে একজন বললেন ঃ "আমাদের মদীনায় অবস্থান করে দুর্গ-প্রাচীরের পশ্চাতে থেকে শহর রক্ষা করা উচিত। আমাদের মহিলাদের আমরা ছাদ, টাওয়ার ও অট্টালিকার ওপর নির্মিত ফোকরবিশিষ্ট প্রাচীরের মধ্যে মোতায়েন করব। তারা আক্রমণকারী বাহিনীর ওপর পাথর নিক্ষেপ করবে। যুবক যোদ্ধারা শহর থেকে বাইরের যোগাযোগ রক্ষাকারী ছোট ছোট গলির মুখে অবস্থান করে শত্রুদের প্রতিরোধ করবে।"

আবদুল্লাহ বিন উবাই বললেন ঃ "এ ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা আমাদের কিছুটা আছে। এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমরা শত্রুকে, তারা যত শক্তিশালী হোক না কেন, শহরে প্রবেশ করতে দেইনি।" কিন্তু অন্যরা পৃথক মত পোষণ করলেন। যুবক যোদ্ধারা বদর যুদ্ধের বিস্ময়কর ঘটনা স্মরণ করল এবং তারা অদৃশ্য বাহিনীর ওপর আস্থা স্থাপন করল। তারা বলল ঃ "শত্রুদের সৈন্য সংখ্যা যত বেশিই হোক না কেন, আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমাদের অবশ্যই বাইরে গিয়ে মরুভূমিতে তাদের মোকাবেলা করা উচিত এবং আল্লাহ আমাদের বিজয়ী করবেন। এ বিশ্বে আমরা বিজয়ী না হলেও পরজগতে আমরা চিরস্থায়ী আনন্দ উপভোগ করতে পারবো। আমরা বাইরে যেতে চাই এবং মরুভূমিতে শত্রুর মোকাবেলা করতে চাই।"

বৈঠকে জনৈক মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। বদর যুদ্ধের জন্য সৈন্য যোগাড় করার সময় পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে যুদ্ধে যাবে - এ প্রশ্ন নিয়ে তাঁর সাথে তাঁর পুত্রের ভীষণ ঝগড়া বাধে। তারা উভয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং নিজের পরিবারকে অন্যের তত্ত্বাবধানে রাখার কথা বলে। অবশেষে লটারীর মাধ্যমে কে যুদ্ধে যাবে তা ঠিক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। লটারীতে পুত্র যুদ্ধে যাওয়ার জন্য মনোনীত হয়। সে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে যায় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হয়। এ শহীদ যোদ্ধার পিতা বৈঠকে উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ "মুহাম্মদ! আজ রাতেই আমি আমার পুত্রকে স্বপ্নে দেখেছি। সে আমাকে বলল, 'এখন তুমি আমার কাছে এস পিতা এবং আমার সাথে বেহেশতে অবস্থান কর। আল্লাহ যেসব

www.pathagar.com

জিনিসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার সবকিছুই আমি বেহেশতে পেয়েছি। আমার একমাত্র ইচ্ছা হল, তুমিও এখন আস এবং এ অপার্থিব স্থানে আমার সাথে বাস কর।' মুহাম্মদ! আমি এখন বৃদ্ধ এবং আমার হাড়ও দুর্বল। আমি আল্লাহর দয়া ও রহমতে পুনরায় জীবন শুরু করতে চাই। আমি শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য যাব এবং তাদের সাথে মরুভূমিতে যুদ্ধ করব।"

অপর একজন বলল ঃ "আমরা ঘরের মধ্যে অবস্থান করে, অবনত মস্তকে মৃত্যুকে গ্রহণ করে সমগ্র আরববাসীর কাছে হাসির পাত্র হতে পারি না। আমাদের অবশ্যই মরুভূমিতে গিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এর ফলে প্রত্যেকেই আমাদের সাহস ও বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে পারবে এবং আকাশ, তারা ও সূর্য আমাদের সাহসী লোকদের আত্মত্যাগ প্রত্যক্ষ করবে।"

এ ধরনের সাহসিকতাপূর্ণ ও একগুঁয়ে আলোচনায় অনেকে মরুভূমিতে গিয়ে যুদ্ধ করার নীতি সমর্থন করল। মাত্র কয়েকজন লোক আবদুল্লাহ বিন উবাই-এর উত্থাপিত প্রস্তাব সমর্থন করে। মহানবী নিজেও মদীনা ত্যাগ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু **তিনি ছিলেন একজন সফল কূটনীতিবিদ। যখন তিনি দেখলেন, অধিকাংশ লোক বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পক্ষপাতী, তখন তিনি যুবক লোকদের আবেগপ্রবণতাকেই গ্রহণ করলেন।**

মুহাম্মদ যেদিন বৈঠকে মিলিত হন সেদিন ছিল শুক্রবার। বৈঠক শেষে তিনি মসজিদে খুৎবা দেওয়ার জন্য নির্মিত উঁচু স্থানে গিয়ে শুক্রবারের খুৎবা দিলেন। তিনি এক আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং কুরাইশ বাহিনীর আগমন সম্পর্কে মুসলমানদের সতর্ক করে দিলেন। "তোমরা যদি অন্তর দিয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাক এবং তোমরা যদি এ সাহস নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের অবশ্যই বিজয়ী করবেন।"

খুৎবা ও নামাজ শেষে মুসলমানরা যে যার ঘরে ফিরে গেলেন। পরের দিন এক সময় তাঁরা মসজিদে ফিরে এলেন অস্ত্র নিয়ে। মুহাম্মদ নিজেও তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন। তাঁর তরবারি ছিল চামড়ার খাপে ভরা, কাঁধে ছিল বর্ম। তিনি ছিলেন যুদ্ধের পোশাকে সজ্জিত। মহানবীকে অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় দেখে তাঁর সঙ্গীগণ মরুভূমিতে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্তের জন্য অনুতাপ করে বললেন ঃ "হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাদের জন্য এভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন! আমরা এখন আপনার প্রস্তাব মেনে শহরে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত আছি।"

মহানবী উত্তর দিলেন ঃ "আমার তরবারির ওপর এখন খাপ আছে এবং আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আল্লাহ তাঁর নবী ও তাঁর শত্রুদের মধ্যে ফয়সালা না করা পর্যন্ত আমি আমার অস্ত্র ত্যাগ করব না। **আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখ, স্থির ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও, তিনি তোমাদের বিজয়ী করবেন।"**

www.pathagar.com

অতঃপর তিনি তিনটি বর্শা আনার নির্দেশ দিলেন এবং প্রতিটি বর্শার সাথে একটি করে পতাকা বেঁধে দিলেন। হিজরতকারীদের পতাকা তিনি মু'সাব-এর হাতে দিলেন। অন্য দু'টি পতাকা ছিল মদীনার সাহায্যকারীদের। এর একটা বহন করলেন আউস গোত্রের নেতা এবং অপরটা বহন করলেন খাযরাজ গোত্রের নেতা। মহানবী তাঁর অনুপস্থিতিতে জনগণের প্রয়োজন মিটানো এবং নামাযে ইমামত করার জন্য অন্ধ আবদুল্লাহ বিন মাকতুমকে দায়িত্ব দিলেন। অতঃপর তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করে সাহাবী পরিবেষ্টিত অবস্থায় শহর ত্যাগ করলেন।

শহর থেকে সামান্য দূরে 'শায়খান' নামক স্থানে গিয়ে মহানবী তাঁর সৈন্য-দলকে পরিদর্শন করলেন। সৈন্যদের মধ্যে একদলকে তিনি চিনতে পারলেন না, তাদেরকে তিনি আগেও দেখেননি। তাঁর সাথে যারা যুদ্ধে যেত তাদেরকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এরা কারা?"

"তারা উবাই-এর পুত্রের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ ইহুদী। তারা মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য এসেছে।"

সামান্য চিন্তা করে মুহাম্মদ উত্তর দিলেন ঃ "**পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পৌত্তলিকদের সাহায্য গ্রহণ করা ঠিক নয়। তাদের অবশ্যই মুসলমান হতে হবে।**"

ইহুদীরা এ প্রস্তাব গ্রহণ না করে মদীনায় ফিরে যায়। ফলে মুহাম্মদ-এর একহাজার সৈন্য সংখ্যার মধ্যে তিনশ' সৈন্য কমে গেল। তিনি সাতশ' সৈন্য নিয়ে রাতে ওহুদের পথে যাত্রা করলেন।

মদীনা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি পর্বতের নাম ওহুদ। পর্বতটি ছিল লালচে রঙের এবং এর কোন চূড়া ছিল না। ফলে সবুজ ও উর্বর সমতলভূমির চারপাশে তা একটা বড় দেওয়ালের মতই দেখাত। একখণ্ড ঘূর্ণায়মান প্রসারিত সমতলভূমি ওহুদ পর্বতকে মদীনা শহর থেকে পৃথক করে রেখেছিল। কুরাইশ সৈন্যরা মুসলমানদের সাথে মরুভূমিতে যুদ্ধ করাই সঠিক বলে মনে করেছিল। তাদের নেতারা মনে করেছিল, তারা যদি শহরে প্রবেশের চেষ্টা করে এবং সেখানে যুদ্ধ করে তাহলে তারা ভীষণ অসুবিধায় পড়বে এবং মারাত্মক-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফজরের নামাজের সময় মুহাম্মদ-এর সৈন্যরা ওহুদ পর্বতের ঢালুতে অবস্থান করছিল। মুহাম্মদ তাঁর সম্মুখে আবু সুফিয়ানের বিরাট বাহিনীকে দেখলেন। "ওহুদ পর্বত আমাদের ভালবাসে। আমরাও ওহুদকে ভালবাসি। কারণ এর অবস্থান বেহেশতের একটি দরজার কাছে। এবং এ কারণেই ওহুদ প্রিয় পর্বতগুলোর মধ্যে একটি।"

মুহাম্মদ ফজরের নামাজের জন্য বেলালকে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁর আবেগপূর্ণ কণ্ঠে আজানের ধ্বনি সমতলভূমি ও উপত্যকায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। মুহাম্মদ-এর পেছনে মুসলমানরা নামাযে দাঁড়ালে কুরাইশরা তা দূর

www.pathagar.com

থেকে প্রত্যক্ষ করল। নামাজের পর মুহাম্মদ তাঁর সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য লাইন করিয়ে দিলেন। উপত্যকায় প্রবেশের মুখে তিনি জুবায়ের-এর নেতৃত্বে দেড়শ'জন তীরন্দাজকে মোতায়েন করলেন। তিনি তাঁদেরকে কোন অবস্থায় বা কোন অজুহাতে স্থান ত্যাগ না করার নির্দেশ দিলেন। শত্রুর পদাতিক বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা এমন একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলল যেন তারা সামনের দিকে অগ্রসর হতে না পারে। "আমরা বিজয়ী বা পরাজিত হই, তোমরা তোমাদের স্থান ত্যাগ করবে না।" ক্রমে সূর্যের আলো প্রতিভাত হল এবং এর কিরণ ওহুদের উর্বর সমভূমিতে বিস্তৃত হল। সবেমাত্র ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া কুরাইশ বাহিনীকে আবু সুফিয়ান যুদ্ধের জন্য তৈরি হওয়ার নির্দেশ দিল। তাদের সামনে মহিলারা ড্রাম বাজিয়ে নাচতে থাকল এবং যুদ্ধের গান গাইল। "আমরা সব ভোরের তারার কন্যা, আমরা দুর্ভাগাদের সন্তান, যারা শত্রুকে সাহসের সাথে মোকাবেলা করে আমরা তাদের সাথে আছি এবং যারা শত্রু ছেড়ে পালিয়ে যায় তাদের আমরা ঘৃণা করি। সাহসী লোকদের সাথে আমরা ভেলভেটের কার্পেটের ওপর শয়ন করি।"

এখন উভয় বাহিনীই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। উভয় দলই তাদের নিজেদের পদ্ধতিতে সৈন্যবাহিনীকে উৎসাহিত করল। মুহাম্মদ স্মরণ করলেন আল্লাহর নাম। আবু সুফিয়ান স্মরণ করল কা'বা ঘর থেকে আনা মূর্তি ও মেয়েদের সৌন্দর্যের কথা। একদিকে মহিলারা যুদ্ধরত মানুষের যৌন লালসা ও ইচ্ছার প্রতি আবেদন জানাল, অন্যদিকে মুহাম্মদ মুসলমানদেরকে আত্মোৎসর্গ করার জন্য বললেন ঃ "আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।" এ দু'টো বাহিনী ছিল সব সময় পরস্পরবিরোধী। আল্লাহর শক্তি ও মহিলাদের শক্তি আগের মত এখনও পরস্পর-বিরোধী। এটাই মানব জাতির অপরিবর্তনীয় ভাগ্য।

মুহাম্মদ তাঁর খাপ থেকে তরবারি বের করে বললেন ঃ "কে এ তরবারি গ্রহণ করবে এবং একে এর মর্যাদা অনুযায়ী ব্যবহার করবে?" এ তরবারিতে খোদাই করা ছিল ঃ 'ভয় এবং কাপুরুষতা কখনও ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটায় না।'

বেশ কয়েকজন এ তরবারি গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে এলেন। কিন্তু মহানবী কাউকে তা দিলেন না। আবু দুজানাও এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহর নবী! এ তরবারির মর্যাদা কি এবং কিভাবে কাজ করলে এর মর্যাদা রক্ষিত হবে?"

মুহাম্মদ বললেন ঃ "বাঁকা না হওয়া পর্যন্ত এ তরবারি দিয়ে শত্রুকে আঘাত করতে হবে।"

আবু দুজানা ছিলেন সাহসী লোক। তাঁর মাথায় ছিল লাল রঙের কাপড়। একে তিনি বলতেন, 'মৃত্যুর মাথার কাপড়'। যখন তিনি এটা পরিধান করতেন, তখন বুঝা যেত, তিনি এখন যুদ্ধে যাচ্ছেন এবং মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ করবেন।

www.pathagar.com

তিনি মহানবীর কাছ থেকে তরবারি গ্রহণ করলেন, মাথায় লাল কাপড় বাঁধলেন এবং গর্বের সাথে শত্রুর সামনে এগিয়ে গেলেন। মহানবী মন্তব্য করলেন ঃ "এমন পরিস্থিতিতে এ ধরনের গর্বিত পদক্ষেপ আল্লাহর কাছে প্রীতিকর।"

কুরাইশ বাহিনী থেকে যে লোকটি প্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে এল, তার নাম আবু আমীর। সে আশা করেছিল যে, আউস গোত্রকে সে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে আসতে পারবে। সে উচ্চস্বরে বলল ঃ "হে আউস গোত্রের লোক! আমি আবু আমীর।"

মুসলমানরা উত্তর দিল ঃ "তুমি দুষ্ট লোক। আল্লাহ তোমার ওপর বিরক্ত।"

অতঃপর কুরাইশ দলের পতাকাবাহী বিশিষ্ট যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে প্রতিপক্ষের প্রতি চ্যালেঞ্জ করল। তাঁর মোকাবেলায় আলী এগিয়ে গেলেন এবং অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রচন্ড যুদ্ধে তিনি তার মাথার খুলি বিদীর্ণ করে দিলেন। মুহাম্মদ বললেন ঃ 'আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান'। মুসলিম বাহিনীও উত্তেজনার মধ্যে ছিল। তারা চিৎকার করে উঠল ঃ 'আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান'। অতঃপর তারা শত্রুদের ওপর একযোগে আক্রমণ চালাল। তাদের সামনে ছিলেন আবু দুজানা। তিনি মহানবীর দেওয়া তরবারি দিয়ে শত্রু পক্ষের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করলেন। শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যাওয়ার সময় তিনি হঠাৎ একজন মহিলাকে দেখতে পেলেন। প্রতিরোধ আরও জোরদার করার জন্য উক্ত মহিলা কুরাইশদের উৎসাহিত করছিল। তিনি তাঁর তরবারি দিয়ে তাকে দু'টুকরা করে ফেলতে উদ্যত হলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন, মহিলাটি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ তখন তিনি তাঁর তরবারি তুলে নিলেন। তিনি বললেন ঃ "এ তরবারি এমনই পবিত্র যে, এ মহিলার ওপর তা ব্যবহার করা ঠিক নয়।"

দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি যুদ্ধ সাধারণ ঘটনায় পরিণত হল। একপক্ষ যুদ্ধ করছিল প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য এবং অন্যপক্ষ যুদ্ধ করছিল আল্লাহ ও পরজগতের জন্য। এক দলের নেতা আবু সুফিয়ান ছিলেন আনন্দের পূজারী, রাজনীতিবিদ। অন্যপক্ষের নেতা মুহাম্মদ ছিলেন আল্লাহর প্রতিনিধি ও বাণী-বাহক। আল্লাহর জন্য যাঁরা যুদ্ধ করছিলেন তাঁদের কাছে মৃত্যু ভয়ঙ্কর কিছু ছিল না। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, মৃত্যুর পরই শুরু হয় সত্যিকার জীবন ও স্থায়ী সুখ। কিন্তু যারা যুদ্ধ করছিল এ পৃথিবীর জন্য তাদের কাছে মৃত্যু ছিল জীবনের শেষ এবং সেই কারণে মৃত্যুকে তারা প্রত্যক্ষ করছিল ভীতির প্রতীক হিসেবে।

ক্রমান্বয়ে ইসলামের পতাকা মক্কার কুরাইশ বাহিনীর মধ্যখানে গিয়ে পৌছাল। মুসলমান সৈন্যদের রণহুংকার আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। মুসলিম তীরন্দাজগণ তাঁদের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বেশ কয়েকবার তাঁরা কুরাইশ পতাকা মাটিতে পড়ে যেতে দেখলেন। মুসলমানদের দিক থেকে 'বিজয়' 'বিজয়' ধ্বনি উত্থিত হল।

www.pathagar.com

হামযা, আলী, সা'দ বিন ওয়াক্কাস এবং আবু দুজানা কুরাইশ বাহিনীর ওপর অগ্নিশিখার মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং কুরাইশ বাহিনী আকস্মিকভাবে পিছু হটতে শুরু করল। এ পশ্চাদপসরণ সত্যিকার ছিল, না যুদ্ধের কৌশল ছিল তা গভীর-ভাবে অনুধাবন না করে মুসলমান তীরন্দাজগণ ধরে নেন, শত্রুরা পরাজিত হয়েছে। যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকায় তাঁরা পর্বতের খালি স্থানের পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব পালন না করে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে জমায়েত হলেন। কুরাইশ পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি এবং এ যুদ্ধের কৌশলগত সমরনায়ক হিসেবে পরিচিত খালিদ বিন ওয়ালিদ তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে অনতিবিলম্বে মুহাম্মদ-এর বাহিনীর পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণ করলেন। হঠাৎ মুহাম্মদ-এর বাহিনী বুঝতে পারল, তারা চতুর্দিক থেকে শত্রু বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেছে। চারদিক থেকে তাদের ওপর তীর, তরবারি ও ছোরার আঘাত চলল। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তারা বুঝতে পারল না, পরবর্তী আঘাত কোন্‌দিক থেকে আসবে বা কোন্‌দিকে তারাই বা আক্রমণ চালাবে। কুরাইশরা মুহাম্মদকে হত্যা করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে খুঁজতে লাগল। মুসলমানদের ওপর কুরাইশ অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর চাপ - যাদের সংখ্যা মুসলমান বাহিনীর চেয়ে তিনগুণের বেশি ছিল - মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছাল।

মুহাম্মদ তখন ছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে। তাঁর সাথে ছিলেন মাত্র বারজন সাহাবী। কা'ব-এর কন্যা মুসলিম মহিলা নাসিরা তাঁর পানির ব্যাগ দূরে নিক্ষেপ করে মুহাম্মদ, তাঁর স্বামী ও পুত্রের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। কুরাইশ বাহিনীর এক বর্মের আঘাত থেকে তিনি নিজেকে রক্ষা করে পাল্টা আক্রমণ চালালেন। তিনি তেরবার জখম হওয়ার পরও আক্রমণ অব্যাহত রাখলেন। তাঁর ছেলেও মারাত্মকভাবে আহত হয়। কিন্তু তিনি তার ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়ে পুনরায় তাকে যুদ্ধ করার আহ্বান জানালেন। হঠাৎ আওয়াজ হল 'মুহাম্মদ নিহত হয়েছে, মুহাম্মদ নিহত হয়েছে, মুহাম্মদ নিহত হয়েছে।' ঘটনা হল, মু'সাব বিন উমায়ের মহানবীর পতাকা বহন করছিলেন। শত্রুরা তাঁকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে এবং তিনি নিহত হন। তাঁর চেহারার সাথে মুহাম্মদ-এর চেহারার কিছুটা সাদৃশ্য ছিল। কুরাইশরা ধারণা করে যে, মহানবীই নিহত হয়েছেন। এ সংবাদ মুহাম্মদ-এর অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে হতাশাগ্রস্ত করে তোলে।

যুদ্ধক্ষেত্রে দশবার জখম হওয়ার পর ফারজা ছিলেন মৃত্যু পথযাত্রী। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মালিক বিন আসওয়ানকে পালাতে দেখে তিনি তাঁকে বললেন ঃ "তুমি কোথায় পালাচ্ছ? মুহাম্মদ নিহত হলেও মুহাম্মদ-এর আল্লাহ জীবিত আছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যাও এবং আল্লাহর জন্য যুদ্ধ কর।"

এ সময় উৎবা বিন ওয়াক্কাস তার তরবারি দিয়ে মুহাম্মদ-এর মাথার ওপর এমন জোরে আঘাত করল যে, তাঁর হেলমেটের দু'টো অংশ ছিন্ন হয়ে তাঁর মুখের

www.pathagar.com

ওপর দিয়ে নিচে পড়ে গেল। একই সময় তাঁর মুখে একটা তীরের আঘাত লাগল। বেশ কয়েকজন তাঁর মাথা লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করল। তাঁর সম্মুখের দাঁত ভেঙ্গে গেল, নিচের ঠোঁট কেটে গেল এবং তিনি একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন। কুরাইশদের মধ্যে আবার আওয়াজ হল 'মুহাম্মদ নিহত হয়েছে, মুহাম্মদ নিহত হয়েছে।'

মুহাম্মদকে গর্ত থেকে ওপরে তোলার জন্য তালহা গর্তের মধ্যে নামল। যারা মুহাম্মদকে আঘাত করেছিল তাদের সাথে আলী তখনও যুদ্ধ করছিলেন। তালহা মুহাম্মদ-এর হাত ধরে ওপরে টেনে তুলল। আবু দুজানা বর্ম দিয়ে মুহাম্মদের দেহ ঢেকে রাখলেন এবং মুহাম্মদ-এর চারপাশ থেকে পরিচালিত কুরাইশদের প্রচন্ড আঘাত সহ্য করলেন। বেশ কষ্ট করেই তাঁরা মুহাম্মদকে গর্ত থেকে ওপরে টেনে তুললেন।

ইত্যবসরে হামযা সিংহবিক্রমে আবু সুফিয়ানের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। যুদ্ধে তাঁর সাহস ও শক্তির কথা সবার মুখে মুখে ফিরছিল। যেখানেই তিনি আক্রমণ চালাচ্ছিলেন সেখানেই তিনি বহু শত্রু সৈন্যকে আহত বা হত্যা করছিলেন। কিন্তু একজন নিষ্ঠুর নিগ্রো যে হিন্দের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করছিল সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন। এ নিগ্রো লোকটি ছিল বর্শা নিক্ষেপে পারদর্শী। হামযা জানতেন না, এ লোকটি তাঁর প্রতি বিষাক্ত বর্শা নিক্ষেপের সুযোগ খুঁজছে। নিগ্রো ভৃত্যটির মালিক জুবায়ের বিন মুত'ইম-এর চাচা বদর যুদ্ধে হামযার হাতে নিহত হয়। জুবায়ের বিন মুত'ইম তার ভৃত্যকে বলে, সে যদি হামযাকে হত্যা করতে পারে, তাহলে তাকে সে মুক্ত করে দেবে। এসব লোভনীয় পুরস্কারের লোভে নিগ্রো ভৃত্যটি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। হামযা এসব কথা জানতেন না। অবশেষে সেই প্রতীক্ষিত সুযোগ এসে গেল। সে দেখল, হামযা কয়েকজন কুরাইশের সাথে ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত। সে তাঁর পেছন দিকে থেকে হামাগুঁড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করল। বর্শার আঘাতে হামযা শহীদ হলেন। মানুষের চিৎকার, মহিলাদের বিলাপ, তীর ও অস্ত্রের ঝন-ঝনানির শব্দ, ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। কুরাইশ মহিলাদের অনেকে চিৎকার ও বিলাপ করছিল এবং অনেকে আবৃত্তি করছিল ঃ 'আবদুল্লাহর পুত্ররা, তোমাদের ধারাল তরবারি নিয়ে এগিয়ে যাও এবং শত্রুকে ভেড়ার মত কেটে টুকরা টুকরা কর।'

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর দিকে হিন্দ তার কালো চুল এলিয়ে দিয়ে তার ধূসর রঙের ঘোড়ার পিঠে তরবারি শাণ দিচ্ছিল। ঘোড়াটি যখন সামনের পা দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল এবং পেছনের পা উঁচু করে লাফাচ্ছিল, সে তখন যুদ্ধের শুরুতে কুরাইশ মহিলারা যে গান গেয়েছিল তা আবৃত্তি করল ঃ 'আমরা ভোরের কন্যা, আমরা দুর্ভাগাদের সন্তান, যারা শত্রুকে সাহসের সাথে মোকাবেলা করে আমরা তাদের সাথেই আছি।'

www.pathagar.com

বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কুরাইশরা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করে। তারা বুঝতে পারল যে, বিজয় তাদের হাতে। রাত পর্যন্ত যুদ্ধ চলল এবং মুসলিম বাহিনী পুরোপুরি পরাজিত হল। কুরাইশ সৈন্যরা লুণ্ঠন করা থেকে বিরত রইল। যুদ্ধক্ষেত্রে সত্তরজন মুসলমান শহীদ এবং বহু আহত হন। প্রতিহিংসাপরায়ণ কুরাইশ মহিলারা মুসলমান শহীদ সৈন্যদের মৃতদেহ বিকৃত করার জন্য বেরিয়ে পড়ে। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ হামযার মৃতদেহ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কথিত আছে, সে বহু মুসলমান শহীদের নাক ও কান কেটে তা সুতায় গেঁথে নিজের গলায় পরিধান করে। হঠাৎ সে নিগ্রো ভৃত্যটিকে একটি মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখল।

হিন্দ চিৎকার করে উঠল ঃ "এটাই হামযার মৃতদেহ।" ঘোড়া থেকে নেমে সে মৃতদেহের কাছে গেল। সে তার গলার হার ও পায়ের মল খুলে ঐ নিগ্রোকে দিল। সে বলল ঃ "তোমার মুক্তি ছাড়াও এটা বাড়তি উপহার।"

সে তখন হামযার মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে বলল ঃ "হামযা, হামযা! তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? তুমি কি বুঝতে পারছ আমি এখানে? আমি সেই মহিলা যার পিতা ও ভাইকে তুমি হত্যা করেছ। আমাদের প্রিয় খোদা লাত আমার মনোবাসনা পূর্ণ করেছে, আমি তোমার মৃতদেহ দেখছি।"

হিন্দ আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল ঃ "ওহে হুবল! লাত ও উজ্জার খোদা, আমি কিভাবে তোমাকে ধন্যবাদ দেব।" অতঃপর সে কিছুক্ষণ নীরব রইল। "ওহে আমার পিতা, প্রিয় পিতা আমার, আমার প্রিয় ভাইয়েরা! আমি এখন এজন্য খুশি যে, আমি তোমাদের প্রতিশোধ নিয়েছি। যে তোমাদের নিহত করেছিল, তার মৃতদেহ এখন আমার পায়ের কাছে! তুমি এখন আর আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না। আমার ইচ্ছা তুমি আমার কথা শোন, তুমি আমার পায়ের কাছে কিভাবে শুয়ে আছ তা দেখ এবং অনুভব কর। কিন্তু না, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট নয়। এখনও আমি মনের মাঝে সেই ব্যথা অনুভব করছি। আমি এর চেয়েও বেশি চাই। তোমার মৃতদেহকে টুকরা টুকরা করে আমি আগুন দিয়ে পোড়াতে চাই। তুমি আমার মনে যে ব্যথা দিয়েছ, অনুরূপ আঘাত আমি তোমাকেও দিতে চাই।" সে তার ছোরা দিয়ে হামযার মৃতদেহের একপাশ চিরে ফেলল। প্রবাহিত রক্তে তার হাত ও পা ভিজে গেল। সে তার যকৃত ছিঁড়ে বের করে আনল। এটা সে চোখের সামনে ধরে নানাভাবে গালি দিল এবং মুখের মধ্যে পুরে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে টুকরাগুলো তাঁর মৃতদেহের ওপর ফেলতে লাগল। সে তখনও ছিল উন্মত্ত অবস্থায়। এমন সময় তার স্বামী আবু সুফিয়ান সেখানে এসে বল্লম দিয়ে হামযার মুখে আঘাত করল। সে চিৎকার করে বলল ঃ "তুমি তাহলে তোমার পুরস্কার পেয়েছ।"

হিন্দ তখনও ছিল প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনায় উন্মত্ত। মুসলমানদের মৃতদেহ-গুলো দেখা যায় এমন একটি উঁচু পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে সে বলল ঃ "বদর যুদ্ধের

www.pathagar.com

ক্ষতির প্রতিশোধ আমরা তোমাদের ওপর নিয়েছি। যুদ্ধের পর যুদ্ধ উন্মত্ততার সমান। উৎবা ও আমার ভাইয়ের করুণ মৃত্যুতে আমি আঘাত পেয়েছিলাম, নিগ্রো ভৃত্যের কাজে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি তার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব। এমন কি কবর থেকেও আমার হাড়গুলো তাকে ধন্যবাদ জানাবে।''

ইতোমধ্যে ওহুদ পর্বতের ঢালু স্থানে আলী এবং আরও কয়েকজন সাহাবীর সহায়তায় মুহাম্মদ উঠে বসলেন। অন্যরা তাঁর মুখের ক্ষত স্থানে প্রলেপ দেওয়ার জন্য গাছের পাতা ও পল্লব পুড়িয়ে ছাই করার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। সুবিধাজনক স্থান থেকে তাঁরা বিজয়ী বাহিনীকে দেখলেন। আবু সুফিয়ান, খালিদ এবং অন্যান্য কুরাইশ নেতা একে অপরকে মুহাম্মদ-এর অবস্থান দেখিয়ে দিল। মুহাম্মদ-এর প্রতি তাদের প্রচন্ড শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও এবং তাঁর মৃত্যু তাদের আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া সত্ত্বেও এ সময় তারা কেন প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনায় তাঁর জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিল না, সে কথা কেউ জানতে পারল না। কেন তারা পর্বতে আরোহণ করল না, কেন তারা মুহাম্মদকে বন্দী করল না, কেন তারা তাঁকে হত্যা করল না? এবং কেনই বা আবু সুফিয়ান এই বলে চিৎকার করল - 'দিনের বদলায় দিন, বদর যুদ্ধের বদলায় ওহুদ, আগামী বছরও আমরা তোমার জন্য আসব'। একথা বলে সে সেদিনই বিজয়ী বাহিনীকে মক্কায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিল। নির্দেশ মোতাবেক অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী মক্কার পথে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল; গায়করা বিজয় সংগীত গেয়ে এবং মহিলারা ড্রাম বাজিয়ে তাদের অনুসরণ করল। **মানব ইতিহাসে এ ঘটনাটি ব্যাখ্যাতীত এবং হেঁয়ালিপূর্ণ।** আবু সুফিয়ানের বিজয়ী বাহিনী সেখানে তখন মুহাম্মদ-এর সাথে বুঝাপড়া করল না কেন? এটা কি একটা অলৌকিক ঘটনা বা তাদের অপরিণামদর্শিতা অথবা মুহাম্মদ-এর আত্মার ও তাঁর পাশে যেসব সাহাবী ছিলেন তাদের সাহসের প্রভাব? এসব প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারেনি।

তিন হাজার সৈন্যের এ বাহিনী একটা রাতের জন্যও যুদ্ধক্ষেত্রে না থেকে সোজা মক্কার পথে অগ্রসর হল। সন্ধ্যার আগমনে দুই বাহিনীর মৃতদেহগুলোর ওপর অনন্ত আকাশে যখন তারা ঝিকমিক করে উঠল, মহানবী ও তাঁর কয়েকজন সাহাবী তখন সেই উঁচু স্থানটায় নামাযে দাঁড়ালেন। নামাজ শেষ হওয়ার পর আবু বকর কয়েক কদম এগিয়ে গেলেন। বললেন ঃ ''হে আল্লাহর নবী! আমরা বিজয়ের মুহূর্তে পরাজিত হয়েছি।''

মহানবী উত্তর দিলেন ঃ ''**এর কারণ হল, তোমরা এক মুহূর্তের জন্য ঈমান ভুলে গিয়েছিলে** এবং সম্ভাব্য যুদ্ধলব্ধ মালের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলে। তোমরা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলে বলেই পরাজিত হয়েছ।''

অপর একজন সাহাবী বললেন ঃ ''আমাদের সংখ্যা কম হলেও কুরাইশ বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম।''

www.pathagar.com

"তোমরা যখন ঈমান ও ধর্মের অস্ত্রে সজ্জিত ছিলে তখন তোমরা ছিলে শক্তিশালী। কিন্তু যখন এ দুনিয়ার মূল্যহীন সম্পদের দিকে ঝুঁকে পড়লে তখন তোমাদের শক্তি আর রইল না। শরৎকালের পাতার মত কুরাইশদের তরবারি তোমাদের কেটে ফেলল।"

সেই রাতে মুহাম্মদ কয়েকজন সাহাবীসহ যুদ্ধে শহীদদের মৃতদেহের পাশে ঘুরে বেড়ালেন। প্রত্যেকটি মুসলমান মৃতদেহের পাশে তিনি বসলেন, তাঁদের সাথে কথা বললেন এবং তাঁদের জন্য কাঁদলেন। তিনি যখন তাঁর চাচা হামযার মৃতদেহ দেখলেন, তখন তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল এবং তিনি চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন ঃ "আমার হৃদয় আর কখনও এ ধরনের দুঃখজনক ঘটনায় আঘাত পায়নি।" অতঃপর তিনি সব মুসলমানের মৃতদেহ হামযার পাশে রাখলেন এবং পালাক্রমে তাদের সবার জন্য দোওয়া করলেন। এর পর তিনি ওহুদ পর্বতে তাঁর আশ্রয়স্থলে ফিরে এলেন। কথিত আছে, মহানবী সেই রাতের সারাটা সময় নির্জন ইবাদতে মগ্ন ছিলেন, আর কুরাইশরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে মক্কার পথে যাত্রা করল। বিজয়ী বাহিনীর এ আনন্দে একবার মাত্র ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার সময় কুরাইশ প্রধানরা আবু সুফিয়ানের দিকে ফিরে বলল ঃ "আমাদের কাছে সত্য কথা বল। আমরা সেখানেই মুহাম্মদকে শেষ করে দিলাম না কেন? আমরা ওহুদ পর্বতে তাঁকে এবং তাঁর ইসলামকে চিরতরের জন্য কবর দিয়ে আসতে পারতাম।"

আবু সুফিয়ান এবং খালিদ ও অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দ পরস্পরের দিকে বিস্ময় ভরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে নীরব রইল।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ-এর আনুগত্য

'আমি আমার পরিবারের সবচেয়ে উত্তম সদস্যকে তোমার স্বামী মনোনীত করেছি। আমি তোমাকে এমন একজনের কাছে সমর্পণ করেছি, যার ঈমান সবার চেয়ে বেশি এবং যার কাজ সবার চেয়ে মহান। আল্লাহর কিতাবের ওপর তাঁর জ্ঞান সব কুরাইশের চেয়ে বেশি এবং চরিত্র ও পরহেযগারীতে সে সকল মুসলমানের মধ্যে উন্নত।'

- মুহাম্মদ

মহানবীর বামপাশে বসেছিলেন আঠার বছর বয়স্কা ফাতিমা। তাঁর পরনে ছিল আকাশী রঙের লম্বা পোশাক।

মহানবীর ডানপাশে বিনীত এবং ভদ্রভাবে বসেছিলেন বাইশ বছর বয়স্ক আলী। তাঁর পরনে ছিল দৈনন্দিন পরিধানের সাধারণ পোশাক।

যুবক আলীর উচ্চতা ছিল মধ্যম, কিছুটা খাটো বলা যায়। সতেজ গমের মত ছিল তাঁর গায়ের রং। বড় কালো দু'টো চোখ। দৈহিক বৈশিষ্ট্য ছিল আকর্ষণীয় এবং ঠোঁট দু'টোতে যেন সব সময় মৃদু হাসি লেগেই ছিল। তাঁর লম্বা ও সরু গলা ছিল রূপার মত সাদা, ঘাড় ছিল চারকোণা ধরনের। সিংহের সামনের পায়ের মত তাঁর বাহুতে ছিল প্রবল শক্তি, বাহু ছিল মসৃণ এবং দৃঢ়। ফলে মাংসপেশী ছিল লুক্কায়িত। তাঁর দৈহিক শক্তি এত বেশি ছিল যে, বলা হত, তিনি কোন আরোহীকে এমনভাবে ঘোড়ার ওপর তুলতে পারতেন, যেন তিনি একটা ছোট শিশুকে তুলছেন। তাঁর সাহস ও দৃঢ় ঈমান ছিল প্রবাদ বাক্যের মত।

মহানবী উম্মে আয়মানকে এক বাটি পানি আনার কথা বললেন। পানি ভর্তি একটা চীনামাটির বাটি তাঁর সামনে রাখা হলে মহানবী পানির মধ্যে আঙ্গুল ডুবালেন এবং তারপর ফাতিমা ও আলীর মুখে পানির ছিটা দিলেন।

তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহ! তোমার নির্দেশেই এ বিয়ে হল। এ বিয়ে এদের জন্য মঙ্গলময় কর। তাদেরকে তুমি নম্র ও সুখী সন্তান দিও।"

www.pathagar.com

অতঃপর তিনি ফাতিমার দিকে ফিরে বললেন ঃ "আমি আমার পরিবারের সবচেয়ে উত্তম সদস্যকে তোমার স্বামী মনোনীত করেছি। আমি তোমাকে এমন একজনের কাছে সমর্পণ করেছি, যার ঈমান সবার চেয়ে বেশি এবং যার কাজ সবার চেয়ে মহান। আল্লাহর কিতাবের ওপর তাঁর জ্ঞান সব কুরাইশের চেয়ে বেশি এবং চরিত্র ও পরহেযগারীতে সে সকল মুসলমানের মধ্যে উন্নত।"

ফাতিমার মুখমন্ডল লজ্জায় লাল হয়ে গেল এবং তাঁর ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখা গেল। তিনি মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নীরব রইলেন। তিনি তাঁর পাশের দরজা স্পর্শ করলেন তাঁর সম্মতির চিহ্ন হিসেবে। প্রস্তাবিত বিয়েতে তিনি যে সন্তুষ্ট, তারও প্রকাশ ঘটালেন। মহানবী তাঁর কন্যাদের বিয়ের পূর্বে প্রথমে তাঁদের সম্মতি গ্রহণ করতেন। অতঃপর তিনি আলীর দিকে তাকালেন।

"আল্লাহর আদেশে আমি তোমাকে আমার কন্যা ফাতিমাকে দিলাম। সে আমার কাছে খাদীজার একটা স্মৃতি এবং আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।"

তারপর তিনি বিয়ের বাগদান পদ্ধতি অনুসরণ করলেন। বিয়েতে তিনি ফাতিমার মোহর নির্ধারণ করলেন আলীর বর্মের মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ। বদর যুদ্ধে আলী এ বর্মখানা পেয়েছিলেন। বিয়ের রাতে তিনি চারশ' আশি দিরহামে বর্মখানা বিক্রি করে দেন এবং বিক্রিত অর্থ তিনি তাঁর জামার কাপড়ের কোণায় জড়িয়ে উপহারস্বরূপ মহানবীর নিকট নিয়ে আসেন। দ্বিতীয় হিজরীতে এবং বদর যুদ্ধের পর অনুষ্ঠিত এ বিয়েতে মুসলমান সম্প্রদায়ের সব গণ্যমান্য ব্যক্তিকে দাওয়াত করা হয়। মহানবী তাঁদের দু'জনের বিয়ে খুব জাঁকজমকের সাথে সম্পন্ন করতে স্থিরসংকল্প ছিলেন। কারণ, আয়েশার ভাষায়, 'তারা দু'জন ছিল মহানবীর কাছে খুবই প্রিয়।'

আয়েশা সত্য ছাড়া মিথ্যা বলেননি । ফাতিমা সম্পর্কে মহানবীর মন্তব্য তিনি শুনেছিলেন। মহানবী বলেছিলেন, 'আমার হৃদয়ে ফাতিমার একটি স্থান আছে এবং সে আমার দেহের একটি অংশবিশেষ। তাকে কেউ কষ্ট দিলে সে আমাকেই কষ্ট দেয়।' মহানবীর একথা আয়েশা স্মরণ রেখেছিলেন। আলী সম্পর্কে মহানবীর মন্তব্য সব সাহাবীর জানা ছিল ঃ 'কোন মুনাফেক আলীকে ভালবাসে না, এমন কোন বিশ্বাসী নেই, যে আলীকে ভালবাসে না।'

বিয়ের অনুষ্ঠানে মুহাম্মদ দৃশ্যত আনন্দমুখর থাকতেন। মুসলমানদের মধ্যে এ কথা সুবিদিত ছিল, মহানবীর দুই শ্বশুর আবু বকর এবং উমর ফাতিমাকে বিয়ে করতে চাইলে তাঁরা উভয়ে একই জওয়াব পান - "আমি এখনও ফাতিমার অদৃষ্ট দেখার অপেক্ষায় আছি।'

নম্র ও ভদ্রজনোচিত এ জওয়াবের মাধ্যমে তাঁদের উভয়ের অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এরপর আলীকে প্রস্তাব দেওয়া হয়, যেন তিনি ফাতিমাকে বিয়ে করার কথা বলেন। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তিনি মুহাম্মদ-এর গৃহে যান

www.pathagar.com

এবং তাঁর মনের কথা প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তাঁর স্বাভাবিক লজ্জা ও ভদ্রতার কারণে মনের কথা প্রকাশ করতে পারেননি। মহানবী নিজে এ সম্পর্কে কিছুটা আভাস পান।

মহানবী বলেন ঃ "আবু তালিবের প্রিয় পুত্র! তোমার ইচ্ছা আমাকে বল।"

তবু আলী লজ্জাবশত কোন কথা বলতে পারলেন না। ফলে মহানবী নিজেই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। "সম্ভবত তুমি ফাতিমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছ?"

"হ্যাঁ", আলী সাধারণভাবে উত্তর দিলেন।

আবু বকর ও উমরকে মহানবী যে জওয়াব দিয়েছিলেন, এ সময় তিনি সে রকম জওয়াব দিলেন না। তিনি তাঁর আনন্দ প্রকাশ করলেন। কারণ, তাঁর কাছে আলী ছিলেন তাঁর নিজের সন্তানদের চেয়েও প্রিয়। তদুপরি তাঁর একটা নৈতিক দায়িত্ব ছিল। এ দায়িত্ব ছিল আলীর পিতা আবু তালিবের প্রতি। তিনি তাঁর প্রাথমিক জীবনে ও এতীম অবস্থায় আবু তালিবের কাছ থেকে স্নেহ-ভালবাসা ও সব ধরনের সাহায্য লাভ করেন। সম্ভবত নিজের অতীত জীবনের প্রিয় স্মৃতির কথা মনে করে এবং আবু তালিবের বহু সদয় কাজের কথা স্মরণ করে তিনি তাঁর নিজ কন্যাকে আলীর সাথে বিয়ের প্রস্তাবকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে 'আবু তালিবের পুত্র' বলে সম্বোধন করেন।

মুহাম্মদ-এর চরিত্রের একটি অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল তাঁর আনুগত্য। বিভিন্ন ঘটনার বহু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের জানা আছে। তিনি তাঁর প্রত্যেকটি কথার সত্যতা ও সততা সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। তিনি আলীকে সব আরববাসীর মধ্যে ধার্মিক এবং কুরাইশদের মধ্যে সাহসী বলে বর্ণনা করেন। তাঁর সকল কাজ ও কথায় গরীব ও দুঃস্থদের প্রতি আশ্রয়মূলক অনুভূতি, সবার প্রতি ন্যায়বিচার, সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি তাঁর হৃদয়ে সহানুভূতি ও দয়া এবং অন্যান্য বহু নৈতিক গুণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমন কি তাঁর প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতেও আলী ছিলেন প্রশংসনীয় ও অসামান্য।

উমর বলেন ঃ 'মহানবীর সময় আমরা আলীকে এমনভাবে দেখতাম যেন আমরা একটা নক্ষত্রকে দেখছি।'

খিলাফতের সময় বা তার পূর্বে আলীর কার্যাবলী এমন ছিল যে, তা ন্যায়-বিচার ও মানুষের বিবেকের কাছে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। কথিত আছে, একবার একজন লোক উমর বিন খাত্তাব-এর কাছে আলী সম্পর্কে অভিযোগ করে। ঐ সময় উমর ছিলেন খলিফা এবং বিশ্বাসীদের নেতা। তিনি উভয়কে তাঁর সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।

তিনি বললেন ঃ "হে হাসানের পিতা! তোমার শত্রুর পাশে দাঁড়াও।"

আলীর চেহারায় ক্লেশকর অবস্থা ফুটে উঠল এবং উমর মন্তব্য করলেন ঃ "আলী! তুমি কি তোমার শত্রুর পাশে দাঁড়াতে অপছন্দ কর?"

www.pathagar.com

আলী উত্তর দিলেন ঃ "না, হে বিশ্বাসীদের নেতা! কিন্তু আমি এ কারণে দুঃখিত, আপনি আমার ও তার মধ্যে কোন সমতা রক্ষা করেননি। আপনি আমাকে সম্বোধন করেছেন হাসানের পিতা হিসেবে, অথচ তাকে এভাবে সম্বোধন করেননি। ফলে তার চেয়ে আমাকে আপনি বড় করে দেখেছেন। এর অর্থ হল, আপনি ইতোমধ্যে আমার অনুকূলে পক্ষপাত প্রদর্শন করেছেন।"

আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে আলীর খিলাফতকালে। একদিন আলী তাঁর বর্মখানি একজন আরব খ্রিস্টানের হাতে দেখতে পান। তিনি তাকে কাজী সুরায়িহ্-এর কাছে নিয়ে যান। তিনি বললেন ঃ "এ বর্মখানি আমার। আমি এখানা বিক্রি করিনি বা কাউকে দান করিনি।"

সুরায়িহ খ্রিস্টানের দিকে ফিরে বললেন ঃ "বিশ্বাসীদের নেতার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তোমার কী বলার আছে?"

খ্রিস্টান লোকটি উত্তর দিল ঃ "এ বর্মখানি আমার। তবু আমার দৃষ্টিতে বিশ্বাসীদের নেতা মিথ্যাবাদী নন।"

সুরায়িহ বিশ্বাসীদের নেতাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এ বর্মখানি যে আপনার, এ সম্পর্কে কোন সাক্ষী ও প্রমাণ কি আপনি দিতে পারবেন?"

মৃদু হেসে আলী উত্তর দিলেন ঃ "দেখাবার মত আমার কোন প্রমাণ নেই।" সুরায়িহ সিদ্ধান্ত নিলেন, বর্মখানি খ্রিস্টান লোকটির। লোকটি বর্মখানি নিয়ে এগিয়ে গেল। সে দেখল, বিশ্বাসীদের নেতা তার দিকে তাকিয়ে আছে। কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে লোকটি ফিরে এল। সে কাজীকে উদ্দেশ্য করে বলল ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এটাই নবীগণের অনুসৃত নীতি। বিশ্বাসীদের নেতা আমার বিরুদ্ধে দাবি উথাপন করলেন, অথচ আপনি তাঁর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিলেন। আল্লাহ জানেন, এটা বিশ্বাসীদের নেতার এবং আমি সত্য বলিনি।" পরবর্তীকালে এ লোকটি খারেজীদের বিদ্রোহের সময় আলীর বাহিনীতে যুদ্ধ করেন এবং তাঁর লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ও সত্যবাদী হিসেবে সুনাম অর্জন করেন।

আলীর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে আলী বিন রা'ফি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। "আলীর খিলাফতের সময় আমি সরকারি ট্রেজারির ট্রেজারার ও কেরানি ছিলাম। বসরা যুদ্ধের সময় অধিকৃত মুক্তার একটি হার এ ট্রেজারিতে ছিল। একদিন আলীর কন্যা আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন ঃ 'আমি শুনেছি, মুক্তার একটি হার ট্রেজারিতে আছে। আপনি যদি হারটি আমাকে ধার হিসেবে দেন, তাহলে আমি তা ঈদুল আযহার উৎসবের দিন পরব।' আমি তাঁর কাছে হারটি পাঠিয়ে দেই। কথা ছিল, তিনদিনের মধ্যে তিনি হারটি ফেরত পাঠাবেন। উৎসবের পর তিনি বাড়ি ফিরে গেলে বিশ্বাসীদের নেতা তাঁর গলায় হারটি দেখতে পান। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এটা তুমি কোথায় পেয়েছ?' খলিফার মেয়ে উত্তর দিলেন ঃ 'আমি উৎসবের দিন পরার জন্য ট্রেজারার আলী বিন রা'ফির কাছ থেকে

www.pathagar.com

ধার করে এনেছি। এটা আমি তাকে ফেরত দেব।’ বিশ্বাসীদের নেতা তৎক্ষণাৎ আমাকে ডেকে পাঠান।

তিনি আমাকে বললেন ঃ ‘রা’ফির পুত্র আলী, তুমি কি মুসলমানদের প্রতি বিশ্বস্ত নও?’

‘আল্লাহ ক্ষমা করুন, আমি কখনও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।’

তিনি বলেন, ‘তাহলে তুমি বিশ্বাসীদের নেতার মেয়েকে হারটি ধার দিলে কিভাবে? এটা ছিল মুসলমানদের ট্রেজারিতে এবং তা আমার ও মুসলমানদের অনুমতি ছাড়া সরানো উচিত হয়নি।’

আমি বললাম ঃ ‘তিনি আপনার কন্যা। তিনি আমাকে ধার দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং আমি এ শর্তে সম্মত হই, তিনি নিরাপদে এবং যথাযথভাবে তা ফেরত দেবেন।’ বিশ্বাসীদের নেতা উত্তর দিলেন ঃ ‘তাহলে এখনই তা ফেরত নিয়ে এস। এ ধরনের কাজ আর কখনই করবে না। ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ করলে তোমাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।’ বিশ্বাসীদের নেতার কন্যা এ কথা শোনার পর পিতার কাছে গিয়ে বলেন ঃ ‘হে বিশ্বাসীদের নেতা! আমি আপনার কন্যা এবং আপনারই অংশবিশেষ। এ হার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমার চেয়ে কার বেশি অধিকার আছে?’

বিশ্বাসীদের নেতা উত্তর দেন ঃ ‘আবু তালিবের পুত্রের কন্যা, সঠিক পথ ত্যাগ করা তোমার কখনই উচিত নয়। হিজরতকারী ও সাহায্যকারী সব মহিলা কি উৎসবের দিন এভাবে অলংকার-সজ্জিত ছিল?’ অতঃপর আমি হারটি ফিরিয়ে এনে ট্রেজারিতে জমা করি।’’

এ ধরনের বৈশিষ্ট্য ও নৈতিক গুণাবলী কোন মানুষের উন্নত চরিত্র ও অসাধারণ দিকটাই প্রকাশ করে। প্রসঙ্গক্রমে ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং সীমাহীন দরদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে।

একদিন আবু নূওয়ারের কাছ থেকে একটা জামা কেনার জন্য আলী তাঁর ভৃত্যকে সাথে করে নিয়ে যান। তিনি দু’টো জামা ক্রয় করেন। অতঃপর তিনি ভৃত্যের দিকে ফিরে তাকে জিজ্ঞেস করেন, সে কোন্ জামাটি পছন্দ করে। ভৃত্যটি একটি জামা নিলে আলী অপর জামাটি নিজের জন্য গ্রহণ করেন। এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি টানার পূর্বে তাঁর কয়েকটি মূল্যবান কথা উল্লেখ করা হল ঃ

‘নিজের ছাড়া আর কারও ভৃত্য হয়ো না। কারণ, আল্লাহ তোমাকে স্বাধীন হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।’

‘তুমি যা নিজের জন্য ইচ্ছা কর না, অন্যের জন্যও তা অনুমোদন কর না।’

‘আমার দৃষ্টিতে সেই নম্র ব্যক্তি মহান, যতক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য তার প্রাপ্য আমি লাভ করি এবং আমার দৃষ্টিতে সেই মহান ব্যক্তি নম্র, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছ থেকে আমার প্রাপ্য লাভ করি।’

www.pathagar.com

আয়েশার ঘটনা

'যারা এ মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একদল। এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অমঙ্গল মনে কর না, বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলস্বরূপ। তাদের প্রত্যেকে স্বীয় পাপের উচিত শাস্তি পাবে এবং তাদের মধ্যে যে এ কাজে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।'

- কুরআন - সূরা ২৪ ঃ ১১

সময় গড়িয়ে চলল ধীরে ধীরে। বিভিন্ন ঘটনা ঘটল এবং মানুষের চিন্তা ও চেতনা হল পরিপুষ্ট। বিশ্বাসীরা নিজেদেরকে আল্লাহর সৈন্য হিসেবে গণ্য করতে লাগল। যুদ্ধ ও শান্তির সময় অমনোযোগী ও অজ্ঞ পৌত্তলিক পরিবারগুলোর বিরুদ্ধে এবং ইসলামের সেবায় তারা অতি উৎসাহে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগল।

এ সময়কার একটি ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। আদল ও কা'রা নামের দু'টো গোত্র তাদের লোকজনকে সঠিক পথ প্রদর্শনের ও ইসলামের নীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য মহানবীর কাছে দশজন লোক চেয়ে পাঠাল। তারা দশ-জন লোককে তাদের সাথে নিয়ে গিয়ে পরে কয়েকজনকে হত্যা ও কয়েকজনকে বন্দী করল। শহীদ হওয়ার পূর্বে তাঁরা শত্রুর বিরুদ্ধে সাহস ও ঈমানের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন।

তাঁদের হত্যা করার দায়িত্ব ছিল নিসতাস নামে এক ব্যক্তির ওপর। সে যখন জায়েদকে হত্যার জন্য নিয়ে চলল, আবু সুফিয়ান তাকে লক্ষ্য করে বলল ঃ "আমার কাছে সত্য কথা বল। তোমার কি ইচ্ছা হয় না, তোমার স্থলে মুহাম্মদ দাঁড়িয়ে আছেন এবং আমরা তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদকে হত্যা করছি? আর তুমি নিরাপদে বাড়িতে তোমার পরিবারের সদস্যদের সাথে রয়েছ।"

জায়েদ দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন ঃ "আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ-এর পায়ে একটা কাঁটা ফুটুক এটাও আমি চাই না।"

www.pathagar.com

আবু সুফিয়ান বলল ঃ "শোন জায়েদ! তুমি ও তোমার সঙ্গী খুবায়েবকে হত্যার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তোমরা যদি মুহাম্মদ-এর ধর্ম ত্যাগ কর তাহলে তোমাদের মুক্ত করা হবে এবং তোমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।"

জায়েদ বললেন ঃ "তুমি ভুল করেছ। আমাদের কাছে ঐ জীবন অর্থহীন। ঈমান ছাড়া জীবন কোন জীবন নয় এবং ঈমানবিহীন মৃত্যু কোন মৃত্যু নয়।"

"তুমি কি বলছ, তুমি এ কথা কিভাবে জানতে পেরেছ, শাশ্বত জীবন কী?"

"সেটা এমনই একটা বস্তু যা আমাদের আছে, আমাদের ঈমান আমাদের জন্য। চলমান ঘৃণিত এ পৃথিবীর জীবন তোমাদের জন্য। তুমি কি বুঝতে পেরেছ আবু সুফিয়ান?"

পৌত্তলিকরা এ কথায় উদাসীন হয়ে রইল। জায়েদ-এর কথা শেষ না হতেই তারা তাঁকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিল।

খুবায়েব-এর পালা যখন এল, তখন একটা শিশু দৌড়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর হাটুর ওপর বসে পড়ল। শিশুটি দর্শকদের দলে দাঁড়িয়ে এসব দৃশ্য দেখছিল। শিশুটির কাজ দেখে দর্শকরা ভীত হয়ে পড়ল। তারা এ কারণে ভীত হল যে, খুবায়েব যদি প্রতিশোধ স্বরূপ শিশুটিকে হত্যা করে!

খুবায়েব বললেন ঃ "তোমরা ভয় কর না। ইসলামে মুনাফেকী নিষিদ্ধ। তদুপরি শিশুদের প্রতি আমাদের সদয় থাকার নির্দেশ আছে।"

তাঁর হত্যার আগে তিনি নামাজ পড়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁকে অনুমতি দেওয়া হলে তিনি হাজার হাজার দর্শকের সামনে নামাযে দাঁড়ালেন এবং নামাজ শেষে ঘাতক ও জনতার উদ্দেশ্যে বললেন ঃ "আমি যদি দীর্ঘ সময় নামাযে রত হতাম তাহলে তোমরা হয়ত মনে করতে, আমি কয়েক মিনিট বেশি বাঁচার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে নামাজ পড়ছি। তোমরা এ কথা মনে করবে ভেবেই আমি দীর্ঘ সময় নামাজ পড়লাম না। এখন আমার দেহ তোমাদের তত্ত্বাবধানে এবং আমার আত্মা আল্লাহর উদ্দেশ্যে উর্ধ্বে গমন করবে।"

এ ধরনের অনেক ঘটনায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, কত উৎসাহের সাথে মুসলমানরা ইসলামের অগ্রযাত্রায় শরীক হন। ইহুদীদের বিরুদ্ধে তাঁদের আত্মোৎসর্গ, কুরাইশদের বিরুদ্ধে তাঁদের সাহস, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের আক্রমণের প্রচন্ডতা, চতুর্থ হিজরীতে নাদির গোত্রের অবরোধের প্রেক্ষিতে যুদ্ধ, পঞ্চম হিজরীতে বদর-এ দ্বিতীয়বার আক্রমণ এবং ষষ্ঠ হিজরীতে মুসতালিক গোত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ তাদের সংগ্রামী উৎসাহের কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

মুসতালিক গোত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণের সময় একটা ঘটনা ঘটে। মহানবীর জীবদ্দশায় এ ঘটনা বহুলভাবে আলোচিত হয় এবং তাঁর ইন্তিকালের পর এ ঘটনা বহু পুস্তকের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। এ ঘটনাটি হল আয়েশার ঘটনা। অভিযোগ

www.pathagar.com

ছিল, মুহাম্মদ-এর সৈন্য বাহিনীর মদীনা ফেরার সময় আয়েশা যাত্রীদলের সাথে ছিলেন না। পরদিন সকালে তিনি একটা উটে চড়ে মদীনায় ফেরেন। সাফওয়ান নামে একজন যুবক তাঁকে মদীনায় নিয়ে আসেন।

ঘটনাটি হল, মহানবীর বাহিনী আকস্মিকভাবে রাতে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আয়েশা উটের ডুলিতে প্রবেশ করেন এবং লক্ষ্য করেন যে, তিনি তাঁর গলার হার কোথায় ফেলে এসেছেন। উট তখনও হামাগুড়ি অবস্থায় ছিল এবং তিনি ঝাঁপ দিয়ে ডুলি থেকে নেমে হার খুঁজতে থাকেন। উট চালক এসব কিছুই জানত না। ফলে উট উঠে দাঁড়ায় এবং যাত্রা শুরু করে। আয়েশা ফিরে এসে দেখেন, সেখানে উট নেই। তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, উটের লোকজন তাঁর অনুপস্থিতির কথা শীঘ্রই জানতে পেরে তাঁর জন্য ফিরে আসবে। এ কারণে তিনি একটি ছোট পাহাড়ের ধারে অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু উটের লোকজন নিশ্চিত ছিল, আয়েশা ডুলিতে আছেন এবং সেজন্য তারা এ সম্পর্কে কোন চিন্তাই করেনি। গভীর রাত পর্যন্ত আয়েশা একাকী মরুভূমিতে রইলেন। অবশেষে দূরে তিনি একটা ছায়া দেখতে পেলেন। এ ছায়াটি ছিল সাফওয়ানের। সেও যাত্রীদলের পেছনে পড়ে যায়। সাফওয়ান নিকটবর্তী হলে এবং আয়েশা তাঁর বোরকা আবৃত করার আগেই সে তাঁকে এক ঝলক দেখে চিনতে পারে।

সে জিজ্ঞেস করল ঃ " আপনি কেন পেছনে রয়েছেন?"

আয়েশা উত্তর দিলেন না। অতঃপর সাফওয়ান তার উটকে হাটু ভাঙ্গা অবস্থায় করলে আয়েশা উটের পিঠে আরোহণ করেন এবং সে নিজে উটের দড়ি ধরে হাঁটতে থাকে। এভাবে তাঁরা পরদিন মদীনায় এসে পৌঁছায়। এ ঘটনায় সবাই বেশ উদ্বিগ্ন ছিল। প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব মতামত ছিল এবং আয়েশা ও সাফওয়ান-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ উত্থাপিত হতে লাগল। মদীনার প্রতিটি ঘরেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলল এবং মহানবী নিজেও বেশ চিন্তিত হলেন।

আয়েশা বেশ দুঃখ পেয়ে মায়ের গৃহে যান। মহানবী তাঁর কোন খবরই নিলেন না। রাত-দিন আয়েশা তাঁর মা ও পিতার কাছে ক্রন্দন করলেন। তাঁর আত্মীয় ও বান্ধবীগণ বিলাপ করেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মহানবী তাঁর ওপর রাগান্বিত ছিলেন এবং তাঁর চারিত্রিক সততা ও পবিত্রতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করলেন। গুজব ও আলোচনা এত বেশি হল যে, মহানবী শেষ পর্যন্ত সমস্যাটি নিয়ে আলীর সাথে আলোচনা করতে বাধ্য হলেন।

আলী বললেন ঃ "হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ আপনার জন্য বিয়ের কোন সীমা নির্ধারণ করে দেননি। আয়েশার মত মহিলা পাওয়া যাবে। যেভাবেই হোক, আয়েশার ভৃত্য বারিরার কাছ থেকে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করতে হবে।"

আলীর এ ধরনের উত্তর আয়েশার অন্তরে হিংসার বীজ বপন করে, যা তাঁর পরবর্তী জীবনে আলীর বিরুদ্ধে প্রচন্ডভাবে প্রকাশ পায়। রাতের পর দিন এবং দিনের পর রাত অতিবাহিত হল, কিন্তু আয়েশা মনে শান্তি পেলেন না।

www.pathagar.com

অনেকে মহানবীকে বললেন ঃ "আয়েশা সুস্থ নন। তাঁর অশ্রুভরা চোখ সব সময় দরজার কাছেই দেখা যায়, তিনি আপনাকে দেখার জন্য অপেক্ষায় আছেন।"

এ ধরনের কথা আবু বকর-এর বন্ধু ও আয়েশার বান্ধবীগণ মহানবীর কাছে বলেন। অবশেষে এক সন্ধ্যায় মহানবী আবু বকর-এর গৃহে গেলেন। বারিরা তাঁর আগমন সংবাদ দিলে সবাই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য গেলেন। কেবলমাত্র আয়েশা যন্ত্রণাকাতর ও অশ্রুভারাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর কামরায় রইলেন। মহানবী সরাসরি তাঁর কামরায় গেলেন। আয়েশা তাঁর পায়ের ওপর পড়লেন, তাঁর হাত চুম্বন করলেন এবং নিজের অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে তাঁর হাত নিয়ে বুলালেন। চোখের পানিতে তাঁর হাতের আঙ্গুল ও হাতের অপরদিক ভিজে গেল। তাঁর বাক রুদ্ধ হল এবং তিনি কথা বলতে পারলেন না। অবশেষে মুহাম্মদ নিজ হাত দিয়ে তাঁর মুখ তুলে ধরলেন এবং তাকে আদর করলেন। তিনি বললেন ঃ "এমন নিদারুণভাবে কেঁদো না। তুমি যদি অপরাধ করে থাক, তাহলে তার জন্য অনুশোচনা কর। কারণ, আল্লাহ্ তাঁর ভৃত্যদের অনুতাপ গ্রহণ করেন।"

মনে মনে আয়েশার খুব রাগ হল, তিনি দুঃখও পেলেন। "আল্লাহর নামে কসম করছি, এ ঘটনা সত্য নয়।" তিনি তাঁর মায়ের দিকে তাকালেন। বললেন ঃ "আপনার কি কিছুই বলার নেই? আমার বিপদ নিবারণে কি আপনি ইচ্ছুক নন?" তাঁর মা চুপ করে রইলেন। কেবল বিরামহীন চোখের অশ্রুতে মহানবীর কাছে তাঁর অন্তরের অব্যক্ত কথার প্রকাশ ঘটালেন। আয়েশা পুনরায় মুহাম্মদ-এর দিকে ফিরলেন। তিনি তাঁর হাটুর ওপর মাথা রেখে অঝরে কাঁদলেন।

তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহর নবী! আমার সম্পর্কে আপনার মনে কোন সন্দেহ বা রাগ থাকুক - এটা আমার ইচ্ছা নয়। কিন্তু আমার এমন কোন ক্ষমতা নেই, যার মাধ্যমে আমি লোকের কথায় আপনার মনে যে কালো মেঘ দেখা দিয়েছে, তা দূর করতে পারি। কিন্তু আপনি তো আল্লাহর নবী। সুতরাং অন্য যে কারও চেয়ে আপনার পক্ষে প্রকৃত ঘটনা ভালভাবে জানার কথা। হে আল্লাহর নবী! আমি এমনই সামান্য যে, আমার নির্দোষিতা সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল হওয়ার বা আমার নাম কুরআনে উল্লেখ হোক, এটা আশা করতে পারি না। আমি এর জন্য খুবই সামান্য, ক্ষুদ্র এবং ক্ষমতাহীন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি আপনার কাছে সত্য প্রকাশ করে দেন। ফলে আপনি জানতে পারবেন, আমি কোন অপরাধ করেছি কি-না।"

অতঃপর তিনি তাঁর মুখ আকাশের দিকে ফিরালেন এবং কামরার ছাদের দিকে দু'হাত তুললেন ঃ "হে আল্লাহ! আপনি প্রত্যেক মানুষের বাহ্যিক ও অন্তরের সব কথাই - সব গোপন কথা ও বিষয় আপনার জানা আছে। হে আল্লাহ! আপনি স্বপ্ন বা ওহীর মাধ্যমে মহানবীর কাছে সত্য ঘটনা প্রকাশ করে দিন। আমার

www.pathagar.com

অপরাধ বা পবিত্রতা যাই হোক না কেন, তাঁর কাছে স্পষ্ট করে দিন। আমি আপনার নবীর ক্রোধ আর সহ্য করতে পারছি না।''

মহানবী এ দৃশ্যে গভীরভাবে বিচলিত হলেন। ওহী নাযিল হওয়ার প্রাক্কালে সব সময় যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেই ধরনের অপ্রতিভ ও মোহাবিষ্ট অবস্থার সৃষ্টি হল এবং তিনি প্রচন্ডভাবে ঘামতে শুরু করলেন। তিনি তাঁর ঢিলা পোশাক মাথার ওপর ধরলেন এবং গভীরভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। আয়েশার মুখমণ্ডলে তখনও চোখের পানির ফোঁটা হীরার মত জ্বলজ্বল করছিল। তিনি তাঁর মাকে বললেন ঃ ''এটা মহানবীর ওহী প্রাপ্তির অবস্থা।'' পুনরায় তিনি আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন ঃ ''হে আল্লাহ! যে ঘটনা ঘটেছে, তা আপনার নবীর কাছে স্পষ্ট করে দিন।''

আয়েশা ও তাঁর মা উভয়ে ক্রন্দন করলেন। আবু বকর তাঁর পরিবারের সদস্যদের দিকে এবং মহানবীর দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন হলেন। মহানবী তখনও তাঁর জামার নিচে ওহী প্রাপ্ত অবস্থায় ছিলেন। হঠাৎ মুহাম্মদ উঠে বসলেন এবং তাঁর মুখের ওপর থেকে জামা সরিয়ে দিলেন। তাঁর মুখমণ্ডল থেকে তখনও ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরছিল এবং তিনি তাঁর জামা দিয়ে তা কয়েকবার মুছলেন। অতঃপর তিনি দৃঢ় ও কম্পিত স্বরে আবৃত্তি করলেন ঃ

''যারা এ মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে তারা তোমাদেরই একদল, এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অমঙ্গল মনে কর না, বরং তা তোমাদের জন্য মঙ্গল-স্বরূপ। তাদের প্রত্যেকে স্বীয় পাপের উচিত শাস্তি পাবে এবং তাদের মধ্যে যে ঐ কাজে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। যখন তোমরা এটা শুনেছিলে, তখন তোমরা ঈমানদার নর-নারীগণ কেন নিজেদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা মনে করলে না এবং বললে না, এটা তো স্পষ্ট অপবাদ? এ মিথ্যাবাদীরা এর জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থিত করল না কেন? যেহেতু তারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সেহেতু আল্লাহর নিকট তারাই মিথ্যাবাদী হল।''

কুরআন - সূরা ২৪ ঃ ১১-১৩

আয়েশা ও তাঁর মায়ের চোখে আনন্দের বারতা বয়ে গেল। আয়েশা মুহাম্মদ-এর হাটুতে চুম্বন দিলেন এবং তার ওপর নিজের চোখ ঘষতে লাগলেন। মুহাম্মদ আবু বকরকে বললেন ঃ ''তিনজন প্রধান অপরাধীকে বেত্রাঘাত করুন। যারা সচ্চরিত্র মহিলাকে মিথ্যাভাবে দোষারোপ করে, তাদের এ শাস্তি হওয়া উচিত। বিশ্বাসীদেরকে মসজিদে ডাকুন, যেন আমি তাদেরকে আল্লাহর তরফ থেকে জানিয়ে দিতে পারি, কিভাবে মহিলাদের প্রতি আচরণ করতে হয় এবং তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হয়।''

www.pathagar.com

বিদ্যুতের ঝলকানিতে দৃষ্ট ছবি

'হে মুহাম্মদ! উত্তম সংবাদ, হে মুহাম্মদ!'
- আরবদের দলীয় যুদ্ধ সঙ্গীত

ওহুদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় আবু সুফিয়ান মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও চিন্তাশীল বক্তব্য রাখে। 'পরবর্তী বছর পর্যন্ত আমাদের সংঘর্ষ মুলতবী রাখা হোক। ঐ সময় আমরা তোমাদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বের করে দেওয়ার জন্য আবার আসব।' নির্দিষ্ট সময়ে মুহাম্মদ তেরশ' লোক নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে গেলেন, কিন্তু কুরাইশ বাহিনীর কোন চিহ্ন দেখতে পেলেন না। মনে হল, দুর্ভিক্ষের কারণে পৌত্তলিকরা যুদ্ধের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারেনি। ফলে মুহাম্মদ মদীনায় ফিরে এলেন এবং পুনরায় ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন। এবার তারা তাঁকে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র করেছিল। মুহাম্মদ সব সময় ঘরের শত্রু ইহুদী ও বাইরের শত্রু কুরাইশদের নিয়ে বিব্রত থাকতেন। মুহাম্মদকে হত্যার জন্য ইহুদী নাদির গোত্রের লোকরা যে ষড়যন্ত্র করে তা ছিল এরূপ ঃ

মুহাম্মদ সাধারণতঃ যে ঘরের পাশ দিয়ে যাতায়াত করতেন সেই ঘরের ছাদের ওপর তারা বসে থাকবে এবং মুহাম্মদ-এর ওপর একটা বড় পাথর নিক্ষেপ করবে। তিনি ওহীর মাধ্যমে বা ষড়যন্ত্রকারীদের একজনের প্রতারণামূলক কাজের ফলে এ পরিকল্পনার কথা জানতে পারেন। ফলে যে ঘরের ছাদ থেকে পাথর নিক্ষেপের কথা ছিল সেই ঘর অর্থাৎ সালাম বিন হাকিকের ঘর এক দিকে রেখে তিনি অন্য পথ দিয়ে অতিক্রম করেন।

তিনি তাঁর অনুসারীগণকে বললেন ঃ "তাদের এ পরিকল্পনার কথা আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন। ষড়যন্ত্রকারীদের আল্লাহ শাস্তি দেবেন।" অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মুহাম্মদ নাদির গোত্রের লোকদের বাড়ি ও দুর্গ অবরোধ করার নির্দেশ দেন। অবরোধ থেকে মুক্ত করার জন্য তারা সাহায্য প্রার্থনা করলেও ছয়দিন পর্যন্ত তাদের সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসেনি। অবশেষে তারা শান্তির পথ অনুসরণ করে মহানবীর সাথে আলোচনায় মিলিত হয়। শান্তির লক্ষ্যে মুহাম্মদ

www.pathagar.com

তাদের ওপর একটি মাত্র শর্ত আরোপ করেন। তা হল, তারা মদীনা ছেড়ে অন্য কোন শহরে চলে যাবে। এ শর্ত তাদের জন্য অত্যন্ত কঠোর হলেও এটা গ্রহণ করা ছাড়া তাদের অন্য কোন উপায় ছিল না। মদীনা ত্যাগ করার জন্য মহানবী যে সময় সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, তা অতিক্রান্ত হলে বহু মুসলিম ও অমুসলিম তাদের প্রত্যাবর্তন দেখার জন্য নাদির পাড়ায় এসে জমায়েত হয়। তারা তাদের ঘরের সব জিনিসপত্র এমনকি ঘরের জানালা-দরজা খুলে উটের পিঠে তোলে। তারা ঘরের ছাদও ভেঙে ফেলে, যেন তা মুসলমানরা ব্যবহার করতে না পারে। মহানবী তাদের জন্য এমন নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যেন তারা তাদের ইচ্ছামত সবকিছুই নিয়ে যেতে পারে। ফলে তারা ঘরের আসবাবপত্র দিয়ে উট বোঝাই করে। শুধুমাত্র একটা জিনিসই তারা সাথে করে নিয়ে যেতে পারেনি, তা হল অস্ত্র ।

পঞ্চাশটি বর্ম ও তিনশ' চল্লিশটি তরবারি তারা রেখে যায়। উটের বহর যাত্রা শুরু করলে তাদের মেয়েরা ঢোল বাজিয়ে গান গাইতে শুরু করে। তারা এটা বোঝাতে চাইল, তারা দুঃখিত বা অপদস্থ হয়নি। গৃহগুলো খালি করার সময় সৃষ্ট গোলমাল ও কোলাহলের মধ্যে অবরোধ সৃষ্টিকারী মুহাম্মদ-এর বাহিনীর মধ্যে থেকে একজন কুরআন পাঠকের কণ্ঠ আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল। লোকটি কী বলছে, তা শোনার জন্য ইহুদী গায়ক ও বাদক দল নীরব হয়ে গেল।

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের প্রথমবার একত্রিত করে তাদের আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। তোমরা কল্পনাও করনি, তারা নির্বাসিত হবে এবং তারা মনে করেছিল, তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলো তাদেরকে রক্ষা করবে আল্লাহর বাহিনী হতে; কিন্তু আল্লাহর শাস্তি এমন এক দিক থেকে আসল যা ছিল তাদের ধারণাতীত। এবং তাদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার করল। বিশ্বাসীদের নিয়ে তারা নিজেদের বাড়িঘর নিজেরাই ধ্বংস করে ফেলল; অতএব, হে চক্ষুষ্মাণ ব্যক্তিগণ তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।" কুরআন - সূরা ৫৯ ঃ ১-২

কুরআন পাঠকের কণ্ঠ থেমে গেলেও কোন শব্দ শোনা গেল না। গায়ক ও বাদক দলও নীরব রইল। ইহুদীদের উটের বহর যাত্রা শুরু করল। ঘরগুলো সম্পূর্ণ খালি হয়ে গেলে মহানবী মুসলমান হিজরতকারীদের দিকে ফিরে বললেন ঃ "ইহুদীদের জমি গ্রহণ কর এবং তাতে চাষাবাদ কর। কিন্তু উৎপাদিত শস্যের একটি অংশ গরীব ও দুঃস্থদের প্রদান করবে।"

নাদির গোত্রের ইহুদীরা মদীনা ত্যাগ করার সময় ক্রোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা চুপ করে বসে থাকল না। তারা মক্কায় তাদের নেতৃবর্গকে পাঠাল। সেখানে আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে

www.pathagar.com

সাক্ষাৎ করে তারা বলল, মুহাম্মদ-এর হাতে তাদের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ অপেক্ষা করছে। এখনই যদি তারা একটা শক্তিশালী বাহিনী গঠনে তৎপর না হয়, তাহলে মুহাম্মদ শীঘ্রই সব স্থানের এবং সকলের প্রভু হয়ে যাবে। ফলে আবু সুফিয়ান এবং অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ইহুদীদের উপস্থিতি এবং তাদের প্রভূত সম্পদের সুযোগ নিয়ে একটা বিরাট বাহিনী গড়ে তুলতে তৎপর হল। নির্দিষ্ট সময়ে মক্কার অধিবাসীরা এমন একটা বৃহৎ শক্তিশালী বাহিনীকে মক্কা ত্যাগ করতে দেখল যা আরবরা পূর্বে কোনদিন প্রত্যক্ষ করেনি। বিভিন্ন গোত্র থেকে দশ হাজার লোক বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত হল এবং তারা অগ্রাভিযানের জন্য প্রস্তুত হল। শহরের বাইরে তারা তাঁবু খাটাল এবং নিজেরাই সেখানে একটা শহর বানালো। একটা বড় বাহিনী গড়ে তোলার উদ্দেশ্য ছিল, আবু সুফিয়ানের কথায়, ইসলাম ও মুহাম্মদকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য 'সর্বশেষ যুদ্ধ' পরিচালনা করা। ইহুদী ও আরবের অন্যান্য গোত্রের মধ্যে একটা সামরিক জোট গড়ে তুলতেও সে সক্ষম হয়। একদিকে সে ইহুদীদের সাথে চুক্তি করে যে, তারা প্রয়োজনীয় খরচ ও যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করবে এবং অন্যদিকে সে বদর প্রান্তরের আশপাশের উপজাতি ও গোত্রগুলোকে তাদের যোদ্ধাদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রেরণের অনুরোধ জানায়। আশ্‌জা ও মুররা গোত্রদ্বয় চারশ' যোদ্ধাকে পাঠায়। ফারাজা গোত্র এক হাজার উটসহ একটা বাহিনী প্রেরণ করে। সুলাইম গোত্র পাঠায় সাতশ' লোক এবং সা'দ ও আসাদ উপজাতি তাদের সাধ্যমত লোক প্রেরণ করে। কুরাইশরা সজ্জিত করে চার হাজার যোদ্ধা, তিন হাজার অশ্বারোহী ও এক হাজার পাঁচশ' উটের এক বাহিনী। এভাবে কুরাইশ ও তাদের মৈত্রী বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় দশ হাজারে। এ ধরনের সর্ববৃহৎ ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী হেজায পূর্বে আর প্রত্যক্ষ করেনি।

আবু সুফিয়ান নিজেই এ বিরাট বাহিনীর অধিনায়ক। মোট বাহিনীকে সে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে হিজরী সালের পঞ্চম বছরের শাওয়াল মাসে ইয়াছরিবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ঝগড়া এড়ানোর জন্য সে স্থির করে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিদিন পালাক্রমে বিভিন্ন গোত্র নেতৃত্ব দেবে। খুজ'আ গোত্রের একজন লোক এ বিরাট বাহিনীর আগমন সম্পর্কে মুহাম্মদকে অবহিত করে। তিনি অবিলম্বে তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের এক বৈঠক আহ্বান করেন এবং তাঁদের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করেন। ওহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা উপলব্ধি করেন, তাঁদের চেয়ে কয়েক গুণ বড় একটা বাহিনীকে বাইরে গিয়ে মরুভূমিতে বাধা দেওয়া মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁরা এবার শহরে থেকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুসলমানদের নেতৃত্বে গঠিত সৈন্য সংখ্যা তিন হাজার অতিক্রম করেনি। মুহাম্মদ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গীগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনায় মুহাম্মদ-এর বিশ্বস্ত সঙ্গী সালমান পারসীর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ প্রস্তাবটি ছিল শহরের চারপাশে পাঁচ ফুট গভীর এবং দশ

www.pathagar.com

ফুট চওড়া পরিখা খননের। পরিখার ধার বরাবর সামান্য দূরত্বে একাধিক পাহারাদার দল নিয়োগ করা হবে। ফলে কোন একটি স্থানে শত্রুরা আক্রমণ করলে তাদেরকে প্রতিহত করা যাবে। সালমান-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী পরদিনই তিন হাজার মুসলিম সৈন্য একযোগে শহরের চার ধারে পরিখা খননের কাজ শুরু করল।

এ সময় শহরটির অবস্থান ছিল এরূপ ঃ শহরের তিন দিক ছিল খেজুর বাগান এবং একদিক ছিল খোলা। মুসলমানরা শহরের পরিধিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে প্রতি দশজন লোককে চল্লিশ মিটার দূরত্ব স্থানের পরিখা খননের ভার দেয়। পরিখা শুরু হয় বাথা-র বন্যাপ্লাবিত এলাকার পশ্চিম পাশ থেকে এবং তা পূর্বাংশে মুসাল্লা আল-ঈদ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। সেখান থেকে বিজয় মসজিদ এবং অতঃপর পূর্বাংশের বন্যাপ্লাবিত এলাকায় অবস্থিত ছোট দু'টো পাহাড় পর্যন্ত পরিখা সম্প্রসারিত করা হয়। সূর্য তখনও ওঠেনি। শীতের ঠান্ডা বাতাস আরববাসীর হাত ও আঙ্গুলে এসে লাগছে। মুখে উৎসাহের গান এবং অন্তরে উষ্ণ ও প্রগাঢ় ঈমান নিয়ে তিন হাজার মুসলমান কাজে লেগে গেল। প্রত্যেক দলেরই নির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে। কেউ কেউ কোদাল দিয়ে মাটি খনন করছে, কেউ তা ঝুঁড়িতে ভরছে এবং কেউ তা দূরে ফেলে দিয়ে আসছে। মহানবীর গায়ে ছিল একটা ছিন্ন জামা। এর মধ্য দিয়ে তাঁর বুকের সাদা কেশ দেখা যাচ্ছিল। পরিখা থেকে যারা মাটি দূরে নিয়ে ফেলছিল তাদের কয়েকজনের সাথে তিনি কাজ করছিলেন। তিনি তাঁর কাঁধে করে মাটির ঝুড়ি বহন করছিলেন। সূর্য ওঠার আগে থেকে সূর্য ডোবার পর পর্যন্ত কর্তব্যে কঠোর এ লোকগুলো একটানা কাজ করে যাচ্ছিল। পরিখা চার ফুট গভীর হলেও সালমান নির্দেশ দিলেন, তা অবশ্যই পাঁচ ফুট গভীর হতে হবে। সালমান একটা কোদাল হাতে মহানবীর পাশেই কাজ করছিলেন। হিজরতকারী ও সাহায্যকারীরা প্রত্যেকেই সালমানকে আহ্বান করে তাদের সাথে কাজ করার জন্য। কিন্তু মহানবী তাঁকে তাঁর পাশে থাকার অনুরোধ জানিয়ে বললেন ঃ "সালমান আমাদের এবং আমাদের পরিবারেরই একজন।"

পরিখা খননকারী একজন আরববাসী তার কোদাল দিয়ে একটা বড় সাদা পাথরের ওপর আঘাত করে। পাথরের কতটুকু অংশ সে ভেঙে ফেলেছে এবং কিছু অংশে ফাটল ধরিয়েছে। কিন্তু সে তা ওপরে তুলতে পারছিল না। লোকটি মহানবীর কাছে গিয়ে বলল, তারা একটা বড় সাদা পাথরের সন্ধান পেয়েছে এবং শত চেষ্টা করেও তারা তা ওঠাতে পারছে না। মহানবী ও সালমান পাথরখানা দেখতে গেলেন। মহানবী সালমানের কোদাল নিয়ে 'আল্লাহ মহান' বলে পাথরের ওপর প্রথম আঘাত করলেন। পাথর ও লোহার আঘাতের ঝনঝনানির শব্দ শোনা গেল এবং আগুনের ফুলকি ঝরল। আরও দু'বার আঘাত করার পর পাথরখানা ভেঙে গেল। 'আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান' শব্দে আকাশ বাতাস মুখরিত হল। সালমান মহানবীর কানে কানে কিছু বললে তিনি হেসে উঠলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ

www.pathagar.com

“সালমান যা দেখেছে, তোমরা কি তা দেখেছ? আমি যখন প্রথম আঘাত করি তখন এর থেকে আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ে এবং আমি হিরা ও তেসিফোনের রাজপ্রাসাদের ছবি দেখতে পাই। এর ওপর ঝাঁজরাবিশিষ্ট বুরুজগুলো দেখা যাচ্ছিল গুলী চালাবার জন্য অট্টালিকার ওপর নির্মিত ফোকরাবিশিষ্ট পাথরের প্রাচীরের মত। এভাবেই জিবরাইল আমাকে শুভ সংবাদ দেয় যে, আমার লোকজন তাদের ওপর জয়ী হবে। আমি যখন দ্বিতীয়বার আঘাত করি, তখন আগুনের ফুলকির মধ্যে কনস্টান্টিনোপলের লাল রাজপ্রাসাদ দেখতে পাই। তৃতীয় আঘাতের সময় দেখতে পাই ইয়েমেনের সা'না শহর। এভাবে জিবরাইল আমাকে শুভ সংবাদ দেয়, আমার লোকজন তাদের সবার ওপর জয়ী হবে।”

মুহাম্মদের কাছ থেকে একথা শোনার পর সব লোক একযোগে পুনরায় পরিখা খননের কাজে যোগ দেয় এবং একসঙ্গে একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে ঃ

‘হে মুহাম্মদ, শুভ সংবাদ হে মুহাম্মদ!’

www.pathagar.com

অদৃশ্য সৈন্যদল

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রু বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং অদৃশ্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম। তোমরা যা কর আল্লাহ তার দ্রষ্টা।'

- কুরআন - সূরা ৩৩ ঃ ৯

কুরাইশ ও তাদের মিত্র শক্তির দশ হাজার সৈন্যের শক্তিশালী বাহিনী মদীনার প্রায় তিন মাইল দূরে এসে উপস্থিত হল। তারা সীমাহীন বিরাট পরিখা দেখে থমকে দাঁড়াল। তারা পরিখার ধারে তাদের তাঁবু খাটাতে বাধ্য হল। মুহাম্মদ-এর লোকজন 'সালা' পাহাড়ের বিপরীত দিকে ঢালু স্থানে তাঁবু খাটাল। বিরাট এ বাহিনীর তুলনায় তাঁদেরকে অত্যন্ত নগণ্য মনে হল। কিন্তু তাদের কাছে পরিখা ছিল সমগ্র বিশ্বের শক্তির সমান। এই প্রথমবারের মত আরবরা এ ধরনের ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করল। প্রতি কয়েকশ' ফুট পর পর ছিল দক্ষ তীরন্দাজ বাহিনীর পাহারা, যেন কেউ পরিখা অতিক্রম করতে না পারে।

পরিখা থেকে বেশ দূরে কুরাইশ বাহিনী বেশ কয়েক দিন ধরে অপেক্ষা করল। কিন্তু পদাতিক বা অশ্বারোহী কোন দলই পরিখা অতিক্রম করতে পারল না। অবশেষে আমর বিন আবদুদ এ বাধা অতিক্রম করতে মনস্থ করল। হেজায ও নযদ এলাকার দ্রুতগামী ও সাহসী ঘোড়ার গোত্রের একটি কালো ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে সে পরিখা অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত নিল। আবু সুফিয়ানের কাছে একথা বলার পর দিন সে ঘোড়ায় আরোহণ করে সম্মুখ পানে অগ্রসর হল। পুরো বাহিনীর সৈন্যরা তার দিকে তাকিয়ে রইল। প্রথমে আস্তে আস্তে এবং পরে বেশ দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটল পরিখার দিকে। আমর মাথা নিচু করে ঘোড়ার ঘাড়ের সাথে মিশিয়ে রাখল। পরিখার কাছে আসার পর আমর তার পায়ের গোড়ালি দিয়ে ঘোড়াকে আঘাত করল এবং জোরে চিৎকার করে উঠল। পাখির মত ঘোড়াটি

www.pathagar.com

বাতাসে ভর করে পরিখা অতিক্রম করে গেল। পরিখার অপর পারে অবতরণ করার পর ঘোড়াটি লাফাতে লাগল এবং আবু সুফিয়ানের সৈন্যদের মধ্য থেকে বিজয় ধ্বনি উচ্চারিত হল। অতঃপর আমর ঘোড়ায় চড়ে সরাসরি মুহাম্মদ-এর বাহিনীর নিকটবর্তী হলে সবাই চিৎকার করে উঠল ঃ 'এর নাম আমর, আরববাসী-দের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তি।'

মুহাম্মদ-এর বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে আমর উচ্চস্বরে বলল ঃ "আমার সাথে যুদ্ধ করার জন্য তোমাদের মধ্যে কে প্রস্তুত আছ?"

কিছুক্ষণের জন্য মুহাম্মদ-এর বাহিনীতে নীরবতা বিরাজ করল। অতঃপর আলী কয়েক কদম এগিয়ে এসে মহানবীকে বললেন ঃ "হে আল্লাহর নবী! আমি তার সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।"

মহানবী উত্তর দিলেন ঃ "একটু অপেক্ষা কর। এর নাম আমর বিন আবদুদ।"

আমর তার ঘোড়ার সামনে দাঁড়িয়ে দম্ভ প্রকাশ করল এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে আহ্বান জানাল। আলী মহানবীকে পুনরায় অনুরোধ জানালেন। অবশেষে তিনি মুহাম্মদ-এর মত পেলেন। মহানবী আলীকে নিজের বর্ম দ্বারা সজ্জিত করে দিলেন। তিনি তাঁর নিজের তরবারি 'জুলফিকার' তাঁকে দিয়ে বললেন ঃ "আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখ এবং যাও।"

আলী যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার পর মহানবী আকাশের দিকে দু'হাত তুলে মোনাজাত করলেন ঃ "হে আল্লাহ! বদর যুদ্ধের দিন তুমি আমার কাছ থেকে উবায়দাকে নিয়ে গেছ, ওহুদ যুদ্ধের সময় তুমি আমার কাছ থেকে হামযাকে নিয়ে গেছ। এখন আমার দ্বীনী ভাই ও চাচাত ভাই তোমার ধর্মের মহত্ত্ব ও শক্তিকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গেছে। তাকে তুমি আমার কাছ থেকে নিও না, তাকে তুমি একা ছেড়ে দিও না।"

আল্লাহ মহানবীর প্রার্থনার জবাব দিলেন। আলী এ সাহসী শত্রুর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাকে পরাজিত করলেন। এরপর বিরাট এ বাহিনী বিভিন্ন ধরনের অসুবিধায় পড়তে লাগল। গাতফান গোত্র ও কুরাইশদের মধ্যে নুয়াইম শত্রুতা বাধিয়ে দিল, আবু সুফিয়ানের বাহিনীতে ক্লান্তি ও হতাশা দেখা দিল, হঠাৎ ঝড় ও ধুলি ঝড়ে বাতাস ধুলায় পূর্ণ হল এবং প্রবল জোরে ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হল। সর্বোপরি কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ও তাদের মিত্র বাহিনীর নেতৃবৃন্দের মনে ভয়, হতাশা, সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা দানা বেঁধে উঠল।

সৈন্যদের মধ্যে অধিকাংশই মক্কা ফিরে যাওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। অবশেষে একদিন সকালে আবু সুফিয়ান তার বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের কমান্ডার-দের স্বীয় তাঁবুতে ডেকে পাঠাল। তাদের উদ্দেশ্যে সে বলল ঃ "আমরা আর বেশি কিছু সহ্য করতে পারছি না। এ স্থানে আর বেশি দিন অবস্থান করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের ঘোড়া ও মানুষগুলো অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

ইহুদীরা আমাদের সাথে প্রতারণা করে মুহাম্মদ-এর সাথে সন্ধি করেছে। প্রচন্ড ঝড় উঠেছে, অব্যাহত বৃষ্টিতে বন্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং আমাদের চুলার আগুন নিভে গেছে। প্রচন্ড বায়ুতে আমাদের তাঁবু ছিঁড়ে গেছে। সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিবাদ জোরদার হয়েছে। সবকিছু গুটিয়ে মক্কায় ফিরে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই।''

পরদিন সকালেই আবু সুফিয়ানের বাহিনী মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্র শুরু করে। বিরাট কুরাইশ বাহিনীর পশ্চাদপসারণের এটা ছিল বাহ্যিক দিক। অপার্থিব বিষয়গুলোও উভয় বাহিনীর মনোবলের ওপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এ বিষয়গুলো মানুষের চিন্তা, আশা-আকাংখা, প্রজ্ঞা বা মূর্খতার ওপর গভীরভাবে ক্রিয়াশীল হয় এবং উভয় বাহিনীর সৈন্যদের মনেও তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। **মানুষের দৈহিক অবস্থানের পশ্চাতে স্বপ্ন, চিন্তা, বিশ্বাস, আশা-নিরাশা মানুষকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করে তা বোঝার চেষ্টা করলে এ ঘটনার প্রেক্ষিত অনুধাবন করা সহজতর হবে।**

মুহাম্মদ-এর বাহিনীতে যেসব লোক ছিল, তাদের কিয়ামত ও শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে আস্থা ও বিশ্বাস ছিল অনমনীয়। তারা ছিল **ধর্মীয় বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত ও সঞ্জীবিত। তারা দিন-রাত কাজ করেছে, যুদ্ধ করেছে। রাতে যখন তারা ঘুমিয়েছে তখন তারা কিয়ামত, বেহেশত এবং চূড়ান্ত পরিণতির বিভিন্ন পর্যায় স্বপ্নে দেখেছে।** তারা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী ছিল, তারা যখন এ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করবে, আল্লাহ তখন তাদেরকে পরজগতে সাদরে গ্রহণ করবেন। পরজগতে আল্লাহ হবেন তাদের আমন্ত্রণকারী এবং তাঁরা বেহেশতের সুন্দর প্রাসাদে স্থায়ী-ভাবে বাস করবে। এ বেহেশতের বর্ণনা পবিত্র কুরআনে আছে এবং মহানবীও তাদেরকে বলেছেন। মুহাম্মদ-এর অন্তরঙ্গ সাহাবীগণও সুশোভিত বেহেশতের বর্ণনা দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেকেই বিশ্বাস করতেন, এ বেহেশত ও অভ্যর্থনারত আমন্ত্রণকারী তাদের জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন। কিন্তু আবু সুফিয়ানের বাহিনী এবং হেজায ও নযদ-এর বিভিন্ন গোত্রের সৈন্যদের আশা-আকাংখা কেন্দ্রীভূত ছিল এ দুনিয়ার লাভ ও ক্ষতি। কী ধরনের লাভ বা ক্ষতি হবে সে সম্পর্কে প্রত্যেকের একটা নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ছিল। কিন্তু তারা শীঘ্রই বুঝতে পারে, মুহাম্মদ-এর শুধু দৃশ্যমান বাহিনী নয়, বায়ু ও ঝঞ্ঝার মত অদৃশ্য বাহিনীও তাঁর আছে এবং তারা মুহাম্মদ ও তাঁর ধর্মের জন্য যুদ্ধ করছে। তাদের আশা-আকাংখা বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে বলে তারা বুঝতে পারে। তারা যত শীঘ্র সম্ভব মরুভূমির প্রচন্ড ঠান্ডা বায়ু ও ঝড় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উপায় খুঁজতে থাকে।

ফলে আবু সুফিয়ানের বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়ে। কুরাইশ ও মিত্র বাহিনীর সৈন্যদের এ মনোভাব বুঝতে পেরে আবু সুফিয়ান তার বাহিনীকে নিয়ে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করে।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ-এর কাছ থেকে পারস্যের সম্রাটের কাছে

'ন্যায় পথের অনুসারীকে অভিনন্দন।'

- মুহাম্মদ

পরিখা যুদ্ধ থেকে বিরাট বাহিনীর মক্কায় প্রত্যাবর্তন এবং পরবর্তী পর্যায়ে মিত্র বাহিনীর সৈন্যদের দল ত্যাগ মদীনা ও মক্কায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তা বর্ণনার অতীত। মদীনার জনগণ ভবিষ্যতে ইসলাম ধর্ম ও মুহাম্মদ-এর সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে ওঠে। অপরদিকে মক্কার জনগণ তাদের নিজেদের শাসন-কর্তাদের নৈতিক ও বাহ্যিক দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত হয়। প্রত্যেকে নিশ্চিত হয় যে, মুহাম্মদ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় কুরাইশরা আর কখনও এমন বিরাট বাহিনী গড়ে তুলতে পারবে না।

মদীনায় আসার পর মুসলমানরা তাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আরও পূর্ণাঙ্গ ও মৌলিক কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। পরিখা যুদ্ধের ফল তাদের অনুকূলে যায়। মুসলমানদের দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ কুরাইজা গোত্রের ইহুদীদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়।

সামরিক বাহিনীর সাফল্যজনিত সুযোগকে মহানবী আরব সম্প্রদায়কে সুসংহত করার এবং বিবাহ, তালাক, স্বামী-স্ত্রী ও পিতা-পুত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্পষ্ট নীতির ভিত্তিতে পরিবারভিত্তিক সম্প্রদায়ের কাঠামো প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যবহার করেন।

এসব বিষয় সম্পর্কে আরবে বিভিন্ন প্রথা ও আইন বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মুহাম্মদ একটা স্পষ্ট ও সুষ্ঠু এবং ধর্মীয় নীতির আলোকে এসব বিষয়কে ভিত্তিশীল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং তিনি সব ধরনের বাড়াবাড়ি বা চরম পন্থা পরিহার করতে চান। ইসলাম-পূর্ব মূর্খতার যুগে পুরুষ ও মহিলা, স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল ত্রুটিপূর্ণ। সম্পর্কের ভিত্তি ছিল যৌনমূলক এবং এ সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাধুর্যপূর্ণ নৈতিক ও অপার্থিব বিষয় সংযুক্ত ছিল না। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, যুদ্ধের দিনে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ শত্রুকে মোকাবেলাকারী সৈন্যদের আরব মহিলাদের সাথে আলিঙ্গনের অঙ্গীকার করেছিল এবং এভাবে তারা পুরস্কৃতও

www.pathagar.com

হয়েছিল। কতিপয় গোত্রের দৃষ্টিতে ব্যভিচারকে পাপ হিসেবে গণ্য করা হত না। কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে পিতা তাকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করত। ফলে সন্তানের চেহারার সাথে সাদৃশ্য আছে, এমন লোকই তার পিতা বলে ধরে নেওয়া হত। কোন লোক তার গৃহে কতজন স্ত্রী ও মহিলা ভৃত্য রাখবে তার কোন সীমা ছিল না এবং এসব স্ত্রী ও মহিলা ভৃত্যের আচরণের ওপর বাধা-নিষেধ ছিল না। এমন কুখ্যাতি ছিল যে, অন্যান্য পুরুষের সাথে হিন্দের সব ধরনের সম্পর্ক ছিল।

মহানবী প্রথমেই পতিতাবৃত্তির অবসান ঘটান। অতঃপর বহু বিবাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। একজন লোক সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী রাখতে পারবে। শুধু তাই নয়, বহু বিবাহের ক্ষেত্রে তিনি আরও একটি শর্ত আরোপ করেন। নীতি হল, প্রত্যেক স্ত্রীর ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখতে হবে। এমন শর্ত বাস্তবে রূপায়ণ সম্ভব নয়। 'তোমরা যদি আশংকা কর, পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে, যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশংকা কর, সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে।' (কুরআন ৪ ঃ ৩)। এভাবে মহানবী মহিলাদের মর্যাদা উন্নত করার এবং তাদের মৌলিক ও স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন।

হিজরী সালের ষষ্ঠ বছরে হজ্জের সময় উপস্থিত হল।

মহানবী বুঝতে পারলেন, তাঁর অনুসারীরা মক্কায় গিয়ে হজ্জ পালন করতে খুবই আগ্রহী। তিনি তাঁদের ইচ্ছা পূরণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন এবং মসজিদে মুসলমানদের এক জমায়েতে তিনি তাঁর এক স্বপ্নের কথা তাদেরকে বললেন।

'অতি শীঘ্র মুসলমানরা পবিত্র কা'বা ঘরে নিরাপদে প্রবেশ করবে।'

অনতিবিলম্বে মদীনা শহরের চারপাশে একজন ঘোষক পাঠানো হল। যেসব মুসলমান মক্কায় হজ্জ করার জন্য যেতে আগ্রহী তাদেরকে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান হল। মহানবী নিজেও তাঁদের সঙ্গী হবেন, তাদের সাথে যাওয়ার জন্য অন্যান্য গোত্রকেও আহ্বান জানানো হল। এভাবে হজ্জযাত্রীর মোট সংখ্যা দাঁড়াল চৌদ্দশ'। কুরবানী করার উদ্দেশ্যে তাঁরা সত্তরটি উট সাথে করে নিলেন এবং উমরা সম্পন্ন করার জন্য তাঁরা প্রত্যেকেই বিশেষ পোশাক পরিধান করলেন। ফলে কুরাইশরা যেন বুঝতে পারে, তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হজ্জ করা এবং তাঁদের কোন আক্রমণাত্মক বা শত্রুতামূলক ইচ্ছা নেই। অতঃপর মুহাম্মদ-এর উটের বহর মদীনা থেকে যাত্রা শুরু করল জাঁকজমকের সাথে। যুলহুলায়ফায় এসে তাঁরা থামলেন এবং হজ্জের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করলেন। কুরাইশরা যখন জানতে পারল, মহানবী ও তাঁর অনুসারীরা হজ্জ করার জন্য আসছে, তখন তারা ধরে নিল, মক্কায় অনুপ্রবেশের জন্য এটা তাঁর একটা কৌশল। ফলে তারা খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে দু'শ অশ্বারোহীর একটা দল মুহাম্মদকে বাধা দেওয়ার জন্য

www.pathagar.com

পাঠিয়ে দিল। এ বাহিনী 'ধুতায়ী' নামক স্থানে এসে অবস্থান গ্রহণ করল। কিন্তু মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা পর্বতমালার মধ্য দিয়ে কষ্টকর ও অগম্য পথ ধরে 'হুদায়বিয়া' নামক স্থানে এসে পৌঁছালেন। এ স্থানে মুহাম্মদ ও কুরাইশদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা চলে। মাঝে মাঝে তাদের আলোচনা ভেঙে যায় এবং মাঝে মাঝে তারা সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে পেয়েছেন বলে মনে হয়। অবশেষে হুদায়বিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ঐ বছর মক্কায় প্রবেশ করবে না এবং পরবর্তী বছর হজ্জের সময় তাঁরা মক্কায় প্রবেশ করে মাত্র তিন দিন অবস্থান করতে পারবেন। একমাত্র তরবারি ছাড়া তাঁরা অন্য কোন অস্ত্র বহন করতে পারবেন না। এ চুক্তি অনুযায়ী দশ বছরের জন্য শান্তি নিশ্চিত করা হয়। এটা ছিল মুসলমানদের জন্য একটা বড় বিজয়।

অতঃপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরে আসার পর ইসলাম প্রচারে তিনি আরও বেশি মনোযোগী হলেন। আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে ধর্মপ্রচারক দল প্রেরণ করা হল। রোমের সম্রাট, পারস্যের সম্রাট, মিসরের শাসনকর্তা, আবিসিনিয়ার রাজা, ইনান গোত্রের হারিছ, হীরার ঘাসানীয় সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা এবং ইয়েমেনের গভর্নর জেনারেলের নিকট প্রতিনিধি পাঠানো হল।

প্রত্যেক প্রতিনিধিই মহানবীর একটা পত্র বহন করে নিয়ে গেলেন। পারস্যের সম্রাটের কাছে লিখিত পত্র ছিল নিম্নরূপ ঃ

"দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ-এর কাছ থেকে পারস্যের মহান সম্রাটের নিকট। যারা ন্যায়পথের অনুসারী, যারা আল্লাহ ও তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যারা সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর নবী ও দাস, তাদেরকে অভিনন্দন। আমি আপনাকে এ স্বর্গীয় আহ্বান পৌঁছিয়ে দিলাম। আমি আল্লাহর নবী। জীবিত লোকদের জন্য আমি ভয় ও আশার বাণী বহন করে এনেছি। ইসলাম গ্রহণ করুন এবং নিজেকে বাঁচান। আপনি যদি আল্লাহর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে আপনার পিতার পাপও আপনার মাথায় পড়বে।"

পারস্যের রাজপ্রাসাদে এ পত্র বহন করে নিয়ে যান আবদুল্লাহ বিন হুজায়ফা। সম্রাটের সাক্ষাতপ্রার্থী হয়ে তিনি তাঁর হাতে এ পত্র হস্তান্তর করেন। পত্রের প্রথম বাক্যটি সম্রাটকে অনুবাদ করে শোনানো হলে তিনি এজন্য বিস্ময় প্রকাশ করেন, তাঁর নামের পূর্বে মুহাম্মদ-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ক্রোধে চিৎকার করে তিনি পত্রখানি ছিঁড়ে ফেলেন এবং পত্রের বাকী অংশ শুনতেও অস্বীকার করেন। পত্রবাহককে অবিলম্বে বের করে দেওয়া হয় এবং তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। মহানবীর কাছে তিনি যখন সব কথা খুলে বলেন, তখন মুহাম্মদ আকাশের দিকে দু'হাত তুলে বলেন ঃ "হে আল্লাহ! সে আমার পত্র ছিঁড়ে ফেলেছে, তুমি তার

www.pathagar.com

সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করে দাও।" মহানবী আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেন বলে কথিত আছে, সম্রাট তার নিজের পুত্রের হাতেই মৃত্যুবরণ করবে।

মহানবী ও তাঁর অনুসারীদের এ অব্যাহত তৎপরতা খায়বার যুদ্ধে চরম সফলতা বয়ে আনে। তাদের বিজয়ের মূলে ছিল আলীর অসীম সাহস। ফদক-এর ইহুদীরা মুহাম্মদ-এর সাথে সন্ধি করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং যুদ্ধ ছাড়াই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে। হুদায়বিয়া চুক্তির পর একটি বছর কেটে গেল। এ চুক্তির ফলেই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীগণের মক্কায় আসার সুযোগ হয় এবং তাঁরা হজ্জ করেন। হজ্জ করার জন্য মুসলমানরা প্রবল আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। হিজরতকারী মুসলমানরা তাঁদের শহরকে দেখার জন্যও ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। গত সাত বছর ধরে তাঁরা এ শহরকে দেখতে পারেননি। এ সময় মুহাম্মদ দু'হাজার লোক নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তাঁর আগমনের দিন কুরাইশ প্রধান ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা মক্কার চারপাশের পাহাড়ের ওপর আশ্রয় নিল এবং নির্দিষ্ট স্থান থেকে তারা মুহাম্মদ-এর উটের বহরকে শহরে প্রবেশ করতে দেখল। মুহাম্মদ-এর উট পরিচালনা করছিলেন আবদুল্লাহ বিন রুয়াহা এবং মহানবীর চারপাশে ছিলেন তাঁর প্রধান সাহাবীগণ। তাঁরা সবাই উচ্চারণ করলেন ঃ 'সকল প্রশংসা আল্লাহর।' অতঃপর তাঁরা কা'বা শরীফের আঙ্গিনায় প্রবেশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে তওয়াফ করলেন। মহানবী তিন দিন মক্কায় ছিলেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করলেন। আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী ইবাদতের মাধ্যমে তাঁরা আল্লাহর প্রশংসা ঘোষণা করলেন।

মক্কা থেকে হিজরতকারীরা পুনরায় তাঁদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করে আনন্দিত হলেন। মদীনার সাহায্যকারী বন্ধুদের নিয়ে তাঁরা মক্কার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে গেলেন। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এ তিনদিন মক্কার কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা শহরের বাইরে থাকতে বাধ্য হয়। শহরে কি ঘটছে তা তারা নিকটবর্তী পাহাড়ের ওপর থেকে প্রত্যক্ষ করে। দু'বছর পর এ শহরে কী ঘটবে, তা কেউ কল্পনা করতে পারল না। মুহাম্মদ-এর মক্কায় তিন দিন অবস্থানের সময় বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল কুরাইশদের খ্যাতনামা সামরিক কমাণ্ডার খালিদ বিন ওয়ালিদের ইসলাম গ্রহণ। মক্কায় মুহাম্মদ-এর আগমনের দিন থেকে এ লোকটি পাহাড়ের ওপর থেকে মুসলমান-দের উটের বহরের প্রত্যেকটি কাজ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করছিলেন। তাদের অবস্থানকালে তিনি বেশ কয়েকবার মুসলমান যোদ্ধাদের সাথে মিলিত হন। নির্দিষ্ট দিনে মুসলমানরা শহর ত্যাগ করেন। কুরাইশরাও তাদের গৃহে ফিরে আসে। তাদের আলোচনার মূল বিষয় ছিল গত তিন দিনে তাদের লোকদের ইসলাম গ্রহণ, মুসলমানদের আচরণ, চিন্তা-ভাবনা, ধর্ম, ইবাদত, আযান এবং ইসলাম ধর্মের অন্যান্য মৌলিক নীতি।

www.pathagar.com

খালিদ তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে বললেন ঃ "**কোন বিবেকবান লোকের কাছে এটা স্পষ্ট যে, মুহাম্মদ যাদুকর বা কবি নন। তাঁর কথাগুলো স্পষ্ট ই আল্লাহর কথা এবং যে কোন জ্ঞানী লোকই তাঁকে অনুসরণ করতে বাধ্য।**"

অতঃপর তিনি তাদেরকে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। এ ধরনের ছোট-বড় অনেক ঘটনা, তা সে ভাগ্যের ব্যাপার বা মুহাম্মদ-এর নিজের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা অথবা আল্লাহর ইচ্ছা হোক না কেন, মুহাম্মদ-এর হাতে চূড়ান্ত বিজয়ের চাবি এনে দেয়। কারণ, দু'বছর পর দশ হাজার মুসলমান বাহিনীর হাতে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়।

www.pathagar.com

তোমার ওপর কে প্রভুত্ব করবে?

'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই নেতা হওয়ার যোগ্য,
সৃষ্টি কর্তার দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই
উত্তম, যার পরহেযগারী ও সংযম সবচেয়ে বেশি।'
- মুহাম্মদ

অবশেষে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানার সময় এল। কুরাইশদের বিধি-ব্যবস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটত পৌত্তলিক চিন্তাধারার মাধ্যমে। মুহাম্মদ-এর পতাকা মাথায় করে দশ হাজার মুসলমানের একটি শক্তিশালী বাহিনী মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। ইসলামের এ বিরাট বাহিনীকে সব বাধা-বিপত্তি জয় করতে হয়, আল্লাহর শহরকে এবং আল্লাহর ঘরকে পৌত্তলিকদের হাত থেকে মুক্ত করতে হয়। হুদায়বিয়া চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার দু'বছরের মধ্যে বহু ঘটনা ঘটে যা ইসলামের শক্তিকে আরও বৃদ্ধি করে। বিভিন্ন গোত্রের লোকদের মুহাম্মদ-এর সাথে মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হওয়া, খালিদ বিন ওয়ালিদ-এর মত বিভিন্ন ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ, সারা আরবে ইসলাম ধর্মের প্রসার, হুদায়বিয়া চুক্তি লংঘন, মহানবীর কাছে খুজা'আ গোত্রের আবেদন এবং এ ধরনের অন্যান্য ঘটনায় পৌত্তলিকদের ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, খালিদ বিন ওয়ালিদ ছিলেন একজন বিখ্যাত কমান্ডার। পরবর্তীকালে তাঁর হাতে পারস্য ও রোমান বাহিনীর পতন ঘটে।

ঘটনার অগ্রগতিতে কুরাইশ প্রধানরা ক্রমেই বিচলিত হয়ে পড়ল। শেষে উপায় হিসেবে তারা মক্কা সম্পর্কে মুহাম্মদ-এর অভিপ্রায় জানার জন্য আবু সুফিয়ানকে মদীনায় পাঠায়। মদীনায় আবু সুফিয়ান সরাসরি তার কন্যা উম্মে হাবিবার গৃহে যায়। উম্মে হাবিবা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন এবং এখন তিনি মহানবীর স্ত্রী। উম্মে হাবিবা তাঁর পিতাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাকে নিজের কামরায় নিয়ে গেলেন। কামরার মাঝখানে আবু সুফিয়ান একটা বসার আসন দেখতে পেয়ে তার ওপর বসতে গেলে উম্মে হাবিবা তাকে নিষেধ করলেন।

www.pathagar.com

আবু সুফিয়ান বিস্ময় প্রকাশ করে বলল ঃ "কন্যা আমার! এর ওপর তুমি আমাকে বসার অনুমতি দিলে না কেন? আসনখানি কি আমার চেয়ে মূল্যবান, না আমি আসনখানির চেয়ে মূল্যবান?"

তার কন্যা উত্তর দিলেন ঃ "এ আসনখানি আল্লাহর নবীর। একজন পৌত্তলিক হিসেবে আপনাকে আমি এর ওপর বসার অনুমতি দিতে পারি না।"

পরদিন আবু সুফিয়ান মুহাম্মদ-এর সাথে সাক্ষাত করতে গেল। বেশ কিছু সময় ধরে মুহাম্মদ-এর সাথে কথা বলেও মক্কা সম্পর্কে তাঁর অভিপ্রায়ের কথা সে উদ্ধার করতে পারল না। মুহাম্মদ তার প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করলেন। আবু সুফিয়ান তাঁর কাছ থেকে হতাশ হয়ে বিদায় নিল। কিন্তু বাধা-বিপত্তির মুখে উদ্দেশ্য থেকে বিমুখ হওয়ার মানুষ সে নয়। তাই সে আবু বকর-এর কাছে গিয়ে তাঁকে মহানবীর সাথে কথা বলার অনুরোধ জানাল। আবু বকর তাকে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিলেন যে, এ কাজ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আবু সুফিয়ান উমর-এর কাছে গেলেও তিনি একই ধরনের উত্তর দেন। তিনি বললেন ঃ "তুমি এটা আশা করতে পার না, তোমার জন্য আমি মহানবীর কাছে সুপারিশ করব। আমার যদি উপায় ও সুযোগ থাকত তাহলে আমি তোমার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতাম, এটাই আমার একমাত্র আশা।"

উমর-এর কাছ থেকে এ জবাব শুনে আবু সুফিয়ান একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। অতঃপর সে আলীর সাথে সাক্ষাত করতে যায়। আলীর কাছে গিয়ে সে দেখতে পায়, সেখানে মহানবীর কন্যা ফাতিমা এবং তাঁদের শিশু পুত্র হাসানও রয়েছেন।

আবু সুফিয়ান বলল ঃ "আলী! অতীতে আপনি আমার প্রতি আমার লোকদের চেয়েও বেশি সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। আপনার কাছে এখন এসেছি একটা অনুরোধ নিয়ে। আমি আশা করি, হতাশ হয়ে ফিরে যাব না। আমি চাই, আপনি আমার হয়ে আল্লাহর নবীর কাছে সুপারিশ করুন।"

উত্তরে আলী বললেন ঃ "মহানবী যখন কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

অতঃপর আবু সুফিয়ান ফাতিমার দিকে ফিরে বলল ঃ "মুহাম্মদ-এর কন্যা! আপনি আপনার পুত্রকে নির্দেশ দিন আমাকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। এ কাজ করলে আপনার পুত্র আরবদের মাঝে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠবেন।"

ফাতিমা উত্তর দিলেন ঃ "আমার পুত্রের আশ্রয় দেওয়ার মত বয়স হয়নি। তাছাড়া আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে কোন লোক কাউকে নিরাপত্তা দিতে পারে না।"

আবু সুফিয়ান সবদিক থেকে হতাশ হল। কিছুক্ষণ ধরে সে মাথা নিচু করে রাখল। অতঃপর সে মাথা তুলে আলীকে বলল ঃ "হাসান-এর পিতা, আমি দেখছি

www.pathagar.com

ভাগ্য আমার বিরুদ্ধে এবং আমার এ সমস্যার কোন সমাধান নেই। আমি কী করব, সে ব্যাপারে আপনার উপদেশ ও পরামর্শ কামনা করছি।"

উত্তরে আলী বললেন ঃ "আল্লাহর কসম, আমি আপনার জন্য কোন সমাধান দেখছি না। কিনানা গোত্রের লোকদের মধ্যে আপনার অবস্থান দৃঢ়। আপনার উচিত তাদের কাছে যাওয়া এবং তাদের আশ্রয় কামনা করা। অতঃপর আপনি আপনার নিজের শহরে ফিরে যাবেন।"

এ প্রস্তাব আবু সুফিয়ানের পক্ষে অনুকূল মনে হল। সে মসজিদে গিয়ে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বলল ঃ "হে কিনানা গোত্রের লোক! আমি তোমাদের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

তাদের আশ্রয় লাভ করে আবু সুফিয়ান তার উটের পিঠে আরোহণ করে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করল। আবু সুফিয়ানের যাত্রার কিছু পরে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীগণকে তৈরি হওয়ার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহর নবীর অর্জন পূর্ণ হওয়ার সময় ঘনিয়ে এল। মহানবীর নেতৃত্বে ইসলামের বিরাট বাহিনী মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করল। যাত্রার পূর্বে মুহাম্মদ আকাশের দিকে তাকিয়ে মোনাজাত করলেন ঃ "হে আল্লাহ! কুরাইশদের চোখ ও কান বন্ধ করে দাও, যেন তারা আমাদের মক্কায় প্রবেশ প্রত্যক্ষ করতে না পারে।" অতঃপর মহানবী বিরাট বাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। পথিমধ্যে বহু লোক এ বাহিনীর সাথে যোগ দিতে লাগল। মক্কা থেকে একদিনের পথ মাররাজ-জাহরান-এ এসে উপনীত হওয়ার পর বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াল দশ হাজার। এক দিন ও এক রাত এখানেই তাঁরা অবস্থান করলেন।

মানুষের চিৎকার, ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি ও উটের গর্জন ধ্বনিতে রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হল। রাতের অন্ধকার ভেদ করে আগুনের শিখা দেখা যেতে লাগল। প্রতিটি তাঁবুর সামনে রুটি সেঁকার জন্য যে উনুন তৈরি করা হয়েছিল, সেখান থেকেই আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছিল।

আবু সুফিয়ান ও কুরাইশ নেতা মুসলিম বাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য মদীনাগামী রাস্তায় যাত্রা করেছিল। দূর থেকে তারা মুসলিম বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করল। আবু সুফিয়ান তার সঙ্গী বাদিল বিন ওয়ারাকার দিকে ফিরে বলল ঃ "আমি মরুভূমিতে এত বেশি অগ্নিশিখা দেখিনি। ইসলামের এ বাহিনীর মত বড় বাহিনীও দেখিনি।"

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ নিশ্চিতভাবে অনুধাবন করল, তারা পরাজিত হবে। তারা মুহাম্মদ-এর কাছ থেকে নিরাপদ আশ্রয় লাভের চেষ্টা করতে লাগল। আবু সুফিয়ান প্রথমে আবুল ফযল নামক এক ব্যক্তিকে তার পক্ষে মহানবীর কাছে পাঠিয়ে তাঁর সাক্ষাতপ্রার্থী হল। মহানবীর সাথে তার সাক্ষাত অনুমোদন করা হল।

www.pathagar.com

আবু সুফিয়ানের প্রতি মুহাম্মদ-এর প্রথম কথা ছিল ঃ "আপনার জন্য দুঃখ হয় আবু সুফিয়ান! সময় কি এখনও আসেনি, যখন আপনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন এবং স্বীকার করবেন, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই?"

এ সেই শক্তিশালী আবু সুফিয়ান যে মুহাম্মদ-এর মিশন শুরু হওয়ার পর হতে তাঁকে সবদিক থেকে বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু তার বয়সের অন্যান্য সবার মত সেও প্রতিপক্ষের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী শক্তির কাছে নিজেকে নম্র ও দুর্বল হিসেবে প্রকাশ করল।

সে বলল ঃ "আমার পিতামাতা আপনার নামে উৎসর্গিত হোক, আপনি আপনার লোকদের প্রতি সত্যই ধৈর্যশীল, দয়ালু এবং উদার! আল্লাহর কসম, আল্লাহ ছাড়া যদি অন্য কোন আল্লাহ থাকত তাহলে তিনি আমাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দিতেন।"

মহানবী বললেন ঃ "আবু সুফিয়ান! আমাকে আল্লাহর নবী স্বীকার করার সময় কি আপনার এখনও আসেনি?"

আবু সুফিয়ান উত্তর দিল ঃ "আমার পিতামাতা আপনার নামে উৎসর্গিত হোক, আপনি আপনার লোকদের প্রতি সত্যই ধৈর্যশীল, দয়ালু এবং উদার! কিন্তু, আল্লাহর কসম এ ব্যাপারে আমার মনে এখনও সন্দেহ আছে।"

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আবু সুফিয়ান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর মহানবীর চাচা আব্বাস মহানবীকে একান্তে বললেন ঃ "হে আল্লাহর নবী! আবু সুফিয়ান তার মুখ রক্ষা করতে চায়। এটা উত্তম হয় যদি আপনি তাকে কিছু সুবিধা দেন।"

মহানবী উত্তর দিলেন ঃ "ভাল কথা, মক্কায় যারা আবু সুফিয়ান-এর গৃহে আশ্রয় নেবে তারা নিরাপদ, যারা তাদের গৃহে তালা লাগাবে তারা নিরাপদ এবং যারা মসজিদে প্রবেশ করবে তারা নিরাপদ।"

এতদসত্ত্বেও মহানবী নির্দেশ দিলেন, আল্লাহর বাহিনীর প্রস্থান লক্ষ্য করার জন্য আবু সুফিয়ানকে পর্বতের ধারে নিয়ে যাওয়া হোক। মুসলিম বাহিনীর প্রতিটি দল অতিক্রম করার সময় আবু সুফিয়ান তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। অবশেষে সবুজ পোশাক পরিহিত ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি দল উপস্থিত হল। এ দলটি ছিল মহানবীর বিশেষ দেহরক্ষী দল। এ দল গঠিত হয় হিজরতকারী ও মদীনার সাহায্যকারী দলের মধ্য থেকে। পরদিন এ বাহিনী 'ধুতায়ী' নামক স্থানে এসে পৌছায়। এখান থেকে মুহাম্মদ মক্কা শহরকে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর বাহিনীকে থামালেন। ইয়ামনী লাল জামা পরিহিত অবস্থায় তিনি উটের পিঠে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লেন। তিনি এমনভাবে সিজদা দিলেন যে, তাঁর দাড়ি ও থুতনি তাঁর উটের জিনের উঁচু অংশ স্পর্শ করল।

www.pathagar.com

মক্কায় প্রবেশের পূর্বে মুহাম্মদ তাঁর বাহিনীকে চারটি ভাগে বিভক্ত হওয়ার নির্দেশ দেন যেন তাঁরা শহরের চারটি গেট দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। তিনি আরও নির্দেশ দিলেন, বাধাপ্রাপ্ত না হলে কেউ যেন শক্তি প্রয়োগ না করে। রক্তপাত ও হাঙ্গামা পরিহার করার জন্যই তিনি এ নির্দেশ দিলেন। চারটি গেট দিয়ে সৈন্যরা নিরাপদে শহরে প্রবেশ করল। কেবলমাত্র খালিদ বিন ওয়ালিদ তীরন্দাজ বাহিনীর কাছ থেকে কিছুটা বাধার সম্মুখীন হন। অতি শীঘ্রই তাদের পরাভূত করা হয়।

মহানবী নিজে হিন্দ পর্বতের ঢালুতে অবস্থান করে শহরকে প্রত্যক্ষ করছিলেন। সেখানে আবু তালিব ও খাদীজা-এর কবরের পাশে মহানবীর জন্য একটা তাঁবু খাটানো হয়েছিল। এ দু'জনের সাথে তাঁর জীবনের প্রিয় ও স্থায়ী স্মৃতি জড়িত আছে - এ দু'টো স্মৃতি ভাগ্য ও অদৃষ্টের প্রতিনিধি হিসেবে বিরাজ করছে যা এখন আল্লাহর বাহিনীর আকার পরিগ্রহ করেছে। প্রকাশিত বিজয়ের এ রূপ প্রবেশ করেছে শহর ও আল্লাহর ঘরে। মহানবী এখানে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। সন্ধ্যার দিকে তিনি অযু ও নামাজ পড়ার জন্য সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বহু স্মৃতি বিজড়িত মক্কা শহরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। জীবনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সকল স্মৃতিই তাঁর মনের পর্দায় ভেসে উঠল এবং তিনি পুনরায় এজন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলেন যে, তিনি তাঁকে সফল করেছেন এবং সত্য ও ইবাদতের পতাকা সমুন্নত করার তৌফিক তাঁকে দিয়েছেন। পরদিন মক্কার কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সেখানে উপস্থিত হয়। মুহাম্মদ-এর প্রথম কথা ছিল ঃ "হে কুরাইশ জনগণ! আমি তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করব সে সম্পর্কে তোমরা কি চিন্তা করেছ?"

তারা উত্তর দিল ঃ "হে আল্লাহর নবী! দয়া ও উদারতাপূর্ণ নয় - এমন কাজ আপনি করতে পারেন না। আপনি আমাদের উত্তম ভাই ও আমাদের উত্তম ভাইপো।"

মহানবী সদয়ভাবে উত্তর দিলেন ঃ "তাহলে যাও, তোমরা মুক্ত এবং কেউ তোমাদের ক্ষতি করবে না।"

অতীতে তারা তাঁর সাথে সব ধরনের শত্রুতা ও বিরুদ্ধাচরণ করলেও তিনি কুরাইশদের ও মক্কার লোকদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গী ও কয়েক হাজার মুসলমানসহ কা'বায় গেলেন। পবিত্র কা'বা শরীফের প্রশস্ত স্থানে তিল ধারণের মত খালি স্থান দেখা গেল না। কা'বার দেওয়ালে খোদাই করা ফেরেশতা ও নবীদের মূর্তি তিনি একবার তাকিয়ে দেখলেন। তিনি দেখলেন ইবরাহীম-এর মূর্তি - ভাগ্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত পবিত্র তীর তাঁর হাতে ধরা। এর পাশেই রয়েছে কাঠের তৈরি একটা ময়ূর। ফেরেশতাদের রূপায়িত করা হয়েছে মহিলার বেশে। অট্টালিকার প্রত্যেক কোণায় মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সবার মাঝে রয়েছে বড় আকীক পাথরের মূর্তি হুবল। মুহাম্মদ তাঁর লাঠি উঠিয়ে ময়ূরকে আঘাত করলে তা মাটিতে পড়ে গেল।

www.pathagar.com

তিনি বললেন ঃ "সত্য সমাগত এবং মিথ্যা তিরোহিত হয়েছে। মিথ্যা অবশ্যই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।" অতঃপর তিনি মূর্তিগুলো দূরে নিক্ষেপ করার ও ভেঙে ফেলার এবং দেওয়ালে খোদাই করা মূর্তি মুছে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এভাবে কুড়ি বছর পূর্বে মুহাম্মদ যে মিশন শুরু করেন, একদিনের কর্মতৎপরতায় তিনি তা পূর্ণ করলেন। কুরাইশ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতেই তিনি আল্লাহর ঘর থেকে পৌত্তলি-কতার শিকড় উপড়ে ফেললেন। অতীতের কোন সময় মক্কার উন্মত্ত জনতা এসব মূর্তির ওপর একটা আঙ্গুল রাখারও অনুমতি দিত না। আজ তারা তাদের চোখের সামনেই মূর্তিগুলোকে পড়ে যেতে এবং পদদলিত হতে দেখল। অথচ তারা একটা কথাও বলল না। কিন্তু মূর্তি ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে মুহাম্মদ-এর আক্রমণ শুধুমাত্র কা'বার মূর্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি সব ধরনের লোকদের মন ও চিন্তা থেকে পৌত্তলিকতার ধারণা নির্মূল করতে চেয়েছিলেন। প্রবঞ্চক নেতৃবর্গ এ ধারণাকে পুঁজি করে শক্তি প্রয়োগ বা উৎকোচের মাধ্যমে নিজেদের সামাজিক মর্যাদাকে সমুন্নত রেখে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করেছিল। কমান্ডার, গভর্নর বা সাধারণ লোক - কাউকে কোন সুবিধা দেওয়া হয়নি। অন্য সব ধরনের সামাজিক বা রাজনৈতিক নীতির পরিবর্তে এ একক নীতিই কার্যকর হয় এবং এ নীতির ওপর ভিত্তি করেই সরকার গঠিত হয়। "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই নেতা হওয়ার যোগ্য এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি উত্তম যার পরহেযগারী ও সংযম বেশি।"

অতঃপর মুহাম্মদ সাফা পর্বতে গিয়ে দাঁড়িয়ে মুনাজাত করলেন। কা'বা শরীফের ওপর উঠে আযান দেওয়ার জন্য তিনি বেলালকে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি কয়েক হাজার মুসলমানকে নিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষে তিনি অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিলেন।

একদিন আগে বা ঐদিনই সকালে খুজা'আ গোত্রের একজন লোক হুদাইল গোত্রের একজন পৌত্তলিককে আক্রমণ করলে সে মারা যায়। মহানবী তাঁর ভাষণে এ নিহত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করলেন। "আল্লাহ যেদিন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে মক্কাকে তিনি নিষিদ্ধ এলাকা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ ও পুনরুত্থান দিবসে বিশ্বাস স্থাপনকারী কোন ব্যক্তিই এ শহরে রক্তপাত ঘটাতে পারবে না। সে কোন গাছ কাটতে পারবে না বা কোন মানুষকেও হত্যা করতে পারবে না। এ ধরনের কাজ আমার সময়ের পূর্বেও অনুমোদিত ছিল না, আমার পরেও অনুমোদনযোগ্য হবে না। শুধুমাত্র আমার ক্ষেত্রে এবং এ সময় আল্লাহর অভিশাপের কারণে মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে তা বৈধ। অতঃপর মক্কা পুনরায় মুক্তি লাভ করবে। যারা উপস্থিত আছ তারা অবশ্যই অনুপস্থিত লোকদের সাবধান করে দেবে যেন তারা রক্তপাত করা থেকে দূরে থাকে। কিন্তু এখন যেহেতু তোমরা

www.pathagar.com

একজন লোককে হত্যা করেছ, সেহেতু আমি তার রক্তের মূল্য প্রদান করব। এরপর থেকে কোন লোককে হত্যা করা হলে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে অথবা তার পরিবর্তে রক্তের মূল্য প্রদান করতে হবে।”

অতঃপর খুজা'আ গোত্রের লোক কর্তৃক নিহত ব্যক্তির রক্তের মূল্য প্রদানের জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেন। এ ঘটনায় মক্কার লোকেরা খুবই খুশি হয় এবং তারা আগের চেয়ে মুহাম্মদ-এর প্রতি বেশি আকর্ষিত হয়। পনের দিন পর মহানবী মদীনায় ফিরে গেলেন। মদীনার সাহায্যকারীদের জন্য এটা ছিল আনন্দের দিন। মুহাম্মদ তাঁর নিজের শহরে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন কি-না এ ব্যাপারে তারা বেশ উদ্বিগ্ন ছিল। কিন্তু আকাবায় সাহায্যকারীদের আনুগত্য প্রকাশের সময় মহানবী যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তার প্রতি তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত। এ বিরাট বিশ্বে যখন আলো ও আলোকসজ্জা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল, শহরসমূহের মাতা মক্কায় যখন আল্লাহর একত্বের আলোর উজ্জ্বলতা প্রখর হয়ে উঠল, তখনই তিনি মক্কা ত্যাগ করলেন।

www.pathagar.com

বিদায়ের বছর

'হে জনগণ! তোমরা সতর্ক থেকো যেন কারও ওপর দস্যুতা ও রক্তপাত না ঘটে।'

- মুহাম্মদ

মক্কা বিজয় ও দশম হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে আরব উপদ্বীপের গোত্র ও লোকজনের কাছে ইসলামের বিজয় চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। ইতিহাসে দশম হিজরী প্রতিনিধি প্রেরণ ও বিদায়ের বছর বলে পরিচিতি। একথা মনে করে তারা একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে ইসলাম গ্রহণ করে। এ প্রেক্ষিতে এ বছরই নাযিল হয় সূরা 'নসর'।

"যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীন গ্রহণ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো ক্ষমাপরবশ।" কুরআন - সূরা ১১০ ঃ ১-৩

এ দু'বছরে তায়েফ, হুনায়েন এবং তাবুক-এ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রত্যেকটি যুদ্ধেই মুসলমান বাহিনী বিজয়ী হয়। এসব যুদ্ধে বহু ধন-সম্পদ মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয় এবং তা মহানবী তাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেন। যেসব ক্ষেত্রে বিতর্ক দেখা দেয় সেসব ক্ষেত্রে মহানবী তাঁর নিজের অংশ ছেড়ে দিয়ে ইচ্ছুক পক্ষের ইচ্ছা পূরণ করেন। মহানবীর নেতৃত্বে সর্বশেষ সামরিক অভিযান পরিচালিত হয় তাবুক যুদ্ধে।

এ যুদ্ধের পর সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলামের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিনিধি, গোত্রপতি ও উপজাতীয় নেতারা এসে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। একই সাথে তারা অবশ্য দর-কষাকষি করতে লাগল এবং কতিপয় শর্ত আরোপ করল। একজন ইচ্ছা প্রকাশ করল, তাকে নামাজ পড়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। অনেকে যাকাত প্রদান বা রোযা রাখা থেকে অব্যাহতি পাওয়ারও ইচ্ছা প্রকাশ করল।

www.pathagar.com

ছাকিফ গোত্রের প্রতিনিধিরা মহানবীর কাছে প্রার্থনা জানাল, তাদের প্রিয় ও সুন্দর মূর্তিগুলোকে নিজ হাতে ভেঙে ফেলার জন্য যেন তাদের বাধ্য করা না হয়। কিন্তু মহানবী তাদের কোন অনুরোধ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং তাদের বড় মূর্তি লাতকে ধ্বংস করার জন্য তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে আবু সুফিয়ান ও মুগীরাকে পাঠালেন। লাত-এর অবস্থান ছিল ছাকিফ গোত্রের বাসভূমির ঠিক মাঝখানে। মুগীরা যখন এ মূর্তিকে ভেঙ্গে ফেলেন তখন জমায়েত হওয়া বিরাট জনতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। মুগীরা এ মূর্তির সম্পত্তি ও অলংকার বিক্রি করেন এবং মহানবীর নির্দেশ অনুযায়ী বিক্রিত অর্থ দিয়ে উরওয়া ও আসওয়াদের দেনা পরিশোধ করেন।

কা'বা শরীফ, অন্যান্য শহর ও বিভিন্ন গোত্রের কাছে রক্ষিত সব মূর্তি নষ্ট করার পর মুহাম্মদ-এর কাছে নাযিল হয় সূরা 'তওবা'। এ সূরায় পৌত্তলিকদের হজ্জের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নিষেধ করা হয়েছে। এ সূরা নাযিল হওয়ার পূর্বে মহানবী আবু বকরকে হজ্জের নেতা নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে তিনশ' মুসলমান-সহ মক্কায় যাওয়ার নির্দেশ দেন। মহানবী সিদ্ধান্ত নেন যে, সূরা 'তওবায়' যেমন নির্দেশ রয়েছে তা মক্কার পৌত্তলিকদের কাছে ঘোষণা করা উচিত এবং তাদের হজ্জের অনুষ্ঠানে যোগ দান থেকে বিরত থাকা উচিত। কয়েকজন সাহাবী প্রস্তাব করেন, এ ঘোষণা আবু বকরই করবেন। কিন্তু মহানবী এ প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে ঘোষণা করেন, তাঁর পরিবারের একজন সদস্য তাঁর পক্ষে এ ঘোষণা দেবেন। অতঃপর তিনি আলীকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে এ কাজের দায়িত্ব দেন।

"মক্কায় যাও এবং কুরবানী করার দিন হজ্জযাত্রীরা যখন মীনায় জমায়েত হন তখন তাঁদের কাছে ঘোষণা কর, কাফেররা বেহেশতে প্রবেশ করবে না এবং পৌত্তলিকরা হজ্জের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে না। আল্লাহর নবীর সাথে যদি কারও কোন চুক্তি থাকে তাহলে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তা মেনে চলতে হবে।"

অতঃপর আলী মহানবীর উটে আরোহণ করে মক্কার পথে যাত্রা করলেন। বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর তিনি আবু বকর-এর উটের বহরের সাক্ষাত পান। আবু বকর তাঁকে খোশ আমদেদ জানিয়ে বললেন ঃ "আপনি কি এখন হজ্জযাত্রী দলের নেতা, না আপনার বিশেষ কোন মিশন আছে?"

"আমার বিশেষ একটা মিশন আছে," আলী উত্তর দিলেন।

মক্কায় উপস্থিত হওয়ার পর আবু বকর ও তাঁর সঙ্গীগণ হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করলেন। কুরবানীর দিন আলী হজ্জযাত্রীদের কাছে আল্লাহ ও মহানবীর নির্দেশ ঘোষণা করলেন। তিনি আরও ঘোষণা করলেন, বিশ্বাসী ও কাফেরদের মধ্যে সম্পাদিত সকল চুক্তি অবৈধ। তবে যেসব চুক্তি নির্দিষ্ট কালের জন্য সম্পাদন করা হয়েছে সেসব চুক্তি নির্ধারিতকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। অতঃপর আলী মীনা উপত্যকার একটা উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে সূরা তওবার

www.pathagar.com

সমগ্র অংশ পড়ে শোনালেন। এ সূরায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কিভাবে পৌত্তলিকরা তাদের চুক্তি লংঘন করেছে এবং এর ফলে তাদের প্রতি মুসলমান- দের কোন দায়িত্ব নেই। আলী মদীনায় ফিরে এলে মহানবী ঘোষণা করেন, পরবর্তী বছর তিনি নিজেই মক্কা যাবেন। এ সংবাদ দূর-দূরান্তের মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। নির্দিষ্ট সময়ে আরবের বিভিন্ন শহর ও গ্রাম থেকে তাঁরা মদীনায় এসে জমায়েত হলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মহানবীর নেতৃত্বে আল্লাহর ঘর তওয়াফ করা। দশম হিজরীর যিলকদ মাসের পঁচিশ তারিখে তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। যেসব মুসলমান মদীনায় বাস করতেন তারা এবং মদীনায় আগত বিভিন্ন গোত্র ও উপজাতির মুসলমানরা মহানবীর সঙ্গী হলেন। কথিত আছে, শিশু ও মহিলাসহ এ যাত্রী দলের সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার। অবশ্য অনেকে এ সংখ্যা এক লাখ চৌদ্দ হাজার বলে মত প্রকাশ করেছেন।

বিরাট এ মরুযাত্রী দল যাত্রা শুরু করল। রাতে তারা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানকার আকাশ অগ্নিশিখার আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে। ঘোড়ার হ্রেষা রব, উটের গর্জন ধ্বনি, মানুষের ডাকাডাকির শব্দ, তাঁবুর খুঁটি পোতার জন্য হাতুড়ির শব্দ - সবকিছু মিলে নীরব উপত্যকা কোলাহলমুখর হয়েছে।

প্রতিদিন সূর্য ওঠার আগে এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় এ বিরাট যাত্রীদল মহানবীর ইমামতিতে নামাজ আদায় করেছেন। তৎপর জোরে কুরআন তেলাওয়াত করা হয়েছে এবং এজন্য প্রত্যেকে আনন্দ প্রকাশ করেছে যে, সে মহানবীর সাথে আল্লাহর ঘরে হজ্জ করতে যাচ্ছে। রাতের জন্য এ যাত্রীদল যুলহুলায়ফায় থামে। পরদিন মহানবী হজ্জের পোশাক পরিধান করেন এবং সবাই তাঁকে অনুসরণ করে। হজ্জের পোশাক পরিহিত অবস্থায় হাজার হাজার লোককে দেখাচ্ছিল ফেরেশতার মত বা মৃতবৎ অবস্থা থেকে নতুন করে উত্থিত মানুষের মত। এ পোশাকেই তাঁরা মহানবীর পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করেন। আকস্মিকভাবে সবাই মুহাম্মদ-এর আওয়াজ শুনতে পান। 'প্রশংসা তোমার, প্রশংসা তোমার, হে আল্লাহ! প্রশংসা তোমার, তোমার কোন অংশীদার নেই। প্রশংসা তোমার, তোমার কোন অংশীদার নেই, প্রশংসা তোমার জন্য।'

মহানবীর মুখ থেকে কথাগুলো উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে সত্তর হাজার লোক তা উচ্চারণ করে। তাদের সম্মিলিত ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হল। অবস্থা এমন মনে হল, পুনরুত্থান ও শেষ বিচারের দিন উপস্থিত হয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানের এমন মোহগ্রস্ত অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, তারা মনে করতে লাগল, তারা আল্লাহর সান্নিধ্যে আছে। বিনয়ের সাথে তারা বলে উঠল ঃ 'প্রশংসা তোমার, প্রশংসা তোমার জন্য।'

যাত্রীদল সারাফ-এ উপস্থিত হলে মহানবী তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ "যারা কুরবানীর পশু সাথে করে আনেনি তারা উমরা হজ্জ করবে এবং যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে তারা পুরো হজ্জ করবে।"

www.pathagar.com

যিলহজ্জ মাসের চতুর্থ দিনে হজ্জ যাত্রীদল মক্কা উপস্থিত হয়। মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীগণ সরাসরি কা'বা শরীফে গেলেন। কৃষ্ণ পাথরের সামনে দাঁড়িয়ে মুহাম্মদ তা চুম্বন করলেন। তাঁর সঙ্গীরাও তাঁকে অনুসরণ করলেন। অতঃপর তিনি সাতবার কা'বা শরীফ তওয়াফ করাসহ হজ্জের সাথে জড়িত অন্যান্য আনুষ্ঠা- নিকতাও পালন করলেন। মাকামে ইবরাহীমে প্রার্থনা করলেন এবং পুনরায় কালো পাথর চুম্বন করলেন। হাজার হাজার লোকের আগমন শহরের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলল। সর্বশেষ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর যারা তাদের সাথে কুরবানীর পশু নিয়ে আসেনি মহানবী তাদের হজ্জের পোশাক বর্জনের নির্দেশ দিলেন।

হজ্জ পর্ব শেষ হওয়ার প্রায় শেষ পর্যায়ে আলী এসে উপস্থিত হন। তিনি ইয়েমেন গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর তিনি জানতে পারেন, মহা-নবী হজ্জ করার উদ্দেশ্যে মক্কা গিয়েছেন। তিনি তাঁর সাথে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি মহানবীর কাছে আসেন হজ্জের পোশাক পরিহিত অবস্থায়। মহানবী তাঁকে বলেন, সে যদি কুরবানী না করে থাকে তাহলে তাঁর হজ্জের পোশাক খুলে ফেলা উচিত। আলী উত্তর দেন, মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় তিনি যখন হজ্জের পোশাক পরিধান করেন তখন তিনি মহানবীর নিয়তকে অনুসরণ করার ইচ্ছা করেছিলেন। মহানবী যখন বুঝতে পারেন, আলী সাথে করে কুরবানীর পশু নিয়ে আসেনি, তখন তিনি তাঁর নিজের কুরবানীতে আলীকে অংশীদার করে নেন। ফলে তিনি হজ্জের পোশাকে থাকার এবং পূর্ণ হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা পালনের অনুমতি লাভ করেন।

যিলহজ্জ মাসের আট তারিখে মহানবী মীনায় যান। তিনি সেখানে তাঁর নিজস্ব তাঁবুতে রাত কাটান এবং ফজরের নামাজের পর উটে আরোহণ করে আরাফাত ময়দানে যান। বিরাট জনতা তাঁকে অনুসরণ করে। তারা উচ্চকণ্ঠে বলতে থাকে ঃ 'প্রশংসা আল্লাহর' এবং 'আল্লাহ মহান'।

মহানবী আরাফাত ময়দানের পূর্ব পাশের ঢালু স্থানে তাঁর জন্য একটা তাঁবু নির্মাণের নির্দেশ দেন। প্রায় দুপুরের দিকে তিনি উটে আরোহণ করে সেখানে যান। উটের পিঠে আরোহণ করা অবস্থায় তিনি হাজার হাজার লোকের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি এ ভাষণে তাঁর নিজের ইন্তেকালের আভাস দেন। প্রতিটি বাক্য শেষ করে তিনি থামছিলেন এবং উমাইয়ার পুত্র রাবি'আ তা জোরে এবং সুললিত কণ্ঠে ঘোষণা করছিলেন। মক্কায় এটাই মহানবীর শেষ ভাষণ। আল্লাহর প্রশংসা ও গৌরব ঘোষণা করে মহানবী তাঁর ভাষণ শুরু করলেন ঃ

''হে আমার জনগণ! তোমরা জেনে রাখ দস্যুতা এবং রক্তপাত কারও জন্যই উপযুক্ত নয়। তোমরা শীঘ্রই আল্লাহকে দেখতে পাবে এবং তিনি তোমাদের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। কোন ব্যক্তির কাছে কেউ কোন জিনিস জিম্মায় রাখলে, তা অবশ্যই তার মালিককে ফেরত দিতে হবে। চিরকালের জন্য তোমাদের

www.pathagar.com

চুরি-ডাকাতি ত্যাগ করতে হবে। আমার জনগণ! এরপর থেকে তোমাদের দেশে শয়তান পূজিত হবে, এমন আশা সে আর করতে পারবে না। তোমাদের ধর্মের জন্যই তার বিরুদ্ধে সাবধান হয়ে যাও। এ পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে গোলাকার এবং সৃষ্টির দিন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আকার ও বিন্যাস যেমন ছিল, সেইভাবে তা ফিরে যাবে। আল্লাহর দৃষ্টিতে মাসের সংখ্যা বার - এর মধ্যে চারটি মাস অতি পবিত্র। এসব মাসে যুদ্ধ করা যাবে না। আমার জনগণ! তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার আছে এবং স্ত্রীদেরও তোমাদের ওপর অধিকার আছে। তোমাদের স্ত্রীদের ওপর এটা বাধ্যতামূলক যে, তারা তাদের দাম্পত্য বিশ্বাসকে লংঘন করবে না বা কোন মন্দ কাজের অপরাধেও অপরাধী হবে না। তারা যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে তাদের বহিষ্কার করার অনুমতি আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন। তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার কর, কারণ আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন এবং তাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে তাদেরকে জিম্মা হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কথা দ্বারা তোমরা তাদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করেছ। হে আমার জনগণ! আমি তোমাদের কাছে যে কথা বলব, তা উপলব্ধি করার জন্য তোমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রয়োগ কর। আমি তোমাদের যা দিয়েছি তা সব সময় তোমাদের পথ প্রদর্শন করবে যদি তোমরা তার আশ্রয় গ্রহণ কর। তা হল আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর নবী মুহাম্মদ-এর বাণী। আমার জনগণ! আমার কথা শোন ও গভীরভাবে চিন্তা কর। তোমরা জানবে, প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই এবং সব মুসলমান একে অন্যের ভাই। কোন সম্পত্তিই তার ভাইয়ের জন্য বৈধ নয় যদি না তাকে স্বেচ্ছায় প্রদান করা হয়। সুতরাং তোমরা নিজের প্রতি অবিচার কর না। হে আল্লাহ! আমি কি তোমার নির্দেশ যথার্থভাবে ঘোষণা করেছি?"

জনতার মধ্য থেকে আওয়াজ উঠল ঃ "হ্যাঁ, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাদের কাছে আল্লাহর নির্দেশ ঘোষণা করেছেন।"

অতঃপর মহানবী আকাশের দিকে তাকালেন। "হে আল্লাহ! তুমি নিজেই আমাদের জন্য এ দিনের সাক্ষী থাক।"

হজ্জের সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে এবং মক্কায় এক নব জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের বিষয় নিষ্পত্তি করে মহানবী মদীনায় ফিরে গেলেন। মদীনা শহরে উপস্থিত হওয়ার পর সত্তর হাজার লোকের সাথে আরও অনেকে উল্লসিত হয়ে উঠল।

www.pathagar.com

যে আলো কোনদিন নির্বাপিত হবে না

'আমার জন্য কলম ও কালি নিয়ে এস, যেন আমি
আমার কথা লিখতে পারি এবং লিখিত বিবৃতি রেখে
যেতে পারি। ফলে তোমরা কখনও বিপথগামী হবে না।'
- মুহাম্মদ

এভাবে মুহাম্মদ-এর তেত্রিশ বছরের মিশন-এর পরিসমাপ্তি ঘটল। এর মধ্যে দশ বছর মদীনায় এবং তের বছর তিনি মক্কায় কাটান। ইসলাম ধর্মের যে বিরাট কাঠামো এখনও টিকে আছে তা সেই সময়ই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। এখনও আমরা এ গৌরবময় কাঠামোর তথা ইসলামের শক্তিশালী পদ্ধতির আইন-কানুন অনুসরণ করি।

মুহাম্মদ-এর জীবনের স্বল্পতম সময়ের শিক্ষার আলো প্রত্যেকটি যুগের লক্ষ লক্ষ মানুষের মন ও হৃদয়কে আলোকিত করেছে। এ আলোর শিখা কোন দিন নির্বাপিত হবে না। কারণ এ শিখার নিচে রয়েছে সত্যের উজ্জ্বলতা নিয়ে স্বাধীনতা, পরহেজগারী ও ন্যায়বিচার - যে সত্য মানবজাতি কখনই ত্যাগ করতে পারবে না। একশ' চৌদ্দটি সূরাবিশিষ্ট মহাগ্রন্থ কুরআন ঐশী গ্রন্থের মধ্যে সর্বোত্তম এবং চূড়ান্ত। তেইশ বছরের নবী জীবনে তিনি যা লাভ করেছেন, তা আমরাই পেয়েছি। এর মধ্যে নব্বইটি সূরা নাযিল হয়েছে মহানবীর মক্কায় তের বছরের মিশন-এর সময় এবং বাকী চব্বিশটি সূরা নাযিল হয়েছে মদীনায় অবস্থানের সময়। এ দশ বছরের মধ্যে শেষ দু'বছরে সাতটি এবং পূর্ববর্তী আট বছরে সতেরটি সূরা নাযিল হয়। এসব সূরায় ধর্মের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা হয় এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক বিষয়ে আইন ও নীতিমালা সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়। সর্বশেষ হজ্জের পর মহানবী মাত্র কয়েক মাস জীবিত ছিলেন। এ কয়েক মাসের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল রোমান সাম্রাজ্যের বাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য সিরিয়ায় একটা বিরাট বাহিনী প্রেরণ। এ আক্রমণ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন আবু বকর ও উমর বিন খাত্তাব-এর মত বহু প্রসিদ্ধ হিজরতকারী।

www.pathagar.com

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, এ বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডের দায়িত্বে ছিলেন উসামা নামে বিশ বছরের এক যুবক। এ সম্পর্কে একটা কাহিনী আছে। বলা হয়ে থাকে, সিরিয়া সীমান্তে প্রথম আক্রমণে মূতা'র যুদ্ধে এ যুবকের পিতা শহীদ হন। যুদ্ধে তাঁর সেবার পরিবর্তে তাঁর পুত্রকে এ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয়। অনেকে বলেন, যুবকদের উৎসাহিত করার জন্য এবং ইসলামের প্রতি তাদের আকৃষ্ট করার জন্য এ কাজ করা হয়। এ বিরাট বাহিনী যখন দীর্ঘ আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে এবং জার্ফ-এ তাঁবু নির্মাণ করে ঠিক তখনই মহানবী অসুস্থ হয়ে পড়েন।

মহানবী দৈহিকভাবে খুবই অসুস্থ ছিলেন। বলা হয়ে থাকে, জীবনে তিনি মাত্র দু'বার অসুস্থ হন। হিজরী ষষ্ঠ বছরে একবার তাঁর ক্ষুধামন্দা হয় এবং গুজব রটে, ইহুদীরা তাঁকে যাদু করেছে। হিজরী সপ্তম বছরে আর একবার একজন ইহুদী তাঁকে বিষাক্ত গোশত খাওয়ালে তিনি সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁকে বমি করে রোগমুক্ত হতে হয়। এ দু'টো ঘটনা ছাড়া তিনি আর কখনও অসুস্থ হননি। তিনি তাঁর জীবনের শেষ হজ্জ সমাপন করার চার মাস পর রবিউল আউয়াল মাসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ হওয়ার প্রথম দিকে তিনি যখন অনিদ্রায় ভুগছিলেন তখন হঠাৎ এক রাতে তিনি তাঁর এক ভৃত্যকে নিয়ে মুসলমানদের কবরস্থানে যান। সময়টা ছিল মধ্যরাতের পরে। সমগ্র কবরস্থানে বিরাজ করছিল ভয়ানক নীরবতা - এ নীরবতা যেন মৃত ব্যক্তিদের কণ্ঠে মুখরিত ছিল। হাজার হাজার কণ্ঠের বিলাপ, কান্না এবং হাসি কবর থেকে ভেসে আসছিল বলে তাঁর মনে হয়। ভৃত্যকে সাথে নিয়ে তিনি কবরস্থানের বিভিন্ন দিকে হাঁটছিলেন। রহস্যময় এ স্থানের বিনম্র ও চুপি চুপি কথা সম্ভবত তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন এবং বুঝতে পারছিলেন। তিনি তাদের সাথে হৃদয়ের ভাষা দিয়ে কথা বলছিলেন। হঠাৎ তিনি থামলেন এবং জোরে বললেন ঃ "হে কবরের বাসিন্দা! তোমাদের প্রতি অভিনন্দন। মানবজাতির অবস্থা থেকে তোমরা যা অর্জন করেছ তা অনেক ভাল এবং এজন্য তোমরা অভিনন্দনযোগ্য। মানবজাতির অবস্থা থেকে আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করেছেন। মেঘের মত একের ওপর অন্যের লোভ অন্ধকার রাতকে মেঘাচ্ছন্ন করেছে এবং প্রথম মন্দ কাজের চেয়ে শেষ মন্দ কাজ অধিকতর মন্দ।"

পরদিন তাঁর জ্বর আরও প্রচন্ড হয়। যখনই জ্বর কমে যাচ্ছিল, তখনই তিনি মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ছিলেন। কিন্তু কথা বলা বা ওয়াজ করার শক্তি তাঁর ছিল না। একদিন তাঁর জ্বর প্রচন্ডতর হয়। কিন্তু যে কোনভাবেই হোক তিনি মসজিদে যাওয়ার এবং তাঁর বিশ্বস্ত মুসলমানদের সাথে কথা বলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। তিনি সাতটি কুয়া থেকে সাত বাটি পানি তাঁর শরীরে ঢালার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি পোশাক পরলেন, এক টুকরা কাপড় দিয়ে মাথায় জড়ালেন এবং মসজিদে গিয়ে খুৎবা দেওয়ার স্থানে বসলেন। তিনি ওহুদ যুদ্ধের সঙ্গীদের অভিনন্দন জানালেন এবং তাঁদের সহানুভূতিপূর্ণ বক্তব্য শুনলেন। অতঃপর তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ

www.pathagar.com

"হে আমার জনগণ! উসামার বাহিনীর অভিযানে তোমরা তোমাদের সাধ্যমত সাহায্য কর। তোমরা তার পিতার নেতৃত্ব সম্পর্কে যা বলেছ, তার সম্পর্কেও সেই কথা বলেছ। সে তার পিতার মতই নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য।"

মহানবী কিছুক্ষণ থামলেন। তাঁর কপালে জ্বরজনিত রক্তিমাভা দেখা গেল। তিনি বললেন ঃ "আল্লাহ তাঁর একজন বান্দাকে ইহজগত ও পরজগতের মধ্যে যে কোন একটি পছন্দ করার অধিকার দিয়েছেন এবং তিনি (বান্দা) আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকতে পছন্দ করেছেন।"

পুনরায় তিনি নীরব হলেন। মসজিদের বারান্দায় লোক ভিড় জমালো। মহা-নবীর সামনে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কাছে পরে আসা লোকেরা মহানবীর বক্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগল। আবার মহানবীর কোন কথা শুনতে না পাওয়া যায় এ আশংকায় তারা নীরব ও চুপ হয়ে রইল। কিন্তু মুহাম্মদ-এর আর কথা বলার শক্তি ছিল না। তিনি খুৎবার স্থান ত্যাগ করে গৃহের দিকে রওনা দিলেন। লোকেরা তাঁর চার পাশে ভিড় জমালো। তিনি তাঁদের দিকে ফিরে বললেন ঃ "হে হিজরত- কারী জনগণ! মদীনার সাহায্যকারীদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। মুসলমানের সংখ্যা অনেক হবে, কিন্তু সাহায্যকারীদের সংখ্যা যা ছিল তাই থাকবে। তাঁরা আমার সমর্থক ও আমার বিশ্বস্ত লোক এবং তাঁদের কাছেই আমি আশ্রয় লাভ করি। সুতরাং তাঁদের মধ্যকার ধার্মিক লোকদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে এবং যারা খারাপ কাজ করে তাদের একা থাকতে দাও।"

মহানবী আয়েশার ঘরে গেলেন এবং তাঁর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। তাঁর মাথায় ঠান্ডা পানি দেওয়া হচ্ছিল। অব্যাহতভাবে তাঁর সক্রিয়তা ও ধর্মো-পদেশ, উসামার ভবিষ্যত অভিযান সম্পর্কে তাঁর চিন্তা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের ভবিষ্যত সম্পর্কে উদ্বেগে তিনি আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পরদিন তিনি মসজিদে যেতে পারলেন না। ঐদিন আবু বকর নামাযে ইমামতি করলেন। তারপর দিন ইমামতি করলেন উমর। কিন্তু নামাযে উমরের সবল কণ্ঠ শুনে মহানবী আপত্তি জানালেন।

"আবু বকর কোথায়! আল্লাহ ও মুসলমানরা এটা কখনই গ্রহণ করবে না।"

দিন দিন মহানবীর অবস্থার অবনিত ঘটল। তাঁর কন্যা ফাতিমা তাঁকে প্রতি-দিনই দেখতে আসতেন। মুহাম্মদ তাঁকে গভীর স্নেহ করতেন। ফাতিমা যখনই আসতেন তখনই তিনি উঠে বসতেন এবং তাঁকে আদর করতেন। তিনি তাঁকে নিজের পাশে এবং অনেক সময় নিজের স্থানেও বসাতেন। তিনি বলতেন ঃ "আমার সাথে কথা বল ফাতিমা।"

মহানবীর অবস্থার চরম অবনতি ঘটল। ফাতিমা খুব দ্রুত তাঁর পিতার কাছে এলেন। তিনি পাশে রক্ষিত পানির বাটিতে আঙ্গুল ভিজিয়ে তাঁর পিতার কপালে হাত রাখলেন। তিনি অনুভব করলেন, জ্বরের উত্তাপে তাঁর সারা শরীর যেন পুড়ে

www.pathagar.com

যাচ্ছে। মহানবী যখন তাঁর সাথে কথা বললেন তখন তিনি চোখের পানি সংবরণ করতে পারলেন না। কিন্তু মহানবী পুনরায় কথা বললে তিনি মৃদু হাসলেন।

আয়েশা পরে ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ "মহানবী তোমাকে কি বলেছিলেন?"

ফাতিমা উত্তরে বলেন ঃ "আমি আপনার কাছে মহানবীর গোপন কথা প্রকাশ করতে চাইনে।" কিন্তু মহানবীর ইন্তিকালের পর তিনি প্রকাশ করেন, তিনি তাঁকে কি বলেছিলেন যা তাঁর কান্না ও হাসির কারণ ছিল।

"প্রথমে আমার পিতা আমাকে বলেন, তিনি এ অসুখে ইন্তিকাল করবেন। ফলে আমি কান্নায় ভেঙে পড়ি। তারপর তিনি বলেন, তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আমিই তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। এ কথা শুনে আমি আনন্দে হেসে উঠি।"

অসুস্থ হওয়ার শেষ দিকে বেশ কয়েকজন সাহাবী মহানবীকে দেখতে আসেন। মহানবী তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ "আমার জন্য কলম ও কালি নিয়ে এস, যেন আমি আমার কথা লিখতে পারি এবং লিখিত বিবৃতি রেখে যেতে পারি। ফলে তোমরা কখনও বিপথগামী হবে না।"

সাহাবীগণ একে অন্যের দিকে তাকালেন। তাঁদের মধ্যে একজন মহানবীর অনুরোধ রক্ষায় তৎপর হলেন। কিন্তু উমর উচ্চ কণ্ঠে তাঁকে বাধা দিলেন।

"অসুস্থতা তাঁকে হতবুদ্ধি করে ফেলেছে। কলম ও কালির কোন প্রয়োজন নেই। তোমাদের কাছে কুরআন আছে। আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট।"

এ কথার পর সাহাবীদের মধ্যে বিরোধ দেখা গেল। কেউ কেউ কলম ও কালি আনার পক্ষে মত দিলেন আবার কেউ কেউ বিরুদ্ধে মত পোষণ করলেন। তাঁদের তর্ক-বিতর্ক শুনে মহানবী বললেন ঃ "এখান থেকে চলে যাও। আমার উপস্থিতিতে তোমাদের বিবাদ করা ঠিক নয়।"

পরবর্তীকালে অনেক মুসলমানই মত প্রকাশ করেন যে, মুহাম্মদ-এর নির্দেশ প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এ বিবাদ এবং কলম ও কালি আনার ব্যর্থতার কারণে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি লিখিত নির্দেশনামা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

মুহাম্মদ-এর অসুস্থতার শেষ দিনগুলোতে একদিন মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার উসামা মদীনায় আসেন এবং তিনি মহানবীকে দেখতে যান। মুহাম্মদ তখন কথা বলতে পারছিলেন না। এ যুবকের প্রতি তাঁর যে সহানুভূতি ও স্নেহ ছিল তা তিনি প্রকাশ করলেন। তিনি আকাশের দিকে দু'হাত তুললেন এবং অতঃপর দু'খানি হাত উসামার মাথার ওপর রেখে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। রাতে তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন হল। তিনি তাঁর সব সম্পত্তি - সর্বমোট সাত দিনার - গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। পরদিন তিনি গরীবদের মধ্যে দিনারগুলো বিতরণ করা হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। আয়েশা জানালেন, দিনারগুলো বিতরণ করা হয়নি। অতঃপর মহানবী তাঁকে দিনারগুলো আনার কথা বললেন। এগুলো হাতে নিয়ে তিনি বললেন ঃ "এ অর্থ তাঁর কাছে থাকা অবস্থায় আল্লাহর সাথে মুখোমুখি হলে মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহকে কী বলবেন।"

www.pathagar.com

তৎক্ষণাৎই তিনি এ অর্থ গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

পরদিন ছিল রবিবার। মহানবীর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হল। তিনি মাথায় একটা কাপড় জড়িয়ে মসজিদে গেলেন। আলী বিন আবু তালিব এবং ফজল বিন আব্বাস-এর সহায়তায় তিনি হেঁটে গেলেন। তিনি যখন মসজিদে উপস্থিত হলেন তখন আবু বকরের ইমামতিতে মুসলমানরা নামাজ পড়ছিলেন। তাঁরা মহানবীকে দেখামাত্রই তাঁদের আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করলেন। তিনিও তাঁদের আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং হাত নাড়িয়ে তাঁদের ইঙ্গিত করলেন, তাঁরা যেন নামাজ ভঙ্গ না করে।

মহানবীকে নামাযে ইমামতি করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আবু বকর সরে দাঁড়াতে চাইলে তিনি তাঁর পাশেই বসে পড়লেন এবং সেই স্থানেই নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষ করার পর তিনি উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ

"আমার জনগণ! আগুন প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে এবং অন্ধকার রাতে ঘনীভূত মেঘসমূহের মত প্রলোভন ঘনীভূত হচ্ছে। কুরআন যা বৈধ করেছে আমি তা বৈধ করেছি এবং কুরআনে যা নিষেধ করা হয়েছে আমিও তা নিষেধ করেছি।"

এ দিনই অর্থাৎ এ দুনিয়া থেকে তাঁর বিদায়ের আগের দিন গুজব রটে, মহানবী সুস্থ হওয়ার পথে। যুবক উসামা মহানবীর কাছে এসে তাঁর কাছ থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা করার অনুমতি নিলেন। কিন্তু মহানবীর মসজিদে গমন এবং অন্যান্য মুসল্লীর সাথে বসে নামাজ আদায় করাই ছিল তাঁর শেষ আনন্দ এবং শেষ কাজ। ঘরে ফেরার পর তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়ল। তিনি শুধুমাত্র বলতে পারলেন, মাত্র কয়েক ঘন্টা পরেই তাঁর জীবন প্রদীপ নিভে যাবে।

পরবর্তীকালে আয়েশা বর্ণনা করেন ঃ "আমি যখন দেখতে পাই, মহানবীর অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে তখন আমি তাঁর মাথা আমার বুকে তুলে নিলাম এবং আমার হাত দিয়ে তাঁর হাত ধরলাম। আমি অনুভব করলাম যে, আমার বাহুতে আবদ্ধ তাঁর দেহ ক্রমেই ভারী হয়ে ওঠছে। আমি তাঁর মুখমণ্ডলের দিকে তাকালাম। আমি তাঁর চোখ দু'টোর শেষ অবস্থান পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। শান্ত ও শান্তিপূর্ণভাবে তাঁর চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এল এবং তিনি নিশ্চল হয়ে গেলেন।"

গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায় (৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ৮ই জুন) মহানবী ইন্তিকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর শেষ কথা ছিল ঃ "হে আল্লাহ! মৃত্যুর প্রবল যন্ত্রণা থেকে আমাকে সাহায্য কর।"

মুহাম্মদ কি সত্য সত্যই ইন্তিকাল করেছিলেন এবং সারা বিশ্বকে তিনি যে আলোয় আলোকিত করেছিলেন, তা কি নির্বাপিত হয়েছিল? না, এ আলো কখনও নির্বাপিত হবে না।

www.pathagar.com

পরকাল

'মাত্র একটি প্রচন্ড শব্দ হবে - তখন তারা প্রত্যক্ষ করবে এবং তারা বলবে, 'দুর্ভোগ আমাদের, এই তো কর্মফল দিবস।' তাদেরকে বলা হবে, 'এটাই ফয়সালার দিন যা তোমরা অস্বীকার করতে।'

- কুরআন - সূরা ৩৭ ঃ ১৯-২১

এ আলো নির্বাপিত হয়নি। এ সত্য চিরকাল থাকবে। তাঁর ইন্তিকালের পর যেসব মতবিরোধ দেখা দেয়, তা ক্রমান্বয়ে দূর হয়ে গেল। মুহাম্মদ-এর আদর্শ রইল এবং তা ইসলামী সভ্যতা হিসেবে পরিচিত শক্তিশালী কাঠামোকে আলোকিত করল। এ আলো সব স্থানকেই আলোকিত করল। নযদ ও হেজায থেকে আরবের অপর প্রান্তে ইসলাম প্রচারিত হল। সিরিয়া, লেবানন, বাইজেন্টাইনের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল, পার্শিয়া, স্পেন এবং এমনকি ফ্রান্স, অন্যদিকে ভারত পর্যন্ত ইসলামের বিস্তৃতি ঘটল। মুসলমানরা এবং বিশ্বাসীরা যুদ্ধ বা জীবন সম্পর্কে কিছু চিন্তা করল না; তারা যে বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে দেখতে পেয়েছিল তা হল ইসলামের মৌলিক আদর্শ। তাদের মনে পরাজয় ও পরাধীনতার কোন স্থান ছিল না। কারণ তাদের কাছে মৃত্যুর সাধারণ অর্থ ছিল মূল্যহীন। তাদের কাছে এ পৃথিবীতে ইসলামের জন্য এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধে মৃত্যু ছিল সত্যিকার শাশ্বত জীবন। তাঁরা মহানবীর সব কথা বিশ্বাস করত এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির ওপর আস্থাশীল ছিল। তিনি তাঁদের কাছে পরকাল সম্পর্কে যা বলেছেন, তিনি এবং তাঁর বিজ্ঞ উত্তরাধিকারীগণ বেহেশত ও দোযখ, হিসাব-নিকাশ, কিতাব, পুনরুত্থান দিবস, শেষ বিচার সম্পর্কে যা বলেছেন সবই তাঁরা বিশ্বাস করত।

যখন তারা যুদ্ধে যেত, তখন তারা মৃত্যুর কোন বিকট মুখ দেখতে পেত না। তাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ত আগত শাশ্বত জীবনের সুন্দর মুগ্ধকর দৃশ্যাবলী। মহানবীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল, এমন একদল লোককে তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাদের কোন ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল না।

www.pathagar.com

তাঁদের প্রত্যেকের মনে আস্থা সৃষ্টি হয়। "তিনিই বিশ্বাসীদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন তাঁদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করার জন্য; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ তাঁরই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" কুরআন - সূরা ৪৮ ঃ ৪

তিনি ইসলামের অনুসারীগণকে পুনরুত্থান দিবস, শেষ বিচারের দিন সমবেত হওয়ার ও নতুন জীবন শুরু করার দিন, হিসাব-নিকাশের দিন, মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থার দিন এবং আল্লাহকে যেদিন তারা মুখোমুখি দেখবে সেদিনের কথা বিশ্বাস করার ও গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। তাঁরা এসব কথা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করত। মহানবী তাঁদের বিশ্বাস ও আস্থাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন বলেই তাদের অভিযান-সমূহ সফল হয়। তাঁরা মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন শাশ্বত ও চিরস্থায়ী জীবন উপভোগ করার জন্য। সেই জীবনে তারা সব সময় আল্লাহকে দেখতে পাবে এবং আল্লাহর আতিথেয়তা উপভোগ করতে পারবে। তারা মুহাম্মদ-এর এ উপদেশ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিল যে, এ পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী, তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে, বস্তুজগত অদৃশ্য হবে এবং এর স্থলে মানবজাতির জন্য একটা নতুন জীবন শুরু হবে। তাদের কাছে কুরআন ছিল আল্লাহর বাণী এবং যেখান থেকেই তারা তা পাঠ করত, তার গভীরতায় তারা মুগ্ধ হয়ে যেত।

এখন দেখা যাক, মুসলমানদের কাছে পরকাল সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার স্বরূপ কী ধরনের। এ জগত থেকে বিদায় এবং পরজগতে গমন সম্পর্কে তারা কী ধারণা পোষণ করত, তাও লক্ষ্য করা যাক।

পুরস্কার ও শাস্তির জগতকে তারা কিভাবে বিবেচনা করত এবং ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত ও শাস্তিযোগ্য পাপ ও অপরাধ কী ছিল, তা উল্লেখ করা যায়। এ সম্পর্কে ইসলামের একজন বিজ্ঞ পন্ডিতের বর্ণনা উল্লেখ করাই শ্রেয়। তাঁর বর্ণনাতেই আমরা জানতে পারব আমাদের এ বস্তুজগত কিভাবে অদৃশ্য হবে, পুনরুত্থান ও বিচার দিবস কী, হিসাব-নিকাশ কী, বেহেশত ও দোযখ কী রকম এবং পরকালে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাজ সম্পর্কে কিভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

পুনরুত্থান ও বিচার দিবস কী? "এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে।" (কুরআন ৬৯ ঃ ১৬)। এদিন পৃথিবীর গঠন শিথিল হয়ে পড়বে এবং তা গলতে থাকবে। পৃথিবীর ওপর একটা প্রকান্ড পুল তৈরি করা হবে। আকর্ষণ ও বিকর্ষণে পৃথিবী বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কোথাও উঁচু-নিচু স্থান দেখা যাবে না। এ বিরাট উপরিভাগ থেকে মানুষ আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে। আকাশ থেকে ফেরেশতারা অবতরণ করবে এবং মানুষ তাদের অবতরণ প্রত্যক্ষ করবে। তাদের প্রতি লক্ষ্য করে সবাই চিৎকার করে বলবে ঃ "তোমাদের মধ্যে কি আমাদের আল্লাহ আছে?" উত্তরে বলা হবে ঃ "তিনি আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তিনি শীঘ্রই আসবেন।"

ফেরেশতাগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। এ ফেরেশতাগণ প্রথম আসমানে থাকেন। তারপর দ্বিতীয় আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় আসমানের সূর্য অর্থাৎ, পারদ বা বুধ গ্রহ অগ্নির ওপর ও দ্বিতীয়

www.pathagar.com

আসমানের বাসিন্দাদের ওপর পতিত হবে। দ্বিতীয় আসমানের বাসিন্দাগণ পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। এদের সংখ্যা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি। মানুষ তাঁদের দিকে দৌড়াবে আর চিৎকার করতে থাকবে ঃ "আমাদের আল্লাহ কি আপনাদের মাঝে আছেন?"

"তিনি আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তিনি শীঘ্রই আসবেন।"

ফেরেশতাগণের এ দল আগের দলের পশ চাতে লাইন করে দাঁড়াবেন। তারপর তৃতীয় আসমান বিদীর্ণ হবে এবং এ আসমানের সূর্য, অর্থাৎ শুক্রগ্রহ অগ্নির ওপর পড়বে। এ আসমানের ফেরেশতাগণ তৃতীয় সারিতে দাঁড়াবেন। এভাবে সাত আসমান বিদীর্ণ হবে এবং এক দলের পেছনে অন্য দলের ফেরেশতা দাঁড়াবেন। সপ্তম আসমানের ফেরেশতাগণের কাছে মানুষ একই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে। এ সময় উত্তর আসবে ঃ "এখানে আল্লাহ, তিনি আসছেন।" হঠাৎ মেঘের ছায়ার আড়ালে আসমানে উজ্জ্বল আলোর মধ্যে আল্লাহকে দেখা যাবে। তাঁর ডান হাতে থাকবে দোযখ, যেখান থেকে প্রকান্ড অগ্নিশিখা বেরিয়ে আসবে উদ্ধত ও অন্যায়কে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য। এর উত্তাপে মানুষ ভয়ে পিছিয়ে আসবে। হঠাৎ একটা বিরাট আওয়াজ শোনা যাবে ঃ "এ দিবসের কথাই তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল। এই সেই মহান দিবস।"

পুনরায় সেই আওয়াজ শোনা যাবে ঃ "হে লোক সকল! কোন্ বস্তু তোমাদের প্রতারণা করেছিল, তোমরা তোমাদের দয়ালু আল্লাহর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিল?" এ সময় বড় বড় আলোর মঞ্চ তৈরি করা হবে। যাঁরা আল্লাহর পথে চলেছিলেন এবং যাঁরা আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করেছিলেন তাঁরা এসব মঞ্চের বিভিন্ন ধাপের ওপর মর্যাদা অনুযায়ী আসন গ্রহণ করবেন। কিন্তু অপকর্ম-কারী ও অত্যাচারী লোকেরা এমনভাবে দৌড়ে বেড়াবে যেন তারা এ আওয়াজ শোনেনি। তারা বলবে ঃ "আমরা কি পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে যাব, যেন আমরা এ সময় অন্যায় ও অত্যাচার এড়িয়ে ভাল কাজ করতে পারি এবং পুনরায় এ শাশ্বত জীবনে ফিরে আসব পর্যাপ্ত ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঈমান নিয়ে।"

একটি আওয়াজ পুনরায় শোনা যাবে যা প্রত্যেককে ভীত করে তুলবে। 'সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না.... আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাঁদের প্রাপ্যের অধিক দেন।'

কুরআন - সূরা ২৪ ঃ ৩৭-৩৮

পুনরায় সেই আওয়াজ শোনা যাবে ঃ 'বিশ্বাসীদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।' কুরআন - সূরা ৩৩ ঃ ২৩

এ দলের লোককেও ভিড়ের মধ্য থেকে বের করে বেহেশতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর আকাশ থেকে আগুনের লম্বা লেলিহান বেরুবে এবং তা

www.pathagar.com

মানুষের মাথার ওপর দেখা যাবে। দু'টো লোহার চোখ উত্তপ্ত জ্বলন্ত অবস্থায় দেখা যাবে। এর গলা থেকে আওয়াজ বেরুবে ঃ 'অপকর্মকারী ও অত্যাচারীরা কোথায়, তাদের মন্দ কাজের ফল দেওয়ার ভার আমার ওপরে পড়েছে।' তারপর এ অগ্নিবৎ সাপ মানুষের দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং এর অগ্নিবৎ নিঃশ্বাস দিয়ে অপকর্মকারী-দের নিজের দিকে টেনে আনবে এমন করে যেভাবে ময়ূর গম ও জোয়ার (গম জাতীয় শস্য) মাটি থেকে তুলে নেয়। ভয়-ভীতি সব মানুষকে গ্রাস করবে এবং প্রত্যেকে তাদের অতীত সম্পর্কে চিন্তা করবে এবং তাদের বিভিন্ন কাজের কথা স্মরণ করবে। সর্বত্রই ভীতি ও হতাশা বিরাজ করবে। অগ্নিবৎ এ সাপ পুনরায় মানুষের মাথার ওপর আবির্ভূত হবে। 'আল্লাহ ও তাঁর নবীকে যারা কষ্ট দিয়েছিল তারা কোথায়, তাদের কর্মফল দেওয়ার ভার আমার ওপর ন্যস্ত হয়েছে।' অতঃপর এ সাপ ঝুঁকে পড়ে বিরাট জনতার মধ্য থেকে তাদের তুলে নেবে। অগ্নিবৎ এ সাপ থেকে ভয়ঙ্কর তাপ বিকিরণ হবে এবং সেই তাপে প্রত্যেক বস্তুই পুড়ে যাবে। এ লেলিহান অগ্নিশিখার ভয়ে লোকে দৌড়ে বেড়াবে। কেবলমাত্র একটা ছায়া দেখা যাবে। এ ছায়া হল আল্লাহর আরশের ছায়া। যাঁরা সত্যিকারভাবে আল্লাহর ইবাদত করেছিল, আল্লাহর নবীর ওপর যাদের বিশ্বাস ছিল এবং পৌত্তলিকতা, যাদু ও মুসলমানদের রক্ত ঝরানো থেকে দূরে অবস্থান করে তাঁর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করেছিল, তারা এ আরশের ছায়ায় স্থান লাভ করবে। সমগ্র পৃথিবীতে তখন অন্ধকার ও বিষণ্নতা দেখা দেবে এবং এর সর্বশেষ প্রান্তে আলোর উজ্জ্বলতা দেখা যাবে। ভীত-সন্ত্রস্ত লোকগুলো এ উজ্জ্বল আলোর দিকে ছুটে যাবে। যারা আল্লাহর ইবাদতে তাড়াহুড়া করেনি এবং তাঁর আদেশ-নির্দেশ পালন করেছিল, যারা লোকের প্রাপ্য প্রদান করেছিল এবং তাদের অধিকার যারা ক্ষুণ্ন করেনি, আল্লাহর বান্দাদের প্রতি যারা ন্যায়বিচার ও উদারতার সাথে কাজ করেছিল তারা সবাই চোখের পলকে এ অন্ধকার অতিক্রম করে উজ্জ্বল আলোয় পৌছে যাবে। কিন্তু যারা অন্যায় কাজ করেছিল এবং মানুষের ক্ষতি করেছিল তারা সেই অন্ধকারে এক হাজার বছর থাকবে এবং এ সময়ের পর তারা সেখান থেকে কালো মুখ নিয়ে বেরিয়ে আসবে। অতঃপর তাদেরকে হিসাব-নিকাশের তাঁবুতে ডাকা হবে। এ লোকগুলোর জন্য অগ্নিবৎ তাঁবু নির্মাণ করা হবে এবং তাদের কাজকর্ম ও আচরণের হিসাব দেওয়ার জন্য সেখানে এক এক করে ডাকা হবে। প্রথম তাঁবুতে সেসব কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যা ছিল নিষিদ্ধ। কেউ ঠিক মত উত্তর দিতে পারলে তাকে সেখান থেকে যেতে দেওয়া হবে। কিন্তু ঠিকমত উত্তর দিতে না পারলে তাকে সেখানে এক হাজার বছর থাকতে হবে। দ্বিতীয় তাঁবুতে তাদের আশা-আকাংখা ও রিপু, তৃতীয় তাঁবুতে তাদের পিতামাতার অধিকার, চতুর্থ তাঁবুতে জনগণের ওপর শাসন করেছিল এমন লোকদের এবং জনগণের প্রতি তাদের আচরণ, পঞ্চম তাঁবুতে মালিকানার ব্যবহার, ষষ্ঠ তাঁবুতে পারিবারিক

www.pathagar.com

সম্পর্কের অধিকার, সপ্তম তাঁবুতে পারিবারিক বন্ধন, অষ্টম তাঁবুতে অন্যের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্পাদন, নবম তাঁবুতে তাদের চালাকি ও চাতুরি এবং দশম তাঁবুতে তাদের প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

এসব প্রশ্নের কোন একটির উত্তরে তারা তাদের মন্দ কাজ সম্পর্কে দোষ স্বীকার করলে তাদেরকে সেখানে এক হাজার বছর থাকতে হবে। অন্যথায় তারা সেখান থেকে গিয়ে আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে নিরাপদে ও সুখে অবস্থান করবে।

এরপর তারা এ দুনিয়ায় তাদের কাজের রেকর্ডপত্র হাতে নিয়ে তা পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে যাবে। প্রথম স্থানে তাদেরকে যাকাত প্রদান এবং গরীব ও দুঃস্থদের কল্যাণে ধনী ব্যক্তিদের সম্পদের ওপর আল্লাহ যে বিধান আরোপ করেছেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। দ্বিতীয় স্থানে তাদের সত্যবাদিতা, উদারতা এবং মানুষের প্রতি তাদের সহানুভূতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তৃতীয় স্থানে ন্যায় সম্পর্কে প্রদত্ত নির্দেশ এবং চতুর্থ স্থানে অন্যায় সম্পর্কে আরোপিত বিধি-নিষেধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। পঞ্চম স্থানে উত্তম নীতি এবং সঠিক আচরণ, ষষ্ঠ স্থানে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা বা ঘৃণা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। সপ্তম স্থানে তাদের অধিকারে কোন নিষিদ্ধ সম্পত্তি আছে কি-না সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। অষ্টম স্থানে মদ পান, নবম স্থানে নিষিদ্ধ বস্তুর সংস্পর্শে আসা, দশম স্থানে মিথ্যা ও নিপীড়নমূলক বাক্য, একাদশ স্থানে মিথ্যা ধর্ম বিশ্বাস, দ্বাদশ স্থানে সুদ গ্রহণ, ত্রয়োদশ স্থানে ব্যভিচার এবং এ সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ, চতুর্দশ স্থানে মিথ্যা সাক্ষ্য এবং পঞ্চদশ স্থানে মিথ্যা দোষারোপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

মানুষের কার্যাবলী লক্ষ্য করার জন্য নিয়োজিত দু'জন ফেরেশতার লিপিবদ্ধ রিপোর্টে এসব প্রশ্নের উত্তর কারও যদি সন্তোষজনক হয় তাহলে সে সেই স্থান অতিক্রম করে ডান হাতে কৃতকর্মের হিসাব আমলনামা নিয়ে প্রশংসিত পতাকার নিচে আশ্রয় গ্রহণ করবে। এসব প্রশ্নের উত্তর কারও সন্তোষজনক না হলে সে প্রত্যেকটি উল্লিখিত স্থানে এক হাজার বছর করে দুঃখ, উৎপীড়ন, ভয় ও ভীতির মধ্যে কাটাবে।

এরপর লোকেরা তাদের নিজেদের কৃতকর্মের আমলনামা পাঠ করবে। যেসব সম্পদশালী লোক গরীব ও দুঃস্থ লোকদের সাহায্য করেছিল তারা সহজেই তাদের কৃতকর্মের আমলনামা পাঠ করতে পারবে। তাদেরকে বেহেশতের পোশাক পরানো হবে, তাদের মাথায় বেহেশতের মুকুট পরানো হবে এবং তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে ও আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে সুখ ও শান্তিতে অবস্থান করবে। কিন্তু যারা গরীবের দুঃখে বিচলিত না হয়ে কঠোর ছিল এবং তাদের সাহায্য করার বা আশ্রয় দেওয়ার চেষ্টা করেনি, তাদেরকে আগুনের জামা পরানো হবে এবং আল্লাহ তাদের ভাগ্য নির্ধারণ না করা পর্যন্ত তারা দীর্ঘকাল ধরে এভাবে অন্যের দৃষ্টিতে

www.pathagar.com

থাকবে। এরপর তারা তাদের কার্যাবলীর ওজন লক্ষ্য করার জন্য যাবে। যাদের ভাল কাজ খারাপ কাজের চেয়ে বেশি তারা সেখান থেকে তখনই চলে যাবে এবং যাদের তা হবে না তারা এক হাজার বছর ধরে তাদের কাজের ওজনের এ দাঁড়িপাল্লার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। অতঃপর তারা স্বর্গীয় সান্নিধ্যে যাবে। এ পথে তাদের বারটি স্থানে থামতে হবে এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

প্রথম স্থানে তাদের জিজ্ঞেস করা হবে তারা কোন ক্রীতদাস বা ভৃত্যকে মুক্ত করেছে কি-না। দ্বিতীয় স্থানে কুরআন এবং এর আইন ও বিধি, তৃতীয় স্থানে আল্লাহর জন্য পবিত্র যুদ্ধ, চতুর্থ স্থানে গীবত সম্পর্কে, পঞ্চম স্থানে অপকার ও কুৎসা রটনা সম্পর্কে, ষষ্ঠ স্থানে মিথ্যা সম্পর্কে, সপ্তম স্থানে জ্ঞান আহরণ ও তা অর্জনের চেষ্টা সম্পর্কে, অষ্টম স্থানে আত্মতুষ্টি সম্পর্কে, নবম স্থানে গর্ব সম্পর্কে এবং দশম স্থানে জিজ্ঞেস করা হবে, সে কখনও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়েছে কি-না সে সম্পর্কে। উত্তর যথার্থ হলে তারা স্বর্গীয় সান্নিধ্যে গ্রহণীয় হবে এবং তারা তৃপ্ত হৃদয় ও হাসিমুখে সেখানে যাবে। কিন্তু তাদের যা করা উচিত ছিল তা যদি না করে থাকে এবং মৃত্যুর পূর্বে এজন্য যদি তারা অনুতপ্ত না হয়ে থাকে তাহলে তারা প্রতিটি স্থানে এক হাজার বছর করে সব ধরনের দুর্ভোগ ও উৎপীড়ন সহ অবস্থান করবে।

এরপর তাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ আসবে 'সিরাত' পুল পার হওয়ার। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ওপর সাতটি পুল নির্মাণ করা হবে। প্রতিটি পুল পার হতে সময় লাগবে তিন হাজার বছর। এক হাজার বছর লাগবে পুলে উঠতে, এক হাজার বছর লাগবে পুল অতিক্রম করতে এবং এক হাজার বছর লাগবে পুল থেকে নামতে। প্রত্যেকটি পুলের ধারে ফেরেশতাগণ দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ্য করবেন। প্রত্যেকটি পুলেই ইসলামের সাতটি মৌলিক নীতির একটা করে তাদের জিজ্ঞেস করা হবে। তাদের উত্তর যথার্থ হলে তারা পুল পার হয়ে সর্বোত্তম বেহেশত এবং চিরন্তন বিশ্রামের স্থানে প্রবেশ করবে। কিন্তু তাদের উত্তর সঠিক না হলে তারা পুল থেকে পড়ে যাবে এবং অগ্নিশিখা তাদের গ্রাস করবে।

এখন মুহাম্মদ-এর বেহেশত সম্পর্কে কিছু বলা যায়। এটা হল সবুজ সতেজ ও শীতল-এর এক বিশ্ব। বেহেশতের হুরগণ এখানে বেহেশতবাসীদের হৃদয়কে সব সময় উষ্ণ ভালবাসায় পূর্ণ করে রাখবে। নরম পাতা ও মসৃণ ডালসহ এখানে বহু বড় গাছ এবং বহু বর্ণের আলোর মত বহু ফুটন্ত ফুল আছে। কোন লোক অতিক্রম করার সময় ফুলগুলো অবনত হবে এবং তাদের বাহুর মধ্যে ঝরে পড়বে। ঝরণার ধারে ও গাছের ডালে বসে সুন্দর সুন্দর পাখি গান গাইবে, ময়ূর প্রফুল্লচিত্তে পেখম মেলবে, প্রবাহিত পানির নালায় পদ্মরাগ মণি, মুক্তা, পান্না, নীলকান্তমণি এবং অন্যান্য মূল্যবান পাথর বিছানো থাকবে এবং এর ওপর দিয়ে যে পানি প্রবাহিত হবে তা চোখের পানির চেয়েও নির্মল এবং এ পানিতে পাথর-

www.pathagar.com

সমূহের আকার ও রং প্রতিবিম্বিত হবে। এ স্থানের জীবন স্থায়ী এবং শাশ্বত - এরপর আর কোন মৃত্যু নেই। এ জীবনে দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণার কোন স্থান নেই। এ জীবন আল্লাহর অনুগ্রহের পরশে ধন্য এবং শাশ্বত সত্যের আলোকরশ্মিতে তা চিরকাল বেষ্টিত হয়ে থাকবে। ক্ষণস্থায়ী এ পৃথিবীতে যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর নবীর জন্য জীবন দিয়েছেন, তাঁরা বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে তাঁরা স্বর্গীয় অনুগ্রহ ভোগ করবে। স্বর্গীয় আনন্দ ও উল্লাস এ স্থানের পূর্ণতার একটি অংশবিশেষ এবং তা বাতাসে ব্যাপ্তিশীল থাকবে। বেহেশতে বসবাসকারীদের প্রতি নিঃশ্বাস তাঁদের সমগ্র চেতনাকে অনুপ্রাণিত করবে আনন্দ ও উন্মাদনায়।

ফুলের সুগন্ধের চেয়ে তৃপ্তিদায়ক বেহেশতের সুগন্ধি নৈতিক ও আত্মিক আনন্দ দেবে। পরহেযগারী, ধর্মপ্রাণতা, দয়া, স্নেহ, ভালবাসা ও একাগ্রতার সৌরভ ফুল থেকে নির্গত হবে। এ ফুল বেহেশতবাসীদের চোখকে আনন্দ দেবে এবং ফুলের সুবাস বাতাসকে প্রফুল্ল করে তুলবে। সবচেয়ে উত্তম ও মনোরম বেহেশত হল আদম ও বিবি হাওয়ার আদি বাসস্থান এবং এখানেই মুহাম্মদ অবস্থান করবেন। এর নিচে রয়েছে ফেরদৌস এবং অতঃপর নাঈম, আশ্রয় স্থান, শান্তির ঘর ও বিশ্রামের বেহেশত। (আমরা আটটি বেহেশতের কথা জানি। এগুলো হল জান্নাতুল আদন, জান্নাতুল খুলদ, জান্নাতুন নাঈম, জান্নাতুল মাওয়া, জান্নাতুদ দারুস্‌সালাম, জান্নাতুদ দারুল কারার, জান্নাতুল মাকমাহ এবং জান্নাতুল ফেরদৌস - অনুবাদক)।

মানুষ যখন বেহেশতে প্রবেশ করবে তখন তারা একটি আওয়াজ শুনতে পাবে। তারা শুনতে পাবে, আদম ও বিবি হাওয়ার আদি বাসস্থানে আল্লাহকে দেখার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। তারা সবাই সেখানে গিয়ে তাদের পদমর্যাদা ও কার্য অনুযায়ী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে।

অতঃপর তারা তাদের সামনে একটি উজ্জ্বল আলো আবির্ভূত হতে দেখবে। এ আলো যতই নিকটবর্তী হবে ততই তা রংধনুর রং ধারণ করবে। এ আলো তাদের চোখে প্রবেশ করবে এবং তাদের জ্ঞান ও বোধশক্তির গভীরে প্রবেশ করবে। এ আলো তাদের দেহের প্রতিটি কণায় ব্যাপ্তি লাভ করবে এবং তাদের চেতনায় স্থান লাভ করবে। তখন তারা অনুভব করবে, কোন জিনিস দেখার জন্য তাদের সামনে কোন বাধা বা পর্দা নেই এবং তারা প্রতিটি স্থান থেকে প্রতিটি কথা শুনতে এবং প্রতিটি দৃশ্য দেখতে পাবে। এ সর্বোচ্চ বেহেশতে পৌঁছার পর তারা সিজদায় অবনত হবে এবং আল্লাহর ইবাদত করবে। এ সময় তারা আলোর কেন্দ্রস্থল থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পাবে এবং আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের অভিনন্দন জানাবেন ঃ

"আমার ইবাদতকারীরা, তোমাদের প্রতি অভিনন্দন। বেহেশত তোমাদের জন্য রহমতস্বরূপ এবং তোমাদের জন্যই। এর আনন্দ উপভোগ কর এবং এর স্থায়ী ও শাশ্বত জীবন লাভ কর। তোমরা আমার মেহমান এবং যারা আমার অনুগ্রহ পেয়েছে তারাও আমার মেহমান। তোমরা আমার স্নেহ-ভালবাসার পাত্র

www.pathagar.com

এবং তোমরা আমার চিরন্তন বাসগৃহে বসবাস কর। যারা ঈমান রক্ষা করেছিল তাদের প্রতি অভিনন্দন। তোমরা এখন আমার কণ্ঠ শুনছ, শীঘ্রই তোমরা আমাকে দেখতে পাবে। আমাকে যখন তোমরা দেখনি, তখন তোমরা আমার ইবাদত করেছিলে। তোমরা আমার নির্দেশ ভঙ্গ করতে ভয় পেয়েছিলে এবং তোমরা আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসাকে পরিত্যাগ করনি। আমি আমার গৌরব ও দীপ্তির শপথ করে বলছি, আমি তোমাদের ভালবাসি এবং তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তোমরা যা ইচ্ছা করবে আমিও তোমাদের জন্য তাই ইচ্ছা করব। তোমরা যা চাও আমি তোমাদের তাই দেব। তোমরা আমার বাগানে চিরকাল থাকবে। তোমরা অসুস্থ ও বৃদ্ধ হবে না। আমার উপস্থিতির আলোতে তোমরা স্থায়ী জীবন লাভ করবে। তোমরা ওঠ, তোমাদের কাছে যারা প্রিয় ছিল, তোমাদের প্রিয়তম ব্যক্তিকে, তোমাদের প্রিয় সন্তান-সন্ততিকে তোমাদের হাতে গ্রহণ কর। তাদের সাথে সুখে বাস কর। ক্লান্তি ও শ্রান্তি তোমাদের ওপর আপতিত হবে না। তোমাদের এ ভালবাসা, উল্লাস, উন্মাদনা ও আনন্দ চিরকাল সতেজ ও আনন্দময় থাকবে। যাও তোমাদের প্রিয় ব্যক্তি, ভালবাসার বস্তু ও ছেলেমেয়ে নিয়ে বেহেশতের আনন্দ উপভোগ কর।”

এরপর পর্দা উন্মোচিত হবে এবং বেহেশতবাসীরা আল্লাহকে দেখতে পাবে এবং তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদায় অবনত হবে। পুনরায় আল্লাহর কথা শোনা যাবে ঃ “এখন সিজদা ও ইবাদতের সময় নয়। আমি তোমাদের আমার কাছে এজন্য ডেকে এনেছি যেন আমি তোমাদের ধর্মপ্রাণতার পুরস্কার দিতে পারি। তোমরা যা চাও আমি তোমাদের তাই দেব।” বেহেশতবাসীরা উত্তরে বলবে ঃ “হে আল্লাহ, হে দয়ালু, হে সহানুভূতিশীল! তোমার কাছে অধিক আর কিছু আমরা চাই না।” তখন পুনরায় স্বর্গীয় ঘোষণা শোনা যাবে। “আমার শাশ্বত আনন্দ তোমাদের সাথেই রইল।”

বেহেশতবাসীরা যখন আল্লাহর নৈকট্য ত্যাগ করবে, তাদের দেহের প্রতিটি অঙ্গ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হবে এবং তারা তাদের প্রিয়জনকে নিয়ে স্থায়ী জীবন শুরু করবে। পরকাল ও শাশ্বত জীবন সম্পর্কে এ ধরনের চিন্তা ও বিশ্বাস মুহাম্মদ-এর অনুসারীগণের মনে সব সময়ই বিরাজ করত।

যারা এসব চিন্তায় বিভোর থাকত, তাদের কাছে পরাজয় ও মৃত্যুর কোন অর্থ ছিল না। মুহাম্মদ-এর সময়ে এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের সময়ে তাদের বিজয়ের মূল কারণ ছিল স্থায়ী জীবন ও পরকাল সম্পর্কে তাদের এ দৃঢ় ও অকম্পিত বিশ্বাস। এ দৃঢ় ও অকম্পিত বিশ্বাসের জন্যই তারা পৃথিবীর অর্ধেক এলাকায় শাসন করতে সমর্থ হয়েছিল।

মুহাম্মদ-এর মন ও হৃদয় থেকে বিকশিত এ আলো কোন দিন নির্বাপিত হবে না।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

Bibliography

(Principal sources used by the author)

References have been given to published editions or translations where appropriate.

Abbott, Nabia : Aishah, the beloved of Muhammad, Chicago, 1944.

Al-Alusi Shukri, Jamal-ad-Din : Bulugh-al-Arab fi Ma'rifat Ahwal-al-Arab. 3 vols. Baghdad, 1896; Cairo, 1925.

Al-Afghani, Sa'id : Aswaq-al-'Arab.

Al-'Asqalani, Abul-Fadl Ahmad : Kitab-al-Isaba fi tamyiz-al-sahaba. Calcutta. 1856-93, Cairo, 1905, 1908, 1910.

Ba Salama : Hayat Sayyid-al-'Arab. Mecca, Jidda, 1930.

Bahr-al-'Ulum, Abul-Ayyas Abd-al-Ali : Sharh-al-Musallam.

Browne, E.G. . Literary History of Persia. Cambridge, 1928.

Al-Bukhari : Al-Sahih (ed. L. Krehl. 3 vols. Leyden, 1862-8).

Carlyle, Thomas On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History.

Christensen, Arthur L'Iran sous less Sassanides. Copenhagen, 1936; Paris, 1944.

Dermenghem, Emile : The Life of Mahomet. Translated by Arabella Yonke. London, 1930.

Al-Diyarbekri, Husain : Tarikh-al-Khamis fi Ahwal Anfas-al-nafis. Will Durant : The Story of Civilisation. New York.

Dussaud. Rene : Les Arabes en Syrie avant l'Islam. Paris, 1907.

Encyclopaedia Britannica.

Encyclopaedia of Islam.

Ferdousi, Abolqasem : Shahname (Trans. A.G. and E. Warner. 9 vols. London, 1905-24)

Al-Firuzabadi, Majd-al-Din Muhammad : Al-Qamus-al-Muhit. (4 vols. Cairo, 1912).

Gibbon, Edward : Decline and Fall of the Roman Empire.

Gibran, Gibran Kahlil : The Garden of the Prophet.

Hafez, Shamsuddin Muhammad : Diyan (trans. H. Wilberforce Clarke, Calcutta, 1891).

Haikal, Hasain : Fi Manazil-al-Wahy. Cairo, 1937.

Haikal, Husain : Hayat Muhammad. Cairo, 1935.

Al-Hakim, Tawfiq : Muhammad. Cairo, 1936.

Al-Halabi, Abul-Faraj Ali : al-Sirat al-Halabiya.

Hashishu, Muhammad Ali : Kitab Athar Dhat-al-Siwar.

Husain, Qadriya : Shahirat al-Nisa fil A'lam al-Islami. Cairo, 1922.

www.pathagar.com

Husain, Taha : Ala Hamish al-Sira. Cairo, 1933, 1937.
Husaini. Jamaluddin Raudat al-Ahbab fi Siyar al-Nabi. Lucknow, 1880-2.
Ibn Hisham : Sırat Sayyidna Muhammad. (Ed. F. Wustenfeld. 2 vols. Goettingen, 1858-60).
Ibn al-Jawzi : Sifat al-Safwa.
Ibn Khaldun : Al-'Ibar wa Diwan al-Mubtada wal-Khabar.
Ibn Sa'd : Kitab al-Tabaqat al-Kabir. (Ed. F. Wustenfeld. 2 vols. Goettingen, 1858-60).
Ibn Hisham : Sirat Sayyidna Muhammad. (Ed. F. Wustenfeld. 2 Vols. Goettingen. 1858-60).
Ibn-al-Jawzi : Sifat al-Safwa.
Ibn Khaldun : Al-Ibar wa Diwan al-Mubtada wal-Khabar.
Ibn Sa'd : Kitab al-Tabaqat al-Kabir. (Ed. E. Sachau et. al., 9 vols. Leiden, 1904-28).
Al-Isbahani, Abul-Faraj : Kitab al-Aghani. (20 vols. Bulaq. 1868).
Jirdaq, George : Al-Imam Ali.
Jawahir Al-Adab.
Al-Kalbi, Hisham : Kitab al-Asnam. (Ed. Ahmad Zaki. Cairo, 1914).
Kashfol-Mataleb e-Quran-e Bozorg.
Khadduri, Majid, and Herbert J. Liebesny : (ed.) : Law in the Middle East. Washington, 1955.
Khalili, Muhammad Ali : Zandagi-e-Ali b. Abi Taleb.
Kitab-al-Rasul.
Koran : Translation of the Holy Quran with short notes and introduction, Lahore, 1928.
Koran : The Meaning of the Glorious Koran An Explanatory translation by Marmaduke Pickthall, London, 1930.
Lammens, H : Le Bercneau de l'Islam, Rome, 1914.
Majlesi, Mohammad Baqer : Bihar al-Anwar (Tehran, 1908, 1958).
Al-Masudi : Muruj al-Dhahab (Ed. and Trans. Barbier de Meynard and Pavet de Courteille, 9 vlos, Paris, 1681 ff).
Mir'at al-Haramain Al-Mu'allaqat (A Commentary on Ten Ancient Arabic Poems, ed. C.J. Lyall, Calcutta, 1894).
Muhyi'l Din : Kitab al-Abrar.
Muhyi'l-Din Ali al-Arabi : Kitab al-Futuhat al-Makkiya.
Muir, Sir William : The Life of Mohammad. Edinburgh, 1861, 4th. ed., 1912.
Musil, Alois : The Manners and Customs of the Rwala Bedouins. New York, 1928.
Al-Nabhani, Yusif : Al-Anwar al-Muhammadiya min al-Mawahib al-Laduniya. Beirut 1892, Cairo, 1902.

www.pathagar.com

Naser Khosrou Sefernameh. (Ed. and Trans. Charles Schefer. Paris, 1881).

New Testament.

Old Testament.

Perceval, Caussin de Essai sur l'histoire des Arabes avant l'islamisme. 3 vols., Paris 1847-8.

Pirniya, Hassan : Iran-o Bastan. Tehran, 1928.

Rawlinson, George : The Seventh Great Oriental Monarchy. New York, 1876.

Rumi, Jalaloddin : Divan-e Shams-e-Tabriz (Selected Poems, ed. and Trans. R. A. Nicholson, Cambridge, 1898).

Rumi, Jalaloddin : Masnavi (ed. and Trans. R. A. Nicholson. 8 vols., London, 1925-40).

Sepehr, Mohammad Taqi : Nasekh at-Tavarikh. Tehran 1860 ff.

Sharafoddin : al-Muraja'at.

Shirvani, Zeinol Abedin : Bostan as-siyaha. (Tehran, 1892, etc).

Sufyan al-Damri.

Al-Tabarix Muhammad b. Jarir : Annales. (Ed. M. J. de Goeje et al. 15 vols., Leiden, 1879-1901)

Talmud.

Tarabulsi : Sannajat al-Tarab fi Taqaddumat al-'Arab., Beirut, N.D.

Wolfston, Israel : History of the Jews.

Yaqut : Marasid al-Ittila' (ed. T. G. J. Juynboll, Leiden, 1850-64).

Yaqut : Mu'jam al-Buldan. (ed. F. Wuestenfeld. 6 vols, Leipzig, 1860-70).

Zamakhshari : al-Kashshaf (ed. W. H. Lees. 2 vols., Calcutta, 1856-9).

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি : যায়নুল আবেদীন রাহনুমা ইরানের একজন খ্যাতনামা লেখক এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি সম্পর্কে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী। সাংবাদিকতা ও প্রকাশনার সাথে তিনি চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে জড়িত ছিলেন। ১৯১৬ সাল থেকে তিনি ইরানের দৈনিক পত্রিকা ইরান-এর সাথে জড়িত ছিলেন এবং ১৯২১ সালে তিনি ঐ পত্রিকার মালিক হন। সত্য ও স্পষ্ট কথা বলার জন্য তাঁকে ১৯৩৫ সালে ইরান ত্যাগে বাধ্য করা হয়। ১৯৪১ সালে তিনি ইরানে ফিরে এসে ঐ পত্রিকার দায়িত্ব ভার পুনরায় গ্রহণ করেন। এ সময় থেকে তিনি একাধিক সরকারী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪২ সালে তিনি ইরানের উপ-প্রধানমন্ত্রী, ১৯৪৫ সালে প্যারিসে ইরানী মন্ত্রী এবং ১৯৪৬ সালে তিনি সিরিয়া, লেবানন ও ট্রান্স-জর্ডানে ইরানী মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইরানের আইন পরিষদের নিম্ন কক্ষের ডেপুটি এবং সিনেটর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

এ গ্রন্থ লেখার কাজ শুরু হয় বিদেশে তাঁর নির্বাসনের দিনগুলোতে। ১৯৩৭ সালে এর প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয় দামেস্ক -এ, ১৯৫৩ সালে এর দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হয় তেহরানে এবং ১৯৫৬ সালে এর তৃতীয় খন্ড প্রকাশিত হয় তেহরানে ফারসী ভাষায়।

প্রথমে গ্রন্থখানি অনূদিত হয় ফরাসী ভাষায় এবং পরে ইংরেজী ভাষায়, ১৯৬৪ সালে। ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ফারসী ভাষায় ঐ বইখানির সতেরতম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

লেখকের কথায় : আমি যখন তেহরান ত্যাগ করি তখন এমন একটি বিষয়ের ওপর লিখতে আগ্রহী হই যার সাথে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। দীর্ঘদিন ধরে নবীর জীবন আমাকে বিমোহিত করে রাখে এবং সে কারণে আমি ঐ বিষয়ের ওপর লিখতে শুরু করি।

[redacted]

গভীর পান্ডিত্য ও কল্পনাবিলাসী লেখার অপূর্ব সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ফারসী ভাষায় রচিত এ অমর সৃষ্টি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। শুধু ইতিহাসের নিরস বর্ণনা নয়, সত্য ঘটনার কাঠামোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত থেকে লেখক আমাদের এক মুগ্ধকর ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তিনি তৎকালীন আরব সমাজের এক জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন এবং মরুভূমি ও পর্বতের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে নবী মুহাম্মদ (স:)-এর বেড়ে ওঠার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন ঐ মহানবীর উপদেশের কথা যা এখনও মানব সমাজের কোটি কোটি লোককে পরিচালিত ও পথ প্রদর্শন করছে। তিনি বলেছেন ঐ মহানবীর জীবন সাধনা ও কর্মের কথা যাকে আজকের যুগের বিদগ্ধ মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছেন। ইসলাম ধর্মকে জানার জন্য যে চেতনা অনুসন্ধিৎসু মানুষকে অনুপ্রাণিত করে সে সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য এখন কাউকে আর বিশেষ চেষ্টা করতে হয় না। এ জন্য জনাব রাহনুমার বোধগম্য, প্রাণবন্ত, এমনকি সরসতাপূর্ণ এই জীবনীগ্রন্থের চেয়ে উত্তম কিছু আর হয় না।

লেখকের কথায় : আপনাদের সামনে এখন যে পুস্তকখানি রয়েছে তা হল অন্ধকার ও আলোর ইতিহাস; এটা হল এক দীর্ঘ রাতের কাহিনী-যা শেষ হয়েছে একটা উজ্জ্বলতম সকালের আগমনে।